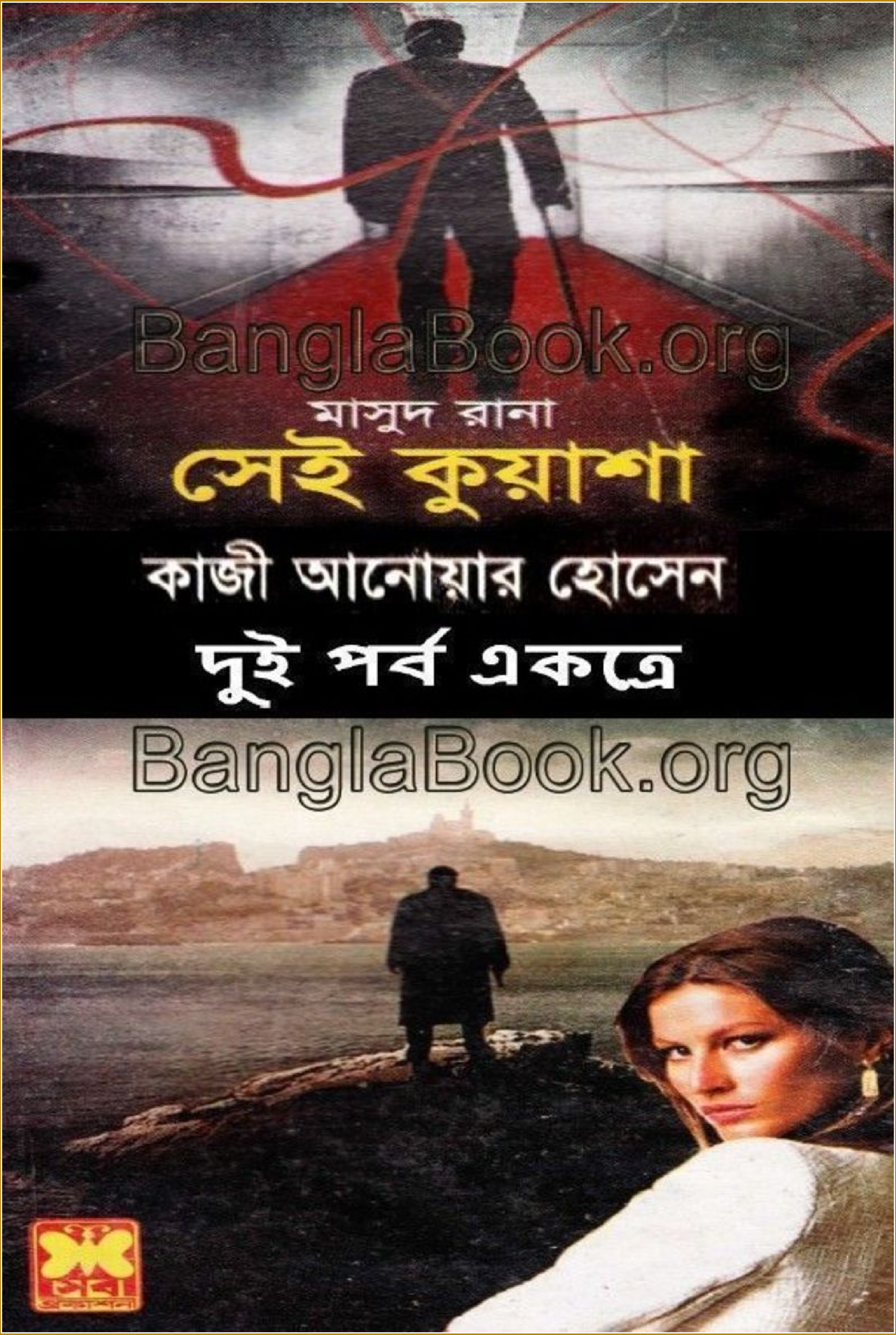
BanglaBook.org
মাসুদ রানা
সেই কুয়াশা
কাজী আনোয়ার হোসেন
দুই পর্ব একত্রে
BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাসুদ রানা ৪১২

সেই কুয়াশা

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুই খন্ড একত্রে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7412-2

www.BanglaBook.org

মাসুদ রানা ৪১২

সেই কুয়াশা

(প্রথম খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এক

রাস্তার মোড়ে সমবেত হয়ে বড়দিনের ভক্তিগীতি গাইছে একদল গায়ক। হাত-পা নাড়ছে সঙ্গীতের তালে। রাস্তার গাড়িঘোড়ার আওয়াজ, পুলিশের সাইরেন আর দোকানপাট থেকে ভেসে আসা নানা ধরনের কোলাহল চাপা পড়ে যাচ্ছে তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের তলায়। ভারী তুষারপাত হচ্ছে, তা অগ্রাহ্য করে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় বেরিয়েছে ব্যস্ত কর্মজীবীরা। ফুটপাতে ঠেলাঠেলি, রাস্তায় যানজট, দোকানে-দোকানে আলোকসজ্জা—বড়দিনের চিরাচরিত দৃশ্য।

গাঢ় রঙের একটা ক্যাডিলাক রাস্তার মোড় ঘুরল, ধীরে ধীরে পেরুতে শুরু করল সমবেত সঙ্গীতশিল্পীদেরকে। শতচ্ছিন্ন পোশাক পরা একজন গায়ক এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। ছেঁড়া গ্লাভে ঢাকা একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে, সাহায্যের আশায়। গলা চড়িয়ে গাইছে গান।

রাগী ভঙ্গিতে হর্ন বাজাল ড্রাইভার, হাতের ইশারায় সরে যেতে বলল ভিখিরি-গায়ককে। কিন্তু পিছনের প্যাসেঞ্জার সিটে বসা মাঝবয়েসী মানুষটা কেন যেন এতটা নির্দয় হতে পারল না। বোতাম টিপে রিয়ার-উইণ্ডোর কাঁচ নামাল সে, খুচরো কিছু টাকা গুঁজে দিল বাড়িয়ে ধরা হাতটাতে।

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, স্যার!' চেঁচিয়ে বলে উঠল গায়ক। 'ইস্ট ফিফটিনথ্ স্ট্রিটের বয়েজ ক্লাবের পক্ষ থেকে

www.BanglaBook.org

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাকে। ধন্যবাদ! মেরি ক্রিসমাস, স্যর!'

আশীর্বাদের পাশাপাশি খোলা মুখ থেকে ভকভক করে ভেসে এল সস্তা মদের গন্ধ। বিরক্তিতে ঠোঁট বাঁকাল মাঝবয়েসী আরোহী।

'জাহান্নামে যাক ক্রিসমাস!' বিড়বিড় করল সে। তাড়াতাড়ি আবার উঠিয়ে দিল জানালার কাঁচ।

যানজটের মাঝখানে একটুখানি ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি গাড়ি আগে বাড়াল ড্রাইভার। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই আবার ব্রেক কষতে বাধ্য হলো। বিশাল এক ভ্যান আচমকা বন্ধ করে দিয়েছে রাস্তা। সখেদে স্টিয়ারিং হুইলের উপর একটা ঘুসি বসাল ড্রাইভার।

'টেক ইট ইজি, মেজর,' শান্ত গলায় বলল মাঝবয়েসী আরোহী। 'উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই কোনও। এমন তো নয় যে রেগে গেলেই দ্রুত পৌঁছুতে পারছ গন্তব্যে।'

'জী, জেনারেল,' সসম্ভ্রমে বলল ড্রাইভার, যদিও এ-মুহূর্তে শ্রদ্ধা অনুভব করছে না সে মানুষটির প্রতি।

না, জেনারেলকে এমনিতে অশ্রদ্ধা করে না মেজর কলিন ডেনমোর, কিন্তু আজ রাতের ব্যাপার ভিন্ন। খামখেয়ালির একটা সীমা থাকা উচিত। হতে পারে সে জেনারেলের এইড, কিন্তু ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় কাউকে ডিউটির জন্য ডেকে পাঠানো মোটেই মেনে নেয়া যায় না। তাও যদি সেটা কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হতো! ভাড়া করা একটা সিভিল গাড়ি চালাবার জন্য আর কাউকে বুঝি খুঁজে পায়নি লোকটা? পাবে কী করে, যাচ্ছে তো গোপনে ফুর্তি করতে! বিশ্বস্ত এইড ছাড়া আর কাউকে কি সেটা জানতে দেয়া যায়?

না, যায় না। কারণ, জেনারেল যাচ্ছে পতিতালয়ে।

www.BanglaBook.org

ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ারম্যান অভ জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফ যাচ্ছে দেহপসারিণীদের সঙ্গে ফুর্তি করতে! ব্যাপারটা জানাজানি হলে বিরাট কেলেঙ্কারি বেধে যাবে। মেজরকে তাই যেতে হচ্ছে গোপনীয়তা নিশ্চিত করবার জন্য... গোলমাল দেখা দিলে সেটা সামাল দেবার জন্য। রাতভর আমোদ-ফুর্তি করার পর পাঁড় মাতাল হয়ে যাবে জেনারেল, তখন ওকেই দায়িত্ব নিতে হবে তাকে বাড়ি পৌছানোর; দেখতে হবে টাকা-পয়সার দিকটা... পতিতালয়ের কেউ যেন মুখ না খোলে।

গত তিন বছরে বহুবার এভাবে জেনারেলের সঙ্গী হতে হয়েছে মেজর ডেনমোরকে। বিশ্বাস করা কঠিন, জাতির ভয়াবহ মুহূর্তগুলোতে এই মানুষটিই কীভাবে বদলে যায়... হয়ে ওঠে রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে পদস্থ সবার নির্ভরতার প্রতীক। অথচ আজ রাতে তার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই লোকটার ভিতর। সত্যি বলতে কী, মানুষটা গ্রেগরি ওয়ার্নার না হয়ে অন্য কেউ হলে মেজর ডেনমোর রীতিমত প্রতিবাদই করে বসত। হাজার হোক, ছোট পদের অফিসারদেরও পরিবারের সঙ্গে বড়দিন উদ্‌যাপনের অধিকার আছে।

কিন্তু জেনারেলের কোনও আদেশ... তা যত উদ্ভটই হোক না কেন... অমান্য করতে পারবে না মেজর ডেনমোর। পারবে না অকৃতজ্ঞ হতে। কারণ বহু বছর আগে, উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় গুলিবিদ্ধ হবার পর এই জেনারেলই তাকে কাঁধে করে বয়ে আমেরিকান লাইনে ফিরিয়ে এনেছিল। তখন ডেনমোর ছিল তরুণ এক লেফটেন্যান্ট, আর ওয়ার্নার ছিল কর্নেল। এই লোকটার কারণেই আজও পৃথিবীতে শ্বাস ফেলছে মেজর ডেনমোর। কিছুতেই সে-উপকারের প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয়। জেনারেল যা-ই করুক না কেন, সব মুখ বুজে মেনে নিতে হবে তাকে।

www.BanglaBook.org

পার্ক অ্যাভিনিউ-এ পৌঁছে উত্তরমুখী পথ ধরল ক্যাডিলাক। এদিককার রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা। ক্লাচ থেকে পা সরিয়ে অ্যাকসেলারেটরে চাপ বাড়াল মেজর। হু হু করে গতি বেড়ে গেল গাড়ির। অল্প সময়ে পেরিয়ে এল পনেরো ব্লক দূরত্ব। পার্ক আর লেক্সিংটনের মাঝামাঝি, সেভেন্টি ফার্স্ট স্ট্রিটের একটা ব্রাউনস্টোনের বিল্ডিঙের সামনে পৌঁছে গেল একটু পর।

রাস্তার পাশে ফাঁকা একটা জায়গায় গাড়ি পার্ক করল মেজর। তার সঙ্গে কোনও কথা বলল না জেনারেল। দরজা খুলে শান্ত ভঙ্গিতে নেমে গেল গাড়ি থেকে। বিল্ডিঙের সামনের চওড়া সিঁড়ি ধরে উঠে গেল সদর দরজার দিকে। পাল্লার উপরে পুরনো আমলের একটা ভারী কড়া ঝুলছে। ওটা নাড়তেই একহারা, দীর্ঘদেহী এক মহিলা দরজা খুলল। টকটকে লাল রঙা সিল্কের একটা গাউন পরে আছে, গলায় দামি ডায়মণ্ড নেকলেস। ড্রাইভিং সিটে বসে জেনারেলকে মহিলাটির সঙ্গে ভিতরে ঢুকে যেতে দেখল মেজর। মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস খাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই এখন। কপাল ভাল হলে হয়তো ঘণ্টাতিনেক পর আবার খুলে যাবে দরজাটা, নেশাতুর জেনারেলকে নিয়ে আসার সঙ্কেত দেয়া হবে তাকে। কপাল খারাপ হলে রাতভরও অপেক্ষা করতে হতে পারে।

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে স্ত্রী-র নাম্বারে ডায়াল করল ডেনমোর। আরেক দফা ক্ষমা চাইতে হবে ক্যারোলিনের কাছে... ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় ওকে এভাবে একা ফেলে আসার জন্য। শালার জেনারেল, বিড়বিড় করল মেজর, তার জন্য কোন্‌দিন না জানি ওর নিজের সংসারই তছনছ হয়ে যায়!

পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই হলওয়েের আলো-ছায়ার মাঝে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেনারেলকে জড়িয়ে ধরল দীর্ঘাঙ্গী মহিলা। গালে চুমু খেয়ে মদির গলায় বলল, 'হাই গ্রেগ! ডার্লিং... তোমাকে খুব মিস করেছি আমরা। এতদিন আসোনি কেন?'

'এতদিন কোথায়?' বলল জেনারেল। 'মাত্র তো দু'সপ্তাহ।'

ইউনিফর্ম-পরা একজন কমবয়েসী মেইড এগিয়ে এল, ওভারকোট খুলতে সাহায্য করল তাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটাকে দেখল জেনারেল—আগে দেখেনি, নতুন এসেছে নিশ্চয়ই। দেখতে-শুনতে চমৎকার। জেনারেলের চোখে লোভী দৃষ্টি ফুটল।

ব্যাপারটা লক্ষ করে হেসে উঠল দীর্ঘাঙ্গী মহিলা। বলল, 'ও এখনও তোমার জন্য তৈরি নয়, ডার্লিং। দু-এক মাস সময় দরকার সবকিছু শিখে নেবার জন্য।' জেনারেলের হাতের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে দিল। 'এসো, তোমার জন্য আলাদা ব্যবস্থা রেখেছি আমি।'

দোতলার বিশাল একটা কামরায় অতিথিকে নিয়ে গেল মহিলা। ভিতরটা রঙিন, মোলায়েম আলোয় আলোকিত। জানালায় ভারী পর্দা, মেঝেতে পুরু গালিচা। দামি আসবাবপত্র শোভা পাচ্ছে ঘর জুড়ে। ঠিক মাঝখানে রয়েছে বড়-সড় একটা বিছানা, তার পাশে নতমুখে দাঁড়িয়ে সুন্দরী দুটি মেয়ে।

ভুরু কোঁচকাল জেনারেল। ডানদিকের আমেরিকান মেয়েটি পরিচিত, আগেও বেশ ক'বার তার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে। কিন্তু অন্য মেয়েটাকে এই প্রথম দেখছে। বিদেশি নিঃসন্দেহে, গায়ের চামড়া ল্যাটিনোদের মত বাদামি। মাথায় কুচকুচে কালো কেশ... খোঁপা করে রাখা হয়েছে। পরনে সাদা লিনেনের ফিনফিনে আলখাল্লা... প্রায় স্বচ্ছ-ই বলা চলে; তলায় সুগঠিত শরীরের প্রতিটি আঁক-বাঁক প্রকট হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘাঙ্গী মহিলার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল জেনারেল।

www.BanglaBook.org

'নতুন মেয়ে... গ্রিক,' ফিসফিসিয়ে বলল মহিলা। 'সপ্তাহখানেক হলো যোগ দিয়েছে আমার এখানে, কিন্তু কাজের বাহার দেখে চমকে গেছি। এনজয় করবে তুমি, প্রমিজ!'

নিঃশব্দ হাসি ফুটল জেনারেলের ঠোঁটে। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল নতুন মেয়েটির ব্যাপারে।

দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটিও হাসল। পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল সে, বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। দরজা টেনে দিল।

আধঘণ্টার মধ্যেই অন্য এক জগতে চলে গেল জেনারেল। পুরো কামরা ভরে গেল আফিমের মেঘ আর দামি মদের গন্ধে। সম্পূর্ণ উদোম হয়ে বিছানায় শুয়ে গোঙাতে থাকল সে। মেয়েদুটিও বিবস্ত্র হয়ে গেছে, প্রজাপতির মত তাদের হাতগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে জেনারেলের সারা শরীরে, ছড়িয়ে দিচ্ছে সুখের আবেশ। ঘোর লাগা অবস্থাতেও মনে মনে গ্রিক মেয়েটির প্রশংসা করল জেনারেল। সত্যি, কাজ জানে বটে! ক্ষণে ক্ষণে চরম পুলক এনে দিচ্ছে, কানের কাছে ফিসফিসিয়ে অবিরাম কী যেন বলছে গ্রিক ভাষায়। অর্থ বোঝা না গেলেও শরীরে শিহরণ তুলছে তার মদির কণ্ঠ।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল গ্রিক মেয়েটি, বিছানা থেকে নামতে নামতে ইশারায় বাথরুম দেখাল সঙ্গিনীকে। মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে যেতে ইশারা করল আমেরিকান মেয়েটি। দ্বিতীয়জনের অভাব পূরণ করার জন্য উঠে পড়ল জেনারেলের শরীরের উপর, ঠোঁট ডুবিয়ে দিল তার ঠোঁটে, চুমু খেতে শুরু করল ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে।

দু'জনে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, খেয়ালও করল না—মাত্র এক মিনিট পরেই আবার বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে গ্রিক মেয়েটি। এখন আর নগ্ন নয় সে, গাঢ় রঙের একটা টুইডের কোট পরে নিয়েছে, উঁচু হুড দিয়ে ঢেকে ফেলেছে মাথা। ছায়ার মাঝে

www.BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা, তারপর সন্তর্পণে এগিয়ে গেল জানালার দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে একহাতে একটা পর্দার কিনার মুঠো করে ধরল, বড় করে শ্বাস নিয়ে এক ঝটকায় সরিয়ে দিল পর্দাটা।

সঙ্গে সঙ্গে জানালায় বিকট শব্দ হলো। কাঁচ আর পাল্লা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ল লম্বা একজন মানুষ, র‍্যাপলিং করে ছাদের উপর থেকে নেমে এসেছে সে। পরনে কুচকুচে কালো পোশাক, মুখ ঢেকে রেখেছে স্কি-মাস্ক দিয়ে। হাতে ভয়ঙ্করদর্শন একটা পিস্তল। সাইলেন্সার লাগানো।

চমকে উঠে জেনারেলের উপর থেকে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ল আমেরিকান মেয়েটি, লোকটাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল আতঙ্কে। কিন্তু চিৎকারটা হলো ক্ষণস্থায়ী। আততায়ীর পিস্তলের এক গুলিতে নিথর হয়ে গেল সে।

হতভম্বের মত খুনির দিকে তাকাল জেনারেল। মাদকের নেশায় ঠিকমত কাজ করছে না মগজ। ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল, 'হু দ্য হেল আর ইউ?'

জবাব না দিয়ে আবার ট্রিগার চাপল আততায়ী... পর পর তিনবার মৃদু শব্দের সঙ্গে জেনারেলের বুক, পেট আর মাথা ফুটো হয়ে গেল। রক্তে ভেসে যেতে শুরু করল বিছানা।

নির্বিকার ভঙ্গিতে গ্রিক মেয়েটার দিকে ফিরল খুনি। 'মক্ষীরানী কোথায়?'

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরল মেয়েটা। জানাল, 'নীচতলায়, ডানদিকের অফিস কামরায় পাবে ওকে। লাল ড্রেস পরেছে, গলায় ডায়মণ্ডের নেকলেস।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল খুনি। পিছু পিছু গ্রিক মেয়েটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অপ্রত্যাশিত শব্দে সচকিত হয়ে উঠল মেজর ডেনমোর। চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেছে। ব্রাউনস্টোনের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে কান পাতল সে। ভিতর থেকে চেঁচামেচির শব্দ ভেসে আসছে... না, চেঁচামেচি না। চিৎকার... আতঙ্কিত চিৎকার! বহুকণ্ঠের!!

কিংকর্তব্য ঠিক করার আগেই ঝট্ করে খুলে গেল সদর দরজা। ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল দুটো ছায়ামূর্তি। একজন নারী, অন্যজন পুরুষ। পুরুষটির হাতে একটা পিস্তল, ঝড়ের বেগে সিঁড়ি টপকে নীচে নামতে নামতে কোমরের বেল্টে গুঁজে ফেলল অস্ত্রটা। পেভমেন্টে নেমেই সঙ্গিনীকে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল।

খোলা দরজা দিয়ে এখন ভালমত ভেসে আসছে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ। বুকের ভিতর সতর্কঘণ্টা বেজে উঠল মেজরের। হাত বাড়িয়ে গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট খুলে ফেলল সে। বের করে আনল নিজের সার্ভিস রিভলবার। ওটা হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। ছুটল বাড়ির দিকে।

একেক লাফে দু'তিনটে করে ধাপ পেরুল মেজর, সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল উপরে, সদর দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতর। স্বল্পবসনা একদল মেয়েকে দেখতে পেল সামনে। হলওয়েতে ছুটোছুটি করছে তারা। শেষপ্রান্তে উপুড় হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটি। পরনের লাল পোশাক আর রক্ত মিলেমিশে একাকার। মাথার পিছনে একটা বুলেটের গর্ত। সম্ভবত পালাবার চেষ্টা করেছিল, পিছন থেকে তাকে গুলি করেছে খুনি।

পাশ দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল একটা মেয়ে, খপ্ করে তার হাত চেপে ধরল মেজর। কর্কশ গলায় জানতে চাইল, 'কোথায় উনি?'

www.BanglaBook.org

'দ্... দোতলায়!' কাঁপতে কাঁপতে জানাল মেয়েটি।

ঝট্ করে ঘুরল মেজর। বাড়ির কারুকাজ করা সিঁড়ি ধরে ছুটল দোতলায়। ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে, গতি কমাল না। বাঁয়ে মোড় নিয়ে একটা করিডোরে ঢুকে পড়ল। কামরাটা চেনা আছে তার। প্রতিবার ওই একই কামরায় রাত কাটায় জেনারেল।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই থমকে গেল মেজর ডেনমোর। এই প্রথম মৃতদেহ দেখছে না সে। কিন্তু জেনারেলকে এ-অবস্থায় দেখবে আশা করেনি। বিবস্ত্র, রক্তে রঞ্জিত... পাশে নগ্ন এক পতিতার লাশ-সহ। চরম অসম্মানের মৃত্যু বোধহয় একেই বলে। বমি পেল তার।

মূর্তির মত কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, তা বলতে পারবে না। কিন্তু সংবিৎ ফিরতেই নিজেকে সামলে নিল ডেনমোর। চোয়াল শক্ত করে বেরিয়ে এল কামরা থেকে। দরজা টেনে দিয়ে বাইরে থেকে ছিটকিনি আটকাল। করিডোরের ওপাশ থেকে কয়েকটা মেয়ে উঁকি দিচ্ছে। তাদের দিকে হুমকির ভঙ্গিতে রিভলবার তাক করল।

'চলে যাও এখান থেকে!' চেঁচিয়ে উঠল মেজর। 'খবরদার, এদিকে কাউকে দেখতে পেলেই গুলি করব আমি! নীচে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দাও কথাটা।'

পড়িমরি করে ছুটে পালাল মেয়েগুলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল ডেনমোর। মেমরিতে রাখা একটা নাম্বারে ডায়াল করল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'হ্যালো...'

গম্ভীর মুখে ওভাল অফিসে এসে ঢুকলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেক্রেটারি অভ স্টেট আর সিআইএ ডিরেক্টর অপেক্ষা করছিলেন ভিতরে, তাঁকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চুপচাপ নিজের চেয়ারে বসলেন প্রেসিডেন্ট, কিছু বললেন না। অনুমতির অপেক্ষায় মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থাকলেন দু'জনে, শেষ পর্যন্ত ইতস্তত করে বসে পড়লেন মুখোমুখি।

'মি. প্রেসিডেন্ট...' গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করলেন সেক্রেটারি অভ স্টেট, কিন্তু থেমে গেলেন প্রেসিডেন্টের বাধা পেয়ে।

'কী ঘটেছে, তার রিপোর্ট দেবার প্রয়োজন নেই,' থমথমে গলায় বললেন তিনি। 'অলরেডি সব জানতে পেরেছি আমি। আপনারা ব্যাপারটা কীভাবে ট্যাকেল করছেন, তা বলুন।'

'নিউ ইয়র্ক পুলিশ কো-অপারেট করছে,' বললেন সিআইএ ডিরেক্টর। 'আমাদের কপাল ভাল, জেনারেলের এইড দরজা আটকে পাহারা দিচ্ছিল: আমাদের লোক পৌঁছুবার আগে কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। পুলিশ আর প্রেসের লোক ঢোকাবার আগে ক্রাইম সিন ক্লিনআপ করে নিতে পেরেছি আমরা।'

'এ তো ড্যামেজ কন্ট্রোল!' অধৈর্য গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ও-ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমি জানতে চাইছি আপনাদের আইডিয়ার কথা। কী ঘটেছে আসলে? নিউ ইয়র্কের আরেকটা সাধারণ হোমিসাইড এটা, নাকি অন্য কিছু?'

'অন্য কিছু,' বললেন সিআইএ ডিরেক্টর। 'নিঃসন্দেহে। এফবিআই ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে ওরা। পুরোটাই নিখুঁতভাবে প্ল্যান করা, প্রফেশনাল হিট। চমৎকারভাবে সারা হয়েছে কাজটা, একটা সূত্রও রেখে যাওয়া হয়নি পিছনে। এমনকী পতিতালয়ের মালিক মহিলাকেও খুন করা হয়েছে, যাতে তার কাছ থেকে কোনও তথ্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না পাই আমরা।'

'কে দায়ী?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'বলা কঠিন। বুলেটগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। *গ্রাজ-বুরিয়া* অটোমেটিক থেকে ফায়ার করা হয়েছে। ওটা রাশান পিস্তল, রাশান ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে। কাজেই কাজটা ওদের হতে পারে...'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করলেন সেক্রেটারি অভ স্টেট। 'ইতোমধ্যে রাশান অ্যাম্বাস্যাডরের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ব্যাপারটার আভাস দিতেই কসম কেটে বলেছেন, এর মধ্যে তাঁদের কোনও হাত নেই। কথাটা বিশ্বাস করেছি আমি। জেনারেল ওয়ার্নার রাশান ইস্যুতে বহুবার ওদের পক্ষ নিয়েছেন। ওঁকে খুন করলে ওদেরই ক্ষতি। তা ছাড়া ওই পিস্তল ইয়োরোপের যে-কোনও জায়গায় কিনতে পাওয়া যায়।'

'সেক্ষেত্রে আর কোনও সাসপেক্ট আছে আপনার হাতে?' সিআইএ ডিরেক্টরের দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট।

'বহু। আল-কায়েদা, চাইনিজ ইন্টেলিজেন্স, নর্থ কোরিয়ান... লিস্ট অনেক লম্বা।' কাঁধ ঝাঁকালেন ডিরেক্টর। 'কিন্তু আমাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই। টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন হলে এতক্ষণে কৃতিত্ব দাবি করত, কিন্তু করেনি। আর ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি এসব ব্যাপারে কখনও ঢাকঢোল পেটায় না। আমরা এ-মুহূর্তে সম্পূর্ণ অন্ধকারে, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'তা হলে আলোয় আসার ব্যবস্থা নিন,' রাগী গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাদের জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফকে খুন করা হয়েছে! ব্যক্তিগত জীবনে ওর কী বদভ্যাস ছিল, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো, দেশের জন্য জেনারেল ওয়ার্নার ছিল এক অমূল্য সম্পদ... সত্যিকার বীর। যে-ই এর পিছনে জড়িত থাকুক,

www.BanglaBook.org

তাকে কিছুতেই পার পেতে দেয়া যায় না। যা খুশি করুন, বাট আই ওয়াণ্ট দ্যাট সান অভ বিচ!'

'ইয়েস, মি. প্রেসিডেণ্ট!' সমস্বরে বলে উঠলেন সেক্রেটারি অভ স্টেট আর সিআইএ ডিরেক্টর। তারপর বেরিয়ে এলেন ওভাল অফিস থেকে।

দুই

'ইলিয়া ইভানোভিচ!' বিছানার পাশ থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডেকে উঠলেন বৃদ্ধা মহিলাটি, হাতে একটা ব্রেকফাস্ট ট্রে ধরে রেখেছেন। 'তুমি এখনও ঘুমাচ্ছ? সেই কখন থেকে ডাকছি... ওঠো বলছি! নইলে কিন্তু মাথায় পানি ঢেলে দেব!'

বালিশে মুখ গুঁজে রেখেছিলেন ড. ইভানোভিচ, স্ত্রী-র ধমকে চিৎ হলেন। আস্তে আস্তে খুললেন চোখ। গোঙানির মত শব্দ করে বললেন, 'সাতসকালে যন্ত্রণা না করলে হয় না? ছুটি কাটাতে এসেছি এখানে, তোমার রুটিন ফলো করবার জন্য না। ওফ্, মাথাটা ঝিমঝিম করছে।'

'মাথা ঝিমঝিম করছে নিজেরই দোষে। কাল রাতে অত মদ গিলতে কে বলেছিল? আরেকটু হলে তো লাইটার দিয়ে সিগারেটের বদলে নিজের দাড়িই জ্বালিয়ে দিচ্ছিলে!'

'হুম! মনে পড়েছে, ইউরি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার উপর।' দাড়িতে হাত বোলালেন ইভানোভিচ। একটু উঁচু হয়ে খাটের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাকরেস্টে হেলান দিয়ে বসলেন।

বেডসাইড টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখলেন মিসেস ইভানোভিচ। স্বামীর পাশে বসে বললেন, 'কপাল ভাল, আমাদের ছেলে তোমার মত কৌতূহলী স্বভাবের হয়নি। তা হলে গালে হাত দিয়ে দেখতে বসে যেত, দাড়িতে আগুন লাগলে কী হয়।'

হেসে ফেললেন ইভানোভিচ। 'হ্যাঁ, কপাল ভাল বটে। বিজ্ঞানী না হয়ে আমাদের ছেলে সৈনিক হয়েছে।'

'ওঠো এখন। বাইরে কী সুন্দর রোদ উঠেছে... এমন সকালে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। নাশতা করে নাও, তারপর আমরা একটু বারান্দায় বসব।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ইভানোভিচ। হ্যাঁ, সকালটা সত্যিই সুন্দর। বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালার মাথায় জমে থাকা বরফের মুকুট গলে গলে পড়ছে। দেখতে ভারি ভাল লাগছে।

'একটা সিগারেট দেবে?' বললেন তিনি।

'জুস খাবার আগে না,' হাত বাড়িয়ে ট্রে থেকে একটা গ্লাস তুলে নিলেন মিসেস ইভানোভিচ। 'ফ্রিজ-ভর্তি ফলের জুস... কে খাবে ওসব? ইউরি তো ঠাট্টা করছে; বলছে ওগুলো নাকি তোমার দাড়ির আগুন নেভানোর জন্য জমা করেছি।'

'ছেলে তোমার ভালই রসিক হয়েছে,' বললেন ইভানোভিচ। তারপর অনুনয় করলেন, 'প্লিজ, ডার্লিং। একটা সিগারেট... তুমিই নাহয় ধরিয়ে দাও! কথা দিচ্ছি, লাঞ্চের আগে আর চাইব না।'

'তোমাকে নিয়ে আর পারি না!' বিরক্ত গলায় বললেন মিসেস ইভানোভিচ। তবে ঝুঁকে বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। একটা সিগারেট গুঁজে দিলেন স্বামীর ঠোঁটে। লাইটার উঁচু করে বললেন, 'আগুন জ্বালার সময়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার শ্বাস ছেড়ো না, কাল রাতের অ্যালকোহল তোমার ফুসফুসেও পৌঁছে গেছে বলে আমার ধারণা। শেষে জ্বলেপুড়ে মরবে। রাশার শ্রেষ্ঠ নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টকে খুন করার অভিযোগে জেলে যেতে হবে আমাকে।'

স্ত্রী-র টিটকিরি শুনে মুখ বাঁকালেন ইভানোভিচ। 'আমি মরলেও আমার কাজ থেমে থাকবে না। নাহয় পুড়লামই সিগারেটের আগুনে।' লাইটার জ্বলে উঠলে সিগারেট ধরালেন। আয়েশ করে তাতে টান দিয়ে ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়লেন। বললেন, 'তোমার ছেলে কোথায়?'

'রাইফেল পরিষ্কার করছে। অতিথিরা ঘন্টাখানেকের মধ্যে এসে যাবে বলে শুনেছি। দুপুরে শিকারে যাবার কথা।'

'ওফ্‌ফো, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম,' ঝট্ করে পিঠ খাড়া করলেন ইভানোভিচ। একটু করুণ মুখভঙ্গি ফুটল তাঁর চেহারায়। 'আচ্ছা, আমাকে কি যেতেই হবে?'

'ছেলের পার্টনার হয়েছ, না গেলে চলবে কেমন করে? সেদিন ডিনারের সময় সবার সামনে তো খুব বড়াই করলে, বাপ-ব্যাটা মিলে সবচেয়ে বড় শিকারটা ঘরে আনবে। এখন কথা ঘোরাতে পারবে?'

'বড়াই না, আসলে কথাটা বলেছি বিবেকের দংশনে... ইউরিকে খুশি করবার জন্য। ছেলেটা বড় হবার সময় আমাকে একেবারেই কাছে পায়নি। সারাজীবন তো আমাকে ল্যাবরেটরিতে মুখ গোঁজা অবস্থায় দেখেছে।'

একটু হাসলেন মিসেস ইভানোভিচ। 'এখন সময় তার প্রায়শ্চিত্ত করবার। তা ছাড়া... খোলা বাতাসে একটু ঘোরাঘুরি করলে সেটা তোমার শরীরের জন্যও ভাল হবে। তাড়াতাড়ি সিগারেট আর নাশতা সেরে নাও। তারপর তৈরি হও শিকারে

www.BanglaBook.org

যাবার জন্য।'

স্ত্রীর হাতে হাত রাখলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। 'হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে সত্যিই ছুটিতে এসেছি। শেষ কবে তোমাদেরকে নিয়ে কোথাও গেছি, তা মনে পড়ে না।'

'পড়ে না, তার কারণ যাওনি কখনও। তবে তা নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই। তোমার মত কর্মঠ মানুষ আমি আর কোথাও দেখিনি।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ইভানোভিচ। 'রাশান আর্মিকে ধন্যবাদ, আমার ছেলেকে শেষ পর্যন্ত ছুটি দিয়েছে।'

'ও-ই তো ছুটির দরখাস্ত করেছে। তোমার সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাবার ইচ্ছে ওর।'

'খুব ভাল। ইউরিকে আমি ভালবাসি। কিন্তু... ওর সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানি না আমি।'

'খুব ভাল অফিসার... সবার মুখে তা-ই শুনেছি। ওকে নিয়ে তোমার গর্ববোধ করা উচিত।'

'করি না কে বলল? সমস্যা হলো, তেমন কোনও মিল নেই আমাদের মধ্যে। কী নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলব, তা বুঝি না।'

'অবাক হচ্ছি না। গত দু'বছরে তোমাদের তো বলতে গেলে দেখাই হয়নি।'

'ব্যস্ত ছিলাম আমি। কাজে ডুবে গেলে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই... এ-কথা সবাই জানে।'

'সেসব পুরনো কথা,' স্বামীর কাঁধে হাত রাখলেন মিসেস ইভানোভিচ। 'কিন্তু এখন কোনও কাজ নেই তোমার, আগামী তিন সপ্তাহের জন্য তুমি স্রেফ একজন বাবা এবং স্বামী। পরিবারকে সময় দেবে। প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যেয়ো না। তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়ো। শিকারে গিয়ে ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা

www.BanglaBook.org

গড়ে তুলবে তুমি।'

'হাহ্, শিকার! ছেলে আবার ফায়ারিং দেখে খেপে যায় কিনা ভাবছি। গত বিশ বছরে বন্দুক ছুঁয়ে দেখিনি।'

'যা-ই করো, ইউরি কিছুই মনে করবে না,' নরম গলায় বললেন মিসেস ইভানোভিচ। 'তোমাকে এতদিন পর কাছে পাচ্ছে, এটাই ওর জন্য সবচেয়ে বড় ব্যাপার।'

পুরু তুষার মাড়িয়ে পুরনো আস্তাবলের কাছে পৌঁছুল লেফটেন্যান্ট ইউরি ইভানোভিচ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তিনতলা উঁচু মূল খামারবাড়ির দিকে। সকালের উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে অ্যাল্যাব্যাস্টারের তৈরি প্রাচীন প্রাসাদোপম বাড়িটা। ঘন গাছপালা আর তুষারের চাদরের মাঝে মাথা উঁচু করে সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে ওটা—এমন একটা সময়ের প্রতীক হয়ে, যা বহু আগেই পেরিয়ে গেছে।

বিখ্যাত পিতার সন্তান সে। দ্য গ্রেট ইলিয়া ইভানোভিচ বলে সবাই চেনে ওর বাবাকে। পশ্চিমা দুনিয়ার বড় বড় নেতারা এই দুর্দান্ত মেধাবী মানুষটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, তাঁকে ভয় করেন। বলা হয়ে থাকে, মাথার ভিতর সবসময় অন্তত দশ রকম নিউক্লিয়ার ওয়েপনের ডিজাইন নিয়ে ঘোরেন তিনি। একটা মিউনিশন ডিপোতে কয়েক ঘণ্টা কাটাতে দিলেই ইভানোভিচ এমন যে-কোনও বোমা তৈরি করে ফেলতে পারবেন, যা দিয়ে গোটা লণ্ডন, কিংবা ওয়াশিংটনকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া যাবে।

এমনই মানুষ ইলিয়া ইভানোভিচ। সমালোচনা, কিংবা সাধারণ আইনকানুনের ঊর্ধ্বে। আমলাতন্ত্র এবং সনাতন রাজনীতির ঘোর বিরোধী, প্রকাশ্যে এমন সব বক্তব্য দেন, যাতে ঝড় ওঠে পুরো দেশে। কিন্তু তারপরেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যবস্থা নেবার সাহস পায় না সরকার। এমন জিনিয়াসকে খেপিয়ে দিলে তাতে গোটা রাশার পায়েই কুড়াল মারা হবে।

এ-কারণে সবাই ড. ইভানোভিচের সঙ্গে সখ্য গড়তে চায়। তাঁর সঙ্গে পরিচয় কিংবা ঘনিষ্ঠতা গড়ে আইনের হাত থেকে কিছুটা বাঁচার জন্য একটা ঢাল পাবার চেষ্টা আর কী। এমনিতে এসব সুযোগসন্ধানীদেরকে খুব একটা পাত্তা দেন না ইভানোভিচ, কিন্তু মাঝে মাঝে তার ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে উপায়ও থাকে না।

আজ তেমনই একটা দিন। যে-দুই অতিথি ড. ইভানোভিচের খামারবাড়িতে আসছেন, তাঁরা বলতে গেলে জোর করেই নিমন্ত্রণ আদায় করেছেন। একজন হলেন ভিলনিয়াসে ইউরির ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার, অন্যজনের পরিচয় জানা নেই ওর। শুধু শুনেছে, কমাণ্ডারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি, মস্কো থেকে আসছেন। ইউরির ক্যারিয়ারকে তুঙ্গে নিয়ে যাবার ক্ষমতা নাকি তাঁর আছে। কথাটা ভাল লাগেনি তরুণ লেফটেন্যান্টের। পিতার পরিচয়ে, কিংবা প্রভাবের জোরে নয়, নিজের যোগ্যতায় জীবনের প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করতে চায় ও। সন্দেহ নেই, ওর ক্যারিয়ারের কথা ভেবে দুই অতিথিকে আপ্যায়ন করতে রাজি হয়েছেন ড. ইভানোভিচ—সেটা ইউরির জন্য আরও বিব্রতকর ব্যাপার। ইচ্ছে হয়েছিল মানা করে দেবার জন্য বাবাকে বলতে। কিন্তু পারেনি ওর কমাণ্ডারের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে। পুরো রাশান আর্মিতে যদি একজন মানুষেরও ড. ইভানোভিচের ঢাল পাবার দাবি থাকে, সেটা কর্নেল ভ্যাসিলি রোমানভের।

আর্মির ভিতরে চলতে থাকা দুর্নীতির প্রতিবাদে সোচ্চার কর্নেল। কিছুদিন আগে প্রকাশ্যে উচ্চপদস্থ বেশ কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সরকারি অর্থের অপব্যবহার, সাধারণ সৈনিকদের কল্যাণের টাকায় সিনিয়রদের পকেট ভরা

www.BanglaBook.org

নিয়ে মোটামুটি হৈচৈ শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। ফলাফল হিসেবে ক্যারিয়ার থমকে গেছে কর্নেল রোমানভের; সভ্যজগৎ থেকে বহুদূরে, ভিলনিয়াসের দুর্গম এলাকায় ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার হিসেবে অলিখিত নির্বাসন দেয়া হয়েছে তাঁকে। গত ছ'মাস থেকে ওখানেই কাজ করছে ইউরি। খুব কাছ থেকে দেখেছে কর্নেলকে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে অন্তর। পরিণতির তোয়াক্কা না করে যে-মানুষ নীতির প্রশ্নে অবিচল থাকে, তাকে শ্রদ্ধা না করে উপায় কী? এমন একজন মানুষ ওর বাবার সঙ্গে একটা দিন কাটাতে চাইলে তাতে আপত্তি জানানো যায় না। নিজের প্রভাব খাটিয়ে কর্নেল রোমানভকে যদি সাহায্য করেন ড. ইভানোভিচ, ক্ষতি কোথায়? ইউরির মন খুঁতখুঁত করছে শুধু দ্বিতীয় অতিথির কথা ভেবে। কে সে? কোত্থেকে আসছে? কী চায় ওর বাবার কাছে?

আস্তাবলের কাছে পৌঁছে গেছে ইউরি, দরজা খুলে ভিতরে পা রাখল। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে দীর্ঘ করিডোর, দু'পাশে সারি বেঁধে তৈরি করা ঘোড়া রাখার স্টল। এখন অবশ্য সবগুলো খালি। অযত্নে-অবহেলায় কাঠের দেয়াল ভগ্নপ্রায়, সবখানে ঘুণপোকার বাসা। কিন্তু এককালে তেজি, চমৎকার সব ঘোড়া থাকত এখানে। বাতাসে এখনও যেন ভেসে বেড়াচ্ছে সেসব ঘোড়ার হ্রেষারব, খুরের খটখটানি। এখন সব বদলে গেছে—এই খামার... সেইসঙ্গে গোটা দেশ। মহাপরাক্রমশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, নিজের ছায়া হয়ে কোনোমতে টিকে আছে রাশা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তরুণ লেফটেন্যান্টের বুক চিরে।

করিডোর পেরিয়ে আস্তাবলের শেষপ্রান্তে গেল ইউরি, ওখানে আরেকটা বড় দরজা আছে। সেটা খুলে বেরিয়ে এল আস্তাবলের তুষারাবৃত পিছনদিকটায়।

www.BanglaBook.org

দূরে কী যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। চোখ পিটপিট করে তাকাল ওদিকে। বনভূমির কিনারে ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে। পায়ের ছাপ... কিন্তু এল কোত্থেকে! মস্কো থেকে নিয়োগ পাওয়া দুই ভৃত্য এখনও বাড়ির ভিতরে, গেমকিপার-রা থাকছে খামারবাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে আলাদা ব্যারাকে। তা হলে এদিকে এল কে?

আনমনে মাথা নাড়ল ইউরি। নাহ্, নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে ওর। পায়ের ছাপগুলো যে মানুষেরই, তা ভাবছে কেন? এদিকটায় বুনো প্রাণীর অভাব নেই। ভালুক বা হরিণ, যে-কোনও জানোয়ার হতে পারে। সকালের রোদে বরফ গলতে শুরু করেছে। কিনার গলে যাওয়ায় হয়তো বা ওসব ছাপই মানুষের ছাপের মত লাগছে।

ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামাল না ইউরি। যথেষ্ট প্রাতঃভ্রমণ করেছে। বাড়িতে ফিরে গিয়ে তৈরি হওয়া দরকার। অতিথিরা এসে পড়বেন খুব শীঘ্রি। উল্টো ঘুরে আবার হাঁটতে শুরু করল ও।

ঘণ্টাখানেক পর হাজির হলেন কর্নেল রোমানভ আর তাঁর সঙ্গী। অযাচিত অতিথি... তাই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি দেখা দেবে, এমন ধারণা করেছিল ইউরি, তবে সেসবের কিছুই ঘটল না। বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সামনে কর্নেল রোমানভ শুরুতে কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে ছিলেন, কিন্তু হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে তাঁকে সহজ করে দিলেন ড. ইভানোভিচ। ছেলের ক্যারিয়ার নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, ব্যাপারটা কিছুটা বিব্রত করে তুলল ইউরিকে। জুস আর কফি পরিবেশন করা হলো, তাতে চুমুক দিতে দিতে গল্পে মেতে উঠলেন তিনজনে।

অল্প সময়ের মধ্যে মস্কো থেকে আসা কর্নেল রোমানভের

www.BanglaBook.org

সঙ্গীটি আসরের প্রাণ হয়ে উঠলেন। ভদ্রলোকের নাম নিকোলাই প্রুশিন, ক্ষমতাসীন পার্টির লোক, মিলিটারি-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিঙের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। একই সার্কেলের বেশ কিছু পরিচিত বন্ধুবান্ধব বেরিয়ে পড়ল ড. ইভানোভিচের সঙ্গে আলাপে। তা ছাড়া জানা গেল, বিখ্যাত বিজ্ঞানীটির মত তিনিও মস্কোর আমলাতন্ত্রের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। খুব শীঘ্রি ড. ইভানোভিচ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, খানিক পর দেখা গেল, প্রুশিনকে *তুমি* বলে সম্বোধন করছেন। ড্রয়িংরুমে রাজনৈতিক আলোচনার ঝড় উঠল।

'তুমি একটা জিনিস বটে, নিকোলাই!' প্রুশিনের একটা মন্তব্য শুনে হাসতে হাসতে বললেন ইভানোভিচ।

'আপনিও কম যান না,' পাল্টা হাসি ফুটল প্রুশিনের ঠোঁটে। 'আমাদের মধ্যে অনেক মিল!'

'বুঝে-শুনে কথা বলো,' ইশারায় কর্নেল রোমানভ আর ইউরিকে দেখালেন ইভানোভিচ। 'আর্মির লোক... আমাদের নামে না রিপোর্ট করে দেয়!'

'তা হলে ওদের বেতন আটকে দেব আমি। আপনিও একটা ব্যাকফায়ার করবার মত বোমা বানিয়ে দিতে পারবেন।'

হাসিতে ছেদ পড়ল ড. ইভানোভিচের। 'সত্যি বলতে কী, অমন বোমার কথা বহুবার ভেবেছি আমি। মানে... দেশটা যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল... যখন ধ্বংসের পথে হাঁটছিল সবাই।'

'ঠিকই বলেছেন,' সায় দিলেন প্রুশিন। 'বহু অপচয় করেছি আমরা। টাকাগুলো যদি দেশের কল্যাণে ব্যবহার করা হতো, হয়তো বা মাদার রাশা এভাবে টুকরো টুকরো হয়ে যেত না।'

ক্ষণিকের জন্য নীরবতা নেমে এল ড্রয়িংরুমে। পরিবেশটা ভারী হয়ে উঠেছে।

www.BanglaBook.org

খানিক পরে গলা খাঁকারি দিয়ে ড. ইভানোভিচ বললেন, 'থাক, এসব নিয়ে এখন আর কথা না বলাই ভাল। চলো, শিকারে যাই। গেমকিপার-রা অপেক্ষা করছে। বছরের এ-সময়টা নাকি শিকারের জন্য খুবই ভাল। আমার ছেলেকে কথা দিয়েছি, সবচেয়ে বড় শিকারটা উপহার দেব ওকে। প্রস্তুতি নিয়ে এসেছ তো তোমরা?'

'অবশ্যই,' বললেন ক্রুশিন।

'কোনও কিছুর অভাব থাকলে আমার কাছ থেকে নিতে পারো—বুট, কোট... কিংবা ভদকা!'

'খবরদার, বাবা!' বলে উঠল ইউরি। 'শিকারে যাবার আগে ড্রিঙ্ক চলবে না।'

রোমানভের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ইভানোভিচ। 'ওকে ভালই ট্রেইনিং দিয়েছেন আপনারা, কর্নেল।'

একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন রোমানভ।

'আপনারা কিন্তু আজ এখানেই থাকছেন,' বললেন ইভানোভিচ। 'যাবার কথা শুনতে চাই না। মস্কোর আবহাওয়া ভাল, কিন্তু ওখানে এখানকার মত তাজা খাবার পাবেন না।'

'শুধু খাবার?' ভুরু নাচালেন ক্রুশিন। 'ভদকা পাওয়া যাবে না?'

'সে আর বলতে!' হাসলেন ইভানোভিচ। 'থাকছ তো?'

'থাকছি, ডক্টর। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।'

রাইফেলের অকস্মাৎ গর্জনে খান খান হয়ে গেল বনভূমির নির্জনতা। দুপুরের গরম রোদ, আর থেমে থাকা বাতাসের মাঝে কেমন ভোঁতা শোনাল আওয়াজটা। আকাশে, আতঙ্কিত ভঙ্গিতে ডানা ঝাপটাতে থাকা বেশ কিছু পাখি নজরে পড়ল, পালাবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেষ্টা করছে শিকারীদের নাগাল থেকে। উত্তেজিত কণ্ঠও শুনতে পেল ইউরি, তবে দূরত্বের কারণে কথাগুলো বোঝা গেল না। পিতার দিকে তাকাল ও।

'ষাট সেকেণ্ডের মধ্যে যদি হুইসেল শোনা যায়, তা হলে বুঝতে হবে, ওরা শিকারের গায়ে গুলি লাগাতে পেরেছে,' বলল ও।

'ধ্যাত্তেরি!' বিরক্ত গলায় বললেন ড. ইভানোভিচ। 'গেমকিপারগুলো তো দেখি কিছুই জানে না। আমাকে কসম কেটে বলেছে, বনের এ-অংশে... লেকের ধারে সমস্ত শিকার মেলে। সেজন্যেই তো নিজে এদিকে এলাম, আর প্রুশিনদেরকে পাঠালাম অন্যদিকে। আমাদের আগে ওরা শিকার পায় কীভাবে?'

'সে কী!' বিস্মিত গলায় বলল ইউরি। 'এভাবে বুঝি হারাবার প্ল্যান করেছ ওঁদেরকে?'

'অল'স ফেয়ার ইন লাভ অ্যাণ্ড ওঅর,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন ইভানোভিচ।

'শিকারে এসেছি আমরা, যুদ্ধে নয়,' বলল ইউরি। ভুরু কুঁচকে তাকাল পিতার রাইফেলের দিকে। 'সেফটি রিলিজ করে রেখেছ কেন, বাবা?'

'পিছনদিকে খসখসানির মত কী যেন শুনলাম একটু আগে,' বললেন ইভানোভিচ। 'তাই রেডি থাকতে চাই।'

'কিছু মনে কোরো না, বাবা, টার্গেটের দিকে অস্ত্র তাক করার আগে সেফটি রিলিজ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এতে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। প্লিজ, অন্ করো ওটা।'

'হুম,' কাঁধ ঝাঁকালেন ইভানোভিচ। 'তা অবশ্য ঠিক বলেছ। হোঁচট খেয়ে অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে ফেলতে পারি। ঠিক আছে...' সেফটি ক্যাচের লিভার অন্ পজিশনে নিয়ে এলেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'থ্যাঙ্কস্, বাবা...' বলতে বলতে পাঁই করে ঘুরল ইউরি। বৃদ্ধ বিজ্ঞানী ভুল বলেননি। পিছনে সত্যিই আবার শব্দ হয়েছে। মট্ করে শুকনো ডাল ভাঙার আওয়াজ। নিজের রাইফেলটা একটু উঁচু করে সেফটি রিলিজ করল ও।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইলেন ইভানোভিচ, উত্তেজনায় দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'শ্‌শ্‌...' ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলল ইউরি। গাছপালার ফাঁকফোকরের মাঝ দিয়ে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল।

'তা হলে তুমিও শুনেছ ওটা?' বললেন ইভানোভিচ। 'মতিভ্রম হয়নি আমার।'

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পরও শব্দের উৎস সনাক্ত করতে পারল না ইউরি। তাই সোজা হয়ে দাঁড়াল। লক্ পজিশনে নিয়ে এল রাইফেলের সেফটি লিভার।

'কী বুঝলে?' জানতে চাইলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী।

'গাছের মাথায় প্রচুর তুষার জমেছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ইউরি। 'সে-ওজনেই হয়তো পাতলা কোনও ডাল ভেঙে পড়েছে। ওই আওয়াজ শুনেছি আমরা।'

'হতে পারে। কিন্তু একটা আওয়াজ এখনও শুনিনি আমরা... হুইসেলের আওয়াজ। তারমানে প্রুশিন আর তোমার কর্নেল এখনও কিছুতে গুলি লাগাতে পারেনি।'

ইভানোভিচের কথা শেষ হতেই আবার রাইফেলের আওয়াজ শোনা গেল। পরপর কয়েকবার।

'আবার চেষ্টা করছে ওরা,' বলল ইউরি। 'দেখা যাক, এবার হুইসেল বাজে কি না।'

বাজল না বাঁশি, তার পরিবর্তে হঠাৎ ভেসে এল আর্তচিৎকার। প্রথমে একটা কণ্ঠের, তারপর আরেকটা। যেন মৃত্যুযন্ত্রণায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছটফট করছে কেউ। কেঁপে উঠল পিতা-পুত্র।

'হা ঈশ্বর! কী ঘটছে ওখানে?' হতভম্ব গলায় বললেন ইভানোভিচ।

'কী জানি...'

বাক্যটা শেষ করতে পারল না ইউরি, তার আগেই তৃতীয় চিৎকার শোনা গেল দূরে। দূরত্বের কারণে পুরোপুরি স্পষ্ট নয়, তারপরেও ভয়াল সে-আর্তনাদ আত্মা কাঁপিয়ে দেয়।

চঞ্চল হয়ে উঠল তরুণ লেফটেন্যাণ্ট। পিতাকে বলল, 'এখানেই থাকো। আমি দেখে আসছি ব্যাপারটা কী।'

'যাও,' বললেন ইভানোভিচ। 'আমিও আস্তে-ধীরে পিছন পিছন আসছি। সাবধানে যেয়ো!'

তুষার মাড়িয়ে ছুটতে শুরু করল তরুণ লেফটেন্যাণ্ট। আর্তনাদের আওয়াজে ভারী হয়ে উঠেছে বনভূমি, তবে এখন তাতে আগের মত জোর নেই। যে বা যারাই চেঁচিয়ে উঠুক, তাদের শক্তি ফুরিয়ে এসেছে। ঘন ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে পথ তৈরি করার জন্য রাইফেলের বাট ব্যবহার করল ইউরি। তবে কাজটা পরিশ্রমের। অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্লান্তি ভর করল ওর শরীরে। পা ব্যথা করছে, ঠাণ্ডা বাতাস টানার সময় খচ্ করে কী যেন বিঁধছে ফুসফুসে। দৃষ্টিসীমাও কমে এসেছে শ্রান্তির কারণে।

হঠাৎ করে বনের মাঝখানে ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল ও। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল মূর্তিমান বিপদকে। বিশাল এক কালো ভালুক, দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুখ-হাত রক্তে রঞ্জিত, হাঁ করে ভয়ানক গর্জন করছে প্রবল আক্রোশে। প্রাণীটার গায়ে গুলির আঘাত লক্ষ করল ইউরি, সে-কারণেই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেছে ওটা। কয়েক গজ তফাতে তুষারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দুটো মানবদেহ, নিঃসন্দেহে

www.BanglaBook.org

এতক্ষণ তাণ্ডব চালাচ্ছিল ওগুলোর উপরে।

লেফটেন্যান্টের উপস্থিতি টের পেয়েই ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল ভালুক। আক্রমণের ভঙ্গিতে কুঁজো হলো একটু। দেরি করার কোনও মানে হয় না, রাইফেল উঁচু করে গুলি করতে শুরু করল ইউরি, খালি করে ফেলল ম্যাগাজিন। ভারী বুলেটের উপর্যুপরি আঘাতে মাটিছাড়া হলো কালো ভালুক। ধড়াম করে আছড়ে পড়ল কয়েক গজ দূরে। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল দেহ থেকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে পড়ে থাকা দেহদুটোর দিকে এগোল ইউরি। কর্নেল রোমানভ আর ক্রুশিন... কোনও সন্দেহ নেই। পোশাক চিনতে পারছে। কাছে যেতেই বমি পেল দৃশ্যটা দেখে।

ক্রুশিন মৃত। গলা ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে ভালুক, মাথাটা কোনোমতে আটকে আছে ধড়ের সঙ্গে। কর্নেল এখনও বেঁচে আছেন, কিন্তু তা না থাকার মতই। যে-কোনও মুহূর্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। ভালুকের থাবায় মুখমণ্ডল অদৃশ্য হয়েছে তাঁর, প্রচণ্ড কষ্টে ছটফট করছেন। একটাই করণীয় এ-মুহূর্তে—রাইফেল রিলোড করে বেচারাকে এই অবর্ণনীয় কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়া। এভাবে কষ্ট পেয়ে মরা উচিত নয় কারও।

কিন্তু কীভাবে... কীভাবে এই ভয়ানক ঘটনা ঘটল? কিছুই বুঝতে পারছে না ইউরি। রাইফেলের ম্যাগাজিন খুলতে খুলতে তাকাল কর্নেলের দিকে, পরমুহূর্তে চমকে উঠল।

রোমানভের ডান হাত... সেটা কনুইয়ের নীচ থেকে গায়েব হয়ে গেছে! কীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তাও পরিষ্কার। হেভি ক্যালিবার বুলেট!

গুলির সাহায্যে কর্নেলের ফায়ারিং আর্ম অচল করে দিয়েছে কেউ। ওই হাতেই রাইফেল চালান তিনি।

তাড়াতাড়ি ক্রুশিনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ইউরি। ডান হাত

www.BanglaBook.org

অক্ষত ভদ্রলোকের। কিন্তু বাঁ হাতের তালুটা গুলির আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে। সকালের কথা ভাবল লেফটেন্যান্ট—কফি, ফলের জুস, আর চুরুট। সব বাঁ হাতে ধরেছিলেন প্রুশিন। ভদ্রলোক বাঁহাতি!

থমকে গেল ইউরি। মানেটা পরিষ্কার, অচল করে দেয়া হয়েছিল দু'জনকে—অরক্ষিত, অসহায় করে দেয়া হয়েছিল। তারপর গুলি করে আহত করা হয়েছে হিংস্র ভালুককে... লেলিয়ে দেয়া হয়েছে ওঁদের উপর।

সৈনিক-সত্তা জেগে উঠেছে ইউরির ভিতর। সাবধানে উঠে দাঁড়াল। রাইফেল রিলোড করে ফেলেছে ইতোমধ্যে, সতর্ক নজর বোলাল চারপাশে। ফাঁদের প্রকৃতি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। নিখুঁত, নিশ্ছিদ্রভাবে আয়োজন করা হয়েছে পুরো ব্যাপারটার। সকালে আস্তাবলের পিছনে দেখা পায়ের ছাপগুলোর কথা মনে পড়ল। নিশ্চয়ই খুনির পায়ের ছাপ ছিল ওগুলো।

কে লোকটা? সবচেয়ে বড় কথা, কেন এসব ঘটিয়েছে?

আচমকা চোখের কোণে ঝিলিক দিয়ে উঠল কী যেন। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়েছে ধাতব কিছুর গায়ে। মাটিতে ঝাঁপ দিল ইউরি, গড়ান দিয়ে চলে গেল একটা ওক গাছের পিছনে। সন্তর্পণে উঁকি দিল যে-দিকে ঝিলিক দেখেছে, সে-দিকে। একটা উঁচু পাইন গাছের উপর থেকে এসেছে ওটা।

আলোর সঙ্গে দৃষ্টি মানিয়ে আসতেই খুনিকে দেখতে পেল লেফটেন্যান্ট। মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট উপরে পাইন গাছের দুটো ডালের মাঝখানে পজিশন নিয়েছে লোকটা। পরনে দুধ-সাদা স্নো-পারকা, হুড দিয়ে ঢেকে রেখেছে মাথা। চোখে কালো সানগ্লাস; হাতে রাইফেল, টেলিস্কোপিক সাইট লাগানো আছে ওতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তীব্র আক্রোশ আর ঘৃণায় চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো ইউরির। লোকটা দাঁত বের করে হাসছে। ওকে উদ্দেশ করে একটা হাতও নাড়ল।

রাইফেল উঁচু করল ইউরি, কিন্তু ট্রিগার টেপার আগেই একরাশ বরফ ছিটকে উঠল ওর কয়েক হাত দূরে। চতুর খুনি গুলি করছে ওকে লক্ষ্য করে, যাতে ওর আড়াল নিতে হয়। দ্বিতীয় বুলেটটা ঠক্ করে বিঁধল ওক গাছের কাণ্ডে। তাড়াতাড়ি আড়ালে সরে আসতে বাধ্য হলো ইউরি। কী করবে বুঝতে পারছে না।

আরেকটা গুলির আওয়াজ হলো। খুব কাছে, তবে পাইন গাছের খুনি ছোঁড়েনি এ-গুলিটা।

'ইউরি!' তরুণ লেফটেন্যান্টের নাম ধরে আর্তনাদ করে উঠল কেউ।

চমকে উঠল ইউরি। এ-কণ্ঠ তো ওর বাবার! ভয় আর ক্রোধে অন্ধ হয়ে উঠল ও। হিতাহিত জ্ঞান রইল না।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। পাইন গাছের দিকে একটা গুলি করে ছুটতে শুরু করল পিতাকে সাহায্য করার জন্য। পিছনে গর্জে উঠল আততায়ীর রাইফেল।

পিঠে একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল তরুণ লেফটেন্যান্ট, ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে পুরো দেহে। ছুটন্ত অবস্থায় হোঁচট খেল ও, আছড়ে পড়ল বরফের উপর। শরীরের নীচে রক্তে ভেসে যাচ্ছে তুষার।

'বাবা!'

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগে ফিসফিসিয়ে এই একটা শব্দই শুধু উচ্চারণ করল ইউরি ইভানোভিচ।

BanglaBook.org

ডেস্কের উপর ছড়িয়ে রাখা ছবিগুলোর দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে

www.BanglaBook.org

আছেন রাশান প্রাইম মিনিস্টার। আঙুলের ভাঁজে আঙুল, টেবিলের উপর দুই কনুই, এতক্ষণ চিবুকটা রাখা ছিল জোড়া মুঠির উপর; এবার আঙুলের ভাঁজ খুলে দু'হাত মেলে দিলেন ডেস্কের উপর। সামনে ঝুঁকে এসে শান্ত গলায় বললেন, 'দুঃখজনক। এমন ভয়ানক মৃত্যু কারও প্রাপ্য হতে পারে না। ড. ইভানোভিচের কপাল ভাল। প্রাণে বাঁচেননি হয়তো, কিন্তু এমন পরিণতি তো বরণ করতে হয়নি ওঁকে।'

কামরায় আরও তিনজন মানুষ আছে—দু'জন পুরুষ, একজন মহিলা। নার্ভাস ভঙ্গিতে প্রাইম মিনিস্টারের মুখভঙ্গি দেখছে তারা। প্রত্যেকের হাতে একটা করে খয়েরি রঙের ফোল্ডার। মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে না কেউ। প্রাইম মিনিস্টারকে আশ্চর্য রকমের শান্ত দেখাচ্ছে; কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে ওরা জানে, এটা ঝড় আসার পূর্বাভাস।

কয়েক মিনিট নীরবতায় কাটল। তারপর উঠে দাঁড়ালেন প্রাইম মিনিস্টার। ডেস্কের পাশ ঘুরে একেবারে কাছে এসে থামলেন তিন দর্শনার্থীর।

'জানতে পারি, এমন ঘটনা কী করে ঘটল?' বললেন তিনি। 'দেশের সবচেয়ে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী... তাঁকে খুন করতে পারল কীভাবে ওরা? আমরা কি বসে বসে আঙুল চুষছিলাম?'

'ইয়ে...' ইতস্তত করে বললেন একজন, তিনি রাশান ইন্টেলিজেন্সের প্রধান, 'ড. ইভানোভিচের জীবনের উপর কোনও ধরনের হুমকি আছে বলে জানা ছিল না আমাদের।'

'বোকার মত কথা বলছ তুমি, সারিনভ,' ধমকে উঠলেন প্রাইম মিনিস্টার। 'অমন লোকের জীবনের উপর সবসময়েই হুমকি থাকে। প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করোনি কেন?'

www.BanglaBook.org

'আমরা চেয়েছিলাম, মি. প্রাইম মিনিস্টার,' কাঁচুমাচু গলায় বললেন ইন্টেলিজেন্স চিফ। 'কিন্তু ড. ইভানোভিচ কিছুতেই দেহরক্ষী রাখতে রাজি হননি। উনি কেমন একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ ছিলেন, তা তো আপনি জানেন...'

'মানা করলেও কীভাবে গোপনে লোক রাখা যায়, তা কি আমার শিখিয়ে দিতে হবে? মনে হচ্ছে গতকাল ইন্টেলিজেন্সে যোগ দিয়েছ তুমি, সারিনভ।'

মাথা নিচু করে ফেললেন ইন্টেলিজেন্স চিফ।

'যা হবার, তা তো হয়েই গেছে,' বলে উঠলেন কামরায় উপস্থিত মহিলাটি। সরকারের উচ্চপদস্থ একজন কূটনীতিক তিনি, প্রাইম মিনিস্টারের ঘনিষ্ঠজন। 'কারা এ-কাজ করেছে, এবং কেন—সেটা বের করার পিছনে এখন আমাদের মনোযোগ দেয়া দরকার।'

'কোনও সূত্র পেয়েছেন আপনারা?' দ্বিতীয় পুরুষটির দিকে ফিরলেন প্রাইম মিনিস্টার, তিনি রাশার পুলিশ ফোর্সের চিফ।

'খুব সামান্য,' জানালেন ভদ্রলোক। 'দু'জন খুনি ছিল ওখানে। কোন্ পথে কীভাবে খামারবাড়ির সীমানায় পৌঁছেছিল, সেটা বের করতে পেরেছি। তবে ওদের পরিচয় সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি।'

'অস্ত্রগুলো?'

'শেল-কেসিং আর বুলেট পরীক্ষা করে দেখেছি আমরা। সাত মিলিমিটার... ব্রাউনিং ম্যাগনাম, গ্রেড ফোর থেকে ছোঁড়া হয়েছে। আমেরিকান অস্ত্র।'

'বলতে চাইছেন, এই খুনগুলোর পিছনে আমেরিকানদের হাত আছে?' ভুরু কোঁচকালেন প্রাইম মিনিস্টার।

'আমি শুধু অস্ত্রের কথা বলছি, স্যর। কে ব্যবহার করেছে, তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানি না। কিন্তু এ-কথা ঠিক, ড. ইভানোভিচের গবেষণাকে কখনোই আমেরিকানরা ভাল চোখে দেখেনি।'

'অ্যাবসার্ড!' প্রতিবাদ করলেন ইন্টেলিজেন্স চিফ। 'ড. ইভানোভিচের ব্যাপারে কিছু করতে চাইলে আমেরিকানরা সেটা বহু আগেই করতে পারত। এত আয়োজন করে তাঁর ছেলে আর দুই অতিথিকে খুন করতে যেত না।'

'তুমি বলছ, ইভানোভিচ একাই টার্গেট ছিলেন না?' একটু অবাক হলেন প্রাইম মিনিস্টার।

মাথা ঝাঁকালেন সারিনভ। 'এর পিছনে আরও রহস্য থাকতে বাধ্য। কর্নেল রোমানভ আর মি. প্রুশিন শুধু হাওয়া খেতে ওখানে গিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস হয় না আমার।'

'সেক্ষেত্রে এখুনি তদন্ত শুরু করো তুমি, সারিনভ,' গম্ভীর গলায় বললেন প্রাইম মিনিস্টার 'কী ঘটেছে, তা জানতে চাই আমি... যত শীঘ্রি সম্ভব '

'জী, স্যর,' জবাব দিলেন সারিনভ। 'আমি এখুনি কাজে নামছি।'

তিন

কালো, ঘন, ভারী মেঘে ঢেকে আছে গোটা আকাশ। থমথম করছে চারদিক। দূরে কোথাও গির্জার ঘণ্টা ঢং ঢং করে বেজে উঠল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেঘ ডাকছে। মাঝে মাঝে মেঘের সঙ্গে মেঘের সংঘর্ষে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে চোখ-ধাঁধানো আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, পরমুহূর্তে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে চারদিক।

দুর্যোগপূর্ণ রাত। এমন রাতে সহজে ঘুম আসার কথা নয় কারও চোখে। দীর্ঘদেহী, সুঠাম, দোহারা গড়নের মানুষটিও বুঝি সে-কারণেই জেগে আছে। নিজের কামরার মেঝেতে একটা গদিমোড়া তক্তপোশে বসে আছে সে ধ্যানমগ্ন হয়ে। কোলে একটি সরোদ, টুংটাং আলতো টোকায় উঠছে অপূর্ব সুরলহরী।

কেমন একটা ঘোরের মধ্যে যেন থমকে গেছে সময়। সরোদের মিষ্টি সুরের সঙ্গে কোন্ অতলতলে যেন হারিয়ে যেতে চায় হৃদয়। রুদ্র প্রকৃতির গর্জন ছাপিয়ে এই সুর যেন মধুর দোলার আশ্চর্য এক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে ঘরের পরিবেশে।

তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে মানুষটা।

এই মুহূর্তে তার অন্য কোনও পরিচয় নেই। সে সুরের সাধক। সে প্রতিভাবান সঙ্গীতশিল্পী। নিজেকে বিলিয়ে দেবার এই সূক্ষ্ম শিল্প মাধ্যমকে মানুষটি গ্রহণ করেছে অন্তর দিয়ে। অনেক ত্যাগ, অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে আয়ত্ত করেছে সে এই অপূর্ব সুর সৃষ্টির ক্ষমতা। যন্ত্র নিয়ে যখন সে মেতে ওঠে, তখন পৃথিবীর অস্তিত্বের কথা মনে থাকে না তার। ভুলে যায় তার বিজ্ঞান চর্চার কথা... দেশের কথা... দশের কথা।

শিল্পীর ধর্মই তাই। মানুষটি একনিষ্ঠ সাধক... সার্থক শিল্পী। কিন্তু তার সত্যিকার পরিচয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিরল এক প্রতিভা, দুর্জ্ঞেয় এক রহস্য। পিতৃদত্ত নাম মনসুর আলী, কিন্তু অন্য এক নামে চেনে সবাই তাকে।

কুয়াশা!

www.BanglaBook.org

মানবকল্যাণে নিবেদিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন এই কুয়াশা। বহুমুখী প্রতিভা বলতে যা বোঝায় সে ঠিক তা-ই, বিজ্ঞানের একটিমাত্র শাখা নিয়ে পড়ে থাকতে তার মন সায় দেয় না। কুয়াশা আসলে মানুষের অবিশ্বাস্য স্বপ্নগুলো পূরণের জন্যে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। মানুষ একদিন হুবহু তারই মত মানুষ তৈরি করতে পারবে, মানুষের আয়ু হবে কমপক্ষে বিশ হাজার বছর, তারুণ্য ও যৌবন হবে চিরস্থায়ী, আক্রান্ত হবার আগেই শরীর থেকে ক্যান্সার ও এইডস জিন শনাক্ত করা ও বের করে নেয়া সম্ভব হবে, আলোর চেয়ে পাঁচগুণ দ্রুতগতিসম্পন্ন স্পেসশিপে চড়ে মানুষ একদিন এক গ্যালাক্সি থেকে আরেক গ্যালাক্সিতে ঘুরে বেড়াবে, এই গতিই তাকে সুযোগ করে দেবে অতীত থেকে বেড়িয়ে আসার, এমনকী ভবিষ্যৎ দেখে আসারও।

স্বপ্নগুলো যতই অবিশ্বাস্য আর অবাস্তব মনে হোক, এগুলোই কুয়াশার গবেষণার বিষয়। সাধারণ মানুষ হয়তো এ-সব শুনে হেসেই খুন হবে, কিন্তু বিজ্ঞানের নতুন নতুন সম্ভাবনা সম্পর্কে যারা খবর রাখে, তারা জানে আধুনিক মানুষের এ-সব স্বপ্ন একদিন সত্যি সত্যিই পূরণ হতে যাচ্ছে। একদিন মানে অনির্দিষ্ট কাল বোঝায় না। আজ যেটাকে অবাস্তব বা অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে, আগামী পঞ্চাশ বা একশো বছরের মধ্যে সেটাকে বিজ্ঞানীরা বাস্তব সত্য হিসেবে প্রমাণ করে দেখাবেন। সারা পৃথিবী জুড়েই বিজ্ঞানীরা গবেষণায় মেতে আছেন, সাফল্য পাওয়া স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কুয়াশার সঙ্গে আর সব বিজ্ঞানীর পার্থক্য হলো, তার সঙ্গে ওঁদের গবেষণার পদ্ধতি মেলে না। উন্নত দেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণার জন্যে সরকার অথবা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। ওঁদের একেকটা প্রজেক্ট দশ বা বিশ বছর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেয়াদী। কিন্তু কুয়াশা কোথাও থেকে কোনও অর্থসাহায্য পায় না, তাই একদিকে তাকে টাকার সন্ধানে থাকতে হয়, আরেক দিকে খেয়াল রাখতে হয় সম্ভাব্য কত কম সময়ের ভিতর প্রতিটি গবেষণা শেষ করা যায়। টাকা যোগাড় করার জন্য মাঝে-মধ্যে মরিয়া হয়ে ওঠে সে, দেশ-বিদেশের কুখ্যাত ধনীদের বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ যা পায় ছিনিয়ে আনে। কিংবা হেরোইন আর ব্রিফকেস ভর্তি টাকা হাতবদল হওয়ার সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত উদয় হয়, মানবতার শত্রুদেরকে কাবু করে কেড়ে নেয় সব। কুয়াশার 'এক্সপেরিমেণ্ট' পদ্ধতিও আলাদা, অনেক সময় গিনিপিগ হিসেবে মানুষকেই 'মডেল' হিসেবে গ্রহণ করে সে। এই গিনিপিগ করা হয় বেশিরভাগই অপরাধ জগতের লোকজনকে। এক্সপেরিমেণ্ট ব্যর্থ হলে তাদের অনেককেই অকালে মরা যেতে হয়। এ-ব্যাপারে কুয়াশা বিবেকের কোনও দংশন অনুভব করে না। কিন্তু আইন তো আর ডাকাতি বা এক্সপেরিমেণ্টের নামে মানুষ হত্যা মেনে নিতে পারে না। এখানেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে কুয়াশার বিরোধ। কুয়াশাকে ধরার জন্য, কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে দুনিয়ার বড় বড় সব ল-এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সি; আর কুয়াশা তাদের পাতা ফাঁদ এড়াবার জন্যে যত রকম কৌশল আছে সব ব্যবহার করছে।

কুয়াশাকে তাই মরীচিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়। হঠাৎ কখন তাকে কোথায় দেখা যাবে কেউ তা বলতে পারে না। অনেক সময় দেখেও চিনতে পারা যায় না। তাকে নিয়ে তাই গুজবেরও কোনও অন্ত নেই। অনেকেরই ধারণা, কুয়াশা অদৃশ্য হতে জানে। গুজব বা রহস্য, যাই বলা হোক, সম্পূর্ণ সত্য হয়তো কোনোদিনই জানা যাবে না, অন্তত কুয়াশা পুলিশের হাতে ধরা না পড়া পর্যন্ত। তবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরতে যদি কোনোদিন পারেও, পুলিশ তাকে কতদিন বা কত ঘণ্টা আটকে রাখতে পারবে সেটাও একটা প্রশ্ন বটে।

ইদানীং অবশ্য তেমন একটা শোনা যায় না তার কথা। অনেকদিন হলো গা-ঢাকা দিয়ে আছে ও। সর্বশেষ খবর থেকে জানা যায়: বাংলাদেশেরই কোনও এক দুর্গম এলাকায়, পুরনো... পরিত্যক্ত এক জমিদার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। ওখানেই মাটির নীচে তৈরি করে নিয়েছে ল্যাবরেটরি. সেখানে অক্লান্তভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে ধন্বন্তরী এক ওষুধ আবিষ্কারের জন্য। আদরের ছোট বোন মহুয়া, তার স্বামী বিখ্যাত গোয়েন্দা শহীদ খান, কিংবা শহীদের বন্ধু কামালের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই নেই বলতে গেলে। দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন; ওভাবেই থাকত আরও বহুদিন, যদি না আজ সকালে খবরের কাগজটা দেখত।

কপালই বলতে হবে, বাজার-সদাই করবার জন্য পাঁচ মাইল দূরের গ্রামের বাজারে অনুচর পাঠিয়েছিল কুয়াশা। ওখানে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে সময় কাটাবার জন্য পত্রিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে তার চোখ আটকে যায় আন্তর্জাতিক পাতার একটা ছোট্ট খবরে। মনিবের জন্য কিনে আনে সে একটা কাগজ।

সরোদের সূক্ষ্ম তারে শেষ আঁচড় টেনে স্থির হলো কুয়াশা। মিষ্টি মধুর সুর হারিয়ে যেতে শুরু করেছে অবলীলায়। নেমে এল ওর দৃষ্টি। পায়ের কাছে মেলে রাখা হয়েছে পত্রিকার পাতাটা। তাতে কালো অক্ষরে লেখা:

জগদ্বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী নিহত

এরপর সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের দিকপাল, ড. ইলিয়া ইভানোভিচ, তাঁর নিজস্ব খামারবাড়িতে আততায়ীর গুলিতে পুত্র-সহ নিহত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত এ-হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে পুলিশ কোনও সূত্র খুঁজে পায়নি। এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মৃত্যুতে পৃথিবী এক বিরল প্রতিভাকে হারাল ইত্যাদি, ইত্যাদি।

খবরের সঙ্গে ছোট্ট করে ড. ইভানোভিচের একটা সাদাকালো ছবি দেয়া হয়েছে। সেটার দিকে তাকালেই বুক টনটন করে উঠছে কুয়াশার, যেন কোনও আপনজনকে হারিয়েছে। অনুভূতিটা নিয়ে অবাক হবার কিছু নেই। ড. ইভানোভিচকে ব্যক্তিগতভাবে চিনত কুয়াশা, তাঁকে পিতার মত সম্মান করত।

বাস্তবে ইলিয়া ইভানোভিচ ছিলেন কুয়াশার গুরু, নিউক্লিয়ার সায়েন্সের সমস্ত খুঁটিনাটি কুয়াশা তাঁর কাছেই শিখেছে। পদ্ধতিগতভাবে বিজ্ঞান শেখেনি ও, যা জেনেছে সব নিজের চেষ্টায়। জীবনের একটা বড় সময় ওকে ছোটাছুটি করতে হয়েছে দেশে-বিদেশে, জ্ঞানার্জনের জন্য। বড় বড় বিজ্ঞানীদের দরজায় কড়া নেড়েছে ও, অনুরোধ করেছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ব্যাপারে ওকে শিক্ষা দেবার জন্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিফল হয়ে ফিরতে হয়েছে। হুলিয়াধারী একজন অপরাধীর জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাবার সাহস হয়নি কারও। হাতেগোনা ব্যতিক্রমদের মধ্যে ড. ইভানোভিচ ছিলেন প্রথম সারির তিনজনের একজন। কুয়াশার পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাননি তিনি, সত্যিকার একজন জ্ঞানপিপাসু বিজ্ঞানসাধক হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন ওকে। ছদ্মপরিচয় দিয়ে কুয়াশাকে নিজের সহকারী বানিয়েছিলেন, হাতেকলমে শিখিয়েছেন বহুকিছু। নিপাট ভালমানুষ, সচ্চরিত্র এবং নীতিবান ছিলেন ভদ্রলোক। কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছিলেন ওকে। নিজের অজান্তেই ড. ইভানোভিচকে পিতার আসনে বসিয়ে ফেলেছিল কুয়াশা।

সেই মানুষটিই কিনা খুন হয়ে গেছেন! অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় বুক দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে কুয়াশার। কিছুতেই মনকে শান্ত করতে পারছে না। পারছে না গবেষণায় মনোনিবেশ করতে। ভেবেছিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সরোদ বাজালে হয়তো কমবে এ-যন্ত্রণা, কিন্তু কমেনি।

না, এভাবে আর বসে থাকা যায় না। তক্তপোশ থেকে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। ড. ইভানোভিচের হত্যা-রহস্য ভেদ করতে হবে ওকে। নিজ হাতে শাস্তি দিতে হবে পিতৃসম মানুষটির খুনিকে। রাশান পুলিশ যে কিছু করতে পারছে না, তা তো খবরের কাগজেই লিখেছে। যা করার করতে হবে ওকেই। কারণ পুলিশের পদ্ধতিতে এগোবে না কুয়াশা। অন্ধকার জগতের মানুষ ও, অন্ধকার জগতের সূত্র ধরে এগোবে। ড. ইভানোভিচের সঙ্গে বছরখানেক কাটিয়েছে কুয়াশা রাশায়। তখন সে-দেশের অপরাধীদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে ও। আজ সময় এসেছে তার সদ্ব্যবহার করার।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। সরোদ তুলে রাখল কুয়াশা। আলমারি থেকে বের করে আনল নিজের কালো পোশাক আর পিস্তল।

মস্কো, রাশা। দশদিন পর।

ভারী তুষারপাত হচ্ছে গত ক'দিন ধরে। জনজীবন বিপর্যস্ত। আজ সন্ধ্যায় দমকা হাওয়া বইছে তুষারের বড় বড় ঝাপটা ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলছে রেড স্কয়্যারকে। কাল সকাল নাগাদ অন্তত দু'ফুট বরফের স্তর পড়ে যাবে রাস্তাঘাটে।

রেড স্কয়্যার থেকে তিন কিলোমিটার দূরে রয়েছে একটি আবাসিক এলাকা। স্বল্প আয়ের লোকজন থাকে ওখানে। ওখানকার একটা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বেঁটে-খাটো একজন মানুষ নেমে এল। চুল ধূসর। সাধারণ কাপড়চোপড়। বয়স ষাট ছাড়িয়ে গেছে। মুখে বলিরেখা। পরিশ্রান্ত চেহারা। তার ওপর কনকনে শীত। দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে মানুষটাকে। তারপরেও অভ্যাসবশত চারপাশে নজর বুলিয়ে নিতে ভুলল না। সন্তুষ্ট হয়ে ঢুকে পড়ল বিল্ডিঙের ভিতর। এলিভেটর ব্যবহার করল না, এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির ধাপগুলো শুকনো। ধীরে ধীরে ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল বৃদ্ধ। প্রতিটি ল্যাণ্ডিঙে থামল, পকেট থেকে টর্চ বের করে আরেক প্রস্থ সিঁড়ির সব ক'টা ধাপ দেখে নিল আলো ফেলে। থাকার কথা নয় অথচ আছে, এই রকম ছায়া খুঁজছে। ছয়তলায় উঠে নিজের দরজার সামনে আবার একবার থামল। এরপর ওপর দিকে উঠে গেছে সিঁড়ি, শেষ মাথায় কেয়ারটেকারের ঘর। টর্চের আলোয় দেখা গেল সাততলায় উঠে যাবার প্রথম প্রস্থ সিঁড়িতে, বাঁকের এদিক পর্যন্ত পায়ের কোনও দাগ নেই। জানে, স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে মুরমানস্কে গেছে কেয়ারটেকার। পকেট থেকে চাবি বের করে তালার ফুটোয় ঢোকাতে যাবে, এমন সময় শিরদাঁড়ার ওপর শক্ত কিছু ঠেকল। পরিষ্কার রুশ ভাষায় কথা বলল পিছনের মানুষটা। উচ্চারণে হালকা বিদেশি টান।

'সাবধান, মি. ভাদিম। আমার হাতে এটা পিস্তল, গুলি করতে দ্বিধা করব না। কাজেই সাবধান... মরতে চাইলে লাফ-ঝাঁপ দিতে পারেন। নইলে ল্যাণ্ডিঙের আলোটা জ্বালুন। পিছন ফেরার চেষ্টা করবেন না।'

বয়স যে দক্ষতায় মরচে ধরিয়ে দেয়, তার প্রমাণ পেল ভাদিম। তার হাতে এই মুহূর্তে পিস্তল থাকা উচিত ছিল, কিন্তু রয়েছে টর্চ। সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করতেও ভুল করে বসে আছে সে। টর্চ ধরা মুঠোটা একটু শক্ত হলো। এটাকেই হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে নাকি? কিন্তু মাথায় চিন্তাটা আসার সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দিল বৃদ্ধ। পিছনে দাঁড়ানো

www.BanglaBook.org

লোকটা নিজের কাজ বোঝে, ওর শিরদাঁড়ার উপর পিস্তলের মাজল এমন শক্ত ভাবে ঠেকিয়ে রেখেছে, যেন গোলমেলে নড়াচড়ার প্রথম আভাস পাওয়া মাত্র ট্রিগার টিপে দেয়া যায়।

দেয়াল হাতড়ে সুইচবোর্ডটা স্পর্শ করল ভাদিম, বোতাম টিপে ল্যাণ্ডিঙের আলো জ্বালল। কম পাওয়ারের বাল্ব, ম্লান আলো।

'ভিতরে ঢুকব আমরা,' বলল লোকটা। পরিণত, পরিশীলিত কণ্ঠস্বর। গলার আওয়াজেই বোঝা যায়, একজন অভিজ্ঞ লোক, কঠিন পাত্র। 'অস্থির হবার দরকার নেই। ধীরে-সুস্থে তালা খুলুন—খুব সাবধানে। তারপর আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকুন।'

ত্রিশ সেকেণ্ড পর ভাদিমের বুক আর পেটের মাঝখানে পিস্তল তাক করে ছোট বেডরুমের ভিতর ঢুকল কালো পোশাক পরা দীর্ঘদেহী লোকটা। একটা পায়ে সম্ভবত সমস্যা আছে তার, ছড়িতে ভর দিয়ে হাঁটছে। তার অনুরোধে বোতাম টিপে বেডসাইড টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালল ভাদিম।

লোকটা জানতে চাইল, 'ওভারহেড লাইটটা জ্বাললেন না কেন?'

'এক সুইচেই দুটো আলো জ্বলে,' বলল ভাদিম। 'ওটা নষ্ট হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। আলো জ্বেলে পিছিয়ে গেছে ভাদিম, কিন্তু দরজার কাছ থেকে এগিয়ে এসে দূরত্বটাকে সমান করে নেয়নি প্রতিপক্ষ। ঘরের ভিতর নড়াচড়ার জায়গা একেবারেই কম, তার ওপর লোকটার হাতের পিস্তল এক চুলও নড়ছে না, হঠাৎ কিছু করে বসার চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল ভাদিম। লোকটা স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন। বেশ লম্বা... প্রায় ছ'ফুট, চোখদুটো সতর্ক এবং বুদ্ধিদীপ্ত। বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুচকুচে কালো রঙের হ্যাট আর লেদার কোট পরে আছে। ইঙ্গিতে বসতে বলল বন্দিকে। বিছানার ধারে বসল ভাদিম।

বলল, 'যদি ডাকাতি করার আশায় এসে থাকো, হতাশ হতে হবে তোমাকে। আমার কাছে টাকাপয়সা বা দামি জিনিস... কিছুই নেই।'

'আপনি খুব ভাল করেই জানেন, আমি ডাকাত নই।' শান্ত গলায় বলল লোকটা।

'তা হলে রাতদুপুরে এটা কী ধরনের রসিকতা, আশা করি তুমি নিজেই সেটা আমাকে ব্যাখ্যা করে বলবে। তার আগে, যদি অনুমতি দাও, গা থেকে কোটটা খুলতে চাই আমি। দেখতেই পাচ্ছ, তুষার লেগে ভিজে গেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিল লোকটা, এবার আর সতর্ক করে দিল না। সাবধানে, ধীরে ধীরে কোট খুলল ভাদিম, তার প্রতিটি নড়াচড়া ঠাণ্ডা চোখে লক্ষ করল প্রতিপক্ষ। খুব যে শক্ত করে ধরে আছে পিস্তলটা তা নয়, কিন্তু হাত আর আঙুল এমন আশ্চর্য স্থির হয়ে আছে যে মাজলটা এক চুল নড়ছে না। আগেই লক্ষ করেছে বৃদ্ধ, লোকটার কোটের পকেট থেকে উঁকি দিয়ে আছে একজোড়া রাবারের জুতো। কীভাবে ভিতরে ঢুকেছে, এ থেকে বোঝা যায়। রাস্তার দিকের দরজা খোলার জন্যে নিশ্চয়ই স্কেলিটন কী ব্যবহার করেছে সে, তারপর জুতো খুলে দোর-গোড়ার সবটা টপকেছে, তুষারে পা ফেলেনি। এমন একজন লোক যার সমস্ত দিকে খেয়াল আছে।

বিছানা ছাড়া ঘরের আরেকটা ভারী ফার্নিচার হলো ওয়ার্ডরোব, অত্যন্ত সাবধানে সেটার বাইরের দিকের একটা হুকে কোটটা ঝুলিয়ে রাখল ভাদিম। কোটটা ঝোলাবার সময় লক্ষ রাখল, একদিকের পকেট যেন বাইরের দিকে থাকে, যেটায় তার

www.BanglaBook.org

পিস্তল রয়েছে।

'আপনার কোটের ভিতর একটা পিস্তল আছে, মি. ভাদিম,' পিছন থেকে বলল লোকটা। 'সাবধানে বের করে আনুন ওটা, তারপর ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলুন।'

এই যা, বুদ্ধিটা কাজে লাগল না। বিড়বিড় করে ভাগ্যকে গালমন্দ করল বৃদ্ধ। একই সঙ্গে মনে মনে প্রশংসা করল প্রতিপক্ষের। নজর বটে লোকটার!

পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দীর্ঘদেহীর মুখোমুখি হলো ভাদিম। কড়া গলায় জানতে চাইল, 'এসবের মানে কী?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না, পিছিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল লোকটা, ধীরে ধীরে শরীরটা ঘোরাল সে, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধের দিকে। বেডরুম থেকে বেরিয়ে যাবার এই একটাই দরজা, পকেট থেকে চাবি বের করে তালা লাগিয়ে দিল সেটায়। শরীরটা আবার ঘুরিয়ে নিল সে। দরজার কবাটে হেলান দিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে, মি. ভাদিম ...এবং আমি জানি, ঠিকমত প্রেশার সৃষ্টি করতে না পারলে কোনও ইনফরমেশনই দেবেন না আপনি। পিস্তল... হুমকি... এসব আপনার মুখ খোলাবার উপলক্ষ্যমাত্র।'

'কী বলছ আবোল-তাবোল!' বিরক্ত গলায় বলল ভাদিম। 'কীসের ইনফরমেশন? আমি বুড়ো মানুষ, রিটায়ার্ড লাইফ কাটাচ্ছি...'

'যাক, শুরুটা সত্য কথা দিয়ে করলেন,' বাধা দিয়ে বলল লোকটা। 'সত্যিই রিটায়ার্ড আপনি।'

'তুমি জানো, আমি কে?' ভুরু কোঁচকাল ভাদিম।

'অবশ্যই,' মাথা ঝাঁকাল পিস্তলধারী। 'কর্নেল লিও ভাদিম, রিটায়ার্ড। এক্স-স্পেৎনাজ, এক্স-কেজিবি। সোভিয়েত আমলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির টপ লেভেলের ইনফরমেশন গ্যাদারার ছিলেন। বলা হতো, আপনার চোখ-কান ফাঁকি দিয়ে একটা হাঁচিও দিতে পারে না কেউ। এমনই ছিল আপনার নেটওঅর্ক। ঠিক?'

বুঝতে পারল ভাদিম, এ-লোক তার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে এসেছে। অস্বীকার করে লাভ হবে না কোনও। তাই গম্ভীর গলায় বলল, 'অতীত খোঁচাচ্ছ তুমি। এখন কী চাই?'

'বলেছি তো, ইনফরমেশন। গত কিছুদিনে খুব ভালমত খোঁজখবর নিয়েছি। আমার কন্ট্যাক্টরা বলেছে, যদি কেউ আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারে, সে কেবল আপনি।'

'হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে তোমার কথাবার্তা। কীসের প্রশ্ন তোমার? কী এমন জিনিস জানতে চাইছ, যা আমি ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না?'

'খুব সাধারণ একটা প্রশ্ন—ড. ইলিয়া ইভানোভিচকে কে খুন করেছে?'

'ড. ইভানোভিচ?' একটু যেন চমকে উঠল ভাদিম। 'তা আমি কী করে বলব? পুলিশকে জিজ্ঞেস করো।'

'কথা ঘোরাবার চেষ্টা করবেন না, মি. ভাদিম,' কঠিন শোনাল দীর্ঘদেহীর কণ্ঠ। 'সরাসরি জবাব দিন আমার প্রশ্নের।'

'জানলে না জবাব দেব! রিটায়ার্ড মানুষ, সেই কবে ইন্টেলিজেন্সের কাজ ছেড়ে দিয়েছি... আমাকে এসব জিজ্ঞেস করার মানে কী?'

'আপনি শুধু চাকরি ছেড়েছেন, মি. ভাদিম। পেশা ছাড়েননি। ও-পথে একবার পা দিলে কেউ কোনোদিন সরে আসতে পারে না। এখনও আপনি গোটা রাশায় সবচেয়ে বড় তথ্যের ভাণ্ডার। সরকারি দফতরের খবরাখবরই হোক, বা আণ্ডারওয়ার্ল্ডের... সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রয়েছে আপনার হাতের মুঠোয়। প্লিজ, আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করবেন না। ভালয় ভালয় সবকিছু খুলে না বললে আমি কঠোর হতে বাধ্য হব। সে-ধরনের প্রস্তুতি নিয়েই এসেছি।'

'টরচার করবে?'

'প্রয়োজন হলে... হ্যাঁ।'

তীক্ষ্ণচোখে মানুষটার মুখভঙ্গি যাচাই করল ভাদিম। নিশ্চিত হলো, মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কে তুমি? কেন এসব করছ?'

'কুয়াশা আমার নাম। ড. ইভানোভিচ ছিলেন আমার বাবার মত। তাঁর খুনিকে তাই নিজ হাতে শাস্তি দেব বলে ছুটে এসেছি বাংলাদেশ থেকে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল বৃদ্ধের চেহারা। ফিসফিসিয়ে বলল, 'তুমি... তুমিই কুয়াশা?'

'আপনি আমাকে চেনেন?'

'নামে। শুধু আমি না, আরও অনেকেই চেনে,' বলল ভাদিম। 'এতক্ষণে... এতক্ষণে সব পরিষ্কার হচ্ছে। এবার বুঝতে পারছি কেন ওরা...'

'কী বলছেন! কী পরিষ্কার হচ্ছে?'

কুয়াশার চোখে চোখ রাখল ভাদিম। 'আজ সকালে খবর এসেছে আমার কাছে—ড. ইলিয়া ইভানোভিচের খুনের দায়ে তোমার নামে হুলিয়া জারি করতে যাচ্ছে রাশান পুলিশ। একগাদা প্রমাণ নাকি একাট্টা করেছে ওরা।'

'হোয়াট!' চমকে উঠল কুয়াশা। 'আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ! কীসের প্রমাণ? আমি তো খুন করিনি ড. ইভানোভিচকে।'

'তা জানি আমি,' বলল ভাদিম। 'বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে তোমাকে। ইউ সি, ইভানোভিচের সঙ্গে তোমার কানেকশনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাপারে বহু আগে থেকেই জানি আমরা। ওতে একটু রং চড়ানো হলে দু-চারটা এভিডেন্স পয়দা করতে অসুবিধে হবার কথা নয়। আমি শুধু বুঝতে পারছিলাম না, দুনিয়ায় এত লোক থাকতে তোমাকে কেন ফাঁসাতে চাইছে ওরা। এখন সেটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'খুনটার ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছি বলে?'

'একজ্যাক্টলি। নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছ তুমি, কুয়াশা। ওরা কিছুতেই তোমাকে ছাড়বে না।'

'কী বলছেন আপনি, কিছুই বুঝতে পারছি না,' বিস্মিত গলায় বলল কুয়াশা। 'কারা আমাকে ছাড়বে না?'

'কর্সিকানরা।'

'কর্সিকান মানে?'

'ফেনিস... মানে, ফিনিক্স গোপন সংঘ। ওদের নিজস্ব লোকজনের বাইরে একমাত্র আমিই সম্ভবত জানি সংঘটার কথা। কিন্তু কোনোদিন সেটা প্রকাশ করার সাহস করিনি। কিন্তু আজ... এখানে এসে তুমি সব গোলমাল করে দিয়েছ, কুয়াশা। কোনও সন্দেহ নেই, এবার আমাকে মরতে হবে। ফেনিস-চক্রের লোকজন কিছুতেই তাদের খবর ফাঁস হতে দেবে না।'

'আপনার কথাবার্তা আমার কাছে হেঁয়ালির মত মনে হচ্ছে, মি. ভাদিম। কীসের ফেনিস? কীসের গোপন সংঘ?'

উঠে দাঁড়াল ভাদিম। জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। নীরবে কিছু ভাবল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঘুরল কুয়াশার দিকে। 'ঠিক আছে, সবকিছু খুলে বলব তোমাকে। এখন আর গোপন রেখে লাভ নেই কোনও। তুমি-আমি দু'জনেই মরা মানুষ, কুয়াশা। যাবার আগে অন্তত এটুকু জেনে যাও, কী কারণে মরতে চলেছ।'

www.BanglaBook.org

বৃদ্ধের পাগলাটে কথাবার্তার কোনও আগামাথা খুঁজে পাচ্ছে না কুয়াশা। তবু ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিল। দেখা যাক, কী বলতে চায় লোকটা।

আবার বিছানায় এসে বসল ভাদিম। বলল, 'কিছুদিন আগে ওয়ার্নার নামে এক জেনারেল খুন হয়েছে আমেরিকায়, এটা জানো?'

মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। 'হ্যাঁ, শুনেছি। ওদের জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফ। কেন?'

'জেনারেল ওয়ার্নারের খুন, আর ড. ইভানোভিচেরটা... একই দলের কাজ।'

'ফেনিস না কী যেন বললেন, ওদের?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন?'

'সঠিক কারণ আমি জানি না। তবে ধারণা করছি, সম্ভবত ওদের দলে যোগ দিতে রাজি হননি ওঁরা; তাই এমন পরিণতি বরণ করে নিতে হয়েছে।'

'একটা গুপ্তসংঘে যোগ দিতে রাজি হবেন না বলে এমন হাই লেভেলের দু'জন মানুষকে খুন করে ফেলা হবে?' অবিশ্বাস ফুটল কুয়াশার কণ্ঠে। 'অ্যাবসার্ড।'

'মোটেই না,' বলল ভাদিম। 'সাধারণ কোনও সংঘ নয় ফেনিস। দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে বড়, আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সংগঠন ওরা। নিজেদের লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রকমের সতর্ক। নিজের অবস্থা দেখে কিছু বুঝতে পারছ না? ড. ইভানোভিচের ব্যাপারে খোঁচাখুঁচি করছ, তাতেই তোমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে ওরা। তুমি ওদের সম্পর্কে কোনও ধরনের তথ্যপ্রমাণ পাবার আগেই!'

www.BanglaBook.org

'তা হলে আপনি বেঁচে আছেন কীভাবে?'

'কারণ এতদিন মুখ বন্ধ রেখেছি আমি। আমাকে থ্রেট বলে মনে করেনি ওরা। কিন্তু জেনারেল ওয়ার্নার আর ড. ইভানোভিচ নিশ্চয়ই কাউকে সব খুলে বলতে যাচ্ছিলেন। বিশেষ করে ইভানোভিচের ব্যাপারটা জানা আছে আমার। রাশান আর্মির একজন কর্নেল আর সরকারি একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে নিজের খামারবাড়িতে দাওয়াত দিয়েছিলেন তিনি। সম্ভবত ফেনিসের ব্যাপারে আলোচনা করবার জন্য। কেউই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি ওখান থেকে। এর অর্থ পরিষ্কার।'

'আপনাকে আরও খোলাসা করে সব বলতে হবে, মি. ভাদিম। ওই ফেনিস না ফিনিক্স কী যেন বললেন... কী ধরনের সংগঠন ওরা?'

'বেসিক্যালি ওরা খুনি। মানুষ খুন করাই ওদের পেশা। শুরুতে টাকার বিনিময়ে গুপ্তহত্যা চালাত, মাঝে বহু বছরের জন্য গায়েব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার ফিরে এসেছে... আগের চেয়েও কয়েক গুণ ভয়ঙ্কর হয়ে। পার্থক্য হলো, এখন আর টাকার বিনিময়ে কাজ করছে না ওরা। সব করছে নিজেদের ইচ্ছে অনুসারে। বিচারবুদ্ধিহীন হত্যাকাণ্ড—গুমখুন, প্লেন-হাইজ্যাকিং, বোমা-হামলা... আপাতদৃষ্টিতে কোনও প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না এসবের মধ্যে। কিন্তু ভালমত তাকালে বোঝা যায়, কাজের ধারা অত্যন্ত নিখুঁত, এবং হাইলি প্রফেশনাল।'

'আপনি টেরোরিজমের কথা বলছেন।'

'এক অর্থে হ্যাঁ। দুনিয়ার সমস্ত টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনকে চালায় ওরা—প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে। সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে, অথবা টাকার জোগান দেয়। আল-কায়েদা, বাদের-মেইনহফ, নয়া রেড ব্রিগেড... সবাই ফেনিসের কথামত চলে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অসম্ভব। দুনিয়াব্যাপী টেরোরিস্টদের কোনও সেন্ট্রাল কন্ট্রোল আছে বলে শুনিনি আমি।'

'আছে, কুয়াশা... আছে। বিশ্বাস করো, কিংবা না-ই করো। ফেনিসের নেটওয়ার্ক যে কত বড়, আর কত শক্তিশালী, তার কিছুই জানা নেই তোমার। শুধু টেরোরিস্টরা নয়, দুনিয়ার সমস্ত বড় বড় দেশের সরকারে বসে আছে ওদের লোক—আমেরিকা, রাশা, চিন, কোরিয়া, ইটালি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড... সবখানে!'

'ব্যাপারটা পরস্পরবিরোধী হয়ে গেল না?' ভুরু কোঁচকাল কুয়াশা। 'যদি বড় বড় সরকার ওদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তা হলে আবার টেরোরিস্টদেরকে কী দরকার?'

'ভাল প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা আমার জানা নেই,' বলল ভাদিম। 'ওদের কাজকর্মের কোনও আগামাথা খুঁজে পাইনি আমি কখনও। কী ঘটাচ্ছে, তা জানতে পারছি; কিন্তু কেন ঘটাচ্ছে, তার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য নিশ্চয়ই আছে ওদের—কী সেটা, একমাত্র ঈশ্বর জানেন।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন আপনি এমন কোনও সংগঠন থাকলে তার ব্যাপারে কানাঘুষো হলেও শোনা যেত এতদিনে। আপনার হাতে কোনও প্রমাণ আছে?'

'সোভিয়েত আমলে একজন গুপ্তঘাতককে পাকড়াও করেছিল কেজিবি। বুকে গোল একটা উল্কি ছিল তার—ওটাই ফেনিসদের চিহ্ন। লোকটাকে ইন্টারোগেট করেছিলাম আমি, কেমিক্যাল ইনজেক্ট করে পেট থেকে বের করে নিয়েছিলাম সব কথা। সে-বারই প্রথম ফেনিস সম্পর্কে জানতে পারি আমি।'

'সেই লোক এখন কোথায়?'

'কবরে। কেজিবি হেডকোয়ার্টারের ভিতরে... স্পেশাল

www.BanglaBook.org

হোল্ডিং সেলে ঢুকে তাকে জবাই করা হয়। আজ পর্যন্ত খুনির পরিচয় জানা যায়নি।'

'তা হলে ওটাই আপনার প্রমাণ?' বাঁকা সুরে বলল কুয়াশা। 'খুন হয়ে যাওয়া একজন গুপ্তঘাতক? এমন হতে পারে না, কেমিক্যালের প্রভাবে প্রলাপ বকছিল লোকটা?'

'না, কুয়াশা। কারণ শুধু ওকেই নয়, লোকটার গ্রেফতার এবং ইন্টারোগেশনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটা মানুষ পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর মারা গিয়েছিল—অদ্ভুত সব অ্যাকসিডেন্টে!'

'আপনি ছাড়া।'

'হ্যাঁ, আমি ছাড়া। কারণ নিজস্ব কণ্ট্যাক্টদেরকে কাজে লাগিয়েছিলাম আমি, ফেনিসের কাছে খবর পাঠিয়েছিলাম, আমাকে বাঁচতে দিলে ওদের হয়ে কাজ করব। করেছিও তা-ই—ওই বন্দির কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত তথ্য চেপে গিয়েছিলাম, ভুয়া একটা রিপোর্ট জমা দিয়েছিলাম বসদের কাছে। যতদিন কেজিবিতে ছিলাম, ততদিন নানা ধরনের তথ্য পাচার করেছি ফেনিসের কাছে।'

চমকে উঠল কুয়াশা। 'কী বললেন? আ... আপনি ফেনিসের লোক?'

'ছিলাম,' ম্লান হয়ে উঠল ভাদিমের চেহারা। ধীরে ধীরে নিজের শার্টের বোতাম খুলল সে, উন্মুক্ত বুক দেখাল কুয়াশাকে। সেখানে একটা বৃত্তাকার উল্কি।

কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্বাক হয়ে গেল কুয়াশা। নিজেকে সামলে নিয়ে যখন মুখ খুলতে যাবে, তখুনি একসঙ্গে ঘটে গেল অনেককিছু।

আচমকা বিকট শব্দ করে ভেঙে পড়ল বেডরুমের জানালার কাঁচ, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকি খেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল ভাদিম। চোখদুটো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখে মনে হলো পিংপং বল, এখনই লাফ দিয়ে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। সাদা শার্টে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে টকটকে লাল রং। চমকে গিয়ে পিছনটা দেখল কুয়াশা। ভাঙা জানালা দিয়ে ছুটে এসেছে বুলেট, বিছানায় বসে থাকা বৃদ্ধের মেরুদণ্ডের হাড় গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

কাত হয়ে বিছানায় পড়ে গেল ভাদিম, সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে ঝাঁপ দিল কুয়াশা। পরমুহূর্তে জানালা ভেদ করে ছুটে এল আরও একটা বুলেট। কুয়াশাকে না পেয়ে বেডরুমের দেয়ালের পলেস্তারা খসাল ওটা।

হামাগুড়ি দিয়ে বিছানার পাশে চলে গেল কুয়াশা, শরীর জাগাল না, শুধু হাত তুলে খামচে ধরল গুলিবিদ্ধ ভাদিমের কোট, টান দিয়ে তাকে নামিয়ে আনল মেঝেতে। আছাড় খেয়ে ককিয়ে উঠল বৃদ্ধ। ততক্ষণে আরও দু'বার গুলি করেছে আততায়ী। কামরার আসবাবপত্রে আঘাত হেনে কর্কশ শব্দ তুলল বুলেট।

'মি. ভাদিম! মি. ভাদিম!!' বৃদ্ধকে ঝাঁকি দিয়ে ডাকল কুয়াশা।

বহুকষ্টে চোখ খুলল রাশান গুপ্তচর। মুখে তিক্ত একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, 'বলেছিলাম না, আমরা দু'জনেই মরা মানুষ? ফেনিসের লেজে পা দিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না।'

'কিচ্ছু হয়নি আপনার,' বলল কুয়াশা। 'একটু শক্ত থাকুন, আপনাকে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাব।'

'মিথ্যে আশা দেয়ার প্রয়োজন নেই, কুয়াশা,' দুর্বল গলায় বলল ভাদিম। 'আমার সময় শেষ। তোমারও!'

'না, কিছুই শেষ হয়নি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল কুয়াশা। 'যারাই জড়িত থাকুক এর পিছনে, তারা শাস্তি পাবে। আমাকে শুধু বলুন, কীভাবে ফেনিসের নাগাল পাওয়া যাবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কর্সিকায় যেতে হবে... মানে, যদি এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারো...' কষ্টেসৃষ্টে বলল ভাদিম। কেশে উঠল, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। রুমাল দিয়ে কুয়াশা রক্তটা মুছে দিলে ফিসফিসাল, 'কর্সিকায় শুরু হয়েছিল সব। ত্রিশের দশকে... কাউন্ট গিলবার্তো বারেমির হাতে। সে-ই ফেনিসের জন্মদাতা। সে আর তার কাউন্সিল। যদি কোনও সূত্র থাকে, কর্সিকাতেই আছে সেটা। যাও কুয়াশা, আমার জন্য আর সময় নষ্ট কোরো না। যদি পারো, ঠেকাও ওদেরকে...'

বলতে বলতে কেঁপে উঠল বৃদ্ধ, তারপর নিথর হয়ে গেল। পালস চেক করল কুয়াশা, সব শেষ। মারা গেছে রাশান গুপ্তচর। চোয়াল শক্ত হলো ওর।

জানালার ওপাশ থেকে এখনও গুলি হচ্ছে। সম্ভবত রাস্তার উল্টোপাশের বিল্ডিঙে পজিশন নিয়েছে স্নাইপার। দূরে পুলিশের সাইরেনের মৃদু ওঁয়াওঁ-ওঁয়াওঁ শুনতে পেল ও। তাগিদ অনুভব করল, এখুনি সরে যেতে হবে এখান থেকে। ধরা পড়া চলবে না পুলিশের হাতে।

হামাগুড়ি দিয়ে বেডরুমের দরজার কাছে চলে গেল কুয়াশা। হাত তুলে নব ঘোরাল, বেরিয়ে এল কামরা থেকে। স্নাইপারের নাগালের বাইরে চলে এসেছে, ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ও, দ্রুত পা চালিয়ে বেরিয়ে পড়ল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। কিন্তু ল্যান্ডিঙে পা রেখেই চমকে উঠল। সিঁড়ি ধরে উঠে আসছে ষণ্ডামার্কা দুই লোক। ডানদিকের লোকটার হাতে একটা রেডিও, মুখের কাছে নিয়ে নিচুস্বরে কিছু বলে উঠল। বাঁ দিকের লোকটার ডানহাত পরনের ওভারকোটের ভিতরে। হাতটা বেরিয়ে আসতেই কালো রঙের পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের অটোমেটিক পিস্তলটা দৃশ্যমান হলো, বিকটদর্শন একটা সাইলেন্সারও লাগানো আছে। দৌড়ে

www.BanglaBook.org

আসছে ওরা।

ভাবনা-চিন্তার সময় নেই, নিজের পিস্তল তুলে লোকগুলোর দিকে একটা গুলি ছুঁড়ল কুয়াশা। ফলাফল দেখার অপেক্ষা করল না, পাশ ঘুরে ছুটল ল্যাণ্ডিঙের অন্যপ্রান্তের দিকে। ওখানে একটা পুরনো আমলের এলিভেটর আছে। বোতামে চাপ দিয়ে আবার গুলিবর্ষণ করল শত্রুদের দিকে। সিঁড়িতে নেমে পড়ে কাভার নিয়েছে ওরা, গুলি লাগানো গেল না। তাতে অবশ্য অসুবিধে নেই, লোকদুটো কাছ ঘেঁষতে না পারলেই হলো।

এলিভেটরের দরজা যখন খুলল, ততক্ষণে ম্যাগাজিন খালি করে ফেলেছে কুয়াশা। দেরি না করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। লক্ষ করল, লোকদুটো বেরিয়ে এসেছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে ওর দিকে। ঠেকানোর উপায় রইল না, এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবার আগেই ভিতরে ঢুকে পড়ল রেডিওঅলা, পিস্তলধারীও অস্ত্রসহ হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছে দুটো পাল্লার মাঝখানে। নিমেষে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল।

বিদ্যুৎ খেলে গেল কুয়াশার শরীরে। ডানদিকে হেলান দিয়ে বাঁ পা-টা অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিল, শরীর ঘুরে গেল আধপাক। মাঝপথে পা-টা আঘাত করল দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দেয়া হাতটার গোড়ায়। দুপ্ দুপ্ করে পর পর দু'বার শব্দ হলো, এলিভেটরের সিলিঙে ঢুকেছে গুলিদুটো। ছিটকে পিছনে পড়ে গেছে লোকটা। বন্ধ হয়ে গেছে এলিভেটরের দরজা। সেজন্যে থেমে রইল না সময়, উড়ে গিয়ে পড়ল কুয়াশা দ্বিতীয় শত্রুর উপর। ওর কাঁধ রেডিওঅলার তলপেটে আঘাত করল, একহাতে বুক খামচে ধরেছে, অন্যহাতে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে রেডিওধরা হাতটা। হাত থেকে যন্ত্রটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

www.BanglaBook.org

পুরো ঘটনা ঘটে যেতে দু'সেকেণ্ডের বেশি লাগল না। রেডিওঅলা এতই অবাক হয়েছে যে আর্তনাদ করতেও ভুলে গেছে। এ-ধরনের প্রতিরোধ আশাই করেনি। লোকটাকে ওর সামনে নিয়ে এল কুয়াশা, বাঁ হাতে পেঁচিয়ে ধরেছে গলা, ডান হাতে প্রচণ্ড জোরে মুচড়ে ধরেছে একটা কান।

'নীচে ক'জন অপেক্ষা করছে?' রুশ ভাষায় জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। এলিভেটর ইতোমধ্যে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের দিকে নামতে শুরু করেছে।

'নিজেই গিয়ে গুনে দ্যাখ্, শুয়োরের বাচ্চা!'

নীচের দিকে চাপ দিয়ে মাথাটা এলিভেটরের ধাতব দেয়ালে ঠুকে দিল কুয়াশা, কানটা গোড়া থেকে অর্ধেক ছিঁড়ে এসেছে। বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল রেডিওঅলা। উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে এক ঝটকায় তাকে চিৎ করে দিল কুয়াশা। বুকের উপর হাঁটু রেখে চেপে ধরল মেঝের সঙ্গে। হাঁটুতে হোলস্টারের স্পর্শ পেতেই হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলবার বের করে আনল, এটায় সাইলেন্সার লাগানো নেই। ওটার ব্যারেল ঠেকাল প্রতিপক্ষের কপালে।

'জবাব দাও, নইলে এখুনি খুলি উড়িয়ে দিচ্ছি,' হিংস্র শোনাল কুয়াশার গলা। 'ক'জন আছে নীচে?'

এবার ভয় ফুটল লোকটার চেহারায়। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'দু'জন। একজন এলিভেটরের সামনে, অন্যজন বাইরে ফুটপাতে গাড়ির পাশে।'

'কী রকম গাড়ি?'

'ফোক্সওয়াগেন।'

'রঙ?' কমে এসেছে এলিভেটরের গতি, পৌঁছে গেছে নীচতলায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কালো।'

'বাইরের লোকটা... ও কী পরে আছে?'

'জানি না...'

রিভলবারের বাট দিয়ে চাঁদিতে মাঝারি একটা আঘাত করল কুয়াশা। 'মনে করার চেষ্টা করো!'

'ওভারকোট... খয়েরি রঙের ওভারকোট পরে আছে।'

থেমে গেল এলিভেটর। রেডিওঅলার কোটের গলার ধরে দাঁড় করিয়ে দিল কুয়াশা। খুলে গেল দরজা। বাঁ পাশ থেকে উদয় হলো কালো পোশাকধারী এক লোক, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। রেডিওঅলার কপাল আর কানের পাশ দিয়ে নামতে থাকা রক্তের ধারা লক্ষ করে সতর্ক ভঙ্গিতে এক পা পিছিয়ে গেল। বাঁ হাতটা কোটের পকেটে, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে পকেটসহ-ই উঠে যাচ্ছে উপরদিকে। আর একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল!

রেডিওঅলার শরীরটাকে বর্মের মত সামনে ধরে রেখে এলিভেটর থেকে বের হলো কুয়াশা। খুক্ খুক্ কাশির মত তিনটে শব্দ হলো। শেষবারের মত আর্তনাদ করে উঠল রেডিওঅলা, বুক রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তাকে চশমাঅলার দিকে ছুঁড়ে দিল কুয়াশা, প্রাণহীন দেহটার ভারে হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে, পিস্তলধরা হাতটা চাপা পড়ল দুই দেহের মাঝখানে।

লোকটার দিকে এগোতে গিয়েও থেমে গেল কুয়াশা। বুঝতে পারল, কেন ব্যাটা পিস্তল বের করেনি, কেন পকেট থেকেই গুলি করেছে। বিল্ডিঙের ভিতরের গণ্ডগোলের আওয়াজ চাপা দেয়া যায়নি। কীভাবে যেন ঝামেলার গন্ধ পেয়ে গেছে আশপাশের লোকজন। বিল্ডিঙের সামনে এখন একটা ছোটখাট জটলা। সদর দরজার কাঁচ ভেদ করে উঁকিঝুঁকি মারছে বেশ ক'টা কৌতূহলী মুখ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময় নষ্ট করল না কুয়াশা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল দরজা ছেড়ে জটলার দিকে তাকিয়ে কণ্ঠে আকুতি ফোটাল, বলল, 'ভিতরে একজন আহত হয়েছে। প্লিজ... সাহায্য করুন।'

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল জনতার মাঝে। ছোট দরজা গলে একসঙ্গে বিল্ডিঙে ঢোকার চেষ্টা করছে সবাই—হিরো সাজার ইচ্ছে আর কী। সাবধানে ছায়ায় সরে এল কুয়াশা। চঞ্চল চোখে খুঁজে বের করল ফোক্সওয়াগেনটাকে। ড্রাইভার ভিতরে বসা। খয়েরি রঙের গ্রেটকোট পরনে, কোনও সন্দেহ নেই, ওটাই শেষ বাধা। বিল্ডিঙের সামনে জটলা দেখে লোকটা সম্ভবত আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পায়নি। ঝামেলা টের পেলে সটকে পড়ার ইচ্ছে, তাই ইঞ্জিনও চালু করে রেখেছে।

পিছন থেকে অগ্রসর হলো কুয়াশা, ফোক্সওয়াগেনের রিয়ার-ভিউ আর সাইডভিউ মিরর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে। হাতে বেরিয়ে এসেছে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা। নিচু হয়ে ড্রাইভারের দরজার পাশে চলে গেল ও, তারপর ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে সচকিত হলো ড্রাইভার, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল অনাহূত আগন্তুকের দিকে, তবে দেরি করে ফেলেছে সে। পিস্তলের বাট দিয়ে জানালার কাঁচে সজোরে আঘাত হানল কুয়াশা, ভাঙা কাঁচের আঘাত থেকে বাঁচতে মাথা নামিয়ে ফেলল লোকটা, হাত বাড়িয়ে দিল পাশের সিটের দিকে—ওখানে তার নিজের অস্ত্রটা রাখা।

'খবরদার!' বুক কাঁপানো স্বরে ধমকে উঠল কুয়াশা। 'নড়বে না!'

থমকে গেল ড্রাইভার। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে কুয়াশার দিকে।

'নামো!'

চকিতে নিজের পিস্তলের দিকে তাকাল ড্রাইভার, হিসেব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কষছে—ওটা নিতে পারবে কি না।

'বোকামি কোরো না,' বলল কুয়াশা। 'লক্ষ্মী ছেলের মত নেমে এসো গাড়ি থেকে।'

আবার পাশে তাকাল ড্রাইভার, হার মানতে চাইছে না।

গুলি করল কুয়াশা, লোকটার দু'পায়ের মাঝখানে, সিটের গদিতে। 'পরেরটা কিন্তু বিচি গালিয়ে দেবে,' হুমকি দিল ও।

সাহস হারিয়ে ফেলেছে ড্রাইভার, হ্যাণ্ডস্ আপের ভঙ্গিতে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

'ভাগো!' রাস্তার দিকটা দেখিয়ে দিল কুয়াশা।

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটে পালাল ড্রাইভার। কয়েক সেকেণ্ড তার পিঠের দিকে পিস্তল তাক করে রাখল কুয়াশা, তারপর উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না, হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে আগে বাড়ল। রিয়ারভিউ মিররে চশমাঅলাকে দৌড়ে বেরুতে দেখল বিল্ডিং থেকে—হতভম্ব ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে ফোক্সওয়াগেনের দিকে। একটু পরেই বাঁক ঘুরল গাড়ি, লোকটা হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে। সাইরেন জোরালো হয়ে উঠেছে, উল্টোদিক থেকে বেশ ক'টা পুলিশ-কার পেরিয়ে গেল কুয়াশাকে। ঘটনাস্থলের দিকে যাচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরীরে একটু ঢিল দিল কুয়াশা। আপাতত ও নিরাপদ, বেরিয়ে এসেছে জাল কেটে। কিন্তু তারপর? পুলিশি ঝামেলা কিংবা হুলিয়া ওর জন্যে নতুন কিছু নয়। সারাজীবন ওসব সামলে কাজ করতে হয়েছে ওকে। কিন্তু কেন যেন মন খুঁতখুঁত করছে লিও ভাদিমের কথাগুলোর ব্যাপারে। বেচারার অকালমৃত্যু প্রমাণ করে দিচ্ছে, ফ্রেনসের কাহিনি মিথ্যে নয়। সত্যিই আছে ওই সংগঠন, নিজেদের অস্তিত্ব গোপন রাখার জন্য যে-কোনও কিছু করতে পারে।

www.BanglaBook.org

কিন্তু সত্যিই কি ওরা অমন শক্তিশালী? সত্যিই কি দুনিয়ার বড় বড় সরকার আর সন্ত্রাসীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে ওরা? যদি তা-ই হয়, এত ভয়ানক একটা সংগঠনকে ঠেকানো যাবে কেমন করে? হঠাৎ করেই নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো কুয়াশার। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, অনেক বড় একটা শক্তির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে ও। একাকী ওটাকে মোকাবেলা করতে পারবে না, এ-ধরনের অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার মত অভিজ্ঞতাও নেই ওর। একজন সঙ্গী দরকার। কিন্তু কে হবে সেই সঙ্গী? এমন কে আছে, যে জেনে-শুনে যুদ্ধে নামবে ফেনিসের মত একটা সংগঠনের বিরুদ্ধে?

একটু ভাবল কুয়াশা। হঠাৎ মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে। হ্যাঁ, আছে একজন। ওর-ই মত আরেক বঙ্গসন্তান। ন্যায়ের পূজারী, দুঃসাহসী, দুর্ধর্ষ এক বীর। কিন্তু সমস্যা হলো, কুয়াশাকে দেখামাত্র অ্যারেস্ট করবে সে। হাত-পা বেঁধে, বেহুঁশ করে নিয়ে যাবে বাংলাদেশে, দাঁড় করিয়ে দেবে কাঠগড়ায়। তা হলে সাহায্য চাইবে কেমন করে? কীভাবে শোনাবে নিজের কথা?

ঠাণ্ডা মাথায় ছক কাটতে শুরু করল কুয়াশা। কায়দামত পেতে হবে ওই মানুষটাকে, ফাঁদে ফেলতে হবে। বাধ্য করতে হবে ওর সমস্ত কথা শুনবার জন্য। আশা করা যায়, এরপর ওকে সাহায্য করবে সে। কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ হবে না, কারণ যাকে কুয়াশা ফাঁদে ফেলতে চায়, সে আর কেউ নয়...

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চার

কাঁচা-পাকা ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে। কপালের পাশে একটা রগ তিরতির করে কেঁপে উঠল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা ফাইল দেখছেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সুযোগ্য কর্ণধার মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। ইন্টারকম বেজে ওঠায় ধ্যানভঙ্গ হলো তাঁর। স্পিকারে শোনা গেল সেক্রেটারি ইলোরার কণ্ঠ।

'সোহেল ভাই এসেছেন, স্যর।'

'ভেতরে পাঠাও।'

কয়েক মুহূর্ত পরে দরজা ঠেলে কামরায় ঢুকল বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ। দুর্দান্ত এজেন্ট ছিল সে একসময়, দুর্ঘটনায় একটা হাত কাটা পড়ায় এখন বিসিআই-এ প্রশাসনের দায়িত্বে কাজ করছে। এক অর্থে বিসিআই চিফের ডান হাত বলা চলে ওকে।

বুক দুরু দুরু করছে সোহেলের, রাহাত খানের সামনে এলে সবারই যা হয়। মৃদু গলা খাঁকারি দিয়ে চিফের মনোযোগ আকর্ষণ করল। ফাইল থেকে চোখ না তুলে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে সামনের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন রাহাত খান।

কয়েক মিনিট কেটে গেল নীরবতায়, হাতের ফাইল নিয়ে ব্যস্ত বিসিআই চিফ, সোহেলের কথা যেন ভুলেই গেছেন। উসখুস

www.BanglaBook.org

করতে শুরু করেছে সোহেল, এই সময় ফাইল দেখা শেষ হলো তাঁর। ফোল্ডারটা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। হাডসন হাভানার প্যাকেট থেকে একটা সেলোফেন মোড়া চুরুট বের করলেন, সযত্নে কাগজ ছাড়িয়ে দাঁতে চেপে ধরে অগ্নিসংযোগ করলেন তাতে। পাতলা সাদা একফালি ধোঁয়া চোখে যাওয়ায় চোখদুটো পেঁচিয়ে উপর দিকে ঘুরিয়ে আঙুলের ফাঁকে নিলেন চুরুটটা। তারপর দৃষ্টি রাখলেন সোহেলের চোখে।

'কী ঘটেছে, শুনেছ নিশ্চয়ই?' গম্ভীর গলায় বললেন তিনি।

'জী স্যর,' মাথা ঝাঁকাল সোহেল। 'কাল রাতে বিসিআই-এর কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হ্যাক করা হয়েছে। কোনও তথ্য চুরি হয়েছে কি না, তা বলা যাচ্ছে না। তবে মেইনফ্রেমের ভিতরে একটা মেসেজ পেয়েছি আমরা।'

টেবিলের উপরে রাখা একটা প্রিন্টআউট তুলে নিলেন রাহাত খান। বিড়বিড় করে পড়লেন বার্তাটা:

'মাসুদ রানা, সাহায্য দরকার আমার। জরুরি ভিত্তিতে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া প্রয়োজন। ওয়াশিংটনের, নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউ-এ, হোটেল এক্সেলসিয়রে দেখা করো আমার সঙ্গে। আজ থেকে পাঁচদিন পর... আগামী উনিশ তারিখে। কুয়াশা।'

সোহেলের দিকে চোখ ফেরালেন বিসিআই চিফ, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে হয় তোমার? মেসেজটা কতখানি অথেনটিক?'

'বলা কঠিন, স্যর,' কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। 'কেউ তামাশাও করতে পারে।'

'তামাশা করার জন্য কুয়াশার নাম বেছে নেবে কেন?' ভুরু কোঁচকালেন রাহাত খান। 'তা ছাড়া মেসেজটা আমাদের নিজস্ব কোডে এনক্রিপ্ট করা ছিল, তাই না? বলতে পারো, ওই টপ সিক্রেট কোড কীভাবে পেল হ্যাকার?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ব্যাপারটা একটু রহস্যময় তো বটেই,' স্বীকার করল সোহেল। 'আমাদের কম্পিউটার এক্সপার্ট রায়হান রশিদের সঙ্গে কথা বলেছি আমি... কিন্তু ও-ও কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। ওর মতে বিসিআই-এর কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হ্যাক করা দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটা।'

'কুয়াশার জন্য কিছুই অসম্ভব নয়,' গম্ভীর হয়ে গেলেন রাহাত খান। 'দুনিয়ার সবচেয়ে রহস্যময় মানুষ ও, একটা মরীচিকা। আমাদের টপ সিক্রেট ওয়াচলিস্টে গত দশ বছরের বেশি সময় ধরে নাম আছে ওর... এক নম্বরে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওর ধারেকাছে ভিড়তে পারিনি আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। এই ওয়াচলিস্ট আসলে অসাধারণ প্রতিভাবান ও গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশিদের একটি তালিকা, যাঁরা বিভিন্ন কারণে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন কিংবা আত্মগোপন করে আছেন। এঁদের দিকে নজর রাখা এবং সম্ভব হলে দেশে ফিরিয়ে আনা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম গুরুদায়িত্বের একটি। এভাবে তালিকাভুক্ত অনেক বিখ্যাত মানুষকেই বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে অতীতে, তাঁদের প্রতিভাকে দেশের মাটিতে... দেশের কল্যাণে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কুয়াশার ছায়াও মাড়ানো যায়নি আজ পর্যন্ত

'তা হলে আপনি, স্যর, ধরেই নিচ্ছেন, মেসেজটা কুয়াশা পাঠিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'হ্যাঁ, কাজের ধারা ওর সঙ্গে মেলে,' বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু ও আসলে কী চাইছে, সেটা বুঝতে পারছি না। ওয়াশিংটনের ঠিকানা দিয়েছে... রানাও এ-মুহূর্তে আমেরিকায়। ব্যাপারটা কো-ইনসিডেন্স হতে পারে না। অস্পষ্ট লাগছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের কাছে মেসেজ পাঠানোর ব্যাপারটা। রানার লোকেশন যদি ওর জানা থাকে, তা হলে আমাদের কাছে মেসেজ পাঠাল কেন? কেন সরাসরি যোগাযোগ করেনি রানার সঙ্গে?'

'বিপদে পড়েছে, তাই সম্ভবত রানার মাধ্যমে বিসিআইয়ের সাহায্য নিতে চাইছে কুয়াশা।' অনুমান করল সোহেল।

'কীসের বিপদ?' বললেন রাহাত খান। ইশারা করলেন সামনে পড়ে থাকা ফাইলটার দিকে। 'কুয়াশার ফাইল আগাগোড়া স্টাডি করেছি আমি। এমন কোনও বিপদের তো আভাস পাইনি, যার জন্য এত বছর পর আমাদের মুখাপেক্ষী হতে হবে ওকে।'

'সরি, স্যর। ফাইলটা আপডেট করবার সুযোগ পাইনি। একদম তাজা খবর হলো, দু'দিন আগে রাশান পুলিশ ওর নামে একটা হুলিয়া জারি করেছে। সেটার কপি পাঠানো হয়েছে ইন্টারপোল-সহ ইয়োরোপ-আমেরিকার সমস্ত দেশে। বাংলাদেশও কপি পাবে দু'একদিনের ভিতর।'

'কুয়াশার জীবনের প্রথম হুলিয়া নয় এটা,' চুরুটে টান দিলেন রাহাত খান।

'ঠিক। কিন্তু আগেরগুলোর চেয়ে এটা অনেক সিরিয়াস,' বলল সোহেল। 'রাশার টপ নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্ট-সহ তিনজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে ওর বিরুদ্ধে। ওকে শাস্তি দেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেছে রুশ সরকার।'

'তুমি কি ড. ইলিয়া ইভানোভিচের কথা বলছ?' কয়েকদিন আগে পড়া ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট স্মরণ করলেন রাহাত খান। সোহেলকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বললেন, 'ব্যাপারটা একটু বিদঘুটে না? ওটা তো প্রফেশনাল হিটের মত মনে হয়েছে আমাদের কাছে। কুয়াশার কাজের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। তা ছাড়া খুন হওয়া মানুষগুলোর সঙ্গে ওর কানেকশন কোথায়?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মোটিভ কী?'

'সেটা কেউই বলতে পারছে না।'

'হুম, মনে হচ্ছে গভীর কোনও রহস্য আছে এর ভিতরে।'

'আমার ধারণা, কুয়াশাকে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে, স্যর,' বলল সোহেল। 'বড় ধরনের ঝামেলায় পড়েছে ও। এ-কারণেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য সহায়তা চাইছে আমাদের। কথা হলো, আমরা ওকে সাহায্য করব কি না।'

'ওকে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব, কিংবা দায়... কোনোটাই নয়,' রুক্ষ গলায় বললেন রাহাত খান। 'কুয়াশা একজন ক্রিমিনাল; এবারের কেসটা ভুয়া হতে পারে, কিন্তু অতীতে বহু অন্যায় করেছে সে। তা ছাড়া, রাশান পুলিশের কাজে বাধা দেয়ার অধিকার নেই বিসিআইয়ের।'

'তা হলে আমরা অগ্রাহ্য করব ওর আবেদন?' একটু বিস্মিত হলো সোহেল

'না, আবেদনটাকে আমরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করব,' শান্ত গলায় বললেন রাহাত খান। 'কবীর চৌধুরীর মত কুয়াশা একেবারে আন-রিকভারেবল কেস না। মহৎ কিছু গুণ আছে ওর—মানুষকে সাহায্য করে, অপরাধীদের শাস্তি দেয়। তাই বহুদিন আগেই কুয়াশার ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট টার্গেট ঠিক করে রেখেছি আমরা—সম্ভব হলে ওকে দেশে ফিরিয়ে আনব, অন্যায়ের পথ থেকে সরিয়ে সঠিকভাবে গবেষণার সুযোগ করে দেব। যদি রাজি না হয়, তা হলে ওকে তুলে দেব আইনের হাতে। এতদিন পর... এই প্রথম ওকে নাগালে পাবার একটা উপায় দেখতে পাচ্ছি। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে হবে। রানা ওকে আটক করে নিয়ে আসবে বাংলাদেশে। আর যা-ই হোক, ওর মত প্রতিভাবান একজন বিজ্ঞানীকে পশ্চিমা বিশ্বের হাতে পড়তে দেয়া যায় না।

www.BanglaBook.org

প্রতিভাটাকে মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে ওরা, সারা দুনিয়ায় বিপদ ঘনিয়ে আসবে তাতে।'

'কিছু মনে করবেন না, স্যর,' ভয়ে ভয়ে বলল সোহেল। 'কিন্তু কুয়াশা এত সহজে ধরা দেবে বলে মনে হয় না আমার। অত্যন্ত ধূর্ত ও, শেয়ালের চেয়েও চতুর। ও ঠিকই আন্দাজ করবে, আমরা ওকে বন্দি করবার প্ল্যান আঁটতে পারি।'

'কুয়াশাকে মোটেই ছোট করে দেখছি না আমি,' বললেন রাহাত খান। 'রানা ওকে বাগে পাবার আগে ও কীভাবে রানাকে বাগে পেতে পারে, সে-পরিকল্পনা করেই মাঠে নামবে ও।'

'তা হলে?'

'পিছিয়ে আসার উপায় নেই। জেনে-শুনেই ফাঁদের মধ্যে পা দিতে হবে রানাকে। পাল্লা দিতে হবে কুয়াশার সঙ্গে।' ইন্টারকমের বোতাম চাপলেন রাহাত খান। 'ইলোরা, এম.আর.নাইনের সঙ্গে কথা বলব আমি। ডাকো ওকে।'

'ইয়াল্লা!' ফিসফিসাল সোহেল। 'রানা বনাম কুয়াশা! না জানি কী হয়!'

বস্টনের প্রাসাদোপম একটা বাড়ির লিভিংরুমে নিঃশব্দে বসে আছে দু'জন লোক। উঁচু এক পাহাড়ের উপর এই বাড়ি, ধনী এক ব্যক্তির বাসস্থান। কেউ কল্পনা করতে পারবে না, এখান থেকেই পরিচালিত হয় গোপন এক সংগঠনের সমস্ত কর্মকাণ্ড।

ধৈর্য ও সমীহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে একজন, অপরজন একটা ফাইল পড়ছে। অপেক্ষারত লোকটা সি.আই.এ.-র বড় কর্মকর্তা। অপর লোকটি বয়স্ক, উচ্চপদস্থ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উঁচুমহলে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তার। এখনকার এই বৈঠকের সময় এবং স্থান ঠিক করা হয়েছে আজ সকালে, তড়িঘড়ি করে।

www.BanglaBook.org

দশ মিনিট পর মুখ তুলল বয়স্ক মানুষটি, ফোল্ডার ভাঁজ করে রেখে দিল টেবিলে। 'দিস ইজ সিরিয়াস,' বলল সে। 'এই কুয়াশা লোকটাকে অবহেলা করা মোটেই ঠিক হবে না।'

ধীরেসুস্থে পাইপে অগ্নিসংযোগ করল সিআইএ-র অফিসার, তারপর নীলচে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে ভরাট গলায় বলল, 'তা কেউ করছেও না। আমাদের রাশান গ্রুপ ওকে ইভানোভিচের মামলায় ফাঁসিয়েছে এ-কারণেই।'

'তাতে সমস্যার কোনও সমাধান হচ্ছে না। নিশ্ছিদ্র ফাঁদ গলে বেরিয়ে গেছে কুয়াশা। আপনার ইনফরমেশন অনুসারে ও এখন বিসিআই-কে জড়াতে চাইছে পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে। জানেন নিশ্চয়ই, শুধুমাত্র ওই একটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতেই আজ পর্যন্ত চর ঢোকাতে পারিনি আমরা। ওরা যদি মাঠে নামে, তা হলে সেটা ঠেকাবার মত গোপন অস্ত্র নেই আমাদের হাতে।'

'সেক্ষেত্রে হার্ডলাইনে যাব আমরা,' বলল সিআইএ অফিসার। 'যে-ই আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে, তাকেই খতম করে দেব।'

'কৌশলটা শুরুতেই খাটাবার পরামর্শ দেব আমি,' বলল বয়স্ক মানুষটা। 'কুয়াশাকে তার বিসিআই কন্ট্যাক্ট-সহ পরপারে পাঠিয়ে দিন। কার সঙ্গে ও যোগাযোগ করছে, তা জানা গেছে?'

'নিশ্চিত নই; তবে আমার ধারণা, মাসুদ রানাকে রিক্রুট করবার চেষ্টা চালাচ্ছে ও। হি'জ দ্য বেস্ট দে হ্যাভ।'

'মাসুদ রানা,' গম্ভীর হয়ে গেল বয়স্ক লোকটা। 'আরও বড় এক আপদ। কুয়াশার সঙ্গে ও যদি জোট বাঁধে, সেটা আমাদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হবে।'

'আমার মনে হয় আপনি খামোকাই চিন্তা করছেন,' বলল সিআইএ অফিসার। 'আফটার অল, ওরা নশ্বর মানুষ। কী-ই বা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে পারবে দু'জনে আমাদের বিরুদ্ধে?'

'ওদেরকে আণ্ডার-এস্টিমেট করলে মস্ত ভুল করবেন। সিআইএ-র পুরনো ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখুন। মাসুদ রানা কতবার আপনাদেরকে ঘোল খাইয়েছে, তার পরিষ্কার হিসেব পেয়ে যাবেন। কুয়াশাও বছরের পর বছর ধরে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে সারা দুনিয়ার ল-এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টগুলোকে।'

'জানি। কিন্তু ফেনিসের মত প্রতিদ্বন্দ্বী কোনোদিন পায়নি ওরা... পাবেও না।'

'শত্রুকে কখনও ছোট করে দেখবেন না, মিস্টার!' একটু ধমকে উঠল বয়স্ক লোকটা। 'যান, যা বলছি করুন। মাসুদ রানা আর কুয়াশা যতক্ষণ বেঁচে আছে, আমরা নিরাপদ নই।'

'চিন্তা করবেন না, স্যার,' কুটিল হাসি ফুটল সিআইএ অফিসারের ঠোঁটে। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, ওদের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে!'

পাঁচ

হলওয়েতে পায়ের শব্দ শুনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। দরজার পাশে গিয়ে পিপহোলে চোখ রাখল। সাদামাঠা চেহারার একজন পুরুষ হেঁটে গেল সামনে দিয়ে, থামল না পলকের জন্যও। হোটেলের সাধারণ গেস্ট, আর কিছু না। চেয়ারে ফিরে গিয়ে শরীর এলিয়ে দিল ও। দৃষ্টি নিবদ্ধ করল

www.BanglaBook.org

সিলিঙে। ডুবে গেল চিন্তার সাগরে।

মাসখানেক হলো আমেরিকায় এসেছে ও। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের অনুরোধে নুমার একটা ছোট অভিযানে অংশ নিয়েছে; সেটা শেষ হবার পর বেরিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে রানা এজেন্সির শাখাগুলো পরিদর্শন করবার কাজে। মোটামুটি নিরুপদ্রবে কেটে যাচ্ছিল সময়, হঠাৎ মেজর জেনারেল রাহাত খানের ফোন ওলটপালট করে দিয়েছে সবকিছু। ওর সাহায্য চাইছে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী কুয়াশা, দেখা করতে চাইছে!

মনসুর আলী ওরফে কুয়াশা সম্পর্কে সবই জানা আছে রানার। তার প্রতিভা এবং মহত্ত্বের কদর করে ও। লোকটা অপরাধী হতে পারে, কিন্তু তার কর্মকাণ্ডে কখনও নিরীহ-নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি হয় না। বরং অজানা-অচেনা মানুষের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে মুহূর্তের জন্য কুণ্ঠা করে না কুয়াশা। সেজন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা নেই তার। অপরাধ করে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের স্বার্থে, পৃথিবীর উপকারের জন্য... মহান লক্ষ্য নিয়ে। অদ্ভুত একজন মানুষ, এক ধরনের শ্রদ্ধা রয়েছে রানার তার প্রতি। সম্মান করে বললেও সম্ভবত বাড়িয়ে বলা হবে না। তাই মেজর জেনারেল রাহাত খানের অর্ডারটা শুরুতে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল ওকে।

বিসিআই চিফের পরিষ্কার নির্দেশ—যে করে হোক, কুয়াশাকে আটকাতে হবে; নিয়ে যেতে হবে বাংলাদেশে। লোকটার যদি কিছু বলার থাকে, সেটা দেশে পৌঁছুনোর পর শোনা যাবে। বুড়োর অবাধ্য কোনোদিন হয়নি রানা, তাই দ্বিধা ঝেড়ে ফেলেছে। আপাতত কুয়াশাকে কবজায় নেয়া রানার একমাত্র লক্ষ্য। সেটা নিশ্চিত করবার জন্য নির্ধারিত সময়ের দু'দিন আগে নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউয়ের হোটেল এক্সেলসিয়রে এসে উঠেছে ও। কুয়াশার

www.BanglaBook.org

ফাইল ভালমত স্টাডি করে নিয়েছে রানা, কোন্ পদ্ধতিতে সে কাজ করে, তা বুঝে নিয়েছে। স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে তার কোনও তুলনা হয় না, এক অর্থে ম্যাজিশিয়ানও বলা চলে প্রতিভাবান বিজ্ঞানীটিকে। চমক দেখানোয় ওস্তাদ। ওকে পরাস্ত করতে হলে কয়েক পা এগিয়ে থাকতে হবে। আগেভাগে হোটেলে এসে ওঠা সে-পরিকল্পনারই অংশ।

কুয়াশা যে সরাসরি দেখা করবে না ওর সঙ্গে, এ-ব্যাপারে রানা মোটামুটি নিশ্চিত। হ্যাঁ, একটা পর্যায়ে নিশ্চয়ই মুখোমুখি হবার প্ল্যান আছে লোকটার; কিন্তু তার আগে প্রতিপক্ষকে একেবারে নিরস্ত্র এবং অসহায় করে নেবে, যাতে ওকে আটকাবার ক্ষমতা না থাকে রানার। শুধুমাত্র তখনই নিজের চেহারা দেখাবে কুয়াশা। এ-কাজ করা সম্ভব রানাকে ফাঁদে ফেলে। শেষ মুহূর্তে নয়, পুরো পাঁচ-পাঁচটা দিন আগে এক্সেলসিয়র হোটেলের নাম নিয়েছে সে এ-কারণেই। এখানেই রানাকে কবজা করবার প্ল্যান করেছে কুয়াশা। সন্দেহটা গাঢ় হবার পিছনে প্রচুর যুক্তি আছে।

নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউয়ের এই হোটেলটা একেবারে ছোট। এখানে কুয়াশার ট্রেস পেতে খুব একটা কষ্ট করতে হয়নি রানাকে। সামান্য কিছু টাকা খরচ করেছে হোটেল-কর্মচারীদের পিছনে; তাতেই জেনে গেছে, ছড়িঅলা এক ভারতীয় ভদ্রলোক অতীতে একাধিকবার এসেছে এ-হোটেলে। তিনতলায়, দুইশ' এগারো নম্বর রুমে সবসময় ওঠে সে। কক্ষটার বিশেষত্ব বুঝতে কষ্ট হয়নি রানার। জানালা দিয়ে পুরো নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউ আর আশপাশের আরও দুটো রাস্তা দেখা যায় ওখান থেকে। পিছনের জানালা আর কার্নিশ ধরে খুব সহজে পৌঁছুনো যায় ফায়ার-এস্কেপেও। আগেভাগে পুলিশের গাড়ি দেখতে পাওয়া, এবং দ্রুত সটকে পড়া—দুটোর জন্যই দুইশ' এগারো আদর্শ।

www.BanglaBook.org

কুয়াশা যে থাকার জন্য এ-কামরাকে বেছে নেবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, আগামী উনিশ তারিখের জন্য রুমটা ইতোমধ্যে বুক করে রেখেছে জনৈক ব্যক্তি। কুয়াশা ছাড়া আর কে? এত সহজে তার খোঁজ পাওয়া যাবার অর্থ একটাই—সে চাইছে, নির্ধারিত তারিখে রানা হানা দেবে ওখানে... ওর পাতা ফাঁদে। কামরায় ঢুকে দেখা যাবে, কুয়াশা নয়, অন্য কেউ অপেক্ষা করছে ওখানে। একজন ডিকয়। যাকে দেখে চমকে যেতে হবে ওকে। আশপাশে লোক রাখবে কুয়াশা, হতচকিত রানার উপর হামলা করবে তারা, আটকে ফেলবে। সুন্দর কৌশল। নিজে ঝুঁকি নেবে না, কিন্তু ঠিকই কার্যোদ্ধার হয়ে যাবে এতে।

রানা জানে, কুয়াশাকে পরাস্ত করতে হলে তছনছ করতে হবে এই পরিকল্পনা। নিজেকে প্রতিপক্ষের হাতের পুতুল নয়, বরং প্রতিপক্ষকে নিজের হাতের পুতুলে পরিণত করতে হবে। যাদেরকে মিডল-ম্যান হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে কুয়াশা, তাদেরকে ছেঁটে ফেলতে হবে ক্যানভাস থেকে। কাজটা খুব একটা কঠিন হবার কথা নয়। নিজস্ব লোক বলতে কেউ নেই কুয়াশার, যাদেরকেই ব্যবহার করার প্ল্যান করুক, ভাড়া করা লোক হবে। আনুগত্য নামক জিনিসটা থাকে না ভাড়াটে লোকের ভিতর, সামান্য চেষ্টাতেই তাদেরকে ত্যক্ত করে সরিয়ে দেয়া সম্ভব। যখন অন্যের মাধ্যমে কার্যোদ্ধার করার উপায় থাকবে না, বাধ্য হয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে কুয়াশাকে। নিজেকেই হাজির হতে হবে খেলার মাঠে। আর তখনই তাকে ঘায়েল করবে রানা।

তাই ছদ্ম-পরিচয়ে উল্টোদিকের দুইশ' তেরো নম্বর কামরাটা ভাড়া নিয়েছে রানা। দু'দিন আগেই এসে উঠেছে ওখানে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুয়াশার ঠিক করে দেয়া সময়ের অনেক আগে। নিশ্চয়ই এমনটা আশা করবে না সে। নিয়মমাফিক নজর রাখছে রানা করিডোরে। দেখা যাক, কে এসে ওঠে দুইশ' এগারো নম্বর রুমে। তারপর ব্যবস্থা নেবে ডিকয়কে সরিয়ে দেবার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ক্লান্তি বোধ করছে। গত দু'দিন থেকে ঠিকমত ঘুমাতে পারেনি। নজর রাখতে হচ্ছে চারপাশে, সেই সঙ্গে থাকতে হচ্ছে অতিমাত্রায় সতর্ক। এই বিশেষ মিশনে সম্পূর্ণ একাকী কাজ করতে হচ্ছে ওকে। কারও সাহায্য নিতে পারছে না, সে-রকমই নির্দেশ পেয়েছে বিসিআই চিফের কাছে। আমেরিকানদেরকে কিছুতেই জানতে দেয়া যাবে না কুয়াশার উপস্থিতির কথা। নইলে ওরাই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীটিকে নিজেদের কব্জায় নেবার চেষ্টা করবে।

ওয়াশিংটনে আসবার আগে নিজের ট্রেইল লুকানোর জন্য কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে রানা। রাহাত খান যখন ফোন করেন, তখন ও ছিল ফ্লোরিডায়... কী ওয়েস্টে। ওখান থেকে ভার্জিন আইল্যাণ্ডে যাবার জন্য ছোট একটা বিমান চার্টার করেছে, সেখানে হোটেল বুকিং দিয়েছে। এয়ারপোর্টেও গিয়েছিল, কিন্তু বাথরুমে গিয়ে পরিচয় অদল-বদল করে নিয়েছে রানা এজেন্সির একজন অপারেটরের সঙ্গে। রানা সেজে সে উঠেছে চার্টার করা বিমানে; আর আসল রানা ছদ্ম-পরিচয়ে উঠে পড়েছে ওয়াশিংটন-গামী ডমেস্টিক ফ্লাইটে। সহজে এ-চাতুরি ধরা পড়ার কথা নয়। তারপরেও কখন কী ঘটে যায়, তার ঠিক নেই। শুধু কুয়াশাকে নিয়ে নয়, আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সকে নিয়েও কিছুটা দুশ্চিন্তায় ভুগছে ও।

উঠে দাঁড়াল রানা। না, এখন আর দুশ্চিন্তার সময় নেই। আজ উনিশ তারিখ। মাহেন্দ্রক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। খুব শীঘ্রি কাজে

www.BanglaBook.org

নামতে হবে ওকে। চিন্তাটার সঙ্গে তাল মিলিয়েই যেন বাইরে শোনা গেল কলরব। এগিয়ে গিয়ে আবার পিপহোলে চোখ রাখল রানা। সুবেশী, সুন্দরী এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে দুইশ' এগারো নম্বরের দরজায়। হোটেলের বেলবয় রয়েছে সঙ্গে, মেয়েটির লাগেজ তার কাঁধে। সুটকেস নয়, ট্রান্স-আটলাণ্টিক ফ্লাইটে আসা ব্যাগেজও নয়; স্রেফ একটা ওভারনাইট ব্যাগ।

মুচকি হাসল রানা। এসে গেছে ডিকয়। কুয়াশার ভাড়া করা শকুনরাও নিশ্চয়ই চক্কর দিতে শুরু করেছে আশপাশে। মাঠে নেমেছে ধূর্ত মানুষটা। শুরু হয়েছে খেলা।

রুমের ভিতরে ঢুকে গেল সুন্দরী আর বেলবয়। রানা ফিরে এল বিছানার কাছে। বেডসাইড টেবিল থেকে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার। ডায়াল করল রানা এজেন্সির আর্লিংটন শাখায়... শাখা-প্রধান তিশা ইসলামের কাছে। কল রিসিভ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কিচ্ছু বোলো না, চুপচাপ শুনে যাও কী করতে হবে।'

রানার গলা চিনতে পেরেছে তিশা। মৃদুস্বরে বলল, 'জী, বলুন।'

'নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউয়ের এক্সেলসিয়র হোটেলে ফোন করবে তুমি... পনেরো-বিশ মিনিট, কিংবা আধঘণ্টা অন্তর অন্তর দুইশ' এগারো নম্বর রুমে কানেকশন চাইবে। একটা মেয়ে ধরবে ফোন। তাকে বলবে আমাকে ফোন দিতে, ঠিক আছে?'

'আপনি থাকছেন ওখানে?'

'না।'

'তা হলে বার বার ফোন করব কেন?'

'প্রশ্ন করতে মানা করেছি না তোমাকে?' মৃদু ভর্ৎসনা করল রানা। 'তারপরেও করেই যখন ফেলেছ, তা হলে শোনো। ওই

www.BanglaBook.org

মেয়েকে বিরক্ত করবে তুমি। অতিষ্ঠ করে ফেলবে। ক্লিয়ার?'

'জী। ওই মেয়ে কী ক্ষতি করেছে আপনার, জানতে পারি?'

'কিছুই না। ইন ফ্যাক্ট, ও আমাকে চেনেই না। কিন্তু যে আমাকে চেনে, সে ঠিকই বুঝে নেবে এই ফোনের অর্থ। আর কোনও কথা নয়। আমি রাখছি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

এক্সেলসিয়র হোটেলের উল্টোপাশে, অন্ধকার গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা। দেয়ালে হেলান দিয়ে হাত-পা ঝাড়া দিল, মাথা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে হালকা এক্সারসাইজ করে নিল ঘাড়ের। টেনশন দূর করতে চাইছে, সেইসঙ্গে চাইছে শরীরে চেপে বসা ক্লান্তিকে তাড়াতে। টানা তিনদিন জার্নি করতে হয়েছে ওকে। বিমানে উড়েছে অসংখ্য ঘণ্টা, ড্রাইভ করে যেতে হয়েছে বিভিন্ন শহর আর গ্রামে, দেখা করতে হয়েছে বিশ্বস্ত লোকজনের সঙ্গে, তাদের কাছ থেকে জোগাড় করতে হয়েছে ভুয়া কাগজপত্র, যা দিয়ে তিন-তিনটে ইমিগ্রেশন পয়েন্ট নির্বিঘ্নে পার হওয়া যায়। মস্কো থেকে এথেন্স, এথেন্স থেকে লণ্ডন, লণ্ডন থেকে নিউ ইয়র্ক। ওখান থেকে শেষ বিকেলের একটা ফ্লাইট ধরে ওয়াশিংটনে পৌঁছেছে ও।

খাটাখাটনি গেলেও একটা সন্তুষ্টি কাজ করছে মনের ভিতর। ঠিকমত ছক সাজাতে পেরেছে, জায়গামত বসাতে পেরেছে লোক। উঁচু শ্রেণীর এক পতিতাকে ভাড়া করেছে ডিকয় হিসেবে, তার উপর নজর রাখছে দু'জন লোক আর একজন বয়স্কা মহিলা। হোটেলের ভিতরে অবস্থান নিয়েছে সবাই। চমৎকার আয়োজন, রানাকে এর ভিতর পা দিতেই হবে। হোটেলের সবক'টা প্রবেশপথ কুয়াশার সার্ভেইলান্সে রয়েছে। রানা যেদিক দিয়েই

www.BanglaBook.org

আসুক, দেখতে পাবে। একটা করে খুদে ওয়াকি-টকি রয়েছে সবার কাছে, রানাকে দেখামাত্র অ্যালার্ট করে দেবার জন্য। ওয়াকি-টকিগুলো কুয়াশা কিনেছে ফিফথ্ অ্যাভিনিউয়ের মিতসুবি কমপ্লেক্স থেকে।

মাসুদ রানাকে কোনও ভাবেই খাটো করে দেখছে না কুয়াশা। কোনও ফাঁদই যে ওর জন্য নিখুঁত নয়, সেটা ভাল করে জানে। কিন্তু কৌতূহলের সামনে সবাই অসহায়। তা ছাড়া বহুদিন থেকেই বিসিআই কুয়াশাকে নাগালের মধ্যে পাবার চেষ্টা করছে। এমন পরিস্থিতিতে হোটেলে হাজির না হয়ে উপায় নেই রানার। কুয়াশার কামরা সহজে চিনে নিতে পারবে সে, ওখানে যে একজন মেয়ে থাকছে, তা-ও জানতে পারবে। সন্দেহ নেই, মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য যাবে ও। ভাড়া করা লোকদুটো হামলা চালাবে ওখানে, রানাকে বন্দি করবে।

প্ল্যানের এই অংশটা নিয়ে একটু দ্বিধা আছে কুয়াশার। রানাকে কবজা করার জন্য মাত্র দু'জন লোক কখনোই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এরা সেই অর্থে প্রফেশনাল নয়, রাস্তার গুণ্ডাই বলা চলে। এ-দুর্বলতা ঢাকার জন্য ও রেখেছে বয়স্কা মহিলাটিকে। সে-ই কুয়াশার গোপন অস্ত্র, সত্যিকার একজন প্রফেশনাল। অথচ দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই। আপাতদৃষ্টিতে সৌম্য চেহারার এক ভদ্রমহিলা, আসলে সে প্রাক্তন আইরিশ বিপ্লবী, জাত-খুনি। আন-আর্মড কমব্যাট, আর সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। বহুদিন আগে এক বিপদের সময় কুয়াশা সাহায্য করেছিল এই মহিলাকে, সেই থেকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ। সাহায্য চাইতেই রাজি হয়ে গেছে। তাকে পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার একটাই কারণ—রানাকে সামাল দেয়া। নিজের শারীরিক ক্ষমতা নিয়ে মোটেই সন্দেহ নেই কুয়াশার; তবে এ-ও জানে, রানা যদি খেপে

www.BanglaBook.org

যায়, তার সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠবে না ও। কিন্তু এই মহিলা পারবে। তার সে-ক্ষমতা আছে। আর কেউ না পারলেও এই মহিলা রানাকে পরাস্ত করতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা, বয়স্কা একজন মহিলাকে কখনোই সন্দেহ করবে না রানা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘায়েল হয়ে যাবে।

সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন। এখন অপেক্ষার পালা। দেখা যাক, রানা তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখে কি না। সফল হবে, তা ভাবছে না কুয়াশা। ব্যর্থ হবে, তা-ও না। কী ঘটবে সেটা সময়ই বলে দেবে।

ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে রিসিভার তুলল সিআইএ-র বড় কর্মকর্তাটি, কানে ঠেকাল। অন্যপাশ থেকে ভেসে এল তার চিফ অ্যানালিস্টের কণ্ঠ।

'সুসংবাদ, স্যর! মাসুদ রানার ট্রেস পাওয়া গেছে।'

'কোথায়?'

'ফ্লোরিডা কীজ থেকে একটা চার্টার করা বিমানে উঠেছে ও দু'দিন আগে। দুটো স্টপেজে থেমে আগামীকাল ভার্জিন আইল্যাণ্ডে পৌঁছুবে বলে আশা করা হচ্ছে।'

'কোথায় পেয়েছ এই ইনফরমেশন?'

'শার্লট এমিলির হোটেলে আগামীকাল ওর বুকিং আছে।'

'কে করিয়েছে বুকিং?'

'ওভারসিজ কল পেয়েছে ওরা আমেরিকা থেকে। রানা আগামীকাল সকাল নাগাদ পৌঁছুবে বলে জানানো হয়েছে ওদেরকে।'

'ফোনের উৎস?'

'রানা এজেন্সির ফ্লোরিডা শাখা। কী ওয়েস্টে আমাদের লোক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইতোমধ্যে এয়ারপোর্টে চলে গেছে। সমস্ত চার্টার লগ চেক করে দেখবে সে।'

ভুরু কোঁচকাল সিআইএ কর্মকর্তা। ভার্জিন আইল্যাণ্ড? ওখানে কী কাজ রানার? কুয়াশার সঙ্গে দেখা করবে ওখানে? জিজ্ঞেস করল, 'ভার্জিন আইল্যাণ্ডে কোনও শাখা আছে রানা এজেন্সির?'

'জী না, স্যর।'

'তা হলে কেন যাচ্ছে ওখানে?'

'এজেন্সির ফ্লোরিডা শাখায় ফোন করে ডিরেক্টরকে চেয়েছিলাম। ওরা বলল, মি. রানা ছুটি কাটাতে গেছেন।'

কপালের ভাঁজ গভীর হলো সিআইএ কর্মকর্তার। ছুটি কাটাতে যাবে মাসুদ রানা? কুয়াশার সঙ্গে দেখা না করে? অসম্ভব! আর দু'জনের যোগাযোগের জায়গা যদি ভার্জিন আইল্যাণ্ড হয়, সেটা তো গোপন রাখার কথা। উঁহুঁ, গোলমাল আছে কোথাও।

'রানা এজেন্সির অন্যান্য শাখার টেলিফোন লাইন ট্যাপ করতে বলেছিলাম তোমাকে,' বলল সিআইএ কর্মকর্তা। 'সেটার কী খবর?'

'সমস্ত ট্রান্সক্রিপ্ট জমা আছে আমার কম্পিউটারে,' বলল অ্যানালিস্ট। 'কিন্তু ওগুলোয় চোখ বোলাইনি। দরকার তো নেই, রানার খোঁজ তো বের করে ফেলেছি...'

'তুমি একটা গর্দভ!' গাল দিয়ে উঠল সিআইএ কর্মকর্তা। 'তাই এমন কথা ভাবছ! এক্ষুনি চেক করো সব। রানা মোটেই ভার্জিন আইল্যাণ্ডে যায়নি। ভুতুড়ে একটা ট্রেইল ওটা—আমাদেরকে বোকা বানানোর জন্য। সবকিছু দেখে রিপোর্ট করো আমাকে।'

রাগী ভঙ্গিতে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। মেজাজ খাট্টা হয়ে গেছে। অবশ্য অ্যানালিস্টকে পুরোপুরি দোষারোপও করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারছে না। আসল ঘটনা কিছুই জানা নেই বেচারার। রুটিন কাজের মত মাসুদ রানার খোঁজ বের করতে বলা হয়েছে তাকে। গাদা গাদা টেলিফোন ট্রান্সক্রিপ্টে চোখ বোলাবে কেন?

পায়চারি শুরু করল সিআইএ কর্মকর্তা। অস্থিরতা চেপে বসেছে মনে। না, মাসুদ রানা বা কুয়াশাকে নিয়ে দুর্ভাবনা নেই তার। দুর্ভাবনা ফেনিসের নেতাকে নিয়ে। যদি কোনোভাবে দুই বাঙালি তার হাত গলে পালায়, তা হলে মুখ দেখানো যাবে না নেতার সামনে। কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

তাড়াতাড়ি ফোনের রিসিভার তুলে নিল সে। রিং করল নিজস্ব ব্ল্যাক অপস্ টিমের লিডারের কাছে।

'একটা হিট টিম চাই আমি,' চাহিদা জানাল সিআইএ কর্মকর্তা। 'চারজনের টিম। ফুললি ইকুইপড্। দু'জন টার্গেটকে খতম করতে হবে।'

'ঠিক আছে,' ওপাশ থেকে জানানো হলো। 'টার্গেটের ডিটেইলস্ বলুন।'

'ই-মেইলে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওসব, তুমি টিম রেডি করো।'

'কখন পাঠাতে হবে ওদেরকে? কোথায়?'

'এখুনি রেডি করো ওদেরকে। লোকেশন আমি একটু পরে জানাচ্ছি...'

কথা শেষ হলো না। ইয়ারপিসে বিপ বিপ ধ্বনি শোনা গেল—দ্বিতীয় লাইনে আরেকটা কল এসেছে। 'হোল্ড অন,' ব্ল্যাক অপসের লিডারকে বলল সিআইএ কর্মকর্তা। বোতাম টিপল অন্য কলারের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

'জরুরি একটা ব্যাপার জানাবার জন্য ফোন করলাম, স্যর,' শোনা গেল চিফ অ্যানালিস্টের কণ্ঠ।

'কী সেটা?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রানা এজেন্সির আর্লিংটন শাখায় একটা ইররেগুলারিটি লক্ষ করেছি। গত কয়েক ঘণ্টায় ওখান থেকে নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউয়ের একটা হোটেলে, নাম এক্সেলসিয়র, অনেকবার ফোন করা হয়েছে। প্যাটার্নটা অদ্ভুত। একটা কলও দশ-বিশ সেকেণ্ডের বেশি নয়।'

'কী কথা হচ্ছে ফোনে?'

'জানা নেই, স্যর। ব্রাঞ্চ চিফ তার এনক্রিপ্টেড লাইনের ফোন ব্যবহার করছে, কথা বোঝার উপায় নেই।'

'তাতে ঘোড়ার ডিম কী লাভ হচ্ছে আমাদের?'

'এনক্রিপ্টেড ফোন, স্যর। একটা কিছু গোপন করছে ওরা, তাই না? রহস্য আছে এতে।'

আচমকাই মুড বদলে গেল সিআইএ কর্মকর্তার। 'নাইস জব, ম্যান।' প্রশংসা করল সে। 'ছুটি নিতে পারো তুমি।' বোতাম টিপে ফিরে গেল ব্ল্যাক অপস্ টিমের লিডারের কলে।

'লোকেশন পাওয়া গেছে,' খুশি খুশি গলায় বলল সিআইএ কর্মকর্তা। 'ওয়াশিংটনেই... নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউয়ে পাঠাও তোমার টিম। হোটেল এক্সেলসিয়রে।'

ছয়

বেসিনের কল ছেড়ে এক আঁজলা পানি মুখে ছিটাল রানা। তাকাল আয়নার দিকে। ঘুমের অভাবে চোখদুটো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে গালভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি মিলে বুনো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখাচ্ছে চেহারা। বিশ তারিখ, ভোর চারটে বাজে; প্রায় একটা দিন পেরিয়ে গেছে লুকোচুরি খেলায়, এর মাঝে ঘুমানোর বা বিশ্রাম নেবার কোনও সুযোগই পায়নি ও।

করিডোরের ওপারে, দুইশ' এগারো নম্বর রুমে কুয়াশার সুবেশী ডিকয়ও ঘুমাতে পারছে না। চোখ মুদলেই বেজে ওঠে ফোন। শুরু হয় জ্বালাতন।

'মি. মাসুদ রানা, প্লিজ!'

'বলেছি তো, কোনও মাসুদ রানাকে চিনি না আমি। কেন বিরক্ত করছেন? কে আপনি?'

'মি. রানার বন্ধু। জরুরি একটা ব্যাপারে কথা বলা দরকার ওঁর সঙ্গে। প্লিজ, দিন না ফোনটা!'

'এই নামে কেউ নেই এখানে। আমি মি. রানাকে চিনি না। আপনি আমাকে পাগল করে তুলছেন! খবরদার, আর ফোন করবেন না। নইলে হোটেল ম্যানেজমেন্টকে বলে টেলিফোন ডিসকানেক্ট করে রাখব আমি।'

'ও-কাজ করতে যাবেন না। আপনার নিয়োগকর্তা মোটেই খুশি হবে না ওতে। বলা যায় না, পেমেন্ট আটকে দিতে পারে।'

'স্টপ ইট!'

রীতিমত হৈচৈ করছে মেয়েটা। উল্টোপাশের কামরা থেকেও পরিষ্কার সব শুনতে পাচ্ছে রানা। মুচকি হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। চমৎকার কাজ দেখাচ্ছে তিশা। খুব শীঘ্রি সহ্যের বাঁধ ভেঙে যাবে মেয়েটার, হোটেল ছেড়ে পালাবে। যত টাকাই সেধে থাকুক কুয়াশা, টেলিফোনের এমন উৎপাত সইতে হবে বলে ভাবেনি নিশ্চয়ই? বিপদের আশঙ্কাও জেগে উঠবে তার ভিতরে। ঘড়ি দেখল রানা, দেরি নেই আর। ডিকয় সরে যাচ্ছে দৃশ্যপট থেকে... কুয়াশার পরিকল্পনায় সৃষ্টি হতে চলেছে খুঁত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এরপর শকুনদেরকে পাঠাতে বাধ্য হবে সে। ওদেরকেও পরাস্ত করবে রানা ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে। নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে কুয়াশা। হতাশা আর ক্ষোভের কারণে নিজেই মাঠে নামতে বাধ্য হবে। পা রাখবে রানার ফাঁদে। শুধু সময়ের অপেক্ষা, একসময় না একসময় ঠিকই তিনতলার করিডোরে উদয় হবে কুয়াশা; থামবে দুইশ' এগারো নম্বর কেবিনের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কামরার দরজা খুলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে রানা, ইতি ঘটাবে ওদের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের।

করিডোরে পায়ের আওয়াজ শুনে ঝট্ করে সোজা হলো রানা। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দরজার কাছে গেল ও, পিপহোলে চোখ রাখল।

বয়স্কা একজন হোটেল মেইডকে দেখতে পেল ও, দুইশ' এগারোর দরজা খুলছে। ডানহাতে তোয়ালের স্তূপ, যেন বাথরুমের তোয়ালে বদলাতে যাচ্ছে। ভুরু কোঁচকাল রানা। ভোর চারটায় হোটেল মেইড? কুয়াশার কীর্তি নিঃসন্দেহে। রাতের শিফটের এই মেইডকে ভাড়া করেছে অফ-আওয়ারে তার ডিকয়ের উপর নজর রাখবার জন্য। বুদ্ধিটা মন্দ নয়, তবে খুঁত আছে এতে। এ-ধরনের মানুষকে খুব সহজেই সরিয়ে দেয়া যায়—ফ্রন্ট ডেস্কে সামান্য একটা ফোন করেই অন্যত্র বদলি করে ফেলা যায় হোটেল মেইডকে। সবচেয়ে বড় কথা, মেইডের ডিউটি শেষ হয়ে যাবে সকালে। তখন তাকে ডেকে নিয়ে বাড়তি টাকা সাধতে পারে ও, কুয়াশার ইনফরমেশন বের করে নিতে পারে। কোত্থেকে যোগাযোগ করেছিল সে, কীভাবে পেমেণ্ট দিয়েছে, ইত্যাদি।

পিপহোল থেকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল, এমন সময় আবার নড়াচড়া লক্ষ করল রানা। সুন্দরী মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে কামরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে, হাতে তার ওভারনাইট ব্যাগ। মেইডও বেরুল, নিচু গলায় কিছু বলার চেষ্টা করল মেয়েটাকে।

'জাহান্নামে যেতে বলো ওকে!' খেপাটে গলায় চেঁচিয়ে উঠল সুন্দরী। 'পাগলের পাল্লায় পড়েছি আমি। আগে জানলে কিছুতেই রাজি হতাম না। না, আর এক মুহূর্তও থাকছি না আমি এখানে।'

গটমট করে হেঁটে দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। মেইড কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেও চলে গেল অন্যদিকে।

দরজা থেকে সরে এল রানা। চমৎকারভাবে এগোচ্ছে ওর প্ল্যান। টেলিফোন করার বুদ্ধিটা কাজে লেগে গেছে। ডিকয়কে হটিয়ে দেয়া গেছে, আবার আকৃষ্ট করা গেছে কুয়াশাকেও। যত কিছুই হোক, ফোনে মাসুদ রানার নাম শোনা গেছে... কৌশলে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে তার দিকে। এখন কিছুতেই পিছু হটবে না অকুতোভয় বিজ্ঞানী। হয় এস্পার, নয় ওস্পার: একটা কিছু করতেই হবে তাকে।

জমে উঠছে খেলা।

রাস্তার ধারে হাঁটছে কুয়াশা। পা টনটন করছে ব্যথায়, সতর্ক থাকতে হচ্ছে সাইডওয়াকে হাঁটতে থাকা লোকজনের উপর হুমড়ি খেয়ে না পড়ার জন্য। মনোযোগ ধরে রাখার জন্য মগজের এক্সারসাইজ করছে—পায়ের কদম গুনছে, হিসেব রাখছে পেভমেন্টের ফাটলের, কিংবা বিড়বিড় করে সমাধান করছে নানা রকম সমীকরণ। পকেটের ওয়াকি-টকিটাকে মনে হচ্ছে বাড়তি উপদ্রব, এ-মুহূর্তে একেবারে অচল ওটা। চার্জ শেষ হয়ে গেছে; থাকলেও লাভ হতো না। যাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কিনেছিল যন্ত্রটা, তারাই আর নেই এখন।

www.BanglaBook.org

বেলা এগারোটা বিশ বাজে। জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ওয়াশিংটন নগরী। ব্যতিব্যস্ত মানুষ ছোটাছুটি করছে চারদিকে, রাস্তাঘাট ভরে গেছে গাড়িঘোড়ায়... কিন্তু এখনও থামেনি এক্সেলসিয়র হোটেলে উদ্ভট ফোনের উৎপাত।

মাসুদ রানা, প্লিজ। ওঁর সঙ্গে জরুরি কথা আছে আমার...

পাগলামি!

কী করছে রানা? কোথায় ও? এখন পর্যন্ত টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না কেন ওর?

হোটেলে এখন শুধু বয়স্কা মহিলাটি আছে। পতিতা মেয়েটা বিদ্রোহ করেছে ভোরে; সকাল হতে না হতে লোকদুটোও বেঁকে বসেছে। একদিনের চুক্তিতে আনা হয়েছিল ওদেরকে, সকাল নাগাদ কাজের কোনও অগ্রগতি না হওয়ায় ধৈর্য হারিয়েছে তারা। দ্বিতীয় দিনের জন্য অবিশ্বাস্য অঙ্কের একটা পারিশ্রমিক দাবি করে বসেছে। ওদেরকে ধরে রাখার কোনও যুক্তি দেখতে পায়নি কুয়াশা, তাতে লাভ নেই কোনও। বোঝাই যাচ্ছে, ওর সযত্নে গড়া পরিকল্পনা মাটি করে দিয়েছে রানা। ফোনের উৎপাতের পিছনে তাচ্ছিল্য, নাকি চ্যালেঞ্জ কাজ করছে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

পরিস্থিতি অন্যরকম হলে আশা ছেড়ে দিত কুয়াশা, নিজের পথে চলে যেত। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। যেভাবে হোক, রানার সঙ্গে কথা বলতে হবে ওকে। কিন্তু লোকটা তো দেখাই দিল না হোটেলে। কী করা এখন? শেষ চেষ্টা হিসেবে বয়স্কা মহিলাটিকে দুইশ' এগারো নম্বর রুমে ঢুকিয়েছে ও। মাঝে মাঝে ফোনে রিপোর্ট দিচ্ছে সে—না, রানার দেখা পায়নি। তবে আধঘণ্টা পর পরই টেলিফোন আসছে রুটিনমাফিক। মাসুদ রানাকে চাইছে একটি মেয়ে। দশ-পনেরো সেকেণ্ডের বেশি লাইনে থাকে না সে,

www.BanglaBook.org

বাড়তি একটা শব্দও উচ্চারণ করে না। পুরোপুরি প্রফেশনাল আচরণ। ফোনটা ট্রেস করবার উপায় নেই কোনও।

ফোন বুদের দিকে এগোল কুয়াশা। হোটেলের এণ্ট্রান্স থেকে পঞ্চাশ গজ উত্তরে ওটা, রাস্তার উল্টোপাশে। ভিতরে ঢুকে গ্লাসডোর টেনে দিল। স্লটে কয়েন ফেলে ডায়াল করতে যাবে, এমন সময় একটা দৃশ্য দেখে স্থির হয়ে গেল।

হলুদ রঙের একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছে হোটেলের সামনে, লম্বা-চওড়া একজন লোক নেমে এল সেটা থেকে। অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু লোকটার চেহারা-সুরত এবং ভাবভঙ্গি সন্দিহান করে তুলল কুয়াশাকে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সরাসরি হোটেলে ঢুকল না সে, পেভমেণ্টে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, আশপাশ জরিপ করে নিল তীক্ষ্ণ চোখে। তারপর পা বাড়াল এণ্ট্রান্সের দিকে। হাঁটার ভঙ্গি সাধারণ সিভিলিয়ানের মত নয়, সামরিক প্রশিক্ষণের ছাপ ফুটে আছে তাতে। চেহারাই বলে দিচ্ছে, কঠিন পাত্র। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা ওভারকোট পরেছে, অস্ত্র লুকিয়ে রাখার জন্য আদর্শ পোশাক। কুয়াশার অভিজ্ঞ চোখ একজন প্রফেশনাল খুনিকে চিনতে পারছে।

ডায়াল করা আর হলো না কুয়াশার। ক্রেড্‌ল থেকে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল, কথা বলার ভান করে ফোন বুদের ভিতর দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাপারটা আরেকটু বুঝে নেয়া দরকার। লোকটা একা এসেছে, নাকি সঙ্গী-সাথী আছে আরও? একা হলে কো-ইনসিডেন্স ভাবা যেতে পারে। কিন্তু যদি আরও লোক থাকে, বুঝতে হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এসেছে। এ-মুহূর্তে হোটেল এক্সেলসিয়রে খুনি উদয় হতে পারে শুধু ওকে হত্যা করার জন্য।

কুয়াশার আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণের জন্য মিনিটপাঁচেক পরে আরেকজন উদয় হলো হোটেলের সামনে। এ-লোক গাড়িতে

www.BanglaBook.org

আসেনি: পথচারী, চোখে সাদামাঠা একটা চশমা, হাতে ব্রিফকেস। সাধারণ চাকরিজীবীর বেশ নিয়েছে। কিন্তু পরনে ঠিক প্রথম লোকটার মতই ওভারকোট। হোটেলের সামনে পৌঁছে একই কায়দায় চারদিক দেখে নিল। রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়ানো তৃতীয় একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো তার। নিগ্রো, শীতের ভারী জ্যাকেট আর উইন্টার বুট পরে আছে। গলায় স্কার্ফ, চোখে কালো সানগ্লাস। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। নিগ্রো পকেট থেকে সিগারেট বের করে লাইটারের সাহায্যে ধরাল... সঙ্কেত দিল আসলে। মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল চশমাঅলা, ঢুকে পড়ল হোটেলে, প্রথম খুনির সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছে।

হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেছে কুয়াশার। মানে কী এর? সার্ভেইলান্স করতে নয়, এরা এসেছে অ্যাকশনের জন্য। হাবভাবেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু টার্গেট কে? ও নিজে? হতে পারে, কিন্তু ও তো রয়েছে হোটেলের বাইরে। ওরা ভিতরে ঢুকল কেন? নিশ্চিত না হয়ে তো প্রফেশনাল লোকজন কোথাও পা ফেলে না। তা হলে? দ্বিতীয় কোনও টার্গেট আছে ওদের? কে সেটা? রানা?

আচমকা সব পরিষ্কার হয়ে গেল কুয়াশার কাছে। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো নিজের বোকামির কথা ভেবে। রানা বাইরে থেকে আসবে বলে ধারণা করেছিল, ওভাবেই পুরো সেটআপ সাজিয়েছে। কিন্তু ও যে হোটেলের ভিতরেই থাকতে পারে, তা মাথায় আসেনি একবারও। বহু আগে থেকেই ওখানে ঘাপটি মেরে বসে আছে দুর্ধর্ষ বাঙালি এজেন্ট, ওখানে বসেই নাচিয়ে বেড়াচ্ছে ওকে। তিক্ত একটা হাসি ফুটল কুয়াশার ঠোঁটে, তবে মনে মনে তারিফও করল রানার।

www.BanglaBook.org

কিন্তু এখন ওসব নিয়ে সময় নষ্ট করার উপায় নেই। তিন খুনির উপস্থিতিতে জটিল হয়ে গেছে পরিস্থিতি। নিঃসন্দেহে ফেনিসের লোক এরা। কীভাবে এই হোটেলের খোঁজ পেল, তা জানা নেই। কিন্তু এটা নিশ্চিত—ওদের টার্গেটের তালিকায় কুয়াশার পাশাপাশি রানার নামও ঢুকে গেছে। সংগঠনটা কতখানি সিরিয়াস, তা বোঝা যাচ্ছে এবার। কোনও ধরনের ঝুঁকি নিতে রাজি নয়, কেউ পথের কাঁটা হতে পারে ভাবলেই তাকে সরিয়ে দিচ্ছে এরা। মানুষটা সত্যিকার কোনও সমস্যা সৃষ্টি করবার আগেই!

উদ্বেগ অনুভব করল কুয়াশা। ওর কারণে বিপদ নেমে এসেছে রানার উপরে, ওর জন্যই জীবন যেতে বসেছে বেচারার। কাজেই রানাকে রক্ষা করার দায়িত্বও এখন ওর উপরেই বর্তাচ্ছে। কিন্তু কীভাবে? রানা ঠিক কোথায় অবস্থান করছে, সেটাই তো জানা নেই ওর। কিছু একটা করতে হবে... এক্ষুণি! একটা মুহূর্ত অপচয় করা চলে না। তাড়াতাড়ি ফোন বুদ থেকে ডায়াল করল হোটেলের নাম্বারে।

'রানা এখানে?' কুয়াশার বক্তব্য শুনে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বয়স্কা মহিলাটি।

'হ্যাঁ, তোমার খুব কাছাকাছিই আছে বলে ধারণা করছি আমি। রুমে কে ঢুকছে না ঢুকছে, সব দেখতে পাচ্ছে ও। তুমি কি এখনও ইউনিফর্মে আছ?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'আশপাশের কামরাগুলো চেক করে দেখো।'

'হায় যিশু! কী বলছ, বুঝতে পারছ? যদি কেউ টের পায় যে, মেইড নই আমি এখানকার...'

'কথা বাড়িয়ো না!' ধমকে উঠল কুয়াশা। 'হাতে সময় নেই

www.BanglaBook.org

একদম। রানাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে। এবং সেটা এখুনি। দশ মিনিটের মধ্যে আবার রিং দেব তোমাকে।'

'দাঁড়াও... ওকে আমি চিনব কী করে?'

'খুব সহজ। একমাত্র ও-ই তোমাকে ওর কামরায় ঢুকতে দেবে না।'

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রানা। শার্ট খুলে ফেলেছে, ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপছে হি হি করে। হিটার বন্ধ করে দিয়েছে অনেক আগেই, রুমের তাপমাত্রা এখন পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ইচ্ছে করে কষ্ট দিচ্ছে নিজেকে... জাগ্রত থাকার জন্য। আরামদায়ক উষ্ণ পরিবেশের চেয়ে শীতার্ত অবস্থায় মানুষের নার্ভ অনেক তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

মৃদু একটা শব্দ কানে এল ওর। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর ঘর্ষণের আওয়াজ। জানালার পাল্লা টেনে ছুটে গেল ও পিপহোলের কাছে। দুইশো এগারো নম্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে বয়স্কা মেইড, হাতে যথারীতি ভাঁজ করা তোয়ালে আর বিছানার চাদর। একদিকে চলে গেল সে। মনে হচ্ছে কুয়াশার শেষ অনুচরও হাল ছেড়ে দিয়েছে। দৃশ্যপট এখন সম্পূর্ণ ফাঁকা। এবার ফাঁদের অবস্থা দেখার জন্য কুয়াশাকে সশরীরে হাজির হতে হবে।

ক্লজিটের কাছে চলে গেল রানা, ভিতর থেকে বের করে আনল একটা পরিষ্কার শার্ট। গায়ে চড়াল ওটা। বালিশের তলা থেকে বের করল নিজের সিগ-সাওয়ার হ্যাণ্ডগান। ম্যাগাজিন চেক করছে, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। দ্বিধান্বিত টোকা।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ইন্দ্রিয় অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। ফ্রন্ট ডেস্কে বাড়তি টাকা দিয়েছে ও, কেউ যাতে বিরক্ত না করে ওকে। দরজার নবে ঝুলিয়ে

www.BanglaBook.org

দিয়েছে ডু *নট ডিস্টার্ব* সাইন। নামি-দামি হোটেলে প্রাইভেসি রক্ষার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। তা হলে কে টোকা দিচ্ছে দরজায়?

সিগ-সাওয়ার বাগিয়ে দরজার কাছে গেল রানা। পিপহোল দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল বাইরে। বয়স্কা সেই মেইড ফিরে এসেছে। কুয়াশার ভাড়া করা শকুন... এখনও পরাজয় মেনে নেয়নি তা হলে! মুহূর্তের জন্য চেহারাটা দেখল রানা। সৌম্যদর্শন মুখটার ভিতর কী যেন লুকিয়ে আছে। কিন্তু ও নিয়ে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। ওর নাগাল পেয়ে গেছে মহিলা, কনফ্রন্টেশনে যাওয়াই ভাল। দেখা যাক, টাকার লোভ দেখিয়ে ওকে নিজের দলে ভেড়ানো যায় কি না। রানার খবর কুয়াশার কাছে নয়, বরং কুয়াশার খবর রানার কাছে পৌঁছুবে ওতে।

সিগ-সাওয়ারটা কোমরের পিছনে গুঁজে ফেলল রানা, ঢেকে ফেলল শার্ট দিয়ে। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'ইয়েস?'

'মেইড-সার্ভিস, স্যর।' জবাব এল ওপাশ থেকে। উচ্চারণে আইরিশ টান। 'ম্যানেজমেণ্ট বলেছে সব কামরার সাপ্লাই ঠিকঠাক আছে কি না, দেখে নিতে।'

মিথ্যেটা জুতসই হয়নি। তবে ভাড়াটে একজন প্রৌঢ়া মেইডের কাছে এরচেয়ে কনভিন্সিং কোনও কিছু আশা করাও যায় না।

'ঠিক আছে, ভিতরে আসুন।' ছিটকিনি খুলে দিল রানা।

'দুইশ' এগারো নম্বর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, স্যর,' জানাল এক্সেলসিয়রের সুইচবোর্ড অপারেটর।

'আবার চেষ্টা করুন,' বলল কুয়াশা। চোখ সেঁটে আছে রাস্তার উল্টোপাশের কফি শপের উপর। নিগ্রো খুনি ওখানে ঢুকেছে, বেরিয়ে আসবে যে-কোনও মুহূর্তে। ও-ই নিঃসন্দেহে দলটার

www.BanglaBook.org

নেতা। ও মাঠে নামলেই শুরু হবে হিট টিমের মূল অ্যাকশন।

'আপনার যা ইচ্ছে, স্যর,' বিরক্তি নিয়ে বলল অপারেটর।

অস্থির হয়ে উঠেছে কুয়াশা। পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে বয়স্কা মহিলাটির তল্লাশি শুরু হবার পর। হোটেলের তিনতলায় মাত্র আটটা রুম, সেগুলোর দরজায় টোকা দিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য এত সময় লাগার কথা নয়। সবগুলোতে লোক থাকলেও না। ঘাপলা হয়েছে কোথাও।

চকিতে হোটেল এন্ট্রান্সের দিকে নজর ফেরাল কুয়াশা। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। আরেকজন হাজির হয়েছে। দাড়িঅলা, বেঁটে এক লোক। এর গায়েও কালো ওভারকোট, গলায় পেঁচিয়েছে সিল্কের মাফলার; মাথায় ধূসর হ্যাট—একটু নিচু করে পরেছে, যাতে ঠিকমত চেহারা দেখা না যায়। পেভমেন্টের উপর দাঁড়াল ক্ষণিকের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে কফি শপের জানালায় মৃদু আলো দেখা গেল—ম্যাচ জ্বালানো হয়েছে। আরেকটা সঙ্কেত। ঘুরে হোটেলের এন্ট্রান্সের দিকে পা বাড়াল দাড়িঅলা খুনি।

ইয়ারপিসে কর্কশ আওয়াজ তুলে বেজে চলেছে দুইশ' এগারো নম্বর রুমের ফোন, জবাব দিচ্ছে না কেউ। আঁতকে উঠল কুয়াশা। একটাই অর্থ হতে পারে এর—বুড়ির পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে রানার কাছে। কিন্তু দুশ্চিন্তা বুড়িকে নিয়ে নয়, বরং রানাকে নিয়ে। প্রাক্তন ওই আইরিশ বিপ্লবীর স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল করে জানা আছে কুয়াশার, কোণঠাসা হয়ে পড়লে উন্মাদ হয়ে যাবে। যদিও তাকে বার বার বলে দেয়া হয়েছে; কিছুতেই রানার ক্ষতি করা চলবে না, কিন্তু সার্ভাইভাল ইন্সটিঙ্কটের সামনে সেসবের কোনও মূল্য নেই। রানা যদি বুড়িকে বন্দি করতে চায়, স্রেফ বেঘোরে খুন হয়ে যাবে। মহিলা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

রিসিভারের ইয়ারপিস খড়খড় করে উঠল। ওপাশ থেকে

www.BanglaBook.org

শোনা গেল টেলিফোন অপারেটরের কণ্ঠ। 'দুঃখিত, স্যর। কিছুতেই জবাব পাওয়া যাচ্ছে না দুইশ' এগারো নম্বর রুম থেকে। আপনি বরং ঘণ্টাখানেক পরে চেষ্টা করুন।'

কুয়াশাকে আরেকদফা অনুরোধের সুযোগ দিল না মেয়েটা। কথা শেষ করেই লাইন কেটে দিল।

রিসিভার নামিয়ে রাখল কুয়াশা। ঠোঁট কামড়াল হতাশায়। আর কোনও উপায় নেই। রঙ্গমঞ্চে এবার নামতেই হবে ওকে। নিতে হবে ঝুঁকি। কাঁধ ঝাঁকাল, কী আর করা। কোটের ভিতরের পকেটে হাত দিয়ে বের করে আনল একটা ছোট বাণ্ডিল। এর ভিতরে ওর সমস্ত ভুয়া কাগজপত্র। ওখান থেকে বেছে বের করল সুইটজারল্যাণ্ডের নামকরা একটা ব্রোকারেজ হাউজের পরিচয়পত্র। ওটা গুঁজে রাখল ওয়ালেটে। হোটেলের উল্টোপাশের গলির ভিতরে একটা ব্রিফকেস লুকিয়ে রেখেছিল আগেই, সেটা সংগ্রহ করল। তারপর পাক্কা ব্যবসায়ীর ভঙ্গিতে নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল হোটেলে।

সরাসরি ডে-শিফটের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করল ও। নিজের পরিচয়পত্র দেখাল, বিজনেস কনফারেন্সের জন্য পুরো হোটেল বুকিঙের টোপ ফেলল... ফলে দশ মিনিটের মাথাতেই বিনয়ে বিগলিত হয়ে যেতে দেখা গেল ম্যানেজারকে। হাজার হোক, তাদের এই ছোট্ট হোটেলকে সুইটজারল্যাণ্ডের অমন নামকরা প্রতিষ্ঠান কনফারেন্সের জন্য বেছে নেবে, এ তো সাত কপালের ভাগ্য!

'ছোট্ট একটা উপকার করতে হবে আমার,' ম্যানেজারের হাতে একশো ডলারের তিনটে নোট গুঁজে দিয়ে বলল কুয়াশা, ততক্ষণে লোকটাকে বড়শিতে পুরোপুরি গেঁথে ফেলেছে ও। 'কী দিনকাল পড়েছে, তা তো জানেন। সৎ ব্যবসায়ীদের জন্য পদে

www.BanglaBook.org

পদে বাধা। একটা লোক খুব জ্বালাতন করছে আমাকে, ও এ-মুহূর্তে এ-হোটেলেই আছে বলে সন্দেহ আমার...'

ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হোটেলের গত চব্বিশ ঘণ্টার টেলিফোন রেকর্ড এসে গেল কুয়াশার হাতে। কম্পিউটার থেকে প্রিন্টআউট নিয়ে এসেছে সুইচবোর্ডের অপারেটর। বলা বাহুল্য, তাকেও সামান্য *পকেট-খরচ* দেয়া হয়েছে।

বাকি সব ফ্লোর বাদ দিয়ে শুধু তিনতলার রেকর্ডে চোখ বোলাল কুয়াশা। দুটো করিডোর আছে ওখানে। দুইশ' এগারো থেকে পনেরো পর্যন্ত পাঁচটা রুম পশ্চিম উইঙে। ওগুলোর আউটগোয়িং কলের উপরেই মনোযোগ দিল ও। বিল দেখে বোঝা গেল, হোটেল ছোট হলেও এখানকার চার্জ অনেক বেশি। এক্সক্লুসিভ হোটেল হলে যা হয় আর কী। লিস্টটা এরকম:

২১২...লণ্ডন, ইউকে। চার্জ: ২৬.৫০ ডলার।

২১৪...দেস ময়নেস, আইওয়া। চার্জ: ৪.৫০ ডলার।

২১৪...সিডার র‍্যাপিডস, আইওয়া। চার্জ: ৪.৮০ ডলার।

২১৩...আর্লিংটন, ভার্জিনিয়া। চার্জ: ৫.১০ ডলার।

২১৫...ডেনভার, কলোরাডো। চার্জ: ৬.৭৫ ডলার।

২১৪...প্যাসাডেনা, ক্যালিফোর্নিয়া। চার্জ: ১১.৬৫ ডলার।

২১৫...ইস্টন, মেরিল্যাণ্ড। চার্জ: ৮.০৫ ডলার।

২১২...এথেন্স, গ্রিস। চার্জ: ৩০.১০ ডলার।

২১২...স্টকহোম, সুইডেন। চার্জ: ৩৮.২৫ ডলার।

২১৫...ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া। চার্জ: ৩.৬৫ ডলার।

প্যাটার্ন খোঁজার চেষ্টা করল কুয়াশা। দুইশ' বারো থেকে ইয়োরোপের তিনটা জায়গায় ফোন করা হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে রানার কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। ইন্টারন্যাশনাল কল করতে চাইলে সেটা ও নিজের সেলফোন থেকেই করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারে, তাতে পয়সা কম খরচ হয়; ট্রেসও থাকে না। দুইশ' চোদ্দ আর পনেরোর বাসিন্দারা লোকাল কল করেছে, তাতেও কোনও বিশেষত্ব দেখতে পাচ্ছে না। খটকা লাগছে শুধু দুইশ তেরোর এণ্ট্রিটা। একটামাত্র কল... কারণ কী? চব্বিশ ঘণ্টায় আর কোথাও কি ফোন করতে হয়নি লোকটাকে? নাকি সেলফোন আছে তার কাছে? তা-ই যদি হয়, সেক্ষেত্রে একটামাত্র কল হোটেলের সুইচবোর্ড থেকে করার দরকার কী ছিল?

'আপনি বোধহয় দুইশ' বারোর ভদ্রলোককে খুঁজছেন,' আগ বাড়িয়ে বলে উঠল অপারেটর মেয়েটা। টাকা পেয়ে খুশির সীমা নেই তার। 'ইয়োরোপে বার বার ফোন করছেন, বিজনেসম্যান হবার সম্ভাবনা বেশি।'

'হতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকাল কুয়াশা। 'কিন্তু আমি যাকে খুঁজছি, তার সঙ্গে এথেন্স, স্টকহোম বা লণ্ডনের সম্পর্ক নেই।' একটু দ্বিধা করল ও। 'ইয়ে... দুইশ' তেরোতে কে থাকছে?'

'না, না, ওই লোক হতে পারে না,' বলল অপারেটর। গলার স্বর খাদে নামাল মেয়েটা। 'চুপি চুপি জানাই আপনাকে, মসিয়ো, লোকটা সম্ভবত পাগল।'

'মানে?'

ব্যাখ্যা করল মেয়েটা, দুইশ' তেরোর দরজায় গত তিনদিন থেকে *ডু নট ডিস্টার্ব* সাইন ঝুলছে। ফ্রন্ট ডেস্কে বলে দেয়া হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই ওই গেস্টকে বিরক্ত করা চলবে না। খাবার-দাবার ওয়েইটাররা রেখে আসছে দরজার সামনে, ভিতরে যাবার অনুমতি নেই। এমনকী মেইড সার্ভিস পর্যন্ত বাতিল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কামরা থেকে।

BanglaBook.org

'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক না?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'একেবারে খুবই অস্বাভাবিক তা বলব না,' বলল অপারেটর।

www.BanglaBook.org

'মাঝে মাঝে এমন গেস্ট পাই আমরা। রুমের দরজা জানালা বন্ধ করে দিনের পর দিন মদ গেলে; কিংবা বউয়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে ফুর্তি করে অন্য মেয়েদের সঙ্গে। কিন্তু মেইড সার্ভিস বাতিল করতে দেখিনি কাউকে। আফটার অল, ময়লা চাদর আর ভেজা তোয়ালে নিয়ে ক'দিন থাকতে পারে মানুষ?'

'খাটাশ লোকজন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে মাথা ঘামায় না,' হালকা গলায় বলল কুয়াশা।

'তা বটে। কিন্তু আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় সরকারি চাকুরিতে এমন লোক পোষা হচ্ছে, সেটা সহ্য করা মুশকিল।'

'বলতে চাইছ, সরকারি লোক?'

'কোনও সন্দেহ নেই। নাইট ম্যানেজারের কাছে শুনেছি, আজ ভোরে... পাঁচটার দিকে নাকি একজন সুট-বুট পরা মানুষ এসেছিল দুইশ' তেরোর গেস্টের ছবি নিয়ে। ম্যানেজারকে বলেছে, লোকটা অ্যালকোহলিক; সাইকিয়াট্রিক সমস্যাও আছে। ওকে কিছু বলতে মানা করেছে আমাদেরকে, আজ দুপুরের মধ্যেই নাকি একজন ডাক্তার নিয়ে আসবে চিকিৎসার জন্য।'

'সরকারি ক্রিডেনশিয়াল দেখিয়েছে ওই সুট-বুট পরা লোক?'

'উঁহুঁ। তবে এত বছর থেকে ওয়াশিংটনে আছি আমরা, চেহারা দেখেই সরকারি লোক চিনতে জানি।'

'থ্যাংক ইউ, ম্যা'ম।' মেয়েটার হাতে আরেকটা একশো ডলারের নোট দিল কুয়াশা। 'অনেক উপকার করেছ আমার।'

'মাই প্লেজার!'

সুইচবোর্ডের সামনে থেকে সরে এল কুয়াশা। বুক ঢিবঢিব করছে। পেয়েছে... রানার খোঁজ পেয়ে গেছে ও। কিন্তু দুঃসংবাদ, খোঁজটা খুনির দলও পেয়েছে। লবিতে চোখ বোলাল, কোথাও দেখতে পেল না লোকগুলোকে। নিশ্চয়ই পজিশন নিতে শুরু করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়েছে। এখন ছুটে গিয়ে রানাকে সাবধান করে দেয়া সম্ভব নয়, খুনিরা ওকে কিছুতেই ও-পর্যন্ত পৌঁছুতে দেবে না। তার আগেই খুন করবে। ফোন করতে পারে, কিন্তু রানা ওর কথা বিশ্বাস করতে যাবে কেন?

তাড়া অনুভব করল কুয়াশা। একটা উপায় বের করতেই হবে ওকে। নইলে কোনও আশা নেই রানার। কী করা যায়? ভাবতে ভাবতে এণ্ট্রান্সের দিকে তাকাল ও, স্থির হয়ে গেল নিগ্রো খুনিকে লবিতে ঢুকতে দেখে।

বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখুনি শুরু হবে হামলা।

সাত

বয়স্কা মেইড রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে খটকার কারণ ধরতে পারল রানা। মহিলার চোখ। সাদাসিধে হোটেল কর্মচারীর দৃষ্টি নেই ওতে, অন্যরকম বুদ্ধিমত্তার ছাপ ফুটে আছে। সেইসঙ্গে মিশে আছে সামান্য ভীতি এবং কৌতূহল। কামরায় ঢোকার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছে তার ভিতরে।

অভিনেত্রী নাকি?

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, স্যর,' রানার ক্লান্ত চেহারা আর রুমের দিকে তাকাল মহিলা। হাঁটতে শুরু করল বাথরুমের দিকে। 'দু'মিনিটের বেশি নেব না আমি।'

কাঁচা অভিনয়। আইরিশ টান লুকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে, ব্যর্থ হচ্ছে হাস্যকরভাবে। পিছন থেকে হাঁটার ভঙ্গিটা জরিপ করল রানা। না, বয়সের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। জীবনের কষাঘাতে জর্জরিত বৃদ্ধার পদক্ষেপ নয়, বরং অনেকটাই চপল বলা চলে। সন্দেহ নেই, এ-বয়সেও নিয়মিত ব্যায়াম করে মহিলা।

কুয়াশার পছন্দ দেখে মুচকি হাসল রানা। বড্ড কাঁচা কাজ করেছে। বোঝাই যাচ্ছে, ভুয়া মেইড। এরচেয়ে সত্যিকার একজনকে ভাড়া করলেই বেশি ভাল করত। অন্তত এভাবে ধরা পড়ে যেত না সে।

'নতুন তোয়ালে দিয়ে গেলাম, স্যর,' খানিক পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল মহিলা। দরজার দিকে ফিরে যাচ্ছে। 'বিরক্ত করবার জন্য আরেকবার দুঃখপ্রকাশ করছি।'

হাতের মৃদু ইশারায় তাকে থামাল রানা। সাধারণ মেইড হলে এই ইশারার অর্থ বুঝত না।

'স্যর?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মহিলা। চোখের মণিতে সতর্কতার ছাপ।

'কিছু মনে করবেন না,' হালকা গলায় বলল রানা। 'আপনি আইরিশ, তাই না? আয়ারল্যাণ্ডের ঠিক কোথায় আপনার বাড়ি? উচ্চারণটা ঠিক ধরতে পারছি না। উইক্‌লো কাউন্টিতে নাকি?'

'জী, স্যর।' নিচু গলায় বলল মেইড।

'দক্ষিণের কাউন্টি ওটা, ঠিক?'

'হ্যাঁ, স্যর,' গলার স্বর খাদে নেমে গেছে মহিলার। বাঁ হাতে আঁকড়ে ধরেছে দরজার নব।

'বাড়তি একটা তোয়ালে দেয়া যাবে?' বলল রানা। 'বাথরুমে না, বিছানার উপরে রেখে দিন।'

'ক্... কী?' একটু থতমত খেয়ে গেল মহিলা। পরমুহূর্তে সামলাল নিজেকে। 'হ্যাঁ, স্যর... নিশ্চয়ই।' তোয়ালে নিয়ে এগিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল বিছানার দিকে।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। বলল, 'ও.কে., ম্যাডাম। লুকোচুরির খেলা শেষ। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে আমার...'

ঘুরতে শুরু করেছিল ও, চমকে উঠল পিছনের শব্দ শুনে। কাপড়ের মৃদু খসখসানি, তার সঙ্গে বাতাসে শিস কাটার আওয়াজ। ঝট্ করে নড়ে উঠল রানা, পুরোপুরি রক্ষা পেল না তাতে, ঘাড়ের কাছটায় চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল, কাঁধ ভেসে যেতে শুরু করল রক্তে। ঘাতক বুলেট ওর চামড়া চিরে দিয়েছে।

পাগলের মত হাত চালাল রানা। নাগালের মধ্যে একটা ল্যাম্প পেয়ে সেটা ছুঁড়ে দিল বিছানার দিকে।

সরে গিয়ে ল্যাম্পটাকে ফাঁকি দিল মহিলা। এতক্ষণে তাকে ঠিকমত দেখতে পেল রানা। হাত থেকে তোয়ালের স্তূপ ফেলে দিয়েছে, সেখানে শোভা পাচ্ছে চকচকে একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। মুখ থেকে খসে পড়েছে ভালমানুষির মুখোশ, বুনো চেহারা আর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে—এ একজন প্রফেশনাল খুনি।

মেঝেতে ঝাঁপ দিল রানা। সেন্টার-টেবিলের পিছনে গিয়ে আছড়ে পড়ল। উপর দিয়ে ছুটে গেল দ্বিতীয় গুলি। সিগ-সাওয়ারের জন্য কোমরের পিছনটায় হাত দিল ও... নেই! ঝাঁপ দেবার সময় পড়ে গেছে বেল্টের ফাঁক থেকে। এখন ওটা নাগালের বাইরে। এ-নিয়ে মাতম করবার সময় নেই, সেন্টার-টেবিলটার একটা পায়া ধরে উঠে দাঁড়াল ও, বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে গেল প্রতিপক্ষের দিকে।

দ্রুত দুটো শট নিল মহিলা, ঘুরন্ত টেবিলে আঘাত করে চলটা ওঠাল বুলেট, রানার গায়ে লাগল না। তৃতীয়বার গুলি করবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুযোগ পেল না সে, রানা এসে পড়েছে গায়ের উপর। টেবিল দিয়ে সজোরে আঘাত করল ও। দেয়ালের উপর ছিটকে পড়ল মহিলা। টেবিল দিয়ে ঠেসে ধরল রানা তাকে দেয়ালের সঙ্গে।

'বাস্টার্ড!' ব্যথায় গালি দিয়ে উঠল খুনে বুড়ি। হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল।

টেবিল দিয়ে মহিলার হাঁটুর নীচে আঘাত করল রানা, ক্ষণিকের জন্য অচল করে ফেলল। তারপর হাত বাড়াল পড়ে যাওয়া পিস্তলটা তুলে নিতে। অস্ত্রটা হাতে এলে আবার ফিরল প্রতিপক্ষের দিকে, চুল মুঠো করে ধরে হ্যাঁচকা টানে মহিলাকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল দেয়ালের পাশ থেকে।

টান খেয়ে খুলে এল লালরঙের উইগ, তলা থেকে উঁকি দিল খোঁপা বাঁধা কাঁচাপাকা চুল। পরচুলার জন্য তৈরি ছিল না রানা, তাল হারিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল মহিলার শরীরে, জামার ভিতর থেকে বের করে আনল ছুরি—একটা সরু স্টিলেটো। এ-ধরনের অস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় আছে রানার—ক্লোজ কমব্যাটে আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক. ফলায় বিষ মাখানো থাকলে তো আরও। প্রাণঘাতী আঘাতের প্রয়োজন নেই, সামান্য একটা আঁচড়ই যথেষ্ট; নিমেষে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হবে শরীর, কয়েক সেকেণ্ড পর ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে।

ছুরি বাগিয়ে রানার দিকে ঝাঁপ দিল মহিলা, অভিজ্ঞ নাইফ-ফাইটারের ভঙ্গিতে। আলতো পায়ে এক কদম পিছিয়ে গেল রানা, ছুরি ধরা হাতটা নাগালের মধ্যে আসতেই পিস্তলের বাট দিয়ে সজোরে আঘাত করল কবজির উপরে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল মহিলা। থেমে দাঁড়াল, কিন্তু হাত থেকে পড়ল না ছুরি।

'থামো!' চেঁচাল রানা। আরেকটু পিছিয়ে গিয়ে পিস্তল তাক করল মহিলার কপাল বরাবর। 'চারটে শট নিয়েছ। আরও দুটো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুলেট রয়ে গেছে ম্যাগাজিনে। না থামলে খুন হয়ে যাবে!'

হাঁপাতে হাঁপাতে ছুরি নামিয়ে ফেলল মহিলা। দাঁড়িয়ে রইল স্থির, বাকরুদ্ধ অবস্থায়। অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে প্রতিপক্ষের দিকে। রানা আন্দাজ করল, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আগে কখনও পড়েনি মহিলা। সবসময় জয় হয়েছে তার।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা। বাঁ হাত বাড়িয়ে বিছানা থেকে তুলে নিল তোয়ালে। চেপে ধরল ঘাড়ের ক্ষতের উপর।

'আমার পরিচয় তুমি কোনোদিনই জানতে পারবে না, বাছা,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল মহিলা।

'তোমার ঠিকুজি-কোষ্ঠি জানার কোনও ইচ্ছে আমার নেই,' বলল রানা। 'এমনিতেই জিজ্ঞেস করেছি ওটা। কুয়াশা কোথায়?'

'কে?'

'কুয়াশা... মানে যে-লোক তোমাকে ভাড়া করেছে।'

'কেউ আমাকে ভাড়া করেনি। এখানে এসেছি কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিতে। যার কারণে এসেছি, তার নাম কুয়াশা হলেও হতে পারে। বহু নাম ব্যবহার করে সে। কিন্তু এ-মুহূর্তে ওকে কোথায় পাওয়া যাবে, তা জানি না আমি।'

'বিশ্বাস করি না। যোগাযোগ আছে তোমাদের। তুমি জিনিস বটে একটা! এভাবে লড়তে শিখেছ কোথায়? কবে?'

'তোমার জন্মের আগে, বাছা! বেলসেন, ডাচাউ... এমন শত শত ক্যাম্পে। যুদ্ধক্ষেত্রে। আমি একা নই, আরও অনেকেই শিখে নিয়েছে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয়, কীভাবে প্রতিশোধ নিতে হয়!'

'সর্বনাশ!' বিড় বিড় করল রানা। *আলুফাস*-এর সদস্য এই মহিলা। আইরিশ যুদ্ধের ফসল এক গোপন বাহিনী ওটা। যুদ্ধকালীন সময়ে তরুণী, যুবতী মেয়েদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যেত

www.BanglaBook.org

সৈন্যরা: বিভিন্ন ক্যাম্পে বেশ্যার মত ব্যবহার করা হতো ওদেরকে, চালানো হতো অকথ্য নির্যাতন। সেই মেয়েরাই পালিয়ে গিয়ে আলুফাস-বাহিনী গড়ে তোলে। মানবহত্যার ট্রেইনিং নিয়ে যোগ দেয় যুদ্ধে—প্রতিশোধের নেশায়! কুয়াশা ওই বাহিনীর একজন পুরনো সদস্যকে রিক্রুট করেছে! পাগল নাকি? এসব মেয়েদের মধ্যে সাধারণ বিচারবুদ্ধি, কিংবা মানবিক অনুভূতির কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। গোটা পুরুষজাতিকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে এরা, পুরুষ হয়ে এদের কাউকে নিয়ন্ত্রণ করার চিন্তা একমাত্র বোকারাই করতে পারে।

'শোনো,' বলল রানা। 'তোমার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। শুধু কুয়াশাকে চাই আমি। আর কিছু না। যদি আমার কথা শোনো, যেতে দেব তোমাকে। কী বলো, রাজি আছ প্রস্তাবে?'

'কী করতে হবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করল মহিলা।

'ওর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করছ তুমি?'

দরজার দিকে ইশারা করল মহিলা। 'ওপাশের কামরায় ফোন করে ও।'

'কতক্ষণ পর পর?'

'ঠিক নেই। কখনও দশ মিনিট, কখনও আধঘণ্টা। তবে করবে যে, তাতে সন্দেহ নেই।'

'গুড। ওকে হোটেলের ভিতরে ডেকে আনবে তুমি। ডানদিকে সরে এসো। ছুরিটা ফেলে দাও বিছানার উপর।'

'তুমি আমাকে গুলি করবে না তো?' সন্দেহ ঘনাল মহিলার চোখে। কারণ, সে-ও চিনেছে রানাকে নিষ্ঠুর খুনি হিসাবে।

'করতে চাইলে এতক্ষণে করে দিতে পারতাম,' নরম গলায় বলল রানা। বিশ্বাস অর্জন করতে চাইছে মহিলার। 'ভয় পেয়ো না। আমার কথা শোনো, কোনও ক্ষতি হবে না তোমার। ছুরিটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেলে দাও, তারপর ওপাশের কামরায় যাব আমরা।

'হাঁটতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। তুমি সম্ভবত আমার পা ভেঙে দিয়েছ।'

'আমি সাহায্য করছি।' তোয়ালেটা নামিয়ে ফেলে মহিলার দিকে এগিয়ে গেল রানা। হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার হাত ধরো।'

ব্যথায় মুখ কুঁচকে বাঁ পা সামনে বাড়াল মহিলা, হাত ধরার ভান করল। পরমুহূর্তে বদলে গেল সবকিছু। শরীরে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘটল তার, নড়ে উঠল বিস্ময়কর দ্রুততায়। চেহারায় ফিরে এল বুনো ভাবটা, দৃষ্টিতে উন্মাদনা।

ভয়ানক গতিতে ছুরির ফলাটা ছুটে এল রানার পেটের দিকে!

নিগ্রো খুনিকে অনুসরণ করে এলিভেটরে উঠে এল কুয়াশা। আশপাশে বাকি তিনজনকে দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত নিজ নিজ পজিশনে চলে গেছে তারা।

আরও দু'জন মানুষ উঠেছে এলিভেটরে। আমেরিকান একজোড়া কপোত-কপোতী; পরনে দামি পোশাক, সারাক্ষণ জড়িয়ে ধরে রেখেছে পরস্পরকে। দুজনের আঙুলেই বিয়ের আংটি। নব-বিবাহিত।

নিগ্রো লোকটা একটু জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে এলিভেটরের পিছনের কোনায়, মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে দেয়ালের প্যানেলের দিকে। চেহারা দেখতে দিতে চায় না কাউকে। খুনোখুনির পরে প্রত্যক্ষদর্শীরা যেন ঠিকমত চেহারার বিবরণ দিতে না পারে পুলিশকে। এতে সুবিধে হলো কুয়াশার, লোকটার নাগালের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল ও। আকস্মিক আক্রমণ চালানো যাবে তাতে।

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা, তার সঙ্গী পাঁচতলার

www.BanglaBook.org

বোতাম চাপল। মৃদুস্বরে ক্ষমা চেয়ে আগে বাড়ল নিগ্রো, তিনতলার বোতাম টিপে ফিরে এল আগের জায়গায়। কাজটা করতে গিয়ে চকিতের জন্য চোখাচোখি হয়ে গেল কুয়াশার সঙ্গে। বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখজোড়া।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত মূর্তির মত স্থির রইল দু'জনে। তারপরেই বিদ্যুৎবেগে জ্যাকেটের ভিতরে হাত ঢোকাল নিগ্রো, পিস্তল বের করে আনার ইচ্ছে। হাতের ছড়ি তুলে তার কবজির জয়েণ্টে প্রচণ্ড এক আঘাত হানল কুয়াশা। অস্থিসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার বিশ্রী আওয়াজ হলো। ককিয়ে উঠল লোকটা। নির্দয়ভাবে তার হাঁটুর জয়েণ্টে পেনাল্টি কিক ঝাড়ল কুয়াশা, আলাদা করে দিল ওখানকার হাড়ও। হুড়মুড় করে মেঝেতে বসে পড়ল খুনি। মাথার চুল ধরে তার নাক-কপাল ঠুকে দিল কুয়াশা দেয়ালের সঙ্গে, এরপর মেঝেতে শুইয়ে ফেলে একটা হাঁটু তুলে দিল পিঠের উপর। নড়াচড়ার উপায় রইল না নিগ্রোর। হাতদুটোও চাপা পড়েছে শরীরের তলায়। এতকিছু ঘটে যেতে সময় লাগল মাত্র আড়াই সেকেণ্ড!

চিৎকার করে উঠল আমেরিকান মেয়েটা। তার সঙ্গীও হতভম্ব হয়ে গেছে।

'খবরদার!' ধমকে উঠল কুয়াশা। 'কোনও আওয়াজ নয়!' নিজের পিস্তল বের করে নিগ্রোর খুলির পিছনে ঠেকাল। লোকটা দাপাদাপি করতে চাইছে দেখে বলল, 'নোড়ো না। মগজে বুলেট ঢুকে যাবে তা হলে।'

স্থির হয়ে গেল নিগ্রো। ছড়ি ফেলে দিয়ে তার জ্যাকেটের ভিতর থেকে পিস্তল কেড়ে নিল কুয়াশা। মুখ ঘোরাল কাঁপতে থাকা নবদম্পতির দিকে।

'রিল্যাক্স,' বলল ও। 'কথা শুনলে তোমাদের কোনও ক্ষতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করব না আমি।'

'ক্... কী চান আপনি?' তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করল যুবকটি।

'তোমাদের রুমে যাব আমরা,' বলল কুয়াশা। 'পকেট থেকে চাবি বের করো। এলিভেটর থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা কোরো না। ঠিক আছে?'

'জিসাস ক্রাইস্ট!'

'কুইক! চাবি বের করো।'

যুবকটি আড়ষ্ট হয়ে গেছে, তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল মেয়েটা। চাবি বের করে বলল, 'প্লিজ, আপনার কথামতই হবে সব। আমাদের খুন করবেন না।'

'কথা দিলাম।' সংক্ষেপে বলল কুয়াশা।

তিনতলায় ক্ষণিকের জন্য থামল এলিভেটর, কিন্তু দরজা খুলতে দিল না কুয়াশা। মেয়েটাকে বলল *ক্লোজ* বাটন চেপে ধরে রাখতে। একটু পরে পাঁচতলায় পৌঁছুল এলিভেটর। নিগ্রোকে মেঝে থেকে উঠিয়ে আনল কুয়াশা। ব্যথায় আবার ককিয়ে উঠল সে।

'সাবধান! একটা শব্দও নয়!' তার কানের কাছে ফিসফিসাল কুয়াশা। 'আওয়াজ করলে খুলি উড়িয়ে দেব তোমার। জিন্দেগিতে আর কখনও ককাতে পারবে না তখন।' দরজা খুলে গেছে। 'মুভ!' নির্দেশ দিল ও।

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে শুরু করল নবদম্পতি। পিছনে নিগ্রোকে নিয়ে এগোল কুয়াশা। গা ঘেঁষে রয়েছে, কৌশলে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে লোকটার পিঠের সঙ্গে।

করিডোর মোটামুটি ফাঁকা পাওয়া গেল। বৃদ্ধ এক গেস্টের সঙ্গে দেখা হলো কেবল, গম্ভীরমুখে একটা বই পড়তে পড়তে

www.BanglaBook.org

হাঁটছেন। অদ্ভুত মিছিলটার দিকে তাকিয়েও দেখলেন না। মোড় নিয়ে চলে গেলেন অন্য এক করিডোরে।

নবদম্পতির হানিমুন স্যুইটে ঢুকে পড়ল চারজনে। কামরার মাঝখানে একটা চেয়ার এনে তাতে বসানো হলো নিগ্রোকে। বিছানার চাদর পাকিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হলো ভালভাবে। এরপর দম্পতির দিকে ফিরল কুয়াশা।

'ক্লজিটে ঢুকে পড়ো তোমরা। এক্ষুণি।'

'আ... আপনি তো বলেছিলেন...' প্রতিবাদের চেষ্টা করল যুবক।

'তোমাদের ভালর জন্যই বলছি,' তাকে বাধা দিল কুয়াশা। 'যাও!'

দ্বিরুক্তি করল না দম্পতি। দু'জনে ঢুকে পড়ল ক্লজিটের ভিতরে। বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল কুয়াশা। তারপর ফিরে এল খুনির কাছে।

'কাজটা কীভাবে করতে যাচ্ছ, তা বলার জন্য ঠিক পাঁচ সেকেণ্ড দিচ্ছি তোমাকে,' থমথমে গলায় বলল ও।

কপাল আর নাক থেকে বের হয়ে আসা রক্ত মুখে ঢুকছে নিগ্রোর। থুঃ করে একদলা থুতু ফেলল। কবজি আর হাঁটুর ব্যথা কিছুটা সয়ে এসেছে বেচারার। শান্ত গলায় বলল, 'কীসের কথা বলছ, তা আরেকটু পরিষ্কার করতে হবে তোমাকে।'

'নিশ্চয়ই!' একটু এগিয়ে গেল কুয়াশা। পিস্তলের সাইটের খোঁচায় চিরে দিল বন্দির গালের অনেকখানি। এরপর পিছনে গিয়ে তার ডান কবজিটাও ভেঙে দিল মট করে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। তার মুখের মধ্যে পিস্তলের ব্যারেল ঢুকিয়ে দিল ও। চিৎকার থামিয়ে ফেলল খুনি।

'এবার পরিষ্কার হয়েছে?' সকৌতুকে বলল কুয়াশা। 'নাকি

www.BanglaBook.org

আরও দু'চারটে হাড় ভাঙতে হবে?'

সভয়ে মাথা নাড়ল নিগ্রো।

'গুড।' পিছিয়ে এল কুয়াশা। 'এবার গান গাইতে শুরু করো।'

'আমার কাজ রানাকে রুম থেকে বের করে আনা,' ভাঙা গলায় বলল নিগ্রো। ব্যথা সহ্য করার জন্য ক্ষণে ক্ষণে ঠোঁট কামড়ে ধরছে। 'এরপর বাকিরা ওর ব্যবস্থা নেবে।'

'তোমার কথায় রানা রুম থেকে বের হবে কেন?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'সিআইএ-র ক্রিডেনশিয়াল আছে আমার কাছে। ডিরেক্টরের পক্ষ থেকে একটা চিঠিও নিয়ে এসেছি, মাসুদ রানার সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে দেখা করতে চেয়েছেন তিনি ওতে। ভুয়া চিঠি, কিন্তু সেটা ধরার উপায় নেই। রানা যদি ফোনে কনফার্ম করতে চায়, তাতেও অসুবিধে নেই। হোটেলের লাইন ইন্টারসেপ্ট করে রেখেছি আমরা। কলটা ডাইভার্ট হয়ে চলে যাবে আমাদের লোকের কাছে। ডিরেক্টরের সেক্রেটারি সেজে মিটিঙের কনফার্মেশন দেবে সে।'

'হুম, রানা রুম থেকে বের হয়ে এল... তারপর?'

'মোটে তিনটে একজিট আছে তিনতলায়। মেইন এলিভেটর, স্টেয়ারকেস আর সার্ভিস এলিভেটর। সবগুলোতে একজন করে লোক রাখা হয়েছে। রানাকে দেখামাত্র গুলি করবে ওরা। পিছন থেকে আমিও। ক্রসফায়ারে ফেলা হবে ওকে, যাতে কোনোভাবেই বাঁচতে না পারে।'

'আর ফায়ার এস্কেপ?'

'ওখানে এক্সপ্লোসিভ বসানো হয়েছে। কেউ ওখান দিয়ে নামার চেষ্টা করলে বিস্ফোরণ ঘটবে। যদিও ও-পথে রানার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেরুবার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'প্ল্যান ওলোট-পালোট হয়ে যেতে পারে না? রানা যদি রুম থেকে না বেরোয়?'

'সেক্ষেত্রে সবাই মিলে হামলা করব আমরা। দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ব ওর কামরায়। যত চালুই হোক, চারজনকে কিছুতেই ঘায়েল করতে পারবে না ও।'

'আই সি! প্ল্যান তো দেখছি শুধু রানার জন্য। আমার ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিয়েছ?'

'কিছু না। কারণ আমরা শিয়োর হয়েছিলাম, তুমি এ-হোটেলে নেই। রিসেপশনে তোমার এবং রানার, দু'জনেরই ছবি দেখানো হয়েছিল। শুধু রানা এ-হোটেলে উঠেছে বলে জানানো হয়েছে ওখান থেকে। তাই তোমাকে সেকেণ্ডারি টার্গেট হিসেবে ব্রিফ করা হয়েছে আমাদের। পাওয়া গেলে ভাল, না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই। তোমার ব্যাপারে পরে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

'হুম! তোমাদের শিডিউল বলো।'

'বারোটা বেজে দশ মিনিটে আমি অ্যাপ্রোচ করব রানার কাছে...'

রুমের ডেস্কে শোভা পেতে থাকা অ্যান্টিক ঘড়ির দিকে তাকাল কুয়াশা। বারোটা বেজে এগারো মিনিট। 'তারমানে ওরা সবাই পজিশন নিয়ে ফেলেছে,' অন্যমনে বলল ও।

'জানি না। আমি ঘড়ি দেখতে পাচ্ছি না।'

'তার দরকারও নেই। কতক্ষণ অপেক্ষা করবে তোমার সঙ্গীরা?'

'পনেরো মিনিট। এরমধ্যে রানা নীচে না নামলে সবাই উঠে আসবে তিনতলায়।'

ঠোঁট কামড়াল কুয়াশা। হাতে সময় নেই একদম। বেডসাইড

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনের উপর চোখ পড়ল। রিং দেবে রানাকে? সাবধান করে দেবে? ও কি বিশ্বাস করবে ওর কথা? আর কোনও উপায়ও তো নেই হাতে।

'চুপচাপ বসে থাকো,' নিগ্রোকে বলল ও। 'আমাকে একটা ফোন করতে হবে।'

অভিজ্ঞতা, ট্রেইনিং আর উপস্থিত বুদ্ধির কল্যাণে বেঁচে গেল রানা। মহিলার হাতে ছুরিটা ঝিক্ করে উঠেছে দেখে সচেতনভাবে কিছু না ভেবেই সরে গেল ও—নিখাদ রিফ্লেক্স অ্যাকশন। পেট চিরে দিতে পারল না, তাই ছুরিটা তুলে একদিক থেকে আরেক দিকে চালাল মহিলা, রানা সরে না গেলে গলাটা ফাঁক হয়ে যেত। পাগলের মত ট্রিগার চাপল ও পিস্তলের, কিন্তু খালি চেম্বারে খটাস করে পড়ল হ্যামার। চারটা বুলেটই ছিল ম্যাগাজিনে। সেটা জানা থাকায় সুকৌশলে ফাঁদ পেতেছে মহিলা। ছুরি বাগিয়ে ছুটে এল রানার কাছে। আঘাতটা ঠেকাবার জন্যে বাম বাহু তুলল রানা।

ছোটোখাটো এই প্রৌঢ়ার গায়ে এতো শক্তি ভাবা যায় না। ওদের দুটো বাহু পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেলো, রানার মনে হলো যেন ইস্পাতের একটা রডের সাথে বাড়ি খেয়েছে হাতটা। পিস্তল ছেড়ে দিয়ে হাতটা শক্ত করে ধরে ফেলল ও। গায়ের কাছে ঘেঁষে এসেছে এবার মহিলা. নিজেকে ছাড়াবার জন্য হাত মোচড়াচ্ছে।

নিজেকে ছাড়াতে পারলে ছুরির দ্বিতীয় কোপটা আরেকদিক থেকে মারত সে। এক সেকেণ্ডের জন্যে খুনের নেশায় চকচকে চোখদুটো স্থির হলো রানার চোখে। সামনে বাড়ার জন্য প্রচণ্ড চাপ দিল সে, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে পিছু হটে দ্বিতীয়বার ছুরি চালাবার সুযোগ করে নিল। পুরনো ক্লোজ কমব্যাট ট্রিক, প্রতিপক্ষের শরীরটাকে লেভারেজ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে

www.BanglaBook.org

মহিলা। তার এই ফাঁদে পা দেয়া উচিত হয়নি রানার। ছুরিটা এবার অন্য কায়দায় ধরেছে সে, ফলাটা বেরিয়ে আছে বুড়ো আঙুলের মাথা থেকে, নীচের দিক থেকে উঠে আসবে প্রতিপক্ষের দিকে।

ধীর ভঙ্গিতে এগোল মহিলা, ফণা তোলা সাপের মতো এদিক-ওদিক দুলছে শরীরটা, হঠাৎ করে একদিক থেকে আরেক দিকে সরে যাচ্ছে। তারপর রানার অরক্ষিত বাম পাশটা লক্ষ্য করে ছুরি চালাল সে।

আবার তাকে ঠেকিয়ে দিল রানা, বাম বাহু সামনে বাড়িয়ে, সেই সাথে ডান হাত দিয়ে মহিলার কব্জি ধরার চেষ্টা করল। কব্জিটা নীচের দিকে নামাতে চেষ্টা করল রানা, মোচড় দিল, ব্যথা পেয়ে প্রতিপক্ষ যাতে ছুরিটা ছেড়ে দেয়। কিন্তু রানার একটা আঙুল মুঠোর ভিতর নিয়ে নীচের দিকে টান দিল মহিলা, তার গায়ে এতোই শক্তি রানার ডান হাতটা পিছলে গেল, ওটায় যেন মাখন মাখানো আছে।

এখন আবার একবার এদিক, একবার ওদিক সরার ভান করছে মহিলা। হঠাৎ দু'পা পিছিয়ে গেল সে, ভান করল আরও এক পা পিছাবে, কিন্তু তা না করে লাফ দিল ডান দিকে, শেষে ভান করল বাম দিকে সরে যাবে, কিন্তু তা না গিয়ে চলে এল সামনে, হাঁটু ভাঁজ করে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মতো লাফ দিল।

নীচে থেকে আসতে দেখল রানা ছুরিটা, শরীরটা বাম দিকে ঘুরিয়ে নিল ও। মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে ওকে ছুঁতে পারল না ছুরির ফলা, ফলার ডগাটা লাগল গিয়ে কামরার দেয়ালে।

রানা তাকে ধরার আগেই একটা দ্রুতগতি ঘূর্ণির মত পিছিয়ে গেল মহিলা, আবার এগিয়ে এল ওর দিকে। মুঠো করা হাতে এখনও ধরে আছে ছুরিটা। আবারও আঘাতটা ঠেকিয়ে দিল রানা,

www.BanglaBook.org

এবার ডান হাত দিয়ে প্রতিপক্ষের কব্জিটা শক্ত করে ধরে ফেলেছে, বাম বাহু দিয়ে নিরেট চাপ দিল মহিলাকে।

শরীরের সমস্ত শক্তি এক করল রানা, তারপর হ্যাঁচকা টান দিল নীচের দিকে। দেয়ালে বাড়ি খেল মহিলার হাত, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে, শিরদাঁড়া বাঁকা করে কুঁজো হয়ে গেল। হাত থেকে খসে পড়ল ছুরি, এখনো হাঁপাচ্ছে আর ধস্তাধস্তি করছে, একটা হাঁটু উঠে আসছে রানার দুই উরুর সন্ধিস্থলে।

আঘাতটা খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখল রানা, শুনতে পেল আহত পশুর মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল নিজের গলা থেকে। কুঁজো হয়ে গেল রানা, উরুসন্ধি চেপে ধরে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। দেখল, সাপের মতো এঁকেবেঁকে নীচে নেমে গেল মহিলার একটা হাত, ছুরিটা খুঁজছে মেঝেতে। পেয়েও গেল। ওটা বাগিয়ে ধরে ঝাঁপ দিল শিকারের দিকে।

উন্মত্তের মত লাথি ছুঁড়ল রানা, জুতোর তলা আঘাত করল মহিলার হাঁটুর নীচে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল সে, ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে যেতে শুরু করল। গড়ান দিয়ে সরে গেল রানা। পরমুহূর্তে ধড়াম করে মেঝেতে আছাড় খেল মহিলা, গলা চিরে বেরিয়ে এল আর্তচিৎকার। কেঁপে উঠল তার সারা দেহ।

আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল রানা। শরীরে শক্তি পাচ্ছে না আর। কখন নিজেকে সামলে নিয়ে মহিলা আবার ছুরি চালায়, সে-অপেক্ষা করছে। কয়েক মুহূর্ত পরও যখন কিছু ঘটল না, কাত হলো ও। একই ভঙ্গিতে পড়ে আছে আলুফল্ল-এর খুনি। শরীরের নীচটা ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

তাড়াতাড়ি মহিলার দিকে এগোল রানা। চিৎ করল তাকে। পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্য। বেমক্কা আছাড় খাবার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। রানার জন্য বরাদ্দ করা স্টিলেটো গেঁথে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছে মহিলার নিজেরই বুকে। প্রাণ হারিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

'দুঃখিত,' বিড়বিড় করল রানা। আঙুল বুলিয়ে বন্ধ করে দিল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা দু'চোখের পাতা।

টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল রানা। বাথরুমে গিয়ে কল ছাড়ল। ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলল ঘাড়ের ক্ষত। এরপর মেডিসিন কেবিনেট থেকে বের করে আনল ফার্স্ট এইড কিট। অ্যান্টিসেপটিক লাগাল, গজ-তুলো আর টেপের সাহায্যে ঢেকে দিল ক্ষতটা। কামরায় ফিরে এসে ধপ্ করে শুয়ে পড়ল বিছানার কিনারায়।

কতক্ষণ ওভাবে পড়ে ছিল রানা, বলতে পারবে না। সচকিত হয়ে উঠল টেলিফোনের রিং শুনে। উঠে বসল ও, রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। বলল, 'ইয়েস?'

'কুয়াশা বলছি।' বাংলায় কথা বলল ওপাশের কণ্ঠ।

'বলুন,' নির্বিকার রইল রানা।

'ভালই খেলা দেখিয়েছ তুমি, রানা। তবে এসবের প্রয়োজন ছিল না...'

'খেলা আপনিও কম দেখাননি, কুয়াশা।' শান্তকণ্ঠে বলল রানা। 'আমি ভাবতে পারিনি আপনি আমাকে খুন করার চেষ্টা করবেন। আমাদের মধ্যে এমন কোনও শত্রুতা ছিল না। চিনিই না আমি আপনাকে।'

'খুন! কীসের কথা বলছ?'

'আইরিশ ওই বুড়ির কথা বলছি। চেনেন নিশ্চয়ই ওকে?'

'ও... ও... ও কি...'

'মারা গেছে। দুঃখিত, আমার কিছু করার ছিল না। আমি স্রেফ আত্মরক্ষা করেছি।'

'তোমাকে খুন করার জন্য পাঠাইনি আমি ওকে। নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুমি ওকে খেপিয়ে দিয়েছিলে...'

'হোয়াটএভার, মি. কুয়াশা। আপনার প্ল্যান ব্যর্থ হয়েছে। এখন বলুন, ভালয় ভালয় আমার সঙ্গে দেশে ফিরে যাবেন, নাকি অন্য আর কোনও পথ ধরতে হবে আমাকে?'

'পরিস্থিতির গুরুত্ব তুমি বুঝতে পারছ না, রানা। আমি নই, কিন্তু তোমাকে খুন করার জন্য সত্যিই লোক হাজির হয়েছে এখানে। তাদের একজনকে আটক করেছি আমি। বিশ্বাস না হলে শোনো!'

নিগ্রোর খুলিতে পিস্তল ঠেকিয়ে রিসিভারটা কানে ধরল কুয়াশা। ইংরেজিতে ধমকে বলল, 'কথা বলো! কয়জন, আর কেন এসেছ!'

'হ্যাঁ... চারজন এসেছি আমরা... মাসুদ রানাকে খুন করতে...' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল খুনি।

'শুনলে তো?' রিসিভার এবার নিজের কানে ঠেকাল কুয়াশা। 'আমি তোমাকে সতর্ক করে দেবার জন্য ফোন করেছি, রানা। সবগুলো একজিটে লোক রেখেছে ওরা। এমনকী ফায়ার এস্কেপেও এক্সপ্লোসিভ বসিয়েছে। তুমি এখন ফাঁদের মধ্যে আছ, রানা।'

'এটা আপনার নতুন চাল-ও হতে পারে, কুয়াশা,' বলল রানা। 'কীভাবে বুঝব, কোনও অভিনেতার মুখ দিয়ে কথাগুলো বের হয়নি?'

'যদি নিশ্চিত হতে চাও, বসে থাকো নিজের রুমে। পনেরো মিনিটের মধ্যে তুমি যদি নীচে না নামো, তা হলে ওরাই আসবে তোমার কাছে।'

'আমার ভালমন্দ নিয়ে আপনি হঠাৎ এত উতলা হয়ে উঠলেন কেন, জানতে পারি? আমার বাঁচামরায় কী এসে-যায় আপনার?'

'অনেক কিছু এসে-যায়, রানা। তোমাকে আমার দরকার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভয়ঙ্কর একটা ষড়যন্ত্র চলছে গোটা দুনিয়া জুড়ে, আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ সেটা ঠেকাতে পারবে না।'

'দুনিয়াজুড়ে ষড়যন্ত্র? সেটা ঠেকাতে চান আপনি?' খোঁচা দেয়ার ভঙ্গিতে হেসে উঠল রানা। 'এতটা মানবদরদী হয়ে উঠলেন কবে থেকে? নিজের গবেষণা ছাড়া আর কিছু তো ইম্পরট্যান্ট নয় আপনার কাছে!'

'মানবদরদী আমি সবসময়ই ছিলাম, রানা,' গম্ভীর গলায় বলল কুয়াশা। 'আমার ফাইল দেখে থাকলে এমন কথা বলা উচিত নয় তোমার। আর এই বিশেষ ব্যাপারটার সঙ্গে কীভাবে জড়িত হলাম, তা যদি জানতে চাও, এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হবে তোমাকে।'

'*বিশেষ* ব্যাপারে আগ্রহ নেই আমার,' কাটা কাটা গলায় বলল রানা। 'খাঁচায় ভরে আপনাকে বাংলাদেশে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে আমাকে। আপাতত ওটাই আমার লক্ষ্য।'

'যথেষ্ট হয়েছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কুয়াশা। 'আবোল-তাবোল কথা বলে আর সময় নষ্ট করার ইচ্ছে নেই আমার। তোমাকে সতর্ক করে দেয়া দরকার ছিল, করেছি। আমার দায়িত্ব শেষ। সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে চাইলে এলিভেটর বা স্টেয়ারকেসে নিজের চেহারাটা একবার দেখিয়ে এসো। সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। রুমে বসে থাকলেও ক্ষতি নেই। আর এগারো মিনিট পরে প্রমাণ নিজেই হাজির হয়ে যাবে তোমার দরজা ভেঙে। আমাকে চাও? ছ'তলায় আছি আমি। পাঁচশ' পাঁচ নম্বর স্যুইটে। যদি বাঁচতে পারো, চলে এসো এখানে। আমি অপেক্ষা করব।'

লাইন কেটে দিল ও।

রানাও নামিয়ে রাখল রিসিভার। চিন্তায় পড়ে গেছে। কতটুকু

www.BanglaBook.org

বিশ্বাস করা যায় কুয়াশাকে? মেইডের বেশে ভয়ঙ্কর এক খুনিকে ওর কামরায় পাঠিয়েছিল লোকটা। কেন? ওকে বন্দি করার জন্য? নাকি হত্যা করার জন্য? উদ্দেশ্য কী কুয়াশার?

চারজন খুনি হাজির হয়েছে হোটেলে, একজনকে নাকি আটক করেছে সে। কথাটা সত্যি, না মিথ্যে? ঘড়ি দেখল রানা। এক মিনিট পেরিয়ে গেছে টেলিফোনের কথোপকথনের পর। কুয়াশার সতর্কবাণী সত্যি হলে আর মাত্র দশ মিনিট আছে ওর হাতে। রুমে থাকলে ফাঁদে পড়ে যাবে। তারমানে বেরিয়ে পড়তে হবে ওকে। ব্যাপারটা কুয়াশার চাল নয়তো? হয়তো কামরার বাইরেই রয়েছে সত্যিকার ফাঁদ। ওখানেই ওকে ফেলতে চাইছে লোকটা।

ব্যাপার যা-ই হোক, রানা বুঝতে পারছে, এখানে চুপচাপ বসে থাকা চলবে না ওর। অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে, ঘাপটি মেরে পড়ে থেকে লাভ নেই কোনও। রুমের মধ্যে বসে থাকলে কুয়াশাকেও পাওয়া যাবে না। বড় করে শ্বাস নিল ও। ঠিক আছে, বেরিয়ে পড়া যাক। যদি সত্যিই খুনির দল অপেক্ষা করে ওর জন্য, তাদেরকে মোকাবেলা করবে ও। তারপর গ্রেফতার করবে কুয়াশাকে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে ওকে।

ভুয়া মেইডের লাশটা বাথরুমে নিয়ে গেল রানা। বাথরুমের দরজা আটকে নবটা ভেঙে দিল ভারী একটা টেবিল ল্যাম্পের আঘাতে। ভিতরে ঢুকতে হলে এখন পুরো পাল্লা ছুটাতে হবে। এরপর তোয়ালের সাহায্যে পুরো কামরা থেকে নিজের ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছতে শুরু করল। হাতে সময় কম, কাজটা সুচারুভাবে করা গেল না। মনে খুঁতখুঁতানি নিয়ে গায়ে জ্যাকেট চড়াল ও। তারপর বিছানায় বসে ফোনের রিসিভার তুলল, ডায়াল করল হোটেলের সুইচবোর্ড অপারেটরের কাছে।

'ইয়েস, স্যর।' শোনা গেল নারীকণ্ঠ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দুইশ' তেরো থেকে বলছি আমি...' দুর্বল কণ্ঠে বলল রানা, শ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে। পুরোটাই অভিনয়। 'আ... আমার সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। প্লিজ... সাহায্য করুন...'

কথা শেষ না করেই রিসিভারটা ফেলে দিল ও। পা ঠুকে মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ করল।

'স্যর... আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? স্যর!!' ইয়ারপিসে চেঁচাতে শুরু করল অপারেটর।

ওদিকে ফিরেও তাকাল না রানা। মেঝে থেকে নিজের সিগ-সাওয়ার কুড়িয়ে নিল। গুঁজে রাখল কোমরে। তাকাল হাতঘড়ির দিকে।

আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

আট

ঘাড়ের উপর প্রচণ্ড এক রদ্দা মেরে নিগ্রো খুনিকে অজ্ঞান করে ফেলল কুয়াশা। বাঁধন খুলে এরপর তাকে শুইয়ে দিল মেঝেতে। গা থেকে খুলে নিল জ্যাকেট, গলা থেকে স্কার্ফ। একটা টুপিও পাওয়া গেল জ্যাকেটের ভিতরের পকেটে, ওটা মাথায় দিল ও। চোখে দিল খুনির কালো সানগ্লাস। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নিগ্রোটার সঙ্গী-সাথীকে ধোঁকা দেবার জন্য এ-সাজই যথেষ্ট। হাতের ছড়িটা বাড়তি বোঝা হতে পারত, তবে ওটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দেয়া যায়। তা-ই করল কুয়াশা। ছড়িটা আসলে

www.BanglaBook.org

বাড়তি সাপোর্ট, ওটা ছাড়াও প্রায় স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে ও; পারে দৌড়ঝাঁপ করতেও। অসুবিধে হয় না একটুও।

রানাকে সতর্ক করে দিয়েও স্বস্তি পাচ্ছে না ও। বুঝতে পারছে, তিন-তিনজন প্রফেশনাল খুনির সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবে না বিসিআই এজেন্ট। সাহায্য প্রয়োজন হবে ওর। তাই তৈরি হচ্ছে কুয়াশা।

ক্লজিটের কাছে গেল ও। ভিতরে বন্দি নবদম্পতির উদ্দেশে বলল, 'এখানেই থাকো তোমরা, কোনও আওয়াজ কোরো না। খুব শীঘ্রি হোটেলের লোকজন এসে উদ্ধার করবে তোমাদেরকে। তার আগে যদি হৈচৈ করো, ফিরে আসব আমি। বিপদ হবে তোমাদের। ক্লিয়ার?'

অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলল যুবকটি ভিতর থেকে। ইতিবাচক জবাবই হবে। ঘুরে কামরার দরজার দিকে এগোল কুয়াশা। বেরিয়ে এল করিডোরে। দ্রুত পা চালিয়ে পেরিয়ে এল মেইন এলিভেটর, করিডোরের শেষ প্রান্তে সার্ভিস এলিভেটরের সামনে পৌঁছে থামল। দরজার উপরের ইণ্ডিকেটর 'দুই'-এ স্থির হয়ে আছে। তারমানে এই একজিটের খুনি জায়গামত অপেক্ষা করছে রানার জন্য।

নিজের পিস্তল জ্যাকেটের ডান পকেটে ঢুকিয়ে রাখল কুয়াশা, ডান হাতও ঢোকাল ভিতরে। বাম হাতে টিপে দিল এলিভেটরের বোতাম। দুই নম্বরের আলো নিভে গেল, উপরদিকে উঠতে শুরু করেছে এলিভেটর। স্লাইডিং প্যানেলের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও, দরজা খোলার পর ওর চেহারা যেন দেখতে না পায় ভিতরের আরোহী।

কয়েক সেকেণ্ড পর মৃদু আওয়াজ হলো পিছনে—এলিভেটর পৌঁছে গেছে পাঁচতলায়। স্লাইড করে দরজা পুরোপুরি খুলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কুয়াশা, তারপর পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল। হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। কিন্তু হতাশ হতে হলো ওকে। কেউ নেই ভিতরে। এলিভেটরে উঠে পড়ল ও। তিনতলার বোতাম চাপল।

'স্যর! স্যর!! দুইশ' তেরোর ওই লোকটা...' ইয়ারপিসে এখনও শোনা যাচ্ছে অপারেটরের কণ্ঠ। 'কাউকে পাঠান ওখানে! আমি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করছি। ওর সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক হয়েছে!'

ফোনের লাইন নিথর হয়ে গেল এরপর, ভেসে এল ডায়াল টোন। তবে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে নীচতলায়।

দরজার পাশে অবস্থান নিয়েছে রানা, হাতে ওর সিগ-সাওয়ার পিস্তল। ছিটকিনি খুলে দিয়ে অপেক্ষা করছে। মিনিটখানেক পরেই ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল করিডোরে। কয়েক মুহূর্ত পরে ঝড়ের বেগে কামরায় ঢুকল একজন বেলবয় আর একজন ওয়েইটার।

'থ্যাঙ্ক গড! দরজা খোলা ছিল...'

কথাটা বলতে বলতে থমকে গেল দু'জনে। পিছনে পিস্তলের হ্যামার টানার শব্দে জমে গেছে। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ওরা, মুখোমুখি হলো রানার।

'রিল্যাক্স, কারও কোনও ক্ষতি হবে না,' ওদের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে দরজা বন্ধ করল রানা। 'আমার কথা যদি শোনো আর কী। তুমি...' বেলবয়ের দিকে ইশারা করল ও। 'ইউনিফর্মটা খুলে ফেলো। আর তুমি... ওয়েইটার, ফোন করো নীচে। অপারেটরকে বলো, ম্যানেজারকে উপরে পাঠাতে। ভয় পাবার ভান করবে, বলবে কিছুই ধরার সাহস পাচ্ছ না। তোমার ধারণা, আমি মারা গেছি। বুঝতে পেরেছ?'

www.BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। পিস্তল দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল করল নীচে। ভয় পাবার ভান করতে হলো না, আসলেই ভয় পেয়েছে। অক্ষরে অক্ষরে মেসেজটার পুনরাবৃত্তি করল।

ইউনিফর্ম খুলে ফেলেছে বেলবয়। বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। ওগুলো নিল ও। পরে ফেলল দ্রুত হাতে। ঠিকমত ফিট করল না, তবে কিছু করার নেই এ-মুহূর্তে। ওয়েইটার লোকটা অনেক মোটাসোটা, তার পোশাক রীতিমত ঢলঢল করবে ওর শরীরে।

'টুপিটাও।' বেলবয়ের দিকে হাত বাড়াল ও।

দ্বিরুক্তি না করে মাথা থেকে টুপি খুলে দিল বেলবয়। ওটাও পরল রানা। ভয়ার্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ওয়েইটার। ফোনে শিকারের মত আর্তি ছাড়ল, 'প্লিজ, তাড়াতাড়ি! ম্যানেজারকে আসতে বলো এখানে!'

ইশারায় তাকে রিসিভার নামিয়ে রাখতে বলল রানা। তাকাল বেলবয়ের দিকে। বলল, 'ক্লজিটটা কোথায়, জানো তো? ঢুকে পড়ো ওখানে।'

একটু দ্বিধা করল বেলবয়। রানা চোখ রাঙাতেই সাহস হারাল। সুড়সুড় করে গিয়ে ঢুকে পড়ল ক্লজিটে। দরজা টেনে দিয়ে ছিটকিনি আটকে দিল রানা। বেলবয়কে বলল: 'একদম বামে সরে যাও, তারপর টোকা দাও পাল্লায়।'

কয়েক মুহূর্ত পরে মৃদু টুক-টুক শোনা গেল ক্লজিটের পাল্লায়। আদেশ পালন করেছে বেলবয়। ডানদিকটায় একটা গুলি করল রানা। বলল, 'ওটা বুলেট ছিল। যদি কথা না শোনো, পরের গুলিটা ক্লজিটের বামদিকে ঢুকবে। বুঝতে পেরেছ? যা-ই ঘটুক, ভিতরে চুপচাপ বসে থাকবে তুমি। মুখ দিয়ে একটা শব্দও যেন

www.BanglaBook.org

না বেরোয়।'

'ও মাই গড!' হালকা গোঙানি শোনা গেল ভিতর থেকে। তবে রানা নিশ্চিত, ভূমিকম্প হলেও মুখ দিয়ে আর কোনও আওয়াজ বের করবে না লোকটা।

ওয়েইটারের দিকে ফিরল ও। জিজ্ঞেস করল, 'স্টেয়ারকেসটা কোন্ দিকে?'

'এলিভেটরের পাশে,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল ওয়েইটার। 'রুম থেকে বেরিয়ে ডানে ঘুরতে হবে। করিডোরের একেবারে শেষ মাথায়।'

'আর সার্ভিস এলিভেটর?'

'ওটাও শেষ মাথায়... তবে বামের করিডোরে।'

'মন দিয়ে শোনো কী করতে হবে,' বলল রানা। 'খুব শীঘ্রি ম্যানেজারের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাবে তুমি। একা আসবে না, সঙ্গে আরও লোক থাকবে তার। আমি দরজা খুলে দেয়ামাত্র লাফ দিয়ে রুম থেকে বের হবে তুমি, চেঁচাতে শুরু করবে... যত জোরে পারে! তারপর আমার সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করবে করিডোর ধরে

'ক্রাইস্ট! কী বলব আমি?'

'বলবে যে, এখানে আর থাকতে চাও না তুমি, পালিয়ে যেতে চাও... এইসব আর কী। মনে হয় না খুব একটা কষ্ট হবে চেঁচাতে।'

'ক... কিন্তু কোথায় যাব আমি আপনার সঙ্গে? ঘরে আমার বউ আর দুটো বাচ্চা আছে!'

'খুব ভাল। বাড়িতেই চলে যেয়ো তা হলে।'

'কী?'

লোকটার চমকে ওঠাকে পাত্তা দিল না রানা। প্রশ্ন করল,

www.BanglaBook.org

'লবিতে সবচেয়ে দ্রুত পৌঁছুনো যাবে কোন্ পথে?'

'আ... আমি জানি না।'

'ভেবে দেখো। এলিভেটরে তো অনেক সময় লাগার কথা।'

'সিঁড়ি... সিঁড়ি দিয়ে যেতে হবে।'

'তা হলে সিঁড়িটাই ব্যবহার কোরো।'

বাইরে পায়ের আওয়াজ আর উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল। ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে। পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স আর ইমার্জেন্সি নিয়ে কথা বলছে তিন থেকে চারজন লোক।

'সময় হয়েছে।' বলে এক ঝটকায় রুমের দরজা খুলে ফেলল রানা। ইশারা করল ওয়েইটারকে। 'বেরোও!'

তিনতলায় এলিভেটরের দরজা খুলে যাবার সময় পিছনদিকে ঘুরে গেল কুয়াশা, পিস্তল তাক করে রাখল দরজার দিকে। কিন্তু সতর্কতার প্রয়োজন ছিল না, ওপাশে কেউ নেই। সন্তর্পণে করিডোরে বেরিয়ে এল ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাল চারদিকে। সামনে দেয়াল ঘেঁষে পড়ে আছে একগাদা ট্রে-টেবিল। তাতে বিভিন্ন রুম থেকে আসা ব্রেকফাস্টের উচ্ছিষ্ট। স্প্রিং লাগানো দুই পাল্লার একটা মেটাল ডোর আছে এই ফ্লোরে, বৃত্তাকার দুটো কাঁচ লাগানো আছে ওতে।

সাবধানে দরজার দিকে এগোল কুয়াশা, কাঁচ [illegible] করে উঁকি দিল অন্যপাশে।

হ্যাঁ, এবার দেখা যাচ্ছে খুনিকে। চশমাঅলা লোক... দুই নম্বর খুনি। ফোন বুদ থেকে একে নিগ্রোর সঙ্গে সঙ্কেত বিনিময় করতে দেখেছে ও। দুইশ' তেরো নম্বরে যাবার করিডোরের মোড়ে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে লোকটা, হাবভাবে চাঞ্চল্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

www.BanglaBook.org

ঘড়ি দেখল কুয়াশা। বারোটা ছাব্বিশ। নির্ধারিত পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে, তাই ব্যাটার এই অস্থিরতা। ডাইভারশন দরকার। আগুন হলে সবচেয়ে ভাল হয়। কাপড় বা কাগজের স্তূপে আগুন ধরিয়ে করিডোরের মাঝখানে ছুঁড়ে দিলে সেটা চমৎকার ডাইভারশন হিসেবে কাজ করবে। ব্যাপারটা রানারও জানা থাকার কথা। কী করছে ও?

জবাবটা পরক্ষণে পাওয়া গেল। করিডোরের ওপাশে খুলে গেল মেইন এলিভেটরের দরজা। কলকাকলি করতে করতে বেরিয়ে এল তিনজন লোক—প্রথমজনকে চেনে কুয়াশা, ডে-শিফটের ম্যানেজার। তারসঙ্গে কালো ব্যাগ আর স্টেথোস্কোপ-সহ একজন মোটা মানুষ... ডাক্তার নিঃসন্দেহে; শেষজনের ইউনিফর্ম বলছে, সে হোটেল সিকিউরিটি।

হতচকিত খুনিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল তারা। করিডোর ধরে এগোতে থাকল রানার কামরার দিকে। চোখ ঘোরাতেই স্টেয়ারকেসের দরজা খুলে যেতে দেখল কুয়াশা, লম্বা-চওড়া একজন লোক বেরিয়ে এল করিডোরে, যোগ দিল চশমাঅলার সঙ্গে। এক নম্বর খুনি। দ্বিতীয় মেইন এলিভেটরের দরজা খুলে গেল সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের ভিতর, সেখান থেকে দাড়িঅলা তৃতীয় খুনিও বেরিয়ে এল।

তিনজনকে একত্র হয়ে শলা-পরামর্শ করতে দেখল কুয়াশা। হঠাৎ লম্বুর হাতে বেরিয়ে এল একটা গ্রেনেড! প্রমাদ গুনল ও। লোকগুলো মরিয়া। গ্রেনেড ফাটিয়ে খুন করতে চাইছে রানাকে, তাতে দু'চারজন নিরীহ মানুষ মারা গেলেও ক্ষতি নেই! কিছু একটা করা দরকার এখুনি। কিন্তু কী?

হঠাৎ চেঁচামেচির শব্দ শুনে চমকে উঠল কুয়াশা। দুইশ' তেরো নম্বরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে একজন ওয়েইটার।

www.BanglaBook.org

গলা ফাটিয়ে কী যেন বলছে। সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে আচমকা দৌড়াতে শুরু করল সে, সঙ্গে ইউনিফর্ম পরা একজন বেলবয়ও আছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হকচকিয়ে গেছে, তিন খুনি তাড়াহুড়ো করে পথ আটকাতে চাইল, কিন্তু তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল পলায়নরত দুই হোটেল কর্মচারী। একজন ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। অন্যজন ঢুকে পড়ল এলিভেটরের ভিতরে। কেউ সংবিৎ ফিরে পাবার আগেই বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা।

'শিট!' চশমাঅলাকে চেঁচিয়ে উঠতে শুনল কুয়াশা। 'দ্যাট ওঅজ মাসুদ রানা!'

তাই তো! চমকে উঠল কুয়াশা। বেলবয়কে কেমন যেন অন্যরকম লাগল না? রানাই ছিল ওটা... সবাইকে বোকা বানিয়ে চোখের সামনে দিয়ে সটকে পড়েছে ও। দারুণ তো!

'গড ড্যাম ইট!' খেপাটে গলায় বলে উঠল দাড়িঅলা।

'না... দাঁড়াও!' বলে উঠল লম্বু। তাকিয়ে আছে এলিভেটরের কাউন্টারের দিকে। 'নীচে যাচ্ছে না ও। উপরে যাচ্ছে!'

'হোয়াট!'

কুয়াশারও আরেক দফা চমকাবার পালা। উপরে যাচ্ছে মানে? রানা তো চাইলে এখন লবি হয়ে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারে হোটেল থেকে। উপরে যাচ্ছে কেন? জবাবটা আন্দাজ করতে পারল সঙ্গে সঙ্গে। ওর জন্যে যাচ্ছে! ওকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে ও, পারলে পাঁচশ' পাঁচ নম্বর কামরায় যেতে। সেটার জবাব দিতেই যাচ্ছে রানা।

'সিঁড়ি দিয়ে যাও!' উত্তেজিত গলায় দুই সঙ্গীকে বলল দাড়িঅলা। 'আমি এখান থেকে কাউন্টারে নজর রাখছি। ও কোথায় থামছে, সেটা রেডিওতে জানাব তোমাদেরকে।'

www.BanglaBook.org

ঝড়ের বেগে স্টেয়ারকেসের দিকে ছুটে গেল দাড়িঅলা আর লম্বু।

'বের করছি তোমার রেডিওতে জানানো!' বিড়বিড় করল কুয়াশা।

মেটাল ডোর ঠেলে বেরিয়ে এল ও, দৃঢ় পায়ে হাঁটছে চশমাঅলা খুনির দিকে। পায়ের শব্দে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল লোকটা, পরিচিত পোশাক দেখে ক্ষণিকের জন্য ঢিল পড়ল সতর্কতায়। চেহারার দিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তে আবার সচকিত হয়ে উঠল সে। তাড়াতাড়ি তুলতে শুরু করল পিস্তল।

কিন্তু বেচারাকে সেই সুযোগ দিল না কুয়াশা। দশ গজ দূর থেকে হাত বাড়াল সামনে, হাঁটার ছন্দ বিন্দুমাত্র নষ্ট না করে দুপ দুপ শব্দে দুটো গুলি ছুঁড়ল। প্রতিক্রিয়ার কোনও সময়ই পেল না খুনি, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। নির্বিকার ভঙ্গিতে লাশটাকে টপকে এল কুয়াশা। দ্বিতীয় মেইন এলিভেটরের দরজা খোলা, ঢুকে পড়ল ভিতরে। রওনা হলো ছ'তলার দিকে।

বেলবয়ের জ্যাকেট আর টুপি খুলে ফেলল রানা, ওগুলো ছুঁড়ে ফেলল এলিভেটরের [illegible]য়। চারতলায় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থামল এলিভেটর। [illegible] এক মেইড সহযাত্রী হলো ওর। হাতভর্তি তোয়ালে। সন্দিহান দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ওর দিকে, তবে ব্যাপারটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। পাঁচতলায় নেমে গেল সে।

সাততলার বোতাম চাপল রানা। ওটাই হোটেলের টপ ফ্লোর। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল ওখানে। দরজা খুলতেই দু'জন সুবেশী ভদ্রলোক ঢুকল ভিতরে। গেল বছরের লাভ-ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করছে। ব্যবসায়ী নিঃসন্দেহে। এক পলকের জন্য

www.BanglaBook.org

তাকাল তারা ওর দিকে। দৃষ্টিতে বিতৃষ্ণা ফুটল। দোষ দিতে পারল না রানা, জঘন্য দেখাচ্ছে ওকে। টকটকে লাল দু'চোখ, মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পোশাকও অবিন্যস্ত।

'সরি, আমি নামব এখানে,' বলল রানা। দুই ব্যবসায়ীকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল এলিভেটর থেকে।

লম্বা করিডোরটা শূন্য, কাউকে দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। ডানদিকে একেবারে শেষ প্রান্তে রয়েছে দুই পাল্লার মেটাল ডোর, সার্ভিস এলিভেটরের সামনে। একটা পাল্লা মৃদু কাঁপছে। বেল্টে গোঁজা সিগ-সাওয়ারের বাটে হাত দিল রানা, সতর্ক। বাসন-কোসনের ঝনঝনানি শোনা গেল দরজার ওপাশ থেকে, সার্ভিস-ট্রে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। শরীরটায় একটু ঢিল দিল রানা, শত্রুপক্ষের লোকজন এভাবে শব্দ করবে না।

বাঁদিকের একটা কামরা থেকে একজন ক্লিনিং লেডিকে বেরিয়ে আসতে দেখল ও—কামরা পরিষ্কার করেছে, ক্লিনিং কার্ট ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকল ও। নিশ্চিত হলো, সত্যিই ক্লিনিং লেডি; কুয়াশার পাঠানো দ্বিতীয় কোনও খুনি নয়।

ঠোঁট কামড়াল রানা। পাঁচশ' পাঁচ নম্বর স্যুইটে যেতে হবে ওকে। সরাসরি ছ'তলায় নামেনি, উঠে এসেছে সাততলায়; সরাসরি যেন কুয়াশার ফাঁদে পা দিতে না হয়। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা অবশ্য ঠিক করেনি এখনও।

ক্লিনিং লেডিকে ব্যবহার করবে কি না, ভাবল একবার। পরমুহূর্তে বাতিল করে দিল আইডিয়াটা। যে চেহারাসুরত হয়েছে ওর, সাহায্য চাইতে গেলে মহিলা উল্টো সন্দেহ করে বসবে ওকে। কী করা যায় তা হলে। মেইন এলিভেটর বা সার্ভিস এলিভেটর ব্যবহার করা যাবে না। হামলার মুখে পড়লে বদ্ধ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জায়গায় কোণঠাসা হয়ে পড়বে। বাকি থাকে সিঁড়ি... শেষ, এবং একমাত্র পথ। সমস্যা হলো, প্রতিপক্ষও আন্দাজ করবে সেটা। একটাই উপায় আছে তার উপর টেক্কা দেবার।

ক্লিনিং লেডি আরেকটা কামরায় ঢুকেছে। বাইরে রয়ে গেছে তার কার্ট। ওদিকে এগিয়ে গেল রানা। কার্ট থেকে কাঁচের দুটো অ্যাশট্রে তুলে নিল, ওগুলো ঢুকিয়ে ফেলল পকেটে। তারপর পা বাড়াল স্টেয়ারকেসের দিকে।

সিঁড়ির ধাপ ধরে সাবধানে নামতে শুরু করল রানা, দেয়াল ঘেঁষে নামছে, খাড়া করে রেখেছে দু'কান। একটু পরেই সিঁড়ির নীচদিক থেকে ভেসে এল পদশব্দ। তাড়াহুড়ো করে উপরদিকে উঠে আসছে কেউ। রেলিঙের কাছে এসে উঁকি দিল ও। পলকের জন্য একটা ছায়া দেখা গেল, দ্রুত উঠে আসছে উপরে।

পকেট থেকে একটা অ্যাশট্রে বের করল রানা, লোকটা এক ফ্লোর নীচে থাকতে ছুঁড়ে দিল ওটা দুই রেলিঙের ফাঁক দিয়ে—ছ'তলার ল্যান্ডিঙের কংক্রিটের উপর আছাড় খেয়ে ঝন ঝন শব্দে ভেঙে গেল ওটা। ফলাফল দেখার জন্য অপেক্ষা করল না ও, দ্রুত নেমে এল কয়েক ধাপ, দ্বিতীয় অ্যাশট্রে-টাও ছুঁড়ে দিল। আবারও জোর আওয়াজ করে চৌচির হয়ে গেল ওটা। নীচ থেকে ভেসে এল গালাগাল।

ঝট্‌পট্‌ দুই ফ্লোরের মধ্যবর্তী ল্যান্ডিঙে নেমে এল রানা। দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। ছ'তলার ল্যান্ডিং থেকে ওকে এখন দেখা যাবে না। ও-ও দেখতে পাচ্ছে না জায়গাটা, তবে তাতে অসুবিধে নেই। ভাঙা কাঁচ-ই এখন ওকে সাহায্য করবে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরেই ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ কানে এল ওর। তার পিছু পিছু ভেসে এল আরেকটা আওয়াজ—অ্যাশট্রের ভাঙা টুকরোগুলোর উপর পা

www.BanglaBook.org

ফেলছে কেউ। জায়গামত লোকটাকে পৌঁছুতে দেবার জন্য একটু দেরি করল ও, তারপরেই ঝট্ করে উঠে বসল।

লম্বা একটা লোক, পরনে ওভারকোট, হাতে একটা অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে এগোচ্ছে ছ'তলার স্টেয়ারকেসের দরজার দিকে। চোখের কোণে রানার নড়াচড়ার আভাস পেয়েই পাঁই করে ঘুরল, গুলি করার চেষ্টা করল, কিন্তু রানা অনেক এগিয়ে আছে। একটাই গুলি করল ও, বুলেটের আঘাতে দেয়ালের উপর আছড়ে পড়ল লম্বু। স্থির হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

উঠে দাঁড়াল রানা। নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। আধাআধি যেতেই প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল ও, হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল পিস্তলটা। চমকে উঠে নীচে তাকাল; দেখতে পেল, রেলিঙের ফাঁক দিয়ে নীচ থেকে উঁকি দিচ্ছে ওভারকোট—বেঁটেখাটো, মুখভর্তি দাড়ি। এর হাতে আরেকটা অটোমেটিক, ব্যারেল দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। স্রেফ কপাল, লোকটার ছোঁড়া গুলি রেলিঙে বাড়ি খেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে; রানার শরীরের বদলে আঘাত হেনেছে হাতে ধরা সিগ-সাওয়ারের গায়ে।

সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য স্থির রইল রানা, তারপরেই উল্টো ঘুরে পড়িমরি করে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি দিয়ে। পিস্তলটা উঠিয়ে আনার সুযোগ নেই, আগে খুনির নাগাল থেকে সরে যেতে হবে। পিছন পিছন ধাওয়া করে এল দাড়িঅলা। ছ'তলার ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছেই আবার গুলি ছুঁড়ল। এবারও নিশানা ঠিক থাকেনি, তবে একেবারে ব্যর্থও হয়নি সে।

উরুর পিছনে আঘাত লাগায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা। নাকমুখ ঠুকে গেল সিঁড়ির ধাপে। সড়সড় করে নেমে এল ও কয়েক ফুট। চলৎশক্তি হারাল কিছুক্ষণের জন্য। সিঁড়ি ধরে ওর

www.BanglaBook.org

গায়ের উপর উঠে এল খুনি। এক ঝটকায় চিৎ করল। তারপর পিস্তল তাক করল ওর কপালের দিকে।

'গুড বাই, মাসুদ রানা!' মুখে একটা হিংস্র হাসি এনে বলল লোকটা।

চোখ বন্ধ করে ফেলল রানা, পরক্ষণেই ভেসে এল গুলির আওয়াজ। কপাল এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায়নি দেখে আবার চোখ মেলল ও।

হাসি মুছে গেছে দাড়িঅলা খুনির মুখ থেকে। অল্পক্ষণের জন্য স্থির হয়ে রইল, তারপরেই কাত হয়ে পড়ে গেল সিঁড়িতে। দৃষ্টিসীমা পরিষ্কার হয়ে যেতেই দীর্ঘদেহী একটা মূর্তিকে দেখতে পেল রানা। ছ'তলার ল্যাণ্ডিঙের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে, হাতে উদ্যত পিস্তল, ধোঁয়া বেরুচ্ছে ব্যারেল থেকে।

কুয়াশা!

উঠে এল সে রানার কাছে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ তো, রানা?'

'আ... আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন!' ফিসফিসিয়ে বলল রানা।

'হ্যাঁ,' হাসল কুয়াশা 'আগেই তো বলেছি, তোমাকে খুন করতে আসিনি আমি। এখন বিশ্বাস হয়েছে কথাটা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'গুড,' বলল কুয়াশা। 'এখন ওঠো। পুলিশ আসছে, তার আগেই সরে যেতে হবে আমাদেরকে এখান থেকে।'

এতক্ষণে খেয়াল করল রানা, দূরে কোথাও সাইরেন বাজছে। স্টেয়ারকেসের নীচ থেকে হৈ-হল্লা শোনা গেল। হোটেলের লোকজন সম্ভবত উঠে আসছে খোঁজখবর নিতে। কষ্টে-সৃষ্টে উঠে বসল রানা। দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেল হুড়মুড় করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এ কী! তুমি তো দেখছি আহত!' রক্ত দেখে বলে উঠল কুয়াশা।

'পায়ে গুলি লেগেছে। হাঁটতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।' বলল রানা।

তাড়াতাড়ি রানার উরু পরীক্ষা করল কুয়াশা। বলল, 'সিরিয়াস কিছু না। গুলি বেরিয়ে গেছে মাংস ভেদ করে। ব্যাণ্ডেজ আর ওষুধ লাগালে ঠিক হয়ে যাবে দু'দিনে।' নিজের রুমাল দিয়ে ক্ষতটা বেঁধে দিল ও। 'ওঠো এবার। আমি তোমাকে সাহায্য করছি। পালাতে হবে আমাদেরকে।'

'কেন? আমি তো কিছু করিনি।'

'তারপরেও পুলিশ তোমাকে আটক করবে... মানে যতক্ষণ সবকিছু পরিষ্কার না হচ্ছে আর কী। চারজন খুনি ব্যর্থ হয়েছে, তার মানে এই নয় যে, আরও লোক পাঠাবে না ওরা। পুলিশ কাস্টডিতে কাউকে বাগে পাওয়া কত সহজ, তা আশা করি বুঝিয়ে দিতে হবে না তোমাকে?'

'কিন্তু কেন? কেন আমাকে খুন করতে চাইছে ওরা? আপনিই বা আমাকে সাহায্য করছেন কেন?'

'সবকিছু বলব, কিন্তু এখন নয়। আগে নিরাপদ কোনও জায়গায় যাওয়া দরকার।' রানাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল কুয়াশা। নিজের কাঁধে ভর দিতে দিল।

'হোটেল থেকে বেরুনোর সব রাস্তা এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে, কুয়াশা,' শঙ্কিত গলায় বলল রানা।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল কুয়াশা। 'একটা রাস্তা এখনও আছে। আমি ছাড়া কেউ জানে না সেটা।'

'কোথায়?'

'ছাদে। এই বিল্ডিং আর পাশের বিল্ডিংটার মধ্যে একটা কমন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এয়ার-ডাক্ট আছে। ওটা ব্যবহার করব আমরা। ওপাশের বিল্ডিঙে পৌঁছে গেলে বেরিয়ে পড়তে অসুবিধে হবে না। পিছনের গলিতে গাড়ি আছে আমার।'

'এয়ার-ডাক্টের কথা কীভাবে জানেন আপনি?'

'ওয়াশিংটনে এটাই আমার থাকার জায়গা, রানা। কী ধারণা তোমার, সবার চোখ এড়িয়ে কীভাবে আসা-যাওয়া করা যাবে, সেসব না জেনেই সিলেক্ট করেছি হোটেলটা?'

আর কিছু বলল না রানা। কুয়াশার কাঁধে ভর দিয়ে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি ধরে। ছাদের দিকে যাচ্ছে। ওর নীরবতা লক্ষ করে কুয়াশা বলল, 'তুমি কি এখনও আমাকে অ্যারেস্ট করার কথা ভাবছ?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। তার প্রতিদান হিসেবে আর কিছু না হোক, আপনার বক্তব্য শুনব আমি। যা কিছু ঘটে গেল এই হোটেলে, তাতে মনে হচ্ছে সব কথা না শুনলে বিরাট ভুল হবে।'

'খুব ভাল সিদ্ধান্ত,' হাসল কুয়াশা।

নয়

কেবিনটা মেরিল্যাণ্ডের প্রত্যন্ত এলাকায়, পাটুক্সেন্ট নদীর ধারে। তিনদিকে জংলা, অন্যদিকে পানি—একেবারে বিচ্ছিন্ন একটা জায়গা। আশপাশের দু-চার মাইলের ভিতর আর কোনও ঘরবাড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই। পুরনো আমলের একটা ভাঙাচোরা কাঁচা রাস্তা দিয়ে কেবল পৌঁছুনো যায় ওখানে।

সেফ-হাউস হিসেবে রানা ব্যবহার করে এই কেবিন। কাগজে-কলমে জায়গাটার মালিক রসায়নের এক প্রফেসর। প্রবাসী বাংলাদেশি তিনি, জর্জটাউনের ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন, জীবনে কোনোদিন এখানে পা রাখেননি। বেলা তিনটায় ওখানে পৌঁছুল রানা আর কুয়াশা। সঙ্গের পুরনো আমলের টয়োটা সেডান গাড়িটা লুকিয়ে ফেলল ঝোপঝাড়ের ভিতর, ঢেকে ফেলল গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে। তারপর পা রাখল কেবিনে।

ভিতরটা সুন্দরভাবে সাজানো। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ভারী বিম আর পুরু দেয়ালের সঙ্গে মানানসই ফার্নিচার শোভা পাচ্ছে ঘর জুড়ে। সামনের কামরায় সোফা আর ইজিচেয়ার মুখ করে রাখা হয়েছে পুরনো আমলের পাথুরে ফায়ারপ্লেসের দিকে, জানালায় ঝুলছে গ্রামীণ চেকের পর্দা। একপাশের দেয়াল ঢাকা পড়ে গেছে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু বুকশেলফের আড়ালে—প্রতিটা তাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে নানা ধরনের বিষয়বস্তুর উপর অসংখ্য বই।

'চমৎকার!' কেবিনের উপর নজর বুলিয়ে মন্তব্য করল কুয়াশা।

'ম্যান্টেলের উপর দেশলাই পাবেন,' বলল রানা। 'ফায়ারপ্লেসে লাকড়িও আছে। আগুন জ্বেলে ফেলুন। আমি খাবার-দাবারের ব্যবস্থা দেখছি।'

'বাহ্, সব দেখছি রেডি!'

'এটাই এ-কেবিনে থাকার একমাত্র নিয়ম। যাবার সময় ফায়ারপ্লেস পরিষ্কার করে নতুন লাকড়ি রেখে যেতে হবে।'

দেশলাই নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল কুয়াশা। কিছুক্ষণের মধ্যেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরিয়ে ফেলল আগুন। মৃদু তাপ ছড়াতে শুরু করল ফায়ারপ্লেস। উরুর ক্ষত থেকে রক্তপাত বন্ধ হয়েছে, আড়ষ্ট হয়ে আছে জায়গাটা, কিন্তু হাঁটতে পারছে এখন রানা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেল কিচেনে। খাবারের কেবিনেট আর ফ্রিজ খুলে দেখল—কয়েকদিন চলবার মত শুকনো খাবারের অভাব নেই। সন্তুষ্ট হয়ে স্টোভ জ্বালল। তাতে চড়িয়ে দিল পানি। তারপর ফিরে এল বসার ঘরে।

কুয়াশা একটা ইজিচেয়ার নিয়ে বসে পড়েছে ফায়ারপ্লেসের সামনে। ঘরে একটা গ্যাসচালিত হিটার আছে, পুরো কেবিনকে তাপ জোগায়—ওটা চালু করল রানা, তারপর এগিয়ে গেল কুয়াশার দিকে।

'এখন আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব না আমি,' বলল রানা। 'শরীরে শক্তি পাচ্ছি না একদম। বিশ্রাম প্রয়োজন। ঘুম থেকে উঠে নাহয় বসা যাবে একসঙ্গে। কী বলেন?'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' বলল কুয়াশা। 'কিন্তু তোমার পায়ের চিকিৎসা দরকার।'

'ফার্স্ট এইড কিট আছে এখানে। পানিও গরম দিয়েছি। ক্ষতটা পরিষ্কার করে মলম-ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে নেব।'

'আমি সাহায্য করব?'

'দরকার নেই। নিজেই পারব। আপনি বিশ্রাম নিন। কিছু মনে করবেন না, আমি বেডরুমটা নিচ্ছি, আপনাকে সোফায় শুতে হবে।' আঙুল তুলে একটা আলমারি দেখাল রানা। 'ওর ভিতর বালিশ-কম্বল পাবেন। খিদে পেলে কিচেনে শুকনো খাবার আছে।'

'আমাকে নিয়ে ভেবো না,' বলল কুয়াশা। 'তুমি যাও।'

'ঘুম থেকে উঠে আপনাকে পাবো তো এখানে?' সন্দিহান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গলায় বলল রানা।

হাসল কুয়াশা। 'তেমন কোনও ইচ্ছে থাকলে তোমার সঙ্গে এত ঝামেলা করে দেখা করতে আসতাম?'

'তা অবশ্য ঠিক,' স্বীকার করল রানা। 'ঠিক আছে। কয়েক ঘণ্টা পর দেখা হবে আবার।'

গরম পানি নিয়ে বেডরুমে ঢুকল রানা। মেডিসিন কেবিনেট থেকে বের করে আনল ফার্স্ট এইড কিট। তোয়ালে ভিজিয়ে পরিষ্কার করল পা আর কাঁধের ক্ষত। ডিজইনফ্যাক্টেন্ট মাখাল, তারপর পরিষ্কার ব্যাণ্ডেজ বাঁধল দু'জায়গায়। এটুকুতেই ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ার জোগাড়। ঢাকায় ফোন করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সেটা আর হলো না। শুয়ে পড়ল ও। তলিয়ে গেল অতল ঘুমে।

মৃদু চড় চড় শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর ইন্সটিঙ্কটের বশে সতর্ক হয়ে গেল মুহূর্তে। বালিশের তলায় গোঁজা সিগ-সাওয়ারটা চলে এসেছে হাতে, আলতোভাবে একটা পা ঝুলিয়ে দিয়েছে বিছানার বাইরে। গোলমালের আভাস দেখলেই গড়ান দিয়ে মেঝেতে নেমে যাবার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু ও ছাড়া আর কেউ নেই কামরায়। উত্তরপাশের জানালা গলে চাঁদের আলো ঢুকছে ভিতরে, সাদাটে একটা আভায় ম্লানভাবে আলোকিত হয়ে আছে চারপাশ। অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ। ক্ষণিকের জন্য মনে পড়ল না কোথায় আছে. গভীর ঘুম থেকে জাগলে এমনটা হয় মানুষের। মেঝেতে পা ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ফিরে এল সব স্মৃতি বিছানার কিনারে পা ঝুলিয়ে উঠে বসল ও।

হাতঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বোলাল রানা। ভোর সোয়া চারটে বাজে। প্রায় তেরো ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও। ক্লান্তি তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কমেইনি, মনে হচ্ছে যেন বেড়ে গেছে আরও। ঘাড় আর পায়ের আড়ষ্টতাও কমেনি। গলা শুকিয়ে খসখসে হয়ে আছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ও, স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছে। ঘর ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে আছে, হিটার কাজ করছে না বোধহয়। পিস্তল নামিয়ে রেখে দু'হাতের তালু ঘষল, ম্যাসাজ করল শরীরের এখানে-ওখানে। তারপর উঠে দাঁড়াল।

দরজা খুলে কেবিনের সামনের কামরায় উঁকি দিল রানা। কুয়াশা জেগেছে, আধশোয়া হয়ে আছে ফায়ারপ্লেসের সামনে ইজিচেয়ারে, হাতে ধূমায়িত মগ, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে তাতে। চড় চড় শব্দটা আসছে ফায়ারপ্লেস থেকে। নতুন লাকড়ি চড়িয়েছে কুয়াশা। আগুনের তাপে শব্দ করে ফাটছে ভেজা কাঠ।

'গুড মর্নিং!' বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল রানা।

অভ্যাসবশত কোলে রাখা পিস্তলের দিকে হাত চলে যাচ্ছিল কুয়াশার, মাঝপথে থামাল নিজেকে। ঘাড় ফিরিয়ে হাসল। 'গুড মর্নিং, রানা। ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি নাকি?' ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসল ও।

'আপনি ভাঙাননি, ভাঙিয়েছে ঠাণ্ডা। ব্যাপার কী? হিটারটা বন্ধ হয়ে গেছে?'

'হুঁ। গ্যাস বোধহয় শেষ। বাধ্য হয়ে নতুন লাকড়ি চড়াতে হয়েছে ফায়ারপ্লেসে।'

'ঘুমাননি?'

'ঘুমিয়েছি, তবে তোমার মত না। বাইরে একটা চোখ রাখতে হয়েছে সারাক্ষণ।'

'দরকার ছিল না। এই কেবিন পর্যন্ত আমাদেরকে ট্র্যাক করা খুব কঠিন।'

'তাও... কখন কী ঘটে যায়, তা তো বলা যায় না। যারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের পিছনে লেগেছে, তাদেরকে ছোট করে দেখার উপায় নেই।'

'শুনব সবই, তার আগে একটু শরীর গরম করা দরকার। আপনার হাতে কফি নাকি?'

'হুঁ। কিচেনে পানি গরম করে রেখেছি। বানাতে পারবে, নাকি আমি বানিয়ে আনব?'

'না, না। আমিই পারব।'

কিচেনে চলে গেল রানা। কফি নিয়ে ফিরে এল একটু পর। কুয়াশার মুখোমুখি সোফায় বসে বলল, 'আপনার ব্যাপারে একটা খটকা আছে আমার, কুয়াশা। সামান্য খোঁড়ানো ছাড়া বলতে গেলে একেবারে স্বাভাবিকভাবেই চলতে-ফিরতে দেখছি আপনাকে। অথচ ফাইল বলে, একটা পা নেই আপনার... লিম্পোপো নদীতে কুমিরের আক্রমণে নাকি হারিয়েছেন ওটা।'

'ভুল নয় কথাটা,' কুয়াশা বলল, 'প্লাস্টিকের তৈরি নকল পা ব্যবহার করি আমি।'

'নকল পা দিয়ে স্বাভাবিক হাঁটাচলা বা দৌড়ানো যায় না বলে ধারণা ছিল আমার।'

'এই পা আমার নিজের আবিষ্কার। দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নত আর্টিফিশিয়াল লিম্ব। অল্প সময়ের জন্য এই পা দিয়ে একেবারে স্বাভাবিক চলাফেরা করা যায়, দৌড়ঝাঁপও করা যায়। ছড়িও একটা রাখি সঙ্গে, ওটা প্রয়োজন হয় দীর্ঘ সময় পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে, কিংবা হাঁটতে হলে। ওটা মাঝে মাঝে ডাইভারশন হিসেবেও কাজ করে। পঙ্গু লোককে সহজে সন্দেহ করে না কেউ।'

'এ তো খুব ভাল আবিষ্কার! পঙ্গু মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। সারা দুনিয়ার সঙ্গে শেয়ার করছেন না কেন?'

www.BanglaBook.org

‘কারণ আর্টিফিশিয়াল লিম্বের ম্যানুফ্যাচারার, বা মেডিক্যাল কোম্পানিগুলো আমার মত ক্রিমিনালের সঙ্গে কোনও ধরনের সংস্পর্শ রাখতে রাজি নয়। টেকনোলজি নেবার মত চুক্তি করা তো অনেক পরের কথা।’

‘হুম! এনিওয়ে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, এবার আমরা কাজের কথা বলতে পারি, কুয়াশা।’

‘*আপনি* ডাকাটা বাদ দেয়া যায় না?’ বলল কুয়াশা। ‘*তুমি* করে ডাকলে আমি খুব খুশি হবো, রানা।’

‘দুঃখিত,’ শান্ত গলায় বলল রানা। ‘বয়সে আপনি আমার চেয়ে বড়, তা ছাড়া এক ধরনের সমীহও আছে আমার আপনার প্রতি।’

‘সমীহ নয়, আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই, রানা।’

‘বন্ধু হবার মত কিছু ঘটেনি এখনও। যতকিছু হোক, আপনি একজন অপরাধী, কুয়াশা। অপরাধীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে আমার অনীহা আছে। আপনার মধ্যে ভাল গুণ যেটুকু আছে, তা আমার সমীহ পাবার উপযুক্ত। কিন্তু বন্ধু হতে চাইলে আপনাকে অপরাধের রাস্তা থেকে সরে আসতে হবে।’

‘ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞার বিষয়ে তোমার-আমার ভিতরে দ্বিমত আছে। মন্দ লোকের জীবন, কিংবা তাদের সম্পদ লুটেপুটে নেয়াকে অন্যায় মনে করি না আমি।’

‘ওদেরকে শাস্তি দেবার জন্য আইন আছে... আদালত আছে।’

‘আমরা কি এসব নিয়েই তর্ক করব এখন? এরচেয়ে অনেক সিরিয়াস একটা সমস্যা নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি, রানা।’

‘হ্যাঁ, ও-বিষয়েই কথা বলব,’ বলল রানা। সিগ-সাওয়ার তুলে তাক করল কুয়াশার দিকে। ‘তবে তার আগে আপনার পিস্তলটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে দিয়ে দিন।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল কুয়াশা।

'আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না। সব কথা শোনার পর যে সাহায্য করব, এমন কোনও আশ্বাসও দিচ্ছি না। তাই পালাবার চেষ্টা করতে পারেন। এ-অবস্থায় আপনাকে আমি কোনও অস্ত্র রাখতে দিতে পারি না।'

'ধ্যাত্তেরি! তুমি এখনও ওই নিয়েই আছ?'

শান্ত রইল রানা। 'পিস্তলটা, কুয়াশা। তার আগে আমার কাছ থেকে কোনও রকম সহযোগিতা পাবেন না।'

মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করল কুয়াশা। বুঝতে পারছে, টলানো যাবে না রানাকে। কী আর করা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিস্তলটা বাড়িয়ে ধরল। ওটা নিয়ে কোমরে গুঁজে রাখল রানা। নিজেরটাও নামিয়ে রাখল কোলের উপর।

'এবার আপনার কথা শুরু করতে পারেন,' বলল ও।

'এসবের প্রয়োজন ছিল না,' অসন্তুষ্ট শোনাল কুয়াশার কণ্ঠ।

'আমার মতে... ছিল। যা হোক, কী বলতে চান বলুন। নাকি রাগ করে মুখে তালা আঁটবেন?'

কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে রানাকে দেখল কুয়াশা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেলান দিল চেয়ারে। জিজ্ঞেস করল, '*ফনিস* নামে কোনও সংগঠনের নাম শুনেছ তুমি?'

একটু ভেবে নিল রানা। বলল, 'অনেক পুরনো একটা গুপ্তসংঘ, তাই না? ভাড়াটে খুনির দল, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের এক্সপার্ট—কর্সিকার একটা কাউন্সিল ওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করত। পঞ্চাশের দশকে সংঘটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে শুনেছি। হঠাৎ ওদের কথা কেন?'

'সংঘটা বিলুপ্ত হয়নি, রানা। গা-ঢাকা দিয়েছিল আসলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইদানীংকালে আবার ফিরে এসেছে... এবার আগের চেয়েও কয়েকগুণ ভয়ঙ্কর হয়ে। পৃথিবীর বড় বড় সমস্ত দেশের সরকারে লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে ওরা। নিয়ন্ত্রণ করছে টেরোরিস্ট আর অপরাধীদেরকেও। একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে ওদের, সেটা পরিষ্কার নয় এখনও। আমেরিকার জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফ, আর রাশার টপ নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্ট খুন হয়েছে কিছুদিন আগে... দুটোই ওদের কীর্তি।'

কফির মগের উপর দিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে তাকাল রানা। বলল, 'আমার কানে এসেছে, ড. ইভানোভিচকে আপনি খুন করেছেন।'

'মিথ্যে কথা,' দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করল কুয়াশা। 'সব ফেনিসের চালাকি। ওরাই আমাকে ফাঁসিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।'

'ফেনিসের খবর আপনি জেনেছেন কীভাবে?' ও জিজ্ঞেস করল। 'বিশ্বাসই বা করছেন কেন?'

'যে-লোক আমাকে এসব বলেছে, তাকে অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া আমাকে সবকিছু খুলে বলার পরপরই তাকে খুন করা হয়েছে। কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি।'

'কে এই লোক?'

'লিও ভাদিম। কেজিবি-র প্রাক্তন ইনফরমেশন গ্যাদারার।'

কপালে ভাঁজ পড়ল রানার। ভাদিমের ব্যাপারে জানা আছে ওর। 'কর্নেল ভাদিম আপনাকে ফেনিসের ব্যাপারে বলেছে?'

'হ্যাঁ। বেসিক্যালি, ও নিজেও সংঘটার সদস্য ছিল। কাম অন, রানা। ভাল করে ভেবে দেখো, ড. ইভানোভিচকে কেন খুন করব আমি? তিনি আমার গুরু ছিলেন, বাবার মত সম্মান করতাম তাঁকে। আমি বরং তাঁর খুনির ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেটা পছন্দ হয়নি ফেনিসের। আমাকে মিথ্যে অভিযোগ ফাঁসিয়ে দিয়েছে, খুন করবার চেষ্টা করেছে। এরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, রানা। নিজেদের অস্তিত্ব লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রকমের সতর্ক। কাউকে থ্রেট মনে হলেই সরিয়ে দিচ্ছে দুনিয়া থেকে। গতকাল ওরাই তোমাকে খুন করবার জন্য হিট-টিম পাঠিয়েছিল। কারণ ওরা জানত, আমি তোমার সাহায্য নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

খবরটা হজম করার জন্য একটু সময় নিল রানা। কেন যেন অবিশ্বাস করতে পারছে না ও কুয়াশার কথা। একটু পর জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক কী বলেছে আপনাকে লিও ভাদিম?'

সংক্ষেপে মস্কোর সেই সন্ধ্যার কথা খুলে বলল কুয়াশা। শেষে যোগ করল, 'বুঝতেই পারছ, ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস।'

'অভিযোগ গুরুতর, তাতে সন্দেহ নেই,' মাথা ঝোঁকাল রানা। 'কিন্তু প্রমাণ কোথায়? বিভিন্ন দেশের সরকারে ফেনিসের লোক বসে আছে বলছেন, কিন্তু এসব কথা তো অতীতে বহুবার... বহু সংগঠনের ব্যাপারে শোনা গেছে। কখনোই খুব বেশি সত্যতা পাওয়া যায়নি।'

'অন্তত ফেনিসের ব্যাপারে সত্যতা পাওয়া যাবেও না। কেউ মুখ খোলার চেষ্টা করলেই তাকে সরিয়ে দিচ্ছে ওরা। জেনারেল ওয়ার্নার আর ড. ইভানোভিচ তার উজ্জ্বল প্রমাণ।'

'একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না—সরকারকে নাহয় জায়গামত লোক বসিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, টেরোরিস্টদেরকে কীভাবে করছে? এ-কথা বলবেন না যে, দুনিয়ার সমস্ত সন্ত্রাসীদেরকে ওরা সৃষ্টি করেছে।'

'তা বলছি না। তবে নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করা হচ্ছে, তা আন্দাজ করতে পারি। টাকা... টাকা দিচ্ছে ওরা সবাইকে। টেরোরিস্টরা টাকার উৎস নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় না, পেলেই খুশি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিনিময়ে জোগানদাতার কথাও শুনবে।'

'কিন্তু দুনিয়াজুড়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করে কী লাভ হচ্ছে ওদের?'

'আমার কোনও ধারণা নেই। ভাদিমও বলতে পারেনি। ও শুধু বলেছে, কর্সিকায় গেলে এর জবাব মিলতে পারে।'

'কর্সিকা? কেন?'

'ওখানে জন্ম হয়েছিল ফেনিসের...'

'হয়তো,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'কিন্তু আমি যদ্দূর জানি, চল্লিশের দশকে ছড়িয়ে পড়েছিল ওরা। টাকার বিনিময়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটাত; কন্ট্রাক্ট নিত লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, কিংবা বার্লিন থেকে—আন্তর্জাতিক ট্রাফিকের কেন্দ্রবিন্দু ওসব জায়গা। এখনও কর্সিকায় ওদের ঘাঁটি আছে বলে মনে হয় না আমার।'

'তারপরেও ওখানে কোনও না কোনও সূত্র থাকতে বাধ্য। কর্সিকার এক কাউন্টি... গিলবার্তে বারেমির হাতে জন্ম হয়েছিল সংঘটার। আজ পর্যন্ত এই একটা নামই নিশ্চিতভাবে জড়ানো গেছে ফেনিসের সঙ্গে। ওর সঙ্গী কারা ছিল? কোথায় গেছে ওরা? এসব কর্সিকায় গেলে জানা সম্ভব।'

'এ-কাজের জন্যই সাহায্য চাইছেন আমার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ফেনিসের ব্যাপারে তদন্ত করতে? ওদেরকে ঠেকাতে?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা।

'কেন সাহায্য করব আপনাকে, সেটা বলতে পারেন?' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'যা-ই ঘটাক ফেনিস, যত ষড়যন্ত্র-ই আঁটুক, আপনাকে... কিংবা আর যাকেই ফাঁসাক, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা কীসের?'

'মাথাব্যথাটা নিজের জন্যই হওয়া উচিত, রানা,' গম্ভীর গলায় বলল কুয়াশা। 'ওদের হিটলিস্টে এখন তোমার নামও উঠে

www.BanglaBook.org

গেছে। যতক্ষণ না ওদেরকে ধ্বংস করতে পারছ, ততক্ষণ কিছুতেই তোমার পিছু ছাড়বে না ফেনিস। কিন্তু না, এ-যুক্তি দেখিয়ে তোমাকে দলে টানতে চাই না আমি। আমি যুক্তি দেখাব মানবতার... ন্যায়ের। পুরো দুনিয়ার জন্য ফেনিস একটা অভিশাপ, রানা। তুমি-আমি ছাড়া ওদের বিপক্ষে দাঁড়াবার মত কেউ আর বেঁচে নেই এ-মুহূর্তে।'

'সারা দুনিয়ার জন্য লড়বেন আপনি? বিশ্বাস করি না।'

'কেন? আমি অমন লোক নই? বৃহত্তর স্বার্থে কিছু করতে পারি না আমি? আগে কখনও করিনি? নাকি সেসবের রেকর্ড নেই বিসিআইয়ের ফাইলে? হ্যাঁ, ব্যক্তিগত একটা স্বার্থ আছে আমার—ড. ইভানোভিচের খুনিদেরকে শাস্তি দিতে চাই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বাকি পৃথিবীর ব্যাপারে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই।'

কুয়াশার কণ্ঠের গভীরতা স্পর্শ করল রানাকে। বুঝতে পারল, বাগাড়ম্বর নয়, সত্যিই আন্তরিক মানুষটা। নীরব হয়ে গেল ও। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনার কথা বিশ্বাস করলাম আমি। কিন্তু সাহায্য করব কি না, সে-ব্যাপারে এখুনি কিছু বলতে পারছি না। আগে বিসিআই হেডকোয়ার্টারে কথা বলতে হবে আমাকে।'

'জানি,' কুয়াশা বলল। 'ফেনিসের বিরুদ্ধে কাজ করতে হলে বিসিআই-এর সাহায্য এবং অনুমতি... দুটোই প্রয়োজন হবে তোমার। ওরা আমাদের পিছনে থাকলে সুবিধেও পাওয়া যাবে হয়তো। সেজন্যেই সরাসরি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ না করে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম ওখানে।'

'একটু অপেক্ষা করুন,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা। 'প্লিজ, কোনও চালাকি নয়, আমার চোখ থাকবে আপনার উপর।' পায়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পায়ে পিছিয়ে রুমের একপ্রান্তে চলে গেল ও, কুয়াশার শ্রবণসীমার বাইরে। পকেট থেকে বের করে আনল নিজের সেলফোন। ডায়াল করল বিসিআই চিফের প্রাইভেট নাম্বারে। স্ক্র্যাম্বলড্ লাইন ওটা, কারও পক্ষে আড়ি পাতা সম্ভব নয়।

একবার মাত্র রিং হলো, তারপরেই শোনা গেল গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'ইয়েস?'

দিব্যচোখে রানা দেখতে পেল, প্রায়ান্ধকার রুমটায় বসে আছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরটা। কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এত দূর থেকেও যেন অনুভব করতে পারছে ও। পুরোটাই কল্পনা, তারপরেও বুকটা কেন যেন ঢিব ঢিব করতে থাকল। কোনোরকমে নার্ভাসনেসটা কাটিয়ে বলল, 'রানা, স্যর। সুসংবাদ আছে, কুয়াশা এখন আমার কবজায়।'

'ফরগেট কুয়াশা,' বললেন রাহাত খান, সিরিয়াস শোনাচ্ছে তাঁর গলা। 'কী ঘটেছে ওখানে, বলো তো? আমেরিকানরা এভাবে খেপে উঠেছে কেন?'

'খেপে উঠেছে?' দ্বিধান্বিত গলায় বলল রানা।

'হ্যাঁ। তোমার নামে হুলিয়া জারি করেছে এফবিআই। পুরস্কার ঘোষণা করেছে গ্রেফতার করবার জন্য।'

'কী! কেন?'

'বিশ্বাস করবে কি না জানি না,' তিক্ত গলায় বললেন রাহাত খান, 'জেনারেল গ্রেগরি ওয়ার্নারকে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে তোমার বিরুদ্ধে!'

'জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফকে?' চমকে উঠল রানা। এতক্ষণে বুঝতে পারল কুয়াশার কথার গুরুত্ব... পেল ফেনিসের ক্ষমতার প্রমাণ। 'এ-সব মিথ্যে, স্যর!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু কথা হলো, কেন ফাঁসাচ্ছে তোমাকে? কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছ তুমি?'

'কুয়াশা যে-ব্যাপারে আমার সাহায্য চাইছে, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে, স্যর।' ফেনিসের বিষয়ে সবকিছু খুলে বলল রানা।

'হুম!' রানা কথা শেষ হলে বললেন রাহাত খান। 'ব্যাপারটা সত্য বলেই মনে হচ্ছে। আমেরিকান আর রাশান সরকারের বড় বড় পদে ফেনিসের লোক আছে, নইলে তোমাকে বা কুয়াশাকে কিছুতেই ফাঁসাতে পারত না... তাও আবার একই কায়দায়। তোমাদেরকে সরাবার জন্য যে-রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা, তাতে তো আর কিছু ভাবা চলে না।'

'কী করব তা হলে, স্যর?'

'অফিশিয়ালি এ-মুহূর্তে তোমাকে কোনও অ্যাসাইনমেণ্ট দিতে পারি না আমি। কিন্তু নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য যে-কোনও পদক্ষেপ নেবার অধিকার তোমার আছে। তাতে যদি একটা গুপ্তসংগঠনের বিপক্ষে লড়তে হয়, লড়বে না?'

চিফের ইশারা বুঝে নেয়া কঠিন নয়। বলল, 'কুয়াশার ব্যাপারে কী করব, স্যর? যদি বলেন তো ওকে বাংলাদেশে পৌঁছে দিয়ে কাজে নামতে পারি।'

'তোমার কি সেরকমই ইচ্ছে?'

একটু দ্বিধায় পড়ে গেল রানা। শেষ পর্যন্ত সত্যি কথা বলল, 'না, স্যর। ও নির্দোষ। ফেনিসের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে যদি আমার পাশে থাকে, তা হলে সুবিধে হবে। সমস্যা একটাই—কাজ শেষে... মানে যদি শেষ করতে পারি আর কী... ও আবার গায়েব হয়ে যাবে।'

'ওটা ঠেকানো যায় না?'

'কী জানি, স্যর। জেলে পাঠানো হবে না, এ-ধরনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রতিশ্রুতি দিলে হয়তো বা আত্মসমর্পণ করবে। আমি শিয়োর না।'

'কুয়াশাকে জেলে পাঠানোর ইচ্ছে আমারও নেই। ওর মত প্রতিভাকে চোদ্দোশিকের পিছনে আটকে রাখলে দেশের কোনও উপকার হবে না। তারচেয়ে যদি ওকে শুধরে নিয়ে কাজের সুবিধে দেয়া যায়, তাতেই সবার লাভ।'

'তা হলে কী করব, স্যর?'

'ব্যাপারটা আপাতত তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি, রানা। বিসিআই-এর জন্য এ-মুহূর্তে কুয়াশার চেয়ে তোমার গুরুত্ব অনেক বেশি। মিথ্যে অভিযোগ নিয়ে তুমি পালিয়ে বেড়াও, তা চাই না আমরা কেউই। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য কী করবে, কাকে সঙ্গে নেবে, সেটা তোমার ব্যাপার।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যর।'

'আর হ্যাঁ, ফেনিসের খবর নেয়ার জন্য এখুনি কর্সিকায় যাবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। আগে আশপাশে খোঁজ নাও। আমেরিকায় যদি ওদের সামান্যতম চিহ্নও থাকে, সেটা জর্জ বলতে পারবে। এ-পরিস্থিতিতে সাহায্যও করতে পারবে ও। যোগাযোগ করো ওর সঙ্গে।'

ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির চিফ, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কথা বলছেন রাহাত খান, বুঝতে পারল রানা। জবাব দিল, 'ঠিক আছে, স্যর।'

'সাবধানে থেকো, এমআরনাইন,' বললেন রাহাত খান। 'শুভকামনা রইল।'

কথা শেষ করে ফিরে এল রানা।

'তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সুসংবাদ আছে,' হালকা গলায় মন্তব্য করল কুয়াশা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সুসংবাদ-দুঃসংবাদ... দুটোই।' বলল রানা। 'এফবিআই আমার নামে জেনারেল ওয়ার্নারের খুনি হিসেবে হুলিয়া জারি করেছে। আর উপায় নেই, ষড়যন্ত্রটার পিছনে কারা জড়িত, তা বের করতে হবে আমাকে। তাই আপনাকে সাহায্য করব আমি। কিন্তু এক শর্তে। আপনাকে কথা দিতে হবে, কাজটা শেষ হলে আমার সঙ্গে ফিরে যাবেন দেশে। আপনি একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, কুয়াশা... বাংলাদেশের জন্য অমূল্য এক সম্পদ। অন্যায়ের পথে ছোটাছুটি করে নিজেকে অপচয় করা মানায় না আপনাকে। চিফের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার—আপনি যদি নিজেকে শুধরে নেন, তা হলে গবেষণার জন্য সব ধরনের সাহায্য করব আমরা। আপনার সমস্ত ক্রিমিনাল রেকর্ড মুছে ফেলা হবে। বিসিআইয়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করবেন আপনি; যত ফাণ্ড লাগে, আমরা তা ম্যানেজ করে দেব। রাজি আছেন?'

'লোভনীয় প্রস্তাব,' স্বীকার করল কুয়াশা। 'কিন্তু তোমরা যে কথা রাখবে, তার গ্যারান্টি কী?'

'আমার উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে আপনাকে। একই কথা খাটে আমার বেলাতেও—আপনার মুখের কথায় আস্থা রাখতে হবে আমাকে। ভদ্রলোকের চুক্তি হবে আমাদের মধ্যে... ওয়ার্ড অভ অনার।'

মাথা নিচু করে একটু ভাবল কুয়াশা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমি রাজি। তবে ছোট্ট একটা শর্ত আমারও আছে—গবেষণা আমি নিজের ইচ্ছে অনুসারে করব। কোনও ধরনের তদারকি বা আদেশ-নির্দেশ দেয়া যাবে না।'

'অন্যায় কোনও আবদার না করলে বাধা পাবেন না।'

'যেমন?'

'মানুষকে গিনিপিগ বানানোর কথা বলছি। ওসব চলবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্যান্য গবেষকরা যেভাবে কাজ করে, সেভাবেই কাজ করতে হবে আপনাকে। প্রয়োজন হলে ল্যাব-অ্যানিমেলের উপর টেস্টিং চালাবেন।'

'যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব। আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'গুড,' সোফায় বসে পড়ল রানা। কুয়াশাকে ফিরিয়ে দিল ওর পিস্তল। 'এবার হাতের কাজটা নিয়ে মাথা ঘামানো যাক।'

'কর্সিকায় যাবার কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'না। ওটা পরে করলেও চলবে। আগে আমরা অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে দেখা করব। আমার বসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি, আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন। বিশ্বস্ত, এবং হাইলি কানেক্টেড মানুষ। আমেরিকায় ফেনিসের ব্যাপারে কোনও ক্লু থাকলে সেটা তাঁর কাছে পাওয়া যাবে।'

'নুমার ডিরেক্টরের কথা বলছ?' ভ্রূকুটি করল কুয়াশা। 'উনি একটা গবেষণাধর্মী সংস্থার প্রধান। ফেনিসের খবর উনি জানবেন কী করে?'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন শুধু নুমার ডিরেক্টর নন,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'একইসঙ্গে তিনি ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের চিফ এবং প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা। আর কিছু না হোক, আমাকে ফাঁসানোর পিছনে কে কলকাঠি নেড়েছে, তা বের করতে পারবেন। ওই লোকই ফেনিস পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবে আমাদেরকে।'

'মন্দ নয় আইডিয়াটা,' সায় দিল কুয়াশা। 'কখন দেখা করবে অ্যাডমিরালের সঙ্গে?'

'আজই। সকাল হোক, তারপর ফোন করব ওঁকে।'

'ততক্ষণ পর্যন্ত?'

'ভোর হতে দেরি নেই, খিদেও পেয়েছে। চলুন ব্রেকফাস্ট

www.BanglaBook.org

সেরে নিই।'

'বেশ,' ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। 'চা কিন্তু আমি বানাব!'

দশ

কেবিন থেকে সবচেয়ে কাছের ফোন-বুদটা তিন মাইল দূরে। কাঁচা রাস্তা ধরে একেবারে হাইওয়ে পর্যন্ত যেতে হয়। সেলফোনের বদলে ওটাকেই যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। এতে ওর অবস্থান ফাঁস হবার ঝুঁকি থাকে না। পুরনো টয়োটা সেডানটা চালিয়ে সকাল সাড়ে ন'টায় ওখানে গেল ও, রিং করল নুমা হেডকোয়ার্টারে, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের প্রাইভেট নাম্বারে।

কয়েকটা রিং হতেই সাড়া দিলেন অ্যাডমিরাল। রানার কণ্ঠ শুনে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'রানা! কোথায় তুমি?'

'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল। সেটা এ-মুহূর্তে জানাতে পারছি না।'

'হুম, বুঝতে পারছি। বড্ড ঝামেলার মধ্যে আছ তুমি, সিআইএ আর এফবিআই পাগলা কুকুর হয়ে গেছে তোমাকে বাগে পাবার জন্য।'

'ওদেরকে উস্কানি দিচ্ছে কে, সেটা জানেন?'

'উঁহুঁ। পরিস্থিতি গরম হয়ে আছে, তোমার প্রতি আমার দুর্বলতার কথা সবার জানা। নাক গলাবার সুযোগ পাচ্ছি না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তবে চোখ-কান খোলা রেখেছি। কিছু জানতে পারলেই বলব তোমাকে। আসলে ঘটছেটা কী, রানা?'

'বসের সঙ্গে কথা হয়নি আপনার?'

'ভোরবেলা ফোন করেছিল, কিন্তু বিস্তারিত ভেঙে বলেনি। তোমার কাছ থেকে জেনে নিতে বলেছে সব।'

'আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া প্রয়োজন, অ্যাডমিরাল। আজই। ফোনে সব কথা বলা যাবে না।'

'নিশ্চয়ই। কীভাবে দেখা করতে চাও?'

'সেটা পরে বলছি। তার আগে সামান্য খোঁজখবর নিতে হবে আপনাকে। ফেনিস নামে চল্লিশ দশকে একটা গুপ্তসংঘ ছিল, ওটার ব্যাপারে কিছু কি জানা আছে আপনার...'

সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, রাত ন'টায় দেখা করবেন অ্যাডমিরাল—*রক ক্রিক পার্ক*-এর পুবপাশে, মিসৌরি অ্যাভিনিউ-এর একজিট থেকে এক মাইল উত্তরে। গাড়ি রাখার একটা জায়গা আছে ওখানে, আরোহীরা পায়ে হাঁটা পথ ধরে পার্কের ভিতরে ঢুকতে পারে জায়গাটা থেকে। অ্যাডমিরাল জানিয়ে দিলেন, আসার আগে ফেনিস সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তথ্য জোগাড় করে আনবেন। প্রয়োজন ছিল না, তবু তাঁকে সতর্ক থাকার জন্য বলে দিল রানা।

দিনের বাকি সময়টা নিস্তরঙ্গভাবে কেটে গেল। কেবিনের মধ্যেই রইল রানা আর কুয়াশা। কথাবার্তা খুব একটা হলো না ওদের মধ্যে। এখনও পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ কাউকে। এত অল্প সময়ে দুই জগতের দু'জন মানুষের মধ্যে সেটা আসারও কথা নয়। বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাস অর্জনের জন্য এখনও অনেক পরীক্ষা দিতে হবে ওদের দুজনকে।

সারাটা দিন বুকশেলফ থেকে নানা ধরনের বই নামিয়ে পড়ল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুয়াশা। রানা বসে রইল রেডিও-র সামনে—কাঁটা ঘুরিয়ে একের পর এক স্টেশনের খবর শুনল। এক্সেলসিয়র হোটেল নিয়ে কোনও সংবাদ প্রচার হয় কি না, সে-দিকে নজর। হলো ঠিকই, কিন্তু খুবই গুরুত্বহীনভাবে। সাধারণ হত্যাকাণ্ড হিসেবে বিবরণ দিল সংবাদপাঠকরা, পুলিশের ধারণা ড্রাগ-রিলেটেড ক্রাইম। তিক্ত একটা হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ঘটনা ধামাচাপা দেয়ায় ফেনিসের জুড়ি নেই। তিন-তিনজন মানুষ খুন হয়েছে হোটেলে, তারপরেও কোনও রকম আলোড়ন সৃষ্টি হতে দেয়নি!

বিকেল চারটের দিকে নদীর ধারে হাঁটতে বেরুল রানা। কুয়াশাকে ডাকল সঙ্গে যাবার জন্য, কিন্তু রাজি হলো না সে। অগত্যা একাই বেরুতে হলো ওকে। ফিরে এল ঘণ্টাখানেক পর।

রানাকে কেবিনে ঢুকতে দেখে এগিয়ে এল কুয়াশা। বলল, 'একটু আগেভাগেই রক ক্রিক পার্কে চলে গেলে কেমন হয়? জায়গাটা সার্ভে করে রাখা যাবে, আমাদের অজান্তে কেউ অ্যামবুশ পেতে বসে থাকতে পারবে না।'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে অবিশ্বাস করবার প্রশ্নই ওঠে না,' মাথা নাড়ল রানা।

'আমি ওঁর কথা বলছি না। যাদের কাছ থেকে ভদ্রলোক ফেনিসের খোঁজখবর নিচ্ছেন, তাদের কথা বলছি। কীভাবে বুঝব, ওদের কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না?'

'আমাদের সঙ্গে যে দেখা করতে আসবেন, সেটা কাউকে বলবেন না অ্যাডমিরাল,' আশ্বস্ত করল রানা। 'তবে সতর্ক থাকলে ক্ষতি নেই। ঠিক আছে, পনেরো মিনিটের মধ্যেই রওনা হব আমরা। রাস্তায় একটা ডাইনার পড়বে, ওখানে ডিনার সেরে নেয়া যাবে।'

কথামত বেরিয়ে পড়ল ওরা। লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে সাড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাতটা নাগাদ পৌঁছুল রক ক্রিক পার্কের সীমানায়, পার্কিং এরিয়ায়। জায়গাটা শূন্য, আর কোনও যানবাহন নেই। গাড়ি থেকে নেমে পার্কের ভিতর ঢুকে পড়ল দু'জনে। দু'ভাগ হয়ে গিয়ে আশপাশের অনেকখানি এলাকা ভালমত তল্লাশি করল। তবে কোনও মানুষের দেখা পেল না। আজ সন্ধ্যায় বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, সম্ভবত এ-কারণেই পার্কের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেনি কেউ।

এক ঘণ্টা পর পূর্ব-নির্ধারিত একটা স্পটে আবার মিলিত হলো দু'জনে। রিপোর্ট দেবার ভঙ্গিতে কুয়াশা জানাল, 'কিচ্ছু দেখিনি আমি। পুরো এলাকা একেবারে ফাঁকা।'

'হুম, আমারও একই কথা,' ঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বোলাল রানা। 'সাড়ে আটটা বেজে গেছে। আমি গাড়ির কাছে যাচ্ছি, আপনি এখানেই থাকুন। অ্যাডমিরাল এলে প্রথমে আমি কথা বলব। তারপর সঙ্কেত দেব আপনাকে।'

'কীভাবে? পার্কিং লট এখান থেকে অন্তত দুইশ' গজ দূরে।'

'ম্যাচ জ্বালব একটা।'

'গুড আইডিয়া।'

পার্কিং এরিয়ার দিকে হাঁটতে শুরু করল রানা।

ন'টা বাজার দু'মিনিট বাকি থাকতেই হাইওয়ে একজিট ধরে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের লিমাজিনকে। ধীর গতিতে পার্কিং এরিয়ায় ঢুকল বিশাল গাড়িটা, রানার গাড়ির বিশ ফুট তফাতে পৌঁছে থেমে গেল। ড্রাইভিং সিটে শোফার আছে দেখে একটু তটস্থ হয়ে গেল রানা—একজন সঙ্গী নিয়ে এসেছেন অ্যাডমিরাল; তবে মানুষটাকে চিনতে পেরে কেটে গেল ভয়। নাম চার্লি, প্রাক্তন মেরিন সার্জেন্ট—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে গত দশ বছর ধরে আছে। শুধু শোফার নয়,

www.BanglaBook.org

নুমা চিফের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীও সে। রানার সঙ্গে ভাল পরিচয় আছে। সৎ এবং বিশ্বস্ত বলেই তাকে জানে রানা।

ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা, এগিয়ে গেল লিমাজিনের দিকে। ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে পিছনের দরজার কাছে গেল চার্লি। হাতে একটা ফ্ল্যাশলাইট রয়েছে তার, এক মুহূর্তের জন্য সেটা জ্বেলে আলো ফেলল এগোতে থাকা ছায়ামূর্তির মুখে। তারপর আবার নিভিয়ে ফেলল। ভাল করেই চেনে সে রানাকে।

'হ্যালো, চার্লি!' কাছে গিয়ে বলল রানা।

'নাইস টু মিট ইউ, মি. রানা,' মুখে সৌজন্যসূচক হাসি ফুটিয়ে বলল চার্লি। 'অনেকদিন পর দেখছি আপনাকে।'

'হ্যাঁ। নাইস টু মিট ইউ।'

'অ্যাডমিরাল আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' পিছনের দরজা খুলে ধরল চার্লি।

'জানি। একটা কথা... কয়েক মিনিট পর গাড়ি থেকে নেমে আমি একটা ম্যাচ জ্বালব। ওটা আসলে সঙ্কেত... পার্কের ভিতর থেকে আরেকজন এসে যোগ দেবে আমাদের সঙ্গে।'

'কোনও অসুবিধে নেই। অ্যাডমিরাল আমাকে জানিয়েছেন, আপনারা দু'জন থাকবেন এখানে।'

'আমি আসলে তোমার সিগারেট খাওয়ার অভ্যেসের কথা বলছি, চার্লি। আমি বেরুনোর আগে সিগারেট ধরিয়ো না। ম্যাচ জ্বলতে দেখলে ভুল সঙ্কেত পাবে আমার সঙ্গী। অ্যাডমিরালের সঙ্গে একান্তে কিছুটা সময় চাই আমার।'

'আমি যে সিগারেট খাই, সেটা মনে আছে আপনার?' একটু অবাক হয়ে বলল চার্লি। 'স্মরণশক্তি বটে! সতর্ক করে দিয়ে ভাল করেছেন। আমি সত্যিই একটা ধরাবার কথা ভাবছিলাম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সরি, একটু অপেক্ষা করতে হবে।' বলে লিমাজিনের পিছনের সিটে উঠে পড়ল রানা, হাত দিয়ে টেনে বন্ধ করে দিল দরজা।

গম্ভীর মুখে বসে আছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। হাতে জ্বলন্ত সিগার। ওকে দেখতে পেয়ে চোখদুটো একটু উজ্জ্বল হলো, হাত মেলালেন আন্তরিক ভঙ্গিতে।

'আর ইউ ও.কে., মাই সান?' রানার ঘাড়ের ব্যাণ্ডেজ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'সিরিয়াস কিছু না,' জানাল রানা। তারপর বিব্রত কণ্ঠে যোগ করল, 'সরি, অ্যাডমিরাল। আপনাকে আবার ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি...'

'কীসের ঝামেলা?'

'ইয়ে... দু'দিন পর পর একেকটা বিপদে পড়ি, আর সাহায্য চাই আপনার... নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হন আপনি?'

'কী যে বলো না! আমার জন্য, নুমার জন্য... এমনকী সারা দুনিয়ার জন্য তুমি অতীতে যতকিছু করেছ, তার তুলনায় তোমার জন্য কী-ই বা করতে পেরেছি আমি? থাক্, বাদ দাও ওসব। কাজের কথায় এসো। কুয়াশা কোথায়?'

'পার্কের ভিতরে অপেক্ষা করছে, আমি সিগন্যাল দিলে আসবে। চারপাশে নজর রাখছে ও, খানিক আগে পুরো এলাকায় তল্লাশিও চালিয়েছি আমরা।'

'ওসবের কোনও দরকার ছিল?'

'আপনার ফোনে আড়ি পাতা হতে পারে। রিস্ক নিতে চাইনি আমরা।'

'আমার টেলিফোনে কেউ আড়ি পাততে পারে না, রানা। স্পেশ্যালি এনক্রিপ্টেড লাইন ওটা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা-ও... সতর্ক থাকা ভাল না? এবার কাজের কথা। কিছু জানতে পেরেছেন আপনি?'

'ফেনিস সম্পর্কে?' সিটে হেলান দিয়ে সিগারে টান দিলেন অ্যাডমিরাল। 'না... এবং হ্যাঁ। না বলছি এই অর্থে যে, গোটা আমেরিকার কোনও ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কের গত পঞ্চাশ বছরের ডেটাবেজে সংঘটার উল্লেখ নেই। প্রেসিডেন্ট আমাকে গ্যারান্টি দিয়েছেন এর, তাঁকে বিশ্বাস করি আমি। ফেনিসের কথা শুনে উনি বরং চমকে গেছেন, চাইছিলেন ব্যাপারটার তদন্ত করার জন্য এখুনি ব্যবস্থা নিতে। আমি বুঝিয়ে-শুনিয়ে নিরস্ত করেছি তাঁকে। যদি প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ কেউ সত্যিই ফেনিসের চর হয়ে থাকে, তা হলে তাঁর জীবনসংশয় দেখা দেবে। এ-মুহূর্তে ও-ধরনের ঝুঁকি নেয়া যায় না।'

'আমার ব্যাপারে কিছু বলেছেন প্রেসিডেন্টকে?'

'চেষ্টা করেছি বলার, কিন্তু সুবিধে করতে পারিনি। এফবিআই নাকি অকাট্য প্রমাণ পেয়েছে তোমার অপরাধের, প্রেসিডেন্ট তাই কোনও রকমের তদবির শুনতে রাজি নন।'

'হুম। ফেনিসের ব্যাপারে *হ্যাঁ*-ও তো বললেন, সেটা কী?'

'হার্ড এভিডেন্স নেই, কিন্তু ভাসা ভাসা কিছু আভাস পেয়েছি সংঘটার। ইন্টেলিজেন্স জগতের সবচেয়ে পুরনো পাঁচজন মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। ওদের মধ্যে তিনজন ফেনিস সম্পর্কে জানে, সংঘটা আবার উদয় হয়েছে শুনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ওরা, ওদেরকে প্রতিহত করার জন্য আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতে চেয়েছে। কিন্তু বাকি দু'জনের প্রতিক্রিয়া একেবারে অন্যরকম—ফেনিসের নাম-ই নাকি শোনেনি ওরা। ব্যাপারটা একেবারে অবিশ্বাস্য—নিরেট তথ্যপ্রমাণ না থাকতে পারে, অন্তত নাম তো জানা থাকার কথা। একটু খোঁচাখুঁচি করতেই রীতিমত

www.BanglaBook.org

দুর্ব্যবহার করেছে ওরা আমার সঙ্গে। খুবই অদ্ভুত আচরণ। বন্ধু মনে করতাম ওদের দু'জনকে, অথচ ফেনিসের প্রসঙ্গ তোলায় আমার প্রতি অসৌজন্য দেখাতে বাধল না ওদের!'

'এই দু'জনের নাম দিতে পারেন আমাকে?'

'নিশ্চয়ই...' বলতে বলতে ভুরু কুঁচকে উঠল অ্যাডমিরালের। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে লিমাজিনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা—গাছপালার ফাঁক দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক দিয়ে উঠছে আলো। একের পর এক ম্যাচের কাঠি জ্বালছে কেউ।

কপালে ভাঁজ পড়ল রানার—ম্যাচ জ্বেলে সঙ্কেত দেবার কথা ওর, কুয়াশা জ্বালছে কেন? ভাল করে তাকাতেই একটা ছন্দ লক্ষ করল আলোর মধ্যে—মোর্স কোড! তাতে উল্লেখ করা হচ্ছে একটা মাত্র শব্দ—*বিপদ!*

ঝট্ করে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দিকে ফিরল রানা।

'কী হয়েছে?' নুমা চিফের চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি।

'আপনার ফোন লাইনটা আসলে কতখানি নিরাপদ, অ্যাডমিরাল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট!' জোর কণ্ঠে জানালেন হ্যামিলটন। 'কেউ আড়ি পাতার চেষ্টা করলেও সেটা জানতে পারি আমি।'

সুইচ টিপে জানালার কাঁচ নামাল রানা। ডাকল শোফারকে, 'চার্লি, এদিকে এসো।' কাছে এলে জানতে চাইল, 'তোমাদেরকে কেউ ফলো করেছে?'

'না, মি. রানা,' মাথা নাড়ল চার্লি। 'পিছনে সারাক্ষণ একটা চোখ রেখেছি আমি। অ্যাডমিরাল সতর্ক করে দিয়েছিলেন। গাছের ওখানের ম্যাচ জ্বালছে কে? আপনার বন্ধু নাকি?'

'হ্যাঁ। ওর ধারণা, আমরা ছাড়াও আরও লোক হাজির হয়েছে এখানে।'

www.BanglaBook.org

'অসম্ভব!' বলে উঠলেন হ্যামিলটন। 'কেউ ফলো করেনি আমাদেরকে, এই মিটিঙের খবরও ফাঁস হবার উপায় ছিল না। যদি কেউ এখানে এসে থাকে, সেটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আফটার অল, এটা একটা পাবলিক পার্ক।'

'কিছু মনে করবেন না, স্যর, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। কোনও হেডলাইট দেখিনি আমরা, গাড়িও দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। যে-ই এসে থাকুক, নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। পার্কে বেড়াতে আসা সাধারণ মানুষের আচরণ নয় ওটা।'

'কিন্তু কীভাবে পৌঁছুল এখানে?'

'ফলো করার অনেক টেকনিক আছে। আপনার গাড়িতে কোনও ধরনের হোমিং ডিভাইস ফিট করা হয়েছে কি না, রওনা হবার আগে সেটা চেক করে দেখেছেন?'

'গুড গড!' আঁতকে উঠলেন হ্যামিলটন। 'এখন কী করা?'

দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা। চার্লিকে বলল, 'গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করো। আমি হোমিং ডিভাইস সরাবার ব্যবস্থা করছি। তারপর সবাই কেটে পড়ব এখান থেকে। পার্কিং লট থেকে বেরুনোর সময় উত্তরদিকের রাস্তার পাশে একটু থেমো।'

'আপনার বন্ধুর কী হবে?'

'ওর জন্যেই থামতে বলছি। দরজা খুলে ধরব আমি, ও যাতে দৌড়ে এসে উঠে পড়তে পারে গাড়িতে।'

'এক মিনিট, মি. রানা,' বাধা দিয়ে বলল চার্লি। 'বিপদ যদি দেখা দেয়, কারও জন্য থামব না আমি। না আপনার জন্য... না আপনার কোনও বন্ধুর জন্য। একটাই দায়িত্ব আমার: অ্যাডমিরালকে রক্ষা করা। অন্য কারও জন্য ঝুঁকি নেয়া সাজে না আমার।'

'তর্ক কোরো না, চার্লি!' গরম গলায় বলল রানা। 'যা করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলছি, ভেবে-চিন্তেই বলছি।'

'ওর কথা শোনো, চার্লি!' বলে উঠলেন হ্যামিলটন।

'ইয়েস, স্যর। আপনি যা বলেন।'

তাড়াতাড়ি লিমাজিনের পিছনে গিয়ে শুয়ে পড়ল রানা, ঢুকে গেল গাড়ির তলায়। হোমিং ডিভাইস ফিট করার জন্য ট্রাঙ্কের তলার অংশটাই সবচেয়ে আদর্শ। চার্লির ফ্ল্যাশলাইটটা নিয়ে এসেছে, ওটা জ্বেলে খুঁজতে শুরু করল জিনিসটা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই গর্জে উঠল ইঞ্জিন, ড্রাইভিং সিটে উঠে কথামত স্টার্ট দিয়েছে চার্লি। শব্দটা হবার সঙ্গে সঙ্গে নরক ভেঙে পড়ল চারপাশে।

অন্ধকার ভেদ করে শক্তিশালী একটা আলোকরশ্মি আছড়ে পড়ল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের বিশাল গাড়িটার উপর। পরমুহূর্তে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গর্জে উঠল মেশিনগান। রানা তখনও হোমিং ডিভাইসটা খুঁজে পায়নি; দু'পাশে গাড়ির পিছনের চাকার কর্কশ আওয়াজ শুনল, হুট করে লিমাজিনটা সরে গেল ওর শরীরের উপর থেকে। গুলির প্রথম ধারায় এরই মধ্যে ওটার ডানপাশের কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। শরীরে সৃষ্টি হয়েছে বেশ ক'টা ফুটো।

উন্মুক্ত পার্কিং লটের মাঝখানে চিৎ হওয়া অবস্থায় নিজেকে নাঙ্গা মনে হলো রানার। আত্মরক্ষার উপায় নেই, এই বুঝি বুলেটের মুষলধারা ওকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। আততায়ী যে-ই হোক, লিমাজিনকে ঠেকানো তার প্রধান লক্ষ্য; ক্রমাগত গুলি ছুঁড়ছে গাড়িটাকে টার্গেট করে।

নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভঙ্গিতে লিমাজিনকে এদিক-ওদিক দোল খেতে দেখল রানা, মুখ ঘুরিয়ে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য চার্লি যুদ্ধ করছে স্টিয়ারিং হুইল নিয়ে। শেষ পর্যন্ত তীক্ষ্ণ

www.BanglaBook.org

একটা চক্কর খেয়ে ঘুরে গেল বটে, কিন্তু কর্কশ শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। হেডলাইটের আলোয় দু'জন মানুষকে গাড়ির দিকে ছুটে আসতে দেখল রানা, হাতে অটোমেটিক রাইফেল। দেরি করল না ও, গড়ান দিয়ে ফায়ারিং পজিশনে গেল, সিগ-সাওয়ার তাক করে নিমেষে গুলি ছুঁড়ল লোকদুটোকে লক্ষ্য করে।

ভারী বুলেটের আঘাতে ছুটন্ত অবস্থায় হুমড়ি খেল দুই খুনি, মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল কংক্রিটের উপর। অক্কা পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

আরেকদফা গুলিবর্ষণ করল মেশিনগান—দাঁড়িয়ে থাকা লিমাজিনের বামপাশের কাঁচ এবার গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল। চেসিসটা মোরব্বার মত গর্ত হয়ে যেতে বসেছিল, কিন্তু পিস্তলের একটা সিঙ্গেল শটের শব্দ শোনা গেল, পরমুহূর্তে থেমে গেল মেশিনগানের গর্জন।

ঘাড় ফিরিয়ে গুলির উৎসের দিকে তাকাল রানা। কুয়াশা ছুটে আসছে ওদিক থেকে। চেঁচিয়ে বলল, 'ব্যাটাকে ঘায়েল করেছি আমি, রানা। তবে আরও লোক আছে ওদের। আমাদের গাড়িটা নিয়ে এসো! পালাতে হবে আমাদেরকে।'

ওর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন দূর থেকে ভেসে এল উত্তেজিত চেঁচামেচির আওয়াজ। একটা গাড়ির ইঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল কোথাও।

ফ্যাল ফ্যাল করে বিধ্বস্ত লিমাজিনের দিকে তাকাল রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন... কী অবস্থা ওঁর?

রানার মনের কথা পড়তে পারছে কুয়াশা। বলল, 'আমি দেখছি অ্যাডমিরালকে। তুমি গাড়ি নিয়ে এসো।'

দু'দিকে ছুটল দু'জনে—কুয়াশা লিমাজিনের দিকে, রানা ওদের গাড়ির দিকে। কপাল ভাল, ওটা এখনও অক্ষত আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইঞ্জিন চালু করে সবেগে আগে বাড়ল, ব্রেক কষল লিমাজিনের পাশে এসে। খুলে দিল দরজা।

লিমাজিন থেকে ধরাধরি করে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে বের করে আনল কুয়াশা আর চার্লি। জ্ঞান হারিয়েছেন নুমা চিফ, সারা শরীর রক্তাক্ত, গুলি লেগেছে নিঃসন্দেহে; আঘাত কতটা গুরুতর, তা বোঝা যাচ্ছে না। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো চার্লি অনেকটাই অক্ষত, ভাঙা কাঁচের টুকরোয় শরীরের বিভিন্ন জায়গা কেটে যাওয়া ছাড়া আর কিছু হয়নি। মেশিনগানের সমস্ত গুলি লিমাজিনের প্যাসেঞ্জার সিট লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছে, শোফারকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি আততায়ী।

গাড়ির পিছনের সিটে অ্যাডমিরাল-সহ চার্লিকে উঠিয়ে দিল কুয়াশা। নিজে বসল রানার পাশে। নিচু গলায় বলল, 'মুভ! ভদ্রলোককে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

ঘাড় ফেরাল রানা, আর ঠিক সেই সময় ঝোপ-ঝাড় ফুঁড়ে পার্কিং লটে বেরিয়ে এল দুটো মার্সিডিজ। এক সেকেণ্ডের বেশি দেখল না ও, হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে মেঝের সাথে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল পার্কিং লট থেকে। ছুটতে শুরু করল হাইওয়ে ধরে

বামদিকের রিয়ারভিউ মিররে তাকাল রানা। মার্সিডিজ দুটো পিছু নিয়েছে, মাত্র তিনশো মিটার দূরে ওগুলো। পরমুহূর্তে দৃশ্যটা চুরমার হয়ে গেল একঝাঁক বুলেট ছুটে এসে আয়নার কাঁচ গুঁড়িয়ে দেয়ায়।

'মেঝের সাথে সেঁটে থাকো!' চার্লির উদ্দেশে চিৎকার করল রানা।

সিটের সামনে, মেঝের উপর অ্যাডমিরালকে নিয়ে কুণ্ডলী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাকাল চার্লি। আহত মানুষটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

সামনের সিটে কুঁকড়ে যতটা সম্ভব ছোট হয়ে গেছে কুয়াশা। 'এটার টপ স্পিড কত?' জানতে চাইল ও।

'পুরনো আমলের টয়োটা... আশি-নব্বুইয়ের উপরে যাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।' জবাব দিল রানা। 'কেন, পিছনের ওগুলো কী?'

ঝট করে ঘুরল কুয়াশা, দরজার উপর ঝুঁকে উঁকি দিল পিছনে। 'সামনে থেকে দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কোন্ মডেলের মার্সিডিজ, তবে সম্ভবত থ্রি হাণ্ড্রেড এস.ডি.এল.।'

'ডিজেল?'

'টার্বো চার্জড ডিজেল, ঘণ্টায় দুশো বিশ কিলোমিটার ছুটতে পারে।'

পায়ের চাপ দিয়ে মেঝের সাথে সেঁটে ধরল রানা ক্লাচ। গিয়ার বদলে পাঁচ নম্বরে দিল। 'নাগালের বাইরে থাকার চেষ্টা করব। আপনি গুলি ছুঁড়ে ওদেরকে পিছাতে বাধ্য করুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে জানালা দিয়ে শরীর বের করে দিল কুয়াশা। এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ল একটা মার্সিডিজকে লক্ষ্য করে। মাজল্ থেকে মাত্র পাঁচটা বুলেট বেরুল, অ্যামুনিশন ক্লিপ খালি হয়ে গেছে। আরেকটা ক্লিপের সন্ধানে পকেট হাতড়াতে শুরু করল, কিন্তু পেল না। ছোটাছুটির সময় নিশ্চয়ই পড়ে গেছে পার্কে।

'আমার অ্যামিউনিশন শেষ,' জানাল ও।

এক হাতে সিগ-সাওয়ারটা বাড়িয়ে ধরল রানা। 'গুলিতে কাজ হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওরা পাল্টা গুলি করছে না কেন, বুঝতে পারছি না। বোধহয় অ্যামিউনিশন বাঁচাচ্ছে।'

'উঁহুঁ, আমাদেরকে মাঝখানে রেখে স্যাণ্ডউইচ তৈরি করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাইছে,' বলল রানা। 'যাতে মিস না করে।' রাস্তার দিকে চোখ, তবে মাথার ভিতর পালানোর পথ খোঁজার কাজ চলছে দ্রুত। 'বুঝেশুনে ফায়ার করুন। স্পেয়ার ক্লিপ নেই আমার কাছে। চার্লি, তোমার কাছে পিস্তল আছে?'

'সরি, মি. রানা,' জানাল অ্যাডমিরালের শোফার কাম দেহরক্ষী। 'তাড়াহুড়োয় আমারটা লিমাজিনের গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে ফেলে এসেছি।'

'কী করা যায় তা হলে?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

আসার আগে এই এলাকার ম্যাপ স্টাডি করে এসেছে রানা। স্মরণ করল কী দেখেছে। বলল, 'সামনে একটা স্কি-রিসোর্ট পড়বে। ট্রেইল পাবো রাস্তার পাশে, স্কি রান-এর চূড়ায় উঠে গেছে। পিছনের ওদেরকে যদি কিছুটা সময় আটকে রাখা যায়, তা হলে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে যেতে পারব। গাছপালার ভিতর দিয়ে বেশি জোরে ছুটতে পারবে না ওরা, হয়তো পালাতে পারব ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে। হাইওয়েতে থাকলে বাঁচার কোনও আশা নেই।'

'সামনে কতদূর?'

'পরের বাঁকের কাছাকাছি'

'কিন্তু হাইওয়ে ছাড়লে আমাদের স্পিডও কমবে,' বলল কুয়াশা। 'উল্টো বিপদ দেখা দেবে না তো?'

'এরচেয়ে ভাল কোনও আইডিয়া থাকলে বলতে পারেন।'

পিছনদিকে তাকাল কুয়াশা। মাত্র পঁচাত্তর মিটার দূরে শত্রুরা, দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে কমছে। বুঝতে পারল, আর কোনও বিকল্প নেই। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, রানা। তোমার প্ল্যানই ফলো করব আমরা। গাড়িকে একটা সরলরেখায় ধরে রাখো, আমি দেখছি ওদের কতটা ক্ষয়ক্ষতি করা যায়।'

www.BanglaBook.org

এগারো

খোলা জানালা দিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গের প্রায় পুরোটাই বের করে দিল কুয়াশা। শরীর ঘুরিয়ে মুখোমুখি হলো সামনের মার্সিডিজের, স্থির হাতে সিগ-সাওয়ার তাক করল ওটার দিকে। নিশানা ঠিক করেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করল যন্ত্রের মত। এক সারিতে উইণ্ডশিল্ডের এক মাথা থেকে অন্যমাথা পর্যন্ত বুলেট ঢোকাচ্ছে।

ব্রেকে চাপ দিল মার্সিডিজের ড্রাইভার, বন বন করে হুইল ঘোরাল লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে যাবার জন্যে, মাথাও নামিয়ে ফেলল। রিঅ্যাকশনটা যথেষ্ট দ্রুত হলো না, হাজারটা টুকরো হয়ে গেল উইণ্ডশিল্ডের কাঁচ, ছড়িয়ে পড়ল গাড়ির ভিতরে। দ্বিতীয় মার্সিডিজের ড্রাইভার ঠিক পিছনেই ছিল; সামনে কী ঘটছে, দেখতে পায়নি। প্রথম গাড়ির টেইললাইট হঠাৎ করে লাল হয়ে উঠতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে। পিছনে থেকে প্রথম মার্সিডিজকে ধাক্কা দেয়ার সময় অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, দেখল ধাক্কা খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে গাড়িটা, চোখের পলকে উল্টো দিকে অর্থাৎ তার দিকে মুখ করল সেটা। থেমে গেল দুটো গাড়িই।

'কাজ হয়েছে!' খুশি-খুশি গলায় বলল কুয়াশা। শরীর ঢুকিয়ে নিল টয়োটার ভিতরে।

নির্বিকার রইল রানা। বলল, 'শক্ত হোন, বাঁকের কাছে এসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়েছি।'

স্পিড কমাল ও, সরু একটা তুষার ঢাকা পথে ঘুরিয়ে নিল টয়োটাকে। পথটা আঁকাবাঁকা, একের পর এক সরু বাঁক, তারপর আবার চওড়া হয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে পাহাড়ের চূড়ায়।

পিচ্ছিল, অমসৃণ পথ। ভারী গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ইঞ্জিনের উপর খুব ধকল যাচ্ছে। স্প্রিংবহুল চেসিস ঝাঁকি খাচ্ছে অনবরত। একবার ডান, পরক্ষণে বামে কাত হয়ে পড়ছে টয়োটা, ঘন ঘন। হঠাৎ একবার প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল গাড়ি, রানার মনে হলো চারটে চাকাই শূন্যে লাফ দিয়েছে। মাটিতে নামার পর একদিকে এত বেশি কাত হয়ে গেল, প্রায় উল্টে যাচ্ছিল। ওদের ভাগ্যের জোরে সিধে হলো আবার। ছ'মিনিট পর জঙ্গলটাকে পিছনে ফেলে এল ওরা। রাস্তার দু'ধারে এখন বড়বড় বোল্ডার আর গভীর তুষার।

বনেটের ভিতর থেকে বাষ্প উঠছে, আগেই দেখেছে রানা। টেমপারেচার গজের কাঁটাও উঠে গেছে 'হট' লেখা ঘরে। 'গাড়ির অবস্থা কাহিল, কুয়াশা,' জানাল ও। 'যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।'

'আরও বড় বিপদ দেখা দিয়েছে,' শুকনো গলায় বলল কুয়াশা। 'পিছনের বন্ধুরা ফিরে এসেছে।'

এত ব্যস্ত ছিল রানা, অনুসরণকারীদের খবর রাখার সময় পায়নি। দুর্ঘটনা সামলে নিয়ে দুটো মার্সিডিজই আবার নতুন উদ্যমে টয়োটাকে ধাওয়া শুরু করেছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবারও অবসর পেল না ও—এক ঝাঁক বুলেটের আঘাতে গুঁড়িয়ে গেল রিয়ার উইণ্ডো, সামনের উইণ্ডশিল্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেল ঝাঁকটা। চোখের সামনে তিনটে ফুটো দেখতে পেল রানা, কিনারাগুলো এবড়োথেবড়ো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ধ্যাৎ!' বিরক্ত কণ্ঠে বলল কুয়াশা।

চুলের কাঁটার মত তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল রানা, গাড়ি সিধে করার সময় চুরি করে তাকাল ধাওয়ারত মার্সিডিজগুলোর দিকে। দৃশ্যটার মধ্যে বিপদের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে।

সামনের মার্সিডিজ এঁকেবেঁকে ছুটে আসছে। টয়োটার চাকা তুষারের ওপর গভীর গর্ত তৈরি করেছে, সেই গর্তের ফাঁদে পড়ার কোনও ইচ্ছে নেই ড্রাইভারের, উন্মাদের মত সারাক্ষণ হুইল ঘোরাচ্ছে সে। প্রতিটি বাঁকে পিছলে রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করছে না।

যা দেখল, মোটেও খুশি হতে পারল না রানা। মাঝখানের দূরত্ব দ্রুত কমছে। ওরা মাত্র পঞ্চাশ মিটার পিছনে। পছন্দ হলো না অটোমেটিক রাইফেল হাতে লোকটাকেও, সামনের মার্সিডিজের ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ফাঁক দিয়ে ব্যারেল বের করে ওদের দিকে লক্ষ্যস্থির করার চেষ্টা করছে সে।

'গেট ডাউন!' চেঁচাল রানা, হুইলের নীচে মাথা লুকাল, ড্যাশবোর্ডের কিনারা দিয়ে কোনও রকমে দেখতে পাচ্ছে সামনের রাস্তা।

কথাটা মুখ থেকে বেরুতে যা দেরি, টয়োটার গায়ে আঘাত করল এক ঝাঁক বুলেট। গাড়ির ট্রাঙ্কের ডালা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে গেল। পরের ঝাঁকটা ফুটো করল ছাদকে। নিজের অজান্তেই মাথা আরও নামিয়ে নিল রানা। পিছনের দরজা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল কজাগুলো, দরজাটাও উড়ে গেল বাতাসে ডানা মেলে। একটা গাছের সাথে ঘষা খেলো টয়োটা। বৃষ্টির মত ঝরল কাঁচের টুকরো। গা জ্বালাপোড়া অনুভব করল রানা, উপলব্ধি করল—ভাঙা কাঁচের আঘাতে কেটে গেছে শরীরের বিভিন্ন জায়গা। কুয়াশারও একই দশা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সবাই ঠিক আছেন?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'আমাদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না,' উত্তেজিত গলায় বলল কুয়াশা। 'ড্রাইভিঙে মন দাও।'

টয়োটার রেডিয়েটর থেকে বাষ্প এবার সশব্দ প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ইঞ্জিনের শক্তি কমছে, টের পেল রানা। সামনে শেষ বাঁক, তারপর চূড়া। গাড়িটাকে ঘোরানোয় মন দিল ও। পিছনের বাম্পারে প্রায় সেঁটে আছে প্রতিপক্ষরা।

অতিরিক্ত উত্তাপে ইঞ্জিনের বেয়ারিংগুলো চিৎকার করছে। আরও এক ঝাঁক বুলেট বামদিকের পিছনের ফেণ্ডার গুঁড়িয়ে দিল, চ্যাপ্টা করে দিল টায়ারটাকে। টয়োটার পিছনের অংশ রাস্তা থেকে নেমে যেতে চাইছে, ধরে রাখার জন্যে হুইলের সাথে যুদ্ধ করছে রানা। দু'পাশে অসংখ্য বোল্ডার, গাড়ি ধাক্কা খেলে ছাতু হয়ে যাবে আরোহীরা।

হুডের নীচ থেকে নীল ধোঁয়া বেরুতে দেখে রানা বুঝল, মারা যাচ্ছে টয়োটা। রাস্তার কিনারায় পড়ে থাকা একটা পাথরকে এড়াতে পারেনি ও, অয়েল প্যানে খোঁচা লাগায় গর্ত তৈরি হয়েছে, ইঞ্জিনের নীচ থেকে ঝর-ঝর করে ঝরছে তেল। অয়েল প্রেশার গজ দ্রুত শূন্যের ঘরে নেমে এল। পাহাড়চূড়ায় পৌঁছুনোর আশা ত্যাগ করাই ভাল।

পিছলানো চাকা নিয়ে সামনের মার্সিডিজ শেষ বাঁকটা ঘুরতে শুরু করল। টয়োটার হুইল শক্ত করে ধরে অনবরত ঘোরাচ্ছে রানা। ধাওয়ারত শত্রুদের চেহারায় উল্লাস কল্পনা করতে পারল ও, তারা বুঝে ফেলেছে পালানোর কোনও উপায় নেই শিকারের।

চারদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে আশ্রয়ের কোনও সন্ধান দেখল না রানা। পা সম্বল করে কোথাও বেশিদূর যাওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। রাস্তার একদিকে তুষার আর বোল্ডার, আরেকদিকে ঝপ্

www.BanglaBook.org

করে নেমে গেছে গভীর খাদ, মাঝখানের সরু রাস্তায় আটকা পড়েছে ওরা। ইঞ্জিন অচল হয়ে পড়ছে, একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ার আগেই ঘটে যাবে যা ঘটার।

মরিয়া হয়ে উঠল রানা, গায়ের জোরে যত দূর যায়, চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর, বিড়বিড় করে ডাকল সর্বশক্তিমানকে। প্রার্থনার জোরেই কি না কে জানে, হঠাৎ বদলে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ, সামনের চাকাগুলো দেবে গেল তুষারের ভিতর, পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত সামনে লাফ দিল টয়োটা, একবারের চেষ্টাতেই উঠে এল চূড়ায়।

পিছনে নীল ধোঁয়া আর সাদা বাষ্পের মেঘ উঠল, খোলা স্কি রান-এর মাথায় পৌঁছে গেছে ওরা। লক্ষ করল রানা, ওর দিকের ঢালটা রশি দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছে। বিপজ্জনক বলে এদিকে কাউকে স্কি করতে নিষেধ করা হয়েছে, রশির সাথে ঝুলে থাকা রঙিন বোর্ডগুলোয় তাই লেখা।

'রাস্তার এটাই শেষ মাথা,' হতাশ কণ্ঠে বলল কুয়াশা।

'উঁহুঁ, রাস্তা এখনও আছে,' আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা রানার কণ্ঠ।

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল কুয়াশা। তারপরেই তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'তুমি কি ভাবছ... ইয়া মাবুদ, না!'

মার্সিডিজ দুটো পৌঁছে গেল, প্রতিপক্ষ থুতু ছুঁড়লেও ওদের গায়ে লাগবে। টয়োটার দু'পাশে চলে এসেছে প্রায়। হুইলে মোচড় দিল রানা, গাড়িটাকে নামিয়ে দিল স্কি-রানের বিপজ্জনক ঢালে।

জমাট বাঁধা শক্ত বরফের ওপর দিয়ে তীরবেগে নামতে শুরু করল টয়োটা, প্রতি মুহূর্তে আরও বাড়ছে গতি। হুইলটা আলতোভাবে ছুঁয়ে আছে রানা, প্রায় ঘোরাচ্ছেই না। ব্রেকের উপরেও কোনও চাপ দিচ্ছে না। একটু এদিক ওদিক হলেই

www.BanglaBook.org

চরকির মত ঘুরতে শুরু করবে টয়োটা। যদি আড়াআড়িভাবে পিছলাতে শুরু করে, অবধারিত পরিণতি হবে ঘন ঘন ডিগবাজি খাওয়া, পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছুবে কিছু ভাঙা হাড় আর লোহালক্কড়।

ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল টয়োটার আরোহীরা।

বুলেটে ঝাঁঝরা পিছনের চাকার রাবার খসে যাওয়ায় ভাগ্যকে ছোট্ট একটা ধন্যবাদ দিল রানা। চুপসে যাওয়া টায়ার থেকে মুক্ত হয়ে কাঠামোর জোড়া কিনারা বরফের গায়ে ভালভাবে কামড় বসাতে পারছে, ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য পাচ্ছে ও।

স্পিডোমিটারের কাঁটা সত্তরের ঘরে উঠে গেল, এই সময় তুষারের এক ঝাঁক অতিকায় স্তূপ ছুটে আসতে দেখল ও। আলতো স্পর্শে ট্রেইল থেকে সামান্য সরিয়ে দিল রানা গাড়িটাকে, চলে এল মসৃণ বরফে। আপনা থেকেই শরীরের পেশি শক্ত হয়ে গেল, ঝাঁকি খাবার জন্যে তৈরি। এক চুল এদিক-ওদিক হলে ছাতু হয়ে যাবে সবাই ওরা।

একপাশে অনেকগুলো তুষার স্তূপ, আরেক পাশে সারি সারি গাছ, মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। কোনোটার সাথে ঘষা লাগল না, সরু পথ ধরে পরিষ্কার বেরিয়ে এল টয়োটা। চওড়া, বাধাহীন ঢালে বেরিয়ে এসেই ঝট্ করে পিছন দিকে তাকাল রানা।

প্রথম মার্সিডিজের ড্রাইভার কাণ্ডজ্ঞানের চমৎকার পরিচয় দিল। স্তূপগুলোকে এড়াবার জন্যে টয়োটার ফেলে আসা চাকার দাগ অনুসরণ করল সে। দ্বিতীয় মার্সিডিজের ড্রাইভার হয় ওগুলোকে দেখেনি, বা বিপজ্জনক বলে মনে করেনি। নিজের ভুল বুঝতে পারল অনেক দেরিতে, ব্যস্ততার সাথে সংশোধনের জন্যে গাড়িটাকে ঘন ঘন ডানে বাঁয়ে ঘোরাল সে। এভাবে তিন কি চারটে স্তূপকে এড়াতে পারল লোকটা, তারপর একটার সঙ্গে

www.BanglaBook.org

মুখোমুখি ধাক্কা খেলো। গাড়ির সামনের অংশ তুষারের ভিতরে ঢুকে গেল, উঁচু হলো পিছনটা। নব্বই ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে ঝুলে থাকল সেটা। তারপর শুরু হলো ডিগবাজি খাওয়া। নিরেট বরফে পড়ল, খাড়া হলো, আবার পড়ল, আবার খাড়া হলো—প্রতিবার গাড়ি থেকে কিছু না কিছু ছিটকে পড়ছে, শুধু আরোহীরা বাদে, কারণ ডিগবাজি খাওয়ায় চ্যাপ্টা হয়ে গেছে বডি, জ্যাম হয়ে গেছে দরজা। গাড়ি থেকে ছিটকে পড়লে আরোহীরা হয়তো প্রাণে বেঁচে যেত।

মাউন্টিং থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল ইঞ্জিন, ছিটকে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। চাকা, ফ্রন্ট সাসপেনশন, রিয়ার-ড্রাইভ ট্রেন, এক এক করে সবগুলো চেসিস থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে সবেগে নামতে শুরু করল।

'একটা খতম!' খুশি খুশি গলায় বলল কুয়াশা। 'গুড জব, রানা।'

'খুশি হবার কিছু নেই,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা। 'সামনে তাকান।'

চমকে উঠল কুয়াশা। ট্রেইলে উঁচু হয়েছে একটা স্কি জাম্প, নেমেছে একশো মিটার দূরে। তুষার ঢাকা র‍্যাম্প ঠিক কোথায় পাহাড়ের গায়ে মিশেছে, দেখার অবসর নেই রানার। কোনোরকম ইতস্তত না করে স্টার্টিং ড্রপ-অফ-এর দিকে টয়োটার মুখ ঘোরাল ও।

'লাফ দেবে, না?' তাজ্জব কুয়াশা প্রশ্ন করল।

'শক্ত হয়ে বসুন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারি।'

'আছে নাকি যে হারাবে?'

কমপিটিশনের জন্যে যে-ধরনের কাঠামো তৈরি করা হয়, এটা তার চেয়ে অনেক ছোট। তবে র‍্যাম্পটা টয়োটাকে ধারণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করার জন্যে যথেষ্ট চওড়া, খানিকটা জায়গা পড়েও থাকবে। ক্রমশ উঁচু হয়েছে ঢালটা, তারপর সমতল খানিকটা বিস্তৃতি, সবশেষে দেবে গেছে র‍্যাম্প, ত্রিশ মিটার এগিয়ে গ্রাউণ্ড-এর বিশ মিটার উপরে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে।

স্টার্টিং গেটের দিকে গাড়ি তাক করল রানা, টয়োটার চওড়া বডির আড়ালে লুকিয়ে রাখল স্কি-জাম্প। সাফল্য নির্ভর করছে সময়জ্ঞান আর প্রয়োজন মত স্টিয়ারিং হুইল ঘোরানোর উপর।

একেবারে শেষ মুহূর্তে, সামনের চাকা স্টার্টিং লাইন পেরোবার আগেই, স্টিয়ারিং হুইলে মোচড় দিল রানা। টয়োটার পিছনটা ঘুরে গেল, চরকির মত পাক খেতে শুরু করে র‍্যাম্পটাকে এড়িয়ে গেল গাড়ি। টয়োটার আকস্মিক অস্থিরতা লক্ষ করে ঘাবড়ে গেল মার্সিডিজের ড্রাইভার, সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে সরলরেখা থেকে সরিয়ে নিল গাড়িকে, স্টার্টিং গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল নিখুঁতভাবে।

টয়োটাকে সোজা পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা, ঘাড় ফিরিয়ে মার্সিডিজের দিকে তাকাল কুয়াশা। সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কিনারা থেকে নেমে গেল গাড়িটা। মুহূর্তের জন্যে সেটাকে আকাশের গায়ে ডানাবিহীন মোটাসোটা একটা পাখির মত লাগল। র‍্যাম্পের কিনারা ছাড়ার মুহূর্তে ঘণ্টায় একশো বিশ কিলোমিটার বেগে ছুটছিল ওটা। নীচে পড়ে প্রথমে ওটা চ্যাপ্টা হলো, তারপর গড়িয়ে নামার সময় খুলে খুলে পড়ল একেকটা পার্টস্। পাইন গাছের সারিতে ধাক্কা খাওয়ার আগেই আরোহীরা সবাই ভর্তা হয়ে গেছে।

'বড় বেশি ঝুঁকি নিয়েছ,' বলল কুয়াশা। 'আরেকটু হলে আমরাও আকাশে উড়তাম!'

'এত ভয় পেলে চলে?' এই প্রথমবারের মত হালকা হাসি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফুটল রানার ঠোঁটে।

র‍্যাম্প থেকে স্কি-রিসোর্টের বিল্ডিংগুলোর দূরত্ব বেশি নয়। রাতের বেলা বলে স্কিয়ার নেই, তবে রিসোর্টে নাইট শিফটের কর্মচারী আর সিকিউরিটি গার্ডেরা আছে। অ্যাকসিডেন্টের আওয়াজ শুনে ছুটে আসতে দেখা গেল ওদেরকে।

টয়োটার হেডলাইট নিভিয়ে দিল রানা। মানুষগুলোর দৃষ্টি এড়িয়ে ভিন্ন একটা পথে রিসোর্টের পার্কিং লটে নিয়ে গেল ভগ্নপ্রায় গাড়িটাকে এবং তিন মিনিটের মধ্যে ওখান থেকে একটা ভ্যান চুরি করল। সবাই দুর্ঘটনায় আহতদের সাহায্য করতে চলে গেছে, কাজটাতে বাগড়া দেবার মত কেউ আর নেই। ভ্যানে করে অ্যাডমিরালকে নিয়ে নিকটস্থ হাসপাতালে পৌঁছুতে লাগল মাত্র দশ মিনিট।

ইমার্জেন্সির নার্সেরা যখন নুমা চিফকে স্ট্রেচারে তুলে তাড়াহুড়ো করে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন চার্লির হাত টেনে ধরল রানা। বলল, 'আমরা আর যেতে পারব না ওখানে। তুমি বাকিটা সামলাতে পারবে তো?'

'নিশ্চয়ই!' বলল শোফার। 'ধন্যবাদ, মি. রানা। আপনি আর আপনার বন্ধু আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। সম্ভবত অ্যাডমিরালেরও।'

'তা-ই যেন হয়,' বিড়বিড় করল রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় মুখ শুকিয়ে গেছে। 'তুমি যাও।'

হাত মিলিয়ে হাসপাতালের ভিতর চলে গেল চার্লি।

'ডাক্তাররা কতদূর কী করতে পারবে, জানি না,' বলল কুয়াশা। 'কিন্তু ওখানে ভদ্রলোক নিরাপদ নন। খুনিরা এ-পর্যন্ত চলে আসতে পারে।'

'জানি,' বলল রানা। পকেট থেকে সেলফোন বের করে ডায়াল করল নুমার ডেপুটি চিফ জর্জ রেডক্লিফের নাম্বারে।

www.BanglaBook.org

সংক্ষেপে জানাল কী ঘটেছে। শেষে যোগ করল, 'অ্যাডমিরালকে সরিয়ে নিতে হবে আপনার... গোপন কোনও জায়গায়, কাকপক্ষীও যেন টের না পায় সেটা কোথায়।'

'আমি এখুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি, রানা,' বললেন রেডক্লিফ। 'দশ মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে আমাদের নিজস্ব সিকিউরিটি পৌঁছুবে। অ্যাডমিরালের দায়িত্ব এখন আমার। তুমি শুধু খুঁজে বের করো, এসব কারা ঘটালো।'

'আমি কথা দিচ্ছি, মি. রেডক্লিফ, প্রতিশোধ নেব এর। বিদায়।'

হাসপাতালের সামনে থেকে সরে এল রানা-কুয়াশা। ভ্যানে চড়ে ফিরে চলল ওদের কেবিনের দিকে। অনেকক্ষণ কোনও কথা হলো না দু'জনের মাঝে। শেষে নীরবতা ভেঙে কুয়াশা বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না, ওরা আমাদের খোঁজ পেল কীভাবে? অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কাছ থেকে আমাদের খবর ফাঁস হবে না বলে গ্যারাণ্টি দিয়েছিলে তুমি।'

'তা হয়ওনি,' বলল রানা। 'ওঁর গাড়িতে সম্ভবত হোমিং ডিভাইস ফিট করে রেখেছিল ওরা। অ্যাডমিরালের পিছু পিছু যেভাবে হাজির হলো, তাতে অমনটাই মনে হয়। ফেনিসের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন আজ সারাদিন, নিশ্চয়ই নজরে পড়ে গেছেন ওদের। ওরা তাই ডিভাইস লাগিয়ে রেখেছিল লিমোজিনে।'

'হোমিং ডিভাইস! তুমি দেখেছ?'

'খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সময় তো পেলাম না!'

'আর কোনও ব্যাখ্যা থাকতে পারে না?' বাঁকা সুরে বলল কুয়াশা। 'যন্ত্রের বদলে কাজটা তো মানুষেরও হতে পারে।'

'নিজের উপর গুলি চালানোর জন্য বুঝি খুনিদেরকে ডেকে এনেছেন অ্যাডমিরাল? ওদের এক নম্বর টার্গেট ছিলেন উনি, লক্ষ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেননি?'

'অ্যাডমিরাল না, ওঁর শোফারের কথা বলছি আমি। একটা গুলিও লাগেনি ওর গায়ে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক না?'

'গুলি আমাদের গায়েও লাগেনি,' যুক্তি দেখাল রানা। 'ওটা স্রেফ ভাগ্যের ব্যাপার। খামোকা চার্লিকে সন্দেহ করার কোনও মানে হয় না। ও অ্যাডমিরালের অনেক পুরনো লোক।'

'কী জানি, আমার মনটা খুঁতখুঁত করছে।'

'অবাক হচ্ছি না। কাউকেই বিশ্বাস করেন না আপনি।'

'সেজন্যেই আজও বেঁচে আছি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কুয়াশা। 'যাক গে, অ্যাডমিরালের পিছনে যেভাবে লেগেছিল ওরা, তাতে তো মনে হলো উনি কোনও গোপন খবর জেনে গেছেন। তোমাকে বলতে পেরেছেন কিছু?'

'ফেনিসের সঙ্গে কানেকশন থাকতে পারে, এমন দু'জন সন্দেহজনক লোকের নাম বলতে চেয়েছিলেন। পেরে ওঠেননি।'

'তারমানে আমেরিকায় কোনও ক্লু পাবার সম্ভাবনা শেষ। কর্সিকাতেই যেতে হবে আমাদের।'

'হুঁ, আর কোনও পথ নেই।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যেখানে ফেনিসের শুরু, সেখান থেকেই শুরু করতে হবে তদন্ত। যাব আমরা কর্সিকায়, তবে একসঙ্গে নয়। একসঙ্গে থাকলে ঝুঁকি বাড়বে। দু'দিকে ছড়িয়ে পড়লে আমাদেরকে ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে যাবে শত্রুদের জন্য।'

'ভাল প্রস্তাব,' সায় দিল কুয়াশা।

'কর্সিকার ঠিক কোথায় যেতে হবে, তা জানেন?'

'দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে, পোর্তো ভেচিয়োর সামান্য উত্তরে। খোঁজ নিয়েছি আমি... ওখানেই কাউন্ট গিলবার্তো বারেমির জমিদারি ছিল।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে। ওখানেই আবার মিলিত হব আমরা—আজ থেকে তিন-চারদিন পর... নির্ভর করছে ঘুরপথে কর্সিকায় পৌঁছুতে কতটা সময় লাগবে, তার ওপর। যে-ই ওখানে আগে পৌঁছাক, স্থানীয় যে-কোনও সরাইখানায় উঠবে। তা হলে অন্যজন সহজে খুঁজে নিতে পারবে তাকে। কী বলেন?'

'আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'আমেরিকা থেকে বেরুবার সমস্ত ব্যবস্থা আছে তো আপনার? নাকি সাহায্য লাগবে?'

'না, সেটা দরকার নেই,' বলল কুয়াশা। 'ওসব অ্যারেঞ্জমেন্ট করাই আছে আমার। তোমারও নিশ্চয়ই আছে।'

'হ্যাঁ।'

আবার নীরবতা নেমে এল ভ্যানের ভিতর।

'রানা,' হঠাৎ বলল কুয়াশা, 'এই প্রথম তোমাকে ব্যাপারটা নিয়ে সিরিয়াস হতে দেখছি আমি।'

'না হয়ে উপায় নেই, কুয়াশা,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে খুন করার চেষ্টা করেছে ফেনিস... আমার পিতৃসম একজন মানুষকে! এরপর আর চুপ করে থাকা যায় না।'

'ড. ইভানোভিচ-ও অমনই একজন মানুষ ছিলেন আমার কাছে,' কুয়াশা বলল। 'আশা করি আমার আবেগটা এবার তুমি বুঝতে পারছ?'

'পারছি। মস্ত ভুল করেছে ওরা, তার উপযুক্ত প্রতিফলও পাবে। আসুন প্রতিজ্ঞা করি, ওদেরকে জড়-সহ উপড়ে ফেলব আমরা... আপনি আর আমি!'

রানার কাঁধে হাত রাখল কুয়াশা। 'ঠিক এই কথাটা ভেবেই তোমার সাহায্য চেয়েছি আমি। আমার জগতে স্বাগতম, রানা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বারো

একগুঁয়ের মত উঁচু উঁচু ঢেউয়ের সারির বুক চিরে মন্থরগতিতে এগোচ্ছে কাঠের তৈরি পুরনো এক ফিশিং বোট, প্রবল আক্রোশে তাকে ঠেকাতে চেষ্টা করছে রুদ্র সাগর। চাবুকের মত আঘাত হানছে খোলের এখানে-ওখানে, ক্ষণে ক্ষণে নোনা পানির ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছে বোটের সর্বাঙ্গ। পাটাতনের উপরে মাছ-ধরা জাল নিয়ে ব্যস্ত জেলেদের সারা শরীরে এখন লবণের প্রলেপ। ভোরের বাতাসে হি হি করে কাঁপছে ওরা।

মাছ ধরার এই কার্যক্রমের সঙ্গে যোগ দেয়নি একজন মাত্র মানুষ। দড়ি টানছে না সে, জাল বা বড়শি ধরছে না; যোগ দিচ্ছে না জেলেদের শাপ-শাপান্ত, কিংবা সস্তা রসিকতাতে। তার বদলে হুইলহাউসের ভিতরে একটা চেয়ার পেতে বসে আছে সে—একহাতে থার্মোস-ভরা কফি, অন্যহাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে টান দিচ্ছে। পরনে নোংরা, ছেঁড়া পোশাক—ইটালিয়ান, কিংবা ফ্রেঞ্চ প্যাট্রোল বোট উদয় হলে সহজে মিশে যেতে পারবে জেলেদের সঙ্গে। অন্যথায় ওকে নিজের মত থাকতে দিতে হবে, এমনটাই চুক্তি হয়েছে বোটের লোকজনের সঙ্গে। আপত্তি করেনি কেউ, কাজটার জন্য নামহীন এই আগন্তুক এক লাখ লিরা দিচ্ছে... ক্যাপ্টেন পাবে বাড়তি দশ হাজার। গরীব জেলেদের জন্য এ অনেক টাকা! স্যান

www.BanglaBook.org

ভিনসেনজোর এক পিয়ার থেকে মানুষটাকে তুলে নিয়েছে ওরা। পরদিন ভোরে কর্সিকার উদ্দেশে রওনা হবার কথা ছিল, কিন্তু আগন্তুকের নির্দেশে মাঝরাতেই ইটালির উপকূল ত্যাগ করেছে বোটটা।

জেলেদের জানা নেই, রহস্যময় এই আরোহীর নাম মাসুদ রানা।

সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছে, পায়ের তলায় পিষে ওটাকে নেভাল রানা। শেষবারের মত কফিতে চুমুক দিয়ে থার্মোসের মুখ বন্ধ করল। তারপর আড়মোড়া ভাঙল উঠে দাঁড়িয়ে। বেরিয়ে এল হুইলহাউস থেকে। রাতভর অত্যাচারের পর এই প্রথম কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে সাগর। কুয়াশার মাঝ দিয়ে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে তটরেখা। বিরূপ প্রকৃতিকে পরাস্ত করে বেশ ভালই এগিয়েছে বোট। ক্যাপ্টেনের মতে, খুব শীঘ্রি দেখা পাওয়া যাবে সলেনযারার; তার এক ঘণ্টা পর সেইন্ট লুসি আর পোর্তো ভেচিয়োর মাঝামাঝি জায়গায় ওকে নামিয়ে দিতে পারবে তারা। ঝামেলার কোনও সম্ভাবনা নেই, পাথুরে উপকূলের মাঝে প্রচুর ইনলেট আছে, বেশিরভাগই নির্জন। ওর যে-কোনও একটায় সবার অলক্ষে ঢুকে পড়তে পারবে বোট।

হুইলহাউসের ভিতর থেকে নিজের হ্যাভারস্যাক নিয়ে এল রানা, ঝুলাল পিঠে। ওটার ভিতরে জামা-কাপড় ছাড়াও কয়েক দেশের ভুয়া পাসপোর্ট, নকল আইডেণ্টিফিকেশন আর নগদ টাকা রেখেছে ও। হারিয়ে গেলে, বা চুরি হয়ে গেলে মহা-ঝামেলায় পড়ে যাবে।

'সেনিয়র!' ক্যাপ্টেনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, ময়লা দাঁত বের করে হাসছে। ইটালিয়ান ভাষায় বলল, 'এক্কো... সলেনযারা! সি অ্যারিভেরেমো সুবিতো... ট্রেন্তা মিনুতি। নর্দ দি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পোর্তো ভেচিয়ো।'

'বেনিসিমো, ক্যাপিতান,' পাল্টা জবাব দিল রানা। 'গ্রাৎসি।'

'প্রেগো!' বলে হুইলহাউসে ঢুকে গেল লোকটা, বোট চালানোর দায়িত্ব তুলে নিল নিজহাতে।

আধঘণ্টার মধ্যে ডাঙায় পৌঁছুবে রানা—কর্সিকার সেই পাহাড়ি এলাকায়, যেখানে ফেনিসের জন্ম হয়েছে। সংঘটার সৃষ্টির ব্যাপারে কারও মনে কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ওরা যে ভাড়াটে খুনি সরবরাহ করত—এ-তথ্যটাই প্রশ্নবিদ্ধ। ফেনিস সম্পর্কে বাকি পৃথিবীর জ্ঞান এত কম যে বোঝা মুশকিল—ওদের গল্পের কতখানি সত্যি, আর কতখানি মিথ। ফেনিসের কিংবদন্তি একই সঙ্গে বাস্তব এবং কল্পিত। পুরোটাই এমন এক রহস্যের আবরণে মোড়া, যার উৎস সম্পর্কে জানা নেই কারও। কর্সিকার পাগলাটে কাউন্ট গিলবার্তো বারেমির ডাকে নাকি গড়ে উঠেছিল এই সংঘ—একাদশ শতাব্দীর হাসাসিন গোত্রকে যেভাবে জন্ম দিয়েছিলেন শেখ হাসান ইবনে আল-সাবাহ। দুটোর মধ্যে এই মিল দেখে সন্দিহান হয়ে উঠতে হয়, হয়তো পুরোটাই এক আধুনিক রূপকথা।

বাস্তবেও কোনও প্রমাণ নেই। আজ পর্যন্ত কোনও আদালতে ফেনিসের বিপক্ষে সাক্ষী দেয়নি কেউ; এমন কোনও খুনি ধরা পড়েনি, যার সঙ্গে সংঘটার যোগাযোগের আলামত পাওয়া গেছে। কেউ যদি কখনও কোথাও স্বীকারোক্তি দিয়েও থাকে, তা জনসমক্ষে আসেনি। যা আছে, তা স্রেফ গুজব... লোকের কানকথা। প্রকাশ্যে কেউ কোনোদিন ফেনিস সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেনি, দুনিয়ার সমস্ত দেশের সরকার আর আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাও আশ্চর্য রকমের নীরব এই বিশেষ সংঘটার অস্তিত্বের বিষয়ে। এই নীরবতাই রানাকে কৌতূহলী করে তুলেছে—ওটা কি

www.BanglaBook.org

ইচ্ছাকৃত, নাকি জোর খাটিয়ে সবাইকে বাধ্য করা হচ্ছে মুখ বন্ধ রাখার জন্য?

এখন পর্যন্ত যা কিছু ঘটে গেছে, তাতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই জোরালো। ওকে আর কুয়াশাকে খুন করার চেষ্টা করেছে ফেনিস, ব্যর্থ হওয়ায় ফাঁসিয়ে দিয়েছে মিথ্যে দুটো হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করেছিলেন, তাই তাঁর প্রাণের উপরেও হামলা চালানো হয়েছে। কপাল ভাল, বেঁচে গেছেন নুমা চিফ; তবে অবস্থা সঙ্গীন। আমেরিকা ছাড়ার আগে জর্জ রেডক্লিফের সঙ্গে আরেক দফা কথা বলে এসেছে রানা, জানতে পেরেছে—সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অ্যাডমিরালের শরীর থেকে গুলি বের করে নিতে পেরেছে ডাক্তাররা, তবে পুরোপুরি আশঙ্কামুক্ত নন তিনি এখনও। অপারেশনের পর তাঁকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে অত্যন্ত গোপন এক স্থানে। এমনকী রানার পক্ষেও তাঁর সঙ্গে এখন আর যোগাযোগ করা সম্ভব হবে না। যোগাযোগ করে লাভও নেই, চেতনানাশক দিয়ে রাখা হয়েছে অ্যাডমিরালকে, অন্তত সপ্তাহখানেক পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ফেরানো ঝুঁকিপূর্ণ। তারপরেও কথাবার্তা বলার মত শক্তি ফিরে পেতে অনেক সময় লাগবে। যে-দু'জন মানুষকে তিনি সন্দেহ করেছেন, তাদের নাম আর এক্ষুণি জানা যাবে না।

কর্সিকা-ই এখন একমাত্র ভরসা। ফেনিসের জন্মভূমি থেকে সূত্র সংগ্রহ করতে হবে রানাকে। তাই বিসিআই হেডকোয়ার্টারে সংক্ষিপ্ত একটা রিপোর্ট পাঠানোর পর ছদ্ম-পরিচয়ে আমেরিকা ত্যাগ করেছে ও, লণ্ডন আর প্যারিস হয়ে গতকাল পৌঁছেছে স্যান ভিনসেনজো-তে। তিনদিন পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে, যাত্রার শেষ পর্যায়ে রয়েছে এখন রানা। খুব শীঘ্রি পা রাখবে ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে কর্সিকা দ্বীপের মাটিতে।

www.BanglaBook.org

যাত্রাপথের বড় একটা সময় বিমান আর ফিশিং বোটে বসে বসে কাটানোয় চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পেয়েছে রানা, ঠিক করে নিতে পেরেছে আশু-কর্মপদ্ধতি। নিরেট যে-দুটো তথ্য আছে, তার উপর ভিত্তি করেই তদন্ত শুরু করতে হবে ওকে। তথ্যদুটো হলো: গিলবার্তো বারেমি নামে সত্যিই একজন কাউন্ট ছিলেন, এবং তাঁর অধীনে একদল লোক ছিল, যারা নিজেদেরকে *কাউন্সিল অভ ফেনিস* বলে পরিচয় দিত। এর বাইরে নিরন্তর পরিবর্তিত হয়েছে পৃথিবী, দেশে দেশে ঘটেছে ক্ষমতার সহিংস পালাবদল। মানবজাতির ইতিহাসে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নতুন কোনও বিষয় নয়। কিন্তু ওগুলোর পিছনে কারও না কারও হাত থাকে—বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন সরকারের। সরকার যখন হত্যাকাণ্ডের জন্য খুনি ভাড়া করে, তার পিছনে সূত্র পাওয়া খুব মুশকিল। সফল হবার পর খুনিদের সঙ্গে আলাদা এক বন্ধনও সৃষ্টি হয় নিয়োগকর্তাদের। এভাবেই হয়তো ধীরে ধীরে ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছে ফেনিস।

লণ্ডনে থেমে রানা এজেন্সির মাধ্যমে ফেনিসের ফাইল জোগাড় করে নিয়েছে রানা। ডিটেইলড্ কিছু নেই, তবে ওটা পড়ে নানা ধরনের আইডিয়া এবং গুজবের ব্যাপারে পরিষ্কার একটা ধারণা হয়েছে ওর। আন্তর্জাতিক ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির ছোট্ট একটা অংশ মনে করে, চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের অসংখ্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ফেনিস। সারায়েভো থেকে মেক্সিকো সিটি, টোকিয়ো থেকে বার্লিন... এমন কোনও জায়গা নেই, যেখানে ওরা কাজ করেনি। পঞ্চাশের দশকে কভার্ট ইন্টেলিজেন্সের বিস্তৃতির ফলে সংঘটার বিলুপ্তি ঘটেছে বলে মনে করা হয়। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জন্য ভাড়াটে খুনির প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল তখন। বড় বড় দেশের সরকার তাদের নিজস্ব

www.BanglaBook.org

ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ছায়া সংগঠনের মাধ্যমে ঘটাতে পারত ওসব। ফেনিসের বিলুপ্তির পিছনে আরেকটা গুজবও আছে—ওদেরকে নাকি গ্রাস করে নিয়েছে সিসিলিয়ান মাফিয়া।

এ-সবই হচ্ছে মাইনরিটি রিপোর্ট। অফিশিয়ালি ইন্টারপোল, এমআই-সিক্স এবং সিআইএ-র ভাষ্য হলো, ফেনিসের ক্ষমতা সম্পর্কে যা কিছু জানা যায়, তার সবই অতিকথন। ইটালিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ রাজনৈতিক মহলের ছোটখাট কিছু ব্যক্তিত্বকে হয়তো হত্যা করেছে ওরা, কিন্তু সেগুলোর একটাও উল্লেখযোগ্য নয়। সংঘটা স্রেফ একজন পাগলাটে মানুষ এবং তার অনুসারীদের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়, যারা প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিল না। উগ্রবাদী এমন সংগঠন দুনিয়ায় ভূরি ভূরি পাওয়া যাবে। এদেরকে খামোকাই নাকি বড় করে দেখানোর চেষ্টা করছে দুষ্ট কিছু লোক।

হুইলহাউস থেকে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ ভেসে আসাতে চিন্তায় ছেদ পড়ল রানার।

'কুইনদিসি মিনুতি!' চেঁচিয়ে জানাল লোকটা। 'আনদারে এন্ত্রো কোস্তা।'

'গ্রাৎসি, ক্যাপিতান,' ধন্যবাদ জানাল রানা।

'প্রেগো।'

আবার চিন্তার সাগরে ডুবে গেল রানা। ফেনিস! এ কি সম্ভব? একটা মাত্র সংগঠন কি সারা পৃথিবীর সমস্ত সন্ত্রাসবাদ আর অপরাধ-জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? সবখানে সৃষ্টি করতে পারে অস্থিরতা?

হয়তো বা পারে। কোনও ধরনের প্রমাণ না থাকার পরেও ওকে এবং কুয়াশাকে যেভাবে দু'দুটো দেশের সর্বোচ্চ আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে, তাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সংগঠনের ক্ষমতার ব্যাপারে কোনও রকম সন্দেহ রাখার অবকাশ নেই। প্রয়াত লিও ভাদিমের কথাই বোধহয় ঠিক—ফিরে এসেছে ফেনিস, নতুন এক কাউন্সিল নিয়ে। এবার ওরা আগের চেয়ে অনেকগুণ ভয়ঙ্কর... অনেকগুণ শক্তিশালী। নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। কী সেটা, জানা নেই; তবে ভাল কিছু যে নয়, তা তো পরিষ্কার। এ-কারণেই ঠেকাতে হবে ওদেরকে—নিজেকে এবং কুয়াশাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে, ওদের দুজনের ঘনিষ্ঠ দুই পিতৃসম ব্যক্তিত্বের উপর হামলার প্রতিশোধ নিতে হবে। তার জন্য ভেদ করতে হবে ফেনিস নামের দুর্জ্ঞেয় রহস্যটাকে।

কর্সিকা থেকে জোগাড় করতে হবে প্রথম সূত্র। বহু বছর আগে গিলবার্তো বারেমি যখন সূচনা ঘটায় কাউন্সিলের, কারা ছিল তার সহচর? কোথায় গেছে তারা? জানতে হবে রানাকে। কাউন্সিল অভ ফেনিসের পুরনো সদস্যদের গন্ধ শুঁকে বের করবে ও এখনকার নাটের গুরুকে।

'আতুয়ালমেন্তে!' চিৎকার শোনা গেল ক্যাপ্টেনের। 'ল্য অ্যাক্সেসো রোচিও!' বনবন করে ঘোরাচ্ছে হুইল। বোটের নাক ঘুরে যেতে শুরু করল সরু এক খালের দিকে। খোলা দরজা দিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'অ্যাঙ্কোরা সিঙ্কে মিনুতি, সেনিয়র। ল্য তেরা দি কর্সিকা।'

'গ্রাৎসি, ক্যাপিতান।' তৃতীয়বারের মত ধন্যবাদ জানাল রানা।

কর্সিকায় পৌঁছে গেছে ওরা।

পাথুরে, পাহাড়ি পথ ধরে ছুটে চলেছে কুয়াশা; ঝোপঝাড়ের আড়াল ব্যবহার করছে নিজের দেহটাকে অনুসরণকারীদের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য। দূরত্ব বাড়াবার কোনও চেষ্টা করছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না ও, চাইছে না পিছনের লোকগুলো ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাক। তার বদলে ওদেরকে বিভ্রান্তির মাঝে ফেলে ছত্রভঙ্গ করে দিতে চাইছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ওদের একজনকে বন্দি করার মতলব, তার কাছ থেকে হয়তো অনেক প্রশ্নের জবাব মিলবে।

কর্সিকার ব্যাপারে লিও ভাদিমের ধারণাই ঠিক। পোর্তো ভেচিয়োর উত্তরের এই পাহাড়ি এলাকায় সত্যিই লুকিয়ে আছে রহস্য। দু'দিনেরও কম লেগেছে কুয়াশার সেটা আবিষ্কার করতে। একদল রক্তলোলুপ মানুষ এখন ওকে তাড়া করে ফিরছে পাহাড়ের ভিতর—বাধা দিতে চাইছে রহস্যটা উদ্‌ঘাটনের কাজে। চার রাত আগে কর্সিকা ছিল স্রেফ একটা অনুমান, ফেনিসের তথ্য পাবার শেষ খড়কুটো। পোর্তো ভেচিয়ো ছিল দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের সামান্য এক শহর, ওর পিছনের পাহাড়গুলো ছিল অজ্ঞাত অঞ্চল। এখন সব বদলে গেছে।

পাহাড়ি অঞ্চলটা এখনও অজ্ঞাত, তবে মানুষগুলোর আচরণে ভয়াবহ এক পরিবর্তন এসেছে। শুরু থেকেই একটু অদ্ভুত লেগেছে ওদেরকে—অন্তর্মুখী, অতিথিবিমুখ। বিদঘুটে এক উচ্চারণে কথা বলে ওরা, আলাপ চালানো মুশকিল, কিন্তু সেটাই ওদের আচরণের একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে না। কুয়াশাকে দেখামাত্র সন্দেহের চোখে তাকায় ওরা, ফেনিস বা বারেমি নামদুটো উচ্চারণ করলেই চেহারায় মেঘ জমে। জোরাজুরি করলে কথাই বন্ধ করে দেয়। হাবভাবে মনে হয়, নামদুটো নিষিদ্ধ শব্দ—অচেনা মানুষের সামনে উচ্চারণ করা বারণ।

চারদিন আগে হলে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকত কুয়াশার কাছে, কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে ওর কাছে। কাউন্ট গিলবার্তো বারেমির ফেনিস এখানকার পাহাড়ি আদিম জনতার মাঝে পবিত্র এক প্রতীক... বিকল্প এক ধর্ম! কোনও ভুল নেই

www.BanglaBook.org

এতে, কারণ ফ্যানাটিকের মত আচরণ করছে লোকগুলো। ফেনিসের গোমর রক্ষা করার জন্য এরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত।

চারদিনে দুনিয়া বদলে গেছে কুয়াশার। শিক্ষিত, আধুনিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আর লড়ছে না ও এখন; লড়ছে প্রাচীন ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী, অতীতের ছায়ায় বসবাসরত গেঁয়ো মানুষের বিরুদ্ধে। এদের চালচরিত্র আর প্রেরণা বোঝা দুষ্কর। তাই মরিয়া হয়ে উঠেছে অনুসরণকারীদের মধ্যে অন্তত একজনকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্য।

কুয়াশার ধারণা, তিনজন পিছু নিয়েছে ওর। সামনে, পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত ঢালটা অনেক দীর্ঘ... অনেক চওড়া। পুরোটা ঢাকা পড়ে আছে নানা প্রজাতির গাছপালা, ঝোপঝাড় আর ছোট-বড় পাথরে। ওর খোঁজে চিরুনি-তল্লাশি চালাতে চাইলে ছত্রভঙ্গ হতে হবে ওদেরকে, আর তখুনি একজনকে ঘায়েল করার ইচ্ছে ওর। যদি যথেষ্ট সময় পায়, লোকটার পেট থেকে বের করে নেবে ওর প্রশ্নের জবাব। সাদাসিধে, গেঁয়ো একটা মানুষের উপর অত্যাচার চালাবার কোনও ইচ্ছে নেই ওর; কিন্তু আপাতত এ-ছাড়া আর কোনও পথ খোলা রাখেনি ওরা। গতকাল রাতে ওর দরজায় উদয় হয়েছিল *লুপো* শটগান-হাতে এক ছায়ামূর্তি, শেল ছুঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল বিছানাটাকে; ভেবেছিল কুয়াশা শুয়ে আছে ওখানে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালাতে হয়েছে ওকে। মাথায় জ্বলছে আগুন। শটগানঅলাকে হাতে পেলে সবচেয়ে ভাল হয়, প্যাঁদানি দেয়ার সময় বিবেকের কোনও দংশন অনুভব করবে না ও।

বুনো ফার গাছের একটা ঝাড়ের পিছনে এসে থামল কুয়াশা। নকল পায়ে এত ছোটাছুটি পোষাচ্ছে না, বিশ্রাম দরকার। জিরিয়ে নেবার ফাঁকে নজর বোলাল ও ফেলে আসা পথের দিকে। ঢালের

www.BanglaBook.org

অনেক নীচে জ্বলছে ফ্ল্যাশলাইটের ম্লান আলোকরশ্মি। একটা, দুটো... তিনটে। ছড়িয়ে পড়ল আলোগুলো। একদম বাঁয়ের মানুষটা উঠে আসছে ওর দিকে। আন্দাজ করল কুয়াশা, দশ মিনিট লাগবে লোকটার ফার গাছের কাছে পৌঁছুতে। ততক্ষণ আরাম করা যেতে পারে। একটা গাছের গোড়ায় ধপ্ করে বসে পড়ল ও।

কীভাবে কী ঘটল, সব স্বপ্নের মত লাগছে কুয়াশার। এই তো... দু'দিন আগে, বিকেল পাঁচটায় ও ছিল রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে, ছোট একটা বিমান চার্টার করছিল বোনিফাসিয়ো-তে আসবার জন্য। জায়গাটা কর্সিকার দক্ষিণ উপকূলের ডগায়। সন্ধে সাতটায় বোনিফাসিয়ো-তে ল্যাণ্ড করে বিমান, এয়ারফিল্ড থেকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে সরাসরি চলে এসেছিল ও পোর্তো ভেচিয়োর উত্তরে পাহাড়ি এলাকায়। উঠেছিল স্থানীয় এক সরাইখানায়। গন্তব্যের কথা শুনে ট্যাক্সি ড্রাইভার বেশ অবাক হয়েছিল। জানিয়েছিল, এলাকাটা একেবারেই অনুন্নত, সভ্যতার ছোঁয়া লাগেনি। কী এক অজ্ঞাত কারণে স্থানীয় লোকজন নাকি আধুনিকতাকে এড়িয়ে চলে। তখুনি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল ওর।

হয়নি কুয়াশা, বরং যেচে বিপদ ডেকে এনেছে। রানা কখন আসবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই, তাই ভেবেছিল একাই তদন্তের কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখবে। রাতের খাওয়া শেষে তাই ও আলাপ জুড়ে দিয়েছিল সরাইমালিকের সঙ্গে।

'আমি একজন হিস্টোরিয়ান,' বলেছিল ও। 'আপনাদের এই এলাকার এক পুরনো জমিদারের ব্যাপারে তথ্য-সংগ্রহের জন্য এসেছি। তাঁর নাম কাউন্ট গিলবার্তো বারেমি।'

'হিস্টোরিয়ান?' ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল সরাইমালিকের। 'কোন্

www.BanglaBook.org

ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আছেন?'

'ইউনিভার্সিটি না, প্রাইভেট ফাউণ্ডেশন। তবে আমাদের গবেষণায় সব ইউনিভার্সিটির উপকার হয়।'

'নাম কী ফাউণ্ডেশনের?'

'অর্গানিয্যাযিয়োন অ্যাকাডেমিকা। রোমে আমাদের অফিস। আমার সেকশনের কাজ—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সারডিনিয়া আর কর্সিকার বিস্তারিত ইতিহাস সংগ্রহ করা। যদ্দূর শুনেছি... পোর্তো ভেচিয়োর উত্তরাংশ কাউন্ট বারেমি নিয়ন্ত্রণ করতেন। কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ। এখানকার বেশিরভাগ জমির মালিক ছিলেন তিনি, সেনিয়র। খুব ভাল মানুষ... প্রজাদের ভালমন্দের দিকে কড়া নজর রাখতেন।'

'শুনে খুশি হলাম। কর্সিকার ইতিহাসে তাঁকে একটা জায়গা দিতে চাই। কিন্তু কোত্থেকে যে শুরু করব, তার কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কথাটা শুনে সন্দেহ জমা হয়েছিল সরাইমালিকের চোখে। তারপরেও নির্বিকার কণ্ঠে সে বলেছিল, 'শুরু করতে পারেন ভিলা বারেমি-র ধ্বংসস্তূপ থেকে। রাতটা পরিষ্কার, চাঁদ উঠেছে আকাশে। চাঁদের আলোয় খুব সুন্দর লাগে জায়গাটা। আপনি চাইলে পথ দেখাবার জন্য একজন লোক দিতে পারি আমি... মানে, যদি জার্নির কারণে ক্লান্তি বোধ না করেন আর কী!'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলেছিল কুয়াশা। 'একটুও ক্লান্ত নই আমি।'

পাহাড়ি এলাকার অনেকখানি ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওকে... যেখানে ভৌতিক অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এককালের সুসমৃদ্ধ জমিদারির কঙ্কাল। প্রায় এক একর জায়গা নিয়ে গড়া

www.BanglaBook.org

হয়েছিল প্রাসাদোপম বাড়িটা, ভাঙাচোরা দেয়াল আর হেলে পড়া চিমনি ছাড়া কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। আগাছার তলায় আঁচ করা যায় বিশাল এক বৃত্তাকার ড্রাইভওয়ের চিহ্ন। বাড়ির দু'পাশ দিয়ে গেছে নুড়ি বিছানো হাঁটাপথ, ফুলের কেয়ারির সীমানাগুলো মুখ ব্যাদান করে রেখেছে জংলা ঘাসের মাঝ থেকে; যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে—এক সময় অপূর্ব এক বাগান ছিল ওখানে।

পাহাড়ি এক সমতলের উপর, চাঁদের আলোয় কাউন্ট বারেমির বাড়ির ধ্বংসস্তূপ দেখে অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়েছিল কুয়াশার। পাগলাটে ওই মানুষটার স্মারকচিহ্ন যেন ওটা—কালের প্রভাবে স্রেফ বাহ্যিক অবয়ব ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু ভিতরে লুকিয়ে থাকা অশুভ ক্ষমতা কমেনি একটুও। তার প্রমাণ হিসেবেই যেন পিছনে অচেনা কণ্ঠস্বর শুনেছিল ও, লক্ষ করেছিল—ওর পথপ্রদর্শক ছেলেটা উধাও হয়ে গেছে। তার বদলে উদয় হয়েছিল রুক্ষ চেহারার দুটো লোক, দায়সারা ভঙ্গিতে অভিবাদন জানিয়ে রীতিমত জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছিল। প্রায় একঘণ্টা ওকে জেরা করেছে লোকগুলো, বিরক্তিতে একবার মনে হয়েছিল দু'ঘা বসিয়ে ব্যাটাদেরকে বেহুঁশ করে ফেলে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না বলে সব সহ্য করে গেছে কুয়াশা। হিস্টোরিয়ানের গপ্পোটা ধরে রেখেছে ও, কিছুতেই টলেনি। শেষ পর্যন্ত ওকে প্রত্যাশিত উপদেশটাই দিয়েছে ওরা।

'যেখান থেকে এসেছ, সেখানেই ফিরে যাও, সেনিয়র। জানার মত কিছু নেই এখানে, কেউ কিছু বলতে পারবে না। বহুকাল আগে মহামারী লেগেছিল এই এলাকায়। সে-সময়কার লোকজন মরে সাফ হয়ে গেছে। তোমাকে সাহায্য করবার মত কেউ অবশিষ্ট নেই।'

www.BanglaBook.org

'সবাই মরে কীভাবে?' বলেছিল কুয়াশা। 'খুঁজলে পুরনো আমলের দু'একজনকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আমি চেষ্টা করতে চাই।'

'খামোকা কষ্ট কোরো না। বলছি তো, কেউ তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। দেখো ভায়া, আমরা সাদাসিধে মানুষ... চাষাভুষো। অচেনা লোক এলে জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে। চলে যাও তুমি।'

'পরামর্শটা আমার মাথায় রইল...'

'ওসব শুনতে চাই না। তোমার ভালর জন্যই বলছি, সেনিয়র... ফিরে যাও!'

হুমকিটাকে পাত্তা দেয়নি কুয়াশা, ফিরে এসেছিল সরাইখানায়। পরদিন ভোরে আবার গিয়েছিল ধ্বংসস্তূপ দেখতে, তারপর ঘুরতে শুরু করেছিল পুরো এলাকায়। চোখের সামনে যত খামার দেখেছে, সবগুলোতে ঢুঁ মেরেছে, খামারের চাষীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে চেয়েছে কাউন্ট বারেমি আর ফেনিস সম্পর্কে। জবাব পায়নি কোথাও, অসহযোগিতা এবং চরম বৈরিতা সহ্য করেছে নীরবে। টের পেয়েছে, সারাক্ষণ ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে। মানুষের নীরবতা এবং বিচলিত চেহারা লক্ষ করে আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে—শুধু পিছনে নয়, ওর সামনেও লোক আছে। আগেভাগে সবখানে গিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে তাঁরা—ছড়িঅলা আগন্তুকের কাছে যেন কেউ মুখ না খোলে।

সেই রাতে... মানে গতকাল রাতে খাবারের টেবিলে বসে থাকা অবস্থায় সরাইমালিক এগিয়ে এসেছিল ওর দিকে। কাঁচুমাঁচু মুখে জানিয়েছিল, 'দুঃখিত, সেনিয়র। আপনাকে এখানে আর থাকতে দিতে পারছি না আমি। কামরাটা আরেকজনের কাছে

www.BanglaBook.org

ভাড়া দিয়ে ফেলেছি।'

ভাবলেশহীন চেহারায় তার দিকে তাকিয়েছিল কুয়াশা। বলেছিল, 'দুঃখজনক। তবে কামরার দরকার নেই, রাত কাটানোর জন্য স্রেফ একটা আর্মচেয়ার হলেই চলবে আমার। খাট যদি দিতে পারেন তো আরও ভাল হয়। সকালবেলা এমনিতেই চলে যাব বলে ভাবছি। যা খুঁজছিলাম, তা পেয়ে গেছি।'

'কী সেটা, সেনিয়র?'

'শীঘ্রি জানতে পারবেন। আমার পরে আরও লোক আসবে এখানে। প্রপার ইকুইপমেন্ট আর ল্যাণ্ড রেকর্ড-সহ। নিখুঁত... সত্যিকার গবেষণাধর্মী তদন্ত হবে এখানে। যা ঘটে গেছে আপনাদের এলাকায়, তা খুবই ইন্টারেস্টিং! মানে... অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে আর কী।'

ভীত একটা দৃষ্টি ফুটেছিল সরাইমালিকের চোখে। 'কালই চলে যাবেন? বেশ... রাতটা তা হলে আর বাইরে থাকার প্রয়োজন নেই। কামরায় চলে যান, আমি ম্যানেজ করে নেব।'

এর ঠিক ছ'ঘণ্টা পর শটগান হাতে উদয় হয়েছিল সেই লোক—ব্যারেল কাটা শটগান, স্থানীয়রা একে বলে *লুপো*... মানে, নেকড়ে। গুলি ছুঁড়েছিল ওর বিছানা লক্ষ্য করে, শপথবাক্যের মত উচ্চারণ করেছিল একটা কথা: *'পার নস্ত্রো সার্কোলো!'* মানে, আমাদের চক্রের জন্য! তারপর পালিয়ে গিয়েছিল উর্ধ্বশ্বাসে। কাপড় রাখার আলমারির ভিতর থেকে সব দেখেছে কুয়াশা। শটগানের গগনবিদারী আওয়াজে সরাইখানায় কোনও আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি, কেউ দেখতে আসেনি কী ঘটেছে।

এরপর পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। জানালা গলে সরাইখানা থেকে পালিয়ে এসেছে কুয়াশা।

www.BanglaBook.org

পোর্তো ভেচিয়ো-মুখী কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়েছে ও। কিছুদূর যাবার পর রাস্তার পাশে ঝোপের আড়ালে সিগারেটের আগুন দেখেছে। ঘাপটি মেরে কেউ বসে আছে ওখানে, আটকে রেখেছে পথ। রাস্তা ছেড়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে কুয়াশাও ঢুকে পড়েছে তখন, অপেক্ষা করেছে। অপেক্ষা না করে উপায় ছিল না, রানার আসবার কথা। ওই রাস্তা ধরেই আসবে বিসিআই এজেন্ট, তাকে সতর্ক করে দিতে হবে।

পরদিন... মানে আজ বিকেল তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে কুয়াশা, রানার চিহ্নও দেখেনি। ওখানে বসে থাকা আর সম্ভব হয়নি রাস্তা ধরে লাঠিসোটা আর আগ্নেয়াস্ত্র হাতে একদল মানুষকে এগোতে দেখায়। বোঝাই যাচ্ছিল, ওকে খুঁজে বের করে চিরতরে মুখ বন্ধ করার জন্য বেরিয়েছে লোকগুলো।

কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে গেছে সার্চ পার্টি, শুরু করেছে তল্লাশি। পাহাড়ি মাচেটি নিয়ে ঝোপঝাড় কাটতে কাটতে দু'জন ওর ত্রিশ ফুটের মধ্যে চলে এসেছিল। স্রেফ কপাল ভাল থাকায় ওকে দেখতে পায়নি। অগত্যা সরে যেতে হয়েছে কুয়াশাকে, শুরু করতে হয়েছে ইঁদুর-বেড়াল খেলা। সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে ধাওয়াকারীদের মাঝে। কখনও একদিকে উদয় হয় ওর পদচিহ্ন, পরক্ষণে আবার ঠিক উল্টোদিকে। এক পর্যায়ে ধাওয়াকারীদের মনে হলো জলাভূমির মত একটা জায়গায় ঘিরে ফেলা গেছে শত্রুকে, ওখানে পৌঁছুনোর পর চমকে উঠে দেখল—কয়েকশ' গজ দূরে, পাহাড়ি ঢাল ধরে খোলা এলাকার দিকে চলে যাচ্ছে মানুষটা। জলাভূমিতে আসলে যায়-ইনি সে। এভাবে সবাইকে ঘোল খাইয়ে বেড়িয়েছে ও গত কয়েকটা ঘণ্টা।

আঁধার নামার পর কৌশল বদলেছে কুয়াশা, তার ফলশ্রুতিতে বর্তমান অবস্থানে পৌঁছেছে। লুকিয়ে আছে একটা পাহাড়চূড়ার

www.BanglaBook.org

কাছে, ফার গাছের ঝাড়ের আড়ালে। অপেক্ষা করছে ফ্ল্যাশলাইট হাতে এগোতে থাকা নিঃসঙ্গ শত্রুর জন্য। সহজ প্ল্যান অনুসরণ করেছে ও, তিন ধাপে বাস্তবায়িত করেছে সেটাকে। প্রথমে সৃষ্টি করেছে ডাইভারশন। হামলাকারীদের বড় অংশটাকে সরিয়ে দিয়েছে দূরে। এরপর এক্সপোজারের মাধ্যমে ছোট একটা দলকে নিয়ে এসেছে নিজের কাছে। সবশেষে সেপারেশনের মাধ্যমে দলের সদস্যদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে পরস্পরের কাছ থেকে। পরিকল্পনার সফল সমাপ্তি ঘটতে চলেছে খুব শীঘ্রি। দেড় মাইল দূরে, বনের ভিতর থেকে লাফিয়ে ওঠা অগ্নিশিখা তার প্রমাণ। গত এক ঘণ্টায় তিনটে জায়গায় মরা ডাল-পাতা জড়ো করে আগুন জ্বেলে দিয়েছে ও। দাবানলের আতঙ্কে এখন ওগুলো নেভানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই, সত্যিকার অর্থে ধাওয়া চালিয়ে যাচ্ছে হাতে গোনা কয়েকজন লোক। তাদেরই একজন নিঃসঙ্গভাবে এগিয়ে আসছে ওর দিকে... ওর পাতা ফাঁদে।

ফার গাছের ঝরা পাতার সমুদ্রে শরীর সেঁধিয়ে দিল কুয়াশা, শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। একটু পরেই পদশব্দ ভেসে এল সামনে থেকে, পৌঁছে গেছে লোকটা। মাথা সামান্য উঁচু করে উঁকি দিল ও—চেহারা বোঝা যাচ্ছে না, মাঝারি গড়নের একজন মানুষ, দু'হাতে ধরে রেখেছে একটা মান্ধাতা আমলের রাইফেল। গাছের ঝাড়ের ভিতরে ঢুকেই দ্রুত ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল চারদিকে, কিছু দেখতে না পেয়ে আবার এগোতে শুরু করল। লোকটাকে কয়েক গজ এগিয়ে যেতে দিল কুয়াশা, ওর দিকে পিঠ এসে যেতেই নিঃশব্দ বেড়ালের মত উঠে দাঁড়াল, চোখের পলকে পৌঁছে গেল শত্রুর পিছনে, পিস্তলের বদলে হাতে নিয়ে এসেছে ছড়িটা।

আওয়াজ শুনে দ্রুত ঘুরতে শুরু করল লোকটা। ছড়ির বাঁকা অংশটা আটকে একটানে তার হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিল

www.BanglaBook.org

কুয়াশা, তারপর হাত মুঠো করে প্রচণ্ড এক আঘাত হানল সোলার প্লেক্সাসে। বাতাসের অভাবে খাবি খেতে খেতে মাটিতে বসে পড়ল লোকটা, মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না। লাথি মেরে তাকে চিৎ করল কুয়াশা, চড়ে বসল বুকের উপর। লোকটার কোমরে একটা খাপবদ্ধ ছুরি আছে, সেটা খুলে নিয়ে ফলাটা ঠেকাল প্রতিপক্ষের গলায়।

'তুমি আর আমি একান্তে কিছুটা সময় কাটাব, বন্ধু,' ইটালিয়ানে বলল কুয়াশা। 'বেশ কিছু প্রশ্ন আছে আমার, সেগুলোর জবাব দেবে তুমি। যদি ঠোঁটে তালা আঁটো, তোমার ছুরিটাই চালাব তোমার গলায়। চেহারার এমন দশা করব, জন্মদাত্রী মা-ও চিনতে পারবে না লাশটা। বুঝতে পেরেছ কী বলছি?'

আতঙ্কিত ভঙ্গিতে চোখ পিটপিট করল লোকটা।

'গুড, উঠে দাঁড়াও,' বুকের উপর থেকে সরে গেল কুয়াশা। 'খবরদার, আওয়াজ কোরো না।'

একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল দু'জনে। পরমুহূর্তেই মড়মড় শব্দ শোনা গেল খুব কাছ থেকে—শুকনো ডালে পা ফেলেছে কেউ। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা... এবং উপলব্ধি করল, সবাইকে বোকা ভাবা মোটেই উচিত হয়নি ওর। ওকে টেক্কা দেবার মত একজন হলেও আছে চাষাভুষোদের মাঝে। নীচের ঢালে কোনও গাছের ডালে নিজের ফ্ল্যাশলাইট বেঁধে রেখে এসেছে লোকটা, বাতাসের দোলায় নড়েছে আলোকরশ্মি, কুয়াশার কাছে মনে হয়েছে নীচেই বুঝি তল্লাশি চালাচ্ছে লোকটা। বাস্তবে অন্ধকারের আড়াল নিয়ে চেনা পথ ধরে উপরে উঠে এসেছে সে, যেদিক থেকে হামলা আশা করেনি, সেখান দিয়ে উদয় হয়েছে ভূতের মত।

মাটিতে পড়ে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের আভায় পরিচিত

www.BanglaBook.org

অবয়বটাকে দ্বিতীয়বারের মত দেখতে পেল কুয়াশা। প্রথমবার দেখেছিল সরাইখানায়... ওর কামরার দরজায়। হাতের লুপো শটগান তখন তাক করা ছিল বিছানার দিকে, কিন্তু ওটা এখন স্থির হয়ে আছে ওর বুক বরাবর।

'কাল রাতে আমাকে তুমি ফাঁকি দিয়েছ, সেনিয়র,' বলে উঠল মানুষটা। 'কিন্তু এখানে সে-সুযোগ পাবে না।'

'তুমি ফেনিসের লোক?' রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

জবাব দিল না মানুষটা। তার বদলে উচ্চারণ করল তার পুরনো মন্ত্র, 'পার নস্ত্রো সার্কোলো!'

মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিল কুয়াশা। লুপোর ডাবল-ব্যারেলের বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা পাহাড়।

তেরো

বোটের গানেল টপকে অগভীর পানিতে নেমে পড়ল রানা, কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল তাতে। পানি ভেঙে তীরের দিকে এগোল ও, দু'হাতে হ্যাভারস্যাক আর ডাফল ব্যাগ উঁচু করে ধরেছে। সৈকত বলতে কিছু নেই খালের পারে, ছোট-বড় নানা আকারের পাথর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে দু'ধার—ভাঙন ঠেকানোর জন্য। ওখানে পৌঁছে দ্রুত খোলা জায়গা পেরুল রানা, ঢুকে পড়ল গাছপালার ভিতরে। বোটের ক্যাপ্টেন সতর্ক করে দিয়েছে—তীরের কাছটায় টহল দেয় পুলিশ। কাউকে সন্দেহ হলেই আটক করে। ঘুষ দিলে

www.BanglaBook.org

মুক্তি মিলবে, এমন গ্যারান্টি নেই।

মাটিতে হাতের বোঝা নামিয়ে রাখল রানা, ডাফল ব্যাগের ভিতর থেকে বের করল কর্ডের ট্রাউজার, এক জোড়া অ্যাঙ্কেল বুট, গাঢ় রঙের সোয়েটার, আর একটা উলের জ্যাকেট। সবই সেকেণ্ড হ্যাণ্ড, প্যারিস থেকে কিনেছে। এ-পোশাকে ওকে স্থানীয় অধিবাসীর মত দেখাবে। কাপড় বদলে নিল ও, ভেজা পোশাক একটা পলিথিন ব্যাগে পুরে ঢুকিয়ে রাখল ব্যাগের ভিতর। হাঁটতে শুরু করল ঢালু পথ ধরে, দ্বীপের মূল সড়কের দিকে। বিভিন্ন কাজে কর্সিকায় অতীতে কয়েকবারই এসেছে রানা, রাস্তাঘাট মোটামুটি চেনা আছে। দূর থেকে ভিলা বারেমির ধ্বংসস্তূপও দেখেছে একবার। তখন অবশ্য জানত না, কতবড় রহস্য জড়িয়ে আছে ওটার সঙ্গে।

রাস্তায় পৌঁছে টুপিটা কপালের উপর একটু টেনে দিল রানা। হাঁটতে হাঁটতে ভাবল কুয়াশার কথা। কোথায় লোকটা? কর্সিকায় নিরাপদে পৌঁছুতে পেরেছে তো? এখন কি পোর্তো ভেচিয়োর পাহাড়ি এলাকায় অপেক্ষা করছে ওর জন্য? খুব শীঘ্রি জানা যাবে জবাব। স্থানীয় লোকজনের মাঝে ওর মত বিদেশি একজন আগন্তুককে খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না।

ঘড়ি দেখল রানা। বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে। জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা ম্যাপ বের করে নিজের লোকেশন আন্দাজ করার চেষ্টা চালাল। সেইন্ট লুসি থেকে সম্ভবত আড়াই মাইল দক্ষিণে আছে ও। সোজা পশ্চিমে গেলে কাউন্ট বারেমির এলাকা। তবে ওখানে যাবার আগে একটা বেস অভ অপারেশন দরকার; এমন একটা জায়গা, যেখানে নিজের বাড়তি জিনিসপত্র লুকিয়ে রেখে যেতে পারবে। হোটেল বা সরাইখানা হলে চলবে না, ওসব জায়গায় ওর মত অচেনা মানুষকে দেখে মনে রাখবে সবাই।

www.BanglaBook.org

জায়গাটা হতে হবে নির্জন; বনের ভিতরে হলেই ভাল হয়। কাছাকাছি পানির উৎস আর ছোটখাট দু'একটা দোকান থাকা দরকার, যা-তে সহজে খাবার জোগাড় করা যায়। কতদিন পোর্তো ভেচিয়োয় থাকতে হবে, বলা যায় না। সবই নির্ভর করছে ও আর কুয়াশা কতদিনে ফেনিস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, তার ওপর।

কিছুদূর এগোবার পর একটা পায়ে হাঁটা পথ দেখতে পেল ও, দ্বীপের মূল সড়কের পাশ থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমদিকে চলে গেছে। সম্ভবত পশুচারণের জন্য রাখালেরা ব্যবহার করে ওটা, একেবারে সরু, গাড়ি যেতে পারবে না। হ্যাভারস্যাকের স্ট্র্যাপ ভাল করে এঁটে নিল, ডান হাত থেকে বাম হাতে নিল ডাফল ব্যাগ, তারপর ওই পথে নেমে পড়ল রানা।

দুপুর পৌনে একটা নাগাদ দ্বীপের ছ'মাইল ভিতরে ঢুকে পড়ল ও। আঁকাবাঁকা পথে এগিয়েছে, খোলা জায়গায় বেশিক্ষণ থাকেনি। অবশেষে যা খুঁজছিল, তা পেয়ে গেল। পাহাড়ির ঝর্ণার কিনারে বনের একটা অংশ আচমকা উঁচু হয়ে উঠেছে, বড় বড় কর্সিকান পাইন আর ঝোপ-জঙ্গল মিলে সবুজ এক প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে ওখানে। মানুষ এবং জিনিসপত্র... দুটোই লুকানোর জন্য আদর্শ। দক্ষিণ-পশ্চিমে, মাইলখানেক দূর দিয়ে গেছে আরেকটা পথ—উঠে গেছে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে। ম্যাপ মিলিয়ে নিল রানা; নিশ্চিত হলো, ওই পথ ধরে পৌঁছুনো যাবে কাউন্ট বারেমির এলাকায়। খুব বেশি সময়ও লাগবে না।

ঝর্ণা পেরিয়ে পাইন গাছের তলায় চলে গেল ও। ডাফল ব্যাগ থেকে ছোট একটা শাবল বের করে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। গর্তের ভিতর লুকিয়ে ফেলল ব্যাগ আর হ্যাভারস্যাক। তার আগে বদলে নিল কাঁধ ও পায়ের ব্যাণ্ডেজ। ধুয়ে নিল হাত-মুখ। সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আনা বিস্কিট দিয়ে লাঞ্চ সারল। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল গাছের ছায়ায়। বিশ্রাম না নিলে শরীর আর চলতে চাইছে না।

ঘুম এল না সহজে, নানা রকম চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল মন। শেষ পর্যন্ত যখন চোখ মুদল, দুঃস্বপ্ন দেখল ঘুমের মাঝে।

হঠাৎ জেগে উঠল রানা। নড়ল না সঙ্গে সঙ্গে, নিঃসাড়ে পড়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করল ঘুম ভাঙার কারণ। খেয়াল করল, বেলা পড়ে এসেছে। ঘড়িতে বিকেল চারটে বাজে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া রোদের তেজ কমে গেছে অনেক। আকাশে আতঙ্কিত ভঙ্গিতে ডানা ঝাপটাচ্ছে অনেকগুলো পাখি, ওগুলোর আওয়াজেই আসলে নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে ওর। কিন্তু পাখিগুলো এমন করছে কেন?

ধীরে ধীরে উঠে বসল রানা, পরমুহূর্তে শুনতে পেল নতুন আওয়াজ। বনের ভিতরে ছোটাছুটি করছে মানুষ, আবছাভাবে তাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভাসছে বাতাসে। কপালে ভাঁজ পড়ল ওর। কেউ ওকে দেখে ফেলেছে? তা কী করে হয়? উবু হয়ে ঝোপের পাশে গেল ও, পাতা সরিয়ে উঁকি দিল সন্তর্পণে।

একশো গজ দূরে, ঝর্ণার অন্য পাড়ে স্থানীয় দু'জন যুবককে দেখতে পেল রানা—মাচেটি চালাতে চালাতে বেরিয়ে এসেছে জঙ্গল ভেদ করে। দু'জনেরই কোমরে ঝুলছে পিস্তল। পানির ধারে পৌঁছে থেমে গেল ওরা, ব্যস্তভাবে নজর বোলাল চারপাশে, হাবভাবে মনে হলো কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছে না। শিকারী নাকি? বুনো হরিণ শিকারে বেরিয়েছে?

রানার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে শোনা গেল চিৎকার। দুই যুবকের কণ্ঠ থেকে ভেসে আসেনি সেটা, এসেছে বনের ধারের ফাঁকা মাঠ থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ইল্ উয়োমো। একোলো! ইল্ ক্যাম্পো!!'

বুনো পশু না, মানুষ শিকারে বেরিয়েছে ওরা! চিৎকার শুনেই পিস্তল হাতে নিয়ে দুই যুবক যেভাবে ছুটে চলে গেল, তাতে বোঝা গেল, শিকারকে দেখামাত্র খুন করে ফেলবে। কিন্তু কাকে খুঁজছে ওরা? কুয়াশাকে?

কেন যেন বাঙালি বিজ্ঞানীর নামটাই মাথায় এল রানার। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো সঙ্গে সঙ্গে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে উঠল—অনুমানটা ভুল নয়। কিন্তু কেন? কুয়াশা কি এরই মধ্যে কিছু জেনে ফেলেছে?

পাইন গাছের আড়ালে এসে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবল রানা। রাস্তা ধরে পোর্তো ভেচিয়োতে চলে যেতে পারে, কুয়াশার জন্য অপেক্ষা করতে পারে ওখানে। লুকিয়ে থাকার জন্য ঝর্ণার ধারের এ-জায়গাটা আদর্শ, অনায়াসেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারবে এখানে, এরপর অন্ধকারের আড়াল ব্যবহার করে পোর্তো ভেচিয়োয় পৌঁছুতে কষ্ট হবে না। সমস্যা হলো, অনেকটা সময় বসে থাকতে হবে এতে; অথচ কী ঘটেছে, তা জানার জন্য ছটফট করছে মন। একটাই বিকল্প আছে সামনে—শিকারীদেরকে অনুসরণ করা, কম সময়ে কুয়াশাকে নাগালে পাবার এটাই সহজ উপায়। ওটাই করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল রানা।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় প্রথমবারের মত কুয়াশার দেখা পেল ও—পাহাড়ি এক ঢাল ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। অস্তায়মান সূর্যের আলোয় আবছাভাবে আলোকিত দীর্ঘ দেহটা লক্ষ্য করে কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল উত্তেজিত জনতা, কিন্তু লাগাতে পারল না। একটু পরেই মুচকি হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে—কুয়াশার কৌশল বুঝতে পেরে। পালাবার চেষ্টা করছে না লোকটা, বরং শত্রুদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিয়ে একজনকে কবজা করতে চাইছে। মন্দ নয়

www.BanglaBook.org

বুদ্ধিটা, দুঃসাহসিকও বটে—শত্রুর এলাকায় শত্রুকেই আটক করা! কেউ আশা করবে না ব্যাপারটা।

লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা সমভূমির মাঝখানে ঘাপটি মেরে আশপাশের এলাকা জরিপ করল রানা। সন্ধ্যার বাতাসে বার বার নুয়ে পড়ছে ঘাসের ডগা, উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমা—সুবিধেই হলো এতে। কুয়াশার পরবর্তী পদক্ষেপ, সেইসঙ্গে কোথায় ওকে ইন্টারসেপ্ট করা যায়—বোঝার চেষ্টা করল। উত্তরদিকে যাচ্ছে লোকটা, মাইলখানেক গেলে পর্বতসারির গোড়ায় পৌঁছুবে। থামবে ওখানেই, কারণ পাহাড়ের উপরে উঠে কোনও লাভ হবে না। তারমানে আবার ফিরে আসবে সে, দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে এগোবে, যাতে ধাওয়াকারীদের সামনে পড়ে না যায়। ওদিকেই কোথাও ডাইভারশন সৃষ্টি করবে, বিশৃঙ্খলার মাঝে পাতবে ফাঁদ, আটক করবে কাউকে।

ওই সময়টাতেই কুয়াশাকে ইন্টারসেপ্ট করতে হবে। আগে করা গেলে ভাল হতো, কারণ ফাঁদ নিয়ে যখন সে ব্যস্ত থাকবে, তখন যে-কোনও ধরনের অ্যাপ্রোচ ঝুঁকিপূর্ণ। ওকে শত্রু ভেবে বসতে পারে কুয়াশা। কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই। ডাইভারশন এবং কনফিউশন ছড়াবার জন্য ছোটাছুটি করছে কুয়াশা, তার মাঝে ওর ধারেকাছে পৌঁছুনো সম্ভব নয়। তাই হামাগুড়ি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে এগোতে শুরু করল রানা।

ধীরে ধীরে দূর পাহাড়ের আড়ালে মুখ লুকোল সূর্য। গোটা এলাকার ছায়াগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর, গাঢ় থেকে গাঢ়তর হলো। পাহাড়ি এলাকা ঢেকে যেতে শুরু করল নিকষ অন্ধকারে। কিন্তু কুয়াশার কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না রানা। যেখানে তাকে আশা করছে ও, সেখানকার পেরিমিটারের ভিতর ঘোরাফেরা করতে থাকল। সন্ধ্যার আবছায়া পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে

www.BanglaBook.org

চোখ, কান খাড়া করে রেখেছে অস্বাভাবিক শব্দ শোনার জন্য। কিন্তু না, নেই কুয়াশা।

চলাচলের সুবিধার্থে কাঁচা রাস্তার দিকে গেছে নাকি লোকটা? অমন কাজ করে থাকলে মস্ত বোকামি করেছে। পুরো এলাকা এখন জ্যান্ত হয়ে আছে সার্চ-পার্টির হট্টগোলে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সবাই চিরুনি-তল্লাশি চালাচ্ছে—একেক দলে দুই থেকে ছ'জন মানুষ, প্রত্যেকে সশস্ত্র—ছুরি, বন্দুক বা মাচেটি... কিছু না কিছু আছে সবার কাছে। আর আছে ফ্ল্যাশলাইট। আলোকরশ্মিগুলো ডানে-বামে ঘুরছে, ক্ষণে ক্ষণে ভেদ করছে পরস্পরকে, যেন অত্যাধুনিক সিকিউরিটি সিস্টেমের ইন্টারসেক্টিং লেজার। ঢাল ধরে আরও উঁচুতে উঠে যেতে শুরু করল রানা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোকরশ্মিগুলোই এখন বাঁচাচ্ছে ওকে উন্মত্ত, খুনে কর্সিকানদের হাত থেকে। ওগুলো দেখেই ও বুঝতে পারছে, কখন এগোতে হবে, কখনই বা থেমে যেতে হবে।

দুটো আলোকরশ্মির মাঝখান দিয়ে পথ করে ছুটছিল রানা, আচমকা থেমে গেল গরগর করতে থাকা একটা পশুকে দেখতে পেয়ে—চোখ বড় করে ওটা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ছুরি বের করে ফেলেছিল রানা, থেমে গেল প্রাণীটার পরিচয় টের পেয়ে। সাধারণ এক পোষা কুকুর—পশুচারণের সময় গরু-ছাগল আর ভেড়ার পালকে একাট্টা রাখার জন্য ব্যবহার করে রাখালরা। মোটেই হিংস্র নয়। কাছে গিয়ে সতর্কভাবে কুকুরটার গায়ে হাত বোলাল ও, বাধা পেল না। গরগরানি থেমে গেল, গুটিসুটি মেরে মাটিতে বসে পড়ল প্রাণীটা। ফ্ল্যাশলাইটের আলো এগিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে গেল রানা।

মাটিতে অর্ধেক দেবে থাকা একটা বড় বোল্ডারের পিছনে পৌঁছে থামল ও। দম ফিরে পাবার জন্য অপেক্ষা করল একটু,

www.BanglaBook.org

তারপর বোল্ডারের পাশ দিয়ে উঁকি দিল নীচে। পাহাড়ি ঢাল আর প্রান্তরে পাগলের মত নেচে বেড়াচ্ছে শত শত আলোকরশ্মি, সার্চ-পার্টির অবস্থান বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। ওর কাছাকাছি নেই একটাও। আবছাভাবে একটা সরাইখানার কাঠামো দেখতে পেল দূরে, ওটার সামনে দিয়ে গেছে পায়ে হাঁটা পথ। সরাইখানার একশো গজ দক্ষিণে চওড়া রাস্তা—পোর্তো ভেচিয়োতে যেতে হয় ওটা দিয়ে। মশাল আর ফ্ল্যাশলাইটের ভিড় দেখে বোঝা গেল, রাস্তাটা অবরোধ করে রেখেছে কর্সিকানরা।

নরক-গুলজার চলছে পুরো এলাকা জুড়ে। রানার কানে ভেসে আসছে মানুষের উত্তেজিত চিৎকার, কুকুরের ডাক আর ঝোপঝাড়ের মাঝে মাচেটি চালানোর আওয়াজ। অদ্ভুত, ভীতিকর এক দৃশ্য—একটা দেহও দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকারের মাঝে শুধু নেচে বেড়াচ্ছে আলোর রেখা, অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে ওগুলো নিয়ে যেন খেলা করছে কেউ।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ নতুন এক আলো দেখা গেল বনভূমির মাঝে। সাদাটে নয়, হলুদ-কমলা। আগুন জ্বলে উঠেছে পোর্তো ভেচিয়োর রাস্তার একপাশে। ডাইভারশনের সূচনা করেছে কুয়াশা। চমৎকার ফলও মিলল। হৈ-হৈ করে কর্সিকানরা ছুটতে শুরু করল আগুনের দিকে।

নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না রানা। বোঝার চেষ্টা করল, এই ডাইভারশনকে কীভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করছে কুয়াশা। এরপর কী করবে সে? কীভাবে ফাঁদ পাতবে? তিন মিনিট পরেই পেয়ে গেল জবাব। বনের আরেক অংশে লাফ দিয়ে উঠল আগুনের শিখা—পোর্তো ভেচিয়োর রাস্তা থেকে সিকি মাইল বাঁয়ে। একটার জায়গায় দুটো ডাইভারশন সৃষ্টি হয়েছে এবার, বিভক্ত করে দিয়েছে কর্সিকানদেরকে। তল্লাশিতে ব্যাঘাত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘটেছে—আগুন নেভানোর দিকে এখন সবার মনোযোগ; পাহাড়ি অরণ্যে দাবানল শুরু হলে মহা-বিপদ!

আগুনের আভায় কর্সিকানদের দেখতে পাচ্ছে রানা, পাগলের মত ছোটাছুটি করছে তারা। আরেকটা আগুন লাফিয়ে উঠল—এবারেরটা আরও বড়, প্রথম দুটোর প্রায় চারশ' গজ দূরে। কুয়াশার তৃতীয় ডাইভারশন। আগুনের লেলিহান শিখার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বিশৃঙ্খলা। কুয়াশা কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না। কাউকে যদি ফাঁদে ফেলতে না-ও পারে, গোলমালের সুযোগ নিয়ে সহজেই পালিয়ে যেতে পারবে।

বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। মাটির সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে রেখেছে শরীর, এগোচ্ছে সরীসৃপের মত। তীক্ষ্ণ করে রেখেছে নজর। হঠাৎ রাস্তা থেকে একশো গজ পশ্চিমে এক টুকরো আলো জ্বলে উঠল, দেশলাই জ্বেলেছে কেউ। এক সেকেণ্ড জ্বলল ওটা, তারপর নিভে গেল। রানা একা না, কর্সিকানদের মধ্যেও কয়েকজন দেখতে পেয়েছে ওটা। পর পর তিনটে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ঘুরে গেল ওদিকে। আলোর রশ্মির নাচানাচি দেখে বোঝা গেল, তিনজনেই ছুটতে শুরু করেছে ওদিকে। জানে না, কুয়াশার ফেলা টোপে সাড়া দিচ্ছে। ওদের একজনকে খুব শীঘ্রি আটক করবে দুর্ধর্ষ লোকটা।

জ্যাকেটে তলার হোলস্টার থেকে নিজের সিগ-সাওয়ার বের করল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল। আড়াআড়ি একটা পথ ধরে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নামছে কুয়াশার আনুমানিক অবস্থান লক্ষ্য করে। হয়তো সাহায্য দরকার নেই কুয়াশার, তবু যদি ধাওয়াকারীদের দু'জনকে ও ব্যস্ত রাখতে পারে, কুয়াশার প্ল্যান সফল হবে নিশ্চিতভাবে। বাড়তি একজনকে যদি আটক করা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যায়, তা হলে তো আরও ভাল। জেরা করার জন্য দু'জন সাবজেক্ট পাবে ওরা।

ছোট ছোট একেকটা ছুট লাগাচ্ছে রানা। এক কাভার থেকে পৌঁছুচ্ছে আরেক কাভারে। প্রতি কদমে বাড়ছে সতর্কতা। নজর রাখছে ঢালের নীচে নড়তে থাকা ফ্ল্যাশলাইটগুলোর উপরে। হালকা আভায় দেখতে পাচ্ছে লোকগুলোর হাতে ধরা আগ্নেয়াস্ত্র, শিকারের ছায়া দেখলেও গুলি ছুঁড়তে প্রস্তুত।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল ও। একটা বৈসাদৃশ্য লক্ষ করেছে। একেবারে ডান দিকের ফ্ল্যাশলাইটটা... ওর থেকে মোটামুটি দুইশ' গজ নীচে ওটা... নড়ছে অদ্ভুতভাবে। নড়াচড়ার ছন্দ একেবারে বেমানান। সামনে-পিছনে নয়, ওটা নড়ছে উপর-নীচে! প্রতিফলনও নেই ওটার পাশে—যত সামান্যই হোক, ফ্ল্যাশলাইটের মালিকের অন্য হাতে ধরা আগ্নেয়াস্ত্রের ধাতব শরীরে একটু হলেও প্রতিফলন ঘটবে আলোর। প্রতিফলন নেই মানে অস্ত্রও নেই।

রহস্যটা ধরতে পেরে চমকে উঠল রানা। ফ্ল্যাশলাইটটা এ-মুহূর্তে হাতে নেই কারও, গাছের ডালে বেঁধে ডালটাই নড়িয়ে দেয়া হয়েছে! এ আরেক ডাইভারশন... ফ্ল্যাশলাইটের মালিক নিজের মুভমেন্ট লুকাতে চাইছে।

ঝট্ করে ঘাসের আড়ালে বসে পড়ল রানা। অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠেছে। লোকটা ওর আশপাশে থাকতে পারে। আশঙ্কাটা সত্যি হয়ে উঠল মিনিটখানেকের মধ্যেই। ঘাসের প্রাচীর ভেঙে বিশালদেহী এক কর্সিকানকে উদয় হতে দেখল ও কয়েক গজ দূরে। আরেকটু হলে রানার গা মাড়িয়ে দিত, গড়ান দিয়ে সরে গেল ও।

পায়ের শব্দ হালকা হয়ে এলে উঠে দাঁড়াল রানা। বুক ধক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধক করছে। আন্দাজের উপর ভর করে পিছু নিল কর্সিকানের। পাহাড়ের উত্তরদিক লক্ষ্য করে ছুটছে লোকটা, রিজের তলায় পৌঁছুতে চাইছে—রানাও ওদিকেই যাচ্ছিল। অল্পক্ষণে বোঝা গেল, পুরো এলাকা হাতের তালুর মত চেনে ব্যাটা; অন্ধকারেও চিতার মত ছুটছে। দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে রানার সঙ্গে। ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল ও, কিছুতেই পিছিয়ে পড়া চলবে না। চোখের কোণে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ঝিকমিকিয়ে উঠল, ঢাল বেয়ে উঠে আসছে একজন... নিঃসন্দেহে তাকেই টার্গেট করেছে কুয়াশা।

অনেকদূর উঠে আসার পর থেমে দাঁড়াল রানা। কর্সিকানকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও, শোনা যাচ্ছে না পায়ের আওয়াজও। চারপাশ নিস্তব্ধ... বড্ড বেশি নীরব। মাটিতে শুয়ে পড়ল ও, অন্ধকারের ভিতর আঁতিপাঁতি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর দৃষ্টি, হাতের আঙুল চেপে বসেছে সিগ-সাওয়ারের ট্রিগারে। কিছু একটা ঘটতে চলেছে খুব শীঘ্রি। কিন্তু কোথায়? কীভাবে?

দেড়শো গজ সামনে, একটু নীচে, ফ্ল্যাশলাইটের আলো মিটমিট করতে শুরু করেছে। না... জ্বালানো-নেভানো হচ্ছে না, আলো বাধা পাচ্ছে গাছের গায়ে। ফ্ল্যাশলাইটের মালিক পাইন গাছের একটা ঝাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল আলোকরশ্মি—প্রথমে আকাশের দিকে উঠে পড়ল, তারপর আছড়ে পড়ল মাটিতে; একটু গড়িয়ে স্থির হয়ে গেল। বুঝতে পারল রানা, আঘাত হেনেছে কুয়াশা। কিন্তু ওর জানা নেই, আলোর এই সঙ্কেত দেখার জন্য আরেকজন কর্সিকান ঘাপটি মেরে আছে খুব কাছে।

আর শুয়ে থাকার মানে হয় না। উঠে ছুট লাগাল রানা আলোর উৎসের দিকে। পাহাড়ের পাথুরে ঢালে কর্কশ শব্দ তুলছে ওর জুতোর তলা, কিন্তু পরোয়া করল না। অনেকখানি জায়গা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেরুতে হবে ওকে, এবং খুব দ্রুত। অন্ধকারে দৃষ্টি চলছে না, বোঝা যাচ্ছে না কোত্থেকে শুরু হয়েছে গাছের সারি। যদি একটু চেহারা দেখা যেত, যদি একটু আওয়াজ শোনা যেত... ভাবতে ভাবতে সচকিত হয়ে উঠল ও। আওয়াজ! চিৎকার করেই তো সতর্ক করে দেয়া যায় কুয়াশাকে। তাই করতে যাচ্ছিল, কিন্তু থমকে গেল অচেনা কণ্ঠস্বর শুনে।

ওই তো... ত্রিশ গজ নীচে, দুটো গাছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী কর্সিকান। বাতাসে ভাসছে তার ভারী গলার আওয়াজ। মাটিতে পড়ে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের আভায় চকচক করছে হাতে ধরা শটগান। ওদিকে ঘুরে গেল রানা, সিগ-সাওয়ার ধরা হাত প্রসারিত করছে সামনে।

'তুমি ফেনিসের লোক?' কুয়াশার গলা চিনতে পারল রানা।

জবাব না দিয়ে চেঁচাল কর্সিকান, 'পার নস্ত্রো সার্কোলো!'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে লোকটার পিঠে তিনবার ফায়ার করল রানা। কর্সিকানও শটগানের ট্রিগার চেপেছে, ডাবল ব্যারেলের ভয়াবহ বিস্ফোরণের তলায় চাপা পড়ে গেল ওর সিগ-সাওয়ারের আওয়াজ। পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল বিশালদেহী, নিথর হয়ে গেল কেঁপে উঠে।

হামাগুড়ি দিয়ে পাইন ঝাড়ের দিকে এগোল রানা, কুয়াশার গুলি খেতে চায় না। কাছে গিয়ে ডাকল, 'কুয়াশা?'

'রানা, তুমি?' শোনা গেল পরিচিত কণ্ঠ।

'আপনার কোথাও লাগেনি তো?'

'উঁহুঁ, ব্যাটা তার বন্ধুকেই ঝাঁঝরা করে ফেলেছে।'

এগিয়ে গেল রানা। বিশালদেহীর কয়েক গজ সামনে চিৎ হয়ে পড়ে আছে অপর কর্সিকান, কুয়াশা সরে যাওয়ায় শটগানের শেল তার বুক ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আলোটা নেভান।' চাপা গলায় বলল রানা।

তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাশলাইটটা তুলে নিয়ে সুইচ অফ করল কুয়াশা। বলল, 'একেবারে সময়মত হাজির হয়েছ, ভাই।'

'শোধবোধ,' রানা বলল। 'এক্সেলসিয়র হোটেলের সিঁড়িতে আপনিও প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন আমার। থাক ওসব... নীচে আরেকজন রয়ে গেছে। দুই দোস্তের ডাক শোনার জন্য অপেক্ষা করছে সে। যদি না শোনে...'

'এখানে উঠে আসবে,' বলল কুয়াশা। 'তখন ওকে ঘায়েল করব আমরা।'

'এত সাহস দেখাবে বলে মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রানা। 'সঙ্গী-সাথীদেরকে ডেকে আনার আগেই আমাদের সরে যাওয়া দরকার।'

'ওরা ব্যস্ত,' আগুনের দিকে ইশারা করল কুয়াশা। 'সহজে আসতে পারবে না।'

'তা-ও... ঝুঁকি নেবার কোনও মানে হয় না,' গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা। নড়তে দেখল ফ্ল্যাশলাইটের আলোকরশ্মি। 'ওই তো, যাচ্ছে!'

'চলো,' পাইন ঝাড় থেকে বেরুনোর জন্য ঘুরল কুয়াশা। 'লুকানোর মত ডজনখানেক জায়গা চিনে নিয়েছি আমি। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কিছু জানতে পেরেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। একটু খোঁজখবর নিতেই...'

'আমার জন্য অপেক্ষা করবার কথা ছিল আপনার!' বাধা দিয়ে অনুযোগের সুরে বলল রানা।

'কোনও কাজ ছাড়া চুপচাপ বসে থাকলে সন্দেহ করত লোকে,' কৈফিয়ত দিল কুয়াশা। 'আফটার অল, এ-জায়গা তো

BanglaBook.org

ট্যুরিস্ট স্পট নয়!'

'হুম! কী জানতে পেরেছেন?'

'পুরোপুরি নিশ্চিত নই, তবে ফেনিসের সঙ্গে যে এ-জায়গার সম্পর্ক এখনও আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ, আমাকে খুন করার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে ওরা। আমার ধারণা...'

কথা শেষ হলো না কুয়াশার। তার আগেই আগ্নেয়াস্ত্র কক করার শব্দ শুনে জমে গেল।

'ফারমা!' চালের উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল একটা অস্থির কণ্ঠ।

একসঙ্গে অস্ত্র তুলল রানা-কুয়াশা, ঘুরে গেল শব্দের উৎসের দিকে।

'বাস্তা!' ধমকে উঠল কণ্ঠটা। তারসঙ্গে শোনা গেল চাপা গরগর... কুকুরের আওয়াজ। 'আমার হাতে এটা দুই ব্যারেলের রাইফেল, সেনিয়র,' স্থানীয় উচ্চারণে ইংরেজিতে বলে উঠল এবার কণ্ঠটা। মেয়ের গলা। 'একটু আগে যেটা ফায়ার হলো, সেটার মতই আরেকটা *লুপো।* তবে তোমাদের পায়ের কাছে যে-লোকটা পড়ে আছে, তারচেয়ে ভালভাবে এটা চালাতে জানি আমি। অস্ত্র নামাও, সেনিয়র। ফেলে দেয়ার দরকার নেই, ওগুলো তোমাদের কাজে আসবে।'

'কে তুমি?' জানতে চাইল রানা। চোখ পিটপিট করে দেখার চেষ্টা করল রহস্যময়ীকে। দেহের রেখা ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে, ট্রাউজার আর ফিল্ড জ্যাকেট পরে আছে মেয়েটা। এক হাতে ধরে রেখেছে কুকুরের গলার শেকল।

ঘেউ ঘেউ করে উঠল প্রাণীটা।

'তোমাদের মধ্যে ইতিহাসবিদ কে?' পরিচয় না জানিয়ে বলল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেয়েটা। 'তাকে খুঁজছি আমি।'

'কী!' রানা একটু বিভ্রান্ত বোধ করল।

'আমার কাভার!' ফিসফিস করে বলল কুয়াশা। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'আমিই ইতিহাসবিদ... এ আমার সহকারী।' রানাকে দেখাল। 'কেন খুঁজছ আমাকে? খুন করতে?'

'না। পুরো এলাকায় তোমার কথা ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি নাকি *পাদ্রোনিদের পাদ্রোনি*-এর ব্যাপারে প্রশ্ন করে বেড়াচ্ছ?'

'কাউন্ট গিলবার্তো বারেমি-র কথা বলছ? হ্যাঁ, তার ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছি আমি। কিন্তু কেউ আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না।'

'একজন দেবে। বৃদ্ধা এক মহিলা... পাহাড়ের অনেক ভিতরে থাকেন। তোমাকে ডেকেছেন তিনি।'

'পরিস্থিতি কতটা খারাপ, তা জানো তো?' বলল কুয়াশা। 'আমাকে শিকার করতে বেরিয়েছে নীচের লোকজন, দেখামাত্র খুন করে ফেলবে। এর মাঝে ঝুঁকি নিয়ে ওই বৃদ্ধার কাছে নিয়ে যাবে আমাকে?'

'হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি এসো, অনেকদূর যেতে হবে আমাদেরকে। রাস্তাও খুব খারাপ। পাঁচ-ছ'ঘণ্টা লেগে যাবে।'

'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। কেন জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি?'

'কারণ ওই বৃদ্ধা আমার দাদী। পাহাড়ের সবাই ওঁকে ঘৃণা করে, তাই নীচে থাকতে পারেন না। কিন্তু আমি তাঁকে ভালবাসি।'

'কে তিনি? কী তাঁর পরিচয়?'

'*ভিলা বারেমির রক্ষিতা...* এ-নামেই সবাই ডাকে তাঁকে,' বলল মেয়েটা। 'আর কোনও কথা নয়। এসো আমার সঙ্গে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোদ্দ

পাহাড়ি পথ ধরে দ্রুত এগোল ওরা তিনজন, ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ল অবারিত মাউন্টেইন রেঞ্জের ভিতরে। যত এগোচ্ছে, ততই দুর্গম হয়ে উঠছে পথ। পায়ের তলায় এবড়ো-খেবড়ো মাটি, সামনে ঘন জঙ্গল, উঁচু-নিচু রাস্তায় হাঁটতে জান বেরিয়ে যাবার জোগাড়। নকল পায়ে এ-অত্যাচার আর সহ্য হচ্ছে না কুয়াশার, ছড়ি ব্যবহার করতে হচ্ছে ওকে। চলার গতি কিছুটা কমে গেছে তাতে।

অন্ধকারে দিশে পাওয়া ভার, তবে কুকুরটা থাকায় নিশ্চিন্তে এগোতে পারছে ওরা। জ্বলজ্বল করছে প্রাণীটার চোখ, নির্বিঘ্নে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। রওনা হবার আগে তাকে রানা-কুয়াশার গন্ধ শুঁকিয়ে নিয়েছে মেয়েটা, বুঝিয়ে দিয়েছে—দুই নবাগত তাদের বন্ধু।

এই কুকুরটাকেই পাহাড়ি ঢালে দেখেছিল কি না, সন্দেহ হচ্ছে রানার। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল সে-কথা।

'হতে পারে,' জবাব এল। 'অনেকক্ষণ থেকেই ওখানে ঘুরছিলাম আমরা। ওকে ছেড়ে দিয়েছিলাম গন্ধ খোঁজার জন্য। তবে আমাকে ছেড়ে বেশিদূর কখনোই যায়নি ও।'

'আমাকে আক্রমণ করার সম্ভাবনা ছিল?'

'উঁহুঁ। মানে... যদি ওর গায়ে হাত তুলতে আর কী... বা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার গায়ে।'

মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পর মোটামুটি সমতল একটা এলাকায় পৌঁছুল ওরা। কোমর পর্যন্ত ঘাস জন্মেছে ওখানে, বাতাসে দুলছে এদিক-ওদিক। সমভূমির ওপাশে আবার শুরু হয়েছে পাহাড়ের সারি, গায়ে ঘন অরণ্য। আকাশে মেঘের আনাগোনা কমে গেছে, নির্বিঘ্নে মুখ দেখাতে পারছে চাঁদ। কোমল আলোয় স্নান করিয়ে দিচ্ছে পর্বতমালাকে। মাথা ঘুরিয়ে কুয়াশার দিকে তাকাল রানা, ওর মতই দশা—ঘামে ভিজে গেছে শার্ট, হাঁপাচ্ছে। অথচ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে সমভূমির উপর দিয়ে।

ওদের অবস্থা লক্ষ করে মেয়েটা বলল, 'এখন একটু বিশ্রাম নিতে পারি আমরা।' কয়েকশ' গজ দূরের একটা অন্ধকার জায়গার দিকে আঙুল তুলল, কুকুরটা ও-দিকে ছুটে গেছে। 'ওখানে একটা গুহা আছে। বেশি বড় না, তবে তিনজনের জায়গা হয়ে যাবে।'

'তোমার কুকুর তো মনে হচ্ছে আগেও গেছে ওখানে,' মন্তব্য করল কুয়াশা।

হাসল মেয়েটা। 'ও চাইছে আমি আগুন জ্বালি। বৃষ্টির সময় মুখে করে শুকনো ডাল নিয়ে আসে আমার কাছে। আগুন ওর ভারি পছন্দ!'

একটু পরেই জায়গামত পৌঁছে গেল ওরা। গুহাটা পাহাড়ি ঢালের গোড়ায়। গভীরতায় দশ ফুটের বেশি হবে না, উচ্চতায় ছ'ফুট। ভিতরে ঢুকল ওরা।

কুয়াশা লক্ষ করল, পুরনো অগ্নিকুণ্ডের আধপোড়া লাকড়ি এখনও পড়ে আছে ভিতরে। তাই জিজ্ঞেস করল, 'আগুন জ্বালব?'

'ইচ্ছে হলে জ্বালুন। *উচেলো* খুব খুশি হবে।'

'উচেলো!' ভুরু কোঁচকাল কুয়াশা। 'মানে, পাখি?'

www.BanglaBook.org

'মাটির উপর দিয়ে পাখির মতই উড়ে বেড়ায় ও, সেনিয়র।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আগুন জ্বালানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল কুয়াশা।

রানা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি চমৎকার ইংরেজি বলো, কোথায় শিখেছ?'

'*ভেসকোভাতো*-র কনভেন্ট স্কুলে পড়েছি আমি,' জানাল মেয়েটা। 'আমার মত যারা গভর্নমেন্ট প্রোগ্রামে ঢুকতে চায়, তাদেরকে ওখান থেকে ইংরেজি আর ফ্রেঞ্চ শিখে নিতে হয়।'

ম্যাচের সাহায্যে আগুন জ্বেলে ফেলল কুয়াশা। ছোট অগ্নিকুণ্ড থেকে ছড়াতে শুরু করল তাপ, আলোকিত হয়ে উঠল গুহা। ঠাট্টা করে রানা বলল, 'আপনি আগুন লাগানোয় ওস্তাদ, রীতিমত প্রতিভাবান বলা যায়। পুরো জঙ্গলে যেভাবে আগুন লাগিয়ে দিলেন...'

'খুব সাধারণ প্রতিভা ওটা,' হাসল কুয়াশা।

টুপি খুলে ফেলেছে মেয়েটা, মাথা ঝাঁকিয়ে ছড়িয়ে পড়তে দিল ঘন কালো কেশ। ওর দিকে তাকাতেই রানার হৃৎপিণ্ড যেন একটা বিট মিস করল। মুহূর্তের জন্য মুগ্ধতায় স্থবির হয়ে গেল ও। তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। বয়স বেশি নয়, বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে হবে। অপূর্ব কেশরাজি! বাদামি, আয়ত দুই চোখ যেন ডানা মেলছে আকাশে। নিখুঁত চোয়াল, নাকটা বুঝি পাথর কুঁদে বানিয়েছে কোনও ভাস্কর, তার নীচে ফোলা ফোলা দুই ঠোঁট হেসে উঠবে যে-কোনও মুহূর্তে। কোনও ধরনের সাজ নেয়নি, তারপরেও অপ্সরার মত লাগছে। জীবনে অনেক সুন্দরী দেখেছে রানা, কিন্তু আজ রাতে... কর্সিকার এই পাহাড়ি গুহার মাঝে এই মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে, এর পাশেরও যোগ্য নয় কেউ। হয়তো পরিবেশের জন্য এমন অনুভূতি হচ্ছে, তবু ওর মনে হলো—লম্বা ছুটি নিয়ে বিধাতা বুঝি মাঝে-মধ্যে এমন নারীই সৃষ্টি

www.BanglaBook.org

করেন!

'কী দেখছ?' হঠাৎ মেয়েটির প্রশ্নে সচকিত হয়ে উঠল রানা।

'কিছু না,' গলা খাঁকারি দিয়ে বলল ও। 'তুমি গভর্নমেন্ট প্রোগ্রামে ঢুকেছিলে?'

'যতদূর পারা যায় আর কী।'

'কতদূর সেটা?'

'বোনিফাসিয়ো-র *স্কুলা মিডিয়া*। বাকিটা অন্যদের সাহায্য নিয়ে সেরেছি। *ফোণ্ডেস*-রা পড়াশোনার খরচ দিয়েছে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'ইউনিভার্সিটি অভ বোলোগনা-র গ্র্যাজুয়েট আমি, সেনিয়র। সেইসঙ্গে আমি একজন *কম্যুনিস্তা...* কথাটা আমি গর্ব নিয়ে বলি।'

'সাবাস!' বাঁকা সুরে বিদ্রূপ করল কুয়াশা।

'হাসবেন না, সেনিয়র,' একটু আহতস্বরে বলল মেয়েটা। 'কমিউনিজমের দিন এখনও শেষ হয়ে যায়নি। ওটাই দেশ চালানোর সঠিক পন্থা। দেখবেন, একদিন এই কমিউনিজমের সাহায্য নিয়েই ইটালিকে দাঁড় করাব আমরা। অরাজকতা আর অস্থিরতার অবসান ঘটবে, শেষ হবে খ্রিস্টানদের অনাচার।'

'বোকার রাজ্যে বাস করছ তুমি,' বলল রানা।

'না, সেনিয়র। যদি সতর্ক থাকি, তা হলে কেউ আমাদেরকে হাতের পুতুল বানাতে পারবে না। কমিউনিস্ট হিসেবেই স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারব আমরা।'

'শুভকামনা রইল।'

পরিবেশটা গুমোট হয়ে উঠল এরপর। ঠাট্টায় সম্ভবত অপমানিত হয়েছে মেয়েটা, গুটিয়ে নিল নিজেকে। জানা গেল, তার নাম সোনিয়া। কুয়াশা জিজ্ঞেস করল, কেন ওর মত একজন রাজনীতি-সচেতন বিপ্লবী বোলোগনা ছেড়ে কর্সিকার পাহাড়ে

www.BanglaBook.org

ফিরে এসেছে। সংক্ষেপে ও শুধু বলল, দাদীর সঙ্গে কিছুদিন কাটাবার জন্য।

'তোমার দাদী সম্পর্কে বলো,' অনুরোধ করল রানা।

'যা বলার, তা উনিই বলবেন তোমাদেরকে,' কাঠখোট্টা গলায় বলল সোনিয়া। উঠে দাঁড়াল। 'আমাকে যতটুকু জানাতে বলেছেন, তা বলেছি তোমাদেরকে।'

'তুমি শুধু বলেছ, ওঁর নাম *ভিলা বারেমির রক্ষিতা*।'

'এটুকুই বলার কথা আমার, নইলে ওই জঘন্য নাম কিছুতেই উচ্চারণ করতাম না। যাক গে, যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। ওঠো এবার। আরও প্রায় দু'ঘণ্টা হাঁটতে হবে আমাদেরকে।'

দু'ঘণ্টা নয়, সোয়া দু'ঘণ্টা পর পাহাড়ের উপরে এক সমতল মালভূমিতে উঠে এল ওরা। নীচের উপত্যকার মেঝে থেকে জায়গাটার উচ্চতা প্রায় সাড়ে চারশো ফুট। বেশ বড়, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় এক একর জায়গা। চাঁদের আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাতে আলোকিত হয়ে উঠেছে গোটা মালভূমি। পরিষ্কার দেখা গেল সব। ঠিক মাঝখানটায় মাথা তুলে রেখেছে একটা পুরনো আমলের ফার্মহাউস, পাশে গোলাঘর। চারদিকে শাক-সবজির খেত। জলপ্রবাহের কুলুকুলু ধ্বনি কানে এল, খুব কাছে কোথাও বইছে একটা ঝর্ণা।

'ভারি সুন্দর তো!' মুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল কুয়াশা।

'গত পঞ্চাশ বছর থেকে এটাই দাদীর দুনিয়া,' গম্ভীর গলায় বলল সোনিয়া।

'এখানে জন্ম হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখানেই বড় হয়েছ?'

'না,' নেতিবাচক জবাব দিল মেয়েটা, ব্যাখ্যা করল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এসো, দাদী অপেক্ষা করছে। দেখা করবে তোমরা ওঁর সঙ্গে।'

'এত রাতে?' কুয়াশা একটু অবাক হলো।

'দাদীর কাছে রাত-দিন বলে কিছু নেই। আমাকে বলেছেন, তোমরা পৌঁছুনোমাত্র ওঁর কাছে নিয়ে যেতে। চলো।'

ফার্মহাউসের সামনের কামরায়, ফায়ারপ্লেসের সামনে পিঠ-উঁচু চেয়ারে বসা বৃদ্ধাটির জন্য রাত-দিন বলে কিছু নেই কেন, তা বুঝতে কষ্ট হলো না। অন্ধ তিনি—মণি বলে কিছু অবশিষ্ট নেই চোখে, পুরোটাই ঘোলা কাঁচের মত এক বস্তু, উদ্দেশ্যহীনভাবে সারাক্ষণ ঘুরছে এদিক-ওদিক। তীক্ষ্ণ চেহারা, বয়স আন্দাজ করা কঠিন—নব্বুই হতে পারে... একশো, কিংবা তার বেশি হলেও অবাক হবার কিছু নেই। কালের ভারে জর্জরিত চামড়া, কেমন যেন কালচে ফুটকি পড়ে গেছে... তারপরেও আঁচ করা যায়, এককালে অপূর্ব রূপসী ছিলেন বৃদ্ধা। কথা বলেন খুব নিচু স্বরে—শুধু কান খাড়া করে রাখলে চলে না, তাকিয়ে থাকতে হয় ঠোঁটের দিকেও। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, কথাবার্তায় কোনও দ্বিধা বা জড়তা নেই। দুই আগন্তুক হাজির হওয়ামাত্র জানালেন, মৃত্যু তাঁর দুয়ারে কড়া নাড়ছে, চিরনিদ্রায় যাবার আগে অনেককিছু বলার আছে তাঁর। এই বাস্তবতা তাঁর চিন্তাচেতনাকে জাগিয়ে তুলেছে।

ইটালিয়ানে কথা বললেন বৃদ্ধা, তবে বাচনভঙ্গি অনেক পুরনো আমলের। শুরুতেই পরিচয় জানতে চাইলেন দুই আগন্তুকের। হিস্টোরিয়ানের কাভারটা ধরে রাখল কুয়াশা, মিলানের অ্যাকাডেমিক ফাউণ্ডেশনের কাহিনি শোনাল; বোঝাল, কর্সিকার ইতিহাস সম্পর্কে সংগঠনটা আগ্রহী। প্রানা নিজের পরিচয় দিল ওর সহকারী হিসেবে। ফেনিসের ফাইল স্টাডি করে এসেছে ও, কাউন্ট বারেমি সম্পর্কে বিভিন্ন রকম তথ্য জানিয়ে গবেষক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হিসেবে নিজেদের পরিচয় দৃঢ় করবার প্রয়াস চালাল।

চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন বৃদ্ধা, যেন দু'জনের বক্তব্য অন্তস্থ করে নিচ্ছেন। শেষে নড়ে উঠলেন তিনি, গালের উপর পড়ে থাকা একগোছা সাদা চুল সরালেন হাত দিয়ে। বললেন:

'তোমরা দু'জনেই মিছে কথা বলছ। দ্বিতীয়জন তো আমাকে বোকা বানাবার জন্য এমন সব হাস্যকর কথা বলছে, যা পোর্তো ভেচিয়োর বাচ্চারাও জানে।'

'পোর্তো ভেচিয়োতে হয়তো এসব জানা কথা,' মৃদু প্রতিবাদ করল রানা, 'কিন্তু মিলানে নয়।'

'বুঝেছি কী বলতে চাইছ। কিন্তু তোমরা কেউই মিলানের লোক নও।'

'সে-কথা অস্বীকার করছি না,' কুয়াশা বলল। 'আমরা ওখানে স্রেফ কাজ করি। আসলে আমরা বিদেশি, উচ্চারণ শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সেটা।'

'অত-শত বুঝতে পারছি না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি, তোমরা মিথ্যেবাদী। অবশ্য... কিছু এসে-যায় না তাতে, ভয়ের কিছু নেই তোমাদের।'

চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা-কুয়াশা। আড়চোখে তাকাল সোনিয়ার দিকে। জানালার কাছে একটা তোষকের উপর বসে আছে মেয়েটা। পাশে গুটিসুটি মেরে আছে উচেলো।

'এসে-যায় না মানে!' বলল রানা। 'অবশ্যই এসে-যায়। আমরা চাই আপনি খোলামনে কথা বলুন। আমাদেরকে মিথ্যেবাদী ভাবলে নিশ্চয়ই সেটা করবেন না।'

'করব,' শান্তস্বরে বললেন বৃদ্ধা। 'কারণ স্বার্থান্বেষী মানুষের মত মিথ্যে বলছ না তোমরা। কথা শুনে বুঝতে পারছি, বিপজ্জনক লোক... কিন্তু লোভী নও। ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থে আমার

www.BanglaBook.org

পাদ্রোনি-র ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছ না। ঠিক বলেছি?'

অবাক হয়ে গেল রানা। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে বুঝলেন?'

বৃদ্ধার শূন্য দৃষ্টি স্থির হলো ওর মুখের উপর, মনে হলো যেন দেখতে পাচ্ছেন ওকে। বললেন, 'তোমাদের গলার স্বর... বুঝতে পারছি, তোমরা বিচলিত। হয়তো বা ভয়ও পাচ্ছ।'

'ভয় পাবার কিছু আছে কি?' জানতে চাইল কুয়াশা।

'নির্ভর করছে তোমরা কী বিশ্বাস করো, তার ওপর।' বললেন বৃদ্ধা।

'আমাদের বিশ্বাস, ভয়ানক একটা কিছু ঘটছে তলে তলে। কী সেটা, কেন ঘটছে—তার কিছুই জানি না। ব্যস... আপাতত এটুকুই শুধু বলতে পারি আপনাকে।'

'কী জানো তোমরা, সেনিয়র?'

আরেকবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-কুয়াশা। সোনিয়া যে ওদের কথাবার্তা শুনছে, এ-ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছে। রানা বলল, 'জবাব দেবার আগে... আমার মনে হয় আপনার নাতনি এখানে না থাকলে ভাল হয়।'

'না!' সোনিয়া এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে, কুকুরটা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

'আমার কথা শোনো,' নরম গলায় বলল রানা। 'পথ দেখিয়ে দুজন অচেনা মানুষকে দাদীর কাছে নিয়ে এসেছ... এর জন্য কেউ দোষ দিতে পারবে না তোমাকে। কিন্তু এখন যদি বসে থাকো এখানে, নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে আমাদের সঙ্গে... পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে। খুবই বিপজ্জনক হবে সেটা, বিশ্বাস করো! তোমার ভালর জন্যই বলছি কথাটা।'

'চলে যা, সোনিয়া,' সুর মেলালেন বৃদ্ধা। 'এদেরকে ভয়

www.BanglaBook.org

পাবার কিছু নেই আমার, তুইও নিশ্চয়ই ক্লান্ত। উচেলো-কে নিয়ে গোলাঘরে চলে যা... বিশ্রাম নে।'

কয়েক মুহূর্ত ফোঁস ফোঁস করল সোনিয়া, তারপর উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি। তবে উচেলো এখানেই থাকবে।' কথাটা বলেই ঝট্ করে শটগান তাক করল দুই অতিথির দিকে। 'তোমাদের অস্ত্রগুলো বের করো, সেনিয়র। মেঝেতে ফেলে ছুঁড়ে দাও আমার কাছে। যতক্ষণ এখানে আছ, ওগুলো আমার জিম্মায় থাকবে।'

'তার কোনও দরকার আছে?' বিরক্ত গলায় বলল রানা, পরমুহূর্তে সিঁটিয়ে গেল। কুকুরটা হিংস্র ভঙ্গিতে গরগর করছে, ওর দিকে লাফ দিতে প্রস্তুত।

'থাক, দিয়েই দাও,' বলল কুয়াশা। 'এতে যদি শান্ত হয়!' নিজের পিস্তল বের করে মেঝেতে রাখল, পা দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে দিল সোনিয়ার কাছে। শ্রাগ করে রানাও একই কাজ করল।

হাঁটু গেড়ে সাবধানে অস্ত্রদুটো কুড়িয়ে নিল সোনিয়া, *লুপো*-র ব্যারেল নড়চড় করল না। বলল, 'আমি জেগে থাকব। তোমাদের কথা শেষ হলে দরজা খুলে আমাকে ডাক দিয়ো। আমি তখন উচেলোকে ডাকব। ও যদি না বেরোয়, তা হলে তোমাদের কপালে খারাবি আছে। তোমাদেরকে তোমাদের পিস্তল দিয়েই খুন করব আমি।'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ও।

'বড্ড জেদি মেয়ে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন বৃদ্ধা। 'গিলবার্তো বারেমির রক্ত! আরও কয়েক রকম রক্ত মিশে আছে শিরায়, কিন্তু ওটার প্রভাব যায় না কিছুতেই।'

'ও কাউন্ট বারেমির নাতনি?' ভুরু কোঁচকাল কুয়াশা।

'প্রপৌত্রী,' বললেন বৃদ্ধা। 'আমার নাতির মেয়ে। কিন্তু ওর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাদার জন্ম হয়েছিল পাদ্রোনি এক কিশোরী রক্ষিতার সঙ্গে শুয়েছিলেন বলে।'

'ভিলা বারেমির রক্ষিতা...' রানা বলল। 'আপনি?'

হালকা একটা হাসি ফুটল বৃদ্ধার ঠোঁটে। হাত তুলে আবার চুল সরালেন গালের উপর থেকে। ক্ষণিকের জন্য মনে হলো অন্য কোনও জগতে হারিয়ে গেছেন। স্বপ্নালু কণ্ঠে বললেন, 'বহু... বহু বছর আগের কথা সেটা। সে-সময়ের কথা বলব তোমাদেরকে।' গলা খাঁকারি দিলেন। 'তবে তার আগে তোমাদের সত্যিকার পরিচয় জানতে চাই।'

চোখে চোখে কথা হলো রানা-কুয়াশার, বৃদ্ধার সঙ্গে লুকোচুরি করে লাভ নেই আর। তাতে নিজেদেরই ক্ষতি। সত্যি কথাই বলবে বলে ঠিক করল ওরা।

'আমার নাম মনসুর আলী... তবে কুয়াশা নামে সবাই চেনে আমাকে,' বলল কুয়াশা। 'আমি একজন বিজ্ঞানী এবং সত্যান্বেষী।'

'আর তুমি?' রানার দিকে মুখ ঘোরালেন বৃদ্ধা।

'আমি মাসুদ রানা,' রানা বলল। 'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট। সোজা কথায়... স্পাই। আমরা দু'জনেই বাঙালি।'

'তা-ই?' গম্ভীর হয়ে গেলেন বৃদ্ধা। 'আমি বুড়ো মানুষ, থাকিও একা; রেডিও-র খবর শোনা ছাড়া দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছি, কর্সিকায় আমার পাদ্রোনির খোঁজে দু'জন বাঙালির উপস্থিতি খুবই অস্বাভাবিক। তার ওপর তোমরা দু'জন দুই জগতের মানুষ!'

'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি,' একমত হলো কুয়াশা।

'পরিস্থিতি আসলে এমনই গুরুতর যে, আমাদেরকে একাট্টা হতে হয়েছে,' যোগ করল রানা।

www.BanglaBook.org

'সব খুলে বলো আমাকে,' হুকুম দিলেন যেন বৃদ্ধা।

চেয়ার টেনে তাঁর একটু কাছে গিয়ে বসল রানা। ফাইলে পড়া তথ্যগুলো স্মরণ করল। বলল, 'যদ্দূর জানা গেছে, উনিশশো ত্রিশ থেকে চল্লিশের মাঝামাঝি কোনও একটা সময়ে কাউন্ট গিলবার্তো বারেমি তাঁর বিশ্বস্ত কিছু মানুষকে খবর দিয়ে ডেকে আনেন নিজের এস্টেটে। কারা সেই লোক, বা কোত্থেকে তারা এসেছিল, তা জানা যায়নি। তবে নিজেদের একটা নাম দেয় ওরা...'

'তারিখটা ছিল চৌঠা এপ্রিল, উনিশশো ছত্রিশ,' বাধা দিয়ে বললেন বৃদ্ধা। 'নিজেরা নাম দেয়নি, আমার পাদ্রোনি-ই ঠিক করে দিয়েছিলেন সেটা—*কাউন্সিল অভ ফেনিস*... ফিনিক্সের কাউন্সিল। যা হোক, বলে যাও।'

'আপনি ছিলেন ওখানে?'

'আগে তোমার কথা শেষ করো।'

ক্ষণিকের জন্য সংবিৎ হারাল রানা—এমন একটা ঘটনা নিয়ে কথা বলছিল, যেটা বহু বছর থেকে আলোচনা আর কল্পনার বিষয়বস্তু হয়ে আছে। কোনও রেকর্ড নেই এর, নেই সাক্ষী বা তথ্য-প্রমাণ। অথচ এই বৃদ্ধা চোখের পলকে নির্দিষ্ট সাল-তারিখ বলে দিলেন!

'সেনিয়র?'

'দুঃখিত,' তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল রানা। 'তো যা বলছিলাম, পরবর্তী প্রায় দুই দশক ধরে কাউন্ট বারেমি এবং তাঁর কাউন্সিল বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে থেকেছে...'

সহজ ভাষায় ফেনিস সম্পর্কে যা যা জানে খুলে বলল ও। এ-ও জানাল, বিশেষজ্ঞরা সংঘটাকে স্রেফ মিথ্ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

'তুমি কী বিশ্বাস করো, সেনিয়র?' ওর কথা শেষ হলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললেন বৃদ্ধা। 'এ-প্রশ্নটা শুরুতেই তোমাদেরকে করেছি আমি।'

'কী বিশ্বাস করব, জানি না,' বলল রানা। 'তবে চারদিন আগে আমার খুব প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় একজন মানুষের প্রাণনাশ করবার চেষ্টা চালানো হয়েছে। এখনও তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। ফেনিস সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন তিনি, সম্ভবত ওটাই তাঁর অপরাধ।'

'মাত্র চারদিন আগে?' বললেন বৃদ্ধা। 'কিন্তু তুমি তো বলছিলে ওরা মাত্র বিশ বছর সক্রিয় ছিল। এরপর কী ঘটেছিল? মাঝে তো অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেছে।'

'আমরা যদ্দূর জানি.... আর যদ্দূর আন্দাজ করতে পারি, তা হলো—কাউন্ট বারেমির মৃত্যুর পর কর্সিকা থেকে ছড়িয়ে পড়ে ফেনিস। বার্লিন, লণ্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্ক-সহ দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজ চালিয়ে যায় ওরা। তবে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে থিতিয়ে আসে ওদের কর্মকাণ্ড, ষাটের দশক যখন শুরু হলো, তখন থেকে আর চিহ্ন পাওয়া যায়নি ওদের।'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকে গেল বৃদ্ধার। 'বলতে চাইছ, এতদিন পর আবার বাতাস থেকে উদয় হয়েছে ওরা?'

'ব্যাপারটা সে-রকমই দেখাচ্ছে,' বলল রানা। 'আমার সঙ্গী ওটা ভালমত ব্যাখ্যা করতে পারবে।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল কুয়াশা। বলল, 'গত কিছুদিনে আমেরিকা এবং রাশায় দু'জন গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব খুন হয়েছেন। দু'জনেই ছিলেন শান্তিকামী; অরাজকতা এবং অস্থিরতার ঘোর বিরোধী। একটা খুনের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছি আমি, তাতে জানতে পেরেছি—ফেনিসের সদস্য হতে রাজি না হওয়ায়... ফেনিসের ব্যাপারে মুখ খোলার চেষ্টা করায় খুন করা হয়েছে ওই দু'জনকে। যে-লোক আমাকে এই তথ্য দিয়েছে, সে খুবই

www.BanglaBook.org

বিশ্বাসযোগ্য। অপরাধ-জগতের খোঁজখবর তার চাইতে বেশি আর কেউ জানে না...'

'ঠিক কী বলেছে সে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধা।

'বলেছে যে, ফেনিসের কাউন্সিল আজও টিকে আছে। ধ্বংস হয়নি ওরা, আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গিয়েছিল বহু বছরের জন্য। সেখান থেকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করেছে নিজেদেরকে, সারা দুনিয়ার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুগুলোতে নিজস্ব চর ঢুকিয়েছে। ওর মতে গত কয়েক বছরে যত ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে, সবকিছুর পিছনে মদদ ছিল ফেনিসের। ওরা নাকি এখন আর টাকার বিনিময়ে মানুষ খুন করছে না, করছে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে... নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য।'

'কী সেই লক্ষ্য?'

'জানে না ও। শুধু জানে, দুষ্ট এক ক্ষতের মত সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে ফেনিস। কিন্তু কীভাবে তাকে দমন করা যাবে, কার কাছে গেলে তথ্য পাওয়া যাবে... এসবের কিছুই বলতে পারেনি আমাকে। যদ্দূর বুঝতে পেরেছি, ফেনিসের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা কখনও মুখ খোলার সুযোগ পায় না।'

'তারমানে কাজে লাগার মত কিছুই তোমাকে বলেনি সে?'

'স্রেফ একটা ধারণা... কর্সিকায় আসতে বলেছে আমাকে। এখানে নাকি জবাব পাওয়া যেতে পারে। ওর কথা বিশ্বাস করেছি আমি... এই যে, আমার বন্ধু রানাকে নিয়ে এসেছি ব্যাপারটা যাচাই করতে।'

'তোমার বন্ধু কেন এসেছে, তা তো জেনেছি। ওর শ্রদ্ধেয় এক মানুষের উপর হামলা চালানো হয়েছে। কিন্তু তুমি এসেছ কেন?'

'একই কারণ, ম্যা'ম। রাশায় যিনি খুন হয়েছেন, তাঁকে আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুব শ্রদ্ধা করতাম।'

নীরবতা নেমে এল কামরায়। কী যেন ভাবলেন বৃদ্ধা, তারপর ফিসফিসিয়ে বললেন, 'পাদ্রোনি ফিরে এসেছেন!'

'ব্যাখ্যা করুন কথাটা,' বলল কুয়াশা। 'আমরা তো কিছুই রাখঢাক করিনি আপনার কাছে।'

'তোমাকে যে-লোক এতসব কথা বলেছে, সে কি বেঁচে আছে?' জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধা। মনে হলো জবাবটা জানা আছে তাঁর।

'না,' বিস্মিত গলায় বলল কুয়াশা। 'আমার সঙ্গে কথা শেষ হবার আগেই খুন করা হয় ওকে। আমি কোনোরকমে পালিয়ে বেঁচেছি।'

'ওকে কি আতঙ্কিত মনে হয়েছে তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ... কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন?'

'আমার পাদ্রোনি ওর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলেন।'

'মাফ করবেন, তবে ওই লোক কাউণ্ট বারেমিকে চিনত বলে মনে হয় না।'

'পাদ্রোনিকে না চিনুক, তাঁর শিষ্যদেরকে তো চিনত! ওটাই যথেষ্ট। শিষ্যদের মাঝেই বেঁচে আছেন তিনি। ওদের জন্য তিনি ছিলেন যিশু... আর যিশুর মত শিষ্যদের জন্য তিনিও জীবন দিয়েছিলেন।'

'আপনার পাদ্রোনিকে ঈশ্বর ভাবত ওরা?' চমকে উঠল রানা।

'ঈশ্বর... নবী... স-অ-ব! অন্ধ বিশ্বাস ছিল ওদের।' জানালেন বৃদ্ধা।

'কীসের বিশ্বাস?'

'এ-ই যে, একদিন ওরা পৃথিবীর মালিক হবে। প্রতিশোধ নেবে আমার পাদ্রোনির হয়ে!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পনেরো

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলেন বৃদ্ধা, তাঁর দৃষ্টিহীন চোখদুটো সেঁটে রইল ছাতের দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিচুকণ্ঠে নিজের কাহিনি বলতে শুরু করলেন তিনি।

'বোনাফাসিয়ো-র এক কনভেন্টে আমার সন্ধান পান পাদ্রোনি, টাকা দিয়ে ওখান থেকে কিনে নেন আমাকে। কনভেন্টের মাদার সুপ্রিম আপত্তি করেননি, তাঁর মনে স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল—ধর্মকর্ম হবে না কোনোদিন আমাকে দিয়ে, নান হবার তো প্রশ্নই ওঠে না। দুরন্ত স্বভাবের মেয়ে ছিলাম আমি, লেখাপড়া করতাম না মোটেই, কথা শুনতাম না কারও। কনভেন্টে আয়না ছিল না, তারপরেও রাতের বেলা বসে যেতাম জানালার কাঁচের সামনে, ওতেই চেহারার প্রতিফলন দেখে সাজগোজ করবার চেষ্টা চালাতাম। আমার পাল্লায় পড়ে অন্য মেয়েরাও বখে যাচ্ছিল, তাই পাদ্রোনির হাতে আমাকে তুলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন মাদার সুপ্রিম।

'বয়স আমার খুব বেশি না তখন, মাত্র পনেরো বছর। কনভেন্ট থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন এক দুনিয়ায় প্রবেশ করলাম। রূপায় বাঁধানো চাকা, আর তেজি চার ঘোড়ায় টানা এক ক্যারিজে করে আমাকে নিয়ে আসা হলো পাহাড়ে ঘেরা অপূর্ব সুন্দর এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জায়গায়। স্বাধীনতা আর সুখ কাকে বলে, তা টের পেলাম তখনই। গাঁয়ের যে-কোনও জায়গায় যেতে পারতাম আমি, দোকানে ঢুকে যা-খুশি-তাই কিনতে পারতাম; কোনও বাধা-নিষেধ ছিল না। কনভেন্টে তো নয়ই, বাবা-মা'র কাছেও এমন স্বাধীনতা পাইনি কোনোদিন। গরীব কৃষক ছিলেন আমার বাবা, মা ছিলেন ধর্মভীরু এক গৃহিণী—মেয়েকে সারাদিন ঘরে বন্দি করে রাখতেন। ঘরে খাবার জুটত না, তাই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কনভেন্টে। এরপর আর কোনোদিন তাঁদেরকে দেখিনি আমি।

'যা-হোক, পাদ্রোনি সবসময় আমার সঙ্গে থাকতেন... আগলে রাখতেন আমাকে। যেন তিনি এক সিংহ, আর আমি তাঁর সিংহছানা। আমাকে নিয়ে পুরো এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন তিনি, নিজের সাম্রাজ্য চেনাতেন, নিয়ে যেতেন বনেদি ঘরগুলোয়। সবার কাছে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতেন নিজের বান্ধবী হিসেবে—কথাটা বলার সময় হাসিতে ভরে উঠত তাঁর মুখ। বিপত্নীক ছিলেন তিনি, বয়স চলছিল সত্তর। কিন্তু তারপরেও তাঁর যৌবন যে অটুট আছে, এটাই বুঝি বোঝাতে চাইতেন সবাইকে... এমনকী নিজের দুই ছেলেকেও। হাজার হোক, অল্পবয়েসী একটা মেয়েকে শয্যাসঙ্গিনী বানানোর ক্ষমতা তো সব বুড়ো মানুষের থাকে না!

'আমার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল ভিলাতে। উচ্চবংশের রীতিনীতি-চালচলন, সঙ্গীত, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস, ফরাসি ভাষা... সোজা কথায় বনেদি পরিবারের মেয়েদের যা যা শেখা দরকার, তার সবই শেখানো হয়েছিল আমাকে। চমৎকার এক সময় ছিল সেটা। মাঝে মাঝে সমুদ্রযাত্রায় যেতাম আমরা—রোম থেকে জাহাজে চাপতাম; প্রথমে যেতাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুইটজারল্যাণ্ডে, তারপর যেতাম ফ্রান্সে.... প্যারিসে। ওই দু'দেশেই আমার পাদ্রোনির সহায়-সম্পত্তি আর ব্যবসা ছিল, তাঁর দুই ছেলে দেখাশোনা করত ওসবের। মাসছয়েক পর পর গিয়ে সবকিছুর হিসেব নিতেন পাদ্রোনি।

'টানা তিনটে বছর দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মেয়ে ছিলাম আমি... আমার পাদ্রোনির দয়ায়। কিন্তু এরপরেই সেই সুখের পৃথিবী তছনছ হয়ে গেল। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে ধ্বংস হয়ে গেল সবকিছু, আর কাউন্ট গিলবার্তো বারেমি পাগল হয়ে গেলেন।

'খবর জানানোর জন্য প্যারিস আর জুরিখ থেকে লোক এল... এল এমনকী লণ্ডনের বিখ্যাত বিজনেস এক্সচেঞ্জ থেকেও। ওরা বলল, গত চার মাসে পাদ্রোনির ছেলেরা বোকার মত বেশ কিছু কাজ করেছে, পরিচয় দিয়েছে চরম অদূরদর্শিতার। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হলো—অসৎ কিছু চুক্তি করেছে তারা; এমন সব লোকজনকে টাকা দিয়েছে, যারা প্রচলিত আইন আর ব্যবসায়িক জগৎকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অন্যায় কাজ করে বেড়ায়। এর ফলে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড আর সুইটজারল্যাণ্ড সরকার তাদের সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে, আটক করে দিয়েছে ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখা সমস্ত টাকা-পয়সাও। সোজা কথায়... জেনোয়া আর রোমে গচ্ছিত কিছু টাকা ছাড়া কাউন্ট বারেমি নিঃস্ব হয়ে গেছেন।

'টেলিগ্রাম করে দুই ছেলেকে পোর্তো ভেক্কিয়োয় ডেকে পাঠালেন পাদ্রোনি, তাদের মুখ থেকে সবকিছু শুনবেন। কিন্তু তার জবাবে যে-সংবাদ এল, তাতে যেন বাজ পড়ল তাঁর মাথায়... স্বাভাবিক হতে পারলেন না আর কোনোদিন।

'প্যারিস আর লণ্ডন থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানাল, তাঁর দুই ছেলেই মারা গেছে—একজন আত্মহত্যা করেছে; অন্যজনকে গুলি

www.BanglaBook.org

করে হত্যা করেছে এমন এক লোক, যে পাদ্রোনির ছোট ছেলের কারণে সর্বস্ব হারিয়েছে। এরপরে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না আমার পাদ্রোনির, তাঁর সাজানো-গোছানো জগৎ চুরমার হয়ে গেল চারপাশে। ভিলার লাইব্রেরিতে ঢুকে নিজেকে বন্দি করে ফেললেন তিনি, দরজা খুলে খাবার নেবার সময় ছাড়া দেখা পাওয়া যেত না তাঁর... কারও সঙ্গে কথাও বলতেন না। আমার সঙ্গে শোয়াও বন্ধ করে দিলেন, জানালেন—নারীদেহের প্রতি সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। ধীরে ধীরে নিজেকে ধ্বংস করে দিতে লাগলেন পাদ্রোনি... এ এক ধরনের আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই না।

'তারপর... একদিন... প্যারিস থেকে এল এক সাংবাদিক। প্রায় জোর করেই পাদ্রোনির সঙ্গে দেখা করল সে, কী নাকি জরুরি কথা আছে। অদ্ভুত এক গল্প শোনাল লোকটা... বারেমির ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে রিপোর্ট করতে গিয়ে নাকি জানতে পেরেছে ওসব। সেই গল্প শোনার আগে পাদ্রোনি হয়তো আধ-পাগল ছিলেন, কিন্তু এরপরে পুরোপুরিই উন্মাদ হয়ে গেলেন।

'সাংবাদিক জানাল, বারেমির পতন আসলে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ফসল... সরকারের সঙ্গে মিলে ব্যবসায়ীরা নাকি ঘটিয়েছে ওসব। কূটকৌশল খাটিয়ে পাদ্রোনির দুই ছেলেকে দিয়ে অন্যায় সব চুক্তিতে সই করানো হয়েছে, ব্ল্যাকমেইল করে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। শেষ পর্যন্ত খুন করা হয়েছে ওদেরকে; সরকারিভাবে মৃত্যুর যে-ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তা সাজানো কাহিনি ছাড়া আর কিছু নয়।

'এসব শুনে থমকে গেলেন পাদ্রোনি। কথাগুলো বিশ্বাসের অতীত। কেন করা হবে এসব? তাঁকে পথে বসানো হয়েছে ভাল কথা... কিন্তু কেন তাঁকে নিঃসন্তান বানাল ওরা?

www.BanglaBook.org

'জবাবে একটা শোনা কথা বলল সাংবাদিক: *গোটা ইয়োরোপের জন্য একজন পাগলা কর্সিকান-ই যথেষ্ট! তার উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন নেই।* আর কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলো না, সব বুঝে নিলেন পাদ্রোনি।

'ইংল্যাণ্ডে রাজা এডওয়ার্ড মারা গেছেন বটে, কিন্তু মরার আগে ফরাসি আর ইংরেজদের মাঝে একগাদা ব্যবসায়িক চুক্তি করে গেছেন। এর ফলে বড় বড় কোম্পানিগুলো একত্র হতে পারবে, একচেটিয়াভাবে ফায়দা লুটতে পারবে ভারত, আফ্রিকা আর সুয়েজ থেকে। কিন্তু আমার পাদ্রোনি ছিলেন কর্সিকান, ইংরেজ আর ফরাসিদের কাছ থেকে ব্যবসা ছিনিয়ে নেয়া ছিল তাঁর অভ্যেস। নিজের কোম্পানি কিছুতেই ওদের সঙ্গে যুক্ত করবার প্রস্তাবে রাজি হননি, বরং ছেলেদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, ওই দুই জাতের প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে যে-কোনও মূল্যে দমিয়ে রাখতে হবে। এডওয়ার্ডের চুক্তিগুলো তাই কোনও কাজে আসছিল না, একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারছিল না ইংরেজ আর ফরাসিরা, ক্রমাগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল।

'আমার পাদ্রোনির জন্য পুরোটাই ছিল এক খেলা, কিন্তু ফরাসি আর ইংরেজদের চোখে তাঁর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ছিল অক্ষমণীয় অপরাধ; এর জবাব ওরা দিয়েছিল আরও বড় অপরাধ করে। বাধা দেবার কেউ ছিল না, শাস্তি দেবার কেউ ছিল না... দু'দেশের সরকারই ছিল ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে। যার কাছে টাকা থাকে, তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি খায় আইন-আদালত, পুলিশ আর রাজনীতিক থেকে শুরু করে রাজা-বাদশা পর্যন্ত। এই কঠিন সত্যটাই উন্মাদনার জন্ম দিয়েছিল পাদ্রোনির মধ্যে। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ধ্বংস করে দেবেন দুর্নীতিবাজদেরকে—বিভিন্ন দেশের সরকারকে ফেলবেন চরম অরাজক পরিস্থিতির মাঝে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাতে রাজনৈতিক নেতারা দিশে হারিয়ে ফেলে। তাঁর চোখে ওরাই ছিল আসল অপরাধী... ওদের সাহায্য না পেলে কিছুই করতে পারত না ব্যবসায়ীরা, পাদ্রোনির ছেলেরা বেঁচে থাকত। প্রতিশোধ নেবার একটাই উপায়, সরকারকে বিপদে ফেলে দেয়া, যাতে ব্যবসায়ীরা তাদের রক্ষাকবচ হারায়।

'"পাগলা কর্সিকান দেখতে চায় ওরা?" চেঁচিয়ে উঠেছিলেন পাদ্রোনি। "বেশ, তা-ই দেখাব আমি ওদেরকে!"

'শেষবারের মত একবার রোমে গেলাম আমরা—সেবার আর ধনী জমিদারের মত রূপায় মোড়া ক্যারিজে চেপে, কিংবা একগাদা চাকরবাকর নিয়ে নয়, বরং খুব সাধারণ সাজে... শুধু আমরা দু'জন। উঠলামও *ভিয়া দ্যু মাচেলি*-র সস্তা বোর্ডিং হাউসে। *বোর্সা ভ্যালোরি*-তে কয়েকদিন আসা-যাওয়া করলেন পাদ্রোনি; পড়াশোনা করলেন বিখ্যাত বিভিন্ন পরিবারের ইতিহাস নিয়ে, যারা নানা কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

'কর্সিকায় ফিরে পাঁচটা চিঠি লিখলেন তিনি—পাঁচ দেশের পাঁচজন বিখ্যাত পরিবারের মানুষকে, আমন্ত্রণ জানালেন গোপনে ভিলা বারেমিতে আসবার জন্য। এতে নাকি উপকৃত হবে তারা... তাদের পরিবারের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, তার সুবিচার মিলবে। বলা বাহুল্য, একদা-মহান গিলবার্তো বারেমির নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করল না কেউ। এমনিতেই পাদ্রোনির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এই পাঁচজন মানুষ, পাল্টা চিঠি পাঠিয়ে জানালেন—যথাসময়ে হাজির হবেন তাঁরা।

'অতিথিদের আগমন উপলক্ষ্যে বিশাল আয়োজন করা হলো, ভিলা বারেমিকে সাজানো হলো সুন্দর করে। নতুন রঙ চড়ানো হলো বাড়ির ভিতর-বাইরের প্রতিটা দেয়ালে, বাগানগুলোতে ফোটানো হলো রঙ-বেরঙের ফুল, ঘাস ছাঁটা হলো আঙিনার,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলোকসজ্জা করা হলো। আস্তাবলের সব ঘোড়ার পরিচর্যা করা হলো, তেল মাখিয়ে চকচকে করে তোলা হলো ওগুলোর শরীর। চাকর-বাকরদের দেয়া হলো নতুন পোশাক, বাড়ির মেঝে করে তোলা হলো আয়নার মত চকচকে। ভিলাকে এমন সুন্দর সাজে সাজতে দেখিনি আমি কখনও, প্রথম দর্শনে স্বপ্নপুরীর মত লাগবে যে-কারও। পাদ্রোনি-ও মনে হলো বদলে গেছেন—ছোটাছুটি করছেন সবখানে, প্রতিটা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন নিজে, ভুল-ত্রুটি হলে শুধরে দিচ্ছেন নিজের হাতে। প্রাণশক্তি যেন ফিরে এসেছে তাঁর মাঝে, কিন্তু আগের মত নয়। কেন যেন খুব রুক্ষ আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছেন। কেউ ভুল করলেই তাকে চাবুকপেটা করতে দ্বিধা করছেন না।

"'ওদেরকে মনে করিয়ে দেয়া দরকার অতীত," নিজের আচরণের ব্যাখ্যা দিলেন তিনি আমার কাছে। "সবাই ভুলে গেছে ভিলা বারেমির স্বর্ণযুগের কথা।"

'আমার সঙ্গে আবার শুতে শুরু করলেন পাদ্রোনি, কিন্তু তাতে হৃদয়ের ছোঁয়া রইল না। আমার সঙ্গে শুধু পৌরুষের প্রদর্শনী করেন... জোর খাটান... ভালবাসেন না আগের মত।

'এসব দেখে আশু-ঘটনার আঁচ পাওয়া উচিত ছিল আমাদের... মানে, বাড়ির সবার। তা হলে হয়তো এড়াতে পারতাম বিপদ। এই আমি... পাদ্রোনিকে ভালবাসতাম পিতা আর প্রেমিকের মত... তবুও হয়তো ছুরি বসিয়ে দিতাম তাঁর বুকে।

'যা হোক, ভয়াল সেই দিন এল—এপ্রিলের চার তারিখ, উনিশশো ছত্রিশ। বিদেশ থেকে জাহাজ এসে পৌঁছুনোর খবর পেলাম আমরা। ঘোড়ায় টানা ক্যারিজ পাঠিয়ে দেয়া হলো সম্মানিত অতিথিদেরকে নিয়ে আসবার জন্য। কী এক দিন সেটা... নববধূর মত সেজেছে ভিলা বারেমি; বাগানে বাজছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিষ্টি-মধুর সঙ্গীত; বড় বড় টেবিল বসানো হয়েছে, তাতে নানা রকম খাবার-দাবার আর পাদ্রোনির সেলার থেকে আনা ইয়োরোপের সেরা মদ!

'অতিথিদের প্রত্যেককে আলাদা কামরা দেয়া হলো—প্রতিটার সঙ্গে ব্যালকনি আছে। সেখান বসে পাহাড়ি এলাকার অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করা যায়। একজন করে সঙ্গিনীও পেলেন তাঁরা—সারা কর্সিকা দ্বীপ তন্নতন্ন করে খুঁজে বের করা সুন্দরী পাঁচজন কুমারী যুবতী... অতিথিদের মনোরঞ্জন করবে তারা।

'রাত এলে ভিলার বিশাল হলঘরে নৈশভোজের আয়োজন করা হলো, এমন ভোজ আর কখনও হয়নি ভিলা বারেমির ইতিহাসে। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে ভৃত্যরা ব্র্যাণ্ডি পরিবেশন করল, তারপর ওদেরকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিলেন পাদ্রোনি। বলে দিলেন, ডাক না পেলে সেখান থেকে যেন বের না হয় কেউ। সঙ্গীতশিল্পীদেরকেও পাঠিয়ে দেয়া হলো বাগানে, সেখানে বসে গান-বাজনা করবে তারা। আমাদেরকে... মানে, মেয়েদেরকে বলা হলো ওপরতলায় যার যার মনিবের কামরায় গিয়ে অপেক্ষা করতে।

'মদ খেয়ে চুর হয়ে আছি আমরা মেয়েরা, কিন্তু বাকিদের সঙ্গে পার্থক্য আছে আমার। পাদ্রোনির *বান্ধবী* আমি, জানি বড় কোনও ঘটনা ঘটতে চলেছে। তিনি আমার পিতা... আমার প্রেমিক... ইচ্ছে হলো অংশীদার হই সেই বিশাল ঘটনার। তা ছাড়া গত তিন বছরে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে কিছুটা জাতে উঠে গেছি, পাহাড়ি মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে মজা পাই না। তাই বাকিরা চলে গেলেও আমি গেলাম না। দোতলা পর্যন্ত গিয়ে আবার চুপিসারে ফিরে এলাম; হলঘরের উপরে, ঝুলবারান্দার রেলিঙের আড়ালে লুকিয়ে দেখতে শুরু করলাম কী ঘটে।

www.BanglaBook.org

'লম্বা এক ভাষণ দিতে শুনলাম আমার পাদ্রোনিকে, সব কথার মর্মার্থ বুঝলাম না, তবে এটুকু বুঝলাম—অন্তরের গহীন থেকে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিটা বাক্য উচ্চারণ করছেন তিনি, শ্রোতাদের মগজের গভীরে গেঁথে দিচ্ছেন নিজের বক্তব্য... প্রতিটা নির্দেশ। একেক সময় মনে হচ্ছিল, ঘোরের মধ্যে আছেন তিনি, গলার স্বর গমগম করছিল পুরো হলঘর জুড়ে।

'অতীতের কথা বললেন তিনি—মহান সেসব মানুষের কথা... যারা ঈশ্বরের কৃপা আর নিজের চেষ্টায় রাজ্য গড়েছিল। ইস্পাতকঠিন হাতে এসব রাজ্য শাসন করত তারা, যাতে তাদের রাজত্ব... তাদের কষ্টের ফসল কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে। কিন্তু সেসব দিন চলে গেছে। সেসব মহান পরিবার আর রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতাদের... যাদের উত্তরাধিকারীরা হলঘরে বসে আছে... কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে সব। ন্যায়-নীতিহীন তস্করের দল, আর তাদেরকে প্রশ্রয় দেয়া সরকারেরা মহান পরিবারগুলোকে মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। এভাবে আর চলতে পারে না, কামরায় উপস্থিত সবাইকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে—যেভাবে হোক, নিজেদের পুরনো শৌর্য-বীর্য পুনরুদ্ধার করবে তারা। আর এ-জন্য প্রয়োগ করতে হবে ভিন্ন কৌশল।

'হত্যা করবে ওরা—সতর্কভাবে, বাছাই করে! দক্ষতা এবং দুঃসাহসের সঙ্গে। হত্যার মাধ্যমে তস্করের দল এবং তাদের রক্ষাকর্তা দুর্নীতিবাজ সরকারগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়া হবে। উপস্থিত শ্রোতারা কখনোই সরাসরি এ-কাজ করবে না, তারা হবে শুধুমাত্র সিদ্ধান্তদাতা... কাকে কখন হত্যা করা হবে, সেটার নির্ধারণকারী। যেখানে সম্ভব, সেখানে দুর্নীতিবাজদের মাধ্যমেই বাছাই করা হবে শিকার, ওদের কথামত... ওদের দেয়া টাকার বিনিময়ে সরিয়ে দেয়া হবে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত টার্গেটকে।

www.BanglaBook.org

পুরাণের ফিনিক্স পাখির মত ছাইভস্ম থেকে আবার জন্ম হবে এই মানুষগুলোর, তাই ওরা *কাউন্সিল অভ ফেনিস* নামে পরিচয় পাবে। দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুগুলোতে ছড়িয়ে দিতে হবে নিজেদের কথা—জানাতে হবে, অজ্ঞাত একদল মানুষের উদয় হয়েছে, যারা রক্ত ঝরাতে কুণ্ঠাবোধ করে না; টাকা দিলে তাদের মাধ্যমে যে-কাউকেই কবরে পাঠানো সম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা, যারা ফেনিসের কাউন্সিলকে ভাড়া করবে, তাদের পরিচয় কোনোদিনই ফাঁস হবার ভয় নেই। এভাবে দুর্নীতিবাজদের বর্ম ব্যবহার করে ওদেরকেই খতম করার কাজ করে যাবে কাউন্সিল।

'কিন্তু কীভাবে করা হবে এসব? কাউন্সিল যদি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে, তা হলে কে করবে নোংরা কাজগুলো? অতিথিদের এসব প্রশ্নের জবাবে শত-সহস্র বছর আগে ফারাও-সম্রাট আর আরব রাজাদের তৈরি করা খুনিদের কথা শোনালেন পাদ্রোনি। জানালেন, কীভাবে মানুষকে ভয়ানক সব কাজ করাবার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, স্বেচ্ছায় বা সজ্ঞানে যে-কাজ কিছুতেই করবে না সে। মগজ-ধোলাই করতে হবে তাদের, লোভ দেখাতে হবে পরবর্তী জীবন অনন্ত সুখের... এরচেয়ে বড় প্রেরণা আর কিছু নেই পৃথিবীতে। এভাবে সদস্য যোগাড় করবে ফেনিস... এরাই হবে কাউন্সিলের অস্ত্র, তাদের সৈনিক।

'বলা বাহুল্য, শুরুতে ফেনিসের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করবে ক্ষমতাসীনদের মাঝে। অবিশ্বাস করবে ওরা, হয়তো বা ঠেকানোর জন্যও মরিয়া হয়ে উঠবে। এসব পদক্ষেপ দমন করতে হবে কঠোর হাতে। সৃষ্টি করতে হবে ভয়ানক সব উদাহরণের।

'পরবর্তী কয়েক বছরে নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে হত্যা করা হবে। এদেরকে বাছাই করা হবে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে; খুন করা হবে এমন সব পদ্ধতিতে, যাতে অবিশ্বাস আর সন্দেহের ঢেউ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বয়ে যায়—এক রাজনৈতিক দল লেগে যায় আরেক রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে... এক সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করে আরেক সরকারের বিরুদ্ধে। এর ফলে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে বিশ্বজুড়ে, ঘটবে রক্তপাত... কিন্তু তার মাঝে একটা বার্তা পৌঁছে যাবে সবার কাছে: ফেনিস-এর অস্তিত্ব আছে।

'ভাষণ শেষ করে অতিথিদের সবার মাঝে হাতে লেখা কিছু কাগজ বিতরণ করলেন পাদ্রোনি। এই পাতাগুলোর মাঝেই লুকানো থাকবে ফেনিসের শক্তি, ভবিষ্যতের নির্দেশনা। কাউন্সিলের সদস্য ছাড়া আর কেউ কোনোদিন দেখতে পাবে না ওগুলো। পাদ্রোনি জানালেন, এই কাগজগুলোই তাঁর শেষ উইল... উপস্থিত অতিথিরা তাঁর উত্তরাধিকারী।

'কীসের উত্তরাধিকার? প্রশ্ন করলেন অতিথিরা। পাদ্রোনির জন্য সহানুভূতি আছে তাঁদের, কিন্তু তিক্ত কথা বলতে দ্বিধা করলেন না। ভিলার সৌন্দর্য আর আপ্যায়ন দেখে মুগ্ধ তাঁরা, তবে কাউন্ট যে নিঃস্ব হয়ে গেছেন, তা তো অজানা নয় কারও। উপস্থিত সবারই কম-বেশি একই দশা। সামান্য জমিজমা ছাড়া তাঁদের কারোই কিছু নেই। ও দিয়ে কালেভদ্রে চোখ-ধাঁধানো নৈশভোজ হয়তো আয়োজন করা সম্ভব, কিন্তু যে বিশাল কাজ করতে চাইছেন পাদ্রোনি, সেসবের খরচ তো মেটানো যাবে না। কোথায় পাবেন তাঁরা টাকা?

'সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটার জবাব দিলেন না পাদ্রোনি। তার বদলে জানতে চাইলেন, তাঁর প্রস্তাবের সঙ্গে সবাই একমত কি না । ওঁরা কাউন্সিল অভ ফেনিসের সদস্য হতে রাজি আছেন কি না।

'একে একে ইতিবাচক জবাব দিতে শুরু করলেন অতিথিরা, একেকজনের কণ্ঠ আগেরজনের চাইতে চড়া... শপথ নিলেন, পাদ্রোনির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন, তাঁদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিবারের প্রতি যে-অন্যায় করা হয়েছে, তার ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবেন। বোঝা যাচ্ছিল, ওই মুহূর্তে পাদ্রোনি ওদের রক্ষাকর্তা এবং ঈশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

'দ্বিমত পোষণ করল শুধু একজন। সবশেষ মানুষটা... ধর্মভীরু এক স্প্যানিয়ার্ড, সরাসরি জানিয়ে দিল অস্বীকৃতি। বাইবেল আওড়াতে শুরু করল সে, বলল আমার পাদ্রোনি পাগল হয়ে গেছেন, তাই উচ্চারণ করছেন এসব আবোল-তাবোল কথা। অন্যদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করে তিনি ঈশ্বরের চোখে কত বড় পাপ করছেন, তা উল্লেখ করতেও ভুলল না।

'পিনপতন নীরবতা নেমে এল হলঘরে। অগ্নিদৃষ্টিতে স্প্যানিয়ার্ডের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পাদ্রোনি। তারপর থমথমে গলায় বললেন, "আমি তোমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করছি?"

'"অবশ্যই, স্যর," বলল লোকটা। "আমি এতে কিছুতেই সায় দিতে পারছি না।"

'বীভৎস যে-ঘটনাপ্রবাহ একটু পর শুরু হবে, তার সূচনা ঘটল ওখানে। কোমরের হোলস্টার থেকে রিভলবার বের করে আনলেন পাদ্রোনি, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি করলেন স্প্যানিয়ার্ডকে। কপালে একটা ফুটো নিয়ে চেয়ার-সহ উল্টে পড়ল লোকটা। বাকি অতিথিরা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন নিহত সঙ্গীর দিকে।

'"প্রাণ নিয়ে ওকে কিছুতেই এখান থেকে যেতে দিতে পারতাম না আমি," শান্ত গলায় বললেন পাদ্রোনি।

'যেন কিছুই ঘটেনি, এমন ভঙ্গিতে আবার যার যার আসনে বসলেন অতিথিরা। সবার চোখ সেঁটে রইল শক্তিমান কাউন্টের উপরে, যিনি নির্দ্বিধায় যে-কারও প্রাণ নিতে পারেন। কে জানে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়তো বা ভয়ও পাচ্ছিলেন ওঁরা। যা হোক, সবাই বসলে আবার কথা বললেন পাদ্রোনি।

"“এখানে উপস্থিত সবাই আজ থেকে আমার উত্তরাধিকারী,” বললেন তিনি। “কারণ তোমরা, আর তোমাদের পরের প্রজন্মগুলো কাউন্সিল অভ ফেনিসের মাধ্যমে সেই কাজ করবে, যা আমার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বয়স হয়েছে আমার... বুড়ো হয়ে গেছি, মৃত্যু সমাগত। আমার হয়ে তোমরাই ধ্বংস করবে দুর্নীতির ধারক আর রক্ষকদেরকে। তোমরাই ছড়িয়ে দেবে অস্থিরতা আর বিশৃঙ্খলা, আর তার মাধ্যমে মালিক হবে পৃথিবীর। ফিরে পাবে নিজেদের হারানো সাম্রাজ্য... হারানো গৌরব। আমি যা দিয়ে যাব তোমাদেরকে, তার চেয়ে বহুগুণ বড় হবে তোমাদের অর্জন।”

"“ক্...কী দিয়ে যাবেন আপনি আমাদেরকে?” ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন এক অতিথি।

"“আমার লুকানো সম্পদ,” জানালেন পাদ্রোনি। “জেনোয়া আর রোমের ব্যাঙ্কে বেনামে অনেক টাকা রেখেছি আমি, সেগুলো সমান ভাগে ভাগ করে নেবে তোমরা। কীভাবে, এবং কোন্ শর্ত মোতাবেক ওগুলো পাবে, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তোমাদের হাতে ধরা কাগজে। আমার সারাজীবনের গোপন সঞ্চয়... তোমাদের কাজ শুরুর জন্য যথেষ্টই হবে সেটা।”

"“*তোমাদের কাজ* বলছেন কেন?” একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন আরেক অতিথি। “*আমাদের* বলা উচিত নয় কি?”

"“কাজটা আমাদেরই থাকবে, কিন্তু আমি থাকব না,” দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পাদ্রোনি। “কারণ টাকা-পয়সার চেয়েও আরও বড় একটা উপহার আমি দিয়ে যাচ্ছি তোমাদেরকে। গোপনীয়তা! নিশ্চিত থাকো, তোমাদের পরিচয় কোনোদিন কোথাও প্রকাশ পাবে না। আজ রাতের এই সভার কথা সারা পৃথিবীতে একমাত্র

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমরাই জানবে, আর কেউ না। কী কথা হয়েছে এখানে, তা বলার মত কেউই অবশিষ্ট থাকবে না... এমনকী আমিও না!”

‘মৃদু প্রতিবাদ ভেসে এল অতিথিদের মাঝ থেকে—পাদ্রোনির নিশ্চয়তা পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। হাজার হোক, ঘরভর্তি লোক ছিল সেদিন—চাকরবাকর, সহিস-কোচোয়ান, সঙ্গীতশিল্পী, রক্ষিতা... এত লোকের মুখ বন্ধ করা যাবে কী করে?

‘এক হাত তুলে সবাইকে চুপ করালেন পাদ্রোনি। আগুনের মত জ্বলজ্বল করছিল চোখদুটো। শীতল গলায় বললেন, “এখুনি তার জবাব পাবে। তোমাদের জন্য এটা একটা শিক্ষাও হয়ে থাকবে—বুঝতে পারবে, সহিংসতার পথ অনুসরণ করা কতটা জরুরি। কখনোই কেন পিছু হটা যাবে না। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য... মহান যে-দায়িত্ব নিয়েছ, তার সাফল্যের জন্য রক্ত ঝরাতেই হবে তোমাদেরকে।”

‘কথা শেষ করে হাত নামালেন পাদ্রোনি, আর তারপরেই ভিলার শান্ত-সমাহিত পরিবেশ বিদীর্ণ হয়ে গেল গুলিবর্ষণের আওয়াজ আর মানুষের মরণ-আর্তনাদে। শুরুটা হলো রান্নাঘরে। শটগানের উপর্যুপরি শব্দে কানে তালা লেগে গেল, কাঁচ ভাঙল, মেঝেতে আছড়ে পড়ল থালাবাসন। পাইকারী হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো ওখানে জড়ো হওয়া চাকরবাকররা। দরজা খুলে হলঘরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল তারা, রক্তাক্ত দেহ নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল কয়েক পা এগোতেই।

‘এরপর বাগানের পালা। সঙ্গীত থেমে গেল, তার বদলে ভেসে এল একের পর এক চিৎকার আর গুলির আওয়াজ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভিলার ওপরতলা থেকেও শোনা গেল মেয়েদের গগনবিদারী আর্তনাদ। পাহাড়ি যুবতীর দল, কয়েক ঘণ্টা আগে পাদ্রোনির নির্দেশে কুমারীত্ব বিসর্জন দিয়েছে, এবার তাঁরই ইচ্ছেয়

www.BanglaBook.org

শিকার হলো ভয়াবহ মৃত্যুর।

'ঝুলবারান্দায়, ছায়ার ভিতর দেয়ালে শরীর মিশিয়ে দিলাম আমি; জানি না কী করব। কাঁপছি হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত, অমন ভয় জীবনে কোনোদিন পাইনি। গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেল এক সময়, নেমে এল নীরবতা। কিন্তু আর্তনাদে ভারী পরিবেশের চেয়ে আরও ভয়ানক মনে হলো তা।

'হঠাৎ পায়ের আওয়াজ শুনলাম... তিন থেকে চারজন মানুষ দৌড়াচ্ছে... নিশ্চয়ই বন্দুকধারী খুনিরা! সিঁড়ি ধরে নামছে ওরা। আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেলাম, বুঝি আমার খোঁজেই আসছে! কিন্তু না, আমার দিকে না, উত্তরের বারান্দার দিকে চলে গেল ওরা, কাজ শেষে সমবেত হলো ওখানে। চকিতে হলঘরের দিকে তাকালাম, চার অতিথি মূর্তির মত বসে আছেন ওখানে, আমার মতই দশা তাঁদের। দৌড়ে হয়তো পালিয়েই যেতেন, যদি না পাদ্রোনি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন ওঁদের দিকে।

'চোখ ফেরাতে না ফেরাতেই আবার গুলি হলো। দ্রুত চারটা শট... পিছু পিছু চারটা কণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল উত্তরের বারান্দা থেকে। বুঝতে পারলাম, খুনিদেরকেই এবার খুন করল নিঃসঙ্গ আরেক আততায়ী।

'আবারও নীরবতা নেমে এল ভিলায়। সর্বত্র মৃত্যুর ছাপ—ছায়ায় ছায়ায়... এমনকী দেয়ালে নেচে বেড়ানো মোমবাতির আলোর আভাতেও। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে অতিথিদের উদ্দেশে কথা বললেন পাদ্রোনি।

"শেষ হয়েছে সব," আশ্চর্য রকম শান্ত শোনাল তাঁর কণ্ঠ। "প্রায় শেষ আর কী। এই টেবিলে যারা আছি, তারা... আর আমার খুব বিশ্বস্ত একজন ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই এ-বাড়িতে। আমার ওই লোক তোমাদেরকে পর্দা-ঘেরা ক্যারিজে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে নিয়ে যাবে বোনাফাসিয়োতে। ওখানে সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে যেতে পারবে তোমরা, ভোরের স্টিমার ধরে চলে যেতে পারবে নেপলস্-এ। পনেরো মিনিট সময় পাচ্ছ জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য, তারপর সবাইকে সামনের দরজায় চাই। নইলে তোমাদেরকে ফেলেই চলে যাবে আমার লোক। ও হ্যাঁ, লাগেজ নিজেদেরকেই বইতে হবে, দুঃখিত।"

'একজন অতিথি মুখ খুললেন। ফিসফিসিয়ে বললেন, "আর আপনি, কাউন্ট?"

'হাসলেন পাদ্রোনি। "আমি? সবশেষ শিক্ষা হিসেবে নিজের জীবন বিসর্জন দেব। মনে রেখো আমাকে। আমার পথই তোমাদের পথ! যাও, যোগ্য শিষ্য হও আমার! ধ্বংস করে দাও দুর্নীতির ধারক আর রক্ষকদেরকে!" বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন তিনি ততক্ষণে, চেঁচাচ্ছেন অপ্রকৃতিস্থের মত। "ভিতরে এসো!" কাকে উদ্দেশ করে যেন বলে উঠলেন হঠাৎ করে।

'ছোট্ট এক ছেলে... বছর দশ-বারো বয়স, পোশাকে মনে হলো স্থানীয় রাখালবালক... দরজা ঠেলে ঢুকল হলঘরে। শীর্ণ দু'হাতে বিশাল এক পিস্তল ধরে রেখেছে। পায়ে পায়ে পাদ্রোনির কাছে এসে দাঁড়াল।

'উপর দিকে তাকালেন পাদ্রোনি, বুঝি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন ঈশ্বরের প্রতি। ছেলেটাকে বললেন, "যা বলেছি করো!" তারপর চেঁচালেন, "আমার শিষ্যরা, নিষ্পাপ এই শিশু তোমাদেরকে পথ দেখাবে!"

'নিষ্কম্প হাতে পিস্তল তুলল রাখালবালক। নির্দ্বিধায় গিলবার্তো বারেমির মাথায় গুলি করল সে।'

BanglaBook.org

এ-পর্যন্ত বলে থেমে গেলেন বৃদ্ধা। দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে

www.BanglaBook.org

উঠেছে। 'আর পারছি না, বিশ্রাম নিতে হবে আমাকে,' বললেন তিনি।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কাহিনি শুনছিল রানা-কুয়াশা, এবার নড়ে উঠল।

'কিছু মনে করবেন না, ম্যা'ম,' কুয়াশা বলল। 'অনেক প্রশ্ন আছে আমাদের। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তা?'

'থাক,' বাধা দিল রানা। 'পরে।'

ষোলো

ভোরের কুয়াশা মিলিয়ে যেতেই পাহাড়ের আড়াল থেকে হেসে উঠল সূর্য, সোনালি রোদে স্নান করিয়ে দিল ফার্মহাউস আর আশপাশের এলাকাকে।

কিচেন থেকে চা-পাতা খুঁজে নিল কুয়াশা, বৃদ্ধার অনুমতি নিয়ে বানিয়ে ফেলল চা। ধূমায়িত কাপ নিয়ে জানালার পাশে বসল রানা, ফার্মহাউসের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝর্ণার দিকে তাকিয়ে হারিয়ে গেল আপন চিন্তায়।

বেশ কিছু খটকার সৃষ্টি হয়েছে ওর মনে। সেগুলোর জবাব পাওয়া দরকার। ফেনিসের উৎপত্তি সম্পর্কে যে-সব থিয়োরি আছে, তার সঙ্গে অন্ধ মহিলাটির ভাষ্যের ফারাক অনেক। সবচেয়ে বড় কথা, এসব কেন ওদেরকে শোনাচ্ছেন তিনি? উদ্দেশ্যটা কী? বৃদ্ধার মোটিভ জানা গেলেই শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত নেয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবে, অদ্ভুত কাহিনিটার কতখানি বিশ্বাস করা যায়।

জানালার দিক থেকে মুখ ঘোরাল রানা, তাকাল ফায়ারপ্লেসের পাশে চেয়ারে বসা বৃদ্ধার দিকে। এক কাপ চা তাঁকেও দিয়েছে কুয়াশা, সেটায় ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছেন... সম্ভবত বহু বছর আগে ভদ্রভাবে চা খাওয়ার এ-নিয়মই শেখানো হয়েছিল তাঁকে। কুয়াশাকে দেখা গেল হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে, হাত বোলাচ্ছে মেঝেতে গুটিসুটি মেরে থাকা কুকুরটার গায়ে—বন্ধুত্ব করার খায়েশ। চকিতের জন্য রানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল।

বৃদ্ধার দিকে এগিয়ে গেল রানা। বলল, 'আমরা আপনাকে আমাদের নাম জানিয়েছি, সেনিয়রা। কিন্তু আপনারটা এখনও জানতে পারিনি।'

'মারিয়া মাযোলা,' বললেন বৃদ্ধা। 'যদি খোঁজ নেয় কেউ, বোনাফাসিয়োর কনভেন্টের পুরনো রেকর্ডে নিশ্চয়ই পাবে এ-নাম। এজন্যেই তো জানতে চাইছ, নাকি? আমার কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য?'

'জী,' স্বীকার করল রানা। 'যদি প্রয়োজন পড়ে আর কী... এবং সুযোগ মেলে।'

'নামটা পাবে ওখানে, নিশ্চিত থাকো। আমার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পাদ্রোনির নামও থাকতে পারে।'

'বিশ্বাস করছি আপনার কথা, চেক করে দেখার দরকার নেই কোনও,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল কুয়াশা। চোখের ইশারায় রানাকে বোঝাল, বৃদ্ধাকে খুশি রাখার জন্য বলছে কথাটা।

হাসলেন মারিয়া মাযোলা। চোখে না দেখলেও ঠিকই বুঝতে পেরেছেন সব। বললেন, 'থাক, আমাকে সান্ত্বনা দেবার দরকার নেই। সন্দেহ থাকলে সরাসরিই বলো।'

'কিছুটা তো আছেই,' সোজাসাপ্টা গলায় বলল রানা।

www.BanglaBook.org

'আমাদের জানা দরকার, কেন আমাদেরকে কাউন্ট বারেমির কাহিনি শোনাচ্ছেন আপনি। উদ্দেশ্য কী।'

'আমার উদ্দেশ্য শুধু সত্যকে প্রকাশ করা, বাছা। আর কিছু নয়। মরার আগে কাউকে জানিয়ে যেতে চাই সব। ভয়ানক সে-কাহিনি আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। একমাত্র আমিই বেঁচেছিলাম ওই পাইকারী হত্যাকাণ্ড থেকে।'

'আরেকজন লোকও তো ছিল,' বলল রানা। 'আর ছিল এক রাখাল ছেলে।'

'হলঘরে হাজির ছিল না ওরা। জানত না ওখানে কী কথা হয়েছে পাদ্রোনি আর তাঁর অতিথিদের মাঝে। কী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে...'

'আর কাউকে বলেননি আপনি এসব?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'না... কখনোই না।' জানালেন বৃদ্ধা।

'কেন?'

'কাকে বলব? আমার কাছে অতিথি বলতে কেউ আসে না। বাজার-সদাই দেবার জন্য মাঝে-মধ্যে দু-একজন আসে নীচের গ্রাম থেকে। ওদেরকে কিছু বলা মানে বিপদ ডেকে আনা। এমন কাহিনি শুনলে কেউ তো আর মুখ বন্ধ রাখতে পারবে না।'

'কিন্তু আমার তো মনে হয় ওরা সবকিছুই জানে,' বলল কুয়াশা।

'আমি তোমাদেরকে যা বলেছি, তা জানে না।'

'না জানলে কী গোপন করছে ওরা? আমাকে প্রথমে তাড়াতে চেয়েছিল। রাজি না হওয়ায় খুন পর্যন্ত করতে চেয়েছে।'

একটু যেন অবাক হলেন বৃদ্ধা। 'সোনিয়া আমাকে এসব বলেনি তো!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় পেল কোথায় ও?' বলল রানা।

'তা অবশ্য ঠিক,' বিড়বিড় করলেন বৃদ্ধা। কুয়াশার দিকে মুখ ঘোরালেন। 'গাঁয়ে গিয়ে তুমি ঠিক কী করেছ, বলো তো?'

'কিছুই না,' কুয়াশা জবাব দিল। 'শুধু প্রশ্ন করেছি কাউন্ট বারেমির ব্যাপারে।'

'উঁহুঁ, আরও কিছু করেছ বা বলেছ। নইলে এত খেপার কথা না ওদের।'

একটু ভাবল কুয়াশা। তারপর বলল, 'ও হ্যাঁ... সরাইমালিককে ভয় দেখিয়েছিলাম, লোকজন নিয়ে ফিরে আসব। পুরনো নথিপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভালমত গবেষণা চালাব কাউন্ট বারেমির বিষয়ে।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন বৃদ্ধা। 'বড্ড ভুল করেছ, বাছা। যে-পথে এসেছ, ফেরার সময় সে-পথে আর যেয়ো না। পথ দেখাবার জন্য সোনিয়াকেও সঙ্গে দিতে পারব না আমি। যদি খোঁজ পায়, ওরা কিছুতেই তোমাদেরকে বাঁচতে দেবে না।'

'আমরা তা জানি,' বলল রানা। 'কিন্তু কেন, তা-ই বুঝতে পারছি না।'

'পাহাড়ের অধিবাসীদের নামে নিজের সমস্ত জমিজমা লিখে দিয়েছিলেন আমার পাদ্রোনি। এ-কারণে সামান্য প্রজা থেকে কয়েক হাজার একর জায়গার মালিক হয়ে গেছে ওরা। বোনাফাসিয়োর আদালত স্বীকৃতি দিয়েছে এতে, বৈধ মালিকানার রায় পাবার পর পুরো এলাকায় বিশাল এক উৎসবও হয়েছিল। কিন্তু বাইরের দুনিয়ার কেউ জানে না, এসব সম্পত্তি পাবার জন্য বিরাট এক মূল্য দিতে হয়েছে পাহাড়ের লোকজনকে। সেই মূল্যের খবর যদি প্রকাশ পায় কোনোমতে, আইনের খড়্গ নেমে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসবে সবার উপর... আদালত আবার কেড়ে নেবে সব জমি!'

'কী সেই মূল্য?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

জবাব দিলেন না মারিয়া। চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর চেহারা, বোধহয় ভাবছেন এলাকাবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত হবে কি না।

'প্লিজ, ম্যা'ম!' অনুরোধ করল কুয়াশা।

ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন বৃদ্ধা। বললেন, 'বেশ, খুলেই বলছি সব। সত্যকে আর কতদিন চাপা দিয়ে রাখব?'

আগের রাতে বলা কাহিনির খেই ধরলেন তিনি।

'পাদ্রোনির মৃত্যুর পর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করল না অতিথিরা। ছুটল নিজেদের কামরার দিকে। অনড় রইলাম কেবল আমি, ঝুলবারান্দার ছায়ায় লুকিয়ে কাঁপতে লাগলাম থর থর করে, মৃত্যুর নগ্ন চেহারা দেখতে পেয়ে বমি পাচ্ছিল। কতক্ষণ ওভাবে ছিলাম, তা বলতে পারব না; সংবিৎ ফিরে পেলাম আবার অতিথিদের পায়ের শব্দ শুনে—জিনিসপত্র গুছিয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে ওরা। একটু পরেই ক্যারিজের চাকার আওয়াজ আর ঘোড়ার হ্রেষারব কানে এল। অতিথিদেরকে নিয়ে ভিলা থেকে চলে গেল কোচোয়ান।

'হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দার সঙ্গে লাগোয়া দরজার দিকে এগোতে শুরু করলাম এবার, দাঁড়াবার শক্তি পাচ্ছিলাম না। দৃষ্টিও কেমন যেন ঘোলা ঘোলা লাগছিল। দরজার হাতল ধরে উঠে দাঁড়াতে গেছি, এমন সময় শুনতে পেলাম চিৎকার। কণ্ঠটা একজন বাচ্চার, কিন্তু সেটা অবিশ্বাস্য রকম শীতল এবং কর্তৃত্ব-ভরা।

"আতুলয়ালমেন্তে! ই প্রেস্তো দেন্তো!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'উত্তরের বারান্দা থেকে কাকে উদ্দেশ করে যেন চেঁচাচ্ছে রাখালবালক। ওর কণ্ঠ শুনে ঘাবড়ে গেলাম আরও—কারণ ও একটা শিশু... সেইসঙ্গে একজন খুনি!

'কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার দরজা খুললাম। ভিতরের কামরা পেরিয়ে এগোতে থাকলাম সিঁড়ির দিকে। নীচতলায় নেমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব... পালিয়ে যাব এই মৃত্যুপুরী থেকে। কিন্তু ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হল্লার আওয়াজ শুনে থমকে গেলাম। জানালা দিয়ে চোখে পড়ল আলোর আভা—মশাল হাতে অসংখ্য মানুষ ছুটে আসছে ভিলার দিকে। কিছুক্ষণ পরেই বাড়ির চারদিকের দরজা দিয়ে উন্মত্তের মত ভিতরে ঢুকে পড়ল তারা।

'নীচে নামা আর হলো না আমার, তাড়াতাড়ি ওপরতলায় ছুটে চলে গেলাম। কী করব জানি না তখনও, শুধু বুঝতে পারছি—পাগলা জনতার সামনে পড়া চলবে না কিছুতেই। দৌড়াতে দৌড়াতে সেলাই-ঘরে ঢুকে পড়লাম। ভিতরে বীভৎস দৃশ্য—বাড়ির দাসী-বাঁদীদের লাশ পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, সবার শরীর রক্তে মাখামাখি, প্রাণহীন চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে আছে। ওপরতলার অন্যান্য কামরাগুলোতেও কমবেশি একই অবস্থা।

'সিঁড়ির দিক থেকে তখন ভেসে আসছে পায়ের শব্দ আর উত্তেজিত কণ্ঠের চেঁচামেচি। বুঝতে পারছি, আমাকে জ্যান্ত দেখতে পেলে খুন করে ফেলবে ওরা। বাঁচার উপায় নেই। কাঁদতে কাঁদতে কামরার ভিতরে চোখ বোলালাম, আর হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। রক্তে সয়লাব মেঝের মধ্যে গড়ান দিলাম একটা, জামা-কাপড় ভিজিয়ে ফেললাম... মুখেও মাখলাম রক্ত। তারপর চোখ বন্ধ করে মড়ার মত পড়ে রইলাম লাশের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাঝখানে।

'একটু পরেই স্থানীয় কয়েকজন লোক উদয় হলো সেলাই-ঘরে। সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা করল ওরা, ক্ষমা চাইল ঈশ্বরের কাছে, তারপর ধরাধরি করে একটার পর একটা লাশ নিয়ে যেতে শুরু করল নীচতলায়... বাড়ির আঙিনায়। আমাকেও লাশ ভেবে নিয়ে যাওয়া হলো ওখানে। এক ফাঁকে চোখ খুলে দেখে নিলাম কী ঘটছে। সারা বাড়ি থেকেই লাশ সংগ্রহ করছে এলাকাবাসী, ধীরে ধীরে আঙিনায় বড় হচ্ছে মৃতদেহের স্তূপ। বড় বড় বেশ ক'টা ওয়্যাগন আনা হলো—তাতে করে লাশ সরিয়ে নিতে শুরু করল ওরা। অন্যান্য দাসী-বাঁদীদের সঙ্গে আমিও ঠাঁই পেলাম একটা ওয়্যাগনে।

'কী এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা সেটা, বলে বোঝাতে পারব না। আমার চারপাশে শুধু ল্যাশ আর লাশ... পরিচিত মানুষের প্রাণহীন দেহ! সবাইকে চিনি আমি, তাদের সঙ্গে তিনটে বছর কাটিয়েছি এ-বাড়িতে। চরম অবমাননার সঙ্গে তাদের দেহ এখন স্তূপ হয়ে আছে আমার ডানে-বামে, উপর-নীচে। ভয় আর ঘৃণায় রি রি করছিল সর্বাঙ্গ। বমি আসছিল। চিৎকার ঠেকানোর জন্য নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখেছিলাম পুরোটা সময়। আশপাশ থেকে ভেসে আসছিল লাশ সরানোর কাজে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তাদের হুমকি-ধমকি—সবাইকে বলে দেয়া হচ্ছিল, ভিলা থেকে কোনও কিছু লুঠ করা যাবে না; কেউ যদি সে-চেষ্টা করে, তা হলে তাকে যোগ দিতে হবে লাশের ভিড়ে। বাড়ির ভিতরেও বেশ কিছু লাশ রেখে যাবার নির্দেশ দিতে শুনলাম—যতটুকু বুঝলাম, জ্বালিয়ে দেয়া হবে ভিলা; আগুন নেভার পর পোড়া লাশ উদ্ধার করা হবে ধ্বংসস্তূপ থেকে, বলা হবে অগ্নিকাণ্ডে মারা গেছে বাড়ির বেশ কিছু লোক... বাকিরা পালিয়ে গেছে। এতগুলো মানুষের উধাও হয়ে

www.BanglaBook.org

যাবার চমৎকার ব্যাখ্যা হবে সেটা—কেউই নিশ্চিত হতে পারবে না, ঠিক কারা মারা গেছে আর কারা নিখোঁজ।

'যা-হোক, খানিক পরে চলতে শুরু করল ওয়্যাগন। মসৃণ রাস্তা ধরে চলল কিছুক্ষণ, তারপর নেমে পড়ল খোলা প্রান্তরে। রুক্ষ, বন্ধুর পথে লাশে ভরা ভারী ওয়্যাগন টানতে বেশ বেগ পেল ঘোড়াগুলো, কিন্তু পিঠে চাবুক মেরে ওদেরকে চলতে বাধ্য করল কোচোয়ান। ঝাঁকি খেতে খেতে এগোতে থাকলাম আমরা। সহ্যের প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমি তখন, নিজের মৃত্যুকামনা করছি... একেকবার ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে উঠি, পারলাম না কেবল প্রাণের ভয়ে। বিড়বিড় করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম—মুক্তি চাইলাম এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে। এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

'কতটা সময় সংজ্ঞাহীন ছিলাম, জানি না; তবে চেতনা ফিরলে টের পেলাম, থেমে গেছে ওয়্যাগন। লাশের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম বাইরে। চাঁদের আলোয় দেখলাম, জঙ্গলে ছাওয়া কতগুলো পাহাড়ের মাঝখানে পৌঁছেছি আমরা। জায়গাটা অপরিচিত, আগে কখনও দেখিনি; আন্দাজ করলাম—ভিলা বারেমি থেকে বহুদূরে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদেরকে। ওয়্যাগনের সঙ্গে আসা লোকজনের ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস কানে এল—মাটি খুঁড়ছে ওরা।

'ঘণ্টাখানেক পর শুরু হলো দুঃস্বপ্নের শেষ অংশ। ওয়্যাগন থেকে নামিয়ে সব লাশ ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করল ওরা সদ্য-খোঁড়া গর্তের ভিতর—ওটা আসলে গণকবর! চ্যাংদোলা করে একটু পর আমাকেও ছুঁড়ে ফেলা হলো ওখানে। ভিতরে আছাড় খেয়ে ব্যথা পেলাম খুব; কিন্তু আওয়াজ করলাম না একটুও। বোধবুদ্ধি ততক্ষণে ভোঁতা হয়ে গেছে—দেখছি সবই, তবে অনুভব করছি না

www.BanglaBook.org

কিছুই। পাগল যে হয়ে যাইনি, তা-ই ঢের।

'কবরটা বিশাল, মনে হলো একটা বৃত্তের মত খোঁড়া হয়েছে। সব লাশ ফেলে দেবার পরও পুরোটা ভরল না। বাইরে থেকে ভেসে আসছিল কথাবার্তার আওয়াজ—কেউ কাঁদছে, কেউ বা ডেকে চলেছে ঈশ্বরকে... ক্ষমা চাইছে কৃতকর্মের জন্য। কয়েকজন দাবি জানাল ধর্মীয় রীতি মোতাবেক শেষকৃত্য করবার জন্য, কিন্তু অন্যেরা রাজি হলো না তাতে। শেষকৃত্য করাতে হলে পাদ্রী ডেকে আনতে হবে... এত সময় কোথায়? পাদ্রী যে মুখ বন্ধ রাখবে, তার-ই বা নিশ্চয়তা কী? না, এ হবার নয়।

'লম্বা-চওড়া এক ভাষণ দিতে শুনলাম একজনকে। সে সবাইকে বোঝাল, নিজেদের মঙ্গলের জন্য... ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মঙ্গলের জন্য গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে ওদেরকে। এই গোপনীয়তাই পাহাড়ি এলাকার কয়েক হাজার একর জমির মূল্য, যা ওদেরকে দিয়ে গেছেন মহান পাদ্রোনি। মরার আগে বলে গেছেন তিনি—যদি কোনোদিন সত্যি ঘটনা ফাঁস হয়, তা হলে সব হারাবে ওরা, সরকার কেড়ে নেবে পুরো সম্পত্তি। তাই দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে বাঁচতে চাইলে এ-মূল্য চুকাতেই হবে ওদেরকে। যা ঘটে গেছে আজ রাতে, তা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে নিজেদের মাঝে; কিছুতেই বাইরের কাউকে জানতে দেয়া যাবে না ওদের গোমর।

'ভাষণে কাজ হলো, নীরব হয়ে গেল লোকজন। কোদাল দিয়ে গর্তের ভিতর মাটি ফেলতে শুরু করল ওরা। অন্ধকারে সাবধানে হাত নাড়লাম আমি, মুখের উপর মাটি পড়লেই একটু একটু করে সরিয়ে দিতে লাগলাম, যাতে শ্বাস নিতে পারি। শেষ পর্যন্ত নাক বরাবর সামান্য একটা ফুটো রাখতে পারলাম পুরো গর্ত ভরে যাবার পরও। সারা শরীর মাটিচাপা পড়ার পরেও বেঁচে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেলাম এই কারণে।

'কবরের ভিতরে কয়েক ঘণ্টা রইলাম আমি, তারপর কেঁচোর মত মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। শরীরে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেয়ে কেঁদে ফেললাম হু হু করে, বিশ্বাস হতে চাইছিল না—অমন একটা নরকযজ্ঞের পরও বেঁচে আছি। আশপাশে তাকালাম, কেউ নেই কোথাও। গর্তটা মাটিচাপা দেবার পর চলে গেছে সবাই। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। বেঁচে আছি বটে, কিন্তু জীবন তছনছ হয়ে গেছে আমার। পাহাড়ি এলাকায় আর ফিরে যাবার উপায় নেই, গেলেই খুন হয়ে যাব।

'কী করব, ভেবে পেলাম না। উপকূলের দিকে যেতে পারি, পাদ্রোনির বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব আছেন ওদিকে; কিন্তু লাভ কী? আমার কথা বিশ্বাস করবেন কেন তাঁরা? কেন আশ্রয় দেবেন? সামান্য এক রক্ষিতা আমি, এতদিন পাদ্রোনির সহচরী ছিলাম বলে অবাধ চলাফেরা করতে পেরেছি, এখন হয়তো ঢুকতেই পারব না ওসব বাড়িতে।

'হঠাৎ মনে পড়ে গেল *জোনজা*-র এক এস্টেটের আস্তাবল রক্ষকের কথা। খুব ভালমানুষ; যতবার ওখানে গেছি, তার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পেয়েছি আমি। কখনও খারাপ দৃষ্টিতে তাকায়নি আমার দিকে, বরং সমীহ এবং নীরব ভালবাসা প্রকাশ পেতে দেখেছি তার চোখে। সাতপাঁচ ভেবে বুঝতে পারলাম, ওই লোকই আমার একমাত্র ভরসা। তাই সে-দিকে যাত্রা করলাম।

'এরপরের ঘটনা আর বিস্তারিত শোনানোর প্রয়োজন মনে করছি না। সংক্ষেপে শুধু এটুকু জানাই, *জোনজা*-র ওই আস্তাবল রক্ষক আশ্রয় দেয় আমাকে, তাকেই কিছুদিন পরে বিয়ে করি আমি। আমার পেটে পাদ্রোনির সন্তান ছিল, কিন্তু তাই বলে কোনোদিন আমার অমর্যাদা করেনি সে। বরং অন্যের সন্তানকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজের সন্তানের মত ভালবেসেছে, সারাজীবন বুকে আগলে রেখেছে আমাকে আর আমার বাচ্চাকে। *ভেসকোভাতো*-র উত্তরে চলে গিয়েছিলাম আমরা, পাহাড়ি লোকজনের নাগালের বাইরে, সেখানেই কাটিয়েছি বহু বছর। বুকের ভিতর চাপা দিয়ে রেখেছি ভয়াল সেই রাতের কথা, আমার স্বামী ছাড়া কোনোদিন কাউকে খুলে বলিনি সে-সব। ও-ও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে গোপন রেখেছিল সবকিছু। আসলে... মুখ খুলে লাভ-ও ছিল না কোনও। যারা মারা গেছে, তাদেরকে তো আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আর দুই খুনি... অচেনা সেই কোচোয়ান আর রাখালবালক... দু'জনেই পালিয়ে গিয়েছিল কর্সিকা ছেড়ে।

'যা হোক, এই-ই ছিল আমার কাহিনি। যা জানি, তার সবই খুলে বলেছি তোমাদেরকে। এখন যদি কোনও প্রশ্ন থাকে, করতে পারো। তবে মনে হয় না নতুন আর কিছু জানাতে পারব তোমাদেরকে।'

মারিয়া মাযোলার কথা শেষ হলে নীরবতা নেমে এল কামরায়। কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না কেউ, তারপর উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। খালি হয়ে যাওয়া কাপে চা ঢালতে ঢালতে বিড়বিড় করল, 'পার নস্ত্রো সার্কোলো!' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'পঁচাত্তর বছর পেরিয়ে গেছে, তাও ওই গণহত্যার কাহিনি লুকানোর জন্য মানুষ খুন করতে চাইছে পাহাড়ি লোকেরা!'

'পার্দোনা?' বলে উঠলেন বৃদ্ধা। বাংলায় কথা বলেছে কুয়াশা, সেটা বুঝতে পারেননি।

'দুঃখিত,' বলে তাঁর দিকে ফিরল কুয়াশা। ইটালিয়ানে পুনরাবৃত্তি করল কথাটার।

'এতে অবাক হবার কিছু নেই,' বললেন বৃদ্ধা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বংশ-পরম্পরায় ভিলা বারেমির গোমর রক্ষা করছে ওরা। একেবারে অশিক্ষিত ওরা, জমি হারানোর ভয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে আছে পুরো দুটো প্রজন্ম ধরে। বাকি দুনিয়ার কাছ থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এ-কারণেই।'

'ওই জমি কেড়ে নেবার মত কোনও আইন আছে বলে মনে হয় না আমার,' বলল রানা। 'কোনোকালেই ছিল না। কাউকে খুন করেনি ওরা, শুধু লাশ লুকিয়ে ফেলেছে—এটুকুই ওদের অপরাধ। গণহত্যার তথ্য গোপন করায় বড়জোর দু'চারজনের জেল হতে পারে... মানে, যদি কেউ এখনও বেঁচে থাকে আর কী।'

'কী বলছ! এতবড় একটা ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছে ওরা... ঈশ্বরের চোখে ওটা কতবড় অপরাধ, তা জানো?'

'সেটা ভিন্ন আদালত,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। প্রসঙ্গ বদলাল। 'আপনি এখানে ফিরে এসেছেন কবে?'

'অনেকদিন পর। একেবারে বুড়ো হয়ে... চোখের দৃষ্টি চলে যাবার পর।'

'কেন ফিরেছেন?'

'ফেরার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল বলে।'

'ওটা কোনও জবাব হলো না। আপনাকে আরেকটু ব্যাখ্যা করতে হবে। আপনাকে ওরা ফিরতে দিল কেন?'

'ভুল একটা ধারণা প্রচলিত আছে এলাকাবাসীর ভিতর। ওরা মনে করে, পাদ্রোনি আমাকে বাঁচতে দিয়েছিলেন—খুনোখুনি শুরু হবার আগেই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দূরে। আমাকে ওরা ভয় পায়... ঘৃণা করে। নিজেরা বলাবলি করে—আমাকে আসলে বাঁচিয়ে রেখেছেন স্বয়ং ঈশ্বর... ওদের পাপের স্মারক হিসেবে। ভিলা বারেমির অন্ধ রক্ষিতার মাধ্যমে তিনি ওদেরকে সেই কালো রাতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। বুঝতে পারছ ব্যাপারটা?

www.BanglaBook.org

সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদপুষ্ট মানুষ বলে ভাবে ওরা আমাকে... তাই কোনও ক্ষতি করার সাহস পায় না। এলাকায় ফিরতে চাইলে বাধা দেবে কীভাবে?'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কুয়াশা জিজ্ঞেস করল, 'কতটা ভয় করে ওরা আপনাকে? এই যে... ওদের গোমর ফাঁস করে দিলেন আমাদের কাছে... এটা জানার পরেও কি চুপ করে থাকবে ওরা?'

'মনে হয় না। তবে ভয়ের কিছু নেই। তোমরা যে আমার কাছে এসেছ, তা জানার উপায় নেই ওদের। জানলেই বা কী এসে-যায়? এমনিতেই আমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, মৃত্যুকে দুটো দিন এগিয়ে আনার চেয়ে বেশি কিছু তো করার ক্ষমতা নেই ওদের।'

'এজন্যেই এত বছর পর মুখ খুললেন?'

'হ্যাঁ। মরতে চলেছি আমি, যাবার আগে কাউকে সব খুলে বলার ইচ্ছে ছিল। হয়তো কোনও বিচার পাবে না ভিলা বারেমিতে খুন হওয়া হতভাগ্য মানুষগুলো, কিন্তু বিবেকের তাড়না অগ্রাহ্য করতে পারছিলাম না। তাই গাঁয়ের বাজার থেকে ফিরে এসে সোনিয়া যখন জানাল, একজন মানুষ পাদ্রোনির ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছে নীচে, তখন ওকে তাড়াতাড়ি পাঠালাম তাকে ডেকে আনার জন্য।'

'কেন... তা বলেননি? এ-কাহিনি তো ওর মাধ্যমেও ফাঁস করতে পারতেন দুনিয়ার সামনে।'

'না! প্রশ্নই ওঠে না!' গলা একটু চড়ে গেল মারিয়া-র। 'বাচ্চা মেয়ে... ভিলা বারেমির গোমর জানার সঙ্গে সঙ্গে ওর একগাদা শত্রু সৃষ্টি হয়ে যাবে। কীভাবে বাঁচাবে ও নিজেকে? কথা দাও, সেনিয়র, কিছুতেই আমার নাতনিকে এর সঙ্গে জড়াবে না তোমরা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'একটুও চিন্তা করবেন না,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল কুয়াশা। 'সোনিয়াকে বিপদে ফেলার কোনও ইচ্ছে নেই আমাদের। সেজন্যেই কাল রাতে ওকে কামরা থেকে চলে যাবার জন্য বলেছি।'

'ধন্যবাদ,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধা।

'কিন্তু এত বছর পর এ-সব কথা আমাদেরকে খুলে বললেন কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'শুধুই কি বিবেকের তাড়না? নাকি আরও কিছু আশা করছেন আপনি?'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকালেন মারিয়া। 'হয়তো চাইছি, লোকে কৌতূহলী হয়ে উঠুক। উত্তাল ঢেউয়ের তলায় উঁকি দিয়ে দেখুক, কীসে অশান্ত করে তুলছে পানিকে!'

'কাউন্সিল অভ ফেনিস?' ভুরু কোঁচকাল কুয়াশা। 'এখনও কীভাবে টিকে থাকে ওরা? কাউন্সিলের সদস্যরা যদি বেঁচে থাকেও... থাকার সম্ভাবনা খুবই কম... একেকজনের বয়স একশোর উপরে হয়ে যাবে।'

'ঠিক একই কথা আমিও ভেবেছি,' মাথা দোলালেন মারিয়া। 'কিন্তু তারপরেও ওদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারছি না। রেডিওতে নিয়মিত খবর শুনি আমি, সেনিয়র। টের পাই, পাদ্রোনির ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে পুরো পৃথিবী তলিয়ে যাচ্ছে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার অতলে... ঠিক যেমনটা তিনি চেয়েছিলেন। এ কিছুতেই কাকতালীয় হতে পারে না, নিশ্চয়ই ফেনিসের হাত আছে। কিন্তু কীভাবে? ভেবে ভেবে হয়রান হচ্ছি, এমন অবস্থায় রেডিওতে একদিন একটা কণ্ঠ শুনলাম... শীতল কণ্ঠ, ঝোড়ো বাতাসের চেয়ে ভয়ানক এক কণ্ঠ... সে-কণ্ঠ আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল বহু বছর আগে—ভিলা বারেমির সেই ঝুলবারান্দায়! মনে পড়ে গেল

www.BanglaBook.org

পাদ্রোনি কী বলেছিলেন। *তোমরা, আর তোমাদের পরের প্রজন্মগুলো কাউন্সিল অভ ফেনিসের মাধ্যমে সে-কাজ করবে, যা আমার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়!'*

দম নেবার জন্য একটু থামলেন বৃদ্ধা। উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তিনি। সুস্থির হয়ে বললেন, 'মানেটা বুঝতে পারছ তোমরা? আসল কাউন্সিল এখন আর নেই, কিন্তু তাদের পরের প্রজন্ম আছে। ওরাই চালিয়ে যাচ্ছে পাদ্রোনির কাজ... আর ওদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই মানুষ, যার কণ্ঠ ঝোড়ো বাতাসের চেয়ে ভয়ঙ্কর!'

আবারও থেমে গেলেন তিনি। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে পাশ থেকে টেনে নিলেন নিজের ছড়ি, সেটায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তালিকা... তালিকাটা তোমাদের দরকার হবে, সেনিয়র!'

'কীসের তালিকা?' জানতে চাইল রানা।

'ভিলা বারেমির অতিথিদের তালিকা। ভয়াল সে-রাতে আমার গাউনের পকেটে ছিল ওটা, অতিথিদের নাম-ঠিকানা মুখস্থ করার জন্য রেখেছিলাম সঙ্গে... পাদ্রোনিকে খুশি করবার জন্য। আজও ওটা আছে আমার কাছে, নষ্ট হতে দিইনি।' মেঝেতে ছড়ি ঠুকে ঠুকে দেয়ালের একটা শেলফের সামনে গেলেন বৃদ্ধা। নীচের তাক হাতড়ে একটা বয়াম নামালেন। সেটার মুখ খুলে ভিতর থেকে বের করে আনলেন এক টুকরো কাগজ—বয়সের ভারে হলুদ হয়ে গেছে। বাড়িয়ে ধরলেন রানা-কুয়াশার দিকে। 'এই নাও... এটা আজ থেকে তোমাদের। উনিশশো ছত্রিশের চৌঠা এপ্রিলে কারা এসেছিল আমার পাদ্রোনির সঙ্গে দেখা করতে, তা জানতে পারবে এ-থেকে।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল দু'জনে। প্রায় ছুটে এসে কাগজটা

www.BanglaBook.org

নিল রানা। বলল, 'দারুণ একটা কাজ করেছেন, ম্যা'ম।' ভাঁজ খুলে ভিতরের লেখাগুলো পড়ল ও, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। 'নাম নেই ওতে?'

'আছে,' বলল রানা। 'স্প্যানিয়ার্ডের নামটা বাদ দেয়া যেতে পারে, কিন্তু বাকি চারটার মধ্যে দুটো নাম খুবই পরিচিত। এত বিখ্যাত মানুষ এঁরা... বিশ্বাস করা মুশকিল!'

'কই, দেখি?'

কুয়াশার হাতে কাগজটা দিল রানা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওর কপালেও ভ্রূকুটি দেখা দিল। বলল, 'অ্যানালাইজ করে দেখা দরকার—নামগুলো সত্যিই পঁচাত্তর বছর আগে লেখা কি না।'

'আমার তো মনে হচ্ছে না এতে কোনও কারসাজি আছে।'

'তাই বলে এমন দুজন মানুষ...'

'কোনও সমস্যা, সেনিয়র?' বলে উঠলেন মারিয়া।

'না, না, সমস্যা না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আসলে... এর মধ্যে দুটো নাম আমরা চিনতে পারছি। এঁরা খুবই বিখ্যাত মানুষ।'

'কিন্তু এদের কেউই আসল লোক নয়, সেনিয়র। সব তো বলেছি তোমাদেরকে—এরা আমার পাদ্রোনির শিষ্য। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী অন্য আরেকজন! সে-ই নিয়ন্ত্রণ করছে শিষ্যদেরকে... পথ দেখাচ্ছে।'

'কী বলছেন এসব! কে সে?'

জবাব দেবার সুযোগ পেলেন না মারিয়া। তার আগেই কুকুরটা গরগর করে উঠল। থমকে গেলেন তিনি। বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াল কুকুরটা, অস্থির ভঙ্গিতে ছুটে গেল দরজার কাছে, গরগরানি থামেনি।

'দরজা খোলো!' চাপা গলায় হুকুম দিলেন বৃদ্ধা। 'তারপর

www.BanglaBook.org

ডাকো আমার নাতনিকে। জলদি!'

'ক্... কী হয়েছে?' রানা বিস্মিত।

'একদল লোক আসছে এদিকে! ঢাল বেয়ে উঠে আসছে ওরা। উচেলো ওদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে!'

দরজার দিকে ছুটে গেল কুয়াশা।

'কতদূরে ওরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বেশিদূরে না। এসে পড়বে খুব শীঘ্রি।' বললেন বৃদ্ধা।

দরজা খুলে ডাক দিল কুয়াশা। 'সোনিয়া! তাড়াতাড়ি এখানে এসো!'

গরগরানি বেড়ে গেছে উচেলোর, রীতিমত দাঁত খিঁচাচ্ছে এখন। টান টান করে রেখেছে শরীর, শত্রুকে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিচেনের কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল রানা, একটা কাঁচা লেটুস পাতা নিল সবজির পাত্র থেকে, ওটাকে ভাঁজ করে ভিতরে লুকিয়ে ফেলল হলদেটে কাগজটা।

'এটা আমার পকেটে রাখছি,' কুয়াশাকে বলল ও।

'রাখো,' কুয়াশা বলল। 'নামগুলো মুখস্থ করে নিয়েছি আমি।'

দৌড়ে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল সোনিয়া। ডাক শুনেই ছুট লাগিয়েছে, ফিল্ড জ্যাকেটের বোতাম লাগাতে পারেনি ঠিকমত। তবে কুৎসা শটগানটা আনতে ভোলেনি। জ্যাকেটের দু'পাশের পকেটের ভিতর বেঢপভাবে ফুলে আছে রানা-কুয়াশার পিস্তল।

'কী ব্যাপার?' ভিতরে ঢুকেই জানতে চাইল সে।

'তোমার দাদী বলছে, একদল মানুষ আসছে এখানে। কুকুরটা ওদের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে,' বলল কুয়াশা।

'ঢাল ধরে আসছে ওরা,' যোগ করলেন মারিয়া। 'বড়জোর নয়শ' কদম, তার বেশি না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কেন আসছে এখানে?' সোনিয়া কিছু বুঝতে পারছে না। 'কী চায়?'

'গতকাল ওরা তোকে দেখতে পেয়েছিল? বা উচেলোকে?'

'দেখেছে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি কোনও কথা বলিনি। ওদের কাজে বাধাও দিইনি। তারপরেও কেন...'

'এর আগের দিনও দেখেছিল তোকে, তাই না?'

'হ্যাঁ। গাঁয়ের বাজারে গিয়েছিলাম জিনিসপত্র কিনতে।'

'ওখানেই খটকা লেগেছে ওদের,' বললেন মারিয়া। 'পর পর দু'দিন কেন গিয়েছিস নীচে? তা ছাড়া ওরা পাহাড়ি মানুষ... ট্র্যাকিঙে ওস্তাদ। নিশ্চয়ই মাটিতে তোদের তিনজনের পায়ের ছাপ দেখেছে। না, আর ঝুঁকি নেয়া যায় না। চলে যেতে হবে তোদের সবাইকে! দুই বিদেশি... সেইসঙ্গে তোকেও!'

'না, দাদী!' প্রতিবাদ করল সোনিয়া। 'তোমাকে ফেলে যাব না আমি। আসতে দাও ওদেরকে। বলব, বিদেশিরা আমার পিছু নিয়েছিল। এখানে এসেছিল বটে, কিন্তু তাড়িয়ে দিয়েছি আমরা ওদেরকে। কোনও কথা বলিনি।'

ওর কথা না শোনার ভান করলেন বৃদ্ধা। রানা-কুয়াশার দিকে ফিরলেন। 'যা খুঁজছিলে, তা পেয়ে গেছ। এখন আমার অনুরোধ রাখো। আমার নাতনিকে নিয়ে পালাও এখান থেকে।'

'আর আপনি?' বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'আমার জন্য ভেবো না। আমাকে ভয় পায় ওরা, কোনও ক্ষতি করবার সাহস পাবে না।'

মিথ্যে বলছেন বৃদ্ধা, কথা শুনেই বুঝতে পারল রানা-কুয়াশা। দ্বিধায় পড়ে গেল দু'জনে।

'প্লিজ... আমার কথা শোনো,' অনুনয় করলেন মারিয়া। 'আমার নাতনিকে বাঁচাও! সময় তো আমার এমনিতেই ফুরিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসেছে, কিন্তু ওর সামনে সারাটা জীবন পড়ে আছে।'

'কী করবে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'ওঁর কথা শোনা আমাদের কর্তব্য,' বলল রানা। পরমুহূর্তে ছোঁ মেরে শটগানটা কেড়ে নিল সোনিয়ার হাত থেকে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল সোনিয়া। ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল রানার উপরে, পারল না পিছন থেকে কুয়াশা ওকে জাপটে ধরে ফেলায়। জ্যাকেটের পকেট থেকে নিজেদের পিস্তলদুটোও বের করে নিল রানা। 'কী করছ তোমরা!'

'এ-সময়ে তোমার হাতে বন্দুক-পিস্তল থাকা ঠিক না,' রানা বলল। 'ঝামেলা কোরো না। দাদীর কথা শোনো। চলো আমাদের সঙ্গে।'

দরজার বাইরে গিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল উচেলো। দূর থেকে ভেসে আসছে মানুষের উত্তেজিত হৈচৈ। চেঁচামেচি করে ফার্মহাউসের উপর হামলা করার কথা বলছে তারা।

'যাও!' চেঁচালেন মারিয়া।

'এগোও!' ধাক্কা দিয়ে সোনিয়াকে হাঁটতে বাধ্য করল কুয়াশা।

'ওরা চলে যাবার পর আবার ফিরে আসব আমরা,' বৃদ্ধাকে বলল রানা।

'দরকার নেই, বাছা,' বললেন মারিয়া মাযোলা, 'আমার কথা শেষ। নামের তালিকাও দিয়েছি তোমাদেরকে। ওটার সাহায্যেই পাদ্রোনির শিষ্যদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে তোমরা। তবে হ্যাঁ... যদি ফেনিসের শিকড় খুঁজে পেতে চাও, তা হলে শিষ্যদের পথ-প্রদর্শককেও খুঁজে বের করতে হবে তোমাদের।'

'কার কথা বলছেন?'

'ওই যে, যার কণ্ঠ ঝোড়ো বাতাসের চেয়ে ভয়ঙ্কর! বহু বছর আগে ভিলার উত্তরের বারান্দায় শুনেছিলাম সে-কণ্ঠ... আবার

www.BanglaBook.org

শুনেছি কিছুদিন আগে। বয়স বেড়েছে, স্বর বদলেছে, কিন্তু বদলায়নি কথা বলার ভঙ্গি। আজও ওই কণ্ঠ সে-রাতের মতই নিষ্ঠুর... কর্তৃত্ব-ভরা!'

'আপনি কি বলতে চাইছেন...'

'হ্যাঁ,' বাধা দিয়ে বললেন অন্ধ মহিলা, 'আমি রাখালবালকের কথা বলছি। আজও বেঁচে আছে সে। সে-ই চালাচ্ছে পাদ্রোনির শিষ্যদেরকে। যাও, খুঁজে বের করো ওকে।'

সতেরো

ফার্মহাউস থেকে বেরিয়ে পিছনদিকে ছুটল তিনজনে। সবজি-খেত পেরিয়ে নেমে পড়ল ঢালে. লুকাল ঝোপঝাড়ের আড়ালে। কপাল ভাল, উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে উঠতে থাকা লোকগুলোর মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে উচেলোর ক্রমাগত হুঙ্কারে। আবছাভাবে তর্কাতর্কি শুনতে পেল ওরা. কুকুরটাকে গুলি করবে কি না, তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেছে হামলাকারীরা। সুযোগ বুঝে তীক্ষ্ণস্বরে শিস দিয়ে উঠল সোনিয়া, উচেলো ছুটে চলে এল সে-ডাক শুনে। মাথায় হাত বুলিয়ে প্রাণীটাকে শান্ত করল মেয়েটা।

পাতার ফাঁক দিয়ে রুক্ষ চেহারার কয়েকজন লোককে মালভূমিতে উঠে আসতে দেখল রানা। সংখ্যায় আটজন... সবাই সশস্ত্র। ওর আর কুয়াশার পক্ষে এতজনকে ঘায়েল করা সম্ভব নয়। লুকিয়েই থাকতে হবে।

www.BanglaBook.org

বৃদ্ধার কথাগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করল ও। রাখালবালককে খুঁজে বের করতে হবে, যার কণ্ঠ ঝোড়ো বাতাসের চেয়ে ভয়ঙ্কর! সত্যিই কি সেদিনের সেই কিশোর আজকের ফেনিসের নেতৃত্ব দিচ্ছে? বয়স অনেক হয়ে যাবার কথা... পঁচাশি-র কম নয়; বৃদ্ধের কণ্ঠের সঙ্গে বাচ্চা ছেলের কণ্ঠ কীভাবে মেলালেন মারিয়া মাযোলা? শুনেছেনও রেডিও-তে, সামনাসামনি নয়। ভুল করেননি তো?

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, অন্ধ মহিলাটির সঙ্গে এখনও অনেক কথা বাকি রয়ে গেছে ওদের। জানতে হবে ঠিক কবে, কোন্ রেডিও স্টেশনে শুনেছেন তিনি সে-কণ্ঠ। কী-ই বা বলছিল মানুষটা? যে-সে তো জাতীয় বেতারে কথা বলতে পারে না, নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনও মানুষ ওই বৃদ্ধ। পরিচয় কী তার?

অস্ত্র উঁচিয়ে ফার্মহাউসের দিকে এগোতে দেখা গেল কর্সিকানদেরকে। চারজন বাইরে রইল পাহারা দেবার জন্য, বাকিরা দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। একটু পরেই শোনা গেল চেঁচামেচি। মারিয়া মাযোলা রাগী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছেন অনুপ্রবেশের কারণ, ক্ষিপ্ত স্বরে তার জবাব দিচ্ছে কর্সিকানরা। একটু পরেই শোনা গেল চড়-থাপ্পড়ের আওয়াজ, পিছু পিছু ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধা। ধীরে ধীরে আওয়াজের তীব্রতা বাড়ল।

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ঝোপের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াতে শুরু করল সোনিয়া, সুন্দর মুখটা রাগে লাল হয়ে গেছে। জ্যাকেট খামচে ধরে ওকে টানল কুয়াশা, বাধ্য করল বসে থাকতে। মেয়েটার গলা ফুলে উঠতে দেখল রানা, চেঁচাতে যাচ্ছে। পিছন থেকে ওকে জাপটে ধরল তাই, এক হাতে চেপে ধরল মুখ। যুঝতে শুরু করল সোনিয়া, কিন্তু একচুল আলগা হলো না রানার হাতের

www.BanglaBook.org

বাঁধন।

'শান্ত থাকো!' চাপা গলায় ধমক দিল রানা। 'চেঁচালে কোনও লাভ হবে না তোমার দাদীর। মাঝখান থেকে ধরা পড়ে যাব আমরা।'

কথাটা কানেই তুলল না সোনিয়া, শরীর মোচড়াচ্ছে সে। ওর কাঁধে একটা হাত রাখল কুয়াশা। নরম গলায় বলল, 'প্লিজ, বুঝতে চেষ্টা করো। আমরা ধরা দিলেই যে তোমার দাদীকে ছেড়ে দেবে ওরা, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। বরং সবাইকেই খুন করে রেখে যাবে ওরা।'

থেমে গেল সোনিয়া। চোখ পিটপিট করল, বুঝতে পেরেছে কুয়াশার যুক্তি। মুখের উপর থেকে হাত একটু সরাল রানা, কিন্তু পুরোপুরি নয়, খুলল না হাতের বাঁধনও।

'ওরা দাদীকে মারছে!' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল মেয়েটা। 'অসহায়... অন্ধ একটা মানুষ... তারপরেও ওঁর গায়ে হাত তুলছে পিশাচগুলো। কিছু একটা করতে হবে আমাদেরকে।'

'এ-মুহূর্তে কিছুই করার নেই,' মাথা নাড়ল কুয়াশা। 'জমি হারানোর ভয়ে পাগল হয়ে গেছে মূর্খগুলো। ওদের মাথায় এখন কিচ্ছু ঢুকবে না।'

বিস্ময় ফুটল সোনিয়ার চোখে। 'জমি হারানোর ভয়! মানে?'

'এসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে,' রূঢ় কণ্ঠে বাধা দিল রানা। সন্দিহান হয়ে উঠেছে ও। বলল, 'ঝামেলা হয়েছে কোথাও। বাড়ির ভিতরে এতক্ষণ থাকার কথা না ওদের।'

'হয়তো আমাদের কোনও চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে,' অনুমান করল কুয়াশা।

'মনে হয় না। কিছু ফেলে আসিনি আমরা।'

'তা হলে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কান পাতল রানা। ফার্মহাউসের ভিতর থেকে এখন আর চড়-থাপ্পড়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। তার বদলে নেমে এসেছে নীরবতা। একটাই অর্থ হতে পারে এর।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রানা। 'কথা বলছেন উনি!'

'এতে সর্বনাশের কী আছে?' বলল সোনিয়া। 'যা খুশি বলুন... শয়তানগুলো দাদীর গায়ে আর হাত না তুললেই হয়!'

কুয়াশা ভুরু কোঁচকাল। 'কী ভাবছ তুমি, রানা?'

'মারিয়া চাইছেন না আমরা ফিরে যাই,' রানা বলল। 'ফিরে গেলে সোনিয়ার বিপদ হবে। তাই বন্ধ করে দিতে চাইছেন আমাদের ফেরার পথ। লোকগুলোকে বলে দিচ্ছেন, কী কথা হয়েছে আমাদের মধ্যে। এরপর নিশ্চয়ই ভুল পথে পাঠিয়ে দেবেন ওদের, যাতে আমাদেরকে আর খুঁজে না পায় ওরা।'

'সে তো ভাল কথা।'

'গড ড্যাম ইট, কুয়াশা! ওরা খুন করবে মহিলাকে!'

ঝট্ করে ফার্মহাউসের দিকে তাকাল কুয়াশা। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ মারিয়া মাযোলার উদ্দেশ্য। আত্মাহুতি দিচ্ছেন তিনি স্বেচ্ছায়... সোনিয়াকে বাঁচাবার জন্য। দাদী মারা গেলে এখানে থাকার আর বাধ্যবাধকতা থাকে না মেয়েটার... চলে যেতে পারবে ও—পাহাড়ের খুনে লোকজনের নাগালের বাইরে।

'ঠিকই বলেছ তুমি,' রানাকে বলল ও। 'ওদের গোমর ফাঁস করে দিয়ে মস্ত অন্যায় করেছেন ভদ্রমহিলা। কিছুতেই ওঁকে বাঁচতে দেবে না ওরা। উনিও তা-ই চাইছেন। নিজের জীবনের বদলে সোনিয়ার জীবন!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। হাতে চলে এসেছে নিজের সিগ-সাওয়ার। 'ঠেকাতে হবে ওদেরকে,' উত্তেজিত গলায় বলল ও। 'কিছুতেই খুন হতে দেয়া যাবে না ভদ্রমহিলাকে। এখনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেক কিছু জানার আছে আমাদের!'

সোনিয়া আর কুয়াশাও উঠে দাঁড়াল, ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করল তিনজনে। কিন্তু কয়েক পা যাবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল শটগানের গগনবিদারী আওয়াজ, সেইসঙ্গে কারও মরণ-আর্তনাদ—দুটোই ভেসে এসেছে ফার্মহাউসের ভিতর থেকে। দাদীর অমঙ্গল আশঙ্কায় চেঁচিয়ে উঠতে চাইল সোনিয়া, কিন্তু ওকে সে-সুযোগ দিল না রানা, জাপটে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে। পিছু পিছু কুয়াশা। মাটিতে পড়েই মেয়েটার মুখ আবার চেপে ধরল ও।

'প্লিজ, সোনিয়া... প্লিজ!' চুপ থাকার জন্য অনুরোধ করল রানা।

সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে মেয়েটার, কথা শুনতে চাইল না। মুক্তি পাবার জন্য খামচি দিতে শুরু করল রানার হাতে।

'বেহুঁশ করে ফেলো!' চাপা গলায় বলে উঠল কুয়াশা।

'না, তার দরকার নেই।' ফার্মহাউসের দিকে ইশারা করল রানা। ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে কর্সিকানরা। সত্যিই ভুল নির্দেশনা দিয়েছেন মারিয়া মাযোলা—ওদের দিকে না এসে মালভূমির দক্ষিণ ঢালের দিকে ছুটে চলে গেল ওরা। একটু পরেই হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

সোনিয়াকে ছেড়ে দিল রানা। উঠে বসে ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'খুন করো ওদেরকে... খুন করো!'

'কী লাভ?' বলল কুয়াশা। 'ওদেরকে খুন করতে গেলে সময় নষ্ট হবে... নিজেরাই বরং ওদের ফেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যেতে পারি। তোমার দাদীর আত্মত্যাগ বৃথা হয়ে যাবে তাতে।'

'তা হলে কী করব আমরা?' কান্না আরও বেড়ে গেল

www.BanglaBook.org

সোনিয়ার।

'উনি যা চেয়েছিলেন—তোমাকে বের করে নিয়ে যাব এখানকার মৃত্যুফাঁদ থেকে। তারপর খুঁজে বের করব এসবের পিছনে যারা জড়িত, তাদেরকে।'

কুকুরটা কিছুতেই ওদের সঙ্গে এল না, পরোয়াই করল না সোনিয়ার হুকুমের। ছুটে চলে গেল ফার্মহাউসের দিকে, ভিতরে ঢুকে অদ্ভুত এক সুরে কুঁই কুঁই করে উঠল। অবলা জানোয়ারটার বিষণ্ন সে-ডাকে ভারী হয়ে উঠল মালভূমির বাতাস।

'বিদায়, উচেলো,' হাহাকারের মত শোনাল সোনিয়ার কণ্ঠ। 'ভাল থাকিস। কথা দিচ্ছি, ফিরে আসব আমি তোর জন্য। যিশুর কিরে... আসব-ই! যখনই হোক না কেন!'

পাহাড়ি ঢাল ধরে নামতে শুরু করল তিনজনে। ঘুরপথে উত্তর-পশ্চিমে গেল—পোর্তো ভেচিয়ো থেকে দূরে সরে গেল যতটা পারে; এরপর আবার দক্ষিণমুখী ট্রেইল ধরে সেইন্ট লুসির দিকে এগোল। দুপুর নাগাদ ঝর্ণার পাড়ের পাইন গাছটার তলায় পৌঁছুল ওরা। গর্ত থেকে নিজের হ্যাভারস্যাক আর ডাফল ব্যাগ বের করে নিল রানা। তারপর আবার পথে নামল। খুব সতর্কভাবে এগোল ওরা, গাছপালার আড়ালে থাকল সবসময়। খোলা কোনও জায়গা পেরুতে হলে একে একে পেরোয়, কেউ যেন একসঙ্গে দেখতে না পায় তিনজনকে। পথে প্রয়োজন ছাড়া কথাই বলল না কেউ, কাউন্ট বারেমির এলাকা থেকে বেরিয়ে যাবার দিকে একমাত্র মনোযোগ।

BanglaBook.org

অনবরত হাঁটায় ক্লান্তি এল ঠিকই, কিন্তু একদিক থেকে লাভও হলো। রানা লক্ষ করল, সোনিয়া কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে। সারা পৃথিবীতে মারিয়া মায়োলা ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন,

www.BanglaBook.org

তাঁর মৃত্যুটা বিশাল এক আঘাত। অপরিচিত মানুষের সান্ত্বনা কোনও কাজে আসত না, কিন্তু পথযাত্রার কারণে মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওর। ক্ষণে ক্ষণে দাদীর কথা ভেবে ফুঁপিয়ে উঠছে বটে, কিন্তু কোনও ধরনের পাগলামি করছে না। কথা শুনছে ওর আর কুয়াশার।

দিনের আলোয় মেয়েটাকে ভাল করে দেখল রানা। হাঁটাচলার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে—সভ্য-ভদ্র সমাজের মেয়ে ও, অশিক্ষিত পাহাড়িদের কেউ নয়। শটগান চালাতে জানে হয়তো, কিন্তু সত্যিকার ভায়োলেন্সের সঙ্গে পরিচয় নেই বেচারির। কে জানে, হয়তো ঝোঁকের মাথায় যোগ দিয়েছে কমিউনিস্টদের সঙ্গে; কিন্তু আদপে মোটেই বিপ্লবী নয়। সত্যি সত্যি কখনও আন্দোলনে নামলে টের পাবে এই বাস্তবতা।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল সোনিয়া, মনে হলো ভাবনাচিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। রাগী গলায় বলল, 'না, পালাব না আমি। যা খুশি করো তোমরা, সেনিয়র, কিন্তু আমি ফিরে যাচ্ছি পোর্তো ভেচিয়োয়। ওখানে গিয়ে খুনিগুলোকে ফাঁসিতে ঝোলাব।'

'ভুল করতে যাচ্ছ,' শান্ত গলায় বলল কুয়াশা। 'অনেক কিছুই জানো না তুমি।'

'আমার দাদী খুন হয়েছে... এর বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই আমার!'

'ব্যাপারটা এত সহজ নয়,' রানা বলল। 'কথা শোনো, পাহাড়ের লোকেরা এখন পাগলা কুকুর হয়ে আছে। যাকে পাবে তাকেই খুন করে ফেলবে। কিন্তু এই উন্মাদনা খুব বেশিদিন টিকবে না। কয়েকদিন কেটে যাবার পর শান্ত হয়ে পড়বে ওরা, ফিরে যাবে নিজেদের রোজকার স্বাভাবিক জীবনে... ভয় আর

BanglaBook.org

আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে। তার আগে কিছুতেই ওখানে ফেরা চলে না তোমার। বিচার-আচার যদি কিছু করতে চাও, তখন কোরো। তোমার দাদী এসব জানতেন, তাই জীবন দিয়েছেন নিজের, আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তোমাকে, যাতে ততদিন তোমাকে নিরাপদে রাখি আমরা।'

'কিন্তু কেন? কে তোমরা? এক রাতের পরিচয়... তাতেই তোমাদের উপর এত বিশ্বাস সৃষ্টি হবে কেন দাদীর?'

'কারণ আমাদের পরিচয় জেনেছেন তিনি... বুঝতে পেরেছেন কেন এত ঝুঁকি নিয়ে তোমাদের এলাকায় এসেছি আমরা।'

'আমিও জানতে চাই। কী এক তালিকা আর রাখাল বালকের কথা বলছিলেন দাদী... সেগুলো কী?'

'এ-ব্যাপারে যত কম জানবে, ততই তোমার জন্য মঙ্গল, সোনিয়া। এর সঙ্গে কিছুতেই তোমাকে জড়াতে পারব না আমরা।'

রেগে গেল সোনিয়া। ফুঁসে উঠল ক্রুদ্ধ সিংহীর মত। 'জড়িয়ে তো গেছিই, সেনিয়র। আমার দাদী খুন হয়েছে! কেন... সেটা জানার অধিকার আছে আমার।'

ওর সঙ্গে কথায় না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে নীরবে সাহায্য চাইল। লক্ষ করেছে, ওদের মধ্যে কুয়াশাকে কিছুটা সমীহ করে মেয়েটা।

রানার ইশারা বুঝতে পেরে এক পা এগিয়ে এল কুয়াশা। বলল, 'ঠিক আছে, সোনিয়া। সব খুলে বলব তোমাকে... কিন্তু এখন নয়। কথা বলার মত পরিস্থিতি নেই এ-মুহূর্তে। যত দ্রুত সম্ভব এই এলাকা থেকে দূরে সরে যেতে হবে আমাদেরকে।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল সোনিয়া।

'উপকূলের দিকে,' রানা জানাল। 'মুরাতো-য় থামব আমরা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওখানে আমার পরিচিত এক লোক থাকে। ওর সঙ্গে কথা বলার পর যদি বাস্তিয়া পৌঁছুতে পারি, দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না।'

'ঠিক আছে, বাস্তিয়া পর্যন্ত যাব আমি,' বলল সোনিয়া। 'কিন্তু এরপর যদি সব কথা খুলে না বলো, এক পা-ও আর নড়াতে পারবে না আমাকে।'

গটমট করে হাঁটতে শুরু করল ও। পিছন থেকে কয়েক মুহূর্ত ওকে নীরবে দেখল কুয়াশা, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ভাল একটা ঝামেলা জুটল, তাই না?'

'কিছু করার ছিল না,' শ্রাগ করল রানা।

মেয়েটার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। কুয়াশা বলল, 'ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক করে নেয়া দরকার, রানা। অনেক কাজ হাতে, একসঙ্গে করতে গেলে সময় লাগবে প্রচুর। তারচেয়ে দু'জনে দু'দিকে গেলে ভাল হয়। কাজও এগোবে, একসঙ্গে দু'জনকে বাগেও পাবে না ফেনিস। যোগাযোগ রাখার জন্য শিডিউল আর পয়েন্ট অভ কন্ট্যাক্ট ঠিক করে নিতে পারি আমরা এখুনি।'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই,' রানা বলল। 'এখান থেকে বাস্তিয়ার দূরত্ব প্রায় নব্বুই মাইল। কথা বলার অনেক সময় পাওয়া যাবে।'

'ওর সামনে কথা বলতে চাইছ না বুঝি?' ইশারায় সোনিয়াকে দেখাল কুয়াশা। 'যত যা-ই বলো, ও একটা বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়। নিজেরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি, এ অবস্থায় একটা মেয়ের দায়িত্ব নেব কী করে?'

'না নিয়ে উপায়ও নেই,' রানা বলল। 'অন্তত কর্সিকা থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে ওকে। এখানে থাকলে পাহাড়ি লোকজন ঠিকই খোঁজ বের করে ফেলবে ওর।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'নাহয় নিলাম-ই দ্বীপের বাইরে। তারপর?'

'সেটা তখন দেখা যাবে।'

'দেখা যাবে মানে? কিছু ভাবছ না তুমি এ-ব্যাপারে? সত্যি করে বলো তো, মাথায় কী ঘুরপাক খাচ্ছে তোমার?'

'ছোট্ট একটা খটকা,' ঘাড় ফিরিয়ে কুয়াশার দিকে তাকাল রানা। 'প্রশ্নটা কিন্তু মন্দ করেনি সোনিয়া। মারিয়া মাযোলা কেন ওকে পাঠালেন আমাদের সঙ্গে? আমাদেরকে তো চিনতেন-ই না তিনি। যে-পরিচয় দিয়েছি, সেটা মিথ্যে হতে পারত। আমরা মন্দলোক হতে পারতাম...'

'ওই মুহূর্তে আর কেউ ছিল না তাঁর হাতের কাছে,' যুক্তি দেখাল কুয়াশা।

'ওটা কোনও কারণ হতে পারে না। এই পাহাড়-পর্বত আমাদের চেয়ে ভাল চেনে সোনিয়া। একাই পালাতে পারত ও।'

'ভাবছ কোনও রহস্য আছে এতে?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল রানা। 'কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার, সব প্রশ্নের জবাব না পাবার আগে কিছুতেই ওকে হাতছাড়া করা উচিত হবে না আমাদের।'

বাস্তিয়া থেকে প্রায় বিশ মাইল দক্ষিণে ভেসকোভাতো শহর, ওখানে এককালে বাস করেছে সোনিয়া, আশপাশের সমস্ত পথঘাট চেনে, লোকজনের দৃষ্টি এড়িয়ে রানা আর কুয়াশাকে সহজেই নিয়ে যেতে পারল শহরের কাছাকাছি। কোন্ পথে কীভাবে যাবে, তা মেয়েটাকে ঠিক করতে দিল ওরা—কিছুটা স্বাধীনতা পাক ও, নিজেকে তা হলে অচেনা দু'জন মানুষের হাতে বন্দি বলে মনে হবে না। সিদ্ধান্তটার সুফলও পাওয়া গেল—এমন সব গিরিবর্ত আর ভাঙাচোরা ট্রেইল ধরে এগোল মেয়েটা... ওসব পথে কখনও কেউ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসা-যাওয়া করে বলে মনে হলো না। কেউ ওদেরকে দেখে ফেলার ভয় নেই।

'কনভেন্টের নান-রা পিকনিকের জন্য আমাদেরকে নিয়ে এসেছিল এখানে,' শুকিয়ে যাওয়া একটা ঝর্ণা দেখিয়ে বলল সোনিয়া। 'আগুন জ্বেলে রান্না করেছিলাম আমরা, জঙ্গলে ঢুকে চুরি করে সিগারেট টেনেছিলাম... আহ্, কী এক দিন ছিল সেটা!'

স্মৃতিচারণের ঝোঁক চেপেছে মেয়েটার মাথায়। আরেকটু এগোবার পর বলল, 'এদিককার পাহাড়ের মাঝ দিয়ে সকালবেলা চমৎকার বাতাস বয়ে যায়। যখন ছোট ছিলাম, প্রতি রোববার বাবা আমাদেরকে নিয়ে সকালবেলা ঘুড়ি ওড়াতেন।'

'আমরা?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। 'তোমার আরও ভাই-বোন আছে?'

'এক ভাই আর এক বোন। দু'জনেই আমার বড়... এখনও ভেসকোভাতোয় থাকে। বিয়ে-শাদী করে পরিবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওরা, আজকাল বলতে গেলে দেখা-সাক্ষাৎই হয় না। ওদের ব্যাপারে বলার মত তেমন কিছু নেই।'

'এখনও এখানে পড়ে আছে কেন? লেখাপড়া করেছে কতদূর?'

'বেশি না, ওসবের প্রতি ঝোঁক ছিল না ওদের। সাদাসিধে টাইপের মানুষ—চাষবাদ আর সংসারধর্মই ওদের জন্য সব। ঝুটঝামেলা পছন্দ করে না। তবে আমরা সাহায্য চাইলে ফিরিয়ে দেবে না।'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'সাহায্য চাওয়া তো দূরের কথা, দেখাই করার দরকার নেই।'

'ওরা আমার আপনজন, সেনিয়র। কেন এড়িয়ে যাব ওদেরকে?'

'এর দরকার আছে, সোনিয়া।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওটা কোনও জবাব হলো না। দেখো সেনিয়র, আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তোমরা। জোর করে পোর্তো ভেচিয়ো থেকে সরিয়ে এনেছ, দাদীর খুনের বিচার পেতে দাওনি। এখন আবার বাধা দিতে চাইছ ভাই-বোনের সঙ্গে দেখা করবার ব্যাপারেও? তোমাদের এ-সব হুকুম মানতে রাজি নই আমি।'

অসহায় চোখে কুয়াশার দিকে তাকাল রানা। আবার মেয়েটা খেপে গেছে ওর উপর। কুয়াশা যদি বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত করতে পারে!

'কেউ তোমাকে হুকুম দিচ্ছে না, সোনিয়া,' নরম গলায় বলল কুয়াশা। 'যা বলছি, তা তোমার নিরাপত্তার জন্যই বলছি। বিশ্বাস করো!'

'আমার তা মনে হয় না। অন্ধ... অসহায়... নিরপরাধ একজন মহিলার খুনের ঘটনা ধামাচাপা দিতে চাইছ তোমরা। কেন?'

'বললাম তো, তোমাকে বাঁচাবার জন্য। যদি মুখ খোলো, ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে আসবে তোমার মাথার উপর... যাদের সঙ্গে কথা বলবে, তারাও পড়বে একই বিপদে। তা হতে দেয়া যায় না।'

'আমার দাদীকে খুন করা হয়েছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সোনিয়া।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল কুয়াশা। 'কিন্তু পুরো ব্যাপারটা শুধু এই একজনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নয়। খুব খারাপ কিছু মানুষকে ঠেকাবার জন্য লড়াইয়ে নেমেছি আমরা, তোমার দাদী সাহায্য করেছেন আমাদেরকে। জীবন দিয়েছেন, বিনিময়ে চেয়েছেন তোমার নিরাপত্তা। কী করে সেটা অগ্রাহ্য করব আমরা, বলো?'

'কচি খুকির সঙ্গে কথা বলছ না তোমরা,' রাগতস্বরে বলল সোনিয়া। 'খুব খারাপ মানুষ বলতে কী বোঝাতে চাইছ? খুলে বলো আমাকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখে চোখে কথা হলো রানা-কুয়াশার। দুজনেই বুঝতে পারছে, মেয়েটাকে অন্ধকারে রাখার উপায় নেই আর। পুরোটা না হোক, সামান্য হলেও আভাস দিতে হবে ওকে, নইলে ঝামেলা পাকাবে। তাই মুখ খুলল রানা।

'ওরা একদল খুনি, সোনিয়া,' বলল ও। 'দলটা কতবড়, তা জানি না; তবে এটুকু জানি, প্রচুর ক্ষমতা ওদের। আর দশটা সাধারণ খুনিও নয় এরা—মানুষ হত্যা করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে... বাছাই করে। এর ফলে সংঘাত সৃষ্টি হয় দুনিয়ার আনাচে-কানাচে—ব্যক্তিগত সংঘাত, রাজনৈতিক সংঘাত এবং আন্তর্জাতিক সংঘাত! ওরা রয়ে যায় আড়ালে।' এটুকু বলে সোনিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখল রানা—মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে মেয়েটা। 'তুমি শিক্ষিত, আধুনিক মেয়ে, সোনিয়া। আমার আর আমার বন্ধুর মধ্যকার সম্পর্কটার গুরুত্ব বুঝতে পারবে। মি. কুয়াশাকে আণ্ডারগ্রাউণ্ডের অত্যন্ত প্রতিভাবান এক ক্রিমিনাল বলতে পারো, সেই সঙ্গে প্রথম সারির একজন বিজ্ঞানী; আর আমি, মাসুদ রানা, আইনের লোক। তারপরেও পরস্পরবিরোধী আমরা একত্র হয়েছি ওই খুনিদেরকে ঠেকানোর জন্য। কারণ, গোটা পৃথিবীর জন্য ওরা এত ভয়ঙ্কর হুমকি যে, তার সামনে আমাদের দু'জনের বিভেদটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। জটিল এক ষড়যন্ত্র এঁটেছে ওরা, সেটা বানচাল করতে না পারলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর অরাজকতার কবলে পড়ে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানার মুখভঙ্গি লক্ষ করল সোনিয়া। সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'সত্যি কথা বলার জন্য ধন্যবাদ, সেনিয়র রানা। কিন্তু এসবের সঙ্গে আমার দাদীর কী সম্পর্ক?'

'ষড়যন্ত্রটার যখন সূচনা ঘটে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি,' বলল রানা। 'প্রায় পঁচাত্তর-বছর আগে... ভিলা বারেমিতে।'

www.BanglaBook.org

'পঁচাত্তর বছর আগে!' অবাক হয়ে গেল সোনিয়া। 'তোমরা বলতে চাইছ, এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে দাদীর পাদ্রোনি... মানে কাউন্ট গিলবার্তো জড়িত?'

'শুধু জড়িত না, পুরোটাই তাঁর উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাবান লোক ছিলেন তিনি, ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ডে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। দেশদুটোর ব্যবসায়ীদের নানাভাবে হেনস্থা করেছেন, তাই সরকারের সঙ্গে জোট বেঁধে ব্যবসায়ীরা তাঁর পতন ঘটায়... খুন করে তাঁর দুই ছেলেকে। এর ফলে পাগল হয়ে যান তিনি, আত্মহত্যা করেন। কিন্তু মরার আগে প্রতিশোধ নেবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী এক পরিকল্পনা তৈরি করে রেখে যান একদল শিষ্যের কাছে। *কাউন্সিল অভ ফেনিস* নাম নিয়ে এরপর থেকে খুনোখুনির ব্যবসায় নামে ওরা। মাঝে বহু বছরের জন্য আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গিয়েছিল, কিন্তু এখন আবার ফিরে এসেছে—আগের চেয়ে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে। যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে কাউন্ট বারেমির ইচ্ছে পূর্ণ হতে দেরি নেই আর। চরম সর্বনাশ ঘটে যাবার আগেই ঠেকাতে হবে ওদেরকে।' এটুকু বলে থেমে গেল রানা, প্রয়োজনের তুলনায় বেশিই বলে ফেলেছে। 'যতকিছু তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব, তা আমি খুলে বললাম, সোনিয়া। ভুল বুঝো না, তোমার দাদীর ব্যাপারে সত্যিই দুঃখিত আমরা। ওঁর খুনিদের শাস্তি চাও তুমি... আমরাও চাই। আশা করি একদিন তা হবেও। কিন্তু এ-মুহূর্তে পাহাড়ি কিছু মূর্খ লোককে শায়েস্তা করার চেয়ে অনেক জরুরি কাজ আছে আমাদের হাতে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল সোনিয়া। একটু পর মাথা তুলে সরাসরি তাকাল রানার দিকে। 'ওদের কোনও গুরুত্ব নেই তোমাদের কাছে... তারমানে আমারও গুরুত্ব নেই, তাই না?'

www.BanglaBook.org

'আমি তা বলিনি।'

'ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা কোরো না, সেনিয়র। বুঝতে পারছি, কী করছ তোমরা... কার কাছ থেকে কী তথ্য পাচ্ছ, তা জানতে দিতে চাও না কাউকে। এজন্যেই দাদীর ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতে দিচ্ছ না আমাকে। তাতে তোমাদের খবর ফাঁস হয়ে যাবে। যদি কথা না শুনি, হয়তো চিরতরে চুপ করাবে আমাকে!'

'এসব তোমার ভুল ধারণা। তবে হ্যাঁ, এ-মুহূর্তে তোমাকে ছাড়তে পারব না আমরা।'

'তারমানে আমি তোমাদের বন্দি?'

'মোটেই না,' বলে উঠল কুয়াশা। 'বরং আমাদের মত তুমিও একই পথের পথিক। ফেনিসের খবর জেনে ফেলায় আমার আর রানার নামে মৃত্যু-পরোয়ানা জারি হয়েছে... অনেকটা তোমারই মত। আমাদের সঙ্গে থাকলেই তোমার জন্য ভাল হবে।'

'সাহস জোগাচ্ছ, নাকি হুমকি দিচ্ছ তুমি, সেনিয়র?' ফুঁসে উঠল সোনিয়া।

মেজাজ খিঁচড়ে গেল রানার। এতক্ষণ বোঝানোর পরেও যদি এমন আচরণ করে কেউ, মাথা ঠাণ্ডা রাখা মুশকিল। রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'যা খুশি ভাবতে পারো। কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকছ তুমি।'

'কতদিন... বা কতটা সময়, সেনিয়র? আমাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী করবে তোমরা?'

'এখুনি ওসব বলতে পারছি না। সময় এলে দেখা যাবে,' বলল কুয়াশা। 'আপাতত বাস্তিয়া পর্যন্ত চলো... আর আস্থা রাখো আমাদের উপর। নিশ্চিত থাকতে পারো, আমাদের হাতে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।'

হতাশায় মাটিতে পা ঠুকল সোনিয়া। কুয়াশার কথা বিশ্বাস করেনি ও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঠারো

মুরাতো-য় রানার পরিচিত লোকটা ইটালিয়ান, নাম সালভাতর মাযিনি—বাস্তিয়ার বেশ কিছু ফিশিং বোটের মালিক। তবে তলে তলে সে আসলে আমেরিকার বেতনভুক ইনফর্মার। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় আশপাশের দেশগুলোর নৌ-কার্যক্রমের উপর নজর রাখে, সেসবের রিপোর্ট পাঠায় ওয়াশিংটনে। বেশ ক'বছর আগেই ওর এই গোমর জানতে পেরেছে রানা, কিন্তু সেটা ফাঁস করেনি। বরং ওকে নিজস্ব কাজে ব্যবহার করছে প্রয়োজনমাফিক। মাযিনিও নিজের কাভার অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে সাহায্য করে আসছে ওকে... বলা বাহুল্য, খুশিমনে নয়। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

সরাসরি দেখা করল না রানা, মুরাতো-র একটা দোকান থেকে প্রথমে ফোন করল লোকটাকে। জানাল কী চায়। ওর কণ্ঠ চিনতে পেরেই চেহারায় চরম বিতৃষ্ণা ফুটল মাযিনির। আজকের পরিস্থিতি অতীতের যে-কোনও সময়ের চেয়ে গুরুতর। ইতোমধ্যে আমেরিকায় রানার নামে জারি হওয়া হুলিয়ার খবর পেয়ে গেছে সে, পুরস্কারের অঙ্কটাও জানতে পেরেছে। এ-সময় ওর সঙ্গে নিজেকে জড়ানো মানেই বিপদ।

কিছুটা সময়ের জন্য লোভ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল মাযিনির ভিতর। ইচ্ছে হলো ওর সিআইএ কন্ট্যাক্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে রানাকে ধরিয়ে দিতে। কিন্তু বাস্তববাদী লোক সে, ক্ষণিকের

www.BanglaBook.org

প্রলোভনকে এড়াতে জানে। তা ছাড়া এক অর্থে ওর পেটে ছুরি ঠেকাল রানা... মধু মাখানো ছুরি! হুমকি দিল, যদি রানার অনুরোধ না রাখে, তা হলে ওর সত্যিকার পরিচয় ফাঁস করে দেয়া হবে। তার অর্থ একটাই—নিশ্চিত মৃত্যু। ওর মত দু'মুখো সাপকে বাঁচতে দেবে না কেউ। এর সঙ্গে মধুটা হলো—কথা শুনলে দশ হাজার ডলার পাবে সে। সাত-পাঁচ ভেবে দেখল মাযিনি—রানাকে ধরিয়ে দেয়ার পুরস্কারের তুলনায় কম হলেও, হাজারদশেক ডলার একেবারে ফেলনা নয়। অন্তত ওটা খরচ করার জন্য জ্যান্ত থাকবে সে। রাজি হয়ে গেল প্রস্তাবে।

সূর্যাস্তের খানিক আগে নিজের ওয়্যারহাউসের সামনে পৌঁছুল মাযিনি, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। প্রথমে ছোপ ছোপ অন্ধকার ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না, হাঁটতে হাঁটতে পিছনের দেয়ালের কাছে গিয়ে থামল সে, হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রানার জন্য। দেখতে না পেলেও বুঝতে পারছে, বাঙালি এজেন্ট আশপাশেই কোথাও আছে। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে মুখে ঝোলাল মাযিনি, দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালতে গিয়ে লক্ষ করল, হাত কাঁপছে। রানার মুখোমুখি হলেই নার্ভাসনেস গ্রাস করে তাকে।

'তুমি ঘামছ, মাযিনি!' বাঁ-দিকের অন্ধকার থেকে গমগম করে উঠল পরিচিত কণ্ঠ। 'দেশলাইয়ের আলোয় তোমার মুখ চকচক করছে। আশা করি কোনও দুঃসংবাদ নিয়ে আসোনি?'

চমকে উঠল মাযিনি, মুখ থেকে খসে পড়ে গেল সিগারেট। তবে এক মুহূর্ত পরেই সামলে নিল নিজেকে। কণ্ঠে মধু মিলিয়ে বলল, 'রানা! মাই ফ্রেণ্ড! তোমার গলা শুনতে পেয়ে কী যে ভাল লাগছে...'

ছায়া থেকে আবছা আলোর মাঝে বেরিয়ে এল রানা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'আমি তোমার বন্ধু নই... ছিলামও না কখনও। কাজের কথা বলো।'

'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তোমাকে শুধু বাস্তিয়ার সাত নম্বর পিয়ারে গিয়ে আমার নাম বলতে হবে। তা হলেই একটা ট্রলার তোমাকে ভোরের আলো ফোটার আগে লিভোর্নোয় পৌঁছে দেবে।'

ট্রলারের নরমাল রুট ওটা?'

'উঁহুঁ। সাধারণত পিয়োম্বিনোয় যায় ওটা। তবে তোমার জন্য বাড়তি ফুয়েলের কোনও চার্জ ধরব না আমি। লোকসান যা হবার আমার হোক।'

'এত দিলদরিয়া হলে কবে থেকে?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

হেঃ হেঃ করে হাসল মাযিনি। 'তোমার মত বন্ধুর জন্য একটু যদি উদার হতে না পারি...'

'ধন্যবাদ,' বাধা দিয়ে বলল রানা। পকেট থেকে ডলারের একটা বাণ্ডিল বের করল। 'তবে প্ল্যানে একটু রদবদল হবে। একা নই, আমার সঙ্গে আরও লোক যাচ্ছে। একটার জায়গায় দুটো ট্রলার চাই আমার, আর চাই দুটো স্পিডবোট। একটায় আমি উঠব, অন্যটায় আমার বন্ধু। ট্রলারদুটো অপেক্ষা করবে উপকূল থেকে দু'মাইল দূরে, সাগরের মাঝখানে। পিয়ার থেকে স্পিডবোটে চড়ে ওগুলোয় যাব আমরা, এরপর একটা ট্রলার যাবে উত্তরে, অন্যটা দক্ষিণে। ঠিক কোথায় যাবে, তা আমরা ট্রলারে ওঠার পর জানাব।'

'অনেক বেশি ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে,' কাঁদোকাঁদো শোনাল মাযিনির গলা। 'এতসব সতর্কতার দরকার নেই। আমি কথা দিচ্ছি...'

'তোমার মুখের কথায় আমার চারআনাও বিশ্বাস নেই, মাযিনি!'

মুখ কালো হয়ে গেল মাযিনির। 'বেশ, তোমার কথাই সই।

www.BanglaBook.org

কিন্তু যা চাইছ, তার জন্য খরচাপাতি অনেক বেড়ে যাবে আমার।'

'বাড়তি টাকা চাইছ, এই তো?'

'ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ দেখে ভাল লাগছে।'

'তা তো বুঝিই!' বাণ্ডিল থেকে কয়েকটা নোট আলাদা করল রানা। 'তোমার কীর্তিকলাপের ব্যাপারে মুখে তালা এঁটে রাখছি আমি—প্রতিদান হিসেবে ওটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত। তারপরেও... আপাতত এই পাঁচ হাজার ডলার রাখো।'

'রানা... বন্ধু আমার... তুমি বলেছিলে দশ হাজার!' প্রতিবাদ করে উঠল মাযিনি। 'পাঁচ হাজারে তো আমার দুই ট্রলার আর দুই স্পিডবোটের ফুয়েলের খরচও মিটবে না। ক্রু-দেরকে টাকা দেব কোত্থেকে? আমার ভাগের কথা নাহয় বাদ-ই দিলাম।'

'পুরোটা অ্যাডভান্স দেব, এমন কথা তো বলিনি। অর্ধেকটা পাওনা থাকুক... মানে, বাড়তি খরচ ছাড়া আর কী। ওটা কত দিতে হবে?'

'খরচের ব্যাপারে তোমার তো আইডিয়া থাকার কথা। সবকিছুর দাম যেভাবে বাড়ছে...'

'পনেরো পার্সেন্ট হলে চলবে?'

'অন্য কেউ হলে রাজি হতাম না, তবে তোমার কথা আলাদা।'

'শুনে খুশি হলাম। তা হলে বাড়তি দেড় হাজার, আর অরিজিন্যাল পাঁচ... মোট সাড়ে ছ'হাজার ডলার পাওনা রইল তোমার।'

'মরে যাব, বন্ধু!' আকুতি ঝরাল মাযিনি। 'এখন যদি টাকা না দাও, পরে কোত্থেকে পাব? এখান থেকে বেরিয়ে তুমি তো দুনিয়ার আরেক প্রান্তে চলে যাবে... খোঁজও পাওয়া যাবে না তোমার।'

'এত অস্থির হবার কিছু নেই,' আশ্বস্ত করল রানা। 'তোমার টাকা মেরে দেবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। সাড়ে ছ'হাজার

www.BanglaBook.org

ডলার আমি তোমার ট্রলারে রেখে যাব... কোন্‌টায়, তা এখুনি বলছি না। দুটোতেই তল্লাশি চালাতে হবে তোমাকে। ফরওয়ার্ড বাল্ক হেডের তলায়, সেন্টার-স্ট্রাটের ডানে, ডেকের তক্তার নীচে থাকবে টাকাটা। সহজেই খুঁজে পাবে।'

'গুড গড! আমি কেন... বোটের ক্রু-রাও তো খুঁজে পাবে!'

'ওরা খুঁজতে যাবে কেন? আমি তো কাউকে বলে-কয়ে লুকাতে যাচ্ছি না টাকা।'

'তাও ব্যাপারটা বড্ড রিস্কি হয়ে যায়। আমার ক্রু-দেরকে তুমি তো চেনো না। টাকার গন্ধ পেলে আপন মায়ের পেটেও ছুরি ঢোকাতে পারে ওরা। প্লিজ রানা... একটু ভাবো আমার দিকটা!'

'খামোকাই চিন্তা করছ তুমি, মাযিনি। ট্রলারদুটো হারবারে ফিরলেই টাকাটা বের করে নিয়ো। যদি না পাও, খোঁজ নিয়ে দেখো, ক্রু-দের মধ্যে কার একটা হাত উড়ে গেছে।'

'ডলারগুলোর সঙ্গে বুবি-ট্র্যাপ থাকবে?' হতভম্ব গলায় জানতে চাইল মাযিনি।

'ছোট একটা প্লাস্টিক চার্জ,' জানাল রানা। 'একটা সেট-স্ক্রু লাগানো থাকবে পাশে—তুমি দেখেছ আগে। ওটা খুলে নিয়ো, তা হলেই আর ভয় নেই।'

তিক্ততা জমল মাযিনির চেহারায়—রানার কৌশল ধরতে পেরেছে। ট্রলারে থাকবে টাকা, কাজেই জলযানদুটোর উপর কোনও ধরনের ঝুঁকি নিতে পারবে না সে। সাহস করবে না কাউকে খবর দিতে, তাতে লড়াই বাধার এবং ট্রলারের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। ওগুলো যখন হারবারে ফিরবে, ততক্ষণে স্পিডবোট নিয়ে রানা পগার পার হয়ে যাবে। বুদ্ধি বটে বাঙালিটার! হতাশ হয়ে মেনে নিল পরাজয়।

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আজকের রাতের সিগনাল কী

www.BanglaBook.org

হবে?'

'সিম্পল—পর পর দু'বার আলো জ্বালতে বোলো তোমার লোকজনকে। সাড়া না পেলে কয়েক মিনিট পর, আবার। যতক্ষণ ট্রলার না থামছে, আলো জ্বেলে যেতে হবে ওদেরকে, যেন স্পিডবোট নিয়ে মাঝ-সাগরে বিপদে পড়েছে।'

'আচ্ছা, বলে দেব,' রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল মাযিনি। 'আর কিছু?'

'উঁহুঁ। তুমি যেতে পারো।'

হাঁটতে শুরু করল মাযিনি, ওয়্যারহাউসের দরজার কাছে পৌঁছে ঘাড় ফেরাল ক্ষণিকের জন্য। রানা আবার মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে।

পুরো দু'দিন হলো রানা-কুয়াশার সঙ্গে আছে সোনিয়া, কিন্তু এখনও মেয়েটাকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছে না ওরা। একটা সিদ্ধান্তে আসা দরকার ওর ব্যাপারে, অথচ পারছে না। কী যেন একটা লুকাচ্ছে সোনিয়া. সেটা জানার আগে ওকে হাতছাড়াও করা চলে না। কর্সিকা থেকে বেরুবার পর নিঃসন্দেহে মুক্তি চাইবে ও, ঠেকাবে কী করে? ভাবনা-চিন্তা করে প্রস্তাব দিল রানা, একটা কাজ দেয়া হোক ওকে; সেই কাজের ছুতোয় বাধ্য করবে সোনিয়াকে ওদের সঙ্গে থাকতে। কী কাজ—জানতে চাইল কুয়াশা। জবাবে রানা মেয়েটাকে ওদের দু'জনের মধ্যকার কণ্ট্যাক্ট হিসেবে ব্যবহার করতে চাইল। আলাদা হয়ে যাবার পর সরাসরি যোগাযোগ রাখা ওদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, মিডল-পারসন ব্যবহার করতে পারলে ভাল হয়। তা ছাড়া ওদের একজনের কাভার হবার জন্যও বলা যায় ওকে—শত্রুরা দু'জন পুরুষকে খুঁজছে, কোনও জুটিকে নয়। এতে ব্যস্ত রাখা যাবে সোনিয়াকে, ওদের সঙ্গে থাকার একটা যুক্তিও

www.BanglaBook.org

দেখানো যাবে। প্রস্তাবটা ভাল, স্বীকার করল কুয়াশা; কথা হলো, ওকে সঙ্গে রাখা কতখানি নিরাপদ। সন্দেহ নেই, বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে ওদেরকে পদে পদে, তার মাঝে যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে মেয়েটা, মহা-বিপদ দেখা দেবে ওর সঙ্গীর জন্য।

এখন পর্যন্ত অবশ্য উদ্বিগ্ন হবার মত কোনও আচরণ করেনি সোনিয়া। রানা-কুয়াশার কথা শুনছে বাধ্য মেয়ের মত। বাস্তিয়াতে নিয়ে এসেছে কোনও ধরনের ঝুট-ঝামেলা ছাড়া। মুরাতো ছাড়ার পরে হাঁটতেও হয়নি ওদেরকে, রাস্তার ধারে হাত তুলে একটা লক্কড়-মার্কা বাস থামিয়েছে ও—দুই সঙ্গীকে নিয়ে উঠে বসেছে তাতে। সামনের দিকের একটা সিটে সোনিয়াকে নিয়ে বসেছে কুয়াশা, রানা বসেছে পিছনে—একা।

বাস্তিয়ায় পৌঁছুনোর পর রাস্তার ভিড়ের মাঝে মিশে গেল ওরা, এগোল ওঅটরফ্রন্টের একটা মদ্যশালার দিকে। জঘন্য এক জায়গা, রানা গেছে আগে, ভদ্রলোকেরা কখনও পা ফেলে না ওখানে। রাত পর্যন্ত গা-ঢাকা দিয়ে থাকার জন্য চমৎকার। ওদের খোঁজে কেউ মদ্যশালায় ঢুকলেই স্পট করা যাবে।

ভিতরে ঢুকে সোনিয়াকে আলাদা একটা টেবিলে বসাল ওরা, রানা-কুয়াশা বসল একসঙ্গে—একান্তে কথা বলার জন্য। আড়চোখে নজর রাখল সঙ্গিনীর উপর। দেখা যাক, মাতাল প্রণয়প্রার্থীদেরকে কীভাবে সামলায় ও। এ এক ধরনের পরীক্ষা। ফিল্ডে ওর উপর কতখানি আস্থা রাখা যায়, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

উইস্কির অর্ডার দিয়ে রানার দিকে ফিরল কুয়াশা। 'কী বুঝছ?'

'শিয়োর না,' রানা বলল। 'নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে মেয়েটা, খোলস থেকে কিছুতেই বের করতে পারছি না ওকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খামোকাই হয়তো সন্দেহ করছ,' কুয়াশা বলল। 'মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে আছে ও, এ-অবস্থায় স্বাভাবিক আচরণ আশা করা যায় না কারও কাছ থেকে।'

'মানসিক এই যন্ত্রণা নিয়েই আমার খটকা। দাদী মারা যাবার আগে থেকেই মনে হয় শুরু হয়েছে ওটা। সভ্যজগৎ ছেড়ে পোর্তো ভেচিয়োর পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল কেন? শুধুই কি দাদীর সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য? আমার বিশ্বাস হয় না।'

'অনেকভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় সেটার। পুরো ইটালি জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, চাকরি-বাকরি নেই কোথাও। কাজ না থাকলে পেটে খাবার জুটবে কোত্থেকে? তাই হয়তো দাদীর কাছে গিয়েছিল। অথবা কাউকে ভালবেসে ধোঁকাও খেতে পারে। ঘটতে পারে অনেক কিছুই।'

'অস্বীকার করছি না। কিন্তু এ-রকম আচরণ করলে কারও উপর বিশ্বাস রাখা একটু মুশকিল হয়ে যায় না?'

'দাদীর খুনিদেরকে শাস্তি দিতে চায় ও। আমার তো মনে হয়, দলে ভেড়ানোর জন্য এটুকুই যথেষ্ট।'

'উঁহুঁ। ওকে কনভিন্স করতে হবে, পাহাড়ি অধিবাসীদের সঙ্গে ফেনিসের কানেকশন আছে।'

'তা তো করেইছি আমরা!'

'ওই সময় ওর মাথার ঠিক ছিল না। কী বলেছি, না বলেছি... এখন যদি পরোয়া না করে? ঠাণ্ডা মাথায় সব বোঝাতে হবে ওকে।'

'বোঝাও। মানা করছে কে?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আমি?'

'আর কে?' হাসল কুয়াশা। 'যদ্দূর জানি, মেয়ে পটানোর ব্যাপারে তুমি একটা প্রতিভা।'

'ঠাট্টা করছেন?'

www.BanglaBook.org

জবাব না দিয়ে মাথা ঘোরাল কুয়াশা। টলতে টলতে মাঝবয়েসী এক লোক এগিয়ে এসেছে সোনিয়ার দিকে। ক্ষণিকের জন্য জ্বলে উঠল মেয়েটা, ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিল ব্যাটাকে।

'ইম্প্রেসিভ!' মন্তব্য করল কুয়াশা। 'আগুনের টুকরো বললে ভুল হয় না। ওকে তোমারই সামলাতে হবে, রানা। এমন মেয়েকে নিয়ে ঘুরতে পারব না আমি।'

'বেশ, ও আমার সঙ্গে যাবে... মানে, যদি রাজি করাতে পারি আর কী।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তার আগে আমাদের কাজ ভাগ করে নেয়া দরকার।' পকেট থেকে মারিয়া মাযোলার দেয়া কাগজটা বের করে আনল ও। ভাঁজ করে মেলে ধরল টেবিলের উপর।

'কাউন্ট পালমিরো বিয়াঞ্চি, রোম,' পড়ল কুয়াশা। 'স্যর নাথান উইটিংহ্যাম, লণ্ডন, ইংল্যাণ্ড; প্রিন্স আলেক্সেই ভারাকিন, সেইন্ট পিটার্সবার্গ, রাশা; সেনিয়র হুয়ান গার্সিয়া, মাদ্রিদ, স্পেন; ডেভিড ম্যাহোনি, ম্যাসাচুসেটস্, আমেরিকা। এর মধ্যে স্প্যানিশ ভদ্রলোককে খুন করেছিল কাউন্ট বারেমি, কাউন্সিলে যোগ দেয়নি সে। বাকি চারজন হয়েছিল ফেনিসের কর্ণধার। এখন ওদের কেউ বেঁচে আছে কি না সন্দেহ। তবে অন্তত দু'জনের বংশধর অত্যন্ত বিখ্যাত মানুষ। নাইজেল উইটিংহ্যাম—ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারি; আর ডেভিড ম্যাহোনি দ্য থার্ড... ম্যাসাচুসেটস্-এর সিনেটর। ওদেরকে চেপে ধরা দরকার।'

'এখুনি না,' রানা মাথা নাড়ল। 'এ-দু'জনের ব্যাপারে জানি আমরা, কিন্তু বাকিরা? তাদের বংশধর কারা? কোথায় আছে এ-মুহূর্তে? যদি কোনও চমক থাকে এর ভিতর, সেটা আগেভাগেই জেনে নেয়া দরকার। তা ছাড়া... মাত্র দু'জনের ভিতর সীমাবদ্ধ নয় ফেনিস। এমনও হতে পারে, নাইজেল উইটিংহ্যাম আর ডেভিড

www.BanglaBook.org

ম্যাহোনি হয়তো কিছুই জানেন না ফেনিস সম্পর্কে।'

'এ-কথা বলছ কেন?' ভ্রূকুটি করল কুয়াশা।

'কারণ এঁদের মত মানুষ কোনও গুপ্তসংঘের সদস্য হবেন বলে বিশ্বাস হয় না। উইটিংহ্যামকে নিষ্কলুষ মানুষ বলে জানে সবাই—যৌবনে সেনাবাহিনীর কমাণ্ডো ছিলেন, বহুবার দেশের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন, প্রচুর পদকও পেয়েছেন সে-কারণে। সত্যিকার বীরযোদ্ধা। ফরেন অফিসেও তাঁর রেকর্ড তুলনাহীন। কৌশলী, বুদ্ধিমান... আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অত্যন্ত শান্তশিষ্ট স্বভাবের। তাঁর প্রোফাইলের সঙ্গে ফেনিসের কানেকশন একেবারেই মেলে না।'

'আর ম্যাহোনি?'

'বস্টনের ব্রাহ্মণ পরিবার বলতে পারেন ওদেরকে। কিন্তু কুলীন সমাজের বেড়া ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন ম্যাহোনি; হয়ে উঠেছেন দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষের ত্রাতা। রাজনীতির ঘোড়ায় চড়া আধুনিক এক নাইট বলা যায় তাঁকে, সবার ধারণা—আগামী বছরের নির্বাচনে জয়ী হয়ে হোয়াইট হাউসে বসতে চলেছেন তিনি।'

'ফেনিসের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এরচেয়ে ভাল পজিশন আর কী হতে পারে?'

'তা হলে বলতেই হয়, এত বছর ধরে দারুণ এক কাভার মেইনটেন করছেন দু'জনে। ঘটনা যা-ই হোক, এরা কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না।'

'ঠিক আছে, রোম আর সেইন্ট পিটার্সবার্গ... মানে, লেনিনগ্রাদ থেকে শুরু করা যাক। বিয়াঞ্চি আর ভারাকিনের বংশধরকে খুঁজে বের করব আমরা।'

'ওরাই সব নয়। মারিয়া মাযোলা বলেছিলেন, ওদেরকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ন্ত্রণ করছে আরেকজন।'

'যার কণ্ঠ ঝোড়ো বাতাসের চেয়ে ভয়ঙ্কর,' বিড়বিড় করল কুয়াশা। 'রাখাল বালক?'

'এখন আর বালক নেই সে,' বলল রানা। 'কী পরিচয় নিয়েছে, কে জানে!'

'শিষ্যদের পরিবার দিয়েই শুরু করব আমরা। ঠিকমত এগোতে পারলে নিশ্চয়ই খোঁজ পাওয়া যাবে ওই রাখাল বালক... থুড়ি, রাখাল বুড়োর!'

'রাশায় যেতে পারবেন আপনি? লেনিনগ্রাদে?'

'পারব। ব্যবস্থা করা আছে আমার... হেলসিঙ্কি হয়ে ঢুকতে অসুবিধে হবে না।'

'ভাল। হেলসিঙ্কিতে কোথায় উঠবেন?'

'টাভাস্টিয়ান হোটেলে।'

'আমি যোগাযোগ করব ওখানে। কী নাম বলব?'

'আমার আসল নাম... মনসুর আলী। সরোদশিল্পী হিসেবে ওখানকার লোকে চেনে আমাকে।'

'আসুন তা হলে, আমাদের কোড ঠিক করে নিই,' বলতে বলতে সোনিয়ার দিকে তাকাল রানা। মোটামুটি ভদ্র চেহারার এক বাস্তিয়ান নাবিকের সঙ্গে কথা বলছে মেয়েটা। বুদ্ধিমতী, বার বার খেপে গেলে যে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে, তা বুঝতে পেরেছে। মুখে হালকা হাসি ফুটিয়ে আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে সে, সাবধানে বজায় রাখছে দূরত্ব, নাবিক যাতে বেশি অগ্রসর হতে না পারে। আচরণে এক ধরনের আভিজাত্য প্রকাশ পাচ্ছে ওর।

'কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। 'ওকে বশে রাখতে পারবে?'

'খুব শীঘ্রি সেটা জানতে পারব আমরা,' মৃদুগলায় বলল রানা।

www.BanglaBook.org

উনিশ

ইটালিয়ান উপকূলের দিকে ধীরগতিতে এগোচ্ছে ট্রলার। সাগর উত্তাল, ঢেউয়ের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করছে ছোট জলযান। বাস্তিয়া থেকে রওনা হবার পর কেটে গেছে পুরো সতেরো ঘণ্টা। সন্ধ্যা নামতে দেরি নেই। সূর্য ডুবে গেলেই একটা লাইফবোটে করে নামিয়ে দেয়া হবে রানা আর সোনিয়াকে, ওটাই তীরে নিয়ে যাবে ওদেরকে।

শ্লথগতির এই যাত্রায় একটা লাভ হয়েছে রানার—যথেষ্ট সময় পেয়েছে সোনিয়ার সঙ্গে সখ্য গড়বার, ওর ব্যাপারে জানবার। ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে, সোনিয়ার পিতা... পিয়েরে মাযোলা... ছিলেন নাবিক, ফ্রেঞ্চ মেইনল্যাণ্ডে গিয়ে প্রেমে পড়েছিলেন ওর ফরাসি মায়ের। পরে বিয়ে করে ফিরে এসেছিলেন কর্সিকায়; থিতু হয়েছিলেন পোর্তোভাতোয়।

'তা হলে তুমি কনভেন্ট স্কুলে ফ্রেঞ্চ শিখেছ কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে রানা। 'মায়ের কাছ থেকেই তো শিখতে পারতে।'

'পারতাম, কিন্তু শিখিনি,' হাসতে হাসতে বলেছে সোনিয়া। 'বাবার ইটালিয়ান নিয়ে সারাক্ষণ খোঁটা দিতেন মা, তাই ওঁকে রাগাবার জন্য স্কুলে গিয়ে ফ্রেঞ্চ ক্লাস করেছি।'

অদ্ভুত এক পরিবর্তন এসেছে মেয়েটার ভিতর—পোর্তো ভেচিয়োর কথা যেন ভুলেই গেছে। হাসছে সারাক্ষণ এটা-সেটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে। কৃত্রিম নয়, সত্যিকার হাসি—ওর আনন্দে উচ্ছল চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সেটা। বিশ্বাস করা মুশকিল, এই মেয়েই কর্সিকার পাহাড়ে কী কঠোর রূপ নিয়ে হাজির হয়েছিল ওর আর কুয়াশার সামনে, ওদেরকে হুমকি দিচ্ছিল লুপো শটগান হাতে নিয়ে।

'তুমি বন্দুক চালাতে শিখেছ কোথায়?' একসময় প্রশ্ন করল রানা।

'কী আর বলব! একটা বয়সে মানুষ খানিকটা পাগল হয়ে যায় না? আমিও হয়েছিলাম—ভাবতাম, ভায়োলেন্স ছাড়া সমাজকে বদলাবার কোনও উপায় নেই। *ব্রিগেট রোজ*-এর বদমাশগুলো সেই সুযোগ নেয়, আমাকে ভর্তি করে নেয় ওদের দলে...'

'ব্রিগেট রোজ!' চমকে উঠল রানা। 'কী সর্বনাশ! তুমি রেড ব্রিগেডে ছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল সোনিয়া। 'মেডিসিনা-য় ওদের একটা ক্যাম্পে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছি আমি—অস্ত্র চালাতে শিখেছি, দেয়াল বাইতে শিখেছি; কীভাবে বেআইনী জিনিসপত্র পাচার করতে হয়, তা শিখেছি... অবশ্য কোনোটাতেই খুব একটা ভাল করতে পারিনি। ধীরে ধীরে ঝোঁক কেটে যেতে শুরু করল। এরপর একদিন একটা ছেলে... আমারই মত নতুন এক রিক্রুট... মারা পড়ল ক্যাম্পে। ক্যাম্প লিডার বলল, ট্রেইনিং অ্যাকসিডেন্ট; আসলে তা নয়। কোনও ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছাড়া ছুরি-বন্দুক হাতে মানুষকে ছেড়ে দিলে এসব তো ঘটবেই! আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল ছেলেটা, ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছিল অনবরত, আতঙ্ক আর দুঃখ ভর করেছিল ওর দু'চোখে। কিচ্ছু করতে পারিনি ওর জন্য। সহ্য হয়নি সে-কষ্ট। বুঝতে পেরেছিলাম, অস্ত্রের ভাষা শিখতে পারব না আমি

www.BanglaBook.org

কোনোদিন। সে-রাতেই ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসি।'

'সেদিন রাতে লুপো হাতে পাহাড়ে যে-ভাবে কথা বলছিলে, তাতে তোমাকে এতটা নরম বলে মনে হয়নি আমার কাছে,' রানা মন্তব্য করল।

'ওটা অভিনয় ছিল, সেনিয়র,' বলল সোনিয়া। 'অন্ধকারে আমার চোখ দেখতে পাওনি, তা হলেই বুঝে ফেলতে সব।'

কথাটা বিশ্বাস করল রানা।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সোনিয়া। তারপর বলল, 'একটা ব্যাপারে এখনও আমাদের মধ্যে ফয়সালা হয়নি, সেনিয়র।'

'কীসের কথা বলছ?' জানতে চাইল রানা।

'আমার ভবিষ্যৎ। কর্সিকা থেকে বেরিয়ে এসেছি, এবার কী করবে তুমি আমাকে নিয়ে?'

'তোমার কী ধারণা?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'জানি না। কিন্তু এখন পর্যন্ত তোমাদের সব কথা শুনেছি আমি, পালাইনি। এখনও যদি আমাকে বিশ্বাস করতে না পারো...'

'পালাওনি কেন?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভয়ে। তোমরা দুই বন্ধু মোটেই সাধারণ মানুষ নও। আচার-আচরণে ভদ্রলোক, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দু'জনের ভিতরেই নিষ্ঠুরতার আভাস পেয়েছি আমি।'

'তাতেই বাধা পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছিল পালাবার চেষ্টা করলেই তোমার বন্ধু আমাকে গুলি করে মারবে।'

'ওটা তোমার মনের ভুল। আমাদের সঙ্গে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলে।'

'এখনও কি আমি নিরাপদ? যদি কথা দিই, কাউকে কিছু বলব না, তা হলে তুমি আমাকে যেতে দেবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কোথায় যাবে?'

'বোলোগনা। ওখানে কাজ জুটিয়ে নিতে পারব আমি।'

'কী ধরনের কাজ?'

'উল্লেখ করার কিছু না। ইউনিভার্সিটির রিসার্চার হিসেবে যোগ দিতে পারব। আগেও করেছি ও-কাজ। বইপত্র ঘেঁটেঘুঁটে প্রফেসরদের জন্য বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করতে হয়, ওঁরা সেসব থেকে নিজেদের আর্টিকেল তৈরি করেন।'

'রিসার্চার?' মুচকি হাসল রানা। 'বেতন কেমন পাও?'

'চলে যায় কোনোমতে। কিন্তু ওসব নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কীসের? আমাকে বোলোগনায় যেতে দেবে কি না বলো।'

'বুঝতে পারছি, বেতন ভাল না। ও-পেশায় ফিরে যাবার দরকার কী?'

'কাজটা আমার পছন্দের,' জবাব দিল সোনিয়া। 'তা ছাড়া বাঁধাধরা রুটিন অনুসরণ করতে হয় না। যখন খুশি কাজ করলাম, যখন খুশি অন্য কিছু নিয়ে মেতে রইলাম।'

'মানেটা দাঁড়াচ্ছে, তুমি একজন স্বাধীন ফ্রিল্যান্সার, খেয়াল-খুশিমত ব্যবসা করছ,' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'পুঁজিবাদের মূলে কিন্তু ওটাই!'

'ফালতু কথা বলছ তুমি!' তেতে উঠল সোনিয়া। 'আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে যাচ্ছ বার বার।'

'কী প্রশ্ন?'

'আমাকে তুমি যেতে দেবে কি না? বিশ্বাস করবে আমাকে, নাকি তোমার অসতর্কতার জন্য তক্কে তক্কে থাকতে হবে... যাতে পালাতে পারি?'

'ও-ধরনের চেষ্টা না করাই উচিত হবে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'শোনো, তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি না। কিন্তু একটু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগেই তো বললে, এখন পর্যন্ত পালাবার চেষ্টা করোনি প্রাণের ভয়ে; তারমানে আমাদের উপর একবারও আস্থা রাখোনি তুমি... থেকেছ শুধুই ভয় পাবার কারণে। এখন নিজেই বলো, ছাড়া পাবার পর যে মুখ বন্ধ রাখবে, সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হব কীভাবে? আমার উপর আস্থা রাখোনি তুমি... আমি কী করে আস্থা রাখব তোমার উপরে?'

ক্ষণিকের জন্য মুখের ভাষা হারাল সোনিয়া। নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল ডেকের দিকে—ট্রলারের নাবিকরা লাইফবোট নামানোর তোড়জোড় শুরু করেছে। একটু পর ও বলল, 'তারমানে কি তীরে পৌঁছে আমাকে খুন করবে তুমি? ওটা ছাড়া তো আমার মুখ বন্ধ রাখার আর কোনও উপায় নেই।'

'বাজে কথা বোলো না। অমন ধারণা মাথায় এল কেন তোমার?'

'আর কী বিকল্প আছে আমার?'

'আমি তোমাকে একটা কাজ দিতে চাই।'

'তোমার কাছে কাজ চাই না আমি, সেনিয়র। শুধু মুক্তি চাই!'

'সময় এলে তা-ও পাবে।'

লাইফবোট নামিয়ে ফেলেছে নাবিকরা। ডাফল ব্যাগ আর হ্যাভারস্যাক নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। হাত বাড়িয়ে দিল সোনিয়ার দিকে। 'চলো, যাবার সময় হয়েছে।'

হাত ধরল না সোনিয়া। উঠে দাঁড়াল, কিন্তু রানার দিকে ফিরেও তাকাল না।

তীরে নেমেই একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল রানা, রোমে যাবে। দূরের গন্তব্যের কথা শুনে ড্রাইভার শুরুতে একটু গাঁইগুঁই করছিল, কিন্তু ওর হাতে ডলারের তাড়া দেখতে পেয়ে মত পাল্টাল। পথে একটা

www.BanglaBook.org

খাবারের দোকানের সামনে পনেরো মিনিটের বিরতি নিল ওরা, ডিনার সারল, তারপর আবার উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে। রাত আটটা বাজার খানিক আগে পৌঁছে গেল রাজধানীর উপকণ্ঠে। রাস্তাঘাটে তখনও মানুষের ভিড়, দোকানপাটে চলছে শেষ মুহূর্তের কেনাবেচা।

'গাড়ি থামাও,' পোশাকের একটা দোকান দেখতে পেয়ে ড্রাইভারকে বলল রানা। 'ইঞ্জিন বন্ধ কোরো না, আমি যাব আর আসব।'

'কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল সোনিয়া।

'তোমার জন্য কাপড় কিনতে,' ইশারায় ওর পরনের ফিল্ড জ্যাকেট আর ট্রাউজার দেখাল রানা। 'এ পোশাকে ভাল কোনও দোকানে ঢুকতে পারবে না।'

পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এল ও। হাতের ব্যাগে ডেনিম স্ল্যাকস্, সাদা ব্লাউজ আর একটা উলের সোয়েটার। সোনিয়ার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'সাইজ-টা আন্দাজ করে নিতে হয়েছে। একটু এদিক-ওদিক হলে কিছু মনে কোরো না। চটপট পরে ফেলো এগুলো।'

'এখানে?' চোখ কপালে তুলল সোনিয়া। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'লজ্জা-শরমের কথা ভুলে যাও কিছুক্ষণের জন্য,' বলল রানা। 'আমি অন্যদিকে তাকাচ্ছি। হাতে সময় নেই, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবার আগেই তোমাকে নিয়ে কেনাকাটা সারতে হবে আমাকে। এগুলোয় হবে না, আরও জামাকাপড় দরকার তোমার।' ড্রাইভারের দিকে ফিরল, রিয়ারভিউ মিররে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সে। 'অ্যাই, গাড়ি চালাতে শুরু করো!' ধমকে উঠল ও। 'আবার যদি পিছনে তাকাতে দেখি, চোখ গেলে দেব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যতিব্যস্ত হয়ে ট্যাক্সিকে আগে বাড়াল ড্রাইভার। ডাফল ব্যাগ থেকে একটা জ্যাকেট বের করে গায়ে চড়াল রানা, জানালা দিয়ে চোখ ফেরাল বাইরে। পাশে সোনিয়াও দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে কাপড় বদলাতে শুরু করেছে। খাকি ট্রাউজার খুলে ফেলে ডেনিম পরল, চকিতের জন্য চোখের কোণ দিয়ে ওর সুগঠিত পা-জোড়া দেখতে পেল রানা; নিজেকে সংবরণ করার জন্য বন্ধ করে ফেলল দু'চোখ।

ফিল্ড-জ্যাকেট আর শার্ট খুলে ব্লাউজ পরল সোনিয়া, উপরে সোয়েটার। বলল, 'এবার মাথা ঘোরাতে পারো, সেনিয়র।'

সোজা হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। ঢোক গিলল সঙ্গে সঙ্গে। নতুন পোশাকে আবেদন বেড়ে গেছে সোনিয়ার। সোয়েটার একটু আঁটসাঁট হয়েছে, উঁচু হয়ে আছে যুগল স্তন। চোখ আটকে যাচ্ছিল ওদিকে, নীরবে নিজেকে শাসন করে দৃষ্টি তুলল উপরদিকে।

'দ্যাটস্ বেটার,' বলল ও। 'এখন আর পাহাড়ি মেয়ের মত লাগছে না তোমাকে।'

'শুনে খুশি হলাম। কিন্তু তোমার পছন্দ ভাল না। আমি হলে এ-পোশাক কিছুতেই কিনতাম না।'

'ইচ্ছে হলে ঘণ্টাখানেক পরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ো এগুলো... অন্য পোশাক কেনা হয়ে গেলে।' ড্রাইভারের দিকে ফিরল রানা। 'ভিয়া কণ্ডোত্তি-তে চলো। ওখানেই ভাড়া মিটিয়ে তোমাকে ছেড়ে দেব আমরা।'

ভিয়া কণ্ডোত্তি-র ক্লোদিং স্টোর-টা বিশাল, একেবারে প্রথম শ্রেণীর। ধনী ক্রেতা ছাড়া আর কারও আনাগোনা নেই ওখানে। বলা বাহুল্য, এমন দোকানে আগে কখনও পা রাখেনি সোনিয়া; তারপরেও ভিতরে ঢুকে নিজেকে সংযত রাখল ও। প্রশংসনীয় একটা গুণ,

www.BanglaBook.org

শিরায় বইতে থাকা অভিজাত রক্তের প্রমাণ। বাস্তিয়ার মদ্যশালায় এই আভিজাত্যই লক্ষ করেছে রানা।

সিল্কের একটা ড্রেস, সেইসঙ্গে চওড়া ব্রিমের একটা সাদা হ্যাট আর হাই হিল জুতো পছন্দ করল সোনিয়া। ফিটিং রুমে ঢুকে পরল ওগুলো। বেরিয়ে এসে রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে?'

'খুব সুন্দর!' ওর দিকে তাকিয়ে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেল রানার।

'তা তো বটেই। কিন্তু দাম দেখেছ? এই টাকা দিয়ে পোর্তো ভেচিয়োর এক পরিবারের পুরো মাস চলে যাবে। না বাবা, এত দামি কাপড়চোপড়ের দরকার নেই। চলো অন্য কোথাও যাই।'

'ঘোরাঘুরির সময় নেই। আরও দু'চারটে ড্রেস বাছাই করো... আর আণ্ডারওয়্যার। তারপর আবার তোমার জন্য ব্রাশ-টুথপেস্ট, মেকআপ, চিরুনি... এসব কিনতে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি করো।'

'তাই বলে এত খরচ করবে?'

'খরচ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। জলদি হাত-পা চালাও।'

কেনাকাটা শেষে ভিয়া সিস্টিনার একটা বুদ থেকে পিয়াৎজা নাভোনা-র এক রুমিং হাউসে ফোন করল রানা, কামরা চাইল। ওখানকার বৃদ্ধ বাড়িঅলা আর তাঁর স্ত্রী ওর পূর্ব-পরিচিত। রোমে এলে মাঝে মাঝে ওখানে ওঠে রানা। জায়গাটা জনবহুল, লোকের ভিড়ে মিশে যাবার জন্য আদর্শ। বার্নিনি ফাউন্টেইন নামে একটা ঝর্ণা আছে ওখানে; রোমের সাধারণ জনতা এবং ট্যুরিস্টদের ভিড় লেগেই থাকে সবসময়। প্রচুর আউটডোর ক্যাফে আছে, যে-কোনও একটায় বসে সহজেই নজর রাখা যায় চারপাশে। এ-মুহূর্তে অমন জায়গাই দরকার ওর।

আধঘণ্টার মধ্যে পিয়াৎজা নাভোনায় পৌঁছুল রানা-সোনিয়া।

www.BanglaBook.org

কামরা পর্যন্ত বাড়িঅলা নিজেই নিয়ে গেল ওদেরকে। ভিতরে ঢুকে তার হাতে খুচরো কিছু টাকা গুঁজে দিল রানা, বিদায় দিয়ে বন্ধ করল দরজা।

কামরার ভিতর নজর বোলাচ্ছে সোনিয়া। বিল্ডিংটা পুরনো, ছাত তাই অনেক উঁচুতে। জানালাগুলোও অনেক বড়, খুললে তিনতলা নীচে পিয়াৎজা-র চত্বরের পুরোটা দৃষ্টিগোচর হয়।

দেয়ালের পাশে ঠেস দেয়া সোফায় বসে পড়ল রানা। বিছানার দিকে ইশারা করে সোনিয়াকে বলল, 'সারাদিনে অনেক ধকল গেছে। শুয়ে পড়ো। বিশ্রাম দরকার আমাদের।'

কথাটা সোনিয়ার কানে গেছে বলে মনে হলো না। শপিং ব্যাগ থেকে সিল্কের ড্রেসটা বের করে নাড়াচাড়া করছে ও। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আমাকে এত দামি জামাকাপড় কিনে দিলে কেন তুমি?'

'আগামীকাল কয়েক জায়গায় যাব আমরা,' বলল রানা। 'তাই ভাল পোশাক দরকার হবে তোমার।'

'নিশ্চয়ই বড়লোকী ক্লাব-ট্লাব বা হোটেলের কথা বলছ?'

'ঠিক তা না। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে। তুমি সঙ্গে থাকলে ভাল হয়।'

'কারণ যা-ই হোক, ধন্যবাদ। এত সুন্দর জামা আগে কোনোদিন পরিনি আমি।'

'ও কিছু না। সুন্দর মেয়েদের তো সুন্দর পোশাক-ই পরা উচিত।'

অযাচিত প্রশংসা পেয়ে গাল একটু গোলাপি হয়ে উঠল সোনিয়ার। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলল, 'তুমি কোথায় শোবে?'

'কিচ্ছু ভেবো না, আমি খাঁটি ভদ্রলোক,' সোফার উপর চাপড় দিল রানা। 'আমার জন্য এটাই কাফি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাথরুমে চলে গেল সোনিয়া, পোশাক পাল্টাবে। জুতো-মোজা খুলে রানা আধশোয়া হলো সোফায়।

'বাতি নিভিয়ে দেব?' বাথরুম থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করল সোনিয়া।

'দাও।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে ডুবে গেল কামরা। কাপড়ের খসখসানি শুনল রানা, বিছানায় উঠে পড়েছে সোনিয়া।

'সোনিয়া?' কিছুক্ষণ পর ডাকল ও।

'বলো, সেনিয়র।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী কথা?'

'বোলোগনা ছেড়ে কর্সিকায় গিয়েছিলে কেন তুমি?'

'কেন জানতে চাইছ?'

'স্রেফ কৌতূহল, আর কিছু না।'

'বলেছি তো, দাদীকে সঙ্গ দেবার জন্য। কেন, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'উঁহুঁ। আমার ধারণা, আরও কোনও কারণ আছে। পাহাড়ি ওই এলাকা গা-ঢাকা দেবার জন্য আদর্শ। তুমি কি লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করছিলে?'

'যদি করিও, তাতে তোমার কী আসে-যায়?'

'অনেক কিছুই আসে-যায়,' গলার স্বর কঠিন হলো রানার। 'তোমার দায়িত্ব এখন আমার কাঁধে। যদি কোনও সমস্যা থাকে, সেটা খুলে বলতে হবে তোমাকে, যাতে বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি থাকতে পারি আমি।'

'চুপ করো!' হিসিয়ে উঠল সোনিয়া। উঠে বসল বিছানায়। 'সেধে আমার দায়িত্ব নিয়েছ তুমি! আমি তো চলেই যেতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেয়েছি!'

'কোথায় যাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বোলোগনার ব্যাপারে যা শুনিয়েছ, তা মিথ্যে। কিছুতেই ওখানে যাবে না তুমি—আমি তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কেন?'

'এসব নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না আমি!' গলার স্বর ভেঙে গেল সোনিয়ার, ফুঁপিয়ে উঠল।

সোফা ছেড়ে বিছানার দিকে এগোল রানা। কাছে গিয়ে হাত রাখল মেয়েটার কাঁধে। নরম গলায় বলল, 'সব খুলে বলো আমাকে। মন হালকা হবে।'

ভেজা চোখে ওর দিকে তাকাল সোনিয়া। জানালা গলে আসা ম্লান আলোয় চিকচিক করছে ওর গাল বেয়ে নেমে আসা অশ্রু। কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল, তারপর হঠাৎই যেন অনুভব করল, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটির উপর আস্থা রাখা যেতে পারে। ওকে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে না।

বিছানা থেকে নামল সোনিয়া, জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রানার দিকে পিঠ রেখে বলল, 'বেশ, সব বলছি তোমাকে। বোলোগনায় আমি ফিরতে পারব না, এ-কথাটা ঠিক নয়। পারব... সত্যি বলতে কী, ফিরতে আমাকে হবেই। নইলে ওরাই আমাকে খুঁজে বের করবে।'

'কারা?'

'রেড ব্রিগেডের লোকেরা। ওদের ফাঁকি দিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না।'

'ভয়টা অমূলক হয়ে যাচ্ছে না?' ভুরু কুঁচকে বলল রানা। 'রেড ব্রিগেডের ক্ষমতা এখন আর আগের মত নেই। আশির দশকের শেষে সংগঠনটাকে মোটামুটি ধ্বংস করে দিয়েছে তোমাদের সরকার। যতটুকু এখন অবশিষ্ট আছে, তা খুবই দুর্বল। ছোটখাট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেরোরিস্ট হামলা ছাড়া বেশি কিছু করবার মুরোদ নেই ওদের।'

'ভুল, সেনিয়র। আবারও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ওরা... বাইরের দুনিয়া এখনও তা জানে না।'

'তা-ই? কিন্তু এমন একটা সংগঠন তোমার পিছনে লাগবে কেন? ওদের ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসেছিলে বলে? সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো থেকে বহু রিক্রুটই পালায়, এ নতুন কিছু নয়।'

'আমার ব্যাপারটা এখনও তুমি জানো না, সেনিয়র। আমি পালিয়েছিলাম বটে, কিন্তু পরে ধরাও পড়ে গিয়েছিলাম। বন্দি করে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মেডিসিনায়। বিচার করা হয়েছিল ব্রিগেডের লাল আদালতে! সে বড়ই ভয়ানক এক আদালত—সত্যিকার আদালতের মত মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ওখানে। আমার বেলাতেও তা-ই ঘটতে চলেছিল। সামান্য এক রিক্রুট আমি, পালিয়ে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম ব্রিগেডের সঙ্গে। পুলিশ যদি খোঁজ পেত, তা হলে পুরো সংগঠনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ত। খুবই গুরুতর অভিযোগ এসব...'

'বাঁচলে কীভাবে?'

'প্রাণভিক্ষা চাই আমি ওদের কাছে। মিথ্যে কথা বলি—ওদেরকে জানাই যে, খুন হওয়া ছেলেটাকে ভালবাসতাম আমি... ওর কারণে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আবেগের বশে বোকামি করে ফেলেছি। বলা বাহুল্য, এসব অনুনয়-বিনয়ে কাজ হবার কথা নয়; কিন্তু আমার বেলায় হলো। ব্রিগেডের এক প্রভাবশালী নেতার কুনজর ছিল আমার উপর। নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্য আমার জীবন বাঁচায় সে, রক্ষিতা বানায় আমাকে। পুরো একটা বছর তার সঙ্গে থাকি আমি, সত্তাহীন একটা প্রাণীর মত... নরকতুল্য পরিবেশে। রাতের পর রাত লোকটার মনোরঞ্জন করতে হয়েছে আমাকে, রাগে আর ঘৃণায় বহুবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়েছে... কিন্তু পারিনি। প্রাণের মায়ায় সবই সহ্য করে গেছি নীরবে।' ঘুরে রানার মুখোমুখি হলো সোনিয়া। 'তুমি জানতে চেয়েছ, সেনিয়র, এখন পর্যন্ত আমি পালাবার চেষ্টা করিনি কেন। সত্যি কথা হলো, এ-ধরনের পরিস্থিতি আমার জন্য নতুন কিছু নয়... মানে, প্রাণ বাঁচানোর জন্য ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করা। বোলোগনায় বন্দি ছিলাম আমি, পোর্তো ভেচিয়োতেও স্বেচ্ছাবন্দি করেছিলাম নিজেকে... আর এখন বন্দি হয়েছি তোমাদের হাতে। তবে জেনে রাখো, সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমি। খুব শীঘ্রি পালাবার চেষ্টা করব, পিছন থেকে চাইলে তুমি গুলি চালাতে পারো; আমি পরোয়া করব না। তোমার দেয়া কাপড়চোপড় ফিরিয়ে নাও, সেনিয়র রানা। আমার পিছনে টাকা-পয়সা খরচ করবার কোনও দরকার নেই।'

ওকে বিস্মিত করে দিয়ে মুচকি হাসল রানা। বলল, 'যাক, অন্তত আত্মহত্যার কথা ভাবছ না! পালাবার কথা বলছ... নিঃসন্দেহে ওটা ভাল লক্ষণ।'

'তুমি হাসছ?'

'হাসব না? মেয়েরা শুনেছিলাম সব বুঝতে পারে... অথচ তুমি কিছুই বোঝোনি।'

'কী বুঝিনি?'

'আমি তোমাকে গুলি করব না, সোনিয়া... কখনোই না।'

'মিথ্যে কথা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সোনিয়া। 'তুমি একটা খুনি। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারো তুমি! তোমার চোখ দেখেই সেটা বুঝতে পেরেছি আমি।'

'হ্যাঁ, আমি খুনি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু খুন করি শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাগিদে—আত্মরক্ষার জন্য, কিংবা দুনিয়াকে মানুষ নামের কিছু কলঙ্কের হাত থেকে মুক্ত করতে। যা হোক, এ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে তর্কে যাব না তোমার সঙ্গে। কেবল এটুকু বলব, আমার তরফ থেকে কোনও ধরনের ভয় নেই তোমার। পালাবার দরকার হবে না।'

'কেন?'

'কারণ তোমাকে আমার প্রয়োজন; একইভাবে আমাকেও তোমার।'

'কীসের জন্য? রেড ব্রিগেডের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবে তুমি? এটাই বলতে চাইছ?'

'শুধু রক্ষা না। আমি তোমার জীবনটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব, যাতে আর কোনোদিন ভয়ের মাঝে থাকতে না হয় তোমাকে। কীভাবে সেটা সম্ভব, তা এখুনি বলতে পারছি না। হয়তো সময় লাগবে... কিন্তু আমি আমাব কথা রাখব।'

'কেন বিশ্বাস করব তোমাকে?'

'কারণ আর কোনও পথ নেই তোমার সামনে। নিজেই তো বললে, রেড ব্রিগেড একসময় তোমাকে খুঁজে বের করবে। ততদিন পর্যন্ত কি এভাবেই বাঁচতে চাও?'

'পোর্তো ভেচিয়োতে সহজে আমার খোঁজ পেত না ওরা। অনেকদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারতাম ওখানে।'

'সেটা তো এখন আর সম্ভব নয়। হলেও বা ফিরবে কেন ওখানে? পাহাড়ঘেরা ওই জায়গায় কেন বন্দি করে রাখবে নিজেকে? কী আছে ওখানে? যারা তোমার দাদীকে খুন করেছে, তাদের সঙ্গে ব্রিগেডের খুব কি তফাৎ আছে? দু'দলই মানুষ খুন করে—হয় গোষ্ঠীর রক্ষার জন্য, নয়তো মিথ্যে আদর্শ বাস্তবায়ন করার নামে। বিশ্বাস করো, এদের মাঝে কানেকশন আছে। এই কানেকশনই খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি আর কুয়াশা। যে করে হোক, ওদেরকে থামাতে হবে... ওরা আমাদেরকে থামাবার আগেই!

www.BanglaBook.org

তোমার দাদী সেটা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই অনুরোধ করছি—সাহায্য করো আমাদেরকে। নিজেকেও সাহায্য করো!'

'তোমাদেরকে সাহায্য করার কোনও উপায় নেই আমার।'

'কী করতে বলব, তা তো শোনোইনি এখনও।'

'শোনার প্রয়োজন নেই। আমি জানি কী চাইছ তুমি। ব্রিগেডের কাছে ফিরে যেতে বলবে আমাকে, তাই না? আমার মাধ্যমে ওদের নাগাল পেতে চাও তুমি।'

'হয়তো... কিন্তু এখুনি নয়।'

'অসম্ভব! মরে গেলেও ওদের কাছে যাব না আমি। ওরা মানুষ না, জানোয়ার!'

'হ্যাঁ... এবং এ-কারণেই ধ্বংস করতে হবে ওদেরকে।'

'কীভাবে? তুমি আর সেনিয়র কুয়াশা... মাত্র দু'জনে কীভাবে ধ্বংস করবে রেড ব্রিগেডের মত একটা সংগঠনকে?'

'ওদের কোমর ভেঙে দেব আমরা। যাদের কাছ থেকে পয়সাকড়ি পাচ্ছে ওরা, যাদের কথামত কাজ করছে—তাদেরকে খতম করে দেব। তখন শুধু রেড ব্রিগেড না, দুনিয়ার বহু সন্ত্রাসী সংগঠনই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।'

'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, সেনিয়র। বলতে চাইছ, রেড ব্রিগেডকে অন্য কেউ চালাচ্ছে? কে সেটা?'

'ফেনিস নামে একটা গুপ্তসংঘ। এতদিন শুধু গুজব শুনেছি এ-ব্যাপারে, কিন্তু তোমার দাদীর কাছ থেকে প্রথমবারের মত নিরেট কিছু তথ্য পেয়েছি আমরা, যা ধরে ওদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলা যায়। সংঘটার জন্মের সময় উপস্থিত ছিলেন তিনি।'

'কী তথ্য পেয়েছ?'

'ফেনিসের প্রতিষ্ঠাতাদের নাম-ধাম...'

বলতে বলতে থমকে গেল রানা। মৃদু একটা শব্দ কানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসেছে ওর। জানালা দিয়ে বাইরে থেকে ভেসে আসেনি ওটা, এসেছে দরজার ওপাশ থেকে। কাপড়ের খসখসানি, এক পা থেকে অন্য পায়ে ভার বদলেছে কেউ। আড়ি পেতেছে লোকটা! ঠোঁটের কাছে তর্জনী তুলে সোনিয়াকে চুপ থাকার ইঙ্গিত করল ও, নিঃশব্দে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল, তারপর এক ঝটকায় খুলে ফেলল পাল্লা।

কেউ নেই ওপাশে। খাঁ খাঁ করছে শূন্য হলওয়ে। তাতে স্বস্তি পাবার কিছু নেই। শুনতে যে ভুল হয়নি, সে-ব্যাপারে রানা নিশ্চিত। কেউ একজন আসলেই দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরে... সরে পড়েছে বিপদ টের পেয়ে। গেল কোথায়? বেশিদূর যেতে পারেনি নিশ্চয়ই? কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও, লঘু পায়ে হাঁটতে শুরু করল হলওয়ের যে-প্রান্তে সিঁড়ি, সেদিকে। একটা হাত ঢুকিয়ে রেখেছে জ্যাকেটের তলায়, মুঠোতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে সিগ-সাওয়ারের হাতল, ঝামেলার গন্ধ পেলেই বের করে আনবে।

দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে রানার মাথা। বুঝতে পারছে, ওকে স্পট করে ফেলেছে কেউ। দরজায় আড়ি পেতে কনফার্ম হতে চাইছিল। রাগ হলো ওর—আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল... উচিত ছিল ছদ্মবেশ নেয়া। ভিয়া কণ্ডোত্তির মত জায়গায় যেভাবে আসল চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, তাতে কারও চোখে পড়ে যাওয়াই তো স্বাভাবিক!

গেল কোথায় লোকটা? পালায়নি... পালালে ওকে চোখে চোখে রাখতে পারবে না। তারমানে আশপাশেই কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। কোথায়? হলওয়ের ছায়ার মাঝে, নাকি সিঁড়িতে? জানা যাবে শীঘ্রি।

হঠাৎ পিছনে একটা দরজা খোলার আওয়াজ পেল রানা। ঘুরতে ঘুরতে টের পেল, বড্ড দেরি করে ফেলেছে। কামরাটার

www.BanglaBook.org

ভিতর থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল একটা বিশালদেহী মূর্তি, উঁচু করে রাখা হাত সজোরে নামিয়ে আনল রানার ঘাড়ের উপর। পিস্তলের বাটের সঙ্গে হাড়ের সংঘর্ষের বিচ্ছিরি আওয়াজ হলো। খুলির গোড়া থেকে শুরু করে পুরো মেরুদণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র ব্যথা। পায়ে কোনও শক্তি পেল না রানা, ভারসাম্য হারিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ও।

দপদপে একটা ব্যথা নিয়ে জ্ঞান ফিরল রানার। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নড়তে গিয়ে টের পেল, ছোট্ট একটা জায়গার ভিতরে আটকা পড়ে আছে ও। হাত তুলতেই স্পর্শ পেল হ্যাঙারে ঝোলানো কাপড়ের—তারমানে ক্লজিটের ভিতরে ঢোকানো হয়েছে ওকে। ব্যথাটা সয়ে নেয়ার জন্য কিছুটা সময় নিথর হয়ে পড়ে রইল, একই সঙ্গে মাথায় বইছে চিন্তার ঝড়। কতক্ষণ অচেতন হয়ে ছিল ও? কবজিতে বাঁধা ঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালের দিকে তাকাল—বেশি না, মাত্র বিশ মিনিট। কথা হলো, এভাবে ওকে ক্লজিটের ভিতর ফেলে রেখেছে কেন প্রতিপক্ষ? কোথায় লোকটা? হাত-পা বেঁধে ইন্টারোগেশনের জন্য তৈরি করেনি কেন? রাখেনি কেন দৃষ্টিসীমার ভিতর?

মৃদু একটা চিৎকারের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল রানা। ক্লজিটের বাইরে থেকে এসেছে ওটা। নারীকণ্ঠ! সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্যটা। ও নয়, লোকটার টার্গেট সোনিয়া! ওকেই স্পট করেছে ব্যাটা, রানাকে নয়।

কামরার ভিতর থেকে রাগী গলা শোনা গেল, মাগী! বেশ্যা! মার্সেই-এ থাকার কথা ছিল তোর, দশ লাখ লিরা নিয়ে। আমাদের লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তোকেও পাইনি, তোর কন্ট্যাক্টকেও না। কোনও কুরিয়ারই তোর টিকিটি দেখেনি। হারামজাদী! কোথায়

www.BanglaBook.org

ছিলি তুই এতদিন? কী করেছিস আমাদের টাকা-পয়সা নিয়ে?'

জবাবে গুঙিয়ে উঠল সোনিয়া। পরমুহূর্তে ঠাস করে একটা আওয়াজ হলো, সম্ভবত থাপ্পড় দেয়া হয়েছে। দাঁতে দাঁত পিষল রানা, অবলা একটা মেয়ের গায়ে হাত তোলা হচ্ছে!

পিস্তলটা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, কিন্তু রানার জ্ঞান যে এত দ্রুত ফিরে আসবে, তা বোধহয় লোকটা আন্দাজ করতে পারেনি। নিচু স্তরের গুণ্ডা বলে মনে হচ্ছে, কাজেকর্মে কাঁচা। প্রতিপক্ষ ওকে অচেতন বলে ভাবছে, কাজেই অবাক করে দেয়ার সুযোগটা নিতে হবে ওকে। উঠে দাঁড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করল রানা, ক্লজিটের দুই পাল্লার মাঝখানে কাঁধ ঠেকিয়ে সজোরে ধাক্কা দিল ও। বাইরে লাগানো ঠুনকো ছিটকিনি সে-প্রেশার সহ্য করতে পারল না, মৃদু শব্দ তুলে উপড়ে এল চৌকাঠ থেকে। বাঘের মত লাফিয়ে ক্লজিট থেকে বেরিয়ে এল রানা। এক পলকে দেখে নিল পরিস্থিতি।

গা গুলিয়ে ওঠার মত দৃশ্য। রানার দিকে পিঠ দিয়ে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী এক ইটালিয়ান। তার সামনে একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে সোনিয়াকে—হাতলের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে দু'হাত, সামনের দু'পায়ার সঙ্গে পা। মুখ জুড়ে কালসিটে পড়ে গেছে, উপর্যুপরি আঘাতের ফলে। বাঁ চোখটা বুজে এসেছে প্রায়, গাল বেয়ে নেমে এসেছে রক্তের ধারা। ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে পরনের পোশাক, স্তনজোড়া উন্মুক্ত। বোঁটার আশপাশে পোড়া দাগ... সিগারেটের ছ্যাঁকা দেয়া হয়েছে। মাথায় আগুন জ্বলে উঠল রানার। যে-অত্যাচার চালানো হয়েছে মেয়েটির উপর, তার সঙ্গে ইন্টারোগেশনের কোনও সম্পর্ক নেই... স্রেফ স্যাডিজম ছাড়া আর কিছু নয় এটা।

পিছনে আওয়াজ শুনেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বিশালদেহী। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য তার চোখে চোখ রাখল রানা, তারপরেই

www.BanglaBook.org

বুনো মোষের মত মাথা নিচু করে ডাইভ দিল ও, গুঁতো মারল লোকটার পেটে। ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল ইটালিয়ান, কয়েক পা পিছিয়ে গেল, কিন্তু তারপরেও দাঁড়িয়ে থাকল পায়ের উপর। রানা ভারসাম্য ফিরে পাবার আগেই ওর বগলের তলায় হাত দুটো ঢুকিয়ে দিল সে, শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আধ পাক ঘোরাল, তারপর অনায়াসে ছুঁড়ে দিল একপাশে।

ধপাস করে মেঝেতে পিঠ দিয়ে পড়ল রানা, পরমুহূর্তে স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বুঝতে পারছে, শরীরে প্রচণ্ড শক্তি ধরে লোকটা। গায়ের জোরে নয়, তাকে হারাতে হবে গতি এবং ক্ষিপ্রতা দিয়ে। সমস্ত ব্যথা ভুলে ধাকার চেষ্টা করল ও, ছুটে গেল ইটালিয়ানকে লক্ষ্য করে। নীচ থেকে উপরদিকে ঘুসি চালিয়ে ব্যাটার চিবুকে লাগাতে পারল, দেখতে পেল থেঁতলানো মাংস থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। ঘুসিটা প্রচণ্ড ছিল, অন্য কোনও লোক হলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাত। কিন্তু ইটালিয়ান দৈত্য অন্য ধাতে গড়া। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রক্ত মুছল নির্বিকারভাবে, তারপর দু'হাত মুঠো পাকিয়ে রানার দিকে এগোল... বক্সারের মত মাথা নিচু করে। নিজের উপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস—খালি হাতেই পুঁচকে লোকটাকে খতম করতে পারবে বলে ভাবছে, তাই পিস্তল বের করছে না।

পা বাড়িয়ে মাথাটা নিচু করে নিল রানা, ইটালিয়ানের চালানো ঘুসি এড়িয়ে আবার তাকে আঘাত করল পেটের নীচের দিকে। অনুভব করল ওর মুঠো মাংসের ভিতর ঢুকে হাড়ে ধাক্কা খেলো। পরমুহূর্তে ছিটকে পিছন দিকে পড়ল রানা, লোকটার দ্বিতীয় ঘুসিটা বুকে লেগেছে। ওর মনে হলো, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ছাতু হয়ে গেছে। এত জোরাল ঘুসি আগে বোধহয় কখনও খায়নি।

কয়েক মুহূর্ত পড়ে থাকল রানা, ব্যথায় চোখে অন্ধকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখছে। যেন কুয়াশার ভেতর রয়েছে ও, অনেক কষ্টে হাঁটুর উপর সিধে হলো। টলতে টলতে দাঁড়াতেও পারল, শেষ একবার চেষ্টা করে দেখতে চায়।

পা বাড়িয়ে সামনে চলে এল ইটালিয়ান। প্রথম দুটো ঘুসি ঝট করে মাথা সরিয়ে নিয়ে এড়িয়ে যেতে পারল রানা। তৃতীয় ঘুসিটা এক পা পিছিয়ে দিল ওকে। তবে পড়ে যায়নি, থামেওনি, আঘাত সামলে সামনে বাড়ল। ইটালিয়ান লক্ষ করল, রানা শুধু আক্রমণ ঠেকাচ্ছে, পাল্টা আঘাত করতে চাইছে না। রানার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে পিছাতে শুরু করল সে।

ভঙ্গিটা রানার আত্মরক্ষার, তবে সামনে বাড়ছে; আর আক্রমণের ভঙ্গি নিয়ে পিছু হটছে ইটালিয়ান। কামরার ভিতরে চক্কর দিচ্ছে ওরা। রানার চেহারায় অতি সতর্ক বা ভয় ভয় ভাব রয়েছে, সেটা দেখে দৈত্য ভাবতেও পারেনি হঠাৎ এমন লাফ দেবে ও। কাজেই তাকে খানিকটা অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে গেল রানা; প্রথম লাফেই নাগালের মধ্যে চলে এল তার লম্বা গলাটা। প্রথমেই ডান কনুই ভাঁজ করে কারাতে চপ মারল রানা লোকটার কণ্ঠনালীর উপর, পরমুহূর্তে টিপে ধরল গলটা দুই হাতে। এতক্ষণ পাঁয়তারা কষছিল রানা বক্সারের দুর্বল জায়গাটার নাগাল পেতে।

ধরার পর আর ছাড়ায় কার সাধ্য। গায়ে যতই জোর থাকুক, কনুই চালিয়ে বা ঘুসি মেরে কোনও লাভ হলো না ইটালিয়ানের। রানা যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, যত আঘাতই আসুক, গলাটা কোনও অবস্থাতেই ছাড়বে না। দু'হাত দিয়ে শ্বাসনালীটা শক্ত করেই ধরেছে ও, সেই সঙ্গে বাম হাঁটু চালাল দৈত্যের উরুসন্ধি আন্দাজ করে। গুঙিয়ে উঠল লোকটা, ছটফট করছে ব্যথায়। ধীরে ধীরে একটা আতঙ্ক ভর করল ওর চোখে, দুর্বল হাতে এখন গলাটা মুক্ত করতে চাইছে ইটালিয়ান। রানার দুই কবজি ধরে নীচের দিকে টান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিচ্ছে সে।

সুযোগ পেল রানা লোকটার গলায় চাপ বাড়াবার। এতক্ষণ গলা ধরে ঝুলে ছিল, এবার পায়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঘৃণা আর আক্রোশ থেকে উৎসারিত প্রবল আসুরিক শক্তি অনুভব করছে দুই হাতে। ইটালিয়ানের গলা বুজে গেছে, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে সে। এমন সহজ একটা কৌশলে দুর্বল প্রতিপক্ষ তাকে কাবু করে ফেলছে, এ যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। শুধু যে আতঙ্কে, তা নয়, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে তার চোখ জোড়া। দুর্বল হয়ে পিছন দিকে হেলে পড়ছে সে, আর সেটা অনুভব করে রানার হাতে যেন আরও জোর এসে যাচ্ছে। মনে হলো এক সময় কোটর ছেড়ে লোকটার চোখদুটো বেরিয়ে আসবে। শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে যাচ্ছে তার, তারপর শুয়ে পড়ল মেঝেতে। রানা চেপে বসল ওর বুকের উপর।

অক্সিজেনের অভাবে ঝাঁকি খেতে শুরু করল বিশাল শরীরটা। তারপর আস্তে আস্তে স্থির হয়ে গেল। গলাটা ছেড়ে দিল রানা। টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

মাতালের মত লাগছে রানাকে, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, টলতে টলতে এগিয়ে গেল প্রায়-অচেতন সোনিয়ার দিকে। কাঁপা কাঁপা হাতে খুলতে শুরু করল ওর হাত-পায়ের বাঁধন। কী ঘটছে সে সম্পর্কে সচেতন নয় সোনিয়া, দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, ফিসফিসিয়ে অনুনয় করল ওকে আর ব্যথা না দেবার জন্য। পাঁজাকোলা করে ওকে বিছানায় নিয়ে গেল রানা। চাদর দিয়ে ঢেকে দিল অনাবৃত দেহ। পাশে বসে হাত বুলিয়ে দিল মাথায়।

'কোনও ভয় নেই,' নরম গলায় বলল ও। 'লোকটা আর ক্ষতি করতে পারবে না তোমার।'

আচমকা উঠে বসল সোনিয়া। শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরল

www.BanglaBook.org

রানাকে, মুখ গুঁজল বুকে। হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত কাঁপছে পুরো শরীর। কাঁদছে একই সঙ্গে। বিড়বিড় করে বলল, 'আমাকে বাঁচাও, রানা। এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি দাও আমাকে!'

অনেককিছুই জানার আছে ওর কাছ থেকে, বুঝতে পারছে রানা। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময় নেই এখন। আগে মেয়েটার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে মেঝেতে পড়ে থাকা লাশটারও। এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে রুমিং হাউস থেকে... নতুন কোনও শত্রু উদয় হবার আগে। একটু ভেবে দেখল রানা—উপায় নেই, রানা এজেন্সির রোম শাখার সাহায্য এ-মুহূর্তে নিতেই হবে ওকে। শাখাপ্রধান ভূষণের মাধ্যমে ডেডবডি সরাতে হবে, এজেন্সির নিজস্ব ডাক্তারের কাছেও নেয়া যাবে সোনিয়াকে।

মেয়েটার বাহুবন্ধন থেকে সাবধানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা।

বিশ

এগজামিনেশন রুম থেকে বেরিয়ে এসে দরজা টেনে দিলেন ড. রতন চক্রবর্তী। কোলকাতায় আদি বাড়ি, বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে, ত্রিশ বছর ধরে ইটালিতে প্রবাসজীবন কাটাচ্ছেন। শুরু থেকে রানা এজেন্সির রোম শাখার সঙ্গে জড়িত, অপারেটরদের মেডিক্যাল সাপোর্ট দিচ্ছেন। রানা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে তাঁকে। এমনিতে হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ, কিন্তু এ-মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে আছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রানার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'মাইন্ড-সিডেটিভ দিয়েছি মেয়েটাকে, আমার বউ আপাতত সঙ্গে আছে ওর। জ্ঞান ফিরবে খুব শীঘ্রি। তখন দেখা করতে পারবে ওর সঙ্গে।'

'কেমন আছে মেয়েটা?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল রানা।

'ব্যথায় কাতর, তবে সেটা বেশি ভোগাবে না। মলম লাগিয়ে দিয়েছি পোড়া জায়গাগুলোতে, ওটা লোকাল অ্যানাস্থেটিক হিসেবে কাজ করবে। শুকিয়ে গেলে আবার লাগাতে হবে... কয়েকটা টিউব দিয়ে দিচ্ছি।' একটা সিগারেট ধরালেন ড. চক্রবর্তী, কথা শেষ হয়নি তাঁর। 'মুখের কন্টিউশনগুলোয় বরফ ঘষে দিচ্ছি, ফোলা কমে যাবে রাতের ভিতর। কাটাছেঁড়াগুলোও সিরিয়াস কিছু নয়, সেলাইয়ের প্রয়োজন নেই।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'যাক, ভয় তা হলে কাটল আমার।'

'ব্যাপারটা এত সহজ নয়, রানা।' গম্ভীর ভঙ্গিতে ধোঁয়ার একটা রিং ছাড়লেন ড. চক্রবর্তী। 'মেডিক্যালি হয়তো সিরিয়াস নয় ও, সামান্য মেকাপ আর বড় সানগ্লাসের সাহায্যে ঢেকে দেয়া যাবে সব আঘাতের চিহ্ন... কিন্তু তাই বলে পুরোপুরি সুস্থ বলব না ওকে।'

'কী বলতে চান?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লেন চক্রবর্তী। 'কতটা জানো ওর সম্পর্কে?'

'বলতে গেলে কিছুই না। মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়। কেন?'

'তোমার জেনে রাখা দরকার, আজ যা ঘটেছে, সেটাই ওর প্রথম অভিজ্ঞতা নয়। পুরনো অত্যাচারের চিহ্ন দেখেছি আমি... কিছু কিছু অত্যন্ত সিভিয়ার।'

'কী ধরনের চিহ্ন?'

'সিগারেটের ছ্যাঁকা তো আছেই... আরও আছে বেশ কিছু কাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাগ—ওগুলোর প্রত্যেকটাই করা হয়েছে মেডিক্যাল ইকুইপমেন্টের সাহায্যে, খুবই পেশাদার ভঙ্গিতে, অল্প চেষ্টায় সর্বোচ্চ কষ্ট দেবার জন্য।'

'কতদিনের পুরনো বলে মনে হয় আপনার?'

'এক-দেড় বছর... তার বেশি না। কয়েক জায়গার টিস্যু এখনও নরম।'

'কেন এসব করা হয়েছে, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

সিগারেটে টান দেবার জন্য একটু বিরতি নিলেন চক্রবর্তী। তারপর বললেন, 'এ-ধরনের পরিস্থিতিতে প্রলাপ বকে রোগী, মেয়েটার বেলাতেও তা-ই ঘটেছে। সেখান থেকেই কিছুটা আইডিয়া করেছি। বিপ্লব, আনুগত্য, আত্মত্যাগ... এসব হাবিজাবি বকছিল। আমার ধারণা, খুবই পরিকল্পিতভাবে ব্রেইনওয়াশ করা হয়েছে এর... কিংবা করার চেষ্টা চালানো হয়েছে।'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল রানার। 'ব্রিগাতিস্তি-রা তা হলে ব্রেইনওয়াশে বিশ্বাসী?'

কপালে ভাঁজ পড়ল ড. চক্রবর্তীর। 'ব্রিগাতিস্তি? মানে রেড ব্রিগেডের সদস্যদের কথা বলছ?'

'সরি, মনের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ভুলে যান কী বলেছি, তাতে আপনারই মঙ্গল হবে।'

'আমি নাহয় ভুলে গেলাম। কিন্তু তোমার বান্ধবীকে এসব ভোলানো খুব কঠিন হবে। ওর মাথাভর্তি জঞ্জাল গিজগিজ করছে।'

'যতটা হোপলেস ভাবছেন, ততটা হয়তো নয়,' বলল রানা। 'ব্রিগেড ছেড়ে পালিয়ে এসেছে ও।'

'পুরোপুরি সুস্থভাবে?' জানতে চাইলেন চক্রবর্তী।

'শারীরিকভাবে যতটা সম্ভব আর কী।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা হলে ও একটা ব্যতিক্রম।'

'ব্যতিক্রম হলেই ভাল। কারণ জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ওর সাথে কথা বলতে চাই আমি... খোলসের ভিতরে ফের ঢুকে পড়ার আগে। কিছু একটা লুকাচ্ছে ও, সেটা জানতে হবে আমাকে।'

'আই সি,' বললেন ড. চক্রবর্তী। 'কিন্তু তোমাকে সতর্ক করে দেয়া দরকার, সাইকোলজিক্যালি অত্যন্ত নাজুক অবস্থাতে আছে মেয়েটা। দীর্ঘদিন টরচার চালানো হয়েছে ওর উপর, সেটা ভুলে যেয়ো না।'

'অস্বীকার করছি না। কিন্তু ওর মুখ খোলানোর জন্য এর কোনও বিকল্প নেই আমার হাতে। আমার ধারণা, মেয়েটার দাদীও ঠিক একই জিনিস চেয়েছিলেন। সেজন্যেই ওকে তুলে দিয়েছেন আমার হাতে...' বলতে বলতে থেমে গেল রানা। ড. চক্রবর্তী ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে, কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পারছেন না। পারার কথাও নয়। 'সরি, আপনাকে সবকিছু জানানো সম্ভব নয় এ-মুহূর্তে,' লজ্জিত গলায় বলল ও।

'ইটস্ ওকে,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন চক্রবর্তী। 'মেডিক্যাল বিষয় ছাড়া অন্য কিছুতে আগ্রহ নেই আমার।'

এগজামিনেশন রুমের দরজা ফাঁক করে উঁকি দিলেন মিসেস চক্রবর্তী। জানালেন, 'মেয়েটার জ্ঞান ফিরছে।'

'যাও,' রানাকে বললেন ডাক্তার। 'বেশি চাপ দিয়ো না, এটুকুই আমার পরামর্শ।'

আলতো হাতে সোনিয়ার গাল স্পর্শ করল রানা। ছোঁয়া পেতেই বালিশের উপর মাথা কাত করল মেয়েটা, ঠোঁটদুটো ফাঁক হলো, বেরিয়ে এল মৃদু গোঙানি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। সোনিয়া মাযোলা নামের এই অদ্ভুত তরুণীর রহস্য ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুরু করেছে। শুরু থেকে দুর্ভেদ্য এক দেয়াল খাড়া করে রেখেছিল ও রানা-কুয়াশার সামনে, সেটা ভেদ করে উঁকি দেয়া যাচ্ছিল না। পাহাড়ের মাঝে অস্ত্রহাতে দাঁড়িয়ে থাকা সেই নির্ভীক মেয়ে, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র রস-কষ লক্ষ্য করেনি; অথচ ট্রলারে উঠে সে-ই পরিণত হয়েছিল প্রাণচঞ্চল এক মানুষে। ইটালির মাটিতে পা দেবার পর আবার হারিয়ে গিয়েছিল চাঞ্চল্য। মেলানো যাচ্ছিল না এই আচরণের পার্থক্য। এখন বুঝতে পারছে, সাগরের বুকের ওই ট্রলার ছিল মেয়েটির জন্য একটা অভয়াশ্রয়, ওখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে হয়েছিল ওর নিজেকে, তাই মেতে উঠেছিল হাসি-ঠাট্টায়। ঠিক যেমন কারাগারের চার দেয়ালের মাঝে বন্দি কয়েদি উপভোগ করার চেষ্টা করে মুক্ত বাতাসকে।

ক্ষত-বিক্ষত মনের মানুষ এভাবেই আচরণ করে। ক্ষতের স্বরূপ জানবার পরে আস্তে আস্তে সবই অনুধাবন করতে পারছে রানা। আর কী-ই বা আশা করা যায় সোনিয়ার কাছ থেকে। জীবনের সবচেয়ে নিচুস্তরে দীর্ঘ একটা সময় কাটিয়েছে বেচারি, পাগল যে হয়ে যায়নি, তা-ই ঢের।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল সোনিয়া। ভয়ার্ত ভঙ্গিতে চোখের পাতা পিটপিট করল কয়েকবার, ঠোঁট কাঁপল। কয়েক মুহূর্ত পর যেন চিনতে পারল রানাকে। ভয় মিলিয়ে গেল দৃষ্টি থেকে, আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিল রানা।

'গ্রাৎসি!' ফিসফিসাল সোনিয়া। 'ধন্যবাদ, অসিয়ো রানা। ধন্যবাদ...'

ওর ঠোঁটের উপর একটা আঙুল রাখল রানা। নরম সুরে বলল, 'ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন নেই। কী ধরনের অত্যাচার সয়েছ তুমি, তা শুনেছি আমি ডাক্তারের কাছে। এখন বাকিটা বলো। মার্সেইয়ে কী ঘটেছিল?

www.BanglaBook.org

দু'চোখে অশ্রু জমল সোনিয়ার। কেঁপে উঠল আবার। 'না! ওসব জিজ্ঞেস কোরো না!'

'প্লিজ... আমাকে সব জানতে হবে। ভয় নেই তোমার। আর কোনোদিন তোমাকে ছুঁতে পারবে না ওরা... আমি কথা দিচ্ছি।'

'কী করে ওরা, তা তো দেখেছ। ওফ্, সেই কষ্ট...'

'...আর কোনোদিন পেতে হবে না তোমাকে,' সোনিয়ার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রানা। রুমাল দিয়ে মুছে দিল চোখের পানি। 'শোনো, তোমার অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি। কেন পালিয়ে গিয়েছিলে, কেন নিজেকে সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলে... সেসব জেনে গেছি। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, ওটা কোনও সমাধান নয়। পালিয়ে, স্বেচ্ছাবন্দির মত বেঁচে থেকে লাভ নেই কোনও। ওটাকে জীবন বলে না। তাই অনুরোধ করছি, সাহায্য করো আমাকে, যাতে ওই পিশাচদের ধ্বংস করে দিতে পারি। আর কিছুর জন্য না হোক, অন্তত প্রতিশোধের জন্য! যা করেছে ওরা তোমার সঙ্গে, তার শাস্তি দেবার জন্য হলেও জ্বলে ওঠো!'

রানার চোখে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল সোনিয়া, যেন বোঝার চেষ্টা করল ওকে। হঠাৎই সে টের পেল, সামনের এই যুবকটিকে বিশ্বাস করা যায়। চোখের মণিতে বাসা বেঁধেছে মায়া-মমতা আর আশ্বাস। মনের ভিতর অনুভব করল, এর উপর আস্থা রাখলে কখনও ঠকতে হবে না। অদ্ভুত এক প্রেরণা অনুভব করল বুকের ভিতর।

লম্বা করে শ্বাস ফেলল ও। বিছানায় উঠে বসে নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কী জানতে চাও?'

'মার্সেইয়ের ঘটনা,' বলল রানা। 'ওই ব্রিগাতিস্তি কীসের কথা বলছিল?'

কথা গুছিয়ে নেবার জন্য একটু অপেক্ষা করল সোনিয়া।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর বলতে শুরু করল, 'ড্রাগ চোরাচালানের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল আমাকে। কুরিয়ারের সঙ্গে যাবার কথা ছিল—তার হয়ে চারদিকে নজর রাখা, সেইসঙ্গে বেশ্যার মত লোকটার মনোরঞ্জন করার জন্য পাঠানো হয়েছিল আমাকে।' একটু কেঁপে উঠল। 'চোরাচালানের সময় এ-ধরনের মেয়েদের গুরুত্ব অনেক। দরকার হলে সরকারি লোকজনের কাছে ঘুষ হিসেবে পাঠানো যায় এদেরকে, ডিকয় হিসেবে ব্যবহার করা যায়... নজরদারির জন্যও এরা আদর্শ; কেউ সন্দেহ করতে পারে না। এসব কাজে ট্রেইনিং দেয়া হয়েছিল আমাকে। মুখ বুজে সব সহ্য করেছি; ব্রিগেডকে ভাবতে দিয়েছি, আমার মধ্যে কোনও ধরনের প্রতিরোধ অবশিষ্ট নেই। তাই শেষ পর্যন্ত ফিল্ডে পাঠানো হয় আমাকে। কুরিয়ার লোকটা ছিল এক জানোয়ার, আমাকে বিছানায় নেবার জন্য তর সইছিল না যেন তার। ল্য স্পেজিয়ার বন্দরে যাই আমরা, একটা ফ্রেইটারে চড়ি। ওটাতে করে মার্সেইয়ে যাবার কথা ছিল। জাহাজের নীচদিকের একটা স্টোরেজ রুমে থাকতে দেয়া হয় আমাদেরকে।

'ওখানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুরিয়ার। জাহাজ ছাড়তে তখনও এক ঘণ্টা বাকি, ওকে অনুরোধ করলাম ততক্ষণ অপেক্ষা করতে; কিন্তু কে শোনে কার কথা। জামা-কাপড় ছিঁড়ে আমাকে উদোম করে ফেলল শয়তানটা, রেপ করার চেষ্টা করল। এমনিতেই তার সঙ্গে শুতাম, কিন্তু লোকটা ছিল স্যাডিস্ট, জোর খাটানো ছাড়া মজা পায় না। মেঝের উপর আমাকে ছুঁড়ে ফেলে চড়ে বসল আমার গায়ের উপর, শুরু করল চড়-থাপ্পড় আর ঘুসি। কী যে হয়ে গেল আমার ভিতর... বাধা দিলাম ওকে, তাতে আরও যেন খেপে গেল বদমাশটা। চালাল অকথ্য অত্যাচার। মনে হচ্ছিল বুঝি খুন করে ফেলবে আমাকে। মরিয়ার মত মেঝে হাতড়ালাম, হাতে পেয়ে গেলাম একটা ভাঙা

www.BanglaBook.org

কাঁচের টুকরো। লোকটা আমার শরীরের উপর উপুড় হতেই সেটা ঢুকিয়ে দিলাম তার পিঠে। চিৎকার দিয়ে আমার উপর থেকে সরে গেল সে। ততক্ষণে মাথা খারাপের মত হয়ে গেছে আমার, এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করলাম ব্যাটাকে। যখন সংবিৎ ফিরল, তখন সর্বনাশ হয়ে গেছে। মরে গেছে লোকটা, তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে... মানুষ খুন করেছি আমি...'

ফুঁপিয়ে উঠল সোনিয়া। তাড়াতাড়ি ওকে জড়িয়ে ধরল রানা। বলল, 'শান্ত হও। যা করেছ, তা আত্মরক্ষার জন্য করেছ। মৃত্যুই প্রাপ্য ছিল লোকটার।'

'আ... আমি কোনও অন্যায় করিনি?'

'না, একটুও না। আত্মগ্লানি থেকে বাঁচতে চাইলে এটাই প্রথমে বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে। একজন মানুষের প্রাণ নিয়েছ তুমি, তবে সেটা নিতান্তই নিজের প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে। এটা একটা যুদ্ধ, সোনিয়া। হয় মারো, নয় মরো—এটাই যুদ্ধের নিয়ম।'

ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল সোনিয়া। 'তুমি এক অদ্ভুত মানুষ, রানা। অকাট্য যুক্তি দেখাচ্ছ... মনে হচ্ছে নিজের বেলাতেও খাটাও এই যুক্তি; কিন্তু গলার স্বর বলছে, যুক্তিটা সবসময় মানতে পারো না।'

চুপ করে রইল রানা। কিন্তু মনে মনে স্বীকার করল, ভুল বলেনি মেয়েটা। বহু মানুষ মারা পড়েছে ওর হাতে, তাদের সবাই ছিল মন্দলোক, হত্যাগুলোও করতে হয়েছে পরিস্থিতির তাগিদে। কিন্তু মানুষের রক্তে হাত রাঙানোর গ্লানি কি দূর হয়েছে ওই যুক্তি দেখিয়ে? না, হয়নি। প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখে ও, মনকে পীড়া দেয় সেসব স্মৃতি। তবে তা সোনিয়াকে বলা চলে না।

'আমার কথা বাদ দাও,' বলল রানা। 'এরপর কী ঘটল? কুরিয়ারকে খুন করার পরে?'

www.BanglaBook.org

'না। তোমাকে ধর্ষণ করতে আসা একটা পশুকে খুন করার পরে।'

কৃতজ্ঞতা ফুটল সোনিয়ার চোখে। বলল, 'বুদ্ধি খাটালাম আমি। লোকটার পোশাক চড়ালাম নিজের গায়ে—ট্রাউজারের পা গুটিয়ে নিলাম, কোটের ভিতরে ভরে নিলাম নিজের জামা, চুল ঢাকলাম ওর টুপির ভিতরে। তখন রাত নেমে এসেছে, অন্ধকারে কেউ চিনতে পারল না আমাকে। বন্দরের শ্রমিকরা ফ্রেইটারে মালামাল ওঠাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে মিশে নেমে গেলাম ডকে।'

'চমৎকার!' প্রশংসা করল রানা।

'কাজটা কঠিন ছিল না,' বলল সোনিয়া। 'কঠিন ছিল ডকে পা ফেলার পরের মুহূর্তটা।'

'কেন? কী ঘটেছিল?'

'চিৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। চেঁচিয়ে সবাইকে জানাতে ইচ্ছে করছিল—আমি মুক্ত! খুব কষ্ট করে ঠেকিয়েছি নিজেকে। এরপরের অংশটা ছিল আরও সহজ। কুরিয়ারের কোটের পকেটে নগদ টাকা ছিল। বাসে চেপে চলে গিয়েছিলাম জেনোয়ায়। নতুন পোশাক আর বিমানের টিকেট কেটে পরদিন দুপুরেই পৌঁছে গিয়েছিলাম বাস্তিয়ায়... মানে কর্সিকায়।'

'ওখান থেকে পোর্তো ভেচিয়োয় চলে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার দাদী জানতেন এসব ঘটনা?'

'কিছুটা। খারাপ অংশগুলো বলিনি ওঁকে। তবে সম্ভবত আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। আমি অবশ্য ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। মুক্তি পেয়েছিলাম, সেটাই ছিল আনন্দের ব্যাপার।'

'ওটাকে মুক্তি বলে না, সোনিয়া। সত্যি বলতে কী, নতুন একটা কারাগারে ঢুকেছিলে তুমি। চারপাশের পাহাড় ছিল সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারাগারের দেয়াল।'

মুখ ঘোরাল সোনিয়া। 'তাতে কিছু যায়-আসে না। ওভাবে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম আমি। ছোটবেলা থেকে ওই পাহাড় আর উপত্যকাকে ভালবেসেছি আমি।'

'স্মৃতিগুলোই ধরে রাখো,' রানা বলল। 'আর কখনও ফিরে যেয়ো না ওখানে।'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল সোনিয়া। 'তুমি তো বলেছিলে, একসময় ওখানে ফিরতে পারব আমি... যখন দাদীর খুনিরা শাস্তি পাবে!'

'হয়তো। কিন্তু কবে নাগাদ তা ঘটবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তার আগে ওখানে ফেরা উচিত হবে না তোমার। সবচেয়ে ভাল হয় যদি কখনোই না ফেরো।'

একটু থামল রানা। ভাবছে। রহস্য এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি। সোনিয়ার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে জানা গেছে, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হচ্ছে না ওর। মারিয়া মাযোলা নিশ্চয়ই আরও কিছু জানতেন... এমন কিছু, যা ওর তদন্তে সহায়ক হবে। সে-কারণেই সোনিয়াকে পাঠিয়েছেন ওর সঙ্গে। কী সেটা? মেয়েটাকে আরেকটু জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে ঠিক করল।

'কিছু মনে কোরো না, আরও কিছু প্রশ্ন আছে আমার,' বলল ও। 'ড্রাগের চোরাচালান... ওটা ঠিক কীভাবে করা হয়? কুরিয়ারের কথা শুনলাম, সঙ্গে একটা মেয়ে থাকে... ওরা কি কোনও কন্ট্যাক্টের সঙ্গে দেখা করে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সোনিয়া। 'জায়গা আর সময় ঠিক করা থাকে। নির্দিষ্ট একটা পোশাকে মেয়েটাকে থাকতে হয় সেখানে। কন্ট্যাক্ট তার সঙ্গে দেখা করে। কুরিয়ার থাকে পিছনে, মেয়েটার দালাল সেজে। পুলিশ ধরলে এই কাভারই ব্যবহার করা হয়।'

www.BanglaBook.org

'তারমানে মেয়েটার মাধ্যমে যোগাযোগ রাখে কন্ট্যাক্ট আর কুরিয়ার। ড্রাগের ডেলিভারিও কি ওভাবেই সারা হয়?'

'মনে হয় না। আমি তো সত্যিকারভাবে একবারও কাজটা করিনি, তবে যদ্দূর জানি—কন্ট্যাক্ট শুধু ডিস্ট্রিবিউশনের শিডিউল ঠিক করে। তার নির্দেশ অনুসারে সরবরাহকারীর কাছে যেতে হয় কুরিয়ারকে। এক্ষেত্রেও সঙ্গের মেয়েটাকে কাজে লাগানো হয়।'

'তারমানে যদি কেউ গ্রেফতার হয়, বা ধরা পড়ে... সেটা হবে ওই মেয়ে?'

'হুঁ। পতিতা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না পুলিশ। ধরা পড়লেও সহজেই তাকে ছাড়িয়ে আনা যায়।'

'ভাল বুদ্ধি,' মাথা দোলাল রানা। 'মেয়েটা ধরা পড়লেও কুরিয়ার নিরাপদ থাকছে। সরবরাহকারীর কাছে সে নিজেই যেতে পারবে।'

একটু ভাবল ও। দেয়ালের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, কৌশলটার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু আছে কি না।

'বেশিরভাগ ঝুঁকিই কমিয়ে আনা হয়,' যোগ করল সোনিয়া। 'ড্রাগ আনা-নেয়ার প্রতিটা ধাপেই নিরাপত্তা বজায় রাখে ওরা... মানে, অমনটাই শুনেছি আমার সঙ্গের মেয়েদের মুখে।'

'ঝুঁকি কমিয়ে আনা হয়?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'হ্যাঁ। প্রতিটা ধাপেই ফেইল-সেফ সিস্টেম আছে... দরকার হলে মাল ফেলে দেয়া হবে, তাও আসল লোককে কিছুতেই ধরা পড়তে দেয়া হবে না। খুবই অর্গানাইজড ওরা।'

একটু চমকে উঠল রানা। ধরতে পেরেছে রহস্য। ঝুঁকি কম, লাভ বেশি! এটাই একটা প্যাটার্ন। এই কৌশলেই কাজ করে ফেনিস!

'সোনিয়া,' জিজ্ঞেস করল ও, 'এই কন্ট্যাক্টরা কোত্থেকে আসে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কীভাবে ব্রিগেডের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা?'

'তা আমার জানা নেই। তবে ড্রাগের ব্যবসা থেকে প্রচুর আয় করে ব্রিগেড। ওটাই ওদের আয়ের মূল উৎস। পুরো সংগঠন চলে ড্রাগ চোরাচালানের টাকা দিয়ে।'

'শুরুতে নিশ্চয়ই এমন ছিল না? কবে থেকে শুরু হয়েছে এসব, তা বলতে পারো?'

'কয়েক বছর আগে থেকে। ব্রিগেড যখন নতুন করে বিস্তার শুরু করল।'

'বিস্তারটা সম্ভবত ওই ড্রাগের টাকা থেকে হয়েছে। কিন্তু সেটার শুরুটা কীভাবে হয়েছে?'

'শোনা কথাই শুধু বলতে পারি তোমাকে। ইটালিয়ান জেলে বন্দি ছিল রেড ব্রিগেডের কিছু নেতা। তাদের সঙ্গে নাকি রহস্যময় এক লোক দেখা করে, প্রস্তাব দেয় ড্রাগের ব্যবসায় যোগ দেবার। যুক্তি দেখিয়েছিল, এতে ঝুঁকি কম... অন্তত কিডন্যাপিং আর চুরি-ডাকাতির চেয়ে কম তো বটেই। কিন্তু আয় অনেক।'

'সোজা কথায়,' বলল রানা, সশব্দে চিন্তা করছে, 'ওদেরকে সহজ কায়দায় বড় ধরনের ফাইনান্স করতে চেয়েছে সে। দু'চারজন মানুষকে কাজে লাগালেই চোরাই ড্রাগ থেকে লাখ লাখ লিরা কামাই করা সম্ভব। ঝুঁকি কম, লাভ বেশি। খুব বেশি লোকবলেরও প্রয়োজন নেই।'

'ঠিক ধরেছ,' সোনিয়া বলল। 'যতটুকু জানি, ড্রাগ জোগাড়ের সমস্ত কন্ট্যাক্ট ওই লোকের মাধ্যমেই আসে। ওর কারণেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাচ্ছে রেড ব্রিগেড।'

'আর সে-টাকায় নিজেদের আসল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারছে ওরা,' চেহারায় কিছুটা রুক্ষতা ভর করল রানার। 'প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়ার আন্দোলন—সোজা কথায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেরোরিজম!' বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। 'ওই লোকটা... ব্রিগেডের নেতাদের সঙ্গে যে দেখা করেছিল... সে কি এখনও যোগাযোগ রাখছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোনিয়া। 'এবারও শোনা কথাই বলতে হবে। মাত্র দু'বার তাকে সামনাসামনি দেখেছে নেতারা, এরপর থেকে পালাক্রমে তার প্রতিনিধিরা যোগাযোগ রাখছে। তারাও কিছুদিন পর পর বদলে যায়।'

'অবাক হচ্ছি না। অনুসরণ করবার মত নির্দিষ্ট কোনও সূত্র রাখা হচ্ছে না। এভাবেই কাজ করে ওরা।'

'কারা?'

'ফেনিস।'

বিস্মিত চোখে রানার দিকে তাকাল সোনিয়া। 'এ-কথা কেন বলছ?'

'কারণ এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। সত্যিকার নারকোটিক্স ডিলার-রা কখনও রেড ব্রিগেডের মত উন্মাদদের সঙ্গে নিজেকে জড়াবে না। পুরোটাই আসলে একটা কন্ট্রোলড্ সিচুয়েশন, টেরোরিজমকে ফাইনান্স করার জন্য এক উপলক্ষ্য মাত্র। ইটালিতে রেড ব্রিগেড, জার্মানিতে বাদের-মেইনহফ, মধ্যপ্রাচ্যে আল-কায়েদা... একেক জায়গায় একেক পদ্ধতিতে টাকা জোগানো হচ্ছে, গোপনভাবে। এরা নিজেরাও সম্ভবত জানে না, দুনিয়ায় অরাজকতা ছড়ানোর জন্য ফেনিস ওদেরকে দাবার গুটির মত ব্যবহার করছে। যত দিন যাচ্ছে, ততই শক্তিশালী হচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা; তত বেশি ক্ষয়ক্ষতি মুক্ত পৃথিবীর।'

রানার হাত আঁকড়ে ধরল সোনিয়া। 'মানে কী এর?'

'পরিকল্পনা অনুসারে এগোচ্ছে ফেনিস, সনাতন সমাজ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে শুরু করেছে ধাপে ধাপে। কীভাবে

www.BanglaBook.org

সেটা করা হচ্ছে, তার একটা অংশ আমাকে দেখিয়ে দিয়েছ তুমি। বাকিটা আন্দাজ করতে কষ্ট হচ্ছে না। গেরিলা যুদ্ধের কৌশল নিয়েছে ওরা। পুরো পৃথিবীকে ভাগ করেছে ছোট ছোট যুদ্ধক্ষেত্রে, একটা করে অপরাধী-দল সেসব যুদ্ধক্ষেত্রকে ধ্বংস করছে চোরাগোপ্তা হামলার মাধ্যমে। অবিশ্বাস্য!'

'এ তো নতুন কিছু নয়,' বলল সোনিয়া। 'ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে জড়িত তুমি। দুনিয়াজুড়ে সন্ত্রাসের ব্যাপারে আগে থেকেই নিশ্চয়ই আইডিয়া আছে তোমার?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, 'কিন্তু সেসব যে এক সুতোয় গাঁথা, তা জানা ছিল না। পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর, সোনিয়া। সাধারণ কোনও অপরাধীর মোকাবেলা করছি না আমরা। এরা বিবেকহীন... সুসংগঠিত। কাজে লাগাচ্ছে ফ্যানাটিক আর উন্মাদদেরকে। যুক্তি মানবে না ওরা, কোনও প্রলোভনে কাজ হবে না! উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত থামবেও না কিছুতেই!'

এটুকু বলে থেমে গেল রানা। অন্ধকারে আলোর রেখা দেখতে পেয়েছে, আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসছে ফেনিসের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ। কেন একই সঙ্গে অপরাধী-চক্র এবং সরকারি লোকজনকে হাতে রাখছে ওরা, তা বুঝতে পেরেছে। সন্ত্রাসী আর অপরাধীদের মাধ্যমে অরাজকতা সৃষ্টি করা হবে, বিপদে ফেলা হবে বিভিন্ন দেশের সরকারকে। শাসনযন্ত্রের শীর্ষপদে থাকা রাষ্ট্রনায়করা যখন অসহায় হয়ে পড়বেন, যখন ক্ষমতার পালাবদলের জন্য মুখর হয়ে উঠবে জনতা... তখুনি ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হবে ফেনিস কাউন্সিলের সদস্যরা। কাজটাতে তাদেরকে সাহায্য করবে সরকারি লোকেরাই। এভাবেই পৃথিবীর মালিক হবে তথাকথিত নীল রক্তধারী ফিনিক্স-রা—রাজনীতির লেবাস পরে!

সঙ্গিনীর দিকে ফিরল রানা। বলল, 'আমি মত পাল্টেছি,

www.BanglaBook.org

সোনিয়া। তোমার সাহায্য চেয়েছিলাম আগে, কিন্তু এখন আর চাই না। অনেক ঝড়-ঝাপটা সয়েছ তুমি, এরপর তোমাকে আর বিপদের মাঝে টেনে আনা উচিত হবে না...'

'তা-ই?' একটা ভুরু একটু উঁচু করল সোনিয়া। 'ব্যাপারটা এত সহজ? চাইলে... আর বাদ দিয়ে দিলে?'

'কেন, তোমার পছন্দ হচ্ছে না সেটা?'

'তোমার মত মানুষ আমি আগে কখনও দেখিনি, রানা,' থমথমে গলায় বলল সোনিয়া। একটু যেন রেগে গেছে, দ্রুত ওঠানামা করছে চাদরে ঢাকা সুগঠিত বুক। 'মরা একটা মানুষের মাঝে প্রাণ ফিরিয়ে দিলে... তার বুকের ভিতর জাগিয়ে তুললে প্রতিশোধস্পৃহা; অথচ তারপরেই তাকে আবার বলছ সরে দাঁড়াতে!'

'তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি...' বলার চেষ্টা করল রানা।

'মঙ্গল!' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সোনিয়া। 'আবার গা-ঢাকা দিতে হবে আমাকে। ফিরে যেতে হবে আতঙ্কের সেই জীবনে, প্রতিমুহূর্তে আঁতকে উঠতে হবে... এই বুঝি আমার নাগাল পেয়ে গেল খুনিরা! একে তুমি মঙ্গল বলছ? গতকাল তুমিই আমাকে কথা দিয়েছিলে, এসবের ইতি ঘটাবে; আজ সে-কথা ফিরিয়ে নিচ্ছ?'

'না,' রানা বলল। 'তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবশ্যই করব আমি। টাকা-পয়সা, লুকানোর জায়গা... সবই ঠিক করে দেব। ব্রিগাতিস্তিরা কোনোদিনই আর খোঁজ পাবে না তোমার।'

'তারপরেও সেটাকে মুক্তি বলা চলে না, রানা। না... যাব না আমি! খেয়ালখুশিমত আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারো না তুমি—নিজের সুবিধের জন্য, কিংবা আমাকে করুণা দেখানোর জন্য!' সোনিয়ার কর্সিকান চোখদুটো জ্বলছে। 'কী অধিকার আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার? কোথায় ছিলে তুমি, যখন দিনের পর দিন অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছিল আমার উপর? ওসব আমি সয়েছি, তুমি নও। কাজেই প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার আছে আমার। কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না। যদি দিতেই চাও, আমাকে খুন করতে হবে তোমাকে; কারণ কিছুই আর ঠেকাতে পারবে না আমাকে।'

'এসব স্রেফ জেদের কথা, সোনিয়া,' বোঝানোর চেষ্টা করল রানা। 'বোকামি কোরো না, তুমি এখন মুক্ত। নিজেকে আবার জড়িয়ো না এসবের সঙ্গে।'

'বোকামি আমি করছি না, করছ তুমি! বহুদিন ছিলাম আমি ব্রিগেডের সঙ্গে, তোমাকে সাহায্য করবার মত যোগ্যতা আছে আমার। হতে পারো তুমি বিরাট কিছু, কিন্তু এদেশি সন্ত্রাসীরা কীভাবে কাজ করে, সে-ব্যাপারে আমার মত ইন-ডেপথ নলেজ তোমার নেই।'

'আমি সরাসরি ব্রিগেডের পিছনে লাগতে যাচ্ছি না, সোনিয়া। ওদের কাজের ধারা জানবার কোনও প্রয়োজন নেই আমার।'

'তবু আমি তোমার সঙ্গে থাকব। তার মূল্য চুকানোর জন্য যদি শরীর দিতে হয়, তাও দেব!'

থমকে গেল রানা। মেয়েটার কী মাথাই খারাপ হয়ে গেল? শান্ত গলায় ও জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এত খেপেছ কেন, বলো তো?'

'তুমিই আমাকে খেপিয়েছ, রানা। ভীরুর মত বেঁচেছি আমি এতদিন, কিন্তু তুমি আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছ, এভাবে বাঁচা অর্থহীন। অত্যাচারিত যদি মুখ বুজে থাকে, তা হলে আরও শক্তিশালী হতে থাকে অত্যাচারীরা।'

'মনে হচ্ছে বড্ড ভুল করে ফেলেছি,' বিড়বিড় করল রানা।

'আরেকটা কারণ আছে,' না শোনার ভান করে বলে চলল সোনিয়া। 'আমাদের বিপ্লবকে তুমি ছোট করে দেখেছ, সেটাও

www.BanglaBook.org

মেনে নেয়া যায় না। কমিউনিজমের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সবাই মন্দ মানুষ নয়, রানা। পৃথিবীকে বদলে দিয়ে সত্যিকার অর্থে একটা সুন্দর সমাজ গড়তে চায়, এমন আদর্শবাদীর অভাব নেই বিপ্লবীদের মাঝে। ওদেরকে ম্যানিপুলেট করছে একদল ক্ষমতাবান মানুষ, ঠেলে দিচ্ছে সন্ত্রাসের পথে, সারা দুনিয়ার সামনে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে খুনি-উগ্রবাদী হিসেবে। তোমার ভাষায় ওরা ফেনিস কাউন্সিল, আর আমি বলব এটা পুঁজিবাদের আরেক শাখা ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যিকার বিপ্লবী হিসেবে ওদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার অধিকার আমার আছে!'

শান্তভাবে মেয়েটার মুখের ভাব যাচাই করল রানা, কোনও কৃত্রিমতা নেই তাতে। শব্দ করে শ্বাস ফেলে বলল, 'তোমরা সবাই একরকম! ভাষণ দেয়ায় ওস্তাদ!'

হাসল সোনিয়া, শুকনো হাসি। 'ভাষণ ছাড়া আর কোনও হাতিয়ার তো নেই আমাদের হাতে।' হাসিটা মুছে গেল, সেখানে ভর করল অদ্ভুত এক বেদনার ছাপ। 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি আমি,' বলল ও।

'কী?'

'তোমাকে। অনেক দুঃখ জমা আছে তোমার ভিতরে, সেটা মুখ দেখলেই বোঝা যায়। কারণ কী? নিজের পেশা... জীবন... এসব নিয়ে কি সুখী নও তুমি?'

'এ-প্রশ্নের জবাব দেয়ার কোনও প্রয়োজন দেখছি না।'

'প্রয়োজন আছে, রানা। হয়তো তোমার জন্য নেই, কিন্তু আমার জন্য আছে।'

'কেন?'

'শুধু আমার প্রাণ বাঁচাওনি তুমি, বেঁচে থাকার লক্ষ্যও ফিরিয়ে দিয়েছ। বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কিন্তু সুখ অনুভব করছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি। জীবনটাকে আর মূল্যহীন বলে মনে হচ্ছে না। যে-মানুষ আমাকে এই অনুভূতি এনে দিল, তাকে আমি অসুখী দেখতে চাই না। আমারও একটা দায়িত্ব আছে তার প্রতি।'

'ভুলে যাও ওসব। কঠিন এই জীবন... কঠিন এ পেশা আমি স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি। এর জন্য যত দুঃখ-কষ্ট আসুক, তার দায় আমার... শুধুই আমার।'

'কিন্তু আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই!'

'প্রেম দিয়ে? ভালবাসা দিয়ে? তার কোনও দরকার নেই, সোনিয়া। সাহায্য যদি করতেই চাও, তা হলে ফেনিসকে ঠেকানোর কাজে সাহায্য করো।'

'তারমানে আমাকে সঙ্গে রাখছ তুমি?'

হাসল রানা। 'উপায় কী? নিজেই তো বললে, প্রাণ থাকতে কিছুতেই পিছু হটবে না তুমি। তা ছাড়া... যে-কাজে নামছি, তাতে সঙ্গে একজন মেয়ে থাকলে মন্দ হয় না। জুটি হিসেবে কাভার মেইনটেন করা যাবে।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সোনিয়ার মুখ। 'এখন কি তা হলে প্ল্যানটা খুলে বলা যায় আমাকে? রোমে কেন এসেছ তুমি? কী কাজ এখানে?'

'কেন নয়?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বিয়াঙ্কি নামে একটা পরিবারকে খুঁজছি আমি।'

'দাদীর দেয়া তালিকায় পেয়েছ এই নাম?'

'হুঁ। প্রথমটাই। সে-আমলে রোমে ছিল পরিবারটা।'

'এখনও আছে,' বলল সোনিয়া, 'ঠিক রোমে নয়, তবে রোমের খুব কাছে থাকে ওই পরিবারের অন্তত একটা অংশ।'

বিস্মিত হলো রানা। 'তুমি কী করে জানো?'

'রেড ব্রিগেডের কল্যাণে। বিয়াঙ্কি-পাভারোনি পরিবারের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা ছেলেকে কিডন্যাপ করেছিল ওরা তিভোলির এক এস্টেট থেকে। ওর তর্জনী কেটে পাঠানো হয়েছিল মুক্তিপণের দাবির সঙ্গে। এই তো... খুব বেশি হলে বছরদুয়েক আগেকার কথা।'

আবছা আবছা মনে পড়ল রানার—পেপারে পড়েছিল এই ঘটনা। ইটালির এক ধনী পরিবারের ছেলেকে অপহরণ করেছিল দুষ্কৃতকারীরা, তবে শেষ পর্যন্ত মুক্তিপণ দেয়া হয়নি। টাকাপয়সা ছাড়াই তাকে ছেড়ে দিয়েছিল কিডন্যাপাররা। ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় মনে হয়েছিল বলে এখনও ভুলে যায়নি। এরপর বেশ কিছুদিনের জন্য খুনখারাপি বেড়ে গিয়েছিল ইটালির আণ্ডারওয়ার্ল্ডে। বেশ কিছু ব্রিগাতিস্তি মারা পড়েছিল চোরাগোপ্তা হামলায়, সেই রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। তবে কি প্রতিশোধ নিয়েছিল ফেনিস? কাউন্সিল-সদস্যের আত্মীয়কে অপহরণ করায় খুন করেছিল ব্রিগেডের সদস্যদেরকে?

যত ভাবল, ততই বদ্ধমূল হলো ধারণাটা। হ্যাঁ, রেড ব্রিগেডের কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ফেনিসের সঙ্গে। তার মূল্যও চুকাতে হয়েছে চরমভাবে। ওদেরকে কঠিন শিক্ষা দেয়া হয়েছে!

সোনিয়ার দিকে চোখ ফেরাল রানা। 'ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলে তুমি?'

'উঁহুঁ, আমি তখন মেডিসিনার ক্যাম্পে ছিলাম।'

'আসলে কী ঘটেছিল, সে-ব্যাপারে কিছু শোনোনি?'

'কানাঘুষো ছাড়া আর কিছু না। সবাই বলাবলি করছিল, ব্রিগেডের ভিতরে বেঈমানী করেছে কারা যেন। খুব শীঘ্রি তাদেরকে কঠিন সাজা দেয়া হবে, যাতে ভবিষ্যতে অমন দুঃসাহস না দেখায় কেউ। বিয়াঞ্চি-পাভারোনি কিডন্যাপিং নিয়ে খুব বিচলিত মনে হয়েছিল ওখানকার নেতাদেরকে। ওদেরকে বলতে শুনেছি, কাজটা নাকি আসলে ফ্যাসিস্টদের মদদে ঘটেছে।'

www.BanglaBook.org

'ফ্যাসিস্ট মানে?'

'পুরনো এক ব্যাংকার... এককালে বিয়াঙ্কিদের হয়ে কাজ করত। লোকটা সম্ভবত জার্মান।'

'ব্রিগেডের নাগাল পেল কীভাবে?'

'টাকা থাকলে সবই সম্ভব।'

উঠে পড়ল রানা। বলল, 'যত শীঘ্রি সম্ভব, কাজে নামতে হবে আমাদেরকে। তুমি কি এখন যেতে পারবে আমার সঙ্গে?'

'নিশ্চয়ই,' বলে বিছানা থেকে পা নামাল সোনিয়া। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল রানা। সময় দিল ব্যথাটা সয়ে নেবার জন্য। 'ধন্যবাদ,' মৃদু কণ্ঠে বলল মেয়েটা।

ওকে আস্তে আস্তে দাঁড় করাল রানা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'অসুবিধে হচ্ছে না তো? আরেকটু বিশ্রাম নেবে?'

জবাব না দিয়ে হাসল সোনিয়া। 'অত দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। তোমার বন্ধুর কথা ভাবো। আমাকে কাজে লাগাতে চাইছ, সেটা ও কীভাবে নেবে?'

'ভালভাবেই নেবে। বিশেষ করে তোমার কাছ থেকে যা যা জানতে পেরেছি, সেগুলো যখন শুনবে। এর মধ্যে হেলসিঙ্কিতে পৌঁছে যাবার কথা কুয়াশার। খুব শীঘ্রি ওর সঙ্গে কথা বলব আমি। এখন এসো, আমি তোমাকে পোশাক পরতে সাহায্য করছি।'

'গতকাল যদি এ-কথা বলতে, কিছুতেই রাজি হতাম না আমি।'

'আর এখন?'

'হেল্প মি, রানা।'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

পরের পাতায় দেখুন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাসুদ রানা ৪১৩

সেই কুয়াশা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এক

ভিয়া ফ্রাস্কাতি-তে দামি একটা রেস্তোরাঁ আছে, লুচিনি নামের তিন ভাই সেটার মালিক, যদিও রেস্তোরাঁ চালায় স্রেফ বড়জন। চতুর শেয়ালের মত স্বভাব, তবে সাদাসিধে চেহারা আর নিষ্পাপ অভিনয়ের মুখোশ দিয়ে নিজের আসল চরিত্র লুকিয়ে রাখায় সে ওস্তাদ। রোমের উঁচুমহলের লোকজনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এই লুচিনি, কারণ গোমর রক্ষার ব্যাপারে তার জুড়ি হয় না। উঁচু স্তরের দালাল হিসেবে কাজ করে সে, তার মাধ্যমেই যোগাযোগ রক্ষা করে অগণিত মানুষ—তাঁদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের জালে জড়ানো প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন আছে, তেমনি আছে অসৎ সরকারি কর্মকর্তা আর অন্ধকার জগতের মানুষ। অনিশ্চয়তা আর অবিশ্বাসের সাগরে সে যেন এক অনড় দ্বীপ, যেখানে ভিড় জমায় সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকা মানুষেরা।

লুচিনিকে বহুদিন থেকেই ইনফর্মার হিসেবে ব্যবহার করছে মাসুদ রানা, সে-ও টাকার বিনিময়ে খুশিমনেই কাজ করছে ওর হয়ে। এমন কোনও খবর নেই, যা তার কাছে পাওয়া যায় না। যে-কোনও গুজব, বা কানাঘুষোর আড়ালে কতখানি সত্য লুকিয়ে আছে, তা একমাত্র লুচিনি-ই বলতে পারে। বিয়াঞ্চি পরিবারের বংশধরদেরকে ট্র্যাক করবার জন্য তার সাহায্য নেবার কথা এমনিতেই ভাবছিল রানা, সোনিয়া মাযোলার সঙ্গে কথা বলবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পর লুচিনির সঙ্গে যোগাযোগ করাটা একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিয়াঞ্চি পরিবার এখন বিয়াঞ্চি-পাভোরোনি নামে পরিচিত। ওই সার্কেলের খোঁজখবর নিতে হলে ধূর্ত রেস্তোরাঁমালিকের কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। ওখানেই আজ দুপুরে লাঞ্চ সারবে বলে ঠিক করেছে ও।

হোটেলের জানালা গলে কামরায় ঢুকছে রোদ। নীচে... ভিয়া ভেনেতো-র রাস্তা থেকে ভেসে আসছে গাড়িঘোড়ার আওয়াজ। ঘড়ি দেখল রানা, লাঞ্চের এখনও অনেক দেরি। বারোটাও বাজেনি। রুমিং হাউসে আর ফেরা যাবে না, তাই ডা. চক্রবর্তীর অফিস থেকেই *লানিস্তা* হোটেলের এই স্যুইটটা রিজার্ভ করেছিল ও। ম্যানেজার ওর পূর্ব-পরিচিত, তাই রাত একটার সময় সার্ভিস এন্ট্রান্স দিয়ে ভিতরে ঢুকতে অসুবিধে হয়নি। কামরায় পৌঁছেই জোর করে ঘুমাতে পাঠিয়েছে সোনিয়াকে। নিরাপত্তামূলক কয়েকটা ব্যবস্থা নেবার পর নিজে শুয়েছে রাত আড়াইটার সময়... স্যুইটের বসার ঘরে, সোফায়।

কফির কাপে চুমুক দিল রানা, শরীর ম্যাজম্যাজ করছে। ঘুম ভাল হয়নি। সকাল ন'টায় উঠে পড়েছে, নাশতা সেরে বেরিয়ে গিয়েছিল কেনাকাটার জন্য। রুমিং হাউস ছাড়ার সময় ভিয়া কণ্ডোত্তি থেকে সোনিয়ার জন্য কেনা কাপড়গুলো ডাফল ব্যাগে ভরে নিয়ে এসেছে ও, কিন্তু ওগুলোর সঙ্গে মেকাপের সরঞ্জাম নেই। তাই হোটেল সংলগ্ন একটা দোকানে গিয়ে মেকাপ-কিট কিনেছে মেয়েটার জন্য... আর কিনেছে একটা বড়সড় *গুচ্চি* সানগ্লাস। মেকাপের রঙ দিয়ে মুখের দাগ ঢাকবে সোনিয়া, আর সানগ্লাসে ঢাকবে কালসিটে পড়া চোখ। যখন ফিরল, তখনও জাগেনি সোনিয়া। ওর পোশাক আর মেকাপের সরঞ্জাম বিছানার পাশে রেখে এসেছে রানা। তারপর সামনের কামরায় বসে অর্ডার দিয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কফির। জানালার পাশে বসে নজর রাখছে বাইরে।

স্যুইটের বেডরুমের দরজায় নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ঘাড় ফেরাল রানা। ঘুম ভেঙেছে সোনিয়ার, বেরিয়ে এসেছে কামরা থেকে। কালসিটে দাগে ভরা মুখ হাসিতে ঝলমল করছে। একহাতে ধরে রেখেছে হ্যাঙারে ঝোলানো সিল্কের ড্রেস। ইস্ত্রি করে ওটাই বিছানার পাশে রেখে এসেছিল রানা।

'গুড মর্নিং!' বলল ও।

পাল্টা অভিবাদন জানাল না সোনিয়া। কপট রাগ ফুটিয়ে বলল, 'তুমি কি আমার কাজের লোক?' উঁচু করল ড্রেসটা। 'পোশাকটা আমি নিজেই ঠিকঠাক করে নিতে পারতাম না?'

'তুমি ইস্ত্রির সময় পাবে না,' রানা বলল। 'তাই কাজ এগিয়ে রেখেছি। অসুবিধে কোথায়?'

'এ-ধরনের সেবা পেতে অভ্যস্ত নই আমি,' সামনে এগিয়ে এল সোনিয়া। 'রাজকুমারীর মত লাগছে নিজেকে, চারপাশে যেন ভক্তরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার কাজ করে দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব। আমার ভিতরের সমাজবাদী আদর্শ সেটা মানতে পারছে না।'

'আবার ভাষণ শুরু হয়ে গেল?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'স্রেফ একটা ড্রেস ইস্ত্রি করে দিয়েছি, তোমার হাত-পা তো আর টিপে দিইনি! তা হলে নাহয় সেবাযত্ন বলা যেত! অযথা বকবক না করে হাত-মুখ ধুয়ে এসো। আমি কফির অর্ডার দিচ্ছি।'

'শুধু কফি?' ভুরু কোঁচকাল সোনিয়া।

'ব্রেকফাস্টের সময় নেই। তুমি তৈরি হয়ে নিলে আমরা আর্লি-লাঞ্চে যাব। বিছানার পাশে মেকাপ-কিট পেয়েছ তো? ওটা ব্যবহার কোরো।'

'লাঞ্চ? এত তাড়াতাড়ি?'

'আসলে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমরা। যাও,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেরি কোরো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল সোনিয়া। একটু পর বেডরুম থেকে ভেসে এল মৃদু গুঞ্জন—মনে হলো কর্সিকান কোনও গানের সুর ভাঁজছে মেয়েটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা, স্বাভাবিক হয়ে আসছে সোনিয়া। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কেটে গিয়ে মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে শুরু করেছে। এই অনুভূতির স্থায়িত্ব কতটুকু হবে, সেটাই প্রশ্ন। সামনে ভয়ানক বিপদ আসছে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই রানার মনে। বিয়াঞ্চি পরিবারের পিছনে লাগার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেবে বিপদ। তখনও কি এই ভাব বজায় থাকবে মেয়েটার?

অর্ডার দিয়ে নতুন করে কফি আনাল রানা। তার খানিক পরেই থেমে গেল গুনগুন। বেডরুমের দরজা খুলে গেল, মার্বেলের মেঝেতে হাই-হিলের আওয়াজ পেল ও। ঘাড় ফেরাল রানা, ক্ষণিকের জন্য প্রশংসা ফুটল চোখে দোরগোড়ায় দাঁড়ানো অপরূপাকে দেখে। চেনাই যাচ্ছে না সোনিয়াকে, পুরোপুরি বদলে গেছে দামি পোশাক আর মেকআপের কল্যাণে। কর্সিকার রোদে পোড়া ব্রোঞ্জ কালারের কোমল চামড়ার সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গেছে লাল-কালো সিল্কের ড্রেস। লিপস্টিক মাখা ঠোঁটদুটো যেন চুমো খাবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। সুন্দর চুলের গোছার একাংশ ঢাকা পড়েছে সাদা রঙের হ্যাটের তলায়, বাকিটা ঝুলে আছে বুকের উপর। তাকাবার পর আর দৃষ্টি সরাতে ইচ্ছে হয় না।

'কেমন লাগছে আমাকে?' জানতে চাইল সোনিয়া।

ঢোঁক গিলল রানা। 'সুন্দর।'

গালের কাছে একটা হাত তুলল সোনিয়া। 'মুখের দাগগুলো দেখা যাচ্ছে না তো?'

'ভুলেই গিয়েছিলাম ওগুলোর কথা!'

'তারমানে ঠিকই আছে।' এগিয়ে এল সোনিয়া। কফির কাপ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুলে নিল।

'শারীরিক কোনও অসুবিধে নেই তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ন্... না।'

'মিথ্যে বলছ,' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'ব্যথা আছে এখনও, তাই না?'

'ইয়ে... হ্যাঁ,' ইতস্তত করে স্বীকার করল সোনিয়া। তারপর তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'কিন্তু সিরিয়াস কিছু নয়। তোমার ওই ডাক্তার ভদ্রলোক দারুণ ওষুধ দিয়েছেন। খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না আর।'

'কখনও কোনও অসুবিধে হলেই চলে যেয়ো ওঁর কাছে,' বলল রানা। 'ঠিকানা মনে আছে তো?'

'এমনভাবে বলছ, যেন তুমি থাকবে না আমার সঙ্গে,' ভুরু কোঁচকাল সোনিয়া। 'একসঙ্গে কাজ করব আমরা, এমনটাই কিন্তু কথা হয়েছে!'

'হুঁ। কিন্তু কাজের ধারা এখনও ব্যাখ্যা করিনি আমি। রোমে আপাতত একসঙ্গে থাকব আমরা। যা তথ্য পাব, সেটার ভিত্তিতে এগিয়ে যাব আমি; আর তুমি এখানে থেকে আমার আর কুয়াশার মধ্যে লিয়াজোঁ মেইনটেইন করবে।'

'পোস্টাফিস হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছ আমাকে? ওটা আবার কেমনতরো কাজ?'

'খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেতে যেতে ব্যাখ্যা করব। কফি শেষ করো, আমি আমার হ্যাট আর তোমার কোট নিয়ে আসছি।' ক্লজিটের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল রানা। সোনিয়াকে চকিতের জন্য ঠোঁট কামড়াতে দেখেছে... নিশ্চয়ই ব্যথায়। 'সোনিয়া, আমার কথা শোনো। ব্যথা পেলে সেটা লুকানোর চেষ্টা কোরো না। তাতে কারও লাভ হবে না। কতটা খারাপ লাগছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বেশি না... সত্যি। এ-ব্যথা চলে যাবে, আমি শিয়োর! অভিজ্ঞতা আছে আমার।'

'ডাক্তারের কাছে যাবে আরেকবার?'

'না, প্রয়োজন নেই। চিন্তার কোনও কারণ নেই তোমার।'

'অবশ্যই আছে। অসুস্থ মানুষ ঠিকমত কাজ করতে পারে না। ব্যথা-বেদনার কারণে ভুলভাল হয়ে যায়। আমাদের কাজে ভুলের কোনও অবকাশ নেই।'

'আমি পারব... বিশ্বাস করো! ভুল হবে না কোনও।'

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল রানা। তারপর বলল, 'বেশ, দেখা যাক।'

এক ঘণ্টা পর।

রেস্তোরাঁর ফয়েই-এ দাঁড়িয়ে আছে দু'জনে। লক্ষ করল রানা, আশপাশের লোকজনের মুগ্ধ দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে সোনিয়ার উপর। বিশেষ পাত্তা দিল না। ডাইনিং রুমের প্রবেশপথে, পর্দা সরিয়ে উদয় হয়েছে বড় লুচিনি। রানাকে দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে গেল সে, দু'চোখে দানা বাঁধল শঙ্কার মেঘ। তবে তা কেটে গেল পরক্ষণে। বরাবরের মত একগাল কপট হাসি নিয়ে এগিয়ে এল লোকটা।

'*বেনভেনুতো, আমিকো মিয়ো!*' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লুচিনি।

'কেমন আছ?' লুচিনির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল রানা। 'আমার বান্ধবীকে তোমার *ফেটুচিনি* খাওয়াতে নিয়ে এলাম।'

'অবশ্যই, অবশ্যই!' মৃদু মাথা নোয়াল লুচিনি, সঙ্কেত বুঝতে পেরেছে। বিশেষ ওই খাবারটার নাম বলা মানে রানা একান্তে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। 'আমার *ফেটুচিনি* ইটালির সেরা, সিনোরিনা!' দুই অতিথিকে পথ দেখিয়ে ডাইনিং রুমের একপ্রান্তে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে গেল রেস্তোরাঁমালিক, খালি একটা টেবিলে বসাল। 'একটু পর আপনিও বলবেন এ-কথা। তবে, আগে একটু ওয়াইন চেখে নিন। মুখের স্বাদ বাড়বে।'

চলে গেল লুচিনি। ওয়েইটার এসে ওয়াইনের বোতল দিয়ে গেল, খানিক পরে নিয়ে এল পাস্তা-সদৃশ ফেটুচিনিও। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার দেখা মিলল রেস্তোরাঁমালিকের। রানার পাশের চেয়ারে এসে বসল সে। সোনিয়াকে পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

'আমার সঙ্গে কাজ করছে ও,' বলল রানা। 'তবে সেটা কাউকে বলা যাবে না। বুঝেছ?'

'নিশ্চয়ই!' মাথা ঝাঁকাল লুচিনি।

'আমার কথাও না। কেউ যদি খোঁজ নিতে আসে, সোজা অস্বীকার করবে। সে যে-ই হোক না কেন।'

'ঠিক আছে, সেনিয়র রানা। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। কিন্তু ব্যাপারটা কী? এত রাখঢাক কেন?'

'সব তোমাকে খুলে বলা যাবে না। তবে এটুকু জেনে রাখো, মাঝে মাঝে সোনিয়া দেখা করবে তোমার সঙ্গে; আমার কাছে, কিংবা অন্য একজনের কাছে মেসেজ পাঠাবার জন্য সাহায্য করতে হবে তোমাকে।'

'আপনার এজেন্সির কী হয়েছে? মেসেজ পাঠানোর জন্য আমার সাহায্য চাইছেন যে?'

'রানা এজেন্সির উপর নজর রাখা হবে বলে সন্দেহ করছি আমি। তাই বিকল্প পন্থা ব্যবহার করা দরকার।'

'হুম! কী করতে হবে আমাকে?'

'আমি চাই মেসেজগুলো রি-রাউটিং করা হোক। আলাদা আলাদা পয়েন্ট অভ অরিজিন থেকে যাবে একেকটা মেসেজ। সেটা

www.BanglaBook.org

ম্যানেজ করতে পারবে?'

'অসুবিধে হবার কথা না। ফিরেঞ্জ-এ আমার এক কাজিন থাকে; এথেন্স, তিউনিসি আর তেল-আবিবেও কয়েকজন এক্সপের্টার আছে আমার। আমি যা বলব, তা-ই করবে ওরা। ওসব জায়গা থেকে মেসেজ রিলে করা যাবে।'

'আর তোমার ফোন? সেটা ক্লিন তো?'

হাসল লুচিনি। 'পুরো রোমে এমন কোনও লোক নেই, যে আমার ফোনে আড়ি পাতার সাহস করতে পারে।'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কথা মনে পড়ল রানার। ক'দিন আগে একই আশ্বাস শুনেছিল তাঁর মুখে। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। সেটা বলল লুচিনিকে।

'অ্যামেরিকার উদাহরণ দিয়ে লাভ নেই,' হালকা গলায় বলল লুচিনি। 'ভিয়া ফ্রাস্কাতি অন্য জগৎ। কারও গোমর ফাঁস হয় না এখান থেকে।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, এবার কাজের কথায় আসা যাক। একটা নাম বলি, দেখি কী জানো। বিয়াঙ্কি-পাভোরোনি।'

একটা চুরুট ধরাল লুচিনি। বলল, 'রক্ত খোঁজে টাকা, আর টাকা খোঁজে রক্ত; এ-ছাড়া কী-ই বা বলার আছে?'

একটু বিরক্ত হলো রানা। 'হেঁয়ালি শুনতে চাই না।'

চুরুটে টান দিল লুচিনি। 'বিয়াঙ্কিরা রোমের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটা। ওদের কন্টেসা এখনও নিজের ঠাট বজায় রেখেছেন, কিন্তু সেসব লোক-দেখানো ব্যাপার। পুরো পরিবার দেউলিয়া হতে বসেছিল। অন্যদিকে পাভোরোনিদের অনেক টাকা, কিন্তু শিরায় এক বিন্দু নীল রক্ত ছিল না। বিয়ের মাধ্যমে একত্র হয়েছে দুই পরিবার... পারস্পরিক সুবিধের জন্য আর কী!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কার বিয়ে?'

'কন্টেসার মেয়ের সঙ্গে সেনিয়র বার্নার্দো পাভোরোনির। সে বহু বছর আগের কথা। সে-আমলেই কয়েক কোটি লিরা যৌতুক দিয়েছিল পাভোরিনি-রা; সেই টাকায় কন্টেসার ছেলে বাপের উপাধি গ্রহণ করেছে।'

'নাম কী এই ছেলের?'

'মার্সেলো। কাউন্ট মার্সেলো বিয়াঞ্চি।'

'থাকে কোথায়?'

'নির্দিষ্ট ঠিকানা বলা মুশকিল। ব্যবসার কাজে সারা বছর চরকির মত ঘুরে বেড়ায়। বোনের কাছাকাছি তিভোলিতে একটা এস্টেট আছে—*ভিলা দেস্তে;* তবে সেখানে তেমন একটা থাকে না। এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন? কাউন্ট নোংরা কোনও কাজের সঙ্গে জড়িত বলে ভাবছেন?'

'প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তো বটেই।'

'ভুল বলেননি। মার্সেলো বিয়াঞ্চি লোক সুবিধের নয়। ব্যক্তিত্ববান মানুষ, সামনাসামনি দেখলে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু আমি জানি—তার ভিতরে একটা সাপ বসবাস করে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল রানার। 'তুমি কী করে জানলে?'

'কাউন্টের সঙ্গে ভাল পরিচয় আছে আমার,' জানাল লুচিনি। 'বেশ ক'টা কাজ করে দিয়েছি অতীতে। কী করেছি, তা জানতে চাইবেন না। আগেই বলেছি, আমি কারও গোমর ফাঁস করি না।'

'ঠিক আছে, ওসব জিজ্ঞেস করব না,' সামনের দিকে ঝুঁকল রানা। 'কিন্তু ওই কাউন্টের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। মাসুদ রানা হিসেবে না, অন্য কোনও পরিচয়ে। ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?'

'হয়তো... যদি উনি ইটালিতে থাকেন আর কী।'

www.BanglaBook.org

'আছে?'

'সম্ভবত। সেদিন একটা পত্রিকায় পড়েছিলাম, কাউন্টের বউ একটা চ্যারিটি অনুষ্ঠান করছেন তাঁদের এস্টেটে। আগামীকাল সন্ধ্যায় হবে ওটা। রোমের নামি-দামি সমস্ত মানুষ থাকবেন ওখানে। এমন ইভেন্টে অনুপস্থিত থাকার কথা না কাউন্টের।'

'আমিও ওটা মিস করতে চাই না,' বলল রানা।

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল লুচিনি। 'দেখি কী করা যায়।'

হোটেলে ফিরে কাপড় বদলাল সোনিয়া। সিল্কের ড্রেসটা ক্লজিটে ঢুকিয়ে রাখার আগে কোলের উপর রেখে হাত বোলাল কিছুক্ষণ, যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না জিনিসটা ওর। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখল রানা, ভাল লাগল। পোশাক নিয়ে ব্যস্ত মেয়েটা, মন থেকে হারিয়ে গেছে বন্দিত্ব আর বিপদ-আপদের চিন্তা। স্বাভাবিক হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

'কী ভাবছ?'

সোনিয়ার কণ্ঠ শুনে ধ্যান ভাঙল রানার। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসল সোফায়। বলল, 'না... কিছু না।'

'অবশ্যই কিছু ভাবছ,' বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল সোনিয়া। 'তাকিয়ে আছ আমার দিকে, কিন্তু মন পড়ে আছে অন্য কোথাও।'

'আসলে তোমার কথাই ভাবছি। ড্রেসটা এত তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে কেন? ভালই তো লাগছিল তোমাকে ওটায়।'

'এত দামি একটা জিনিস ঘরের ভিতরে পরে থাকব তাই বলে?'

'অসুবিধে কী? নষ্ট হলে আরেকটা কিনে দিতাম।'

'এমনিতেই কম খরচ করোনি আমার পিছনে,' রানার পাশে বসল সোনিয়া। 'ধন্যবাদ। ক্রিসমাসেও এত দামি উপহার পাইনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি কোনদিন।'

'ধন্যবাদ জানানোর কিছু নেই,' বলল রানা। 'ইকুইপমেন্ট হিসেবে ধরো ওগুলোকে। কাজ করতে গেলে যন্ত্রপাতি লাগে না? এই পোশাকগুলোই তোমার কাজের যন্ত্রপাতি।'

'মন থেকে বলছ না কথাটা।'

'মানে!'

'বাদ দাও,' হাত নাড়ল সোনিয়া। 'এমনি বললাম।'

সোফা থেকে উঠে বারের কাছে গেল রানা। একটা গ্লাসে উইস্কি ঢালল। সোনিয়াকে বলল, 'তুমি নেবে? রিল্যাক্সেশনের জন্য উইস্কি ভাল কাজ দেয়।'

'না, ধন্যবাদ। এমনিতেই যথেষ্ট রিল্যাক্সড অবস্থায় আছি। কোনও ধরনের চাপ অনুভব করছি না। আচ্ছা, আমাদের নেক্সট প্ল্যান কী? পুরো বিকেল আর সন্ধ্যা পড়ে আছে সামনে। কী করবে বলে ভাবছ?'

'কিছুই না। তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। যাও, শুয়ে পড়ো।'

'তাড়িয়ে দিচ্ছ? আমার সঙ্গ ভাল লাগছে না?'

'আমি কি সেটা বলেছি?'

'বলোনি, কিন্তু একা থাকতে চাইছ তুমি। আমার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে চাইছ।'

ক্ষণিকের জন্য মুখের ভাষা হারাল রানা। সচেতনভাবে নয়, কিন্তু অবচেতনভাবে এ-চিন্তাই খেলা করছিল ওর ভিতর। সোনিয়ার প্রতি যে-আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে, সেটাকে অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করছে ও। অসহায়, বিপন্ন একটা মেয়ে; তার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে ঘনিষ্ঠ হওয়া মানে অসহায়ত্বের সুযোগ নেয়া। সেটাই এড়াতে চাইছিল ও। সোনিয়া তা বুঝে ফেলেছে।

'না... মানে...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কীসের ভয় তোমার, রানা?' আহত গলায় বলল সোনিয়া। রানার প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করছে ও-ও। তাতে ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় কষ্ট পাচ্ছে। 'কেন দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছ আমাকে? আমার অতীত জেনেছ বলে? বেশ্যার জীবন কাটিয়েছি আমি, নোংরা কাজ করেছি... তাই বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়েছে? এমন মেয়েকে কাছে টানার প্রবৃত্তি হচ্ছে না?'

'ভুল বুঝছ তুমি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এমন কিছু ভাবছি না আমি...'

'থাক, মিথ্যে সান্ত্বনা দিতে হবে না!' আচমকা রেগে গেল সোনিয়া। 'তুমি মহাপুরুষ, আমার মত নরকের কীটকে কেন কাছে ঘেঁষতে দেবে?'

বেডরুমে ছুটে গেল ও। দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

'সোনিয়া, শোনো!' পিছন থেকে ডাকল রানা, তাতে কোনও লাভ হলো না।

বিকেল পর্যন্ত কামরা থেকে বেরুল না মেয়েটা, রানাও ওকে আর ডাকাডাকি করল না। সময় দিল রাগ কমে আসার জন্য, তারপর নাহয় ভুল ভাঙানো যাবে। সন্ধ্যার ঠিক আগে স্যুইটের দরজায় টোকা পড়ল। শোল্ডার হোলস্টারে গোঁজা পিস্তলের বাটে হাত রেখে জবাব দিতে গেল রানা। পাল্লা একটু ফাঁক করে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই?'

'ভিয়া ফ্রাস্কাতি থেকে একটা মেসেজ নিয়ে এসেছি, সেনিয়র।' বলা হলো ওপাশ থেকে। 'সেনিয়র লুচিনি পাঠিয়েছেন আমাকে।'

দরজা খুলে দিয়ে বক্তার মুখোমুখি হলো রানা। পরিচিত মুখ, লাঞ্চের সময় রেস্তোরাঁয় এই লোক ওদেরকে খাবার পরিবেশন করেছিল—একজন ওয়েইটার। লুচিনি কোনও ঝুঁকি নেয়নি, নিজস্ব লোককে পাঠিয়েছে মেসেজ দিয়ে।

www.BanglaBook.org

লোকটার বাড়ানো হাত থেকে একটা খাম নিল রানা, ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'গ্রাৎসি।' পকেট থেকে পাঁচ লিরার একটা নোট বের করে বখশিশ দিল।

'প্রেগো, সেনিয়র,' মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল ওয়েইটার। তারপর চলে গেল উল্টো ঘুরে।

দরজা বন্ধ করে স্যুইটের বসার ঘরে ফিরে এল রানা, খামটা খুলল। ভিতর থেকে বেরুল দুটো সোনালি বর্ডারঅলা নিমন্ত্রণপত্র; আর একটা চিঠি। তাতে লেখা:

কাউন্ট আন্তোনেলি খবর পেয়েছেন, ইটালিতে রঘুনাথ সাপ্রে নামে এক ভারতীয় ভদ্রলোক এসেছেন, যাঁর সঙ্গে ওপেক-ভুক্ত দেশগুলোর ভাল কানেকশন আছে। কাউন্টকে বোঝানো হয়েছে, এই ভারতীয় মানুষটি ওসব দেশের শেখদের হয়ে কেনাবেচার কাজ করেন। এ-সব কাজ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয় না, কাজেই কাভার মেইনটেনের জন্য বিশেষ চিন্তা করতে হবে না আপনাকে। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে মোটামুটি আইডিয়া থাকলেই উৎরে যেতে পারবেন। তা ছাড়া কাউন্টকে এ-ও বলা হয়েছে; মি. সাপ্রে স্রেফ ছুটি কাটাতে এসেছেন এ-দেশে... আমোদ-ফুর্তি করবার জন্য। তাই বলতে গেলে সেধেই তিনি চ্যারিটি অনুষ্ঠানের দুটো নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। আশা করি কাজে লাগাবেন ওগুলো। সিনোরিনার জন্য শুভেচ্ছা।

—লুচিনি।

মুচকি হাসল রানা। ভালই কাভার বেছেছে রেস্তোরাঁমালিক। আরব শেখদের দালাল কখনোই নিজের কাজ নিয়ে আলোচনা করবে না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোথাও। ও-প্রসঙ্গে তাই কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবে না বিয়াঞ্চি। অন্য বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলা যাবে।

বেডরুমের দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো। কয়েক মুহূর্ত কিছু ঘটল না, সম্ভবত ইতস্তত করছে সোনিয়া। একটু পর বেরিয়ে এল ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। সাদামাঠা একটা গাউন পরেছে মেয়েটা; অন্তর্বাস নেই, পোশাকের তলায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শরীরের আঁকবাঁক।

বুকের ভিতর কাঁপন অনুভব করল রানা। সামলে নিয়ে মুখে হাসি ফোটাল। জিজ্ঞেস করল, 'রাগ পড়েছে?'

জবাব দিল না সোনিয়া। কয়েক সেকেণ্ড নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। তারপর প্রশ্ন করল, 'কেন তুমি চাও না আমাকে?'

'কারণ ফ্রেইটারের হোল্ডে তোমার সঙ্গে আটকা পড়া পশু নই আমি,' বলল রানা।

'তা আমি জানি,' বলল সোনিয়া। 'তারপরেও তোমার চোখে কামনার আগুন দেখেছি আমি, দেখেছি সে-চোখ ঘুরিয়ে নিতে। কেন বঞ্চিত করছ নিজেকে?'

'বঞ্চিত করছি না। চাইলেই শারীরিক চাহিদা মেটাতে পারি আমি। সে-ব্যবস্থা করাই যায়।'

'চুপ করো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সোনিয়া। 'বেশ্যা দরকার তোমার? আমাকে নাহয় তা-ই ভাবো!'

'সেটা সম্ভব নয়, সোনিয়া।'

'তা হলে ওভাবে তাকিয়ো না আমার দিকে। কখনও কাছে, কখনও দূরে... এমন খেলা খেলো না আমার সঙ্গে। কেন এমন করো? কী চাও তুমি?'

কাঁপছে মেয়েটা। হাত ধরে ওকে সোফায় এনে বসাল রানা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নরম গলায় বলল, 'প্লিজ... আমাকে বোঝার চেষ্টা করো। হ্যাঁ, তোমার প্রতি আকর্ষণ বোধ করছি আমি। জানি, তুমিও তা-ই করছ। কিন্তু সেটাই সব নয়। খুবই কঠিন একটা জীবন আমার... আমার সঙ্গে নিজেকে যতটা জড়াবে, ততটাই বিপদ বাড়বে তোমার। ভালবাসার প্রতিদানে পাবে শুধু কষ্ট আর বিচ্ছেদের যাতনা। কাউকে বাঁধনে জড়াবার জন্য জন্ম হয়নি আমার। জেনেশুনে কীভাবে তোমাকে সে-আগুনে ঝাঁপ দিতে দেব আমি, বলো?'

রানার কণ্ঠের গভীরতা স্পর্শ করল সোনিয়াকে। অন্য এক চোখে ওর দিকে তাকাল সে। রানার মনের ব্যথা অনুভব করতে পেরে অশ্রু জমল চোখে। আস্তে আস্তে কাছ ঘেঁষে এল। বলল, 'দয়া করো আমাকে, রানা। বেশিকিছু চাই না আমি কারও কাছে, একটু শুধু ভালবাসা। হোক তা ক্ষণিকের জন্য। আমার জন্য সেটাই অনেক। কোনোদিন কেউ ভালবাসেনি আমাকে।'

বাধা দিতে পারল না রানা, ওকে জড়িয়ে ধরল সোনিয়া... এবং চুমো খেলো। দীর্ঘ চুম্বন, উষ্ণ এবং চোখের পানিতে ভেজা—এর মধ্যে কাম-লোলুপতার ছিটেফোঁটাও নেই, আছে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি, পরস্পরের প্রতি অঙ্গীকার—ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত এই জগৎসংসারে এটাই যেন একমাত্র সত্য ও সঠিক কাজ। ভাবাবেগেও নয়, নয় শারীরিক চাহিদার কাছে পরাজিত হয়ে, মেয়েটার আকস্মিক পরিবর্তনের প্রতি স্রেফ সমর্থন জানিয়ে পাল্টা চুমো খেলো রানা।

ফিসফিসিয়ে বলল সোনিয়া, 'আমি তোমাকে এই মুহূর্তে চাই, রানা! এখুনি! কোনও দাবি নেই আমার, কোনও প্রত্যাশা নেই। তাহলে কেন পরস্পরকে আমরা বঞ্চিত করব? নির্লজ্জের মত হয়ে যাচ্ছে, তবু আমি বলব, আমাকে গ্রহণ করো, রানা, প্লিজ!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবকিছু ভুলে গেল রানা। সোনিয়ার নিখাদ আবেগের কাছে হার মানল ও। ওকে টেনে নিল নিজের বুকে।

দুই

সন্ধ্যার ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় *ভিলা দেস্তে*-র জাঁকজমক একবিন্দু কমেনি। আলোকসজ্জায় ঝলমল করছে পুরো এস্টেট। জ্বেলে দেয়া হয়েছে ফ্লাডলাইট—খাড়া ঢাল বেয়ে নামা ঝর্ণার পানি ঝিকমিকিয়ে উঠছে বহুমূল্য হীরকখণ্ডের মত। বড় বড় পুলগুলোর মাঝখানে মাথা তুলে রেখেছে ফোয়ারা, ছোট ছোট আকৃতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। বানানো হয়েছে কৃত্রিম জলপ্রপাত, সেই পানি আছড়ে পড়ছে প্রাচীন একগুচ্ছ বাগান-ভাস্কর্যের সামনে। পানির ছিটেয় চকচক করছে পাথুরে মূর্তির ভেজা শরীর। আজকের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে এস্টেটের বাগান, নিষিদ্ধ করা হয়েছে সাধারণ জনতা এবং টুরিস্টদের ঘোরাফেরা; প্রবেশাধিকার পেয়েছেন কেবল সমাজের মানী-গুণী ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হিসেবে কাগজে-কলমে এই ঐতিহাসিক এস্টেট ও বাগানের সংস্কার কাজের জন্য ফাণ্ড জোগাড়ের বাহানা দেয়া হয়েছে; কিন্তু ভিতরে ঢুকলে বোঝা যায়—আসলে বাছাই করা একদল মানুষের মনোরঞ্জনই আজ সন্ধ্যার মূল লক্ষ্য। ভুল বলেনি লুচিনি, পুরো রোম আজ হাজির হয়েছে ভিলা দেস্তে-তে। সাধারণ মানুষের রোম নয়... টাক্সিডোর ভেলভেট ল্যাপেল স্পর্শ করে ভাবল রানা...

www.BanglaBook.org

ধনীদের রোম।

এস্টেটের মূল ফটকে গাড়ি থামাল ও। দু'জন ইউনিফর্ম পরা গার্ড এগিয়ে এল, দেখতে চাইল আমন্ত্রণপত্র। খোলা জানালা দিয়ে এনভেলাপে ভরা দুটো কার্ড বের করে দিল রানা। অতিথিদের তালিকা পরীক্ষা করছে গার্ডরা, রানা আর সোনিয়া সত্যি আমন্ত্রিত অতিথি কিনা নিশ্চিত হতে চাইছে। তালিকায় নাম আছে দেখে হলদেটে চেহারায় হাসি ফুটল, কুর্নিশ করবার ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল, তারপর রিমোট ট্রান্সমিটারে চাপ দিয়ে খুলে দিল গেট। গাড়ি নিয়ে লম্বা পথটুকু দ্রুত পেরিয়ে এল রানা, থামল ভিলার পোর্টিকোর নীচে।

সোনিয়াকে দেখে মনে হলো কিশোরী একটা মেয়ে তাজমহল দেখতে এসেছে। 'এত বড় পার্টিতে আগে কখনও আসিনি আমি। তোমাকে না বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিই।'

'ফেলবে না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'নিজেকে বোঝাও, এটা স্রেফ একটা সামাজিক নাটক। রোমের এলিট-রা এ-ধরনের পার্টিতে আসেন, কারণ, হয় তাঁরা কিছু বিক্রি করতে চান, নয়তো কিছু কিনতে। হাস্য-রসাত্মক কথাবার্তা হবে, মদ্যপান চলবে, চালচলনে নিজেকে প্রভাবশালী হিসেবে জাহির করবার চেষ্টা থাকবে, তারই ফাঁকে চলবে তথ্য বিনিময়।'

'বোঝা যাচ্ছে, তুমি বহুবার এ-রকম পার্টিতে এসেছ।'

মুচকি হাসল রানা, গাড়ি থেকে নেমে ভ্যালের হাতে চাবি ধরিয়ে দিল। তারপর সোনিয়াকে নিয়ে পা বাড়াল ভিলার ভিতরে।

কোর্টইয়ার্ডের আদলে সাজানো হয়েছে ভিলার বৃহদায়তন হলঘর। পুরো কামরা জুড়ে বসানো হয়েছে ব্যাঙ্কোয়েট টেবিল, রয়েছে সোনার গিল্টি করা চেয়ারের সারি, দেয়াল ঢাকা পড়েছে নানা রঙের রেশমি পর্দায়। দামি পোশাক-আশাকে সজ্জিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষেরা ভিড় জমিয়েছে সেখানে। মহিলাদের নাক-কান-গলায় শোভা পাচ্ছে সোনা-রূপা আর হীরার সমাহার, পুরুষদের পরনে দামি টাক্সিডো আর কোমরবন্ধনী। টাক পড়তে থাকা মাথা, ধূসর চুল আর হাতে দামি সিগার নিয়ে ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির নীরব প্রদর্শনী করছে তারা। এককোণে রয়েছে অর্কেস্ট্রা—জনাবিশেক মিউজিশিয়ান ধীর লয়ে বাজিয়ে যাচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে মানানসই সঙ্গীত।

এতসব মানুষের মাঝে আলাদা জৌলুস নিয়ে হাজির হয়েছে সোনিয়া। গলায় বা হাতে কোনও অলঙ্কার নেই ওর, তার কোনও প্রয়োজনও পড়েনি। ব্রোঞ্জের মত রঙ আর মাখনের মত কোমল ত্বক-ই ওর অলঙ্কার। পরেছে সোনালি বর্ডারের একটা সাদা গাউন, তাতে পদ্মফুলের মত লাগছে ওকে। মুখের কালসিটে আর ফোলাভাব কমে গেছে ইতিমধ্যে, সানগ্লাসও পরতে হয়নি। পুরো কামরায় ওকে সবচেয়ে সুন্দরী বললে অত্যুক্তি হয় না মোটেই। যে-ই তাকাচ্ছে, তারই চোখ আটকে যাচ্ছে ওর উপর।

রহস্যময় মি. রঘুনাথ সাপ্রের বান্ধবী হিসেবে পরিচয় দেয়া হয়েছে সোনিয়ার, এসেছে *লেক কোমো* থেকে। কাভারটা চমৎকার, ওই এলাকা ভূমধ্যসাগরীয় ধনীদের প্রমোদরাজ্য হিসেবে বিখ্যাত। লুচিনির কাজে কোনও খুঁত নেই। অতিথিদের আগ্রহ জাগাবার মত যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করেছে, সেটা আবার এমন নয় যে কারও মনে খুঁতখুঁতানির সৃষ্টি হবে। প্রত্যাশিত ভঙ্গিতেই বেশ কিছু মানুষ এগিয়ে এল রানার দিকে, খাতির জমাবার চেষ্টা করল। তাদেরকে মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি-বাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু *মূল্যবান* উপদেশ খয়রাত করে সন্তুষ্ট রাখল ও, তারপর পাশ কাটিয়ে চলে এল সোনিয়াকে নিয়ে।

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে নজর বোলাল রানা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চারদিকে। অল্পক্ষণেই খুঁজে বের করে নিল কাউন্ট মার্সেলো বিয়াঞ্চিকে। এই প্রথম দেখছে, তারপরেও চিনতে কষ্ট হলো না। হলঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে স্বর্ণকেশী দুই যুবতীর সঙ্গে খোশগল্প করছে কাউন্ট, কথার ফাঁকে চঞ্চল দৃষ্টি বোলাচ্ছে অন্যান্য অতিথিদের উপর। লম্বা, একহারা দেহ; তীক্ষ্ণ চেহারা; কপালের দু'পাশের চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে। কোটের ল্যাপেলে শোভা পাচ্ছে বহুরঙা রিবন, কোমরে বেঁধেছে একটা সোনালি স্যাশ। রিবনের গুরুত্ব যদি কেউ না-ও বোঝে, সোনালি কাপড়টা দেখে বুঝে নেবে তা। পুরো অনুষ্ঠানে একমাত্র কাউন্ট বিয়াঞ্চি-ই পরেছে ওই জিনিস—প্রকাশ করছে আপন আভিজাত্য এবং অনুষ্ঠানের হোস্ট হিসেবে নিজের পদবী। পঞ্চাশোর্ধ মানুষটা রোমের সর্বোচ্চ সমাজের মূর্ত প্রতীক।

'কোথায় পাবে কাউন্টকে?' ফিসফিসিয়ে পাশ থেকে জানতে চাইল সোনিয়া।

'অলরেডি পেয়ে গেছি,' বলল রানা। 'ওই তো।'

'ওই ভদ্রলোক?' ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে হলঘরের কোনায় তাকাল সোনিয়া। একটু পর মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। পেপারে দেখেছি আমি ওঁর ছবি। কী করবে? এগিয়ে গিয়ে পরিচিত হতে চাও?'

'মনে হয় না তার কোনও প্রয়োজন আছে। যদি ভুল করে না থাকি, কাউন্টই আমাকে খুঁজছে।' হাতের ইশারা করল রানা। 'চলো, ব্যাঙ্কোয়েট টেবিলের ওপাশটায় চলে যাই। আমাদেরকে দেখতে পাবে তা হলে।'

'নাহয় দেখল... চিনবে কীভাবে?'

'পুরো হলঘরে আমিই একমাত্র ভারতীয় চেহারার লোক। তারপরেও যদি খেয়াল না করে, অন্তত তোমাকে খেয়াল করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাধা।

'বলেছে তোমাকে!' মুচকি হাসল সোনিয়া।

হাসি মুখে ওকে নিয়ে টেবিলের দিকে এগোল রানা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, একটু পরেই পিছনে গমগম করে উঠল ভরাট গলা।

'সেনিয়র সাপ্রে, আই বিলিভ?'

ধীরে ধীরে পিছন ফিরল রানা। চেহারায় গোবেচারা ভাব ফুটিয়ে জানতে চাইল, 'মাফ করবেন, আমরা কি পূর্ব-পরিচিত?'

হেসে উঠল কাউন্ট। বলল, 'জী না, তবে পরিচয়টা গাঢ় হতে সময় লাগবে না।' হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য। 'আমি বিয়াঞ্চি... মার্সেলো বিয়াঞ্চি।' উপাধিটা উহ্য রাখল বুঝি গুরুত্ব বাড়াবার জন্যই। 'আপনার দেখা পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলাম, সেনিয়র সাপ্রে।'

'ও! আপনিই সেই বিখ্যাত কাউন্ট বিয়াঞ্চি?' বিস্মিত হবার ভান করে হাত মেলাল রানা। 'লুচিনিকে বলেছিলাম, এখানে এলে আপনার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করে যাব। আপনিই তো দেখি খুঁজে নিলেন আমাকে! চিনেছেন কীভাবে?'

কাউন্টের মুখের হাসি বিস্তৃত হলো, ঝিকমিকিয়ে উঠল মুক্তোর মত সাদা দাঁতের পাটি। 'লুচিনি কাজের লোক, তবে খানিকটা দুষ্টুও বটে। এই সিনোরিনাকে নিয়ে যেভাবে উচ্ছ্বাস দেখাল...' সোনিয়ার দিকে ইশারা করল সে, '...তাতে বুঝতে পারলাম, পার্টির সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাটিকে খুঁজে বের করলে আপনাকেও পাওয়া যাবে।'

'ওফ্‌ফো, আপনাদের তো পরিচয় করিয়ে দিইনি,' সোনিয়ার বাহুতে হাত রাখল রানা। 'কাউন্ট বিয়াঞ্চি, এ হলো আমার বান্ধবী... সোনিয়া। লেক কোমো থেকে এসেছে।'

www.BanglaBook.org

'আ প্লেজার!' ঝুঁকে সোনিয়ার হাতের উল্টোপিঠে চুমো খেল কাউন্ট। 'এমন রূপ সচরাচর চোখে পড়ে না।'

'প্লিজ, সেনিয়র!' কপট হাসি দিয়ে বলল সোনিয়া। 'আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন!'

মনে মনে ওর প্রশংসা করল রানা। সুন্দর অভিনয়!

রানার দিকে ফিরল বিয়াঞ্চি। 'আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, সেনিয়র সাপ্রে। শুনলাম আমার বন্ধুরা নাকি মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক নানা রকম প্রশ্ন করে আপনাকে বিরক্ত করেছে?'

'না, না, ক্ষমা চাইবার কিছু নেই,' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রানা। 'লুচিনির আরেকটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। তবে... আমার পেশা জানার পর লোকে কৌতূহলী হয়ে ওঠে-ই! এতে আমি অভ্যস্ত।'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল মানুষ।'

'ওটা আসলে কঠিন কিছু না। তবে লোকে যতটা ভাবে, অতটা জ্ঞান আমার থাকলে মন্দ হতো না। এমনিতে আমি শুধু নিয়োগকর্তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করি; তাঁদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করি না।'

'কিন্তু ওসব সিদ্ধান্তের মাঝেও তো জানার মত অনেক কিছু থাকে, তাই না?'

'তা তো বটেই। নইলে কী আর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জলাঞ্জলি দিচ্ছেন শেখ-রা।'

'জলাঞ্জলি? সুন্দর উপমা দিয়েছেন।' একটু যেন গম্ভীর হলো বিয়াঞ্চি। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি আমি, সেনিয়র সাপ্রে।'

আচমকা এ-প্রশ্নে ঘাবড়াল না রানা। এমন পরিস্থিতির জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে ও। হালকা গলায় তাই বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দেখা হলে অবশ্যই মনে থাকত আমার। তবে... কোনও এম্বাসির পার্টিতেও দেখে থাকতে পারেন। হয়তো কথা হয়নি...'

'এম্বাসি সার্কেলে নিয়মিত আসা-যাওয়া আছে আপনার?'

'উঁহুঁ। শুধু পার্টিতে যাই... তাও আবার শেষ মুহূর্তের গেস্ট হিসেবে। কী আর বলব, মাঝে মাঝে লোকের মনে নানা রকম প্রশ্ন জাগে; সেগুলোর জবাব খোঁজার জন্য আমাকে ডেকে নিয়ে যায় তারা। এই আর কী! কিছু তো আর বলতে পারি না, মাঝখান থেকে বিনে পয়সায় খাওয়া-দাওয়া হয়ে যায়।'

'আজকালকার যুগে যুদ্ধজয়ের জন্য... সে যে যুদ্ধই হোক না কেন... তথ্যই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আপনি সে-অস্ত্র লুকিয়ে রাখছেন, সেনিয়র।'

'কী যে বলেন! আমি যুদ্ধ-টুদ্ধ বুঝি না। স্রেফ জীবিকা নির্বাহ করছি।'

'কোনকিছু জানার জন্য চাপাচাপি করব না আপনাকে,' ঠোঁটের কোনা বাঁকা করল বিয়াঞ্চি। 'আমার বিশ্বাস, আপনি অত্যন্ত পাকা বিক্রেতা। লাভক্ষতির হিসেব ছাড়া জিনিস বের-ই করবেন না।'

'শুনে দুঃখ পেলাম,' গলার সুর বদলে বলল রানা, যাতে ইটালিয়ান কাউন্ট পরিবর্তনটা ধরতে পারে। 'আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল আমার।'

'তা-ই?' আগ্রহ ফুটল বিয়াঞ্চির কণ্ঠে। 'ইয়ে... সিনোরিনা আবার ব্যবসায়িক আলাপ শুনে বিরক্ত হবেন না তো?'

'আলোচনার সময় ও না থাকলেও চলে। বিকল্প ব্যবস্থা যদি করা যায়...'

'আর কিছু বলতে হবে না।' হাত তুলে কালো চুলের এক যুবককে ডাকল বিয়াঞ্চি। কাছে এলে পরিচয় করিয়ে দিল, 'এ হলো আমার ব্যক্তিগত সহকারী—পিয়েত্রো। সিনোরিনার দিকে

www.BanglaBook.org

নজর রাখবে ও।' সহকারীর দিকে ফিরল, 'খেয়াল রেখো, ওঁর যেন অসুবিধে না হয় কোনও।' তারপর তাকাল সোনিয়ার দিকে। 'চাইলে নাচতে পারেন, সিনোরিনা। পিয়েত্রো খুব ভাল ড্যান্সার।'

মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করল যুবক, এক হাত বাড়িয়ে দিল সোনিয়ার দিকে। মৃদু হেসে সেটা গ্রহণ করল ও। এক পা এগিয়ে ঘাড় ফেরাল রানা আর কাউন্ট বিয়াঞ্চির দিকে।

'চাও!' ইটালিয়ানে বিদায়-সম্ভাষণ জানাল সোনিয়া, তারপর পিয়েত্রোর সঙ্গে চলে গেল একদিকে।

'আপনাকে ঈর্ষা করতে হয়, সেনিয়র সাপ্রে,' মন্তব্য করল বিয়াঞ্চি, সোনিয়ার অপসৃয়মাণ অবয়বের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। 'অপূর্ব এক মেয়ে... লেক কোমো-য় পেয়েছেন ওকে?'

লোকটার কণ্ঠে ফুটে ওঠা কামনার সুর কান এড়াল না রানার। সোনিয়ার ব্যাপারে লোভী হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই খোঁজখবর নেয়ার মতলব... সময়-সুযোগ বুঝে ওকে শয্যাসঙ্গিনী বানাতে চায়। তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই রানার, কিন্তু এ-মুহূর্তে যদি খোঁজখবর নিতে শুরু করে, কাভার ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই হালকা গলায় ও বলল, 'সত্যি বলতে কী, আসলে কোত্থেকে এসেছে মেয়েটা, আমি জানি না। বিবাদের এক বন্ধু নাম্বার দিয়েছিল ওর, ফোনেই ওকে ভাড়া করেছি। ফ্রান্সের নিস-এ আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ও। চেহারা-সুরত দেখে এত পছন্দ হয়ে গেল যে, ব্যাকগ্রাউণ্ডের ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি। বলেছে লেক কোমো থেকে এসেছে, তা-ই মেনে নিয়েছি। এমন হুর-পরী জাহান্নাম থেকে এলেই বা কী এসে-যায়? দু'চারদিনের বেশি তো আর থাকছে না আমার সঙ্গে।'

'তা হলে ওর ক্যালেণ্ডারের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে একটু জানাতে পারেন আমাকে? মানে... যদি আপনার আপত্তি না থাকে আর কী।'

www.BanglaBook.org

'না, না, আপত্তি কীসের? কবে নাগাদ ওকে চান আপনি?'

'যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল। ওকে বলবেন, তুরিনের পাভোরোনি অফিসের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবে আমার সঙ্গে।'

'তুরিন?'

'হুঁ। দেশের উত্তরাঞ্চলে বেশ ক'টা প্ল্যান্ট আছে আমাদের। তুরিন... সেইসঙ্গে ইয়োরোপের একটা বড় অংশ চালাই আমরা—বিয়াঞ্চি-পাভোরোনিরা।'

'আমার সেটা জানা ছিল না।'

'তা-ই? আমি তো ভেবেছিলাম সেই কারণেই আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন।'

শ্যাম্পেনের গ্লাসে শেষবারের মত চুমুক দিল রানা। ওটা নামিয়ে রেখে নিচু গলায় বলল, 'কিছুক্ষণের জন্য আমরা বাইরে যেতে পারি? আমার এক ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কনফিডেন্শিয়াল মেসেজ আছে আপনার জন্য। আসলে... সেজন্যেই আজ আমার এখানে আসা।'

'কোথাকার ক্লায়েন্ট?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল বিয়াঞ্চি।

'অ্যারাবিয়ান গালফ... আপাতত এর বেশি বলতে পারছি না আপনাকে।'

'অ্যারাবিয়ান গালফ থেকে মেসেজ?' ভ্রূকুটি স্বাভাবিক হচ্ছে না বিয়াঞ্চির। রোম আর তুরিনের অন্যান্য এলিটদের মত ওখানকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় আছে তার, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা নেই কারও সঙ্গে। তা হলে মেসেজ পাঠিয়েছে কে? কৌতূহলী হয়ে উঠল। বলল, 'ঠিক আছে, বাগানেই নাহয় একটু হাঁটব আমরা। আসুন...'

হাত তুলে তাকে থামাল রানা। 'একসঙ্গে আমাদেরকে বেরুতে

www.BanglaBook.org

দেখা না গেলেই ভাল হয়। কোথায় যেতে হবে বলে দিন। আমি বিশ মিনিট পর পৌঁছুচ্ছি ওখানে।'

'ইন্টারেস্টিং!' মাথা দোলাল কাউন্ট। 'ইপোলিটোর ফোয়ারা চেনেন?'

'খুঁজে নিতে পারব।'

'বাগানের একটু ভিতরদিকে ওটা। নির্জন।'

'বেশ। বিশ মিনিট।'

কাউন্ট বিয়াঞ্চিকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে অতিথিদের ভিড়ে মিশে গেল রানা।

ফোয়ারার চারপাশ অন্ধকার, কোথাও আলো জ্বলছে না। পানির কুলুকুলু ধ্বনি ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। পাথরসারি আর ঝোপঝাড়ের আড়াল ব্যবহার করে সন্তর্পণে ওখানে পৌঁছুল রানা। কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না ও, আশপাশে কাউন্টের মোতায়েন করা প্রহরী থাকতে পারে। তেমন কিছুর আভাস পেলে অন্য জায়গা খুঁজে বের করবে কথা বলবার জন্য।

ভালমত উঁকিঝুঁকি চালিয়েও কারও দেখা পাওয়া গেল না। একটু পর শোনা গেল পদশব্দ। নুড়ি বিছানো হাঁটাপথ ধরে ফোয়ারার দিকে আসছে কাউন্ট বিয়াঞ্চি। দৃষ্টিসীমায় উদয় হলে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। গলা খাঁকারি দিল। ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখল কাউন্ট। ফোয়ারার নিচু সীমানা-প্রাচীরের পাশে মুখোমুখি হলো দু'জনে। আবছা আলোয় লোকটার স্রেফ অবয়ব দেখতে পাচ্ছে রানা, ব্যাপারটা পছন্দ হলো না। ছায়া অপছন্দ ওর।

'এতদূর আসার কোনও প্রয়োজন ছিল কি?' রুক্ষগলায় বলল রানা। 'একান্তে কথা বলতে চেয়েছি, তাই বলে রোমের দিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অর্ধেক রাস্তা হাঁটতে চাইনি।'

'অমন কোনও ইচ্ছে আমারও ছিল না, সেনিয়র সাগ্রে,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দিল বিয়াঙ্কি। 'কিন্তু একসঙ্গে বেরুতে চাইলেন না দেখে এ-জায়গার কথা ভাবতে হলো। আপনার সঙ্গে আমাকে দেখা গেলে সেটা হয়তো নিজের জন্যেই ভাল হবে না। আফটার অল, আপনি আরব শেখদের ব্রোকার।'

'তাতে সমস্যা কোথায়?'

'তা হলে আপনিই বলুন, আলাদাভাবে বেরুতে চাইলেন কেন?'

সন্দেহপ্রবণ লোক, মনে মনে ভাবল রানা। 'স্রেফ সতর্কতা, আর কিছু না। আমাদেরকে একসঙ্গে বেরুতে দেখার কথা কেউ মনে রাখুক, তা চাইছিলাম না। বাগানে কেউ বেড়াতে এসেও আমাদেরকে দেখে ফেলতে পারে, তবে সেটা কো-ইনসিডেন্স বলে চালিয়ে দেয়া যাবে।'

'সে-ভয় নেই,' জানাল কাউন্ট। 'ইপোলিটের ফোয়ারায় পৌঁছুনোর রাস্তা কেবল একটা। এন্ট্রান্সের সামনে আমার এক লোক পাহারা দিচ্ছে। কাউকে ঢুকতে দেবে না। সেটা নিয়ে উচ্চবাচ্যও করবে না কেউ। আমি যে মাঝে-মধ্যে বন্ধুবান্ধব নিয়ে একাকী এখানে ঘুরতে পছন্দ করি, তা সবার জানা।'

'ধরে নিচ্ছি, পাহারাদার বসিয়েছেন শুধু আমারই কারণে।'

গম্ভীর হয়ে গেল বিয়াঙ্কি। 'মনে রাখবেন, সেনিয়র সাগ্রে, বিয়াঙ্কি-পাভোরোনি পুরো ইয়োরোপ-আমেরিকা জুড়ে ব্যবসা করছে। নিত্যনতুন মার্কেট খুঁজছি আমরা, তাই বলে আরব্য পুঁজি চাইছি না। কাজটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এ-ধরনের ইনভেস্টমেন্ট ঠেকানোর জন্য দুনিয়াজুড়ে নানা রকম বিধি-নিষেধের দেয়াল দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। চেষ্টা করতে গেলে বিপদে

www.BanglaBook.org

পড়ব—তদন্ত-টদন্ত কিছুই হবে না, শুধু প্যারিস আর নিউ ইয়র্কের ইহুদি ব্যবসায়ীরাই আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে।'

'যদি বলি বিয়াঞ্চি-পাভারোনির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই?' কণ্ঠে রহস্য ফোটাল রানা। 'সম্পর্ক আছে শুধু বিয়াঞ্চি অংশটুকুর?'

'স্পর্শকাতর একটা বিষয় নিয়ে খোঁচাখুঁচি করছেন আপনি, সেনিয়র সাপ্রে। পরিষ্কার করে বলুন ঠিক কী বলতে চান।'

'আপনি তো কাউন্ট আলবার্তো বিয়াঞ্চির ছেলে, তাই না?'

'এ তো সবাই জানে! পাভোরোনি ইণ্ডাস্ট্রিজের বিস্তারের পিছনে আমার অবদানের কথাও অজানা নয় কারও। বিয়াঞ্চি এবং পাভোরোনি নামদুটো এখন অবিচ্ছেদ্য, আশা করি সেটা বলে দিতে হবে না আপনাকে?'

'না, তবে তার কোনও গুরুত্ব নেই। আমি স্রেফ একজন মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে কাজ করছি—দুটো পক্ষের হয়ে খবর আদান-প্রদান ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই আমার। বাইরের দুনিয়া যদি কোনও প্রশ্ন তোলে, বলব তিভোলির এক পার্টিতে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার, আর কিছু না। এই মিটিং-টা ঘটেইনি!'

'খুব নাটকীয়তা করছেন। মেসেজটা নিশ্চয়ই ইম্পরট্যান্ট। কে পাঠিয়েছে?'

তাকে থামানোর ভঙ্গিতে হাত তুলল রানা। 'প্লিজ... যদ্দূর বুঝি, তাতে এ-ধরনের কেসে প্রথম সাক্ষাতে ক্লায়েন্টের পরিচয় ফাঁস না করাই নিয়ম। আমি শুধু আপনাকে জিয়োগ্রাফিকাল লোকেশন এবং একটা রাজনৈতিক সমীকরণের কথা বলতে পারি, যাতে হাইপথেটিক্যালি দুটো পক্ষ রয়েছে।'

সরু হয়ে এল বিয়াঞ্চির দু'চোখ, তার মনোযোগ আকৃষ্ট করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেরেছে রানা। 'বলে যান।'

'আপনি একজন মানীগুণী মানুষ, কাজেই নিয়ম কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে। ধরা যাক, আরব্য উপসাগরীয় এলাকায় জনৈক প্রিন্স আছেন। তাঁর চাচা... মানে দেশের বাদশাহ, পুরনো জামানার লোক। বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও ইস্পাতকঠিন হাতে দেশ চালাচ্ছেন; তাঁর কথাই আইন। বহুকাল আগে বেদুঈন গোত্রের দলপতি ছিলেন, আজও সে-সময়ের মতই একগুঁয়ে তিনি। কারও মতামতের তোয়াক্কা করেন না, বাজে ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা নষ্ট করেছেন... আজও করছেন। এর ফলে পুরো দেশের কোষাগার-ই শূন্য হবার দশা। দেশের স্বার্থে, দশের স্বার্থে... সেইসঙ্গে নিজের স্বার্থে তো বটেই... আমাদের হাইপথেটিক্যাল প্রিন্স তাঁর চাচাকে সরিয়ে দিতে চাইছেন। তাই আলবার্তো বিয়াঞ্চির ছেলের মাধ্যমে কাউন্সিলের কাছে সাহায্য চাইছেন তিনি... ফেনিস কাউন্সিলের কাছে! মেসেজ বলতে এতটুকুই। তবে এর সঙ্গে আরও ক'টা কথা আমি যোগ করব...'

চমকে গেছে কাউন্ট বিয়াঞ্চি, বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ। 'কে তুমি?' কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল সে, সম্বোধন পাল্টে ফেলেছে। 'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'আমার কথা শেষ করতে দিন,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা। প্রথম ধাক্কাটা সফলভাবে দেয়া গেছে, এবার দ্বিতীয়টার পালা। 'নিরপেক্ষ দর্শক হিসেবে আপনাকে আমি বলতে পারি, আমাদের এই হাইপথেটিক্যাল সিচুয়েশনটা বর্তমানে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। নষ্ট করবার মত একটা দিনও হাতে নেই। প্রিন্স তাঁর প্রস্তাবের জবাব চান... এবং খুব শীঘ্রি। আমার মাধ্যমেই পাঠাতে হবে ওটা। আপনি এখুনি আমাকে কাউন্সিলের পারিশ্রমিক বলে দিতে পারেন; যত বেশিই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। এটুকু

www.BanglaBook.org

বলে রাখি, আমরা একশো মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার পর্যন্ত দিতে রাজি আছি।'

'একশো মিলিয়ন!' চমকে উঠল বিয়াঞ্চি।

দেয়া হয়েছে দ্বিতীয় ধাক্কা। কাউন্ট বিয়াঞ্চির মত ধনী মানুষের জন্যেও একশো মিলিয়ন ডলার ফেলোফেলার বস্তু নয়। অন্ধকার ইতিমধ্যে চোখে সয়ে এসেছে, আবছা আলোয় ফলাফল দেখতে পেল রানা। মুখ হাঁ হয়ে গেছে কাউন্টের, লোভীর মত ঠোঁট চাটল। আরেকটু খোঁচানো যেতে পারে।

'বলা বাহুল্য, অফারটার সঙ্গে কিছু শর্ত আছে,' বলল ও। 'যে-অ্যামাউন্ট বলেছি, সেটা আমাদের সর্বোচ্চ অফার; তবে সেজন্যে এক্ষুণি জবাব দিতে হবে, যাতে দ্বিতীয়বার যোগাযোগ করবার দরকার না হয়। কাজটা সারতে হবে সাতদিনের মধ্যে। তবে সেটা সহজ হবে না। বুড়ো বাদশাহকে দিনরাত পাহারা দিচ্ছে *সাবাথি* নামে একদল পাহারাদার...' একটু থামল রানা। হাসল। 'অবশ্য... মনে হয় না শেখ নাঈম ইবনে আল-হাসান সম্পর্কে বেশিকিছু ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন আছে। আমার জানামতে, কর্সিকান ব্রাদারহুডের পুরনো মক্কেল তিনি। এনিওয়ে, প্রিন্স চাইছেন ব্যাপারটা যেন আত্মহত্যার মত দেখায়...'

'থামো!' হিসিয়ে উঠল বিয়াঞ্চি। 'কে তুমি, সাপ্রে? কী চাও এখানে? আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছ?' গলার স্বর চড়ে গেল তার। 'কবর হয়ে যাওয়া অতীত নিয়ে কথা বলছ তুমি, কোন্ সাহসে!'

'আমি শুধু একশো মিলিয়ন ডলারের কথা বলছি,' শান্ত ভঙ্গিতে জবাব দিল রানা। 'আর দয়া করে আমাকে, কিংবা আমার ক্লায়েন্টকে কবর বা অতীতের কথা বলবেন না। কবর তো হয়েছে প্রিন্সের বাবার—কাউন্সিলের পাঠানো খুনির ছুরিতে গলা দু'ফাঁক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে! আর সেটার পিছনে ছিলেন স্বয়ং নাঈম ইবনে আল-হাসান। সিংহাসন পাবার জন্য ঘটিয়েছিলেন তিনি কাজটা। যদি আপনাদের কোনও রেকর্ড থাকে, তা ঘেঁটে দেখুন। আমার কথার সত্যতা জানতে পারবেন। এতদিন পর প্রিন্স সে-অন্যায়ের প্রতিশোধ চাইছেন। বাদশাহকে তাঁর নিজের ওষুধই খাওয়াতে চাইছেন। আর সেজন্যে অরিজিন্যাল কন্ট্রাক্টের পাঁচগুণ খরচ করবেন তিনি।' কণ্ঠে হতাশা ফোটাল ও। 'পুরোটাই পাগলামি! প্রিন্সকে বলেছিলাম, এর অর্ধেক টাকায় বৈধ একটা আন্দোলন করানো যাবে... ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে তাঁর চাচাকে। জাতিসংঘ থেকেও সাপোর্ট এনে দিতে পারব আমি। কিন্তু না... এভাবেই কাজটা করতে চান তিনি। আমাকে বলেছেন, *ফেনিসের পন্থাই একমাত্র পন্থা। ওরা বুঝবে আমার আদর্শ।* আরও বলেছেন, তিনি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে চান।'

নার্ভাস হয়ে গেছে কাউন্ট বিয়াঞ্চি, পিছিয়ে গিয়ে হেলান দিল ফোয়ারার সীমানা-প্রাচীরের গায়ে। 'কে তুমি? কেন এসব কথা বলছ? আমি জানি না এসবের অর্থ কী।'

'সত্যি?' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'তা হলে ভুল লোকের কাছে এসেছি। অসুবিধে নেই, আসল লোককে খুঁজে নেব আমি। তাকে কী বলতে হবে, তা জানা আছে আমার।'

'কী বলতে হবে?'

হাসল রানা। ফিসফিসাল, 'পার নস্ত্রো...'

কথাটা শেষ করল না ও, আবছা আলোয় চুম্বকের মত সেঁটে রইল ওর দৃষ্টি সামনের মানুষটির মুখের উপর। কাউন্টের ঠোঁট ফাঁক হতে দেখল, তৃতীয় শব্দটা উচ্চারণ করতে চলেছে। কর্সিকার পাহাড়ে শোনা সেই পুরনো মন্ত্র প্রতিধ্বনিত হতে যাচ্ছে তিভোলির এই অন্ধকার বাগানে।

www.BanglaBook.org

শেষ মুহূর্তে নিজেকে সংযত করল রিয়াঞ্চি। বিস্ময় কেটে গিয়ে এখন নিখাদ আতঙ্ক ভর করেছে তার ভিতর। বলল, 'মাই গড! তুমি... না, এ হতে পারে না। সত্যি করে বলো, কোত্থেকে এসেছ তুমি? কী বলা হয়েছে তোমাকে?'

'সঠিক লোকের কাছে এসেছি, এটুকু বোঝার জন্য যথেষ্ট। বলুন এখন, আমাদের মধ্যে কি চুক্তি হবে?'

'নিজেকে বড্ড সেয়ানা ভাবছ তুমি, সাপ্রে... অথবা যা-ই তোমার নাম হোক না কেন!' হঠাৎ খেপে গেল রিয়াঞ্চি।

'আপাতত ওই নামটাই থাকুক,' উত্তেজিত হলো না রানা। 'ঠিক আছে, জবাব পেয়ে গেছি আমি। আপনি ফিরিয়ে দিচ্ছেন প্রস্তাব। আমার ক্লায়েন্টকে জানাব সেটা।' চলে যাবার জন্য ঘুরল ও।

'*অস্টো!*' ইটালিয়ানে থামার জন্য চেঁচিয়ে উঠল রিয়াঞ্চি।

থামল রানা, কিন্তু ঘুরল না কাউন্টের দিকে। মাথাটা পাশ ফিরিয়ে বলল, '*পার্শে? চে কসা?*'

'তোমার ইটালিয়ান অত্যন্ত নিখুঁত, সেনিয়র।' ইংরেজিতে বলল রিয়াঞ্চি।

'সেইসঙ্গে আরও কয়েকটা ভাষা। ঘোরাফেরার সময় খুব কাজে লাগে। আমি প্রচুর ট্র্যাভেল করি কি না! যাক সে-কথা, কী চান আপনি?'

'আমি না বলা পর্যন্ত এখানেই থাকবে তুমি।'

'তাতে লাভ?' এবার কাউন্টের দিকে ফিরল রানা। 'জবাব তো দিয়েই ফেলেছেন আপনি।'

'যা বলছি, তা-ই করো। কথা না শুনলে শুধু গলা চড়াতে হবে আমাকে। আমার লোক এসে আটকে ফেলবে তোমাকে।'

ভেবে দেখল রানা, এখনও কিছু অর্জন করতে পারেনি ও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুই স্বীকার করেনি কাউন্ট। হাবভাবে বোঝা যাচ্ছে, ফেনিসের সঙ্গে তার কানেকশন আছে; কিন্তু এখনও তো মুখে বলেনি সেটা। বরং ঘটনার আকস্মিকতায় যেন বোকা বনে গেছে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। নার্ভাসনেস দেখে মনে হচ্ছে, কারও সাহায্য কামনা করছে সে। তবে কী...

হ্যাঁ... কোনও সন্দেহ নেই... নাগালের মধ্যে অন্তত আরেকজন আছে ফেনিসের; হয়তো আজকের পার্টির ভিতরেই। রাঘব-বোয়াল, বিয়াঞ্চির উপরের লোক। তার পরামর্শ নিতে চাইছে কাউন্ট। ফোয়ারার প্রাচীরে পিঠ ঠেকাল রানা, জল আরেকটু ঘোলা করা দরকার।

'তার মানে কি প্রস্তাবটা আবার ভেবে দেখছেন আপনি?' মুচকি হাসির সঙ্গে বলল ও।

'কিছুই ভাবছি না আমি!'

'তা হলে অপেক্ষা করব কেন? আমাকে অর্ডার দেয়া সাজে না আপনার। আমি আপনার পোষা কুকুর নই। ব্যবসায়িক সম্পর্ক হতে পারে কেবল আমাদের মাঝে—হ্যাঁ, কিংবা না। দ্যাট'স অল।'

'ব্যাপারটা এত সোজা নয়, সেনিয়র!' খ্যাপাটে শোনাল বিয়াঞ্চির গলা।

'আমার জন্য সোজা। এখানে স্রেফ সময় নষ্ট করছি আমি।' আবার পা বাড়াল রানা। চাইছে গার্ডকে ডেকে পাঠাক কাউন্ট। বাস্তবেও তা-ই ঘটল।

'নিকো!' অদৃশ্য পাহারাদারের নাম ধরে ডেকে উঠল বিয়াঞ্চি। *'প্রেস্তো!'*

নুড়ি বিছানো পথে দ্রুত পদশব্দ হলো, কয়েক মুহূর্ত পরেই ফোয়ারার সামনের খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল মুশকো এক পালোয়ান। মনিবের নির্দেশ পেয়ে কোটের আড়াল থেকে বের করে

www.BanglaBook.org

আনল একটা ছোট রিভলভার, তাক করল রানার দিকে।

মুখ খুলল বিয়াঞ্চি, কথার সাহায্যে পরিস্থিতিকে নিজের আয়ত্তে আনার প্রয়াস চালাল বুঝি। 'জামানা বড়ই কঠিন, সেনিয়র সাপ্রে। আমার মত মানুষকে সাবধানে চলতে-ফিরতে হয়, সশস্ত্র বডিগার্ড রাখতে হয় সঙ্গে। আশা করি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা? সবখানে এখন সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য।'

খোঁচা মারার লোভ সামলাতে পারল না রানা। কথার ছুরি চালাল সঙ্গে সঙ্গে। 'অবাক হচ্ছি না, এসব ব্যাপারে আপনাদেরই সবচেয়ে ভাল জানার কথা। মানে... টেরোরিস্টদের কথা... ব্রিগেডের কথা। আদেশগুলো কার কাছ থেকে আসে? রাখাল বালক?'

যেন ভয়ানক এক ঘুসি খেয়েছে, এমন ভঙ্গিতে এক পা পিছিয়ে গেল বিয়াঞ্চি। কেঁপে উঠল শরীরের ঊর্ধ্বাংশ। কপাল বেয়ে ঘাম নামতে দেখল রানা। চোখদুটো যেন ভীত কোনও প্রাণীর।

'খেয়াল রেখো ওর দিকে,' ফিসফিসিয়ে গার্ডকে বলল কাউন্ট। তারপর ত্রস্ত পায়ে চলে গেল হাঁটাপথ ধরে।

নিষ্কম্প হাতে রিভলভার ধরে রানার কাছাকাছি চলে এল গার্ড। তার দিকে তাকিয়ে নার্ভাস হবার অভিনয় করল ও। ইটালিয়ানে বলল, 'কী ঘটল, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার বসের কাছে একটা বড়সড় ব্যবসায়িক প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলাম, উনি দেখি সেটা শুনে পাগলামি শুরু করলেন! ফর গডস্‌ সেক, আমি স্রেফ একজন সেলসম্যান! আমাকে আটক করছে কেন?'

চুপ করে রইল গার্ড। কিন্তু রানাকে মুষড়ে যেতে দেখে পেশি একটু ঢিল করল সে। বিপদের আশঙ্কা করছে না আর, ওকে নিরীহ বন্দি বলে ভাবছে।

'একটা সিগারেট ধরাতে পারি?' বলল রানা। 'বন্দুক-টন্দুক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখলে ভীষণ নার্ভাস হয়ে যাই আমি।'

'ধরাও,' অনুমতি দিল গার্ড।

পরের কয়েক ঘণ্টার জন্য ওটাই তার শেষ কথা।

সিগারেটের প্যাকেট বের করবার ভঙ্গিতে ডান হাত কোটের পকেটে ঢোকাল রানা, অন্যহাতটা রাখল শরীরের পাশে, ছায়ার আড়ালে। গার্ডের চোখ ওর মুঠো করা ডানহাতের উপর আটকে যেতেই ছোবল দিল। বাঁ হাতে খপ্ করে আঁকড়ে ধরল রিভলভার-সহ হাত, প্রচণ্ড এক মোচড় দিয়ে কবজি মচকে দিল। চেঁচাতে পারল না লোকটা, ডানহাতও চালিয়েছে রানা প্রায় একই সঙ্গে। সাঁড়াশির মত ও-হাতটা টিপে ধরল গার্ডের গলা, শব্দ বেরুতে দিল না, তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে তাকে নিয়ে গেল ফোয়ারার পাশের ঝোপঝাড়ের ভিতরে।

তাল হারিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল লোকটা। তার মচকানো হাতের মুঠো থেকে রিভলভার কেড়ে নিল রানা, উল্টে নিয়ে সজোরে নামিয়ে আনল কপালের উপর। বাটের সঙ্গে হাড়ের সংঘর্ষের বিচ্ছিরি আওয়াজ হলো। অস্ফুট আর্তনাদ করে নিথর হয়ে গেল গার্ড। অজ্ঞান দেহটাকে ঝোপঝাড়ের আরেকটু ভিতরে নিয়ে গেল রানা, তারপর রিভলভারটা কোমরে গুঁজে রওনা হলো ভিলার দিকে। হাতে একবিন্দু সময় নেই, কাউন্ট বিয়াঙ্কির হদিস পেতে হবে। দেখতে হবে, রহস্যময় রঘুনাথ সাপ্রে-র সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ সে কার কাছে দিচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

নুড়ি বিছানো পথটা পাশে রেখে ঘাসের উপর দিয়ে দ্রুত ছুটল রানা, এগোল ছায়ায় ছায়ায়। ভিলার কাছে পৌঁছে গতি কমাল। সামনে উঁচু সিঁড়ি, গিয়ে মিশেছে মূল ভবনের গায়ে। ওখানেই কোথাও গেছে কাউন্ট বিয়াঞ্চি। কিন্তু কার কাছে? এমন কে আছে, বিয়াঞ্চির মত প্রভাবশালী লোকও যার মুখাপেক্ষী হয়? নীচে বসে থাকলে তার জবাব পাওয়া যাবে না। তাই সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করল রানা। বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি। কোমরে রয়েছে গার্ডের রিভলভার, কোটের তলায় শোল্ডার হোলস্টারে নিজের সিগ-সাওয়ার।

ফ্রেঞ্চ ডোর ঠেলে কোর্টইয়ার্ডের আদলে সাজানো হলঘরে ঢুকল ও। মিউজিশিয়ানদের বাজনা বদলে গেছে, জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষ মেতে উঠেছে যুগল নৃত্যে। এদের মাঝে সোনিয়া নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাকে খোঁজার চেষ্টা করল না রানা। আগে কাউন্ট বিয়াঞ্চিকে চাই। কোথায় সে? চঞ্চল চোখ বোলাল ও কামরার ভিতরে। ভিলার ভিতরদিকে যাবার দুটো দরজা দেখতে পেল, ওগুলোর একটা দিয়ে গেছে বিয়াঞ্চি। কিন্তু কোন্‌টা?

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জবাব পাওয়া গেল। নৃত্যরত জুটিদের মাঝ দিয়ে পথ করে দু'জন ষণ্ডামার্কা লোক ছুটে যাচ্ছে বুফে টেবিলের ওপাশের দিকে। ডাক পেয়েছে তারা... সতর্ক করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয়া হয়েছে! রানাও এগোল ওদিকে।

দরজার ওপাশে সিঁড়ি। লালচে পাথরের ধাপগুলো উঠে গেছে উপরদিকে। পায়ের আওয়াজ শুনল রানা... আর শুনল উত্তেজিত কণ্ঠ—উপর থেকে আসছে। দু'জন মানুষ, একজন কথা বলছে শান্ত ভঙ্গিতে, অন্যজন রীতিমত চেঁচাচ্ছে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় কণ্ঠটা কাউন্ট বিয়াঞ্চির।

পা টিপে টিপে সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করল রানা, পিঠ মিশিয়ে রেখেছে দেয়ালের সঙ্গে। হাতে বেরিয়ে এসেছে বিশ্বস্ত সিগ-সাওয়ার। প্রথম বাঁকটার কাছে একটা দরজা আছে, কিন্তু ওটার ওপাশ থেকে কথোপকথনের কোনও আওয়াজ আসছে না। আরেকটু উঠল ও। উপরে... তৃতীয় ল্যাণ্ডিঙের পাশে রয়েছে আরেকটা দরজা; শিকার ওখানেই। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দরজার পাশে পৌঁছে গেল ও, চোখ রাখল চাবির ফুটোয়। কাউন্টের পিঠ দেখতে পেল, নাগালের মধ্যে এইমাত্র কামরায় ঢোকা দুই যণ্ডাও আছে। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তা নেই দৃষ্টিসীমার ভিতরে। ভিতরের কণ্ঠদুটো আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। কথাগুলো শুনতে পেল রানা।

'ব্রিগেডের কথা বলছে ও! আর... মাই গড... কর্সিকানদের রাখাল বালকের কথা! সব জানে ও! মাদার অভ গড... স-অ-ব!'

'মাথা ঠাণ্ডা করো!' মৃদু ধমক শোনা গেল। 'স্রেফ খোঁচাখুঁচি করছে ও, আর কিছু না। এমন চেষ্টা যে করতে পারে, সে-ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে আমাদেরকে। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তথ্য আছে আমাদের প্রতিপক্ষের কাছে, তা তো আমরা জানিই! এক অ্যাডমিরালের ফোন পেয়েছিল আমাদের লোক, তখনই বোঝা গেছে ব্যাপারটা। স্বীকার করছি, ওটা সামান্য চিন্তার বিষয়...'

'সামান্য চিন্তা?' চেঁচিয়ে উঠল বিয়াঞ্চি। 'বলুন বিপর্যয়!

www.BanglaBook.org

এ-ব্যাপারে কেউ যদি নিঃশ্বাসও ফেলে, আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। সবখানে!'

'সর্বনাশ? তোমার?' বিদ্রূপের সুরে বলল অচেনা লোকটি। 'কে তুমি, মার্সেলো? আমরা তোমাকে যা বানিয়েছি, তার বেশি তো কিছুই না। মনে রেখো কথাটা। আর হ্যাঁ... ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি তো স্বীকার করোনি কিছু। চলে এসেছ লোকটার সামনে থেকে। কিছুই প্রমাণ হয় না এতে।'

একটু নীরবতা বিরাজ করল। তারপর নিচু স্বরে বিয়াঞ্চি বলল, 'ওকে আটক করেছি আমি। একজন গার্ডের পাহারায় রেখে এসেছি ফোয়ারার পাশে।'

'কী বললে?' এবার দ্বিতীয়জনের চেঁচানোর পালা। 'ওকে আটক করেছ? পাগল হয়েছ নাকি? কেন?'

'কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না...'

'তাই বলে সন্দেহ জাগাবে ওর?'

'সন্দেহ জাগলেই বা কী? সামান্য এক ভারতীয় লোক... ওকে ট্যাকেল করা কঠিন কিছু না।'

'তুমি আমাদের সংগঠনের সবচেয়ে দুর্বল লিঙ্ক, মার্সেলো... আবার প্রমাণ করে দিলে সেটা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল অদেখা লোকটা। 'এখনও বুঝতে পারোনি, যাকে সামান্য এক ভারতীয় ভবছ, সে আসলে দুর্ধর্ষ এক বিজ্ঞানী কুয়াশা! গিরগিটির মত রঙ বদলাতে জানে ও, তোমার মত বেকুবকে ধোঁকা দিতে পারে। হাহ্, তোমার ওই গার্ডকে পোকামাকড়ের মত পিষে মারতে একটুও দ্বিধা করবে না সে। না, এ-ভুল অক্ষমণীয়। তোমাকে দলে রেখে আর বিপদ বাড়ানো চলে না। ভিটো! আন্তোনিয়ো!'

দুই ষণ্ডার নাম ধরে ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতে বেরিয়ে এল সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। অস্ফুট স্বরে কিছু বলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল বিয়াঞ্চি, কিন্তু সুযোগ পেল না। ঘাতকদের পিস্তলে দুপ্ দুপ্ শব্দ উঠল। মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল কাউন্টের প্রাণহীন দেহ।

লাশের দিকে এগোতে যাচ্ছিল এক ষণ্ডা, তাকে থামাল রহস্যময় লোকটা। বলল, 'থাক, ওকে নিয়ে এখন সময় নষ্ট কোরো না। ওর ডেডবডি পাওয়া যাবে—আগামীকাল সকালে... হেড্রিয়নের খাদে, নিজের গাড়ির ভিতর। এখন ওই রঘুনাথ সাপ্রে ওরফে কুয়াশাকে খুঁজে বের করো। ওকে জ্যান্ত আটকাবার চেষ্টা করবার দরকার নেই। দেখামাত্র গুলি করবে। সঙ্গের ওই সাদা পোশাক পরা মেয়েটাকেও। যাও, দু'জনেরই লাশ চাই আমি!'

চোয়াল শক্ত হলো রানার, ওদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে শত্রু! ইচ্ছে হলো এখুনি ঢুকে পড়ে কামরার ভিতরে, আক্রান্ত হবার আগেই আক্রমণ করে বসে, খতম করে দেয় ভিতরের দুই খুনি আর তাদের অচেনা মনিবকে। তা-ই করতে যাচ্ছিল, থেমে গেল লোকটা আবার মুখ খোলায়।

'শালার মার্সেলো... সব গুবলেট করে দিয়েছে তুমি!' এক ষণ্ডাকে নির্দেশ দিল এরপর। 'কাজ শেষ করে তুরিনে যোগাযোগ কোরো। ওদেরকে বলবে দুই ঈগল আর বেড়ালকে খবর দিতে। কী ঘটেছে এখানে, সেটা যেন জানিয়ে দেয়...'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোল দুই খুনি। আর দেরি করা যায় না। সোনিয়াকে বাঁচাতে হবে। উল্টো ঘুরে সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল রানা... যত দ্রুত পারে। খুব শীঘ্রি বেরিয়ে এল হলঘরে। চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল সঙ্গিনীর খোঁজে, কিন্তু প্রথম দর্শনে খুঁজে পেল না। এদিকে সময়ও ফুরিয়ে আসছে। খুনিরা বেরিয়ে আসবে এখুনি। কী করা যায়?

ভেবে দেখল রানা—দু'জন খুনি আসছে... এর মধ্যে একজনকে যদি ঘায়েল করা যায়, তা হলে বিপদের মাত্রা কমিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আনা যায় অনেকখানি। দু'জন যতটা দ্রুত অন্যান্য গার্ডদেরকে সতর্ক করে দিতে পারবে, একজন ততটা পারবে না। তা ছাড়া যাকে মায়েল করবে, তার মুখ থেকে অচেনা লোকটার পরিচয়ও জেনে নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল, দরজার পাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। একটু পরেই পাল্লা ঠেলে বেরিয়ে এল দুই খুনি। প্রথমজন ছুটে গেল ফ্রেঞ্চ ডোরের কাছে, ভিলা থেকে বেরিয়ে বাগানের দিকে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ইপোলিটোর ফোয়ারার কাছে। দ্বিতীয়জন দাঁড়িয়ে পড়ল কয়েক হাত তফাতে, রানার দিকে পিঠ দিয়ে রেখেছে। তীক্ষ্ণ নজর বোলাচ্ছে ড্যান্স ফ্লোরে, খুঁজছে সোনিয়াকে। সন্তর্পণে তার দিকে এগিয়ে গেল রানা, আচমকা জাপটে ধরল পিছন থেকে।

ধস্তাধস্তি করল খুনি, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। রানার শক্তিশালী দু'হাতের বজ্র-আঁটুনিতে আটকা পড়েছে। এমনভাবে ধরেছে রানা, তাতে লোকটার পক্ষে কোটের ভিতর থেকে পিস্তল বের করা সম্ভব নয়। টান দিয়ে ওকে পিছনে নিয়ে এল ও, হাতের দুটো আঙুল দিয়ে প্রচণ্ড এক খোঁচা মারল কিডনিতে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল খুনি, কিন্তু তার চিৎকার চাপা পড়ে গেল হলঘরের উদ্দাম সঙ্গীত, নৃত্যরত জুটিদের কলকাকলিতে। সবাই নাচানাচিতে ব্যস্ত; আশপাশে কী ঘটছে, সেদিকে নজরই দিচ্ছে না। সুযোগটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল রানা। কাতরাতে থাকা খুনিকে ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিল দেয়ালের পাশের একটা চেয়ারে, কেড়ে নিল পিস্তল। লোকটার উরুসন্ধির উপরে একটা হাঁটু তুলে দিল ও, চেপে বসল গায়ে। কেড়ে নেয়া পিস্তলটা সবার চোখের আড়ালে রেখে ঠেকাল ব্যাটার বুকে।

খুনির কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল রানা, দূর থেকে তাকালে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে হবে, কানে-কানে কথা বলছে দুই মাতাল বন্ধু। ফিসফিস করে ও বলল, 'উপরের লোকটা... কে সে? জলদি বলো, নইলে নিজের পিস্তলের গুলিতেই ফুটো হয়ে যাবে তুমি। সাইলেন্সার লাগানো আছে, কেউ টের পাবে না কিছু। কুইক! কে ওই লোক?'

'না!' শরীর মুচড়ে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করল খুনি। হাঁটুর চাপ বাড়িয়ে দিল রানা, এক আঙুলে খোঁচা মারল ব্যাটার শ্বাসনালীতে। চোখে অন্ধকার দেখল খুনি। ব্যথা পেয়েছে, কিন্তু চেঁচাতে পারছে না বাতাসের অভাবে। টকটকে লাল বর্ণ ধারণ করল দু'চোখ।

'লাস্ট চান্স। কে ওই লোক?' রানার কণ্ঠে মৃত্যুর শীতলতা।

ওর চোখে চোখ রেখে নিয়তির অমোঘ পরিণতি টের পেল খুনি। বুঝতে পারল, কোনও দয়া পাবে না; কথা না শুনলে মরতে হবে তাকে। তাই ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে বলল, 'সেনিয়র পাভোরোনি।'

লোকটার ঘাড়ের উপর একটা কারাতে চপ বসাল রানা। অজ্ঞান দেহটাকে শুইয়ে দিল পাশাপাশি দুটো চেয়ারের উপর। তারপর উল্টো ঘুরে নেমে পড়ল ড্যান্স ফ্লোরে। হাতে সময় নেই, সোনিয়াকে খুঁজে বের করে এখুনি সরে যেতে হবে এ-জায়গা থেকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটাকে খুঁজে বের করল ও। বিয়াঞ্চির সহকারীকে জড়িয়ে ধরে নেচে বেড়াচ্ছে। কাছে গিয়ে দু'জনকে থামাল রানা। সহকারীকে বলল, 'তোমার নামই তো পিয়েত্রো, তাই না?'

'জী, সেনিয়র।'

'কাউন্ট বিয়াঞ্চি এখুনি যেতে বলেছেন তোমাকে। কী যেন ইমার্জেন্সি দেখা দিয়েছে।'

'নিশ্চয়ই, সেনিয়র! কোথায় উনি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওপরতলায়।'

সোনিয়ার কাছে ক্ষমা চেয়ে তড়িঘড়ি করে চলে গেল পিয়েত্রো। টান দিয়ে মেয়েটাকে এবার ড্যান্স ফ্লোর থেকে সরিয়ে আনল রানা।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সোনিয়া।

'চলে যাচ্ছি আমরা,' বলল রানা। ওকে নিয়ে এল হলঘরের একপ্রান্তে। সারি বাঁধা চেয়ারগুলোর উপর এলোমেলোভাবে পড়ে আছে অসংখ্য কাপড়চোপড়। নাচতে যাবার আগে বাড়তি পরিচ্ছদ খুলে রেখে গেছে অতিথিরা। ওখান থেকে একটা কালো রঙের আলখাল্লা খুঁজে নিল রানা, বাড়িয়ে ধরল সঙ্গিনীর দিকে। 'পরে ফেলো এটা।'

'কেন?'

'আমাকে... সেই সঙ্গে সাদা গাউন পরা একটা মেয়েকে খুঁজছে গার্ডরা। কথা বাড়িয়ো না, জলদি পরো।'

ত্রস্ত হাতে গাউনের উপর আলখাল্লা চড়াল সোনিয়া। তারপর রানার দিকে ফিরল। 'চলো।'

'এখনও না,' মাথা নাড়ল রানা। 'একটু পরে। ডাইভারশনের জন্য অপেক্ষা করছি।'

'কীসের ডাইভারশন?'

'শীঘ্রি টের পাবে।'

কয়েক মিনিট পরেই ভেসে এল উত্তেজিত হাঁকডাক। জ্যা-মুক্ত তীরের মত সিঁড়ির দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এল পিয়েত্রো। ইটালিয়ানে চেঁচামেচি জুড়ল। পরমুহূর্তে শুরু হয়ে গেল তাণ্ডব। আতঙ্কে অস্থির হয়ে ছোটাছুটি শুরু করল অতিথিরা। কয়েকটা শব্দ ক্রমাগত ভেসে আসছে কানে।

ওমিসিডিয়ো!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেরোরিস্তি!

ফুগিনি!

মানে পরিষ্কার—কাউন্ট বিয়াঞ্চির লাশ আবিষ্কৃত হয়েছে।

হুড়োহুড়ি করে ভিলা থেকে পালাতে চাইছে অতিথিরা, তাদের ভিড়ের মাঝে মিশে গেল রানা আর সোনিয়া। ধাক্কাধাক্কি করে বেরিয়ে এল হলঘর থেকে। যেদিক দিয়ে বেরিয়েছে, সেখানে একটা বড় টেরাস। পা রেখেই থমকে গেল ওরা।

'অ্যাই! থামো তোমরা!' শোনা গেল হুঙ্কার।

পথ আটকে সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রথম খুনি। হাতে উদ্যত পিস্তল... গুলি করতে যাচ্ছে। এক ধাক্কায় সোনিয়াকে সরিয়ে দিল রানা, নিজে ডাইভ দিল অন্যপাশে। খুনির বুলেট চলটা ওঠাল টেরাসের পাথরের। গড়ান দিয়ে সিধে হলো রানা, হোলস্টার থেকে বের করে এনেছে নিজের সিগ-সাওয়ার। নিমেষে দুটো গুলি ছুঁড়ল ও। বুকে ভারী বুলেটের আঘাত পেয়ে মাটিছাড়া হলো খুনি, আছড়ে পড়ল টেরাসের ওপাশের সিঁড়িতে, গড়াতে গড়াতে নেমে গেল নীচে।

গুলির আওয়াজে অতিথিরা আরও ভয় পেয়ে গেছে। নারীকণ্ঠের চেঁচামেচিতে কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম। হামাগুড়ি দিয়ে সোনিয়ার কাছে গেল রানা। টেরাসের একপাশে রেলিঙের উপর গিয়ে পড়েছে বেচারি রানার ধাক্কা খেয়ে। বেমক্কা আঘাত পেয়েছে পেটে আর বুকে। মাটিতে বসে পড়ে চেষ্টা করছে ব্যথা সামলাতে।

'লেগেছে তোমার?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

ফ্যাকাসে হাসি দেখা দিল সোনিয়ার ঠোঁটে। 'বেঁচে তো আছি!'

'তা হলে ওঠো!'

টান দিয়ে সোনিয়াকে দাঁড় করাল রানা। উঁকি দিল রেলিঙের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওপাশে। লন বেশি নীচে নয়। সঙ্গিনীকে নিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ওখানে। সোজা হয়ে সামনে তাকাল, দেখতে পেল সুন্দরভাবে ছাঁটা ঝোপ আর বাগান-ভাস্কর্যের সারি।

'মুভ!' চাপা গলায় নির্দেশ দিল ও। তারপর ছুটতে শুরু করল নাক বরাবর সামনে, ঢুকে গেল ঝোপঝাড় আর মূর্তির ভিড়ের ভিতর। কৃত্রিম জলপ্রপাতের পানির ছিটেয় ভিজে আছে পুরো জায়গাটা, কিছুদূর গিয়েই আছাড় খেল সোনিয়া, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে।

থামল রানা, ধরাধরি করে ওকে উঠতে সাহায্য করছে, এমন সময় শোনা গেল নতুন কণ্ঠ।

'দানিযিয়োন!'

'এক্কোলা!'

'ল্য ডোনা!'

চিৎকারগুলো ভেসে এসেছে পিছন থেকে, তার সঙ্গে এল গুলির আওয়াজ। দাঁড়াল না আর রানা, সোনিয়াকে নিয়ে পিছিয়ে গেল একটা ঝোপের নীচে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বাগানের নুড়িপথ ধরে দুটো ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল দৃষ্টিসীমায়। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। পিছন থেকে ভেসে আসা আলোয় প্রকট হয়ে উঠেছে অবয়বদুটো।

নির্দ্বিধায় গুলি করল রানা। একজন বুক চেপে ধরে চিত হয়ে গেল, অন্যজন কাঁধে আঘাত পেয়ে ঘুরে গেল আধপাক। ছিটকে পড়ল একটা মূর্তির গায়ে। লোকটার ওজন সহ্য করতে পারল না পুরনো ভাস্কর্য, কাত হয়ে গেল। মূর্তি আর মানুষ... উভয়েই জড়াজড়ি করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। লোকটার বুকের উপর পড়েছে ভারী মূর্তি, পাঁজরের হাড় ভাঙার মটমট শব্দ হলো। ক্ষণিকের জন্য আর্তচিৎকার শোনা গেল, তারপর চুপ।

একটু অপেক্ষা করল রানা, আর কেউ আসে কি না দেখার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্য। এল না কেউ, তাই সোনিয়াকে নিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ছুটতে শুরু করল আবার। দূরে কোথাও একের পর এক গাড়ির ইঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে ওঠার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এগোতে থাকল সেদিক লক্ষ্য করে।

বাগানের সীমানা ভেদ করে একটু পর বেরিয়ে এল ওরা। সামনে বিশাল এক খোলা জায়গা—এস্টেটের পার্কিং লট। ভিলার গোলমাল এখান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে ধোপদুরস্ত শোফার আর ভ্যালে-দের মধ্যেও। ছোটাছুটি করে একেকটা গাড়িতে উঠছে তারা, স্টার্ট দিয়ে ছুটছে মালিকদেরকে উঠিয়ে নেবার জন্য। কিছু অতিথি গাড়ির অপেক্ষায় থাকতে রাজি নয়, রাস্তা ধরে দৌড়ে চলে এসেছে তারা পার্কিং লটে। চেঁচামেচি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে নিজেদের বাহন। মহা-বিশৃঙ্খলা চলছে জায়গাটায়। বুঝতে পারল রানা, এর মাঝখানে নিজের গাড়ি খুঁজে বের করা সম্ভব নয়... অন্তত সবার অলক্ষে।

কাছাকাছি দাঁড়ানো একটা মার্সিডিজের দিকে এগিয়ে গেল ও। শোফার দাঁড়িয়ে আছে পাশে, আশ্চর্য রকম শান্ত তার চেহারা, আশপাশের উত্তেজনা যেন স্পর্শ করছে না তাকে। ট্রেইনড় মাল... সম্ভবত শত্রুপক্ষের লোক। বেঢপভাবে ফুলে আছে ইউনিফর্মের একটা পাশ... সশস্ত্র! বোঝা গেল, স্রেফ গাড়ি চালায় না সে, দেহরক্ষীর দায়িত্বও পালন করে।

'এক্সকিউজ মি,' বলল রানা। 'এটা কি কাউন্ট বিয়াঞ্চির গাড়ি?'

'জী না, সেনিয়র,' রূঢ় কণ্ঠে বলল শোফার। 'দূরে থাকুন...'

কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রানা, বিদ্যুৎচমকের মত নড়ে উঠল ওর হাত। সিগ-সাওয়ারের বাট হাতুড়ির মত চালাল লোকটার কপালের পাশে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘায়েল হলো বেচারা।

www.BanglaBook.org

কাটা কলাগাছের মত হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে। তার পকেট হাতড়ে চাবি বের করে নিল রানা, দরজা খুলে চড়ে বসল ড্রাইভিং সিটে। তারপর হাতছানি দিয়ে ডাকল সঙ্গিনীকে।

দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠে পড়ল সোনিয়া। ওকে নির্দেশ দিল রানা, 'মাথা নামিয়ে রাখো।' তারপর স্টার্ট দিয়ে আগে বাড়াল মার্সিডিজকে। তাড়াহুড়ো করল না, শান্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল পার্কিং লট থেকে। কিছুদূর গিয়েই অবশ্য থেমে যেতে হলো। এস্টেটের মূল ফটক বন্ধ করে দিয়েছে প্রহরীরা, গেটের সামনে বিশাল এক যানজট। অস্ত্রধারী একদল লোক, তল্লাশি চালাচ্ছে প্রতিটা গাড়িতে।

দাঁড়িয়ে থাকা মানে ধরা পড়ে যাওয়া। দাঁতে দাঁত পিষে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে সবেগে এগোতে শুরু করল। মার্সিডিজের একপাশের চাকা নামিয়ে দিয়েছে মাটিতে, রাস্তার পাশের ফুলের কেয়ারি তছনছ করে ছুটছে যান্ত্রিক বাহন। হৈ-হৈ করে উঠল প্রহরীর দল, অস্ত্রহাতে কয়েকজন দাঁড়িয়ে গেল সামনে, চেষ্টা করল পথরোধ করতে। নির্মম ভঙ্গিতে বাম্পারের ধাক্কায় তাদেরকে উড়িয়ে দিল ও, গতি কমাল না।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল হয়ে গেছে প্রহরীদল, ভুলে গেছে গুলি করতে। সম্বিৎ ফিরে পাবার আগেই গেটের কাছে পৌঁছে গেল মার্সিডিজ। ফ্লোরবোর্ডের উপর অ্যাকসেলারেটর দাবিয়ে রেখেছে রানা, বুনো ষাঁড়ের মত ফটকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়িটা। ইস্পাত ছেঁড়ার বিশ্রী শব্দ হলো, তুবড়ে গেল মার্সিডিজের নাক, কিন্তু প্রচণ্ড চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো গেটের পাল্লাদুটো। বেঁকে গেল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত, কবজা থেকে ছিঁড়ে আছড়ে পড়ল রাস্তার উপর। ক্ষিপ্ত পশুর মত ওগুলোকে মাড়িয়ে এগিয়ে চলল মার্সিডিজ, বেরিয়ে গেল এস্টেটের সীমানা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে।

ব্রেকে চাপ দিল রানা, বন্‌বন্‌ করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রাস্তার উপর সিধে করল গাড়িকে। ভারসাম্য ফিরে পেতেই পূর্ণ গতিতে ছুটল। ইঞ্জিন থেকে বাজে শব্দ বেরুচ্ছে, সংঘর্ষে সম্ভবত মারাত্মক জখম হয়েছে ওটা; কিন্তু পাত্তা দিল না। বিপদ এখনও কাটেনি। সোনিয়াকে মাথা তোলার চেষ্টা করতে দেখে ধমকে উঠল, 'ওখানেই থাকো!'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ধাওয়াকারীদের দেখা পেতে। খুব বেশি হলে পাঁচ মিনিট, তার পরেই রিয়ারভিউ মিররে উদয় হলো একটা ফিয়াট ইউটিলিটি পিকআপ। দ্রুত এগোচ্ছে, কমিয়ে আনছে দূরত্ব। পিছনে লেগে আছে ছায়ার মত।

দু'মাইল এগিয়ে গেল রানা। তারপর আচমকা মোড় নিল মন্টে *মারিয়ো* হিল-ড্রাইভের দিকে। চুলের কাঁটার মত বাঁক ঘুরে স্প্রিঙের মত পেঁচিয়ে ওঠা রাস্তা ধরে দ্রুতগতিতে উঠে চলল। লাথসিরো মাউন্টেইন রেঞ্জের অন্তর্গত এ-পাহাড়, ঢালে ফার্নের জঙ্গল। পথের প্রতিটি বাঁক পেরিয়ে একটু করে অ্যাকসেলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াচ্ছে রানা। ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও অনুগত রয়েছে মার্সিডিজ, হেয়ারপিন বেণ্ডগুলো নিপুণভাবে পেরিয়ে যাচ্ছে, যেন রেলের ওপরে বসানো রয়েছে গাড়ির চাকা। ফাঁকে ফাঁকে রিয়ারভিউ মিররে দেখছে রানা, মার্সিডিজের সঙ্গে তাল রেখে ছুটতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ফিয়াটের ড্রাইভার। পিকআপ-টার শরীর মার্সিডিজের চেয়ে বড়, নড়তে-চড়তে জায়গাও নেয় বেশি।

প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবেই শুরু হলো হামলা। কোনোরকম আগাম সঙ্কেত না দিয়েই ছুটে এল বুলেট। দরজার পাশে বসানো ছোট্ট সাইডভিউ মিররটা চুরমার করে দিল গুলি। স্টিয়ারিঙের উপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা, অ্যাকসেলারেটরে পুরো চেপে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বসল পা।

গুলির শব্দ পায়নি রানা, তারমানে ধাওয়াকারীরা সাইলেন্সার ব্যবহার করছে। বিড়বিড় করে গাল দিল নিজেকে, শহরের দিক থেকে সরে হয়তো মস্ত বোকামি করে ফেলেছে। যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে চলাটাই বরং নিরাপদ ছিল। এখন ওর একমাত্র চিন্তা কিভাবে গুলি এড়িয়ে রোমে পৌছুনো যায়। কপাল ভাল হলে অবশ্য এর আগেই পথে কোনও পুলিশের গাড়ির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু রিয়ারভিউ মিররে আবার চোখ পড়তেই আঁতকে উঠতে হলো। মার্সিডিজের পিছনের বাম্পারের ত্রিশ গজের মধ্যে এসে গেছে ফিয়াট।

পরিষ্কার বুঝল রানা, পিকআপের ইঞ্জিনে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে—বাইরের চেহারা যা-ই হোক, ধুঁকতে থাকা মার্সিডিজ নিয়ে ওটাকে খসানো ওর সাধ্য নয়। স্পিডেই পারবে না ওটার সঙ্গে।

সামনে দু'হাজার ফুট উপরে উঠে গেছে পথটা, তারপর তীক্ষ্ণ কয়েকটা মোড় নিয়ে আবার নেমে গেছে রাজধানীর দিকে। মাইলখানেক একেবারে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল মার্সিডিজ, এক মাইলে আরও কিছুটা এগিয়ে এল ফিয়াট।

সামনে আবার মোড়। গতিবেগ কমাল না রানা। যতটা সম্ভব নিচু করে রেখেছে মাথা। স্পিডোমিটারের কাঁটা পঁচাত্তর ছুঁই ছুঁই করছে।

মার্সিডিজের একেবারে পাশে চলে এল পিকআপ। নির্দ্বিধায় রাস্তার সেন্টার লাইন ক্রস করে এগিয়ে এসেছে। জানালা দিয়ে একপলকের জন্যে ড্রাইভারের দিকে তাকাল রানা। কুৎসিত চেহারার এক লোক। লম্বা কালো চুল। কালো চোখের তারা জ্বলছে। বাদামি চামড়ায় ঢাকা ছোট্ট নাক। পিকআপের খোলা পিছনদিকটায় অটোমেটিক মেশিনগান নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরও দু'জন। ড্রাইভারের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল, বাগে পেয়েছে শিকারকে।

ড্রাইভারের হাসির জবাবে, তার বোঁচা নাকের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দেয়ার ইচ্ছে হলো রানার। রীতিমত অসহায় বোধ করছে। আঁকাবাঁকা রাস্তার কারণে ড্রাইভিঙে দিতে হচ্ছে পুরো মনোযোগ, পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়বে... সে-সুযোগ নেই। পিকআপের খুনিদের গুলিতে এখন শ্রেফ ঝাঁঝরা হয়ে যাবার অপেক্ষা।

বিস্ময়ের ব্যাপার, গুলি করল না ওরা। কারণ জানার জন্য সময় নষ্ট করল না রানা, সামনে... বাঁয়ে চুলের কাঁটার মত বাঁক নিয়েছে রাস্তা। ঝড়ের বেগে একটা সাইনবোর্ড পার হয়ে গেল, হলদে রঙে লেখা—*গতিবেগ বিশ মাইল*। কিন্তু তিন গুণ গতিতে ছুটছে মার্সিডিজ। ওটার মত এত দ্রুত মোড় নিতে পারল না ভারী পিকআপ, বাধ্য হয়েই পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। মোড়টা ঘুরেই অ্যাকসেলারেটর পুরো চেপে ধরল ড্রাইভার। দ্রুত এগিয়ে আসছে আবার।

তুমুল বেগে চিন্তা চলছে রানার মাথায়। কী করে পার পাওয়া যাবে, ভাবছে। একটার পর একটা ফন্দি আঁটছে, কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না কোনোটাই। আরেকটা মোড় আসছে। গতি কমানোর জন্যে ব্রেকে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। ব্রেক ছেড়ে অ্যাকসেলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াতে লাগল, রিয়ারভিউ মিররে ফিয়াট এবং ড্রাইভারের গতিবিধি লক্ষ করছে। ফিয়াটকে আবার মার্সিডিজের পাশে নিয়ে আসতে চাইছে ড্রাইভার।

গুলি চালাচ্ছে না আর প্রতিপক্ষ। পিকআপের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। মার্সিডিজকে ঠেলে পাহাড়ের কয়েকশো ফুট নিচের উপত্যকায় ফেলে দিতে চাইছে ওরা। দুশো গজ পরেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরেকটা বাঁক। গতি কমাল না রানা। ক্রমেই মার্সিডিজের সামনের লেফট-ফেণ্ডারের কাছে এসে যাচ্ছে ফিয়াট। আর একটু এগিয়ে একটা ধাক্কা লাগাতে পারলেই আকাশে উড়ে যাবে ওদের গাড়ি। পড়বে গি নীচের পাথুরে মাটিতে।

অ্যাকসেলারেটর পুরো চেপে ধরল রানা। ধরে রাখল, তারপর আচমকা ছেড়ে দিয়ে ব্রেক করল। হঠাৎ মার্সিডিজের এই অদ্ভুত ব্যবহারে ক্ষণিকের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল ড্রাইভার। হাসি মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। মার্সিডিজের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও গতি বাড়িয়েছিল। পাশে গিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়ার সুযোগটা নিতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ গতি বাড়িয়ে অসতর্ক করে দিয়েছে তাকে রানা। বাঁকে পৌঁছে গেছে ওর গাড়ি।

ব্রেক চেপে রেখেই বন্ বন্ করে স্টিয়ারিং কেটে মার্সিডিজের নাক ঘোরাল রানা। রাস্তার সঙ্গে ঘষা খেয়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলল টায়ার। মাটি কামড়ে রয়েছে মার্সিডিজ, তবু গাড়ির পিছনটা স্কিড করে রাস্তার বাইরে চলে যেতে শুরু করল। সেইদিকেই সামান্য একটু স্টিয়ারিং কাটল রানা। সোজা হয়ে গেল গাড়ি আবার। হ্যাণ্ডব্রেক টেনে আড়াআড়িভাবে পুরোপুরি থামিয়ে ফেলল মার্সিডিজকে। গাড়িটা এখন ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে ফিয়াটের পথে।

চাইলে সরাসরি ওটাকে আঘাত করতে পারত ফিয়াটের ড্রাইভার। কিন্তু পরিস্থিতিটার জন্য মানসিকভাবে তৈরি ছিল না সে। চমকে যাওয়ায় ড্রাইভার-সুলভ নিখাদ রিফ্লেক্স অ্যাকশনে চলে গেল তার দু'হাত। সংঘর্ষের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘুরিয়ে ফেলল স্টিয়ারিং। নাক ঘুরে গেল পিকআপের, বাঁকের পাশ ঘেঁষে হুড়মুড় করে নেমে গেল ঢালে। ভেসে এল আতঙ্কিত চিৎকার আর পাহাড়ি ঢালে ইস্পাতের ঘষা খাওয়ার আওয়াজ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা। তারপর গাড়ি থেকে নেমে ঢালের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। নীচে ঝোপঝাড়ের উপরে উড়ছে ধুলোর মেঘ। পাহাড়ের গোড়াটা যেখানে উপত্যকায় মিশেছে, তার কাছ থেকে একটু দূরে পড়ে আছে ফিয়াট। ইঞ্জিনটা ফ্রেম থেকে ছিঁড়ে একপাশে ছিটকে পড়েছে। তালগোল পাকানো ধাতব বস্তুতে পরিণত হয়েছে পিকআপের শরীর। ড্রাইভার আর দুই খুনি থেঁতলে গেছে ওটার তলায় পড়ে।

নির্বিকার রইল রানা। ফিরে এল গাড়িতে, স্টার্ট দিয়ে নাক ঘোরাল, এগোল সামনে। সোনিয়া উঠে বসেছে সিটের উপরে। হতভম্ব চেহারা। জিজ্ঞেস করল, 'কী ঘটল?'

'পিছনে লেগেছিল,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছি ওদেরকে।'

'আর ভিলার ভিতরে?'

গাড়ি চালাতে চালাতে সংক্ষেপে সব খুলে বলল রানা—ফোয়ারার পাশে বিয়াঙ্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ, তারপর কাউন্টের খুনের ঘটনা। শেষে যোগ করল, 'ওরা আমাকে কুয়াশা ভেবেছে। কেন, তা বুঝতে পারছি না। মনে হলো আমার কথা ভাবতেই পারেনি ওরা, শুধু কুয়াশাকে আশা করেছে। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না।'

'একটু অদ্ভুত হয়ে গেল না ব্যাপারটা? তোমরা দু'জনেই তো পিছনে লেগেছ ফেনিসের। সেটা তো ওদের জানা থাকার কথা।'

'অবশ্যই! তারপরেও কুয়াশাকে সন্দেহ করল কেন?' একটু ভাবল রানা। 'একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে এর। ওদের ধারণা... কিংবা ওদেরকে জানানো হয়েছে... আমি মারা গেছি!'

'এমন একটা ভুয়া কথা ছড়াবে কেন কেউ?'

'ভাল প্রশ্ন। ছড়াতে হলে আমিই ছড়াতাম সেটা, ওদের চোখে

www.BanglaBook.org

নিজেকে মৃত দেখিয়ে গোপনে কাজ করতাম। কিন্তু তা করিনি... তা হলে এ-খবর ছড়াল কে?'

'এমন হতে পারে না, কোনও কারণে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে ওদের মনে? হয়তো কোনও লড়াইয়ে বেঁচে থাকার কথা ছিল না তোমার?'

মাথা নাড়ল রানা। 'এমন কোনও সিচুয়েশনে পড়িনি এখন পর্যন্ত। মরে যাবার গুজবও ছড়াইনি। কৌশলটা অবশ্য বেশ ভাল, কিন্তু গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য বানাতে হলে অনেক ধরনের আয়োজন লাগে; এত সময় ছিল না হাতে, তাই আর চেষ্টা করিনি।' চুপ হয়ে গেল ও। মনে পড়ে গেছে পাভোরোনির কথাগুলো।

...তুরিনে যোগাযোগ কোরো। ওদেরকে বলবে দুই ঈগল আর বেড়ালকে খবর দিতে...

'কী ভাবছ?' জানতে চাইল সোনিয়া।

'অন্য একটা বিষয়,' বলল রানা। 'বার্নার্দো পাভোরোনি... ও কি তুরিনে বিয়াঞ্চি-পাভোরোনি কোম্পানিগুলো চালায়?'

'এককালে চালাত... কণ্টেসার মেয়েকে বিয়ে করবার পরে। শুধু তুরিন না; রোম, মিলান, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস—সব জায়গার দায়িত্বই ছিল তার কাঁধে। তবে পরবর্তীতে তার শ্যালক—কাউন্ট মার্সেলো সবকিছু আবার নিজে বুঝে নেয়। এখন তো সে-ই ওদের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের মাথা। মানে... পত্র-পত্রিকায় তা-ই বলে।'

'ওটা স্রেফ কাভার,' বুঝতে পারছে রানা। 'লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য দেখিয়েছে। কাউন্ট বিয়াঞ্চি ছিল একটা শো-পিস, আড়াল থেকে এখনও কলকাঠি নাড়ছে পাভোরোনি।'

'তা হলে কাউন্ট বিয়াঞ্চি ফেনিসের অংশ ছিল না?'

'তা ছিল। এক অর্থে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বললেও ভুল হবে না। উঁচু বংশের স্ত্রী-র পাশাপাশি ফেনিসকে সে আর তার

www.BanglaBook.org

যা তুলে দিয়েছে পাভোরোনির পাতে। কথা হলো, পাভারোনি এর সঙ্গে জড়াল কেন? তার মত ব্যবসায়ীর জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অশান্ত হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় ব্যবসায়ীদেরই। এ-জন্যে পলিটিক্যাল পার্টিদের পিছনে টাকা ঢালে ওরা, চেষ্টা করে এমন মানুষকে ক্ষমতায় বসাতে, যারা অপরাধ আর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের লাগাম টেনে ধরতে পারবে।'

'এমন সরকার ইটালিতে নেই,' মন্তব্য করল সোনিয়া।

'সে-কথা বহু দেশের বেলাতেই খাটে। তার মানে এই নয় যে, ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করে না। ইউ সি, সাধারণ শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়লে অর্থনীতির চাকা স্থবির হয়ে যায়। তাই অস্থিরতা চায় না ব্যবসায়ীরা, চায় সুস্থ পরিবেশ। কিন্তু ফেনিসের দর্শন ঠিক উল্টো। সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছে ওরা, সাহায্য করছে অপরাধী আর টেরোরিস্টদেরকে। পাভোরোনি কীসের জন্য এদের হয়ে কাজ করবে?'

'দু'রকম কথা বেরুচ্ছে তোমার মুখ দিয়ে, রানা,' আস্তে রানার কাঁধে হাত রাখল সোনিয়া। 'একবার বলছ বার্নার্দো পাভোরোনি ফেনিসের সদস্য; আবার বলছ সেটা হতে পারে না।'

'আমি শুধু দ্বিধার কথা বলছি,' রানা বলল। 'পাভারোনি ওদের লোক, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন যোগ দিয়েছে, সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'জানার চেষ্টা করবে?'

'এখানে আর না। ইটালি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, আমরা সরে পড়ছি এ-দেশ থেকে। হয়তো পরের জায়গায় সূত্র খুঁজে পাব।'

'আমরা সরে পড়ছি মানে! আমার না এখানেই থাকার কথা?'

ঘাড় ফেরাল রানা। 'আজ রাতের ঘটনা পরিস্থিতি বদলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়েছে, সোনিয়া। তোমার জন্য রোমে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়।'

'তা হলে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

'প্যারিস। ওখানে যোগাযোগ মেইনটেন করবার মত নিজস্ব সেটআপ আছে আমার। তোমার থাকার জায়গাও করে দেব।'

'তুমি কোথায় যাবে?'

'লণ্ডন। পাভোরোনির ব্যাপারে জানতে পেরেছি আমরা—ও-ই বিয়াঞ্চি-র উত্তরসূরি। এবার লণ্ডনের পালা।'

'ওখানে কেন?'

'পাভোরোনি তার লোককে দুই *ঈগল* আর *বেড়াল*-কে খবর দিতে বলছিল। কর্সিকায় তোমার দাদীর কাছে যা শুনেছি, তা থেকে কোডগুলোর অর্থ বের করা কঠিন কিছু না। দুই ঈগল হচ্ছে আমেরিকা আর রাশা...'

'এক মিনিট,' বাধা দিয়ে বলল সোনিয়া, 'রাশার প্রতীক তো ঈগল না, ভালুক!'

'এ-ক্ষেত্রে নয়,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'রাশান ভালুক আসলে বলশেভিক; কিন্তু রাশান ঈগলটা হচ্ছে জারিস্টদের প্রতীক। ভিলা বারেল্লির সেই প্রথম সভার তৃতীয় অতিথি ছিল প্রিন্স আলেক্সেই তারাকিন—সেইন্ট পিটার্সবার্গের বাসিন্দা, এখন ওটা লেনিনগ্রাদ নামে পরিচিত। ওখানেই গেছে কুয়াশা।'

'আর বেড়াল?'

'ব্রিটিশ সিংহ। সভার দ্বিতীয় অতিথি ছিল স্যর নাথান উইটিংহ্যাম। তাঁর বংশধর, নাইজেল উইটিংহ্যাম, এখন ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারি।'

'এ তো খুবই হাই পজিশন।'

'বড্ড বেশি উঁচু, বড্ড বেশি দৃশ্যমান। ইনিও ফেনিসের সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জড়াবেন বলে বিশ্বাস হতে চায় না। একই দশা আমেরিকায়। ওখানকার যে-সিনেটরের নাম বেরিয়ে আসছে, তিনি সম্ভবত আগামীতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন। এসব লোক ফেনিসের সদস্য হবেন কেন, তার কোনও আগামাথা খুঁজে পাচ্ছি না আমি। আর সে-কারণেই ভয় পাচ্ছি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'রহস্যটা সমাধানের পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কাজটা কঠিন হচ্ছে ক্রমে। আমাদের ব্যাপারে সচেতন ফেনিস, সমস্ত সূত্র মুছে দেবার চেষ্টা করবে ওরা। দুই ঈগল আর এক বেড়ালের পিছনে কী লুকানো আছে, তা বের করা সহজ হবে না।'

'তুমি তো বিপদে ঝাঁপ দিচ্ছ, রানা!' নিখাদ উদ্বেগ প্রকাশ পেল সোনিয়ার গলায়।

'আমার চেয়েও বড় বিপদ অপেক্ষা করছে কুয়াশার জন্য। ওরা ভাবছে আমি মারা গেছি, সে-কারণে খানিকটা হলেও সুবিধে পাব। কিন্তু কুয়াশা তা পাচ্ছে না। আজই যোগাযোগ করব হেলসিঙ্কিতে। ওকে সতর্ক করে দেয়া দরকার।'

'কী ব্যাপারে?'

'ওকে বলে দিতে হবে, লেনিনগ্রাদের রাস্তাঘাটে কাউকে যদি ভারাকিন পরিবারের ব্যাপারে খোঁজ নিতে দেখে ফেনিস, তার মৃত্যু অনিবার্য।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল সোনিয়া।

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। 'অন্ধের মত এগোচ্ছি আমরা। কাউন্সিলের চার প্রতিষ্ঠাতার বংশধরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কারণ তাদের নাম আছে আমাদের হাতে। কিন্তু পুরো ষড়যন্ত্রটার পিছনে বসে আছে আরেকজন! সে-ই নাটের গুরু। তাকে বের করতে না পারলে এই চারজনকে দিয়ে কিছুই হবে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কে সেটা?'

'কর্সিকার জনৈক *রাখাল বালক*। তাকেই আসলে খুঁজে বের করা দরকার আমাদের, অথচ আমার কোনও আইডিয়া-ই নেই কীভাবে সেটা সম্ভব হতে পারে।'

চার

হেলসিঙ্কির *ইটা কাইভোপুইস্তো*-র রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে কুয়াশা, থেমে দাঁড়াল একটা বাঁকের কাছে পৌঁছে। আমেরিকান দূতাবাস এখান থেকে বেশি দূরে নয়; যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকেই চোখে পড়ছে বিল্ডিংটার আলো। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে, নেমে এসেছে নির্জনতা। আশপাশে না আছে মানুষ, না চলছে গাড়ি।

চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে ওর মাথা। গতকাল পৌঁছেছে ও ফিনল্যাণ্ডে, রাতটা বিশ্রাম নিয়েছে টাভাস্টিয়ান হোটেলে, সকালবেলায় রিসিভ করেছে রানার পাঠানো সাঙ্কেতিক মেসেজ। ইটালিয়ান ক্রিস্টালের আমদানি-সংক্রান্ত রিপোর্টের আদলে পাঠানো হয়েছে ওটা, দিনের প্রায় পুরো সময় লেগেছে তার পাঠোদ্ধার করতে। যে-সব তথ্য জানতে পেরেছে ও থেকে, তা একই সঙ্গে বিস্ময়কর এবং জটিল। অল্প সময়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছে রানা।

ফেনিসের প্রথম কানেকশন আবিষ্কার করে ফেলেছে দুর্ধর্ষ

www.BanglaBook.org

ছেলেটা। কাউন্ট বিয়াঞ্চির সূত্র ধরে জানতে পেরেছে, ওই দিকটাতে কে এখন ফেনিসের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। বার্নাদো পাভোরোনি। একটাই অর্থ হতে পারে এর—রানাও তার মেসেজে একই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে—ফেনিসের নিয়ন্ত্রণভার এখন আর মূল চার পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কালের আবর্তনে পরিবারের বলয় পেরিয়ে এখন সেখানে স্থান নিয়েছে দক্ষ, যোগ্য নেতারা। পারিবারিক উত্তরসূরি, সেইসঙ্গে এ-সব লোকের হাতে পড়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে সংগঠনটা। দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে ফেনিসের ফিরে আসার পিছনে নিশ্চয়ই এদের হাত আছে।

পরিস্থিতি যে আগের চেয়ে গুরুতর হয়ে পড়েছে, তা বুঝতে পারছে কুয়াশা। বিয়াঞ্চির ওখানে রানাকে উদয় হতে দেখে এবার সতর্ক হয়ে যাবে ওরা। লেনিনগ্রাদে ভারাকিন পরিবারের বিষয়ে খোঁজ নিতে গেলে কী ধরনের বিপদে পড়তে হবে, তা কল্পনাও করতে পারছে না এ-মুহূর্তে। কিন্তু সে-কারণে পিছিয়ে যাবার মানুষ নয় সে। যত ঝামেলাই আসুক... যত বিপদই দেখা দিক, এগিয়ে সে যাবেই! আজ রাতে *ইটা কাইভোপুইস্তো*-র রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সেজন্যই। অপেক্ষা করছে বিশেষ একজন মানুষের, যে ওকে রাশায় ঢোকার পথ করে দেবে।

সোনিয়া মাযোলার ব্যাপারেও বিস্তারিত জানিয়েছে রানা—মেয়েটাকে আর সন্দেহ করবার কিছু নেই, বরং ওকে দু'জনের মাঝখানে রিলে হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। তাতে বিশেষ আপত্তি নেই কুয়াশার। রানা যে এ-সব বিষয়ে ওর চাইতে অনেক বেশি অভিজ্ঞ, তা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। যোগাযোগের নিয়মও ঠিক করে দিয়েছে ও—সরাসরি প্যারিসে সোনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করবে না কুয়াশা। ওর কন্ট্যাক্ট হবে

www.BanglaBook.org

টাভাস্টিয়ান হোটেলের ম্যানেজার—পুরনো, বিশ্বস্ত লোক সে। সোনিয়ার সঙ্গে এই ম্যানেজারই যোগাযোগ রক্ষা করবে। কুয়াশাকে শুধু মেসেজ পৌঁছাতে হবে তার কাছে। একইভাবে রানাও নিজের মেসেজ পৌঁছাবে সোনিয়া পর্যন্ত। সরাসরি তথ্য আদান-প্রদান হবে শুধুমাত্র সোনিয়া এবং ম্যানেজারের মধ্যে।

গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল কুয়াশার। মাথা ঘোরাতে একটা লক্কড়মার্কা সেডান দেখতে পেল। কাছাকাছি এসে একবার হেডলাইট জ্বালল-নেভাল গাড়িটা, রাস্তার উল্টোপাশে পৌঁছে থামল ক্ষণিকের জন্য। চালকের আসনে লেদারের জ্যাকেট পরা এক লোক বসে আছে, গলায় লাল মাফলার। এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল কুয়াশা। কোনও কথা বলল না কেউ কারও সঙ্গে।

আবার চলতে শুরু করল গাড়িটা। রাশার পথে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

ফিনল্যাণ্ড সীমান্তে, লেক *সাইমা*-র উত্তর-পশ্চিম উপকূলে ছোট্ট শহর ভাইনিকালা। পানি পেরুলেই প্রতিবেশী দেশ রাশা। হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে টহল দিয়ে বেড়ায় রাশান সীমান্তরক্ষীরা; তবে সে-টহল যত না অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য, তার চেয়ে বেশি স্রেফ রুটিন রক্ষা করবার তাগিদে। এ-অবস্থা চলছে সেই সোভিয়েত আমল থেকেই। আসলে... বলকান অঞ্চলের প্রলম্বিত শীতকালে, কনকনে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এ-রুটে চলাফেরা করা অত্যন্ত কঠিন। একেবারে অনন্যোপায় না হলে কেউ এমন জায়গা দিয়ে রাশায় ঢুকতে বা বেরুতে চায় না। এ তো গেল শীতকাল, কিন্তু গ্রীষ্মে আবার ভিন্ন চিত্র। গরমের সময়টাতে তালিন আর রিগা, সেইসঙ্গে লেনিনগ্রাদ থেকে এত বেশি ট্যুরিস্ট ভিসা ইস্যু করা হয়

www.BanglaBook.org

যে, পুরো এলাকায় লেগে থাকে বিদেশি লোকজনের প্রচণ্ড ভিড়। এতসব মানুষকে মনিটর করা দুঃসাধ্য। ক'জন বৈধ, আর ক'জন অবৈধভাবে ঢুকছে দেশে; তার হদিস রাখা সম্ভব হয় না কিছুতেই। সে-চেষ্টাও করে না কেউ। তাই নর্থ-ওয়েস্টের গ্যারিসনগুলো সবসময়েই রাশান মিলিটারির অলস, বিরক্ত সৈনিকদের আখড়া। শাস্তিমূলক বদলি ছাড়া আর কাউকে পাঠানো হয় না ওখানে। রাশায় ঢোকার জন্য ভাইনিকালা একটা বড় চেকপয়েন্ট, তারপরেও সেখানকার লোকজন একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর... এমনকী পাহারাদার কুকুরগুলোও।

তবে ফিনিশদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম। উনিশশো উনচল্লিশে তাদের দেশে সোভিয়েত আগ্রাসনের কথা ভোলেনি ওরা। এই এলাকার জলাশয় আর বনাঞ্চলের ব্যাপারে নিখুঁত জ্ঞান আছে তাদের, সে-আমলে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ঠেকিয়ে দিয়েছিল বিদেশি হানাদারদেরকে; আজও সে-ধরনের হামলা মোকাবেলার মত প্রস্তুতি রেখেছে। ফিনিশ এসকর্টের গাড়িতে একের পর এক সামরিক প্রতিরক্ষা-ব্যূহ পেরুতে পেরুতে ব্যাপারটা উপলব্ধি করল কুয়াশা—ভাইনিকালাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে ফিনিশরা।

সারা রাস্তায় সঙ্গীর সঙ্গে বলতে গেলে কথাই বলেনি ও, হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল লোকটা মুখ খোলাতে।

'এটা আপনার ওয়ান-ওয়ে ট্রিপ, মিস্টার। শুধু ঢুকতে পারবেন রাশায়, এ-পথে বেরিয়ে আসতে পারবেন না।'

মাথা ঘুরিয়ে তাকাল কুয়াশা। 'বিশেষ কোনও কারণ আছে তার পিছনে?'

'কী ধরনের গোলমাল পাকাবেন ওখানে, তার কিছুই জানি না। ঢুকতে দিয়ে বিপদে পড়ব নাকি?'

www.BanglaBook.org

তর্ক করল না কুয়াশা। লোকটা সরকারি কর্মচারী, গোপনে ফিনিশ আণ্ডারগ্রাউণ্ডের সঙ্গে জড়িত। কাভার মেইনটেনের জন্য ঝামেলা এড়িয়ে চলতে হয় তাকে। পুরনো এক উপকারের প্রতিদান হিসেবে চেকপয়েন্ট পার করে সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে ওকে, তার মানে এই নয় যে, বিপদ দেখা দিলেও পাশে থাকবে।

'বুঝতে পেরেছি,' বলল কুয়াশা। 'রিল্যাক্স, নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারব আমি।'

পাকা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল সেডান। ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে চলল বন্ধুর পথ ধরে। মাইলখানেক গেল, তারপর থেমে দাঁড়াল। হ্যাণ্ডব্রেক টেনে ফিনিশ এসকর্ট বলল, 'এ-পর্যন্তই আমার দৌড়।' হাত তুলে তুষার আর ঝরাপাতায় ছাওয়া সামনের পথ দেখাল। 'নাক বরাবর হাঁটতে থাকুন। জঙ্গল পেরোলে আরেকটা রাস্তা পাবেন—রাশান হাইওয়ে। গাড়ির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, ওটা আপনাকে দক্ষিণে ভাইবর্গ হয়ে যেলেনোগরস্ক পর্যন্ত নিয়ে যাবে।'

'কেন?' ভুরু কোঁচকাল কুয়াশা। এ-ধরনের কোনও অ্যারেঞ্জমেন্ট চায়নি ও। 'আমি তো ওর জন্য টাকা দিইনি।'

'ব্যাপারটা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই করা,' হাসল ফিনিশ এসকর্ট। 'বর্ডারের কাছে আপনি ধরা পড়ে গেলে সমস্যা। ইন্টারোগেশনে আপনার সাহায্যকারীদের নাম-ধাম বেরিয়ে যেতে পারে। আমার বসেরা চাইছেন না তেমন কোনও ঝুঁকি নিতে।'

'ঝুঁকি এতেও কম নেই। যে-লোক গাড়ি নিয়ে এসেছে, সে যদি ধরিয়ে দেয় আমাকে?'

'সে-ভয় নেই। পুরনো বন্ধু আমাদের, বর্ডারের ওপারে স্মাগলিঙের সবকিছু ও-ই দেখে।'

'ওকে আমি চিনব কী করে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'গাড়ি দেখলেই কাছে গিয়ে সময় জিজ্ঞেস করবেন... রাশান ভাষায়। জবাব না দিয়ে সে যদি ঘড়িতে চাবি দিতে শুরু করে, তা হলে বুঝবেন ও-ই আপনার ড্রাইভার।'

'এ-সবের দরকার ছিল না। রাশায় ঢোকার পর আমি একা থাকলেই সবচেয়ে ভাল হতো... আমাদের দু'পক্ষের জন্যই।'

'এটাও ভাল হয়েছে। আমাদের লোক আপনাকে খুব সহজে রাশান চেকপোস্টগুলো পার করে নিয়ে যেতে পারবে। একা থাকলে আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব হতো না। এত দুশ্চিন্তা করছেন কেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ওকে তো আপনার অ্যাসিসটেন্ট বানিয়ে দিইনি। যখন প্রয়োজন ফুরোবে, তখন নাহয় ছেড়ে দেবেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল কুয়াশা। তারপর নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

দূর থেকেই দেখা গেল গাড়িটা—পুরনো মডেলের একটা *পোবেদা*... রাস্তার পাশে—[illegible] পার্ক করে রাখা হয়েছে, চারপাশে সাদা তুষার। ভোর হতে বেশি দেরি নেই, খুব বেশি হলে এক ঘণ্টা, তারপরেই সূর্যের প্রখর কিরণ আছড়ে পড়বে কুয়াশার আবরণে মোড়া প্রকৃতির উপর। রাতভর বিরাজ থাকা হিম আবহাওয়া বদলে দিয়ে আসবে আরামদায়ক উষ্ণতা। কিন্তু সে-সব নিয়ে উচ্ছ্বাস নেই কুয়াশার মাঝে। গ্লাভ-পরা হাতে নিজের পিস্তল বের করে নিয়েছে ও, হাতটা শরীরের আড়ালে লুকিয়ে লঘু পায়ে চলল পোবেদার দিকে। সরাসরি এগোল না, একটু ঘুরপথে চলে গেল গাড়ির পিছনে, সেখান থেকে সন্তর্পণে অগ্রসর হলো বাহনটার দিকে।

ফারের কোট আর ভারী মাফলার জড়িয়ে মাঝবয়েসী একজন মানুষ বসে আছে ড্রাইভিং সিটে। ক্ষণে ক্ষণে মুখের কাছে উঠে

www.BanglaBook.org

আসা সিগারেটের আগুনে আলোকিত হয়ে উঠছে চেহারা। সাইডভিউ মিররে সে-চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল কুয়াশা। এ-লোককে ও চেনে। ক্যাপ্টেন গ্রিগোরি সিমকিন—ভাইবর্গে রাশান পুলিশ স্টেশনের প্রধান! কুয়াশাকে গ্রেফতারের জন্য এককালে আদাজল খেয়ে লেগেছিল লোকটা, হারভাবে মনে হয়েছিল তার মত নিবেদিতপ্রাণ পুলিশ অফিসার আর কেউ হতে পারে না। আর এখন বুঝি এ-ই ফিনিশ অপরাধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্মাগলিং করছে? বিশ্বাস করা কঠিন, টাকার জন্য মানুষ কতটা নীচে নামতে পারে! দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হলো ও। লম্বা লম্বা কদম ফেলে চলে গেল গাড়ির পাশে।

অন্যমনস্ক ছিল সিমকিন, কুয়াশা একেবারে পাশে না আসা পর্যন্ত টেরই পেল না কিছু। হঠাৎ জানালার পাশে একটা অবয়ব দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি একটা টর্চলাইট তুলে আলো ফেলল বাইরে। আগন্তুকের চেহারা দেখল না, তার বদলে দেখল পিস্তলের নিষ্কম্প নল... সোজা তার মাথার দিকে তাক করে রাখা হয়েছে। স্থির হয়ে গেল সে।

'গুড মর্নিং, কমরেড সিমকিন! কী সৌভাগ্য, আবার দেখা হয়ে গেল আমাদের!'

কণ্ঠটা পরিচিত মনে হলো সিমকিনের, কিন্তু মনে করতে পারল না কোথায় শুনেছে। কয়েক মুহূর্ত পর কুয়াশা একটু ঝুঁকে মুখোমুখি হলো তার, চেহারা দেখে চমকে উঠল সে।

'মাই গড! কুয়াশা... আপনি?'

হাসল কুয়াশা। 'যদি ভুল করে না থাকি, গাড়ি নিয়ে আমার জন্যই অপেক্ষা করছ তুমি। ক'টা বাজে, জানতে পারি?'

'হ... কী?'

'সময় জানতে চাইছি। বাই দ্য ওয়ে, যদি সত্যিই টাইম বলো,

www.BanglaBook.org

তোমাকে খুন করা ছাড়া গতি থাকবে না আমার।'

সচকিত হয়ে উঠল সিমকিন। তাড়াতাড়ি হাতঘড়িতে দম দিতে শুরু করল।

'গুড,' সন্তুষ্ট গলায় বলল কুয়াশা, তবে পিস্তল সরাল না। 'অত আপসেট হবার কিছু নেই। আমরা দু'জনেই এখন একই পথের পথিক। কিছু মনে না করলে... গাড়ির চাবিটা আমাকে দেবে?'

'ক্... কেন?' তোতলাচ্ছে সিমকিন।

'ইনশিয়োরেন্স। গাড়িতে ঢোকার পর ওটা আবার ফেরত পাবে তুমি। হয়েছে কী, তুমি এখন নার্ভাস হয়ে আছ। আর নার্ভাস লোক উল্টোপাল্টা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। আমি চাই না তুমি আমাকে ফেলে চলে যাও। চাবি দাও, প্লিজ।'

মুখের কয়েক ইঞ্চি তফাতে স্থির হয়ে থাকা পিস্তলের ব্যারেলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল সিমকিন। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে ইগনিশন থেকে খুলে আনল চাবির গোছা, তুলে দিল কুয়াশার হাতে।

'ধন্যবাদ,' বলল কুয়াশা। পিস্তল ঢুকিয়ে ফেলল কোটের আড়ালে। গাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে প্যাসেঞ্জার সাইডে চলে এল, দরজা খুলে উঠে বসল সিমকিনের পাশে। 'সো নাইস অভ ইউ, ক্যাপ্টেন।' চাবির গোছা ফিরিয়ে দিল ও। 'এসো, বন্ধু হই আমরা। পুরনো শত্রুতার কথা ভুলে যাই। কেউ কারও দুর্বলতার সুযোগ নেব না, তাতে দু'জনেরই ক্ষতি।'

নিজেকে সামলে নিয়েছে সিমকিন। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'যদি জানতাম, তোমাকে তুলে নেবার জন্য পাঠানো হয়েছে আমাকে...'

'কী করতে? অ্যারেস্ট করতে আমাকে?' বিদ্রূপের সুরে বলল কুয়াশা। 'তাতে তোমার ফিনিশ বন্ধুরা কেমন খেপে যেত, জানো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না? ওদের সঙ্গে পার্টনারশিপের ইতি ঘটত তোমার, বাড়তি ইনকাম বন্ধ হয়ে যেত চিরতরে, খেতে হত জেলের ভাত।'

'হুম, হয়তো ঠিকই বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল সিমকিন। 'আমাকে বলা হয়েছে—যাকে রিসিভ করব, সে ফিনিশদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনেকদিন আগে নাকি ওদের এক মাফিয়া চিফের মেয়ে কিডনি ফেইলিওরের কারণে মরতে বসেছিল। কোথাও ওই মেয়ের উপযোগী কিডনি পাওয়া যাচ্ছিল না, শেষ পর্যন্ত তুমি নিজের কিডনি দান করে দিয়েছিলে।'

'পুরনো ইতিহাস,' উদাস গলায় বলল কুয়াশা। 'ওসব নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে তোমার।'

'না, হিসেব মেলাতে পারছি না। মাফিয়া জাতীয় ক্রিমিনালদের সঙ্গে সাপে-নেউলে সম্পর্ক তোমার। ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নাও যখন-তখন। অথচ নিজের কিডনি একজন মাফিয়া-সন্তানকে দিয়ে দিলে?'

'বাপ মাফিয়া হতে পারে, মেয়ে তো নয়! যাক গে, কথা না বাড়িয়ে গাড়ি চালু করো। অনেকদূর যেতে হবে আমাদেরকে।'

ইগনিশন-কী ঘোরাল সিমকিন। 'কোথায় যাবে?'

'লেনিনগ্রাদ,' শান্ত গলায় বলল কুয়াশা। একাকী কাজ করবার সিদ্ধান্ত পাল্টেছে। সিমকিনের মত একজন বড় পুলিশ অফিসার সঙ্গে থাকলে সুবিধে পাবে অনেক। লোকটা বেঈমানীও করতে পারবে না। তার গোপন স্মাগলিঙের খবর জেনে গেছে কুয়াশা, বেঈমানী করতে গেলে সেটা ফাঁস হয়ে যাবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও কুয়াশার অনুগত থাকতে হবে তাকে।

'কিন্তু তোমাকে শুধু যেলেনোগরস্ক পর্যন্ত পৌঁছে দেবার কথা আমার!' প্রতিবাদ করল সিমকিন।

'এত খেপছ কেন? নাহয় বাড়তি কয়েক ঘণ্টা ড্রাইভ করতে

www.BanglaBook.org

হবে তোমাকে। খুব বেশি কিছু তো নয়।'

'কিন্তু সকালে আমাকে ভাইবর্গে থাকতে হবে! একটা মিটিং আছে।'

'ফোন করে অন্য কাউকে যেতে বলো। বিশ্বাসযোগ্য একটা অজুহাত খাড়া করতে খুব অসুবিধে হবে না নিশ্চয়ই? চাইলে আমিও সাহায্য করতে পারি।'

অসহায়ত্ব প্রকট হয়ে উঠল সিমকিনের চেহারায়। বেকায়দা পরিস্থিতির মুখে পড়ে গেছে, আভাসে-ইঙ্গিতে ওকে ব্ল্যাকমেইল করছে কুয়াশা। উপায়ান্তর না দেখে গাল দিল ভাগ্যকে নিচু কণ্ঠে।

'পাগলামি করছ তুমি,' বলল সে। 'কেউ কিছু টের পেলে আমরা দু'জনেই শেষ!'

'এখুনি সেটা ঘটছে না। লেনিনগ্রাদে কাজ আছে আমাদের। চলো।'

হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে পোবেদাকে আগে বাড়াল সিমকিন।

ওরা যখন কিরভ ব্রিজ অতিক্রম করল, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। শহর এলাকায় ঢুকেছে গাড়ি, তারপরেও দু'পাশে তাকিয়ে প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখতে পেল কুয়াশা—পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা শীতকালীন বাগানগুলো নববধূর সাজে সেজেছে, ফুলে-ফুলে ভরে গেছে গাছগাছালি। ব্রিজ পেরিয়ে দক্ষিণে চওড়া রাস্তা চলে গেছে নেভস্কি প্রসপেক্টের দিকে। জানালা দিয়ে লেনিনগ্রাদের মনুমেন্ট দেখতে পেয়ে ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে গেল ও। লাখ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে নেভা নদীর তীরের বরফে ঢাকা বন্ধ্যাভূমি পরিণত হয়েছে আজকের এই সুসজ্জিত নগরে।

নেভস্কি প্রসপেক্ট পেরিয়ে এল পোবেদা, অ্যাডমিরাল্টি বিল্ডিঙের দর্শনীয় অগ্নিশিখাকে পাশ কাটিয়ে পৌঁছে গেল নদীর

www.BanglaBook.org

ধারে। সামনেই জারিস্ট আমলের হৃত গৌরবের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উইন্টার প্যালেস। সেদিকে তাকিয়ে প্রিন্স আলেক্সেই ভারাকিনের কথা ভাবল কুয়াশা—জারিস্ট বংশের শেষ মানুষদের একজন। লেনিনগ্রাদে এখনও কি আছে তার পরিবার? শীঘ্রি এ-প্রশ্নের জবাব পেতে হবে ওকে।

'আনিচভ ব্রিজ পেরিয়ে বাঁয়ে মোড় নাও,' নির্দেশ দিল কুয়াশা। 'পুরনো হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ডিস্ট্রিক্টে ঢোকো। কোথায় থামবে, সেটা বলে দেব আমি।'

'কী আছে ওখানে?' জানতে চাইল সিমকিন। ধীরে ধীরে কৌতূহলী হয়ে উঠছে সে।

'জানো না বুঝি? একগাদা অবৈধ বোর্ডিং হাউস আর সস্তা দরের হোটেল। সরকারকে পছন্দ করে না ওখানকার লোকজন, পুরোপুরি আলাদা একটা জগতে বাস করে। গা-ঢাকা দেবার জন্য পুরো লেনিনগ্রাদে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর দুটো নেই।'

'এখানেই লুকাও তুমি সবসময়?'

হাসল কুয়াশা। 'আগে জানা থাকলে খুব সুবিধে হতো তোমার, তাই না? আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারতে সহজে। উঁহু, ধারণাটা ভুল। ওখানকার প্রতিটা বিল্ডিঙে পালাবার জন্য গোপন পথ আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল সিমকিন। 'ওসব কিছুই ভাবছি না আমি। আমাকে কতক্ষণ আটকে রাখবে তুমি, জানতে পারি?'

'এখুনি বলতে পারছি না। আগে অবস্থা বুঝে নিই।' কুয়াশা নির্বিকার।

বিরক্তিতে গজগজ করে উঠল সিমকিন।

সাদোভায়ার ব্যস্ত রাস্তা পেরিয়ে পুরনো হাউজিং ডিস্ট্রিক্টে ঢুকল পোবেদা। চারপাশে মান্ধাতা আমলের বিবর্ণ বিল্ডিঙের সারি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমনিতে জায়গাটা পরিচ্ছন্ন... দেখে বোঝার উপায় নেই, কী কষ্টের জীবন যাপন করছে এখানকার মানুষেরা। একেকটা ফ্ল্যাটে দুই থেকে তিনটা পরিবার বাস করে, কামরাগুলোতে থাকে পাঁচ-ছ'জন করে মানুষ। আধুনিক নাগরিক সুবিধা বলতে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই এখানে কোথাও। এ-কারণে চাপা ক্ষোভে ফুঁসছে অধিবাসীরা, মাঝে-মাঝে গণবিক্ষোভের মাধ্যমে তার বিস্ফোরণও ঘটে।

'সামনের বাঁকের পাশে গাড়ি রাখো,' একটু পর বলল কুয়াশা। 'অপেক্ষা কোরো আমার জন্য। যার কাছে যাচ্ছি, সে যদি না থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসব। আর যদি দেখা পেয়েই যাই, হয়তো বা ঘণ্টাখানেক থাকতে হতে পারে আমাকে।'

রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রাখা কতগুলো সাইকেলের পিছনে গাড়ি থামাল সিমকিন। নামার আগে কুয়াশা তাকে বলল, 'একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া দরকার। দুটো অপশন আছে তোমার হাতে—এখানকার পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারো, অথবা সাহায্য করতে পারো আমাকে। প্রথমটা যদি করো, তা হলে তোমার গোমর ফাঁস করে দেব আমি। নিজের পজিশনের সুযোগ নিয়ে কী ধরনের অপকর্ম করে বেড়াচ্ছ, তা জানিয়ে দেব সবাইকে। শাস্তি একা আমার হবে না, তোমারও হবে তাতে। আর যদি দু'নম্বর পন্থা অবলম্বন করো... কাজশেষে বড় অঙ্কের একথোক টাকা দেব আমি, তোমার উপরি কামাই-ও চলতে থাকবে আগের মত। এখন নিজেই ভেবে দেখো, কোন্‌টা তোমার জন্য লাভজনক।'

মুখ বাঁকাল সিমকিন। 'কী করব, তা তুমি খুব ভাল করেই জানো। কোনও বিকল্প নেই আমার হাতে... এখানেই অপেক্ষা করছি আমি।'

www.BanglaBook.org

'গুড,' মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। দরজা খুলে নেমে গেল গাড়ি থেকে। মোড় পেরিয়ে একটা চারতলা বিল্ডিং, সেটার সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করল। সবমিলিয়ে বিশটা ফ্ল্যাট আছে এ-বিল্ডিঙে, অন্তত দু'শো লোক বাস করে। একমাত্র নাতালিয়া সিমোনোভার ফ্ল্যাটটা তার ব্যতিক্রম। একাকী থাকে ও, কোনও রুমমেট নেই... মানে, শেষ খবর যদ্দূর জানে আর কী। অনেকদিন কোনও যোগাযোগ হয়নি ওদের মধ্যে।

তিনতলায় উঠতে উঠতে পুরনো স্মৃতি মনে পড়ল কুয়াশার—মনে পড়ল কীভাবে দু'জনের পরিচয় হয়েছিল। পাঁচ বছর আগে মহা-বিপদে পড়ে গিয়েছিল নাতালিয়া... এমনই বিপদ, যার কারণে মৃত্যুদণ্ড হতে যাচ্ছিল ওর। রাশান ইন্টেলিজেন্সে কাজ করত মেয়েটা, গণিতবিদ হিসেবে এমনিতে অত্যন্ত মেধাবী, মস্কো ইউনিভার্সিটি-র ডক্টোরাল গ্র্যাজুয়েট, লেনিন ইন্সটিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়া। ফিল্ডে ওর মত দক্ষ কম্পিউটার প্রোগ্রামার খুব কমই আছে। এ-কারণে লেনিনগ্রাদের ইন্টেলিজেন্স অফিসে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছিল ওকে। হঠাৎ করে সেখান থেকে বেশ কিছু ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট চুরি যাওয়ায় ফেঁসে যায় বেচারি। অ্যারেস্ট করা হয় ওকে, শুরু হয় বিচার। আসল অপরাধী ছিল অন্য আরেকজন, কিন্তু পুরো ঘটনাটা সে এমনভাবে ঘটায়, যাতে নাতালিয়ার উপরেই সমস্ত সন্দেহের তীর বিদ্ধ হয়। এমন সব মিথ্যে প্রমাণ ছড়িয়ে রেখেছিল, যার কারণে সরকারি তথ্য-পাচারের অভিযোগে চরম শাস্তি হতে যাচ্ছিল মেয়েটির। কেউ ছিল না ওকে সাহায্য করবার।

এ-পরিস্থিতিতে ব্যাপারটার মধ্যে ঢোকে গলায় কুয়াশা... এবং সেটা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। রাশান ইন্টেলিজেন্সের এক কণ্ট্যাক্টের মুখে নাতালিয়ার কথা শোনার পর খারাপ লেগেছিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর—নিরপরাধ একটা মেয়ে অকারণে মারা যাবে, সেটা মেনে নিতে পারছিল না কিছুতেই। তাই নিজের স্বভাবজাত কৌশলে সমাধান করেছিল রহস্যটা, আড়াল থেকে বের করে এনেছিল সত্যিকার অপরাধীকে, মুক্ত করেছিল নাতালিয়াকে। কাজটা করতে গিয়ে যথেষ্ট গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিল ও, তারপরেও ছাড়া পাবার পর কীভাবে যেন ওর খোঁজ বের করে ফেলে মেয়েটা। মুখোমুখি হয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়। সেই থেকে চমৎকার এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিরাজ করছে ওদের মধ্যে। সম্পর্কটা হয়তো আরও গভীর হতে পারত, কিন্তু সচেতনভাবে সেটাকে এড়িয়ে চলেছে কুয়াশা। ওর ফেরারী জীবনের সঙ্গে কোনও মেয়েকে জড়ানো চলে না, তেমন কোনও ইচ্ছেও নেই ওর। তা ছাড়া নাতালিয়ার নিরাপত্তার জন্যই দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন, শত্রুরা কুয়াশার নাগাল পাবার জন্য যেন ওকে ব্যবহার করতে না পারে। ইন্টেলিজেন্সের চাকরি এখনও করছে মেয়েটা, রাশান ইন্টেলিজেন্সের কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ওর রয়েছে অবাধ গতিবিধি। সে-কারণেই এতদিন পর আবার ওর কাছে চলেছে কুয়াশা।

নাতালিয়ার ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছে কবজিতে বাঁধা ঘড়ি দেখল ও—একটা বাজতে দশ মিনিট। দুপুরের এ-সময়টাতে ঘরেই থাকার কথা মেয়েটার। রাতের শিফটে ডিউটি করে, সকাল আটটায় ছুটি। এরপর বাসায় ফিরে দুপুর পর্যন্ত ঘুমায়। এখনও কি সে-রুটিন আছে? একটু দ্বিধায় ভুগল কুয়াশা কলিংবেল চাপার আগে। বোতামটাতে চাপ দেয়া মানেই গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে নাতালিয়াকে জড়িয়ে ফেলা। কিন্তু এ-ছাড়া উপায়ও নেই আর। লেনিনগ্রাদে বিশেষ যে-মানুষটির নাগাল পেতে চাইছে ও, তার কাছে সরাসরি পৌঁছুনো সম্ভব নয়। কী আর করা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরজার পাশে হাত বাড়িয়ে দিল কুয়াশা, কলিংবেলের বোতাম চাপল। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, নাতালিয়াকে সবকিছু খুলে বলবে। এরপর ও-ই ঠিক করুক, কুয়াশাকে সাহায্য করবে কি করবে না।

দরজার ওপাশে পায়ের আওয়াজ হলো—হিল পরে কাঠের মেঝের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে কেউ। কয়েক মুহূর্ত পর নামানো হলো ছিটকিনি, আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করল পাল্লা... পুরোপুরি নয়, অর্ধেক। দেখা গেল নাতালিয়ার সুঠাম অবয়ব। ওকে দেখেই খটকা লেগে গেল কুয়াশার—উজ্জ্বল রঙের একটা পোশাক পরে আছে মেয়েটা... সামার ড্রেস, ঘরের পোশাক বলা যাবে না মোটেই। মাথাভরা বাদামি চুলের গোছা এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়ে আছে কাঁধের উপর। চোখের তারায় শঙ্কা, সুন্দর মুখশ্রী আড়ষ্ট হয়ে আছে। এতদিন পর ওকে দেখে যতটা অবাক হওয়া উচিত, তার ছিটেফোঁটাও হলো না।

'কুয়াশা!' বলল নাতালিয়া। 'কী সৌভাগ্য আমার!'

গলার স্বরটা স্বাভাবিক নয়। সতর্ক হয়ে উঠল কুয়াশা, নাতালিয়া কি সতর্ক করতে চাইছে ওকে? ওর চোখে চোখ রাখল, পরমুহূর্তে নিশ্চিত হলো—ঠিকই অনুমান করেছে। একা নয় মেয়েটা। ভিতরে আরও কেউ আছে... অপেক্ষা করছে ওর-ই জন্য!

'সৌভাগ্য আসলে আমার, নাতালিয়া,' কুয়াশা বলল। মৃদু মাথা ঝোঁকাল পাল্টা সঙ্কেত দেবার জন্য। আড়চোখে তাকাল দরজার কবজা আর চৌকাঠের ফাঁক দিয়ে। জ্যাকেটের একাংশ আর ধূসর প্যান্ট দেখতে পাচ্ছে; পাল্লার পিছনে লুকিয়ে আছে শত্রু। 'কতদিন পর দেখা, বলো তো?'

'কী জানি, হিসেব রাখিনি আমি।' বলতে বলতে পিছিয়ে গেল নাতালিয়া।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই তোমার সঙ্গে।' পা বাড়াল কুয়াশা। ডোরওয়েতে পৌঁছেই আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল আধখোলা দরজার উপর। ধাক্কা খেয়ে প্রচণ্ড বেগে কবজার উপর ঘুরল পাল্লা, থ্যাচ করে আছড়ে পড়ল আত্মগোপনকারীর গায়ে। ককিয়ে উঠল লোকটা, দরজার পাল্লা আর দেয়ালের মাঝখানে পিষ্ট হয়েছে সে।

লাফ দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল কুয়াশা। দরজার পিছন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে প্রতিপক্ষ, পাল্লাটা একটু টেনে আবার তাকে ছ্যাঁচা দিল ও। এবার রীতিমত আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। কাত হয়ে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে চলে গেল মেঝেতে। একটা পিস্তল দেখা গেল হাতে, লাথি মেরে সেটা সরিয়ে দিল কুয়াশা। নিজের পিস্তল এরই মধ্যে চলে এসেছে মুঠোয়, সেটাকে উল্টো করে ধরে প্রচণ্ড এক ঘা বসাল লোকটার মাথার পিছনে। হুড়মুড় করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

শান্ত ভঙ্গিতে দরজা বন্ধ করে দিল কুয়াশা। তাকাল নাতালিয়ার দিকে। 'তুমি ঠিক আছ?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'থ্যাঙ্ক গড, আমার ইশারা তুমি বুঝতে পেরেছ।'

'না বোঝার কিছু ছিল না,' হাসল কুয়াশা। 'শীতকাল চলছে এখন... অথচ তোমার গায়ে গ্রীষ্মের পোশাক!'

'বেশিরভাগ পুরুষ কিন্তু বুঝতে পারত না সেটা। ভাগ্য ভাল যে তুমি পেরেছ।'

'তা হলে অন্য কোনও বুদ্ধি খাটাওনি কেন?'

'সুযোগ ছিল না। কাপড় বদলানো ছাড়া আর কোনও কিছু করতে দেয়নি ব্যাটা আমাকে।'

'হুম! কে ও? কিছু ধারণা করতে পারো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আর যা-ই হোক, রাশান নয়। খুব সম্ভবত ইংরেজ। ওর রাশান উচ্চারণে ব্রিটিশ টান লক্ষ করেছি আমি।'

'ঘরে ঢুকল কীভাবে?'

'ভুয়া একটা আই.ডি. কার্ড দেখিয়ে। অভিনয় করছিল, যেন মস্কোর হেডকোয়ার্টার থেকে এসেছে। চ্যালেঞ্জ করতেই পিস্তল বের করল। তখন আর কিছু করবার ছিল না আমার। অনেকক্ষণ অনুরোধ করবার পর শুধু ঘরের জামাটা বদলে নিতে দিয়েছে... তাও আবার ওর চোখের সামনে!'

'কী জন্যে এসেছে, তা বলেনি?'

'তোমার ব্যাপারে খোঁজ নিতে। বলেছি কিছু জানি না আমি, কিন্তু বিশ্বাস করেনি আমার কথা। তার খানিক পর তো তুমিই হাজির হলে।'

পিছনে নড়াচড়ার শব্দ শুনে পাঁই করে ঘুরল কুয়াশা। জ্ঞান ফিরে এসেছে ইংরেজের। ওঠার চেষ্টা করছে না দেখে অবাক হলো, পরক্ষণেই ধরতে পারল রহস্যটা। মুখ নড়ছে ব্যাটার। তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, দু'হাতে গলা চেপে ধরে চেষ্টা করল ঠেকাতে... কিন্তু লাভ হলো না। লোকটার কষা বেয়ে নেমে এল সাদাটে ফেনা। ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

'হোয়াট দ্য...' বিস্মিত গলায় বলল নাতালিয়া। 'কী ঘটল?'

পরাজিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। বলল, 'সায়ানাইড পিল—মুখের ভিতরে লুকানো ছিল। আত্মহত্যা করেছে ব্যাটা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঁচ

লাশের শরীর সার্চ করল কুয়াশা আর নাতালিয়া, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না। টাকাভর্তি ওয়ালেট আছে, ভুয়া আই.ডি. আছে, পিস্তলের বাড়তি অ্যামিউনিশনও আছে—কিন্তু এসব থেকে তার আসল পরিচয় বের করা সম্ভব নয়। একটা মোবাইল ফোনও বেরিয়েছে পকেট থেকে, তবে সেটার মেমোরি সম্পূর্ণ খালি। ফোনবুক বা কললিস্টে একটা নাম্বারও নেই। বিরক্ত হয়ে মেঝে থেকে উঠে পড়ল নাতালিয়া, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল খেদোক্তি।

'কিছু একটা মিস করে যাচ্ছি আমরা,' চিন্তিত গলায় বলল কুয়াশা। 'একেবারে কিছুই জানতে পারব না, তা কী করে হয়?' নাতালিয়ার দিকে মুখ ফেরাল। 'কী কথা হয়েছে ওর সঙ্গে, তা প্রথম থেকে খুলে বলো আমাকে।'

'বলতে গেলে কিছুই না,' নাতালিয়া জানাল। 'গল্প করবার মুডে ছিল না ও।'

'তারপরেও সব শুনতে চাই আমি। ওর কথা থেকে তুমি হয়তো কিছু আঁচ করতে পারোনি, কিন্তু আমি পারব।'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ নীরব রইল নাতালিয়া। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'কী লুকাচ্ছ তুমি আমার কাছে, কুয়াশা? সত্যি করে বলো তো, কেন এই লোক খুঁজছিল তোমাকে?'

'ক'দিন আগে আমার নামে নতুন একটা হুলিয়া জারি হয়েছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানো নিশ্চয়ই?' বলল কুয়াশা। 'অনেকেই খুঁজছে আমাকে।'

'হেঁয়ালি করছ তুমি!' অভিযোগের সুরে বলল নাতালিয়া। 'এ-লোক আইনের কেউ নয়... তার ওপর বিদেশি। মুখে যেভাবে সায়ানাইড পিল লুকিয়ে রেখেছিল, তাতে তো মনে হয় চরমপন্থী, কিংবা ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির সঙ্গে জড়িত! পুলিশ-টুলিশ ছাড়িয়ে আজকাল কি ওদের সঙ্গেও শত্রুতা বাধিয়েছ নাকি?'

'আমি কিছুই করিনি, যা করবার ওরাই করছে। ড. ইভানোভিচকে খুন করেছে, আমাকে দিয়েছে ফাঁসিয়ে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য লড়ছি আমি।'

'বলতে চাইছ, আমার দেশের একজন বিজ্ঞানীকে খুন করবার পিছনে ব্রিটিশদের হাত আছে?'

'উঁহুঁ। এই খুনিদের নির্দিষ্ট কোনও দেশ নেই, দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে রিক্রুট করা হয়েছে এদেরকে। খুবই ভয়ানক এক সংগঠন... পরে সব খুলে বলব তোমাকে। আগে এই লোকটার ব্যাপারে শিয়োর হয়ে নেয়া দরকার।'

'কী শিয়োর হবে?'

'অস্পষ্ট ব্যাপারগুলো...

'কোনোটা স্পষ্ট মনে হচ্ছে নাকি তোমার কাছে?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল নাতালিয়া।

'অবশ্যই!' মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। 'কয়েকটা বিষয় তো এমনিতেই পরিষ্কার—আমার জন্য এসেছিল ও, কিন্তু ব্যর্থ হলে জ্যান্ত ধরা পড়তে চায়নি। নিশ্চয়ই এমন কিছু জানত, যা আমাকে জানানো চলে না। ব্যাটার কোনও সঙ্গীও নেই আশপাশে, থাকলে এখনও আমরা বেঁচে থাকতাম না।'

'কিন্তু তুমি যে আমার কাছে আসবে, সেটা জেনেছে কীভাবে? আমি নিজেই তো জানতাম না!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওটা সম্ভবত অনুমান... সেজন্যেই মাত্র একজনকে পাঠানো হয়েছে এখানে।'

'অনুমান!'

'রাশান ইন্টেলিজেন্সের ফাইলে নিশ্চয়ই এ-দেশে আমার সমস্ত কন্ট্যাক্টের রেকর্ড আছে... সেটাই ফলো করছে ওরা। যাদের কাছে সাহায্য চাইতে পারি, বিশেষ করে লেনিনগ্রাদে, তাদের পিছনে লোক লাগানো হয়েছে।'

'লেনিনগ্রাদ কেন?'

'কারণ এখানেই আমি একজনকে খুঁজতে এসেছি। সে-কাজে যারা আমাকে সাহায্য করতে পারে, তাদের সবাই এখন আমার শত্রুদের টার্গেট।'

'আমি ছাড়া আর ক'জন আছে অমন?'

'খুব বেশি না, দু-তিনজন। লেনিনগ্রাদ ভার্সিটির একজন প্রফেসর আছেন, আরেকজন আছে দানভ-এ... জনৈক পলিটিক্যাল অ্যাকটিভিস্ট। আর হ্যাঁ, লোকাল ক্রিমিনালদের মধ্যেও একজন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'সতর্ক করে দেবে ওদেরকে?'

'দরকার নেই। যত খুশি লোক লাগাক, ওদের কারও কাছেই আমি যাচ্ছি না। তবে এর বাইরে আরেকজনকে চিনি আমি, তার সঙ্গে দেখা করা জরুরি। সেজন্যেই আমাদের এই ইংরেজ বন্ধুর ব্যাপারে শিয়োর হওয়া দরকার। কতখানি জানে ওরা... যার সঙ্গে দেখা করব বলে ভাবছি, তার পিছনেও লোক লাগিয়েছে কি না...'

'সম্ভাবনা কতটুকু?'

'নির্ভর করছে কতখানি রিসার্চ করেছে ওরা, তার ওপর। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে গত এক যুগ দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি আমার। ব্যাপারটা সিরিয়াস, নাতালিয়া। ভাল করে ভাবো, কী বলেছিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকটা তোমাকে?'

'বললাম তো, কিছুই না। তবে হ্যাঁ, একবার ফোন এসেছিল ওর মোবাইলে। অন্যপাশের লোকটার সঙ্গে নদীর ধার নিয়ে কথা বলছিল... মাছি মারা ছাড়া নাকি আর কিছু করবার নেই ওখানে। কথা শেষ করেই কললিস্ট থেকে নাম্বারটা মুছে দিতে দেখেছি ওকে।'

'নদীর ধার?' ভ্রূকুটি করল কুয়াশা। একটু পরেই মাথা ঝাঁকাল। 'অভ কোর্স! *দ্য হার্মিটেজ! ম্যালাচিট হল!* নদীর ধারে, হ্যাঁ... ওখানকার এক মহিলাকে চিনি আমি। ব্যাটারা দেখি কিছুই মিস করেনি, আমি নিজেও তো ভুলে গিয়েছিলাম ওখানকার কথা!'

'কোন মহিলা সেটা?' গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল নাতালিয়া। 'তোমার বান্ধবী?'

'হ্যাঁ... সিনিয়র বান্ধবী,' হাসল কুয়াশা। 'বয়স সত্তরের কাছাকাছি, হার্মিটেজ মিউজিয়ামের অ্যাসিসটেন্ট কিউরেটর। এককালে প্রায়ই চা খেতে যেতাম তাঁর ওখানে। ইতিহাস নিয়ে জ্ঞানগর্ভ তর্ক-বিতর্ক চলত আমাদের। একেবারে সাদাসিধে মানুষ, ভাবতেও পারিনি আমার ফাইলে বেচারির নাম উঠে যাবে।'

'এতেই অবাক হচ্ছ? ওঁর ছেলেমেয়ে আর নাতিপুতির নামও উঠে আছে কি না দেখো গিয়ে। এসব ব্যাপারে আমাদের ইন্টেলিজেন্স অত্যন্ত সিরিয়াস।'

'এনিওয়ে,' হাত নাড়ল কুয়াশা, 'আর কী কথা হয়েছে ওদের মধ্যে?'

'ওটুকুই।' একটু ভাবল নাতালিয়া। 'ও হ্যাঁ... আমি যখন কাপড় বদলাচ্ছিলাম, ব্যাটা মশকরা করছিল আমার সঙ্গে।'

'কী ধরনের মশকরা?'

'বাজে কিছু না। বলছিল—কিউরেটর, অ্যাকাডেমিকস্ আর

www.BanglaBook.org

লাইব্রেরিয়ানদের তুলনায় গণিতবিদের শরীর যে অনেক সুন্দর হবে, তা ওর আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমরা *ফিগার* নিয়ে গবেষণা করি কিনা...'

পিঠ খাড়া হয়ে গেল কুয়াশার। 'শিট!' গাল দিয়ে উঠল ও। 'তারমানে ভদ্রলোকের খোঁজ পেয়ে গেছে ওরা!'

'কার কথা বলছ?' বিস্মিত হলো নাতালিয়া।

'ঠাট্টা করতে গিয়ে আসল খবর ফাঁস করে দিয়েছে লোকটা।' ব্যাখ্যা করল কুয়াশা, 'কিউরেটর মানে ওই বৃদ্ধা মহিলা, অ্যাকাডেমিকস্ হলো আমার প্রফেসর বন্ধু, আর লাইব্রেরিয়ান হচ্ছেন সল্টিকভ-শেড্রিন লাইব্রেরির আরেক বৃদ্ধ... তাঁর কাছেই যেতে চাইছিলাম আমি।'

'কে এই বৃদ্ধ?'

'মিউজিয়ামের ওই বৃদ্ধার মত আরেক জ্ঞানতাপস। বই সংগ্রহের জন্য লাইব্রেরিতে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতাম আমি, সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। ভদ্রলোক দুনিয়ার অসংখ্য ব্যাপারে আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।'

'কেন দেখা করতে চাইছ ওঁর সঙ্গে?'

'ভদ্রলোককে চলন্ত বিশ্বকোষ বললে ভুল হয় না। বিশেষ করে রাশা আর লেনিনগ্রাদের বিষয়ে তাঁর মত গভীর জ্ঞান আর কারও মধ্যে নেই। এমন সব তথ্য জানেন, যা বইয়ের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেজন্যেই ভারাকিন নামে একটা প্রভাবশালী পরিবারের খোঁজ নেবার জন্য তাঁর কাছে যাব ভেবেছিলাম।'

'প্রভাবশালী পরিবার? এই লেনিনগ্রাদে?'

'হুঁ।'

মুখ বাঁকাল নাতালিয়া। 'এত সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এত দুশ্চিন্তা! তুমি না... অ্যাই, আমি কী কাজ করি, তা ভুলে গেছ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাশান ইন্টেলিজেন্সের ডেটাবেজ থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে ওই তথ্য তো আমিই তোমাকে বের করে দিতে পারি!'

'উহুঁ, ওটা করবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার নামে মৃত্যু-পরোয়ানা জারি হয়ে যাবে।' মেঝেতে পড়ে থাকা লাশের দিকে ইশারা করল কুয়াশা। 'এই লোকের সঙ্গী-সাথীরা ছড়িয়ে আছে সবখানে।' পায়চারি শুরু করল ও। 'তা ছাড়া... কম্পিউটারে কিছু পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না। যা খুঁজছি, তা বহু বছর আগের কথা। মাঝে অনেক কিছু ঘটেছে, বহুবার সরকার বদলেছে... বদলেছে প্রযুক্তিও। রেকর্ডে কোনোকালে যদি ভারাকিনদের নাম থেকেও থাকে, এখন আর আছে কি না সন্দেহ। আমার তো ধারণা, সরকারি সব ধরনের ডেটাবেজ থেকে নামধাম মুছে ফেলা হয়েছে ওদের।'

'প্রভাবশালী কোনও পরিবারের নাম এত সহজে রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা যায় না, কুয়াশা,' প্রতিবাদ করল নাতালিয়া।

'নাম মোছা না গেলেও সংশ্লিষ্টতার তথ্য মোছা যায়।'

'কীসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা?'

জবাব না দিয়ে মৃত লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কুয়াশা, খুলে ফেলল তার শার্টের বোতাম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল উন্মুক্ত বুকটা। যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল একটু পরেই বুকের মাঝখানে একটা বৃত্তাকার উল্কি... ফেনিসের চিহ্ন। নাতালিয়াকে কাছে ডেকে দেখাল ওটা।

'কী এটা?' বিভ্রান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল নাতালিয়া। 'জন্মদাগ?'

মাথা নাড়াল কুয়াশা। নিচু গলায় বলল, 'পার নস্ত্রো সার্কোলো... জন্মের সময় এ-জিনিস ছিল না আমাদের ইংরেজ বন্ধুর শরীরে। চিহ্নটা অর্জন করে নিতে হয়েছে ওকে।'

'তোমার কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখুনি বুঝবে। সবকিছু খুলে বলছি। নিজের নিরাপত্তার জন্যই এ-সব জানা দরকার তোমার। ফেনিস নামে একটা গুপ্তসংঘ...'

আস্তে আস্তে নাতালিয়াকে সবকিছু বলল কুয়াশা—ফেনিসের কথা, এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে... স-অ-ব। ওর কথা শেষ হবার পর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মেয়েটা, সময় নিল এতসব তথ্য হজম করবার জন্য। একটু পর হেঁটে জানালার সামনে গেল, বাইরে দৃষ্টি ফেলে বলল, 'তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি না, কুয়াশা। বুঝতে পারছি, যা বলেছ তার মধ্যে মিথ্যে নেই একবিন্দুও। সেজন্যেই জানতে চাইছি, এত ভয়ানক একটা সংগঠনের সঙ্গে সংঘাতে নামা কি উচিত হয়েছে তোমার? এরা তোমার পুরনো শত্রুদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী...'

'জানি,' বলল কুয়াশা। 'সেজন্যেই রানার সাহায্য নিচ্ছি। এ-ধরনের সংগঠনের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে ওর।'

'ওকে এর ভিতরে টেনে আনাও ঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। আর যা-ই হোক, রানা তোমার বন্ধু নয়। স্রেফ পরিস্থিতির চাপে পড়ে হাত মিলিয়েছে তোমার সঙ্গে, কিন্তু কাজ শেষ হওয়ামাত্র... মানে যদি আদৌ শেষ করতে পারো আর কী... তোমাকে অ্যারেস্ট করবে ও।'

'তা হলে কী করা উচিত ছিল আমার?'

'ব্যাপারটা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারতে। গা-ঢাকা দেবার বিষয়ে তুমি একটা প্রতিভা। যদি না চাইতে, তা হলে ফেনিসের পক্ষে কোনোদিন সম্ভব হতো না তোমাকে খুঁজে পাওয়া।'

'ওটা কাপুরুষের কাজ হতো। আমার বাবার মত একজন পরমাত্মীয়কে খুন করেছে ওরা, তারপর আবার সেটার জন্য ফাঁসিয়ে দিয়েছে আমাকেই! না, এ থেকে কিছুতেই পিছু হটা সম্ভব

www.BanglaBook.org

নয় আমার পক্ষে।'

কুয়াশার কণ্ঠে উত্তেজনা লক্ষ করে উল্টো ঘুরল নাতালিয়া। বলল, 'কিন্তু তোমরা অসহায়! যদ্দূর বুঝতে পারছি, তোমাদেরকে কোণঠাসাও করে ফেলেছে ফেনিস। কী করতে পারবে তোমরা এ-অবস্থায়?'

'ভুল ভাবছ,' কুয়াশা বলল। 'এরই মধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছি আমরা। লিস্টের প্রথম নাম—বিয়াথ্রির ব্যাপারটা ভেরিফাই করা হয়েছে। আর এই যে... এখানে পড়ে থাকা ইংরেজকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, ঠিক পথেই এগোচ্ছি। লেনিনগ্রাদে ভারাকিন পরিবারকে যেন ট্রেস করতে না পারি আমরা, সে-চেষ্টা চালাচ্ছে ওরা। তোমার এখানে একজন এসেছে, আরও দু'জন নজর রাখছে হার্মিটেজ মিউজিয়াম আর শেড্রিন লাইব্রেরিতে। মরিয়া হয়ে উঠছে ওরা। এটা আমার জন্য সুসংবাদ।'

'নাহয় বের করলে ফেনিসের পিছনে কারা আছে... কিন্তু সে-খবর কার কাছে নিয়ে যাবে তোমরা? কে সাহায্য করবে তোমাদেরকে?'

'সময় এলে সেটা জানা যাবে। দুনিয়ার সবাই তো আর ফেনিসের সঙ্গে জড়িত নয়। এমন লোকজন নিশ্চয়ই আছে, যারা ওদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে। আমাদেরকে শুধু তার জন্য তথ্য-প্রমাণ একাট্টা করে দিতে হবে। তুমি সাহায্য করবে আমাদেরকে? আমাকে?'

'ঝামেলায় জড়াতে চাইছ আমাকে?'

'দুঃখিত। এ-ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই আমার হাতে। বৃদ্ধ ওই লাইব্রেরিয়ানের কাছে সরাসরি যেতে পারব না আমি। যখন বন্ধুত্ব ছিল, তখন আমার আসল পরিচয় জানা ছিল না তাঁর। পরে পুলিশের হাতে যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে বেচারাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ-কারণে। আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন, আর কোনোদিন যেন দেখা করবার চেষ্টা না করি তাঁর সঙ্গে, আমাকে ধরিয়ে দেবেন সেক্ষেত্রে। তাঁর ইচ্ছেকে সম্মান দেখিয়েছি এতদিন, কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। তাঁকে বোঝানো দরকার, কেন দেখা করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে... সেজন্য তৃতীয় কাউকে দরকার।'

হালকা হাসি ফুটল নাতালিয়ার ঠোঁটে। সামনে এগিয়ে এল। বলল, 'থাক, অত কৈফিয়ত দিতে হবে না। অবশ্যই সাহায্য করব আমি তোমাকে। তুমি না থাকলে এতদিনে নামহীন কোনও কবরে পচে যেত আমার লাশ।'

ওর হাত ধরল কুয়াশা। 'আমি চাই না শুধু কৃতজ্ঞতার বশে তুমি সাহায্য করো আমাকে।'

'তা করছি না। যা শুনেছি তোমার মুখে, তাতে ভয় লাগছে আমার। ফেনিসকে ঠেকাতে হবে... আর তা এ-মুহূর্তে তোমাদের পক্ষেই সম্ভব।'

সিমকিনকে নাতালিয়ার পরিচয় জানতে দেয়া যাবে না। তাই ঘর থেকে বেরুনোর আগে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা, নীচে তাকাল লোকটা কী করছে দেখার জন্য। এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, গাড়ি থেকে নেমে তাকে পেভমেন্টের উপর পায়চারি করতে দেখল।

'ও শিয়োর না, কোন্ বিল্ডিঙে ঢুকেছি আমি—এটা, না পাশেরটায়,' বলল কুয়াশা। ঘাড় ফিরিয়ে নাতালিয়ার দিকে তাকাল। 'নীচের সেলারগুলোর মধ্যে কি এখনও কানেকশন আছে?'

'হ্যাঁ।' জবাব এল।

'আমি তা হলে যাই। পাশের আরেকটা বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওকে বিভ্রান্ত করে দেব। একঘণ্টার কথা বলে এসেছি, এখন যদি না ফিরি, নার্ভাস হয়ে উল্টোপাল্টা কিছু ঘটিয়ে বসতে পারে।'

'আবার আসবে এখানে? কী করতে হবে আমাকে, তার কিছুই তো বলোনি এখনও।'

'আসব তো বটেই। সিমকিনের কাছ থেকে আরও আধঘণ্টা সময় নিয়ে আসি। তারপর তোমাকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দেব।'

'ওটার কী হবে?' ইশারায় ইংরেজ লোকটার লাশ দেখাল নাতালিয়া। 'এভাবে সামনের কামরায় ফেলে রাখা নিরাপদ নয়।'

'আপাতত থাকুক ওখানে। ফিরে আসার পর ভেবে দেখব লাশটা কোথায় সরানো যায়।'

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে গেল ও নীচের সেলারে। নাতালিয়ার কথাই ঠিক, পুরনো বিল্ডিংগুলোর কিছুই বদলায়নি। প্রতিটা সেলার-ই পাশেরটার সঙ্গে অন্ধকার প্যাসেজওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত। পুরো ব্লকজুড়ে জালের মত বিছিয়ে আছে এসব প্যাসেজ। একের পর এক সেলার পেরুল কুয়াশা, চারটে বিল্ডিং পেরিয়ে উঠে এল মূল সড়কে। ওদিক থেকে ওকে আশা করেনি সিমকিন, পিঠ ফিরিয়ে রেখেছিল, পিছনে গিয়ে কাঁধে টোকা দিল ও।

চমকে উঠে কুয়াশার দিকে তাকাল পুলিশ অফিসার। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'আরে... কোত্থেকে এলে? আমার তো মনে হচ্ছিল সামনের ওই বিল্ডিঙে ঢুকেছ তুমি!' হাত তুলে নাতালিয়ার বিল্ডিংটা দেখাল।

'বড্ড নার্ভাস হয়ে আছ তুমি, বন্ধু,' মুখে হাসি এনে বলল কুয়াশা। 'চোখে ভুলভাল দেখছ। এনিওয়ে, বলতে এলাম যে আমার আরেকটু সময় লাগবে। গাড়িতে গিয়ে বসো তুমি, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। তা ছাড়া... হাঁটাহাঁটি করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছ অযথা।'

www.BanglaBook.org

'তোমার কি বেশি দেরি হবে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল সিমকিন।

'বড়জোর আধঘণ্টা। কেন, আমাকে ফেলে কোথাও চলে যাবার কথা ভাবছ নাকি?'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল সিমকিন। 'আমার আসলে বাথরুমে যাওয়া দরকার।'

'ব্লাডারকে কন্ট্রোল করতে শেখো,' কড়া গলায় বলল কুয়াশা। 'নিতান্তই যদি না পারো, ড্রেনের কাছে গিয়ে ছেড়ে দাও কল।'

সিমকিনকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সরে গেল ও।

পরের বিশ মিনিট ধরে নাতালিয়ার সঙ্গে আলোচনা করল কুয়াশা—ঠিক করে নিল, কীভাবে মাইয়োরভ প্রসপেক্টের সল্টিকভ-শেড্রিন লাইব্রেরির বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানের কাছে ওর সাক্ষাতের খবর পৌঁছে দেয়া হবে। বাইরের একটা ফোনবুদ থেকে ভদ্রলোকের কাছে ফোন করবে নাতালিয়া; জানাবে, তাঁর এক পুরনো অনুরাগীর প্রতিনিধি এবং আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবে, মানুষটা কুয়াশা। ব্যাপারটা পরিষ্কার হবার পর এ-ও বলবে, কুয়াশা বিপদে পড়েছে, গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

এ-খবর পাবার পর বৃদ্ধের প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা সহজেই অনুমেয়। চমকে যাবেন তিনি, ঘাবড়েও যাবেন। গোপন সাক্ষাতের জন্য যে-সব নির্দেশনা দেয়া হবে, তা একজন সাধাসিধে মানুষকে বিচলিত করবার জন্য যথেষ্ট। সন্ধ্যা ছ'টা বাজার দশ মিনিট আগে বৃদ্ধকে লাইব্রেরি কমপ্লেক্স থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম একজিট দিয়ে বেরিয়ে আসতে বলবে নাতালিয়া। ওদিককার রাস্তাঘাট তখন অন্ধকার থাকবে, লোক চলাচলও থাকবে না খুব বেশি। নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব পর্যন্ত একদিকে হাঁটতে হবে তাঁকে, তারপর কয়েক দফা দিক বদলে যেতে হবে আরও কিছুদূর। এর মাঝে কুয়াশা

www.BanglaBook.org

যদি দেখা না করে, তা হলে লাইব্রেরিতে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। সুযোগ বুঝে ওখানেই পরে হাজির হবে কুয়াশা। বলা বাহুল্য, এসব কথায় এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হবে তাঁর মধ্যে। চালচলনে ছাপ পড়বে সেটার, কাজেকর্মেও। যে-ই তাঁর উপর নজর রাখুক, ভদ্রলোকের অস্বাভাবিক আচরণ দেখতে পাবে নিঃসন্দেহে। এর কারণ জানার চেষ্টা করতে হবে তাকে, ফলে কাভার মেইনটেন করতে পারবে না। লোকটাকে চিনতে পারামাত্র আঘাত হানবে কুয়াশা, সরিয়ে দেবে দৃশ্যপট থেকে। লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে এরপর ও দেখা করতে পারবে নিশ্চিন্তে।

'ওঁর সঙ্গে কথা বলবার পর কী করবে?' জানতে চাইল নাতালিয়া।

'সেটা নির্ভর করছে ভদ্রলোক আমাকে কী বলেন, আর ওঁর পিছনে লাগা ফেউয়ের কাছ থেকে কী জানতে পারি... তার ওপর,' কাঁধ ঝাঁকাল কুয়াশা। 'দেখা যাক কী হয়।'

'রাতে থাকবে কোথায় তুমি? আমার এখানে আসবে?'

'না এলেই তোমার জন্য মঙ্গল।'

'ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই আমার।'

'আমার আপত্তি আছে। তা ছাড়া রাতের শিফটে কাজ করো তুমি, সকাল পর্যন্ত তো বাসাতেই থাকো না।'

'আজকের রুটিন বদলে নিতে পারি। বিকেলের শিফটে যদি ডিউটি সেরে আসি, মাঝরাতে ফিরতে পারব।'

'শিফট বদলাবার কারণ জানতে চাইবে লোকে।'

'বলব আমার এক আত্মীয় এসেছে মস্কো থেকে।'

'আইডিয়াটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'কিন্তু এখানে থাকলে নিরাপদ থাকবে তুমি। রাত-বিরেতে কোথায় ঘুরে বেড়াবে? অন্তত আমার সিকিউরিটির জন্যও কাছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকা প্রয়োজন তোমার।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। 'বেশ, আমি ভেবে দেখব। কিন্তু কোনও কথা দিচ্ছি না।' উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। 'আমাকে যেতে হয় এবার। তুমিও ফোন করবার জন্য একটু পর বেরিয়ে পোড়ো।'

'লাশটা?'

'সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। দূরের কোনও সেলারে ফেলে দেব। তোমার কাছে ভদকা আছে?'

'কেন, ড্রিঙ্ক করতে চাও?'

'উঁহুঁ, ইংরেজ ব্যাটার গায়ে ঢালব। তারপর কেটে দেব দু'হাতের রগ। মনে হবে মাতাল হয়ে আত্মহত্যা করেছে। একটা ব্লেডও দাও আমাকে।'

ছয়

সল্টিকভ-শেড্রিন লাইব্রেরির দক্ষিণ-পশ্চিম এন্ট্রান্সের উল্টোপাশে, একটা আর্চওয়েের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা আর সিমকিন। সামনে... কমপ্লেক্সের আঙিনা উজ্জ্বলভাবে আলোকিত—সারি সারি ফ্লাডলাইটের আলো ছড়িয়ে পড়ছে উঁচু দেয়ালের মাথা থেকে... সৃষ্টি করছে দৃষ্টিবিভ্রম—মনে হচ্ছে যেন কোনও প্রিজন কম্পাউণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। পার্থক্য স্রেফ এ-ই যে, এই কারাগারে ইচ্ছেমত ঢুকতে-বেরুতে পারে মানুষ। আজ সন্ধ্যায় লাইব্রেরি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অত্যন্ত ব্যস্ত। দলে দলে পুস্তকপ্রেমী আনাগোনা করছে আর্চওয়ে ধরে।

'কী করছি আমরা, বুঝিয়ে বলো আমাকে,' হঠাৎ অস্থির কণ্ঠে বলে উঠল সিমকিন। 'বুড়ো লোকটা কে? তাকে যে-অনুসরণ করছে, সে-ই বা কোন্ পক্ষের?'

বিরক্ত হলো কুয়াশা। 'এত কথা জানার দরকার কী তোমার?'

'দরকার আছে, কুয়াশা। ব্ল্যাকমেইলের ভয় দেখিয়ে দেশবিরোধী কোনও কাজ করিয়ে নিচ্ছ কি না, সেটা শিয়োর হয়ে নিতে চাই।'

'নিশ্চিন্ত থাকো, অমন কিছুতে অংশ নিচ্ছ না তুমি। মি. শেভচেঙ্কো নিপাট ভালমানুষ, তাঁকে ফলো করছে আমার এক শত্রু। ব্যাটাকে আটক করতে হবে আমাদেরকে, যাতে ওর কাছ থেকে ইনফরমেশন আদায় করা যায়।'

'শেভচেঙ্কো... ওটাই বুড়ো ভদ্রলোকের নাম?'

'নামটা ভুলে গেলেই ভাল করবে তুমি... ওই তো, বেরিয়েছেন উনি।' চাপাস্বরে বলল কুয়াশা।

ওভারকোট আর কালো রঙের ফারের হ্যাট পরা এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এসেছেন এণ্ট্রান্স দিয়ে। হিম বাতাসে কেঁপে উঠলেন একটু। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, যেন বুঝতে পারছেন না, কোন্ আর্চওয়ে ধরে রাস্তায় যাবেন। মুখে ছোট করে ছাঁটা সাদা দাড়ি; উন্মুক্ত ফ্যাকাসে চামড়া বলিরেখায় ভরা। মিনিটখানেক দ্বিধায় থাকার পর পা বাড়ালেন তিনি, নামতে শুরু করলেন সিঁড়ি দিয়ে, আঙিনায় নামার পর বামদিকের আর্চওয়ে ধরে চলে গেলেন রাস্তার দিকে।

শেভচেঙ্কোর পিছনের ভিড়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল কুয়াশা, অনুসরণকারীকে সনাক্ত করতে চায়। খুব বেশি সময়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগল না, নিঃসঙ্গ একটা মেয়ের উপর দৃষ্টি আটকে গেল ওর—ভিড় ঠেলে দ্রুত আগে বাড়ছে। তাড়াহুড়ো করে নামছে সিঁড়ি ধরে, এক মুহূর্তের জন্যও নজর সরাচ্ছে না বৃদ্ধের উপর থেকে। ভাল কৌশল, মনে মনে স্বীকার করল কুয়াশা। পুরুষের চেয়ে মেয়েরা কেউ হিসেবে ভাল, কেউ সহজে সন্দেহ করে না মেয়েদেরকে। তবে এই মেয়ে শুধু অনুসরণের জন্য আসেনি এখানে, ওর আসল মিশন নিঃসন্দেহে কুয়াশাকে খুন করা। কতখানি ভয়ানক হতে পারে মেয়েটা, মনে মনে আন্দাজ করবার চেষ্টা করল ও।

'ওই মেয়েটাকে দেখছ?' ফিসফিসিয়ে বলল কুয়াশা। 'খয়েরি ওভারকোট আর টুপি পরা... ও-ই আমাদের টার্গেট। মি. শেভচেঙ্কোর কাছে পৌঁছুতে দেয়া যাবে না ওকে। এসো।'

'একটা মেয়ে?' দ্বিধা ফুটল সিমকিনের কণ্ঠে, যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

'সাধারণ মেয়ে নয়, বন্ধু। ওর থলের ভিতর অনেক চমক লুকানো আছে। চলো এগোই। এখুনি মি. শেভচেঙ্কোর কাছে যাবে না ও, ভদ্রলোককে একাকী পাবার জন্য অপেক্ষা করবে। সে-সুযোগটা কাজে লাগাব আমরা, ওকে দূরে সরিয়ে আনব কৌশলে। যাতে চেঁচামেচি করলে কারও কানে না যায়।'

'চেঁচাবে?'

'অবশ্যই! মেয়েমানুষকে কখনও চুপচাপ হার মানতে দেখেছ? আর কথা নয়। চলো।'

পরের বিশ মিনিট প্রত্যাশিতভাবেই কাটল। চরম বিভ্রান্তি আর অশান্ত ভঙ্গি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান। হাঁটলেন নার্ভাসভাবে—কখনও ফুটপাতে, কখনও বা বরফ ঢাকা সড়কে। ঘড়ি দেখলেন বার বার, তা করতে গিয়ে ক্রমাগত ধাক্কা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেলেন পথচারী লোকজনের সঙ্গে। বিড় বিড় করে তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে থাকলেন অনবরত। কয়েক বারই উল্টো ঘুরে অনেক দূর চলে এলেন, সম্ভবত নির্দেশনা ঠিকমত ফলো করতে পারেননি বলে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন নিজের উপর। ভদ্রলোকের এই অনিশ্চিত আচরণের ফলে যা ঘটার তা-ই ঘটল—অনুসরণকারী মেয়েটাকেও একই ধরনের আচরণ করতে হলো। চিহ্নিত হয়ে যাবার ভয়ে কাছে যেতে পারল না বৃদ্ধের, দূরত্ব বজায় রাখতে হলো, থাকতে হলো ছায়ায় ঢাকা গলি কিংবা স্বল্পালোকিত দোকানপাটের সামনে।

সামনের চওড়া অ্যাভিনিউ জরিপ করে নিল কুয়াশা। দু'পাশে দুটো অন্ধকার গলি দেখতে পাচ্ছে : শেভচেঙ্কো সামনে এগোনোর পর নিঃসন্দেহে ও-দুটোর একটাতে পজিশন নিতে হবে মেয়েটাকে।

'এসো,' সিমকিনকে বলল কুয়াশা, 'ভিড়ের আড়াল নিয়ে সামনে এগিয়ে যাব আমরা। একটু পরেই ওই গলিগুলোর একটাতে ঢুকবে মেয়েটা, ওখানেই ফাঁদ পাতব।'

'যদি না ঢোকে?' সন্দেহ প্রকাশ করল সিমকিন।

'ঢুকবে,' কুয়াশা নিশ্চিত। 'এতক্ষণ ধরে এ-পদ্ধতিই ব্যবহার করছে ও।'

যে-সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল, তা সমাগত। উত্তেজনা অনুভব করল কুয়াশা। গত বিশ মিনিট ধরে ওর সাজানো পরিকল্পনা চমৎকারভাবে কাজ দিয়েছে, এবার সেটার সফল সমাপ্তি ঘটাবার পালা। দুটো বিষয়ে ও নিশ্চিত—প্রথমত, ওকে দেখামাত্র চিনতে পারবে মেয়েটা; নিঃসন্দেহে তাকে ছবি আর শারীরিক গঠনের বিবরণ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাকে দ্রুত ঘায়েল করতে না পারলে আরেকবার ইংরেজ আততায়ীর মত আত্মহত্যার ঘটনা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘটবে। পুরো প্ল্যানের সাফল্য নির্ভর করছে টাইমিং এবং চমকে দেবার উপরে। প্রথমটা ওর দায়িত্ব, দ্বিতীয়টা সিমকিনের।

পথচারীদের আড়াল নিয়ে রাস্তা পেরুল দুজনে, মিশে গেল কিরভ থিয়েটারের সামনে জড়ো হওয়া দর্শকদের ভিড়ে। আড়চোখে পিছনটা দেখে নিল কুয়াশা। টিকেটের জন্য লাইন ধরা লোকজনের কাছাকাছি হতাশ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন শেভচেঙ্কো, কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। শ্বাস টানছেন জোরে জোরে।

সিমকিনের বাহু ধরে কাছে টানল কুয়াশা। 'শোনো কী করতে হবে...'

ইউনিফর্মধারী কয়েকজন সৈনিক হেঁটে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। তাদের পিছু পিছু আবার এগোতে শুরু করল ওরা। প্রথম গলিটা পেরিয়ে এল দু'জনে, দ্বিতীয় গলির সামনে পৌঁছে থামল। ইশারা পেয়ে ভিতরে ঢুকে গেল সিমকিন, আর কুয়াশা কয়েক কদম এগিয়ে গলির পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ওভারকোটের কলার তুলে দিল, মাথায় পরা হ্যাট একটু নামিয়ে নিল সামনে—মাথা নামিয়ে রাখায় ওর চেহারা এখন আর দেখতে পাচ্ছে না কেউ।

আর মাত্র কয়েক মিনিট...

হ্যাটের কার্নিশের তলা দিয়ে শেভচেঙ্কোকে ওর সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখল কুয়াশা। চোখ ঘোরাল—ক্ষণিকের জন্য প্রথম গলিতে ঢুকেছিল মেয়েটা, আবার বেরিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় গলির সামনে চলে এল দ্রুতপায়ে, গলিমুখে দাঁড়াল এক মুহূর্তের জন্য, ভিতরে ঢুকে পড়ল পরক্ষণে।

কয়েক পা গিয়েই থেমে দাঁড়াল মেয়েটা। বুঝতে পেরেছে, গলিতে সে একা নয়। তাড়াতাড়ি উল্টো ঘুরল বেরিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু থেমে গেল পিছনে সিমকিনের কণ্ঠ শুনে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কমরেড, দাঁড়াও! সার্কোলো... পার নস্ত্রো সার্কোলো!'

থমকে গেল মেয়েটা। চমকে উঠেছে। ধীরে ধীরে ফিরল সিমকিনের দিকে। হিসিয়ে উঠে বলল, 'কে তুমি?'

'বন্ধু।' কয়েক পা সামনে এগোল সিমকিন। 'জরুরি মেসেজ আছে তোমার জন্য..., রাখাল বালক পাঠিয়েছেন।'

আরেক দফা চমকাবার পালা মেয়েটার। বজ্রাহতের মত স্থির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল কুয়াশার শরীরে। শিকারি শ্বাপদের মত ছুটল ও, দেয়ালের কোনা ঘুরে ঢুকে গেল গলিতে। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে পাঁই করে ঘুরল মেয়েটা, কিন্তু প্রতিক্রিয়া দেখাবার আগেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়াশা।

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে দেয়ালের উপর আছড়ে পড়ল মেয়েটা। ব্যথা পেয়ে চেঁচানোর চেষ্টা করতেই তার খোলা মুখে একটা দলা পাকানো রুমাল গুঁজে দিল কুয়াশা, আঙুলের খোঁচায় মুখ-গহ্বরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল ভালমত। দুই চোয়াল আর একত্র করবার উপায় রইল না মেয়েটার, মুখের ভিতর লুকানো সায়ানাইড পিলের আবরণ আর ভাঙতে পারবে না দাঁত দিয়ে।

পুরো ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগল মাত্র দশ সেকেণ্ড। কিন্তু এরপরেই সচল হয়ে উঠল মেয়েটা। পাক্কা প্রফেশনাল, মুখে গোঁজা রুমাল বের করবার চেষ্টা করল না, ওটাকে মেনে নিয়েই অ্যাকশনে গেল। দেয়ালের উপর তাকে চেপে ধরতে গেল কুয়াশা, কিন্তু বাউলি কেটে ওকে ফাঁকি দিল সে। শরীর বেঁকে গেল একটু, চাবুকের মত উঠে এল এক পা, মুখের একপাশে সজোরে আঘাত করল কুয়াশাকে। মাথা ঝনঝন করে উঠল, ছিটকে মাটিতে পড়ল কুয়াশা।

'অ্যাই! থামো!' গর্জে উঠল সিমকিন, কোটের ভিতর ঢুকিয়ে দিল হাত... পিস্তল বের করবার জন্য।

www.BanglaBook.org

তাকে সে-সুযোগ দিল না মেয়েটা, দুই লাফে পৌঁছে গেল নাগালের মধ্যে। সোলার প্লেক্সাসে প্রচণ্ড এক গুঁতো খেয়ে গোঙানি বেরিয়ে এল রাশান পুলিশ অফিসারের মুখ দিয়ে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। মাথার পাশে লাথি খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল পরক্ষণে। সিমকিনের উপর মরণ-আঘাত হানতে যাচ্ছিল মেয়েটা, কিন্তু পারল না... পিছন থেকে শক্তিশালী একজোড়া হাত জাপটে ধরে ফেলল তাকে, একটানে সরিয়ে আনল। আঘাত সামলে উঠে এসেছে কুয়াশা, আক্রমণ করেছে পিছন থেকে।

আলিঙ্গনের ভিতর মোচড়ামুচড়ি করল মেয়েটা, কিন্তু একচুল আলগা হলো না কুয়াশার হাতের বাঁধন। হিড় হিড় করে বন্দিনীকে টেনে নিয়ে গেল দেয়ালের কাছে। আচমকা কনুই চালাল মেয়েটা, পাঁজরের একপাশে আঘাত পেয়ে হুঁক্ করে উঠল ও, ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঢিল পড়ল দুই হাতে। নড়াচড়া করতে পেরে একটা পা উঁচু করল মেয়েটা, জুতোর তীক্ষ্ণ হিল নামিয়ে আনল কুয়াশার পায়ের পাতায়। তীব্র একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মেয়েটাকে দেয়ালের উপর ছুঁড়ে ফেলল কুয়াশা, ইঁটের উপর নাক-মুখ-কপাল ঠুকে গেল তার। মুখে রুমাল গোঁজা, তাই শুধু গোঙানির আওয়াজ বেরুল।

প্রায় একই সময়ে আঘাত সামলে নিল দু'জনে। পরস্পরের মুখোমুখি হলো দুই ক্রুদ্ধ প্রতিপক্ষ। কুয়াশার মাথা লক্ষ্য করে আবারও লাথি চালাল মেয়েটা। তবে এবার ও তৈরি আছে, আলতোভাবে ডান হাত তুলে ঠেকাল আঘাত, অন্যহাতে সজোরে বসাল একটা লেফট হুক। ঘুসি খেয়ে একপাশে মুখ ঘুরে গেল মেয়েটার, ডান হাতের আরেক ঘুসিতে তাকে সিধে করল কুয়াশা। তারপর তলপেটের উপর লাথি বসিয়ে তৃতীয়বারের মত ছিটকে ফেলল দেয়ালের গায়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দম ফুরিয়ে গেছে মেয়েটার, শরীরের পুরো ভর তার গায়ে চাপিয়ে দিল কুয়াশা, একটা হাত রাখল কণ্ঠার উপরে, চাপ দিল মৃদুভাবে। বাতাসের অভাবে খাবি খেতে শুরু করল বন্দিনী।

'এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবে তুমি,' শীতল গলায় বলল কুয়াশা। আড়চোখে তাকাল সিমকিনের দিকে, ব্যথা সয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে সে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ?'

মাথা ঝাঁকাল রাশান পুলিশ অফিসার।

'গুড,' বলল কুয়াশা। 'পিস্তল বের করে কাভার দাও এই কুত্তিটাকে।'

শরীরের চাপ একটু কমাল কুয়াশা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠল পুরো গলি। ছিটকে পিছিয়ে এল ও, বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল—দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেছে মেয়েটার, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। শরীরের একপাশ ভিজে উঠেছে রক্তে। ঝট্ করে সিমকিনের দিকে তাকাল কুয়াশা।

'আমি না!' সভয়ে পিছিয়ে গেল রাশান পুলিশ অফিসার। 'আমি না!!' আবার বলল সে।

তাড়াতাড়ি মেয়েটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কুয়াশা, দ্রুত হাতে পরখ করল দেহটা। রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল—ইতালিয়ার ফ্ল্যাটের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। পিল ব্যবহার করতে পারেনি তো কী হয়েছে, কোটের আড়ালে লুকানো নিজের পিস্তলের ট্রিগার টিপে আত্মহত্যা করেছে ফেনিসের গুপ্তচর। পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় দেরি করেনি এক সেকেণ্ডও। পাঁজরের একপাশে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল এক গর্ত... পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্কে ফায়ার করবার ফলাফল। ধোঁয়া বেরুতে থাকা পিস্তলটা বের করে নিল কুয়াশা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মাই গড!,ও মারা গেছে!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সিমকিন। 'গুলির আওয়াজ... সবাই শুনতে পেয়েছে! আমাদেরকে সরে যেতে হবে, কুয়াশা!'

ওর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন গলির মুখে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করল কৌতূহলী পথচারীরা।

'শান্ত থাকো!' ধমক দিয়ে উঠল কুয়াশা। 'তোমার আই.ডি. কার্ড বের করো, ওটা দেখিয়ে ভাগাও ওদের। কাউকে ঢুকতে দিয়ো না গলিতে। দু'মিনিট চাই আমি।'

মেয়েটার পোশাকের সবগুলো পকেট হাতড়াল ও—যা যা পেল, ঢোকাল নিজের পকেটে। এক ফাঁকে শার্টের বোতাম খুলে লাইটারের আলোয় দেখে নিল বুকের নীচটা। হ্যাঁ, আছে... ছোট্ট একটা বৃত্তাকার উল্কি—ফেনিসের চিহ্ন।

'জলদি করো!' গলিমুখ থেকে চাপা গলায় তাড়া দিল সিমকিন।

উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। সঙ্গীকে নিয়ে দ্রুতপায়ে ঢুকে পড়ল গলির আরও ভিতরে। আরেক পথে বেরিয়ে এল বড় রাস্তায়। সিমকিন কাঁপছে, মুখ থেকে সরে গেছে রক্ত। তার একটা হাত ধরে রাখল ও, যাতে নার্ভাসনেসের কারণে হঠাৎ দৌড় না দেয় লোকটা। ভাইবর্গের পুলিশ চিফকে এখনও মুক্তি দেবার সময় আসেনি। একটা মেসেজ পাঠাতে হবে রানার কাছে, সরকারি ইন্টারসেপশন এড়িয়ে এ-মুহূর্তে একমাত্র সিমকিনই পাঠাতে পারবে সেটা। কিন্তু হাতে বেশি সময় নেই, গলির ভিতরের গোলমাল শেভচেঙ্কো দেখতে পেয়েছেন কি না কে জানে! এমনিতেই নার্ভাস মানুষ, গোলমালের আভাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাবেন অফিসে। হয়তো বা খবর দেবেন পুলিশে। তার আগেই পৌঁছুতে হবে ভদ্রলোকের কাছে। আশপাশে চঞ্চল দৃষ্টি

www.BanglaBook.org

বোলাল কুয়াশা, সুস্থির হয়ে বসবার জন্য একটা জায়গা দরকার। রানার জন্য মেসেজ লিখতে হবে, ওটা আবার সাইফার-ও করতে হবে।

খুনে মেয়েটার লাথির প্রভাব এখনও যায়নি, মাথার এক পাশ টন টন করছে ওর। হাত তুলে আঘাতের জায়গাটা ছুঁলো। কপালের চামড়া কেটে গেছে ওখানটায়, রক্ত লেগে গেল গ্লাভে। কাটা জায়গাটা চেপে ধরল তাড়াতাড়ি। কপাল রক্তে মাখামাখি হয়ে গেলে লোকের চোখে পড়বে।

তড়িঘড়ি করে হাঁটছে সিমকিন। 'আস্তে হাঁটো,' তাকে নিচু গলায় বলল কুয়াশা। 'ওই যে একটা ক্যাফে; ওখানে কয়েক মিনিটের জন্য ঢুকব আমরা।'

'ভাল প্রস্তাব, আমার ড্রিঙ্ক দরকার,' বলল সিমকিন। 'মাই গড! আত্মহত্যা করল মেয়েটা... কে ছিল ও?'

'এমন একজন, যে-একটা বড় ভুল করে ফেলেছিল। তুমি সেটা করতে যেয়ো না।'

ক্যাফেতে প্রচুর মানুষ। কপাল ভাল, এক কোণের একটা টেবিল খালি পেয়ে গেল। মুখোমুখি বসল কুয়াশা আর সিমকিন। চারপাশটা দেখে নিল কুয়াশা।

'ম্যানেজারের কাছে যাও,' সিমকিনকে বলল ও। 'বলো যে, মাতাল হয়ে আছাড় খেয়েছে তোমার বন্ধু... কপাল কেটে গেছে। ব্যাণ্ডেজ আর অ্যান্টিসেপটিক নিয়ে এসো।' প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল সিমকিন, সে-সুযোগ দিল না। 'নিশ্চিন্ত, এ-সব জায়গায় মোটেই অস্বাভাবিক নয় ব্যাপারটা।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল পুলিশ অফিসার।

পকেট হাতড়ে একটা বলপেন বের করল কুয়াশা। সামনে থেকে একটা কাগজের ন্যাপকিন টেনে নিয়ে রানার জন্য মেসেজ

www.BanglaBook.org

লিখতে শুরু করল। সাবধানে একেকটা অক্ষর আর তার সাইফার বাছাই করছে। কয়েক দফা কাটাকাটি করতে হলো। একটু পরেই ফিরে এল সিমকিন। তার পিছু পিছু উদয় হলো ওয়েইট্রেস, একসঙ্গে তিনটে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল রাশান অফিসার—দুটো নিজের, অন্যটা সঙ্গীর জন্য। কুয়াশা মাথা তুলল না, লিখে চলল আপনমনে।

আট মিনিট লাগল মেসেজ শেষ করতে। এরপর ন্যাপকিনটা ভাঁজ করে সিমকিনের হাতে তুলে দিল ও। 'এটা কেইবল করে হেলসিঙ্কিতে পাঠাতে হবে তোমাকে হোটেলের নাম-ঠিকানা উপরে দেয়া আছে।' তুলোয় অ্যান্টিসেপটিক পাউডার নিয়ে ক্ষতের উপর ঘষতে শুরু করল। 'গোপন চ্যানেল ব্যবহার কোরো, আমি চাই না কেউ এটা ইন্টারসেপ্ট করুক।'

ভুরু কোঁচকাল সিমকিন। 'সেটা কীভাবে সম্ভব, বলতে পারো?'

'ন্যাকামি কোরো না,' শান্তস্বরে বলল কুয়াশা। 'নিশ্চয়ই ফিনিশ বন্ধুদের সঙ্গে নরমাল চ্যানেলে যোগাযোগ করো না তুমি?'

'ওটার জন্য আলাদা শিডিউল আছে... যখন-তখন পাঠানো যায় না মেসেজ।'

'সেক্ষেত্রে অন্য কোনও উপায় খুঁজে বের করো। আমি কোনও অজুহাত শুনতে চাই না। আজ রাতেই মেসেজটা চলে যাওয়া চাই।'

মুখ গোমড়া করে ফেলল সিমকিন। 'তা হলে কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাকে ছেড়ে দিতে হবে তোমাকে। টাকা-পয়সাও লাগবে বেশ কিছু, আমি তো কিছুই আনিনি।'

'দুটোই পাচ্ছ তুমি...' বলল কুয়াশা। '...আমার তরফ থেকে।'

বিস্ময় ফুটল সিমকিনের চেহারায়। 'একাকী যেতে দেবে তুমি আমাকে? বিশ্বাস করবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কেন নয়? বেঈমানী করলে আমার চেয়ে অনেক বেশি কিছু হারাবে তুমি। তাই না?' অর্থপূর্ণ হাসি ফুটল কুয়াশার ঠোঁটে।

সাত

ডিনারের সময় হয়ে গেছে। সল্টিকভ-শেড্রিন লাইব্রেরির বৃহদায়তন রিডিং রুমগুলো এখন আর আগের মত কর্মব্যস্ত নয়। লম্বা লম্বা টেবিলগুলোয় বিক্ষিপ্তভাবে বসে আছে কিছু পাঠক; হাতে গোনা অল্প ক'জন ট্যুরিস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে, মুগ্ধচোখে দেখছে প্রাচীন এই ভবনের ট্যাপেস্ট্রি আর অয়েল পেইন্টিংগুলো।

পশ্চিম উইঙের মার্বেলে গড়া হলওয়ের মাঝে ছড়িতে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল কুয়াশার। জ্ঞান আহরণের নেশায় কত দিন... কত বিনিদ্র প্রহর কাটিয়েছে ও এই লাইব্রেরিতে! বইয়ের ভিড়ে ঢুকলেই ভুলে যেত বাইরের জগতের কথা... ভুলে যেত সার্বক্ষণিক বিপদ আর ধরা পড়ার ভয়। ওই সময়টুকুর জন্য বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান আইভান শেভচেঙ্কো-ই ছিলেন ওর একমাত্র বন্ধু, সহমর্মী। কুয়াশার সত্যিকার পরিচয় জানার পর থেকে বদলে গেছে সে-সব। বন্ধুত্বের খাতিরে ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেননি ভদ্রলোক, কিন্তু মানা করে দিয়েছেন এখানে পা রাখার ব্যাপারে। তাঁর এই ইচ্ছেকে সম্মান দেখিয়েছে কুয়াশা এতদিন, কিন্তু আজ আর তা সম্ভব হচ্ছে না। প্রিন্স আন্দ্রেই ভারাকিনের খোঁজ পেতেই হবে ওকে... আর সে-জন্য এই লাইব্রেরি এবং এর

www.BanglaBook.org

লাইব্রেরিয়ানের সহায়তা না নিয়ে উপায় নেই।

রাশার এ-অঞ্চলে সল্টিকভ-শেদ্রিন লাইব্রেরির চেয়ে বড় কোনও লাইব্রেরি নেই। বিশাল এক জ্ঞানের আধার... সেইসঙ্গে দেশের সবচেয়ে বড় আর্কাইভগুলোর একটা রয়েছে এখানে। জারিস্ট, মানে রাজকীয় শাসনব্যবস্থার পতন ঘটেছে রাশায় বহুকাল আগে। নীল রক্তধারী পরিবারগুলো তার পরেও বেশ কিছুদিন ব্যবহার করেছে ডিউক, কাউন্ট, প্রিন্স এ-জাতীয় পদবী... তবে ধীরে ধীরে তাদেরকে বিতাড়িত কিংবা সাধারণ জনতার ভিড়ে মিশিয়ে ছেড়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। রোষানল থেকে বাঁচার জন্য বেশিরভাগ অভিজাত পরিবারই নিজেদের নামধাম পাল্টে ফেলেছিল, তাই কুয়াশা নিশ্চিত—শুধু নাম দিয়ে প্রিন্স আন্দ্রেই ভারাকিনের খোঁজ পাওয়া যাবে না আর। কী ঘটেছে এই বিশেষ মানুষটির এবং তার পরিবারের ভাগ্যে—তা জানা যেতে পারে শুধুমাত্র প্রাচীন এই লাইব্রেরির আর্কাইভ, বা লাইব্রেরিয়ানের বিশ্বকোষ-তুল্য মস্তিষ্ক থেকে।

করিডোরের বাঁক ঘুরে ঘোলা কাঁচের একটা দরজার সামনে পৌঁছুল কুয়াশা। আশপাশের সব কামরা অন্ধকার, শুধু এই একটাতেই ম্লান আলো জ্বলছে। ভিতরে কার যেন নড়াচড়ার আভাস। মি. শেভচেঙ্কোর অফিস এটা—গত পঁচিশ বছর ধরে এখানেই কাটছে তাঁর দিনরাতের একটা বড় অংশ। একটু ইতস্তত করল ও, তারপর মৃদু টোকা দিল দরজায়।

ওপাশ থেকে একটা ছায়া পড়ল, ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা। শেভচেঙ্কোর মুখোমুখি হলো কুয়াশা। চশমার পিছনে ভদ্রলোকের দু'চোখে শঙ্কার মেঘ ঘনাল। বেশিক্ষণ হয়নি বাইরে থেকে ফিরেছেন, এখনও পরে আছেন ওভারকোটটা। ঠাণ্ডা বাতাসে কুঞ্চিত চামড়া এখনও স্বাভাবিক হয়নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কুয়াশা!'

'হ্যালো, মি. শেভচেঙ্কো। দুঃখিত, আপনাকে এতদিন পর আবার বিরক্ত করতে হলো।'

'কী চাও তুমি? কেন এসেছ এখানে?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে বলব? একটু ভিতরে আসি?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজা ছাড়লেন শেভচেঙ্কো। অফিসের ভিতরে ঢুকে চারপাশে তাকাল কুয়াশা। একদমই বদলায়নি জায়গাটা। দু'দিকের দেয়ালে শেলফ, মাঝখানে পুরনো এক ডেস্ক... উপরে স্তূপ হয়ে আছে নানা রকম কাগজপত্র আর বই। এক কোণে একটা বিশ-ইঞ্চি পর্দার টিভি—চলছে, তবে কমিয়ে রাখা হয়েছে ভলিউম। কামরার আরেক কোণে নিচু টেবিলের উপরে রয়েছে একটা বিদ্যুৎ-চালিত হট প্লেট, তার উপরে বসিয়ে রাখা হয়েছে চায়ের কেতলি। আগের কেতলিটাই কি না, ঠিক বোঝা গেল না।

দরজা ঠেলে দিয়ে উল্টো ঘুরলেন বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান। কুয়াশাকে অবাক করে দিয়ে আলিঙ্গন করে বসলেন ওকে। কঠিন... আন্তরিক আলিঙ্গন। একটু পর ওকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আই অ্যাম স্যরি, মাই বয়। অনেক খারাপ কথা বলেছি তোমাকে, মানা করেছি আর কোনোদিন দেখা করতে... কিন্তু ওসবের একটাও আমার মনের কথা ছিল না।'

'ভুলে যান, স্যর,' হাসল কুয়াশা। 'আমি কিছু মনে করিনি।'

'না, বলতে দাও আমাকে। লোকে যা-ই বলুক, আমি তো জানতাম তুমি আসলে কী। আর দশটা সাধারণ মানুষের মত ছিলে না তুমি, সেটাই তোমার অপরাধ... কিন্তু কী করব, পরিবারের কথা ভাবতে হয়েছে আমাকে। একা আমি নাহয় পুলিশি হাঙ্গামা সহ্য করলাম, আমার বউ-ছেলে-মেয়েরা কেন করবে?'

'প্লিজ, স্যর,' বৃদ্ধের কাঁধে হাত রাখল কুয়াশা, 'এসব নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই আপনার। সবই বুঝেছি আমি। তা ছাড়া... আপনার ব্যবহারে দুঃখ পেয়ে দূরে সরে যাইনি আমি। সরে গেছি আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবে। আমার কোনও অভিযোগ নেই, স্যর।'

মলিন হাসি ফুটল শেভচেঙ্কোর ঠোঁটে। কুয়াশার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। কপালের কাটা জায়গাটা দেখে ভুরু কোঁচকালেন। 'ব্যথা পেয়েছ কীভাবে?'

'ও কিছু না, সামান্য অ্যাকসিডেন্ট।'

'ওষুধ-টষুধ লাগবে কিছু?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল কুয়াশা। 'তবে একটু চা পেলে মন্দ হয় না।' কেতলির দিকে ইশারা করল। 'আপনার চা লেনিনগ্রাদের সেরা।'

হেসে ফেললেন শেভচেঙ্কো। অস্বস্তিকর পরিবেশটা সহজ হয়ে এল তাতে। 'বাড়িয়ে বলবার স্বভাব তোমার যায়নি দেখছি! বসো।'

চেয়ার টেনে বসল কুয়াশা। দু'কাপ চা নিয়ে এলেন বৃদ্ধ—একটা দিলেন ওকে, অন্যটায় চুমুক দিতে দিতে বসলেন মুখোমুখি।

'কী বলতে এসেছ, সেটা শুনি এবার,' বললেন বৃদ্ধ। 'আধঘণ্টা ধরে লেনিনগ্রাদের রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়িয়েছি, কিন্তু তুমি দেখা দাওনি। কারণ কী?'

'দুঃখিত,' বলল কুয়াশা, 'নিরাপত্তার খাতিরে কষ্টটা দিতে হয়েছে আপনাকে। এখন আমরা নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারব।'

'সমস্যায় পড়েছ?'

'হুঁ, সমস্যাই বটে।' চা খেতে খেতে বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানকে সংক্ষেপে ফেনিস সম্পর্কে খুলে বলল কুয়াশা। ব্যাখ্যা করল সংগঠনটার সূচনার সঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রেই ভারাকিনের কানেকশনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটা।

'তা হলে ভারাকিন পরিবারকে ট্র্যাক করতে চাও তুমি?' ওর কথা শেষ হলে প্রশ্ন করলেন শেভচেঙ্কো।

মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। 'আপনি সাহায্য করতে পারবেন আমাকে?'

'দেখা যাক,' চেয়ারে হেলান দিলেন বৃদ্ধ। 'নামটা অপরিচিত নয় আমার কাছে। যদ্দূর মনে পড়ে... রাশান বিপ্লবের পর ওদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল নতুন সরকার। অবশ্য তার আগে থেকেই ধীরে ধীরে সব গ্রাস করে নিচ্ছিলেন রোমানভ আর তাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পার্টনাররা। নিকোলাস আর তার ভাই... মিখায়েল... একেবারেই পছন্দ করতেন না ভারাকিন পরিবারকে। প্রকাশ্যেই বলে দিয়েছিলেন, ভারাকিন-রা নাকি গোটা উত্তর রাশার সবচেয়ে বড় ডাকাত। বলা বাহুল্য, তোমার ওই প্রিন্সকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিল বলশেভিক-রা। ভারাকিনদের একমাত্র ঢাল ছিলেন আলেকজান্দার কেরেনস্কি... মানে রাশান প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের দ্বিতীয় প্রাইম মিনিস্টার। অভিজাত পরিবারগুলোকে এক টানে মাটিতে নামাবার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। কিন্তু উইন্টার প্যালেসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ওই ঢাল হারায় ভারাকিন পরিবার।'

'প্রিন্স আন্দ্রেই ভারাকিনের ভাগ্যে কী ঘটেছিল?'

'নথিপত্র তো বলে, ফাঁসি দেয়া হয়েছে তাকে। তবে নিশ্চিত হবার উপায় নেই। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার আগেই বিভিন্ন কায়দায় বহু লোক পালিয়ে গিয়েছিল... সঠিক কোনও তালিকা পাওয়া যাবে না তাদের। এদের অনেকে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জায়গায় উদয় হয়েছে, কিন্তু আন্দ্রেই ভারাকিনকে দেখা যায়নি কোথাও।'

'হয়তো গেছে, কিন্তু টের পায়নি কেউ,' ধারণা করল কুয়াশা।

'উঁহুঁ,' মাথা দোলালেন শেভচেঙ্কো। 'প্রিন্স ভারাকিনের পক্ষে

www.BanglaBook.org

অতটা লো-প্রোফাইল মেইনটেন করা সম্ভব ছিল না।'

'এ-কথা কেন বলছেন?'

'ওদের রেপিউটেশনের কারণে। পুরো পরিবারই ছিল কুখ্যাত, কুয়াশা। প্রিন্সের বাপ-দাদা ছিল চায়নিজ আর আফ্রিকান স্লেভ ট্রেডার। ভারত মহাসাগর থেকে আমেরিকান দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত ছিল ওদের আধিপত্য। রাজকীয় ব্যাঙ্কগুলোকে ম্যানিপুলেট করত ওরা, ইচ্ছেমাফিক যে-কোনও মার্চেন্ট ফ্লিট বা কোম্পানিকে পথে বসাতে পারত। যা পছন্দ হতো, তা-ই দখল করে নিত। আমি শুনেছি, ওদেরকে রাজদরবার থেকে গোপনে বহিষ্কার করতে চেয়েছিলেন তৎকালীন জার, কিন্তু পারেননি। প্রিন্সের বাবা জারের মুখের উপর কথাও শুনিয়ে দিয়ে এসেছিল... এমনই ছিল ওদের প্রভাব-প্রতিপত্তি। এসব অবশ্য বিপ্লবের বহু বছর আগের কথা।'

'আপনি বলছেন, গোপনে বহিষ্কার করতে চেয়েছিলেন... কারণ কী? জার যদি প্রকাশ্যেই কাজটা করতেন, অসুবিধে কী ছিল?'

'সে-আমলে অভিজাত পরিবারের সঙ্গে রাজপ্রাসাদের কোনও ধরনের সংঘাতের খবর প্রকাশ করা হতো না। স্ক্যান্ডাল এড়ানোর একটা উপায় আর কী!'

'হুম। প্রিন্স ভারাকিনের কোনও ছেলে-মেয়ে ছিল?'

'জানি না। তবে থাকারই কথা... বৈধ না হলেও অবৈধ তো বটেই। রক্ষিতার অভাব ছিল না তার।'

'আর বাকি পরিবার? তাদের কী হয়েছে?'

'ও-ব্যাপারেও নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারি না। তবে আমার ধারণা ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিপ্লব-পরবর্তী বিচারগুলোতে নারী এবং শিশুদের ব্যাপারে নমনীয় ছিল নতুন সরকার, তাদেরকে দেশ ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ দিয়েছিল... কিন্তু কথাটা সব পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিছু কিছু পরিবারের উপর প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিপ্লবীদের, তাদেরকে ঝাড়ে-বংশে শেষ করে দিয়েছে। ভারাকিন-রা তেমনই একটা পরিবার ছিল, তাই কাউকে বাঁচতে দেবার কথা নয় ওদের। তবে... আগেই বলেছি, আমি শিয়োর নই।'

'আমাকে শিয়োর হতে হবে।'

'বুঝতে পারছি। তবে এখন পর্যন্ত যা বলেছি, তাতে তো তোমার ওই ফেনিস কাউন্সিলের থিয়োরির সঙ্গে মতদ্বৈততা দেখা দিচ্ছে।'

'কীভাবে?'

'নিজেই ভেবে দেখো, প্রিন্স যদি পালাতে পারত, তা হলে গা-ঢাকা দিয়ে তে কোনও লাভ হতো না তার। সে-আমলে পলাতকরা সংগঠিত হতে শুরু করেছিল, সত্যিকার পদবীধারীদেরকে দু'হাত বাড়িয়ে বরণ করে নিচ্ছিল বিদেশি বিভিন্ন ব্যাঙ্ক আর প্রতিষ্ঠান। পলাতক হলেও কানেকশন কম ছিল না ওদের, এ-কারণে ওদের মাধ্যমে নতুন নতুন ব্যবসা পাচ্ছিল ওসব প্রতিষ্ঠান। এমন প্রলোভন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার মানুষ ছিল না প্রিন্স ভারাকিন। উঁহুঁ, কুয়াশা, আমার মনে হয় মারাই গিয়েছিল সে।'

বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল কুয়াশা, চেষ্টা করল তাঁর ধারণার মধ্যে খুঁত বের করতে। উঠে দাঁড়াল ও, চায়ের কেতলি থেকে ভরে নিল নিজের কাপ, তারপর ফিরে এল নিজের চেয়ারে। চায়ে চুমুক দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'একটা কারণে ও-কাজ করতে পারে ভারাকিন। যদি ওসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চেয়েও বেশি টাকা দেয়া হয় তাকে... নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য।'

'ফেনিস?' জিজ্ঞেস করলেন শেভচেঙ্কো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ। রোম আর জেনোয়ায় ওদের কাজ শুরু করবার জন্য ফাণ্ড রেখে গিয়েছিলেন কাউন্ট বারেমি। নিঃসন্দেহে সেখান থেকে বড় অঙ্কের শেয়ার পেয়েছিল প্রিন্স।'

'কিন্তু ও-টাকার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন,' যুক্তি দেখালেন শেভচেঙ্কো। 'যদ্দূর বুঝেছি তোমার কথা থেকে... টাকাটা দেয়া হয়েছিল খুনি ভাড়া করবার জন্যে... গিলবার্তো বারেমির প্রতিহিংসার দীক্ষা ছড়িয়ে দেবার জন্যে। রাইট?'

'পাহাড়ের ওই বৃদ্ধা মহিলা তো তা-ই বলেছেন আমাকে।'

'তারমানে টাকাটা কারও হারানো সম্পদের ক্ষতিপূরণ, বা নতুন পুঁজির জন্য নয়। ইউ সি, এখানেই আমার খটকা লাগছে। যদি পালাতেই পারত, নতুন সুযোগগুলোর দিকে পিঠ ফেরাত না সে... অন্তত দুনিয়ায় অরাজকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নামা একটা গুপ্তসংঘের জন্য তো নয়ই! লোভী এবং বাস্তববাদী স্বভাবের মানুষ ছিল প্রিন্স ভারাকিন।'

ঠোঁটের কাছে কাপ তুলছিল কুয়াশা, থেমে গেল মাঝপথে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানের দিকে। 'কী বললেন আপনি?'

'বলছি যে, লোভী এবং বাস্তববাদী স্বভাবের লোক ছিল...'

'না, না। তার আগে। টাকাটা কারও হারানো সম্পদের ক্ষতিপূরণ বা...'

'নতুন পুঁজির জন্য নয়,' বাক্যটা শেষ করলেন শেভচেঙ্কো। 'যে-টাকা ব্যবসায় খাটাতে পারবে না, তার জন্য বাইরের সুযোগ হাতছাড়া করবে কেন প্রিন্স? ব্যাঙ্ক আর কোম্পানিগুলো অভিজাত রাশানদের প্রচুর টাকা সাধছিল!'

ডেস্কের উপর চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল কুয়াশা। দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, 'জায়গামত তীর লাগিয়েছেন আপনি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্যর। নতুন পুঁজি... দ্যাটস্ ইট! দীক্ষা কীভাবে ছড়ানো যায়? ভিখিরি আর উন্মাদ-রা ছড়ায় রাস্তাঘাটে, ধর্মযাজকরা ছড়ান উপাসনালয়ে... আর রাজনীতিকরা ছড়ায় ভাষণ-মঞ্চ থেকে। কিন্তু সন্ত্রাসের দীক্ষা, যা প্রচারে বাধার সম্মুখীন হতে হবে, তা ছড়াবেন কীভাবে? উত্তরটা খুব সহজ—আড়াল থেকে... সংগোপনে। অলরেডি বিদ্যমান আছে, এমন সব স্ট্রাকচারের সাহায্য নিয়ে। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান হতে পারে সেটা—বিভিন্ন দেশে যার শাখা আছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হয় নির্দিষ্ট একটা কেন্দ্র থেকে। যথেষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ করবেন আপনি, এ-ধরনের একটা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব কিনে নেবেন... ব্যস, ওটাকে ব্যবহারের উপায় পেয়ে গেলেন।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ,' বললেন শেভচেঙ্কো, 'কাউন্ট বারেমি তার টাকাগুলো রেখে গিয়েছিল বড় বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কেনার জন্য?'

'এগজ্যাক্টলি!' মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। 'ভুল জায়গাতে খোঁজ নিতে এসেছি আমি। প্রিন্স ভারাকিন পালিয়ে যায়নি... পালাবার প্রয়োজনই হয়নি তার। সম্ভবত বিপ্লব-টিপ্লবের বহু আগেই রাশা ছেড়ে চলে গেছে সে। এখানে এমনিতেই কোনও ভবিষ্যৎ ছিল না তার, রোমানভ সরকার গ্রাস করে নিচ্ছিল তার সহায়-সম্পত্তি। কোনও উপায় ছিল না কাউন্ট বারেমির টাকাগুলো এখানকার কোনও ব্যবসায় খাটানোর। ভেবে দেখুন, এমন পরিস্থিতিতে রাশায় কেন থাকবে সে? বিপ্লব ঘটার আগেই তাই দেশত্যাগ করেছে... এ-কারণেই পলাতক অভিজাতদের মাঝে তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। তার বহু আগেই নাম-ধাম পাল্টে নতুন পরিচয় নিয়েছিল।'

'তুমি ভুল করছ, কুয়াশা। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের তালিকায় প্রিন্স

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভারাকিনের নাম দেখেছি আমি।'

'কিন্তু সত্যিই ফাঁসি হয়েছিল কি না, তা তো বলতে পারছেন না।'

'এত লোকের মাঝে নির্দিষ্ট একজনকে খুঁজে পাওয়া...'

'ওটাই আমার পয়েন্ট।'

'কিন্তু কেরেনস্কি-র প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে তার যোগাযোগের রেকর্ড আছে। সেটা ব্যাখ্যা করবে কীভাবে?'

'রেকর্ড জাল করা হয়েছে,' দৃঢ় গলায় বলল কুয়াশা। প্রতিটা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছে, সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ও। 'আত্মগোপনের জন্য বিপ্লবের সময়টা চমৎকার একটা সুযোগ হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল প্রিন্স ভারাকিনের সামনে। বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতায় ডুবে গিয়েছিল গোটা রাশা... স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে অনেক সময় লেগেছে। সরকারি রেকর্ড ম্যানিপুলেট করা খুব সহজ হয়েছে তার জন্য।'

'যতটা সহজ ভাবছ, ততটা মোটেই ছিল না,' দ্বিমত পোষণ করলেন শেভচেঙ্কো। 'হ্যাঁ, বিশৃঙ্খলা চলছিল রাশায়, কিন্তু তার ভিতরে একদল পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়েছিল দেশের আনাচে-কানাচে, নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ঘটনার বিবরণ লেখার জন্য। বুদ্ধিজীবীরা জানতেন, ভবিষ্যতে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ওই বিশেষ সময়টা নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক দেখা দেবে। তাই নেয়া হয়েছিল ওই পদক্ষেপ। পর্যবেক্ষক-রা সবকিছুর রেকর্ড রেখেছেন, কুয়াশা... ঘটনা বা তথ্য যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন।'

'তা হলে ওসব রেকর্ডে চোখ বোলাতে চাই আমি,' বলল কুয়াশা। 'লাইব্রেরির আর্কাইভে নিশ্চয়ই রাখা আছে ওগুলো?'

'অনুরোধটা রাখতে পারলে খুশি হতাম,' বিব্রত কণ্ঠে বললেন শেভচেঙ্কো। 'কিন্তু সমস্যা হলো, আর্কাইভ খোলার ক্ষমতা নেই

www.BanglaBook.org

আমার।'

'কার আছে?'

'অনুমতি আসে মস্কো থেকে—মিনিস্ট্রি অভ কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের মাধ্যমে। ওটা পাবার পর লেনিনগ্রাদ অফিস থেকে লোক পাঠানো হয় নীচতলার চাবি দিয়ে। এখানে আর্কাইভের কোনও চাবিই থাকে না।'

'যাকে পাঠানো হয়, তার সঙ্গে আর্কাইভের কোনও সম্পর্ক আছে? মানে... সে কি কোনও ধরনের স্কলার?'

'উঁহুঁ। স্রেফ চাবিঅলা।'

'শেষ কবে খোলা হয়েছে আর্কাইভ?'

'উমম্... সম্ভবত মাসখানেক আগে। দানোভের এক হিস্টোরিয়ান এসেছিল রিসার্চের কাজে।'

'কাজ করেছে কোথায়?'

'নীচের আর্কাইভ রুমে। ওখান থেকে কোনও কিছু বের করা নিষেধ।'

হাসি ফুটল কুয়াশার ঠোঁটে। 'ধরে নিন, কিছু একটা বের করে নিয়েছিল সে। ওটা আবার ফেরতও পাওয়া গেছে। যত দ্রুত সম্ভব জিনিসটা আবার রেখে দেয়া দরকার আর্কাইভে। একটা ফোন করবেন নাকি কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অফিসে?'

বিশ মিনিটের মাথায় এক যুবক হাজির হলো বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানের অফিসে। হাতে ব্রিফকেস, ঠাণ্ডায় মুখ নীল হয়ে আছে। পকেট থেকে আই.ডি. কার্ড বের করে দেখাল। বলল, 'আমি দিমিত্রি শেপিলভ, স্যার। কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অফিস থেকে এসেছি। নাইট ডিউটি অফিসার বললেন, ব্যাপারটা নাকি জরুরি...'

কথা বলতে বলতে চেয়ারে বসা কুয়াশার উপর দিয়ে ঘুরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল তার দৃষ্টি।

'জরুরি তো বটেই,' বললেন শেভচেঙ্কো। 'একই সঙ্গে অত্যন্ত সিরিয়াস। কিন্তু...' একটু দ্বিধা করলেন তিনি, '...তোমাকে তো আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'অফ-আওয়ারে ফোন করেছেন আপনি,' কৈফিয়ত দিল যুবক। 'সাধারণত যিনি চাবি নিয়ে আসেন, তাঁকে পাওয়া যায়নি।'

'তুমি চাবি এনেছ তো?'

'হ্যাঁ।' ব্রিফকেস খুলে একটা লম্বা চাবি বের করল যুবক। বার বার তাকাচ্ছে কুয়াশার দিকে। ওর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটতে দেখে ইতস্তত করল। 'কিছু মনে করবেন না, আপনার পরিচয় জানতে পারি?'

'আমার ধারণা, তুমি আমাকে চেনো,' হালকা গলায় বলল কুয়াশা। 'আর কিছু না হোক... চেহারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তোমাকে।'

সময় যেন থমকে গেল হঠাৎ করে। স্থির হয়ে গেল যুবক। শীতল চোখে মাপতে শুরু করল ওকে। ধীরে ধীরে চেহারা বদলে যাচ্ছে।

একই সঙ্গে ঝাঁপ দিল ওরা।

এক লাফে চারফুট এগিয়ে এল যুবক। ফেলে দিয়েছে চাবি, ভোজবাজির মত হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা ধারালো ছুরি। কোমরের কাছ থেকে উপর দিকে, কুয়াশার বুক লক্ষ্য করে ছুটে এল ছুরি। লাফিয়ে চেয়ার থেকে শূন্যে উঠে গেছে কুয়াশা, একটু কাত হয়ে পিছনে হেলল, সেইসাথে ভাঁজ করে নিল ডান পা।

ছুরির ফলা নাগালের মধ্যে পেল না কুয়াশাকে। নেমে এল ও। বাম পা মেঝে স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড এক লাথি মারল যুবকের হাঁটুতে। ছুরিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় এমনিতেই ভারসাম্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হারিয়েছিল সে, হাঁটুর উপর প্রচণ্ড সাইড কিক খেয়ে পা মচকে গেল তার, হুড়মুড় করে পড়ে গেল ব্যালান্স হারিয়ে। কব্জির উপরে আরেকটা লাথি পড়তেই ছিটকে চলে গেল ছুরিটা নাগালের বাইরে।

তবে হার মানতে রাজি নয় যুবক। ক্রুদ্ধ গর্জন করে কুয়াশার দু'পা ধরে ফেলল সে, প্রচণ্ড এক ঝটকায় ওকে ভূপাতিত করল। মেঝেতে আছাড় খেয়ে দাঁতে দাঁত চাপল কুয়াশা, পরমুহূর্তে কনুই দিয়ে ওর বুকে আঘাত হানল যুবক। চোখে অন্ধকার দেখল কুয়াশা, দম নিতে পারছে না। ব্যথা সামলে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াতেই প্রমাদ গুনল। ছুরিটা আবার কুড়িয়ে নিয়েছে যুবক, ভয়ঙ্কর বেগে ছুটে আসছে ওর পেটে গেঁথে দেবার জন্য।

চট্ করে সরে গেল ও প্রতিপক্ষের গতিপথ থেকে, যুবক ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে কষে একটা লাথি মারল। ছিটকে লাইব্রেরিয়ানের টিভির উপর মাথা দিয়ে পড়ল শত্রু।

সচল টিভির পিকচারটিউব বিস্ফোরিত হলো, ফলে পথ পেয়ে ভিতরে সেঁধিয়ে গেল যুবকের মাথা। আগুনের ফুলকি মেঘের আকৃতি পেল। তারপর একরাশ কালো ধোঁয়ায় ভরে উঠল ঘর। লোকটার শরীর টান টান হয়ে উঠল, তারপর শুরু হলো অদম্য ঝাঁকুনি। কয়েক সেকেণ্ড পর নির্জীব, অসাড় হয়ে গেল সে। টেলিভিশন এখনও মাথার চারধারে ফিট করা, কার্পেটের উপর আছাড় খেল প্রকাণ্ড শরীরটা। তারপর আর নড়ল না।

প্রয়োজন নেই, তাও গিয়ে পালস চেক করল কুয়াশা। নাহ্, বেঁচে নেই যুবক।

'শিট!' নিজেকে গাল দিয়ে উঠল ও। 'একটাকেও জ্যান্ত ধরতে পারছি না!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘটনার আকস্মিকতায় বোকা বনে গেছেন বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান। তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও কি... ও কি...'

'ফেনিসের লোক,' বলল কুয়াশা। লাশের বুক উন্মুক্ত করে বৃত্তাকার উল্কিটা দেখাল তাঁকে।

চমক কাটছে না শেভচেঙ্কোর। আবার প্রশ্ন করলেন, 'ত্... তুমি ব্... বুঝলে কী করে?'

'নতুন লোক শুনেই সন্দেহ জাগল। তাই একটু খোঁচা দিলাম... ফলাফল তো নিজ চোখেই দেখতে পেলেন।' উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। 'মিনিস্ট্রি-র অফিসে ফোন করুন। বলে দিন যে, ডকুমেন্টগুলো আর্কাইভে সাজিয়ে রাখার জন্য সময় দরকার; তাই ওদের লোকের ফিরতে একটু দেরি হবে। নইলে পুলিশ-টুলিশে খবর দিয়ে বসতে পারে।'

নিজেকে একটু সামলে নিলেন শেভচেঙ্কো। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না, ওখানে ফেনিসের লোক এল কীভাবে। অফিসটা তো একেবারেই গুরুত্বহীন!'

'অফিস থেকে আসেনি এ-লোক,' বলল কুয়াশা। 'আপনার ফোন লাইন ট্যাপ করেছিল। চাবিঅলাকে সম্ভবত পথের মাঝখানে অ্যামবুশ করেছে, তারপর নিজে এসেছে এখানে। আমার জন্য ফাঁদ পাততে চেয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকালেন শেভচেঙ্কো। ডেস্ক থেকে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন মিনিস্ট্রি অভ কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের অফিসে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আট

আর্কাইভের মেটাল র‍্যাক থেকে ঢাউস দুটো খতিয়ান নামালেন শেভচেঙ্কো, তুলে দিলেন কুয়াশার হাতে। এর আগে আরও ষোলোটা বই দেখা হয়েছে, কিন্তু পাওয়া যায়নি প্রিন্স আন্দ্রেই ভারাকিন সংক্রান্ত কোনও তথ্য।

'কাজটা মস্কোতে করা গেলে অনেক দ্রুত সারা যেত,' হাত থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন তিনি। 'ওখানে কম্পিউটারাইজড় ইনডেক্স বানানো আছে। সহজে দরকারি তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়।'

'সঙ্গত কারণেই ওখানে যেতে পারছি না আমরা,' বলল কুয়াশা। 'এখানেই চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

বইদুটো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দু'জনে। হলদেটে পাতাগুলো উল্টে চোখ বোলাল প্রাচীন রেকর্ডে।

'পেয়েছি!' একটু পর বলে উঠলেন শেভচেঙ্কো।

'কী?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'ভারাকিন পরিবারের ইতিহাস। এই তো... এখানে আছে সব।'

'দেখি।'

বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানের পাশে চলে এল কুয়াশা। পড়তে শুরু করল লেখাটা। পরিষ্কার, গুটি গুটি হরফে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব। প্রিন্স ভারাকিনের পিতা আর পিতামহের কথা আছে ওতে। সাধারণ জনতার শত্রু বলে বর্ণনা করা হয়েছে তাদেরকে। দেয়া আছে অপরাধের বিবরণ—প্রিন্সের পূর্বপুরুষদের কারণে মারা পড়েছে বহু মানুষ, ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক; একটা সময়ে গোটা রাশা-জুড়ে দেখা দেয়া অর্থনৈতিক মন্দার জন্যও দায়ী করা হয়েছে তাদেরকে। প্রিন্স আন্দ্রেই ভারাকিনকে দক্ষিণ ইয়োরোপে পাঠানো হয়েছিল উচ্চশিক্ষার জন্য, পাঁচ বছর বিদেশে কাটিয়ে সে ফিরে আসে পূর্বপুরুষদের স্থাপন করা ঐতিহ্যকে আরও সুসংহত করবার মানসিকতা নিয়ে।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। 'কোথায় লেখাপড়া করেছে ও?'

পাতা ওল্টালেন শেভচেঙ্কো। 'ক্রেফেল্ড... ইউনিভার্সিটি অভ ক্রেফেল্ড। এই তো, লেখা আছে এখানে।'

'তারমানে জার্মানি!' একটু ভাবল কুয়াশা। 'মনে হচ্ছে এটাই আমাদের ক্লু।'

'কীসের ক্লু?'

'ভারাকিনের নতুন পরিচয়ের। আসুন, পুরোটা পড়ে দেখি।'

পড়ল ওরা। তিন বছর ক্রেফেল্ডে পড়াশোনা করেছে প্রিন্স, তার মধ্যে দু'বছর ছিল ডুসেলডর্ফে... গ্র্যাজুয়েট হবার জন্য। ভবিষ্যৎ জার্মান-ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট গুস্তাভ ফন বোলেনহলবাখ, ফ্রেডরিখ শট আর উইলহেলম্ হ্যাবারনিশ-এর মত ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সে-সময়ে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তার।

বিখ্যাত এসব ব্যবসায়ী সম্পর্কে কী জানে, ভেবে দেখল কুয়াশা। 'জার্মানির এসেন-কেন্দ্রিক ব্যবসা ছিল ওদের,' বলল ও, 'মনে হচ্ছে ওখানেই পাড়ি জমিয়েছিল ভারাকিন। আফটার অল, ওখানে বন্ধুবান্ধব ছিল তার, ভাষাটাও ভাল করে জানত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টাইমিং-ও ছিল চমৎকার। রাশায় বিপ্লব, ইয়োরোপ-জুড়ে যুদ্ধ... গোলমালের মাঝে হারিয়ে যাওয়া সহজ ছিল খুব। আমি বলব, এসেনের আর্মামেন্ট কোম্পানিগুলোর একটায় ঢুকে পড়েছিল সে।'

'ক্রুপ?'

'অথবা ভর্গেন... ক্রুপদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।'

'কীভাবে?'

'পিছনের দরজা দিয়ে... নতুন পরিচয় নিয়ে। সে-আমলে জার্মান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপ্যানশন চলছিল পূর্ণোদ্যমে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট এত ঘন ঘন বদলাত যে, ঠিকমত ট্র্যাক রাখতে পারত না কেউ। পরিস্থিতি ভারাকিনের অনুকূলে ছিল।'

'এক মিনিট,' বলে উঠলেন শেভচেঙ্কো, খতিয়ানের একটা অংশে চোখ আটকে গেছে তাঁর। 'এই তো প্রিন্সের মারা যাবার বিবরণ! স্যরি, কুয়াশা, তোমার থিয়োরি আর বিশ্বাসযোগ্য থাকছে না।'

বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ল কুয়াশা। হ্যাঁ, বিবরণই বটে... রাশান বিপ্লব শেষে বউ, দুই ছেলে আর এক মেয়ে-সহ প্রিন্স ভারাকিনের নিহত হবার বিবরণ। য়োভিয়াঙ্কা নদীর তীরে, ভারাকিনদের ব্যক্তিগত এস্টেটে হামলা করেছিল উন্মত্ত জনতা। বাড়ির ভিতরে আটকা পড়ে প্রিন্স ভারাকিন আর তার পরিবার। আত্মসমর্পণের প্রস্তাব মেনে না নিয়ে চাকর-বাকরদেরকে বের করে দেয় বাড়ি থেকে। তারপর শুরু করে লড়াই। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় জনতা, সে-আগুনে পুড়ে মরে সবাই। ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা কঙ্কালের মাধ্যমে মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

'এটা মানতে পারছি না আমি,' মাথা নাড়ল কুয়াশা। 'মরেনি ভারাকিন... এই রেকর্ড ভুয়া।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমার এ-ধারণা ভুল, কুয়াশা,' নরম গলায় বললেন গোভচেস্কো। 'এটা সরকারি আর্কাইভ। প্রতিটি তথ্য অনেক যাচাই-বাছাই করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।'

'সরকারি রেকর্ড জাল করাই বরং সহজ,' কুয়াশা বলল। 'আমি অস্বীকার করছি না, ভারাকিনদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল; কিন্তু ওরা যে মারা গিয়েছিল, তার কোনও প্রমাণ নেই। কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছিল... সেটা যে-কারুরই হতে পারে। আমার তো মনে হয়, সবার চোখে ধুলো দেবার জন্য নাটক করা হয়েছিল ওখানে।'

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?'

'লেখাটা ভাল করে পড়ুন। লক্ষ করেছেন, সবকিছু কেমন ভাসা ভাসা ভঙ্গিতে লেখা?' পাতা উল্টে খতিয়ানের পিছনদিকে গেল কুয়াশা। 'এই যে... এখানে আরেকজন উচ্চবংশীয় ভদ্রলোকের মৃত্যুর বিবরণ আছে। এটার সঙ্গে মেলান। প্রতিটা বর্ণনা নিখুঁত। কখন কী ঘটেছিল, কতজন লোক গিয়েছিল, কার নেতৃত্বে... কার আদেশে গিয়েছিল, কতগুলো গুলি করা হয়েছে—কোনও কিছুই বাদ দেয়া হয়নি। আগের বইগুলোতেও একই কায়দা লক্ষ করেছি আমি। অথচ ভারাকিনের অংশটাতে একটাও খুঁটিনাটি নেই। পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন? আসলে ঘটেইনি যে-ঘটনা, সেটার খুঁটিনাটি আসবে কোত্থেকে?'

নাকের উপর চশমাটা ভাল করে বসালেন গোভচেস্কো। গম্ভীর হয়ে মেলালেন দুটো এন্ট্রি-ই। চেহারা বদলে গেল তাঁর। বললেন, 'বোধহয় ঠিকই ধরেছ। গোলমাল আছে এতে।'

'শুধু গোলমাল না, মহা-গোলমাল,' বইটা বন্ধ করল কুয়াশা। 'ভারাকিন পরিবারের কিচ্ছু হয়নি সেদিন। বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে ওরা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাইব্রেরিয়ানের অফিসে ফিরে এল ওরা। কুয়াশার কথামত আবার একবার কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের অফিসে ফোন করলেন শেভচেঙ্কো। গলায় কৃত্রিম রাগ ফুটিয়ে ডিউটি অফিসারকে বললেন, 'কমপ্লেইন জানাবার জন্য ফোন করেছি আমি। তখন আপনাকে বলে দিলাম, আর্কাইভের কাজ শেষ করতে সময় লাগবে... চাবি যিনি আনবেন, তিনি যেন একটু দেরি করেন এখানে... অথচ কী ঘটেছে, জানেন? কাজের হাত থেকে বাঁচার জন্য চাবিটা আমার দরজার তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন উনি, দেখা না করেই কেটে পড়েছেন! এ-ধরনের আচরণ কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না! অফিশিয়ালি কমপ্লেইন পাঠাব আমি... আর হ্যাঁ, দয়া করে চাবিটা নিয়ে যাবার জন্য পাঠান কাউকে!'

ওপাশের লোকটাকে কথা বলবার সুযোগ দিলেন না তিনি, রাগী ভঙ্গিতে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। তারপর কুয়াশার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন হলো অভিনয়?'

'চমৎকার... পুরস্কার পাবার মত,' হাসল কুয়াশা। 'এখন আর কেউ সন্দেহ করতে পারবে না আপনাকে। পিঠ বাঁচল আপনার।'

'লাশটা?'

'ফার্নেসের পিছনে ফেলে দিয়ে আসব। আপনি ওটার ব্যাপারে কিছু জানেন না... লোকটাকে দেখেনই-নি কখনও। টিভিটাও লুকিয়ে ফেলুন আশপাশের কোনও স্টোররুমে। ক্লিয়ার? কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে এলে আকাশ থেকে পড়বেন।'

'কিন্তু কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের লোকেরা তো লাশটাকে চিনবে!'

'উঁহুঁ। কী বললাম আপনাকে? এ-লোক চাবি নিয়ে আসেনি ওখান থেকে। অন্য সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে ওরা—চাবি ফেরত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেয়েছে, কিন্তু মানুষটা কোথায়? ফার্নেসের পিছনে পাওয়া লাশের সঙ্গে ব্যাপারটার সম্পর্ক খুঁজে পেতে অনেক সময় লাগবে ওদের।'

'আর ফেনিস? ওদের লোকও তো ফিরছে না। ওরা চিন্তায় পড়বে না?'

'পড়বে, তবে এখুনি না। ওদের খুনি ব্যর্থ না সফল হয়েছে, সে-রিপোর্ট পাবার অপেক্ষায় থাকবে; যা-ই ঘটুক। বেশ কিছুটা সময় পাচ্ছি আমরা... সেটাই চাই।'

'কেন?'

'জার্মানিতে যেতে হবে আমাকে। এসেন-এ।'

'স্রেফ অনুমানের উপর ভিত্তি করে এগোতে চাইছ তুমি।'

'অনুমান না, স্যর। ক্যালকুলেটেড স্টেপ বলতে পারেন। আর্কাইভের রেকর্ডে যাদের নাম আমরা দেখেছি, তার মধ্যে দুটো নাম আমাকে খুব ভাবাচ্ছে। শট আর বোলেনহলবাখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে দেশ থেকে মুদ্রা পাচারের অভিযোগ ওঠে ফ্রেডরিখ শটের নামে। পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করতে গিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হাতে খুন হয় সে, খুনিকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঘটনাটার মধ্যে ফেনিসের গন্ধ পাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে শটের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল ওরা, যাতে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে কোনও গোমর ফাঁস না হয়। আর বোলেনহলবাখ... ক্রুপ পরিবারের শেষ বংশধরকে বিয়ে করেছিল সে, ওদের অস্ত্র-ব্যবসার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল নিজের কাঁধে। এদের পক্ষে ভারাকিনকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব।'

'ষাট-সত্তর বছরের পুরনো ভূতকে তাড়া করছ তুমি।'

'দেখা যাক ভূতটার ছায়া এখনও আছে কি না। এনিওয়ে, আর কোনও প্রমাণ চান আপনি?'

'না, আমি কনভিন্সড। কিন্তু তোমার জন্য আমার ভয় হচ্ছে,

www.BanglaBook.org

কুয়াশা। যাদের পিছনে লেগেছ, তারা সহজ পাত্র না। রীতিমত সুইসাইড-স্কোয়াড পাঠিয়েছে ওরা তোমার পিছনে... সংগঠনের পরিচয় লুকানোর জন্য খুনিরা আত্মহত্যা করছে! এ তো ফ্যানাটিসিজম!'

'ফ্যানাটিক-ই এরা... কাউন্ট গিলবার্তো বারেমির ফ্যানাটিক। তার দর্শন আর আদর্শ এদের ধর্ম। এই ফ্যানাটিকদেরকে ঠেকাতে না পারলে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য।'

'সেটার জন্যই কাজ করছ তুমি, তাই না?' অন্যচোখে কুয়াশার দিকে তাকালেন শেভচেঙ্কো। 'এতদিনে আমি তোমার সত্যিকার রূপ দেখছি, কুয়াশা। সমাজ তোমাকে অপরাধীর খেতাব দিয়ে কতবড় ভুল করছে, তা-ও বুঝতে পারছি। দুঃখিত... আমিও ভুল বুঝেছিলাম তোমাকে। এগিয়ে যাও তুমি, আমার আশীর্বাদ থাকবে তোমার সঙ্গে।'

'ধন্যবাদ, স্যর।'

'এস্তোনিয়া যাবে কীভাবে?'

'হেলসিঙ্কি হয়ে।'

'বর্ডারে সমস্যা হবে না?'

'উঁহুঁ। আমাকে সাহায্য করবার লোক আছে।'

'রওনা হবে কখন?'

'কাল সকালে?'

'রাতটা চাইলে আমার বাড়িতে কাটাতে পারো।'

'না, তাতে আপনার বিপদ হতে পারে।'

ভুরু কোঁচকালেন শেভচেঙ্কো। 'কিন্তু টেলিফোনে আমার অভিনয় দেখে তুমিই তো বললে, লোকের সন্দেহ দূর করে দিতে পেরেছি।'

'আমার তা-ই বিশ্বাস,' বলল কুয়াশা। 'অন্তত আগামী কিছুদিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনাকে বিরক্ত করবে না কেউ। এরপরে হয়তো নিখোঁজ চাবিঅলাকে নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করবে, কিন্তু ততদিনে সমস্ত ক্লু ঝাপসা হয়ে আসবে।'

'তা হলে?'

'আমার হিসেবে ভুলও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে হয়তো মরণ ডেকে এনেছি আপনার। দুঃখিত, আর কারও কাছে তথ্য পাবার উপায় ছিল না আমার।'

'থাক, ওভাবে বলতে হবে না,' হাসলেন শেভচেঙ্কো। 'বয়স কম হয়নি আমার, ক'দিন-ই বা আর বাঁচব? মরার আগে দু'একটা ভাল কাজ করে যেতে চাই। তাতে যদি জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়, আপত্তি নেই। যাও এখন, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।'

বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরল কুয়াশা। তারপর বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল লাইব্রেরি থেকে।

ফোনবুথ থেকে সিমকিনের মোবাইলে ফোন করল কুয়াশা। জানতে চাইল, 'কোথায় তুমি?'

'তোমার কথামত একটা হোটেলে উঠেছি,' বলল রাশান পুলিশ অফিসার। 'এখুনি আবার বেরুতে হবে নাকি? আমার কিন্তু শরীর আর চলছে না। সারাদিনে এক ফোঁটা বিশ্রাম পাইনি, একটু ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।'

'ঘুমাও, কোনও অসুবিধে নেই। আমার মেসেজের কী হলো?'

'অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি। চাইলে হেলসিঙ্কিতে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো।'

'প্রয়োজন হলে নেব। আর হ্যাঁ, লেনিনগ্রাদে আমার কাজ শেষ, কাল ভোরে হেলসিঙ্কিতে ফিরব। তুমি আমাকে বর্ডারে পৌঁছে দেবে। ভোর চারটের সময় আনিচভ ব্রিজের কাছে থেকো, ওখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাবে আমাকে।'

'আবার!' প্রায় হাহাকার করে উঠল সিমকিন। 'কম তো করিনি তোমার জন্য, এখন একটু রেহাই দাও আমাকে!'

'রেহাই তো দিচ্ছিই! বর্ডারে পৌঁছুনোর পর... বাকি জীবনের জন্য! সুসংবাদ, কাজটা ঠিকমত করে দিলে তোমার গোমর ফাঁস হবে না আমার কাছ থেকে।'

'তোমার মুখ বন্ধ করানোর আরও তরিকা জানা আছে আমার,' ফুঁসে উঠল সিমকিন। কুয়াশার ব্ল্যাকমেইলিং তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

'ভাবছ গুলি করবে আমাকে?' হাসল কুয়াশা। 'এক ঢিলে দুই পাখি মারবে—মুখ তো বন্ধ করবেই, তারপর আবার আমার লাশ দেখিয়ে বাহবা কুড়াবে সবার? আমাকে শিকার করা অত সহজ নয়, বন্ধু।'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল সিমকিন। 'অমন কিছুই ভাবছি না আমি।'

'গুড। তা হলে চারটেয় জায়গামত থেকো।'

'অত ভোরে গাড়ি নিয়ে বের হলে যদি টহল-পুলিশ আটকায় আমাকে? কী জবাব দেব?'

'আই.ডি. দেখালেই ছেড়ে দেবে ওরা। টেনশনে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, সিমকিন। নিজেই যে পুলিশ অফিসার, সে-কথা ভুলে গেছ। ঘুম দাও একটা, জেগে ওঠার পর সব ঠিক হয়ে যাবে। বিদায়।'

মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পর ট্যাক্সি নিয়ে পুরনো হাউজিং ডিস্ট্রিক্টে গেল কুয়াশা। সরাসরি নাতালিয়ার বিল্ডিঙে ঢুকল না, চার বিল্ডিং পরের স্টেয়ারকেসের দিকে এগোল। দুপুরেও এটা দিয়েই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেরিয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে আড়চোখে তাকাল নাতালিয়ার ফ্ল্যাটের দিকে। জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে, তারমানে ডিউটি থেকে ফিরে এসেছে মেয়েটা।

ধীরে-সুস্থে সিঁড়ি ভাঙল কুয়াশা, যেন সারাদিনের কর্মব্যস্ততায় ক্লান্ত একজন মানুষ বাড়ি ফিরছে। বিল্ডিঙের সদর দরজা খুলে ফয়েই-এ ঢোকার পর ক্ষান্ত দিল অভিনয়। চকিতে দেখে নিল আশপাশ, তারপর সেলারের দিকে পা বাড়াল। নীচে নেমে একটা দেশলাই জ্বালল, চোখ বোলাল সেলারের পিছনের কোনায়... চমকে উঠল পরমুহূর্তে।

লাশটা নেই! এখানেই ইংরেজ লোকটাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল ও—সারা গায়ে ঢেলে দিয়েছিল ভদকা, ব্লেড দিয়ে কেটে দিয়েছিল দু'হাতের শিরা। অথচ এখন সে-সবের কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে পরখ করল জায়গাটা—এক ফোঁটা রক্তও নেই মেঝেতে। নিখুঁতভাবে সব পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে।

শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল কুয়াশার। কিছু একটা ঘটে গেছে ওর অনুপস্থিতিতে... ভয়ানক কিছু! ভুল করেছে ও... মহা-ভুল! ভেবেছিল একবার ব্যর্থ হবার পর আর কাউকে পাঠানো হবে না এখানে... তাতে দ্বিতীয়জনের ফাঁদে পড়ার ভয় থাকে। কিন্তু ওর ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে আবার লোক পাঠিয়েছে ফেনিস। আর তার অর্থ...

নাতালিয়া!

চরম অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠল কুয়াশার বুক। সেলারের কানেক্টিং প্যাসেজ ধরে ছুটতে শুরু করল ও। হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল নাতালিয়ার বিল্ডিঙে। বেজমেন্টের সিঁড়ি ধরে দ্রুত উঠে এল নীচতলার ফয়েই-এ।

BanglaBook.org

হাসির শব্দ ভেসে আসছে সামনে থেকে—একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। ছায়ার মাঝে শরীর লুকিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিল ও। অল্পবয়েসী একজোড়া তরুণ-তরুণী উঠছে সিঁড়ি ধরে, ঠাট্টা মশকরা করছে পরস্পরের সঙ্গে। কয়েক মুহূর্ত ওদেরকে নিরীখ করল কুয়াশা, তারপর উঠে এল পিছনে। পিস্তলটা লুকিয়ে ফেলেছে কোটের পকেটে।

'কিছু মনে কোরো না,' চোস্ত রাশানে বলে উঠল ও। 'আমাকে একটু সাহায্য করবে?'

থেমে গেল তরুণ-তরুণী। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওকে। মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, আঙ্কেল?'

'আমার গার্লফ্রেণ্ডকে নিয়ে একটু সমস্যায় পড়েছি,' বিব্রত চেহারা বানিয়ে বলল কুয়াশা। 'কিরভ থিয়েটারে আজ সন্ধ্যায় অপেরা দেখতে যাবার কথা ছিল আমাদের। কিন্তু পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা। ভীষণ খেপে গেছে ও। ফোন-টোন ধরছে না। মাফ চাইতে এসেছি, কিন্তু আমার গলা শুনলে হয়তো দরজাই খুলবে না। তোমরা আমার হয়ে একটু নক করে দেবে দরজায়?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মুচকি হাসল তরুণ-তরুণী। তারপর ছেলেটা বলল, 'ক'তলায় থাকে আপনার বান্ধবী?'

'তিনতলায়। চলো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

তরুণ-তরুণীকে নাতালিয়ার ফ্ল্যাটের সামনে নিয়ে গেল কুয়াশা। দরজা দেখিয়ে দিয়ে সরে গেল দেয়ালের আড়ালে। ঠোঁটের সামনে আঙুল তুলে ইশারা দিল ওদেরকে। মাথা ঝাঁকিয়ে পাল্লায় করাঘাত করল ছেলেটা। পকেটে হাত ঢোকাল কুয়াশা।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না ভিতর থেকে। কুয়াশার দিকে তাকাল তরুণ। ইশারা পেয়ে আবার করাঘাত করল—এবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগের চেয়ে জোরে। ফলাফল একই।

'মনে হচ্ছে বাসায় কেউ নেই,' বলল ছেলেটা।

'আপনাকে ছাড়াই অপেরা দেখতে চলে গেছে হয়তো,' ঠাট্টা করল মেয়েটা, 'নতুন কোনও বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে!'

রসিকতায় হাসার চেষ্টা করল কুয়াশা, কিন্তু পারল না। খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে, দরজার ওপাশে কী অপেক্ষা করছে।

'আমি অপেক্ষা করব,' বলল ও। 'কষ্ট দেবার জন্য দুঃখিত। তোমাদেরকে ধন্যবাদ।'

ওর কণ্ঠে বোধহয় কিছু একটা মিশে ছিল, তা থেকে তরুণী বুঝতে পারল, ঠাট্টা করা উচিত হয়নি। তাই লজ্জিত গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত।'

'আমি কিছু মনে করিনি।'

'শুভকামনা রইল আপনার জন্য,' বলল তরুণ। সঙ্গিনীকে নিয়ে উপরতলায় চলে গেল।

উপরে দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা পর্যন্ত স্থির রইল কুয়াশা, তারপর নড়ল। পকেট থেকে বের করে আনল পিস্তল, সাবধানে হাত রাখল নাতালিয়ার দরজার নবে, আস্তে মোচড় দিল। মনে মনে প্রার্থনা করছিল, দরজা যেন তালাবদ্ধ থাকে; কিন্তু সে-প্রার্থনা কবুল হলো না। নব মোচড়াতেই মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল পাল্লা।

ভিতরে পা রাখতেই চোখে পড়ল তাণ্ডবের দৃশ্য। সামনের কামরা পুরো তছনছ করে ফেলা হয়েছে। ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে আসবাবপত্র—সোফার কুশন ছিঁড়ে তুলো বের করা হয়েছে, গুটিয়ে ফেলা হয়েছে কার্পেট, দেয়াল থেকে নামানো হয়েছে সবক'টা পেইন্টিং আর ছবির ফ্রেম। কাবার্ডের দরজা কব্জাসহ খুলে ফেলা হয়েছে। দেরাজগুলো খোলা, ভিতরের সব জিনিস মেঝেতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গড়াগড়ি খাচ্ছে। ব্যাপারটাকে ডাকাতি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা আর কী। কিন্তু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে প্রতিপক্ষ, এতটা না করলেও চলত। অভিজ্ঞ চোখে কুয়াশা বুঝল, ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল তাদের।

সামনের কামরার ধ্বংসস্তূপ মাড়িয়ে বেডরুমের দিকে এগোল ও। দরজা পেরিয়েই থমকে দাঁড়াল... অপ্রত্যাশিত কিছু দেখছে না, তারপরেও বুক কেঁপে উঠল।

বিছানার উপর পড়ে আছে নাতালিয়া সিমোনোভার নিষ্প্রাণ দেহ। উদোম... গা থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে সমস্ত কাপড়। পড়ে থাকার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে—মারা যাবার আগে ধর্ষণ করা হয়েছে ওকে। দৈহিক ক্ষুধা মেটানোর জন্য নয়, কুকীর্তিটা স্যাডিস্ট কোনও ডাকাতের বলে পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য। পুরো মুখে কালসিটে পড়েছে নাতালিয়ার, ফুলে আছে রক্তাক্ত ঠোঁট, চোখদুটো বুজে গেছে। বিছানা আর মেঝেতে পড়ে আছে কয়েকটা ভাঙা দাঁত। নাকের ফুটো আর ঠোঁটের কোনা দিয়ে নেমে আসা রক্তে ভিজে গেছে বিছানার একটা অংশ।

মুখ ফিরিয়ে নিল কুয়াশা। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল নীচের ঠোঁট। তীব্র ক্রোধে ভরে উঠেছে অন্তরাত্মা। প্রতিশোধ নিতে হবে ওকে... ভয়ানক প্রতিশোধ। মনে মনে শপথ নিল ও। তারপর আবার তাকাল নাতালিয়ার দিকে। অব্যক্ত এক বেদনায় বুকটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে ওর। নির্যাতনের বহর দেখে বোঝা যাচ্ছে, চরম ইন্টারোগেশনের মাঝেও মুখ খোলেনি মেয়েটা। বলে দেয়নি, কোথায় পাওয়া যাবে কুয়াশাকে। যদি বলেই দিত, তা হলে সল্টিকভ-শেড্রিন লাইব্রেরিতে মাত্র একজন খুনি হাজির হতো না; দলবল নিয়ে আসত ওকে হত্যা করবার জন্য।

ভাবনাটা মাথায় আসতেই আঁতকে উঠল কুয়াশা। নাতালিয়ার

www.BanglaBook.org

ফ্ল্যাটে দ্বিতীয়বার লোক পাঠানো হয়েছে, তা হলে আইভান শেভচেঙ্কোর কাছেও কি পাঠানো হবে না? বিছানার পাশে, সাইড-টেবিলের উপর শোভা পাচ্ছে নাতালিয়ার টেলিফোন; ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল ও, কাঁপা কাঁপা হাতে ডায়াল করল শেভচেঙ্কোর নাম্বারে। এই লাইনে আড়ি পাতা হয়েছে কি না কে জানে, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানকে এখুনি সতর্ক করে দিতে হবে।

একবার মাত্র রিং হলো, তারপরই রিসিভ করা হলো কল। ওপাশ থেকে খসখসে একটা কণ্ঠ বলল, 'হ্যালো?'

লাইব্রেরিয়ানের কণ্ঠ নয় ওটা। কুয়াশা বলল, 'মি. শেভচেঙ্কোকে দিন, প্লিজ।'

'কে বলছেন?'

'আমি ওঁর কলিগ—আন্তন রুদিনেস্কি। সন্ধ্যায় শুনেছিলাম শরীর ভাল না ওঁর। ডাক্তার পাঠাব কি না জানা দরকার।'

'ভাল আছেন উনি,' কাঠখোট্টা ভঙ্গিতে জানানো হলো।

'তা হলে কথা বলতে দিন ওঁর সঙ্গে। একটা বই চেয়েছিলেন আমার কাছে... ওটা পাওয়া গেছে। খবরটা জানাতে চাই ওঁকে।'

নীরবতা।

'হ্যালো?' একটু পর শেভচেঙ্কোর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল ইয়ারপিসে। তাঁকে ফোন ধরতে দিয়েছে লোকটা, সম্ভবত পরিস্থিতি স্বাভাবিক বোঝানোর জন্যই।

'আপনি ঠিক আছেন, স্যর? কে ধরেছে ফোন—শত্রু, নাকি মিত্র? ইশারায় বলুন আমাকে।'

ইশারা করতে গেলেন না শেভচেঙ্কো। তার বদলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পালাও, কুয়াশা! এখুনি পালাও!! ওরা...'

কথা শেষ হলো না বৃদ্ধের, তার আগেই কানে তালা লাগানো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল ইয়ারপিসে। গুলির আওয়াজ! পরমুহূর্তে কেটে গেল লাইন।

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে মূর্তির মত বসে রইল কুয়াশা। খুন করেছে... ওর প্রিয় দু'জন মানুষকে খুন করেছে ফেনিস। বিনা অপরাধে! শুধুমাত্র ওকে সাহায্য করবার জন্যে! উপলব্ধিটা আসতেই রাগে অন্ধ হয়ে গেল ও, পাগলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিল টেলিফোনটা। একটা শব্দই শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়।

প্রতিশোধ!

প্রতিশোধ!!

প্রতিশোধ!!!

নাতালিয়ার শরীর একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল কুয়াশা, তারপর বেরিয়ে এল ফ্ল্যাট থেকে। রাস্তায় নেমে একটা ফোনবুদ খুঁজে নিল, রিং করল সিমকিনকে। সময় নষ্ট করা চলবে না, যত দ্রুত সম্ভব ভাইনিকালা পৌঁছুতে হবে ওকে। সেখান থেকে হেলসিঙ্কি, তারপর এসেন। ভারাকিনের সূত্র ধরে ফেনিসের মাথাগুলোকে খুঁজে বের করবে ও, নিজ হাতে খুন করবে মানুষরূপী ওই পিশাচদের।

'ইয়েস?' ঘুমজড়িত গলায় ফোন রিসিভ করল সিমকিন।

'এখুনি বেরিয়ে পড়ো,' নির্দেশ দিল কুয়াশা। 'রেল স্টেশনে আসতে হবে তোমাকে। প্রথম এন্ট্রান্সের সামনে অপেক্ষা করব আমি।'

'এখন?' বিরক্ত গলায় বলল সিমকিন। ঘড়ি দেখল বোধহয়। 'একটাও তো বাজেনি। তুমি না বলেছিলে...'

'কী বলেছি ভুলে যাও। যা বলছি, সেটা শোনো। বর্ডারের ওপাশে একটা গাড়ি ম্যানেজ করতে পারবে? যা টাকা লাগে দেব।'

'দেখি আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কথা পেঁচিয়ো না। পারবে কি না বলো।'

ধমক খেয়ে সিধে হয়ে গেল সিমকিন। 'পারব। তবে কয়েকটা ফোন করতে হবে আমাকে। পনেরো মিনিট সময় দাও।'

'যত খুশি সময় নাও, কিন্তু আধঘণ্টা পর রেল স্টেশনে তোমাকে দেখতে চাই আমি।'

ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিট পর সিমকিনের পোবেদা ছুটল রাশা-ফিনল্যাণ্ড সীমান্তের পথে।

নয়

ব্যগ্র ভক্তদের ভিড় ঠেলে একজন চিত্রতারকা যেভাবে এগিয়ে যায়, সাদা থোকা থোকা মেঘগুলোকে ঠিক সেভাবেই সরিয়ে উঁচু আসমান দিয়ে উড়ছে *ফিন-এয়ারের* সেভেন ফোর সেভেন বোয়িং। স্টারবোর্ড সাইডে, বিমানের সামনের দিকে, প্যাসেজের ধারে একটা সিট, বিজনেস ক্লাস। খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে, একদিকে একটু কাত হয়ে তাতে বসে আছে একজন মানুষ, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়। দেখে মনে হবে উদ্বেগ বা উত্তেজনার লেশমাত্র নেই তার মধ্যে। কিন্তু আধবোজা চোখ আর শিথিল পেশির আড়ালে সদা-সতর্ক রয়েছে মগজ, শরীরটা রয়েছে একটা বিপজ্জনক ভঙ্গি নিয়ে, পেঁচানো স্প্রিঙের মত, মুহূর্তের নোটিসে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি।

ছদ্মবেশী এই মানুষটি আসলে কুয়াশা, আকাশপথে জার্মানিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলেছে। লেনিনগ্রাদের ফ্ল্যাটে নাতালিয়ার মৃতদেহ আবিষ্কার করবার পর কেটে গেছে পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা। মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ছক কেটেছে ও, জোর করে মন থেকে সরিয়ে রেখেছে নাতালিয়া আর' শেভচেঙ্কোর পরিণতির কথা। বিচারবুদ্ধিহীন আবেগ কোনও কাজে আসবে না ওর। শত্রুপক্ষের মত নির্দয়, শীতল আর হিসেবি হতে হবে ওকে। তা হলেই প্রতিশোধ নিতে পারবে প্রিয় ওই মানুষদুটির হত্যাকাণ্ডের।

এসেন নিয়ে ভাবছে কুয়াশা। কোত্থেকে তদন্ত শুরু করবে ওখানে? বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান ঠিক বলেছিলেন... ষাট-সত্তর বছরের পুরনো ভূত খুঁজে বেড়াচ্ছে ও—চরম বিশৃঙ্খলাময় একটা সময়ে হারিয়ে যাওয়া একজন মানুষ এবং তার পরিবারকে। ওই আমলের আদৌ কোনও নথিপত্র আছে কি না সন্দেহ; থাকলেও সেগুলো হাতে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ধরে নেয়া যাক পাওয়াও গেল, তারপর? অত পুরনো সূত্র ট্র্যাক করতে যে-পরিমাণ সময় এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে, তার মধ্যে ওর উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, সাহায্য প্রয়োজন ওর। কিন্তু জার্মানির এসেন শহরে ঘনিষ্ঠ কেউ-ই নেই কুয়াশার। একদিক থেকে ভাল সেটা—নাতালিয়া বা শেভচেঙ্কোর মত প্রিয় কারও মৃত্যু দেখতে হবে না ওকে। শত্রুপক্ষও পুরনো কোনও বন্ধুর সূত্র ধরে ওকে খুঁজে বের করতে পারবে না। কিন্তু কথা হলো, তেমন কোনও বন্ধু না থাকলে কে সাহায্য করবে ওকে?

ভালমত ভাবল কুয়াশা, এসেনে ইতিপূর্বেও এসেছে ও, সে-সময়ে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাদের মধ্যে কার কাছে যাওয়া যায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল হাইনরিখ বোহ্ল-এর কথা। পেশায় পেটেন্ট অ্যাটর্নি... মানে উকিল, একবার তার মাধ্যমে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজের কয়েকটা আবিষ্কারের পেটেন্ট নেবার চেষ্টা করেছিল ও জার্মানিতে। সফল হয়নি, সরকারি ভেরিফিকেশনের সময় নিজের পরিচয় ফাঁস হতে বসেছিল। তবে স্বল্প সময়ের ওই পরিচয়ে বোহ্‌ল-কে ভাল লেগেছিল ওর। সৎ এবং বুদ্ধিমান মানুষ, ওকালতি প্যাঁচ নেই তার মধ্যে। লোকটাকে নিয়ে ভালমত চিন্তা করে দেখল কুয়াশা—হ্যাঁ, কাজে লাগানো যেতে পারে তাকে। প্রিন্স ভারাকিন যদি আইনসঙ্গতভাবে নামধাম পাল্টে থাকে... যদিও তার সম্ভাবনা কম... তা হলে আদালতে যেতে হয়েছে তাকে। সে-সবের রেকর্ড খোঁজার জন্য উকিল-ই দরকার।

অবশ্য এ-পন্থা অনিশ্চয়তায় ভরা। মনে মনে সেটা স্বীকার করল কুয়াশা। অনেককিছুই নির্ভর করছে ভাগ্যের উপর—আদৌ আদালতে গিয়েছিল কি না ভারাকিন, এখনও সে-আমলের রেকর্ড আছে কি না, থাকলে তা উদ্ধার করা যাবে কি না... ইত্যাদি। তবে আর কোনও পথও দেখতে পাচ্ছে না ও। অন্তত একটা কিছু ধরে তো শুরু করতে হবে ওকে!

এসেন, জার্মানি।

মানুষটি চল্লিশোর্ধ, সুঠামদেহী। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ায় একটা উলের ট্রাউজার পরেছে, উপরে রয়েছে নীল রঙের সোয়েট-শার্ট জগিং করতে করতে একটা বাঁক ঘুরল সে, ঢুকে পড়ল মিউনিসিপ্যাল পার্কের ভিতরে। ঘাসে ঢাকা জমিন পেরিয়ে নুড়ি বিছানো ওয়াকওয়েতে উঠল, গতি বাড়িয়ে ছুটতে থাকল পার্কের ভিতরদিকে। দৌড়ের মাঝে আশপাশে নজর বোলাচ্ছে সে, হঠাৎ ভুরু কুঁচকে গেল লেকের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছায়ামূর্তিকে দেখে। সময়টা সাতসকাল হলেও পার্কে স্বাস্থ্য-সচেতন মানুষের অভাব নেই, সবাই কোনও না কোনও শারীরিক ব্যায়াম করছে;

www.BanglaBook.org

তাদের মাঝে ছড়িতে ভর দেয়া একজন পঙ্গু মানুষ খুবই বেমানান। দূর থেকে চেহারা বোঝা যাচ্ছে না, দাঁড়াবার ভঙ্গিটা কেন যেন খুব চেনা চেনা ঠেকছে।

কৌতূহল এড়াতে পারল না মানুষটা, দিক পাল্টে লেকের পাড়ে ছুটল। কাছাকাছি যেতেই বিস্ময় ফুটল তার চেহারায়, থেমে দাঁড়াল ছড়িঅলার কয়েক হাত তফাতে।

'ভুল দেখছি না তো?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'কুয়াশা... সত্যি তুমিই তো?'

'হ্যালো, হাইনরিখ,' হাসল কুয়াশা। 'এখনও দেখছি তুমি আগের মতই স্বাস্থ্য-সচেতন।'

'তুমিও বদলাওনি,' বলল হাইনরিখ বোহ্ল। 'যখন-তখন মানুষকে চমকে দেবার অভ্যাস রয়ে গেছে। এখানে নিশ্চয়ই আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলে?'

'দেখতে চাইছিলাম, তুমি এখনও আগের রুটেই জগিং করো কি না।'

'কথা ঘোরানোর দরকার নেই। কী কাজে এসেছ বলে ফেলো। আবারও পেটেন্টের আবেদন করতে চাও?'

'উঁহুঁ। অন্য একটা ব্যাপার।'

'শুনে দুঃখ পেলাম। চমৎকার কিছু আবিষ্কার আছে তোমার। ওগুলো প্রকাশ করা গেলে বহু লোকের উপকার হতো। এনিওয়ে, কাজটা কী?'

'খুলে বলতে সময় লাগবে। চাইলে জগিং শেষ করে আসতে পারো। আমার হিসেবে আরও দু'মাইল দৌড়ানোর কথা তোমার।'

'ধ্যাত্তেরি... রাখো তোমার জগিং। এতদিন পরে হাজির হয়েছ, নিশ্চয়ই ইম্পরট্যান্ট কোনও ব্যাপার?'

'হ্যাঁ, তোমার সাহায্য দরকার আমার। চলো কোথাও বসি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লেকের ধারে একটা নির্জন বেঞ্চে বসল দু'জন।

কুয়াশা বলল, 'একজন মানুষকে খুঁজছি আমি। আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে, পরিবার-সহ রাশা থেকে জার্মানিতে এসেছিল সে। এই এসেনে। আমার বিশ্বাস, এখানকার আর্মামেন্ট ইণ্ডাস্ট্রিতে ঢুকে পড়েছে সে।'

মুখ বাঁকাল বোহ্ল। 'খামোকা সময় নষ্ট করছ। ষাট-সত্তর বছর আগে... তখন এ-দেশের অবস্থা কী ছিল, সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা আছে তোমার?'

'হুম। পুরো ইয়োরোপ তখন জ্বলছিল আগুনে। অস্থির এক সময় ছিল সেটা।'

'ঠিক। রাশায় চলছিল আন্দোলন, ইয়োরোপ-জুড়ে যুদ্ধের দামামা। তার মাঝে এসেনে ঘটছিল অবিশ্বাস্য অর্থনৈতিক বিপ্লব। রোজই সম্পদের পাহাড় গড়ছিল লোকে, কিংবা হারাচ্ছিল সর্বস্ব। সে-সব কাহিনি গোপন রাখা হয়েছে। আর তার মাঝখানে বিশেষ একজনকে খুঁজে পেতে চাইছ তুমি? সুযোগসন্ধানী এক রাশান... যে কিনা অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফায়দা লোটার জন্য এসেছিল?'

'তুমি এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবে বলেই ভেবেছি আমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল কুয়াশা।

'আর কী-ই বা আশা করতে পারো?' হাসল বোহ্ল। 'কে ওই লোক? নাম কী?'

'ওটা এখুনি বলতে চাইছি না।'

'তা হলে সাহায্য করব কীভাবে?'

'পরামর্শ দিয়ে। আমার জায়গায় তুমি থাকলে কোথায় খোঁজ নিতে?'

'রাশায়।'

'ওখান থেকে ঘুরে এসেছি আমি। সরকারি আর্কাইভ ঘেঁটে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখেছি।'

'কিছুই পাওনি?'

'ঠিক তার উল্টো। ওখানে পুরো পরিবারের মারা যাবার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা—ওটা মিথ্যে।'

'এ-কথা কেন মনে হলো তোমার?'

'ঘটনার বিবরণ পড়ে। ওদের এস্টেটে হামলা করেছিল বলশেভিক-রা। দিনভর লড়াই করে পুরো পরিবার, তারপর বাড়িতে আগুন ধরে যাওয়ায় পুড়ে মরে।'

'খেপা বলশেভিক মব-কে পুরো একটা দিন ঠেকিয়ে রেখেছিল মাত্র ক'জন মানুষ? ঠিকই বলেছ, বিশ্বাসযোগ্য নয় ঘটনাটা।'

'বর্ণনার মধ্যেও গোলমাল দেখেছি। আবহাওয়ার কথা লেখা আছে, বিশাল এস্টেটের প্রতিটা ইঞ্চির বিবরণ পর্যন্ত দেয়া আছে... অথচ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একটাও পাইনি ওখানে। একজন সাক্ষীরও নাম নেই, যারা কনফার্ম করতে পারত ঘটনাটা।'

কপালে ভাঁজ পড়ল বোহ্‌লের। 'কী বললে? এস্টেটের প্রতিটা ইঞ্চির বিবরণ?'

'হুঁ। কেন... খটকা লাগছে তোমার?'

'তা তো লাগছেই। আচ্ছা, পরিবারের সদস্যদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কীভাবে লেখা হয়েছে? ওর ভিতর কি লেখকের বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে?'

ভেবে দেখল কুয়াশা। 'না, বরং ওদের মহত্ত্ব আর সাহসিকতার গল্প লেখা হয়েছে ওখানে। লড়াই শুরু হবার আগে চাকর-বাকরদের বের করে দিয়েছিল বাড়ি থেকে, ওরা যাতে মারা না পড়ে। লড়াইও করেছে বীরের মত, আমৃত্যু লড়াই!'

'বিপ্লব-পরবর্তী রেকর্ডে একটা অভিজাত পরিবারের ব্যাপারে এ-ধরনের বর্ণনা একটু অস্বাভাবিক না?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা-ই মনে হয় তোমার?'

'আমার ধারণা, বিবরণটা ওই পরিবারেরই কেউ লিখেছে; তারপর কাউকে ঘুষ খাইয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে আর্কাইভে। ব্যাপারটা সিম্পল হিউম্যান নেচার বলতে পারো—নিজেকে কেউ কখনও ছোট করে দেখাতে চায় না। হোক মিথ্যে বিবরণ, তবু সেখানে নিজেকে বীর হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছে তোমার ওই লোক... এটাই এর একমাত্র ব্যাখ্যা।'

'মানলাম, কিন্তু এতে আমার তো কোনও উপকার হচ্ছে না। রেকর্ড-টা ভুয়া, তা আমি এমনিতেই বুঝতে পেরেছি।'

'হচ্ছে, কুয়াশা, হচ্ছে,' হাসল বোহ্‌ল। 'উকিল হিসেবে বহু মানুষের সাক্ষ্য আর জবানবন্দি হ্যাণ্ডেল করেছি আমি। কী লক্ষ করেছি, জানো? লিখতে বসলেই লোকে সচেতন বা অবচেতনভাবে ব্যক্তিগত কোনও না কোনও তথ্য দিয়ে ফেলে ওতে। তোমার এই বিশেষ বিবরণটার কথাই ধরা যাক... ওটাতে পুরো এস্টেটের খুঁটিনাটি তুলে দেয়া হয়েছে, তাই না? আমার ধারণা, সম্পত্তি বা জমিজমার বিষয়ে এক ধরনের প্যাশন ছিল লেখকের।'

'বোধহয় ঠিকই আন্দাজ করেছ তুমি,' মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। শেভচেঙ্কোর কথা মনে পড়ল—অত্যন্ত লোভী স্বভাবের লোক ছিল প্রিন্স ভারাকিন।

'এখানে এসেও ওই প্যাশন মেইনটেন করবার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'ভাল সম্ভাবনা আছে। টাকার অভাব ছিল না ওই লোকের। বড়-সড় যে-কোনও সম্পত্তি কিনে নেবার ক্ষমতা ছিল।'

'সেক্ষেত্রে নামটা বলো আমাকে। হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

'কীভাবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেঞ্চে হেলান দিল বোহ্‌ল। 'জমি-জমার সমস্ত রেকর্ড থাকে স্টেট হাউসে। গুজব আছে, লেক বন্ডেনি-র উত্তর পারে রেলিংহাউসেন আর স্ট্যাডওয়াল্ডের বেশ কিছু বড় বড় এস্টেট রাশানরা বহু বছর আগে কিনে নিয়েছিল।'

'নিজ নামে কেনেনি আমার লোক। আমি শিয়োর।'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? তা ছাড়া... জমি বেচাকেনা যত গোপনেই করা হোক, তা পুরোপুরি ধামাচাপা দেয়া যায় না। কিছু না কিছু চিহ্ন থেকে যায়।'

'তা হলে সেটা আমিই খুঁজে নেব। ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে ওসব নথি, আমাকে বলে দাও।'

'তাতে কোনও লাভ হবে না তোমার। সার্টিফায়েড উকিল ছাড়া আর কেউ হাত দিতে পারে না ওখানে। নামটা বলো আমাকে।'

'খোঁজখবর নিতে গেলে বিপদ হতে পারে তোমার!' সতর্ক করল কুয়াশা।

'কী যে বলো না!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল বোহ্‌ল। 'সত্তর বছরের পুরনো একটা পারচেজ-রেকর্ড...'

'জমিটা পুরনো, কিন্তু তার সঙ্গে এখনকার লোকজনের সম্পর্ক আছে,' অ্যাটর্নির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল কুয়াশা। 'ভয়ানক লোকজন!'

'কতটা ভয়ঙ্কর?'

'চরমপন্থী বললেও কম বলা হয়।'

'টেরোরিস্টদের চেয়েও খারাপ?'

'হাজার গুণ। এর ভিতর নিজেকে জড়ালে ভুল করবে তুমি, হাইনরিখ। তারচেয়ে আমাকে একটা অথোরাইজেশন লেটার লিখে দাও, আমি নিজেই খুঁজে নেব ল্যাণ্ড রেকর্ড।'

মাথা নাড়ল বোহ্‌ল। 'না, তা করছি না। লিগ্যাল কাগজপত্রের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কতটুকু বোঝো তুমি? ওখানে গিয়ে সুবিধে করতে পারবে না। আমাকেই যেতে হবে। তবে চাইলে তুমি আমার সঙ্গী হতে পারো।'

'জেনে-শুনে ঝুঁকি নেবে তুমি?' কুয়াশার কণ্ঠে বিস্ময় ফুটল। 'কেন?'

'তোমার ঋণ শোধ করবার জন্য,' বলল বোহ্ল। 'কীভাবে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, ভুলে গেছ? নিওনাজিদের হাতে পড়েছিলাম আমি, খুন হয়ে যেতে বসেছিলাম... তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে। তার কোনও প্রতিদান দিতে পারিনি। তোমার আবিষ্কারগুলোর পেটেন্ট করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, তা-ও পারিনি। কিছু একটা করতেই হবে আমাকে, নইলে শান্তি পাব না।'

'আমি প্রতিদান চাই না, হাইনরিখ,' নরম গলায় বলল কুয়াশা।

'এসব বলে পার পাচ্ছ না। আমি যাব-ই ওখানে, দ্যাটস্ ফাইনাল। নামটা বলো।'

জার্মান অ্যাটর্নির আচরণ দেখে হেসে ফেলল কুয়াশা। তারপর বলল, 'ভারাকিন।'

সময় ঠিক করে নিয়েছিল ওরা, অফিসের কাজকর্ম সেরে লাঞ্চের পর কুয়াশার সঙ্গে দেখা করল জার্মান অ্যাটর্নি। দুজনে চলে গেল হল্ অভ রেকর্ডস্-এ। রিসেপশনে ইউনিফর্ম-পরা এক মেয়ে বসে আছে, সে-ই ওখানকার কেরানি। তার সামনে হাজির হতেই আলাদা সমাদর পেল হাইনরিখ বোহ্ল। শহরের সবচেয়ে বড় ফার্মগুলোর একটা তার, সবাই তাকে চেনে। মেয়েটা নিজেই তাকে সাহায্য করবার জন্য আসতে চাইল, কিন্তু হাত তুলে বাধা দিল বোহ্ল। কুয়াশাকে দেখিয়ে জানাল, অ্যাসিসটেন্ট নিয়ে এসেছে।

প্রপার্টি রেকর্ডসের বিশাল কামরাটার চারপাশে মূর্তিমান

www.BanglaBook.org

দানবের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু উঁচু স্টিলের কেবিনেট। মাঝখানে রয়েছে বেশ কিছু কিউবিকল্, সেখানে বসে সার্টিফায়েড লইয়ার-রা রিসার্চের কাজ করে।

'সময়কাল অনুসারে সমস্ত নথি সংরক্ষণ করা হয় এখানে,' জানাল বোহ্ল। 'কবে নাগাদ ভারাকিন এসেনে জমি কিনেছিল বলে মনে হয় তোমার?'

উনিশশো ছত্রিশে গঠিত হয়েছিল ফেনিস কাউন্সিল, মনে পড়ল কুয়াশার। তার পরেই নিশ্চয়ই জার্মানিতে এসেছিল ভারাকিন। অ্যাটর্নিকে বলল সেটা। তারপর যোগ করল, 'তবে নিজ নামে কেনেনি সম্পত্তি... আমি শিয়োর।'

'আসল নাম, বা সম্ভাব্য ছদ্মনাম... কোনোটাই খুঁজব না আমরা। অন্তত শুরুতেই না।'

'ছদ্মনাম নয় কেন? টাকা ছিল তার, ভুয়া নামে কেনাকাটায় কোনও অসুবিধে ছিল না।'

'পরিস্থিতির কারণে। এখনও সে-পরিস্থিতি খুব একটা বদলায়নি। যত টাকাই থাকুক, পরিবার-সহ একজন মানুষ নতুন কোনও কমিউনিটিতে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে বিশাল সম্পত্তি কিনতে পারে না। তাতে লোকে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ভারাকিনের ব্যাপারে যতটুকু শুনেছি তোমার কাছে, তাতে তো মনে হয় না কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল সে। খুব ধীরে... সময় নিয়ে মিথ্যে পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে তাকে।'

'তা হলে কী খুঁজব?'

'মালিকের অনুপস্থিতিতে উকিলের মাধ্যমে কেনাকাটার রেকর্ড। অথবা কোনও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে জনস্বার্থে কেনা জমি। কিংবা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ছোট কোনও কোম্পানিও কিনে নিতে পারে স্থাবর সম্পত্তিসহ। মালিকানা লুকানোর এমন হাজারটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কায়দা আছে। তবে একটা সময়ে লুকোচুরি শেষ করতে হয়... যখন মালিক ওই জমির দখল নিতে চায়। এসবের একটা প্যাটার্ন থাকে, দেখলেই চিনতে পারব আমি। এসো, ছত্রিশের মে মাস থেকে শুরু করি। এখানে কোনও সূত্র থাকলে খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না। এসেনের আশপাশে ত্রিশ-চল্লিশটার বেশি এস্টেট নেই। তার মধ্যে রেলিংহাউসেন আর স্ট্যাডওয়াল্ডে বড়জোর আছে পনেরোটা।'

কেবিনেট থেকে মোটাসোটা কয়েক বাণ্ডিল ফাইল এনে কাজ শুরু করে দিল ওরা। পুরনো, হলুদ হয়ে যাওয়া কাগজের স্তূপ ঘাঁটতে ঘাঁটতে লেনিনগ্রাদে চলে গেল কুয়াশা... মনে পড়ল, ক'দিন আগে ঠিক এভাবে বৃদ্ধ শেভচেঙ্কোর সঙ্গে রাশান আর্কাইভের কাগজ ঘেঁটেছিল ও। বুক টন টন করে উঠল তাঁর কথা ভেবে। আড়চোখে তাকাল হাইনরিখ বোহ্‌লের দিকে। পারিপার্শ্বিকতার কথা ভুলে গেছে জার্মান অ্যাটর্নি, চরম উত্তেজনা নিয়ে পরখ করছে একটার পর একটা এন্ট্রি... যেন খেলনার দোকানে ছাড়া পাওয়া কোনও শিশু। ভয় হলো কুয়াশার, ওর পরিণতিও শেভচেঙ্কোর মত হবে না তো? অবশ্য... বোহ্‌লের সঙ্গে ওর কানেকশনের ব্যাপারে জানা নেই কারও। ফেনিসের ওয়াচলিস্টে তার নাম থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

'এই যে... এটা দেখো,' হঠাৎ বলে উঠল বোহ্‌ল। 'বন্ডেনি ভ্যালির সাঁইত্রিশ একর জায়গা—ভারাকিনের মত লোকের জন্য আদর্শ। রেমস্‌ওয়াল্ড পরিবারের অনাথ, নাবালক বাচ্চাদের জন্য কিনে নিয়েছিল স্টাটস্‌ব্যাঙ্ক অভ ডুইসবার্গ। ইন্টারেস্টিং, তাই না?'

'রেমস্‌ওয়াল্ড নামটার ব্যাপারে খোঁজ নেব আমরা?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'উঁহুঁ, ওটা শুধুমাত্র জমি কেনার সময় ব্যবহার করা হয়েছে। পরে দখল নিয়েছে অন্য কেউ। দু-চার বছর পরের ফাইলে ওই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাম পাওয়া যাবে। ওটাই দরকার আমাদের।'

'ওটাই তা হলে ভারাকিনের নতুন পরিচয়?'

'এত খুশি হয়ো না,' মাথা নাড়ল বোহ্ল। 'এখানে এ-জাতীয় কেসের বহর দেখতে পাচ্ছি।' আরেকটা দলিল বের করল। 'এই তো... ক্রুপ-দের এক কাজিন রেলিংহাউসেনের বিশাল এক সম্পত্তি দান করে দিয়েছে ডুসেলডর্ফের এক মহিলার নামে—দীর্ঘ ত্রিশ বছর তার পরিবারের সেবা করবার পুরস্কার! বিশ্বাস করতে পারো?'

'একেবারেই কি অসম্ভব?'

'অবশ্যই। পরিবারের বাকি সদস্যরা কিছুতেই এত বড় সম্পত্তি দান করতে দিত না। আমার ধারণা, অজ্ঞাত কোনও ক্রেতার কাছে বিক্রি করা হয়েছে ওটা। দলিলের এই মহিলার হয়তো কোনও অস্তিত্ব নেই, কিংবা থাকলেও ওই ক্রেতার হয়ে কাজ করছে।'

'হুম। তা হলে দুটো কেস পেলাম।'

'আরও পাওয়া যাবে। এসো দেখতে থাকি।'

এগিয়ে চলল কাজ। ১৯৩৬... ৩৭... ৩৮... ৩৯।

আগস্টের বিশ তারিখের একটা রেকর্ডে চোখ পড়তেই থমকে গেল কুয়াশা। একটা নাম। হাইনরিখ বোহ্লের চোখে ওটা গুরুত্বহীন, কিন্তু ওর চোখে নয়। দু'হাজার মাইল দূরে, লেনিনগ্রাদে দেখা আরেকটা নথির কথা মনে পড়ে গেল কুয়াশার—ভারাকিন পরিবারের ইতিহাস... আর তাতে উল্লেখ করা প্রিন্স আন্দ্রেই-এর বন্ধুদের তালিকা। এখানে সে-তালিকারই একটা নাম দেখতে পাচ্ছে।

ফ্রেডরিখ শট্।

'এক মিনিট,' বলল ও। 'কোথায় এটা?'

'স্ট্যাডওয়াল্ড। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নেই এর মধ্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একেবারে আইনসম্মত, পুরোপুরি ক্লিন।'

'সেটাই হয়তো অস্বাভাবিক। এই ফ্রেডরিখ শট্ সম্পর্কে কী জানো তুমি?'

ভুরু কোঁচকাল বোহ্‌ল। 'যদ্দূর মনে পড়ে, ক্রুপদের হয়ে কাজ করত শট্... বড়-সড় একটা পজিশনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকারের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে, মুদ্রা পাচারের অভিযোগ উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্ভবত বিচার হয়নি। এসব কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'কারণ খুন হয়েছিল শট্... অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হাতে। সেজন্যেই বিচার হয়নি ওর। ভারাকিনের বন্ধু ছিল সে। এস্টেটের কী হয়েছিল? ওটা কি বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল?'

'হবারই কথা। শটের সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছিল সরকার। টাকার জন্য সম্পত্তি বিক্রি করা ছাড়া উপায় ছিল না তার বিধবা স্ত্রী-র।'

'শিয়োর হওয়া যায় না?'

'নিশ্চয়ই। কবে খুন হয়েছিল শট, জানা আছে তোমার?'

'বিয়াল্লিশে। চলো ওই ফাইল দেখি।'

'মাঝেরগুলো বাদ দিয়ে যাব?' দ্বিধা ফুটল বোহ্‌লের কণ্ঠে।

'খটকা-টা দূর করে নিই। তারপর না হয় আবার ফিরে আসব।'

আধঘণ্টা লাগল দরকারি ফাইলটা খুঁজে পেতে। ওটায় চোখ বুলিয়ে বোহ্‌ল বলল, 'খামোকাই খেটেছি আমরা। এস্টেট-টা ভরগেন পরিবার কিনে নিয়েছে তেতাল্লিশের মার্চে।'

'ভরগেন? মানে... ক্রুপ-দের প্রতিদ্বন্দ্বী?'

'সে-আমলে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তবে ওদেরকে সন্দেহ করার কিছু নেই। গত শতাব্দীর শুরুতে মিউনিখ থেকে এসেনে আসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভরগেন পরিবার... উনিশশো পনেরো কি ষোলো সালে। সবাই জানে সেটা। ওরা বংশগতভাবে জার্মান, অত্যন্ত সম্মানিত গোটা দেশজুড়ে। নামের শুরুতে *ভি* পাচ্ছ, কিন্তু সেটা ভারাকিনের *ভি* নয়।'

কী কী জানে, তা খতিয়ে দেখল কুয়াশা। এমন সব মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কাউন্ট বারেমি, যারা এককালে প্রভাব-প্রতিপত্তির শীর্ষে ছিল, কিন্তু সব হারাতে বসেছিল নীতিহীন সরকার আর ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রে। ভারাকিন পরিবার ওই পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল—রাশার রাজ-পরিবারের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল তাদের, ফলাফল হিসেবে ওদের সম্পত্তি গ্রাস করে নিচ্ছিল রোমানভ-রা। কাউন্টের ডাক পাবার আগে এ-অবস্থা থেকে বাঁচার কোনও চেষ্টা কি করেনি তারা? গোপনে এমনিতেই হয়তো দেশত্যাগ করছিল... সরিয়ে নিচ্ছিল নিজেদের সব সম্পদ...

একটা জিনিস মনে পড়তে চমকে উঠল ও। ভারাকিনদের পারিবারিক প্রতীক! লতা-পাতায় ঘেরা একটা বর্ণ—*ভি!* ওটার আলাদা গুরুত্ব ছিল ওদের কাছে! ওটার মায়া ত্যাগ করতে পারেনি ওরা, সঙ্গে নিয়ে এসেছে!

ঝট্ করে অ্যাটর্নি বন্ধুর দিকে তাকাল কুয়াশা। উত্তেজিত গলায় বলল, 'মাই গড! হিসেবে ভুল করেছি আমরা! উনিশশো ত্রিশে নয়, তার বহু আগেই দেশ ছাড়তে শুরু করেছিল ভারাকিন-রা! অন্তত বিশ বছর আগে থেকে! ভেবে দেখো—তুমি নিজেই বলেছ, নতুন পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে এগোতে হয়েছে ওদেরকে। দুই দশক সময় নিয়েছে, এরচেয়ে নিখুঁত আর কী হতে পারে? মিউনিখ বা জার্মান শিকড়ের মিথ্যা তথ্যকে লোকের মনে গেঁথে দেবার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছে ওরা। তা ছাড়া সে-আমলে ইয়োরোপ জুড়ে যে-অস্থিরতা চলছিল, তাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওদের ব্যাপারে খোঁজ নেয়া সম্ভব ছিল না কারও পক্ষে... খোঁজ নেবার মত কৌতূহলও কখনও জাগায়নি। রাশা থেকে একজন-একজন করে এসেছে এসেনে, আস্তে আস্তে বড় হয়েছে পরিবার—খুব স্বাভাবিক দেখিয়েছে সবকিছু।'

দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল বোহ্লের। 'ভরগেনের বউ!'

'কী হয়েছে বউয়ের?'

'বলা হতো, সে হাঙ্গেরিয়ান... ডেব্রেসেন-এর ধনী এক পরিবারের মেয়ে। জার্মান ভাল বলতে পারত না।'

'তার মানে লেনিনগ্রাদের এক অশিক্ষিত মহিলা ছিল সে, নতুন ভাষা শেখার ক্ষমতা ছিল না। ওর স্বামীর পুরো নাম কী?'

'অ্যানসেল ভরগেন,' স্তম্ভিত গলায় বলল বোহ্ল।

'অ্যানসেল?' হাসল কুয়াশা। 'আন্দ্রেই-এর জার্মান প্রতিশব্দ। মানব-চরিত্র নিয়ে জ্ঞান আরও বাড়ল তোমার। শুধু আচার-আচরণ না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাম-ধাম পাল্টানোর সময়ও পুরনো পরিচয়ের মায়া কাটাতে পারে না লোকে।'

'তারমানে...'

'হ্যাঁ। অ্যানসেল ভরগেনই আমাদের আন্দ্রেই ভারাকিন।'

দশ

গিল্ডেনপ্লাৎজ-এর রাস্তা ধরে হাঁটছে কুয়াশা আর বোহ্ল। আশপাশের দোকানপাট ঝলমল করছে কৃত্রিম আলোয়, বিল্ডিঙের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথায় লাগানো বিলবোর্ডগুলোতে নিয়নবাতি জ্বলছে-নিভছে নির্দিষ্ট ছন্দে। রাত আটটা বাজে, আকাশ অন্ধকার, বইছে হিমেল হাওয়া। হাঁটাহাঁটির আদর্শ পরিবেশ নয়, কিন্তু প্রপার্টি রেকর্ডসের গুদামতুল্য অফিসে ছ'ঘণ্টা কাটাবার পর মুক্ত বাতাস বড়ই ভাল লাগছে ওদের।

নীরবে হাঁটছিল দু'জনে। হঠাৎ বোহ্‌ল বলল, 'ভেবেছিলাম অবাক হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি আমি। ওকালতি করতে গিয়ে অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আজকে যা পেলাম, তা অবিশ্বাস্য। ভারাকিনের পিছনে কেন লেগেছ তুমি, কুয়াশা?'

'কোনও একদিন হয়তো বলব তোমাকে,' শান্ত গলায় বলল কুয়াশা।

'ওটা কোনও জবাব হলো না।'

'আপাতত এ-নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে। এখন ভরগেন পরিবার সম্পর্কে কী জানো, তা বলো আমাকে।'

'বলবার মত আসলে কিছু নেই। অ্যানসেলের বউ মারা গেছে পঞ্চাশের দশকে। কয়েক বছর পর তার বড় ছেলে আর ছেলে-বউও মারা পড়ে একটা সড়ক-দুর্ঘটনায়। পাহাড়ি খাদে গাড়ি-সহ পড়ে গিয়েছিল, লাশদুটো শেষ পর্যন্ত পাওয়াই যায়নি। এক মেয়ে ছিল, সে-ও উনিশশো একাত্তরে ক্যান্সারে মারা গেছে। অ্যানসেল অবশ্য বহুদিন বেঁচেছে, ক্রুপ-দের মত যুদ্ধাপরাধের কারণে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি তাকে। মারা গেছে আশি সালে, হর্স-রাইডিঙের সময় হার্ট অ্যাটাক করে।'

'কে বেঁচে আছে?'

'ছোট ছেলে—ওয়ালথার ভরগেন। তার বউ, আর এক মেয়ে—ব্রুনা। মেয়েটা চিরকুমারী, বিয়ে-শাদী করেনি; তার মানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই নয় যে, পুরুষদেরকে পছন্দ করে না সে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

হাসল বোহ্‌ল। 'এ-ধরনের মেয়েদেরকে পুরুষখেকো বলে। যৌবনে বেশ বদনাম ছিল তার—রোজ রাতে নাকি শয্যাসঙ্গী পাল্টাত। বয়স বাড়ার সঙ্গে পরিণত হয়ে উঠেছে, ক্রুনা-ই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে ভরগেনদের পুরো ব্যবসা। ওয়ালথার আর তার বউয়ের বয়স আশি পেরিয়ে গেছে... সাধারণত জনসমক্ষে বেরোয় না ওরা।'

'থাকে কোথায়?'

'স্ট্যাডওয়াল্ডেই। না... শটের ওই এস্টেটে না। দলিল তো দেখেছ তুমি, ওটা পঞ্চান্ন সালে ডেভেলপারদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। এ-জন্যেই ওটার কথা জানা ছিল না আমার। দুই বুড়ো-বুড়ি এখন স্ট্যাডওয়াল্ডের ভিতরদিকের একটা বাড়িতে বাস করে।'

'আর ক্রুনা?'

কাঁধ ঝাঁকাল বোহ্‌ল। 'সেটা নির্ভর করে ওর মর্জির উপর। ওয়ার্ডেনস্ট্রাসে একটা পেন্টহাউস আছে ক্রুনার—নানা ধরনের, নানা বয়সের, নানা পেশার পুরুষেরা আনাগোনা করে ওখানে। শুনেছি, প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে সেক্সুয়ালি ব্ল্যাকমেইল করা হয় ওখানে। আর হ্যাঁ... বাপ-মায়ের জমিতে একটা কটেজও বানিয়েছে, মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে ওঠে।'

'শুনে তো মনে হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং চরিত্র।'

'তা তো বটেই। পঁয়তাল্লিশতম জন্মদিন পালন করেছে গত বছর, কিন্তু আজকালকার মেয়েরা পেরে উঠবে না ওর সঙ্গে—রূপ, বা মেধা... কোনও দিক দিয়েই না।' একটু থামল বোহ্‌ল। 'একটা খুঁত আছে ক্রুনার। শক্ত হাতে ব্যবসা সামলাচ্ছে, তারপরেও শুনেছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাঝে মাঝে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। তখন বাবার পরামর্শ নিতে যায়। হাবভাবে তো মনে হয়, মেয়ে যতই কর্তৃত্ব দেখাক, আসল নিয়ন্ত্রণ এখনও রয়ে গেছে বুড়ো ওয়ালথারের হাতে।'

'তোমার পরিচয় আছে লোকটার সঙ্গে?'

'স্রেফ মুখচেনা, গভীর কিছু নয়।'

'কী মনে হয় তাকে?'

'খুব বড় কিছু নয়। প্রতিভা আছে স্বীকার করি, কিন্তু কর্মজীবনে লোকটা তার প্রতিফলন দেখাতে পারেনি। তা হলে ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রি পুরো ইয়োরোপের বাজার দখল করে নিতে পারত।'

হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে দুর্বল দেখিয়েছে ওয়ালথার ভরগেন, ভাবল কুয়াশা। কেনিসের শীর্ষপদগুলোর একটায় থাকা অবস্থায় দুনিয়ার সামনে জাহির করতে চায়নি নিজেকে।

'ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি,' বলল ও। 'একা। বাড়িটাতে গেছ কখনও?'

'একবার... বেশ ক'বছর আগে,' জানাল বোহ্ল। 'পেটেন্ট সংক্রান্ত একটা সমস্যা সমাধান করতে পারছিল না ওদের নিজস্ব লইয়ার-রা, তাই আমাকে ভাড়া করেছিল। তখনই গিয়েছিলাম ওখানে, লিগ্যাল ডকুমেন্টে বুড়ো ভরগেনের একটা সই নেবার জন্য। সই-টা ক্রুনা করলেও চলত, কিন্তু ও তখন দেশের বাইরে। আমি ওখানে হাজির হয়েছি শুনেই ফোন করে বসল। চেঁচামেচি করে জানাল, ওর বাবাকে বিরক্ত করে নাকি মহা-অন্যায় করেছি আমি। ভদ্রভাবে কারণটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু লাভ হলো না। গালাগালি করে আমাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলল। সেইসঙ্গে টেলিফোনেই বরখাস্ত করল আমাকে।'

'মনে হচ্ছে খুব রেগে আছ ঘটনাটায়,' মুচকি হাসল কুয়াশা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রাগব না? নিজের উকিলকে ওভাবে অপমান করে কেউ?' তিক্ত গলায় বলল বোহ্ল। 'সেদিনই শিয়োর হয়েছি, ব্রুনা একজন ইতর মহিলা।'

সহানুভূতি অনুভব করল কুয়াশা বন্ধুর জন্য। ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আশা করি এর প্রতিদান কোনও একদিন পাবে ওরা। এনিওয়ে, শেষ দুটো অনুরোধ আছে আমার: প্রথমটা হলো, আমাদের এই সাক্ষাতের কথা কাউকে বোলো না তুমি, নিজের বউকেও না।'

'ঠিক আছে,' বলল বোহ্ল। 'আর দ্বিতীয় অনুরোধ?'

'ভরগেনের বাড়িটা সম্পর্কে জানতে চাই আমি। লোকেশন, সীমানা, গেট, সিকিউরিটি... সোজা কথায় যতকিছু মনে পড়ে, সব খুলে বলো আমাকে।'

হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে উঁচু এক প্রাচীরের কোনা, ভাড়া করা মার্সিডিজের অ্যাকসেলারেটরে পায়ের চাপ কমাল কুয়াশা। চকিতের জন্য দেখে নিল অডোমিটার, প্রাচীরের শুরু থেকে মূল ফটকের দূরত্ব হিসাব করল—প্রায় আঠারোশ' ফুট। লোহার তৈরি প্রকাণ্ড ফটকটা এ-মুহূর্তে বন্ধ। যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ওটা।

দেয়ালের শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটু থামল ও। এ-পাশটা গেটের ও-পাশ থেকে সামান্য ছোট। দেয়ালের পরেই গাছপালার সারি, ঘন অরণ্যের ভিতর তৈরি করা হয়েছে ভরগেন কম্পাউণ্ড। আবার সামনে এগোল গাড়ি নিয়ে, চঞ্চল চোখ গাছগাছালির মাঝে এক টুকরো জায়গা খুঁজছে, যেখানে লুকানো যায় মার্সিডিজটাকে।

বড় দু'টো গাছের মাঝখানে পাওয়া গেল অমন জায়গা, মাথার উপরে ঘন ডালাপালার কারণে প্রাকৃতিক একটা গুহার মত আকৃতি

www.BanglaBook.org

পেয়েছে ওটা। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ওখানে ঢুকে পড়ল কুয়াশা, এগিয়ে গেল যতদূর সম্ভব, বাইরে থেকে যেন দেখা না যায় ওটাকে। একটু পর ইঞ্জিন বন্ধ করল ও। পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এল রাস্তায়, পিছন ফিরে দেখে নিল জায়গাটা। অন্ধকারে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে মার্সিডিজ।

ছড়িতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ভরগেন কম্পাউণ্ডের দেয়ালের দিকে হাঁটতে শুরু করল কুয়াশা। ভবঘুরের মত বেশভূষা নিয়ে এসেছে, হঠাৎ দেখলে হতভাগ্য একজন পঙ্গু মানুষ ছাড়া আর কিছু মনে হবে না ওকে। হাঁটতে হাঁটতে দেয়ালের উপর নজর বোলাল, ওটা টপকাতে পারলে সহজেই বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে বলে আশা করছে। ইলেকট্রনিক্যালি পুরো জঙ্গলকে স্ক্যান করা সম্ভব নয়, কারণ গাছে বুনো পশু-পাখির অত্যাচারে সারাক্ষণই নানা ধরনের সঙ্কেত দিতে থাকবে সেন্সরগুলো। কাজেই প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা যা থাকার, থাকবে কেবল সীমানার প্রাচীরে।

দেয়ালের পাশে পৌঁছে লাইটার জ্বালল কুয়াশা, কাঁপা কাঁপা আলোয় পরীক্ষা করল দেয়ালের গা। বিশেষত্বহীন। কারসাজি তা হলে দেয়ালের মাথায় করা হয়েছে। মাথা ঘোরাল ও। কয়েক গজ দূরে দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা ওক গাছ, দেয়ালের দিকটাতে ডালপালা ছেঁটে ফেলা হয়েছে, যেন ওটা ধরে সীমানার ভিতরে যেতে না পারে কেউ। তাতে অসুবিধে নেই কুয়াশার। ছড়িটা ভাঁজ করে ঢুকিয়ে ফেলল পকেটে, তারপর তরতর করে গাছ বেয়ে উঠে গেল মগডালে।

উপরে পৌঁছে দেয়ালের দিকে তাকাল ও। যা ভেবেছে তা-ই। দেয়ালের মাথায় ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যার আর মোশন সেন্সর ফিট করে রাখা হয়েছে কম্পাউণ্ডের পুরো সীমানা জুড়ে। ভিতরে কোথাও নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র আছে, সেখান থেকে চব্বিশ ঘণ্টা মনিটর

www.BanglaBook.org

করা হচ্ছে ওগুলো। ভেবে দেখল কুয়াশা, চেষ্টা করলে হয়তো অচল করা যাবে দু-একটা সেন্সর, কিন্তু সেটা করতে গেলে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে প্রহরীদের। ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি সিস্টেম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল। কম্পাউণ্ডের ভিতরদিকে নজর বোলাল এরপর। চকিতের জন্য একজন গার্ডকে দেখতে পেল—টহল দিচ্ছে। তারমানে সিস্টেমটা শুধুমাত্র সীমানার জন্য, ভিতরটা কাভার করা হচ্ছে টহলের মাধ্যমে। নিশ্চিন্তে এগোনো যেতে পারে।

বড় করে শ্বাস টানল ও, কোমর থেকে খুলে নিল বেল্ট। জিনিসটা ওর নিজের আবিষ্কার—নিখুঁতভাবে ডিজাইন করা বাকলের ভিতর খুদে একটা পিটন-সহ পঁচাত্তর ফুট হাই-টেনসিল কর্ড রয়েছে। ওই কর্ড ওর ভার বহন করার জন্য যথেষ্ট শক্ত। আঙুল দিয়ে বাকলের সেফটি ক্যাচ খুঁজে নিল কুয়াশা, ঠেলে সরিয়ে দিল অফ সেটিং-এ, তারপর বেল্টটা ডান কবজিতে পেঁচাল।

হাত তুলল ও, লক্ষ্যস্থির করল কম্পাউণ্ডের ভিতরের একটা গাছের দিকে। আবার বড় করে শ্বাস টেনে তিন পর্যন্ত গুনল, তারপর চাপ দিল বাকলে লাগানো ফায়ারিং মেকানিজমে। কবজিতে ঝাঁকি খেলো বেল্ট, ছুটে যাচ্ছে পিটন, পিছনে সাপের মত হাই-টেনসিল কর্ড। এক নিমেষে পৌঁছে গেলেও কুয়াশার মনে হলো ঘটনাটা ঘটছে স্লো-মোশনে। দম বন্ধ করে আছে, প্রার্থনা করছে খুদে পিটন যেন আটকায় গাছের কাণ্ডে। তারটা দেয়ালের উপর আছড়ে পড়লেই সর্বনাশ, হাই-ভোল্টেজ ইলেকট্রিসিটি ছুটে আসবে ইস্পাতের কর্ড বেয়ে... শক খেয়ে ঘায়েল হতে হবে ওকে।

আশঙ্কাটাকে অমূলক প্রমাণ করে ঠক করে আওয়াজ তুলল পিটন, গেঁথে গেছে গাছের গায়ে। বেল্ট ধরে টান দিয়ে পরীক্ষা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করল কুয়াশা—না, খুলে আসার ভয় নেই... ভালভাবেই আটকেছে ওটা। কর্ডের এ-প্রান্তটা ওক গাছের কাণ্ডের সঙ্গে টানটান করে বাঁধল ও, তারপর ঝুলে পড়ল—হাত-পা ব্যবহার করে র‍্যাপেলিঙের মাধ্যমে এগোচ্ছে কম্পাউণ্ডের দিকে।

প্রায় ষাট ফুট প্যারালাল র‍্যাপেলিং—সহজ কাজ নয়। পিঠ আর হাতের পেশি ব্যথা হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। শীতবোধ উধাও হয়ে গেছে, পরিশ্রমে সারা শরীর ঘামছে দরদর করে। থামল না ও, এগিয়ে চলল। শেষে যখন ওপাশের গাছটার ডালে পা রাখল, তখন সারা শরীর কাঁপছে।

ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল কুয়াশা, তারপর সাবধানে উঁকি দিল নিচে। না, দেখা যাচ্ছে না কাউকে। ওর অনুপ্রবেশ টের পায়নি প্রহরীরা। [illegible] কস্টিউমও রাতের অন্ধকারে মিশে আছে, খালি চোখে দেখা যায় না। নিশ্চিন্ত হয়ে গাছ থেকে নেমে এল ও। গাছগাছালির ছায়া আর ঝোপঝাড়ের আড়াল ব্যবহার করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ভরগেনদের বাড়ির দিকে। কম্পাউণ্ডের ঠিক মাঝখানে ওটা। দূর থেকে জানালার আলো চোখে পড়ছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কুয়াশা, ঝট্ করে বসে পড়ল ঝোপের আড়ালে। ওর ঠিক দশ হাত সামনে উদয় হয়েছে একটি ছায়ামূর্তি। ফস করে দেশলাই জ্বলে উঠল, সিগারেট ধরাল লোকটা। আগুনের আভায় ইউনিফর্মধারী একজন পুরুষকে দেখা গেল—গায়ে উইন্টার জ্যাকেট, পায়ে ভারী বুট; কোমরের বেল্টে রয়েছে হোলস্টারে ভরা পিস্তল। একজন গার্ড।

আয়েশ করে মিনিট পাঁচেক ধরে সিগারেট টানল লোকটা, তারপর ছোট হয়ে আসা গোড়াটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষল। হাই তুলল সে, ধীর গতিতে হেঁটে চলে গেল বিশ গজ, তারপর আবার ফিরে আসতে শুরু করল। মনে হলো এই ছোট্ট অংশটাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার টহলের সীমানা। সন্দেহ নেই, ঠিক একই কায়দায় বাড়ির চারপাশে মোতায়েন করা হয়েছে আরও প্রহরী। পুরনো আমলের রাজা-বাদশাদের যে-ভাবে রক্ষা করা হতো, ঠিক সে-ভাবে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে রেখেছে। তবে এখন আর রাজা-বাদশাদের যুগ নেই... নেই সে-আমলের মত বিপদের ঝুঁকিও। তাই ঢিলেঢালা ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে প্রহরায়। ডিউটির সময়ে সিগারেট ফোঁকা, হাই তোলা, আর অলসভাবে হাঁটাহাঁটি তারই লক্ষণ।

লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু অসুবিধে দেখা দেবে তার পরে। সামনের লন পেরিয়ে ড্রাইভওয়ের ছায়ায় পৌঁছুতে হবে ওকে, জায়গাটা বাড়ির ছাতে লাগানো ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত। কী করা যায় ভাবল কুয়াশা, একটু পরেই হাসি ফুটল ঠোঁটে। বেশভূষা বদলাতে হবে ওকে। গার্ডের পোশাক পরা একজন মানুষ যদি লন পেরিয়ে বাড়ির দিকে যায়, কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।

ঝোপের পিছনে ধৈর্যপরীক্ষায় নামল কুয়াশা, অপেক্ষা করছে সামনের গার্ডের পরবর্তী সিগারেট-ব্রেকের জন্য। মিনিট বিশেক পর সমাপ্তি ঘটল প্রতীক্ষার। হাঁটা বন্ধ করে ওর কয়েক গজ দূরে দাঁড়াল, পকেট থেকে বের করে আনল সিগারেটের প্যাকেট। নিমেষে বিদ্যুৎ খেলে গেল কুয়াশার শরীরে। পিছন থেকে শিকারি-বাঘের মত হামলা করল ও। মুখের কাছে লাইটার তুলছিল গার্ড, ঘাড়ের উপর প্রচণ্ড এক রদ্দা খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গেল। মুখটা জাপটে ধরে ফেলল কুয়াশা, যাতে চিৎকার করতে না পারে। অজ্ঞান দেহটা সাবধানে নামিয়ে রাখল মাটিতে। তারপর টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল ঝোপের পিছনে।

কাপড় বদলাতে সময় লাগল মাত্র দু'মিনিট। তারপরেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও। হাঁটতে শুরু করল বাড়ির দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগেই দেখে নিয়েছে গার্ডের হাঁটার ধরন। অলস পায়ে লন পেরুতে থাকল, আড়চোখে বার বার তাকাচ্ছে ডানে-বাঁয়ে। মনে আশঙ্কা, এই বুঝি কেউ চেঁচিয়ে ওঠে।

তেমন কিছু ঘটল না। নিরাপদেই ড্রাইভওয়ের ছায়ায় পৌঁছে গেল কুয়াশা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওখানে পৌঁছে। ড্রাইভওয়েটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা। শেষ মাথায় একটা খোলা দরজা দিয়ে এক চিলতে আলো আছড়ে পড়ছে পেভমেন্টের উপর। স্থূলদেহী এক মহিলার অবয়ব দেখা গেল ওখানে, দু'হাতে গার্বেজ ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাড়ির ভিতর থেকে। চাকরানী নিঃসন্দেহে।

নির্দ্বিধায় তার দিকে এগিয়ে গেল কুয়াশা। খাঁটি জার্মান ভাষায় বলল, 'এক্সকিউজ মি, আমার ক্যাপ্টেন একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন হের ভরগেনের জন্য।'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল মেইড। 'কে তুমি?'

'নতুন এসেছি, তাই চিনতে পারছেন না।' মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল কুয়াশা। 'ব্যাগগুলো দিন, আমি সাহায্য করছি আপনাকে।'

নড়ল না মহিলা। 'হুঁ, নতুন-ই বটে তুমি। নইলে আমাকে সাহায্য করতে চাইতে না। তোমার সঙ্গী-সাথীরা তো সারাদিন এটা-ওটা ফরমায়েশ দিতে দিতে জান খারাপ করে দেয় আমার। ভাব দেখায় আমি যেন ওদের কেনা বাঁদী!'

'কথা না শুনলেই পারেন। ওরা নিশ্চয়ই বেতন দেয় না আপনাকে?'

'তা দেয় না, কিন্তু চাইলেই আমার চাকরি খেতে পারে। বলবে যে, বাড়ির নিরাপত্তার জন্য আমি একটা হুমকি। ব্যস, তাতেই...'

'এত ভয় পাবেন না। আপনার পক্ষে কথা বলবার লোকও দেখবেন ঠিকই পাওয়া যাবে। দিন ব্যাগগুলো।'

'থাক, কষ্ট করতে হবে না, আমিই পারব।' হাসল মেইড,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুয়াশার কথায় খুশি হয়েছে। 'কী নাম তোমার?'

'গটফ্রিড।'

'আমি হেলগা। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। কী কাজে যেন এসেছ?'

'একটা মেসেজ... হের ভরগেনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।'

'আমাকে দিলে চলে? আমি পৌঁছে দেব নাহয়।'

'সরি, সরাসরি ওঁর কাছেই দিতে হবে ওটা। কোথায় পাওয়া যাবে ভদ্রলোককে?'

হাতঘড়ি দেখল হেলগা। 'দশটা বেজে গেছে। তারমানে বুড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে, আর বুড়ো গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে তার চ্যাপেলে।'

'কোথায় ওটা?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। 'দুঃখিত, এখানকার কিছুই চিনি না আমি।'

'কোনও অসুবিধে নেই, আমি নিয়ে যাব তোমাকে,' বলল হেলগা। 'এক মিনিট সময় দাও আমাকে। ময়লাগুলো ফেলে আসি।'

বাড়ির পিছনের গার্বেজ-ক্যানে ব্যাগদুটো রেখে এল সে। তারপর কুয়াশাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতরে। সংকীর্ণ একটা প্যাসেজ ধরে এগোল ওরা, একটু পর পৌঁছে গেল বাড়ির এন্ট্রান্স হলে। বিশাল এক বৃত্তাকার কামরা—পায়ের নীচে দামি কার্পেট, দেয়ালগুলো মেহগনি কাঠের প্যানেলে মোড়া। ঘর জুড়ে শোভা পাচ্ছে বহুমূল্য পেইন্টিং আর অ্যান্টিকের সংগ্রহ। একপাশে রয়েছে ঘোরানো সিঁড়ি, ধাপগুলো ইটালিয়ান মার্বেলে গড়া, রেলিংটা খাঁটি রূপার—উঠে গেছে দোতলার ইনার-ব্যালকনিতে। অনেকগুলো দরজা রয়েছে ওখানে, প্রতিটার পিছনে একটা করে রুম। এন্ট্রান্স হলে দাঁড়াবার সৌভাগ্য হলো না, বাঁক নিয়ে এগিয়ে চলেছে মেইড। তাকে অনুসরণ করল কুয়াশা। সিঁড়ির পাশ ঘেঁষে, কামরার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক প্রান্তে একটা ভারী দরজার সামনে থামল ওরা, পাল্লার গায়ে বাইবেলের বিভিন্ন দৃশ্য খোদাই করে রাখা হয়েছে।

হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল হেলগা, ওপাশের ছোট্ট সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল ভূ-গর্ভে। ছোট একটা অ্যান্টিচেম্বারে পা রাখল ওরা কিছুক্ষণের মধ্যে। হলঘরের সিঁড়ির মত মার্বেলে তৈরি করা হয়েছে মেঝে, দেয়ালে নানা রকম ট্যাপেস্ট্রি—তাতে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন ধর্মযুদ্ধের দৃশ্য আঁকা। পুরুনো আমলের চার্চে যে-ধরনের পানির কল আর বেসিন থাকত, তেমনই একটা অ্যান্টিক সাজিয়ে রাখা হয়েছে অ্যান্টিচেম্বারের এক কোণে। আরেক প্রান্তে রয়েছে আর্চওয়ে-আকৃতির একটা বন্ধ দরজা, ওপাশে ওয়ালথার ভরগেনের চ্যাপেল।

'চাইলে ব্যাঘাত ঘটাতে পারো,' হেলগা বলল, 'দোষ যা হবার তোমার ক্যাপ্টেনের হবে। তবে একটু অপেক্ষা করলে ভাল হয়। প্রিস্টের ওয়াজ-নসিহত শেষ হয়ে যাবে ততক্ষণে।'

'প্রিস্ট!' চেষ্টা করেও বিস্ময়টা চাপা দিতে পারল না কুয়াশা। ফেনিসের ধারক-বাহক ধর্মচর্চা করছে?

'হুঁ,' বলে উল্টো ঘুরল হেলগা। 'কী করবে সেটা এখন তোমার সিদ্ধান্ত। আমি যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে।' সিঁড়ি ধরে চলে গেল সে।

এগিয়ে গিয়ে দরজায় কান পাতল কুয়াশা। ভিতর থেকে ভেসে আসছে মন্ত্রপাঠের আওয়াজ। একটু খেয়াল করতেই বুঝল, রুশ ভাষায় চলছে সে-আবৃত্তি। ওয়ালথার ভরগেন যে প্রিন্স ভারাকিনের সন্তান, ধারণাটা আরও দৃঢ় হলো ওর। বিস্ময় জাগছে কেবল নিভৃত-ধর্মচর্চা নিয়ে। যারা দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিতে চায় অন্যায় আর অপরাধের মাধ্যমে, তাদের একজন কেন ঈশ্বরের প্রার্থনা করবে?

www.BanglaBook.org

সাবধানে দরজার হাতল ঘোরাল কুয়াশা, পাল্লা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করে উঁকি দিল ভিতরে। নাকে ভেসে এল কৃত্রিম সুবাস, চোখে আঘাত করল সার বেঁধে জ্বলতে থাকা মোমবাতির আলো। দৃষ্টি স্বাভাবিক হলে চ্যাপেলের অভ্যন্তর দেখতে পেল ও। খুব বড় নয়, মাত্র পাঁচ সারি আসন ওখানে। ভিতরটা সাজানো হয়েছে রাশান অর্থোডক্স চার্চের আদলে, দেয়ালে ঝুলছে ক্রুশবিদ্ধ যিশু আর নানা রকম ধর্মীয় প্রতীক। শেষ প্রান্তে উঁচু মঞ্চ আর প্রার্থনাবেদি, সেখানে সিল্কের আলখাল্লা পরা একজন মাঝবয়েসী প্রিস্ট প্রার্থনা পরিচালনা করছেন। তাতে অংশ নিচ্ছে একজন মাত্র মানুষ—অশীতিপর এক বৃদ্ধ, মাথার চুল পাতলা হয়ে গিয়ে টাক দেখা যাচ্ছে। চেহারা বোঝা গেল না, মানুষটা এদিকে পিঠ ফিরিয়ে মঞ্চের সিঁড়িতে সেজদার ভঙ্গিতে পড়ে আছে। ঈশ্বরের সামনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদনের ভঙ্গি ওটা। সন্দেহ নেই, এ-ই ওয়ালথার ভরগেন।

বড় করে শ্বাস নিল কুয়াশা, তারপর দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল চ্যাপেলে। সারি বাঁধা আসনগুলোর মাঝের আইল্ ধরে দৃপ্তপায়ে এগিয়ে গেল ও মঞ্চের দিকে। পদশব্দ শুনে মাথা তুললেন প্রিস্ট, ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। সেজদা থেকে উঠে পড়ল বৃদ্ধও, ঘুরল কুয়াশার দিকে।

'অ্যাই!' কর্কশ গলায় বলে উঠলেন প্রিস্ট। 'এখানে ঢোকার অনুমতি কে দিয়েছে তোমাকে?'

লোকটাকে পাত্তা দিল না কুয়াশা, মঞ্চের কাছে গিয়ে থামল। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি একজন অনুসন্ধানী, ভারাকিন। লেনিনগ্রাদ থেকে এসেছি। আশা করি আর কিছু বলবার প্রয়োজন নেই?'

কেঁপে উঠল ওয়ালথার ভরগেন, পড়েই যাচ্ছিল... পিছন থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে ধরে ফেললেন প্রিস্ট। রাগী গলায় বললেন, 'কে তুমি? ঈশ্বরের প্রার্থনায় বাধা দেয়ার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে?'

'অধিকারের কথা বোলো না, শয়তানের দোসর!' পাল্টা তেজে বলল কুয়াশা। 'তোমাদেরকে দেখলে আমার ঘেন্না হয়!'

উত্তেজিত হলেন না প্রিস্ট। বললেন, 'কারও দোসর নই আমি। ঈশ্বরের সেবা করি... এর বাইরে আর কোনও কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই আমার।'

প্রিস্টের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ওয়ালথার ভরগেন। পুরো শরীর কাঁপছে তার। ভাঙা গলায় বলল, 'তা হলে শেষ পর্যন্ত তুমি এলে? জানতাম, হাল ছাড়বে না তোমরা। প্রতিশোধ নেবার অধিকার শুধুই ঈশ্বরের, কিন্তু তা তোমরা মানো না। তোমাদের সঙ্গে কোনও সংঘাত নেই আমার, তবুও এসেছ প্রাণ কেড়ে নিতে! ঠিক আছে, যা খুশি করো, বলশেভিক। কিন্তু এই প্রিস্টকে যেতে দাও। ও ভারাকিন নয়।'

'আমি বলশেভিক নই,' শান্ত গলায় বলল কুয়াশা।

'নও?' বিস্ময় ফুটল ওয়ালথার ভরগেনের কণ্ঠে। 'তা হলে কেন...'

'কারণ আপনি একজন ভারাকিন।'

'হ্যাঁ... আমার দুর্ভাগ্য,' স্বীকার করল বৃদ্ধ, 'এবং আমার কলঙ্ক। দুটোই এত বছর ধরে বয়ে বেড়াচ্ছি আমি। ঈশ্বরের কৃপা না থাকলে সম্ভব হতো না এ-লজ্জা নিয়ে বেঁচে থাকা।'

'একজন বলছে অধিকার, আরেকজন ঈশ্বরের কথা!' ঘৃণা প্রকাশ পেল কুয়াশার গলায়। 'ধিক্ তোমাদেরকে! হিপোক্রিটের দল! পার নস্ত্রো সার্কোলো!'

চোখ পিট পিট করল ওয়ালথার ভরগেন। চেহারা প্রতিক্রিয়াহীন। 'কী বললে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শুনতে পাওনি?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কুয়াশা। 'পার নস্ত্রো সার্কোলো!'

'শুনছি তোমার কথা... কিন্তু বুঝতে পারছি না।

'ফিনিক্স কাউন্সিলের কথা বলছি আমি। কর্সিকা... পোর্তো ভেচিয়ো... কাউন্ট গিলবার্তো বারেমি!'

ঘাড় ফিরিয়ে প্রিস্টের দিকে তাকাল ওয়ালথার ভরগেন। 'ফাদার, শুনতে ভুল করছি না তো? কীসের কথা বলছে ও?'

'ব্যাখ্যা করো!' বললেন প্রিস্ট। 'কে তুমি? কী চাও? ওই কথাগুলোরই বা মানে কী?'

'তোমার মনিবের সেটা জানা আছে,' বিদ্রূপের স্বরে বলল কুয়াশা।

'কী জানা আছে?' ভরগেনের কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়। 'স্বীকার করছি, ভারাকিন হিসেবে আমাদের হাতে বহু নিরীহ রাশানের রক্ত লেগে আছে... কিন্তু যা জানি না, তা স্বীকার করব কীভাবে?'

'আরও ক্লু দিতে হবে?' বলল কুয়াশা। 'তোমার গুরু... রাখাল বালকের ব্যাপারে জানতে চাই আমি।'

'আমার কোনও গুরু নেই,' বলল ভরগেন। 'ঈশ্বরই আমার সব!'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

উঠে দাঁড়ালেন প্রিস্ট। 'থামাও এসব!' চাবুকের মত গর্জে উঠল তার কণ্ঠ। 'নিরীহ, ধর্মভীরু একজন ভালমানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবার কোনও অধিকার নেই তোমার। কী করেছেন উনি? দিনের পর দিন... বছরের পর বছর ধরে পূর্বপুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যাচ্ছেন—এমন পাপ, যাতে তাঁর নিজের কোনও হাত ছিল না। তারপরেও ক্ষমা চাইছেন ঈশ্বরের কাছে! ছোটবেলা থেকে ধর্মের পথ অনুসরণ করতে চেয়েছেন মানুষটা, অনুমতি

www.BanglaBook.org

পাননি... কিন্তু এখন নিজেকে ঈশ্বরের অনুসারী করে গড়ে তুলেছেন। এ তো অন্যায় নয়!'

'ঈশ্বর না, ও ফেনিসের অনুসারী।' সরোষে বলল কুয়াশা।

'এর অর্থ কী, জানা নেই আমার। কিন্তু এই মানুষটা কেমন, তা জানি। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা দান করেন তিনি ক্ষুধার্ত, দুস্থ মানুষের সেবায়। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি করেন মন্দির, মসজিদ আর গির্জা। বিনিময়ে আজ পর্যন্ত কিছুই চাননি।'

'লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য করে ওসব... ফেনিসের টাকায়! আসল উদ্দেশ্য থাকে অন্য কিছু।'

'মিথ্যে বলছ তুমি!'

এই সময় ধড়াম করে খুলে গেল চ্যাপেলের দরজা। ঝট করে উল্টো ঘুরল কুয়াশা। কালো পোশাক পরা এক লোক উদয় হয়েছে ওখানে। পজিশন নিয়েছে দু'পা ফাঁক করে, হাতদুটো সামনে প্রসারিত, মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছে একটা নাইন মিলিমিটারের অটোমেটিক... তাক করেছে ওর দিকে।

'ডোন্ট মুভ!' হুকুম দিল লোকটা। 'অস্ত্র ফেলে দাও।'

কথামত কাজ করল কুয়াশা। ফাঁদে পড়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে চ্যাপেলে ঢুকল দু'জন নারী। প্রথমজন বেশ লম্বা, তীক্ষ্ণ চেহারা, ফ্যাশন মডেলদের মত একহারা দেহ, পরনে বিজনেস সুট। যুবতী বলা যাবে না, তবে বয়সের কোনও বিরূপ প্রভাব পড়েনি তার অবয়বে; বরং বয়স তার ব্যক্তিত্ব আর আভিজাত্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ। চোখের তারায় আগুন, গায়ের রঙ পোর্সেলিনের মত ধবধবে সাদা। ঘন কেশরাজি বেঁধে রাখা হয়েছে খোঁপায়, ভাল করে তাকালে একটা-দুটো ধূসর চুল হয়তো বা দেখা যাবে। দ্বিতীয়জন খর্বকায়, সাদাসিধে গাউন আর ওভারকোট পরেছে। চেহারা অতি পরিচিত, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একে দেখেছে কুয়াশা—হল অভ রেকর্ডসের রিসেপশনে। মেয়েটা ওখানকার সেই কেরানি!

'এ-ই সেই লোক,' প্রথমজনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে জানাল সে।

'ধন্যবাদ,' মাথা ঝাঁকাল বিজনেস সুট পরিহিতা মহিলা। 'এবার তুমি যেতে পারো। আমার শোফার তোমাকে শহরে পৌঁছে দেবে। টাকাও জমা হয়ে যাবে তোমার অ্যাকাউন্টে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যা'ম... থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। হলঘরে অপেক্ষা করছে শোফার। শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি, ম্যা'ম।'

চলে গেল মেয়েটা।

ক্রুনা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ওয়ালথার ভরগেন। প্রিস্টের সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে : 'এই লোকটা...'

'দুঃখিত, বাবা,' বাধা দিয়ে বলল ক্রুনা ভরগেন, 'বংশের ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনোদিনই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারোনি তুমি। অনেক কিছুই তাই গোপন রাখা হয়েছে তোমার কাছ থেকে। সন্দেহ নেই, এ-লোক আজ তোমাকে এমন কিছু শুনিয়েছে, যা শোনার কথা ছিল না তোমার।'

ঘাড় কাত করে নিজের সঙ্গীকে ইশারা দিল সে। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল অস্ত্রধারীর অটোমেটিক. একপাশে সরে এসে গুলি চালিয়েছে লোকটা। ওয়ালথার ভরগেনের শীর্ণ দেহ ঝাঁকি খেলো, বুক চেপে ধরে প্রার্থনামঞ্চের সিঁড়িতে আছড়ে পড়ল সে। খুনির পরের গুলির শিকার হলেন মাঝবয়েসী প্রিস্ট। কপালের একটা অংশ উড়ে গেল তাঁর, রক্ত আর মগজ ছিটিয়ে লাশটা ধড়াম করে পড়ে গেল মঞ্চের উপর।

www.BanglaBook.org

আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনের রেশ কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাসল চ্যাপেলের ভিতর। তারপর নেমে এল থমথমে নীরবতা।

অকস্মাৎ এ-হত্যাকাণ্ড দেখে স্থবির হয়ে গিয়েছিল কুয়াশা। যখন সংবিৎ ফিরল, তখন দাউ দাউ করে মাথায় জ্বলছে আগুন। চিবিয়ে চিবিয়ে ও বলল, 'এ-রকম ঠাণ্ডা মাথার খুন আর কোনোদিন দেখিনি আমি।'

'দ্য গ্রেট কুয়াশাকে মুগ্ধ করতে পেরে ভাল লাগছে,' হেসে এক পা সামনে এগোল ক্রুনা। 'বিশ্বাস করতে পারছি না, ওই অথর্ব বুড়ো আর সাদাসিধে এক প্রিস্টকে আমাদের অংশ ভেবেছিলে তুমি।'

'মানুষ চিনতে ভুল হয়েছে আমার, নাম চিনতে হয়নি। ভারাকিন আর ফেনিস একই সুতোয় গাঁথা।'

'ভারাকিন নয়; ভরগেন,' সংশোধন করে দিল ক্রুনা। 'নামে কিছু আসে-যায় না। ফেনিসে জন্ম-পরিচয়ের স্থান নেই। আমাদেরকে বাছাই করা হয়েছে যোগ্যতার ভিত্তিতে।' মৃত পিতার দিকে ইশারা করল। 'দুর্বল ছিল ও... আদর্শবাদী। কোনোদিনই আমাদের পরিবারের অতীতকে মেনে নিতে পারেনি, বরং চেষ্টা করেছে তা থেকে সরে আসবার। তাই মারা যাবার আগে দাদু আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছেন ফেনিস কাউন্সিলের পদ।' আবার ফিরল কুয়াশার দিকে। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, লেনিনগ্রাদে ভালই খেল্ দেখিয়েছ তুমি। আমাদের তিন-তিনজন লোককে হারাতে হয়েছে তোমার কারণে।'

'ওটুকুই একমাত্র সাফল্য নয়,' বলল কুয়াশা। 'গন্ধ শুঁকে তোমাদেরকেও খুঁজে বের করে ফেলেছি। ভরগেন-রাই যে ভারাকিন, সেটা জেনে নিয়েছি।'

'স্রেফ একটা নাম ওটা, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। কী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেনেছ না জেনেছ, তাতে কিছু যায়-আসে না। দুনিয়ার সামনে যতই গলা ফাটিয়ে চেঁচাও, সব অস্বীকার করব আমরা।'

'আমার হাতে প্রমাণ নেই, এমনটা ভাবছ কেন?'

'নিশ্চিত হয়েছি আমরা,' ক্রুনা নয়, কথা বলে উঠল অস্ত্রধারী খুনি। 'লেনিনগ্রাদে আমাকে ফাঁকি দিয়েছ তুমি; কিন্তু ওই বুড়ো লাইব্রেরিয়ান আর সুন্দরী মেয়েটা ফাঁকি দিতে পারেনি। ঘুম পাড়াবার আগে ভালমত ইন্টারোগেট করেছি ওদেরকে। আমার ধারণা, অন্তত একটা ইন্টারোগেশনের পরিণতি দেখতে পেয়েছ তুমি।' হাসল লোকটা। 'কী যেন নাম মেয়েটার... নাতালিয়া, তাই না? খুব এনজয় করেছি ওকে।'

'তুমি?' চাপাস্বরে গর্জে উঠল কুয়াশা। অদম্য আক্রোশে সারা শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। শেভচেঙ্কো আর নাতালিয়ার হত্যাকারী দাঁড়িয়ে আছে কয়েক গজ দূরে... অথচ ও অসহায়! কিচ্ছু করবার নেই!

'কুল ডাউন, কুয়াশা,' হাসল ক্রুনা। 'মাথা গরম করে কোনও উপকার হবে না তোমার। আমাদের ব্যাপারে আর কী জেনেছ, সেটা শুনি।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল কুয়াশা। 'সব জেনে গেছি আমি!'

'সব? কী রকম?'

দাঁতে দাঁত পিষল কুয়াশা। এক এক করে উচ্চারণ করল শব্দতিনটে, 'পার... নস্ত্রো... সার্কোলো!'

হাসি মুছে গেল ক্রুনা ভরগেনের ঠোঁট থেকে। থমথমে গলায় বলল, 'অতীতের মন্ত্র... সেইসব মানুষের জন্য, যারা নিতান্তই অন্ধ আর বোকা। আদর্শের সত্যিকার স্বরূপ ওদের জানা নেই।'

'তা-ই? কিছু না জেনেই জীবন উৎসর্গ করছে ওরা তোমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্য?'

'হ্যাঁ।'

হাতে সময় নেই, বুঝতে পারছে কুয়াশা। যা করবার এখুনি করতে হবে। নইলে মৃত্যু অনিবার্য। দু'পা এগিয়ে গেল ও ক্রুনার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হ্যামার টানল খুনি, অস্ত্রটা বুক থেকে উঠে তাক হলো ওর মাথার দিকে।

'হুম,' বলল কুয়াশা। 'ধরে নিলাম ওরা নাদান... কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই নও? কাউন্ট বারেমির সত্যিকার অনুসারী, রাখাল বালকের সহচরী—এ-ই নিশ্চয়ই তোমার পরিচয়?'

থমকে গেল ক্রুনা। বুঝতে পারছে, ওর ধারণার চেয়ে অনেক বেশি জানে কুয়াশা। মহিলার এই হতভম্ব অবস্থার সুযোগ নিল ও। এগোল আরও দু'পা। দু'জনের মধ্যে এখন মাত্র পাঁচ ফুট দূরত্ব।

'থামো!' গর্জে উঠল খুনি।

কথা শুনল না কুয়াশা। স্প্রিঙের মত টান টান হয়ে ছিল ওর শরীর, আচমকা ঝাঁপ দিল ক্রুনা ভরগেনকে লক্ষ্য করে। প্রায় একই সঙ্গে ট্রিগার চাপল খুনি। বদ্ধ চ্যাপেলের অভ্যন্তর প্রকম্পিত হলো বজ্রপাতের মত কানফাটা আওয়াজে।

এগারো

কুয়াশার কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল বুলেট। ক্রুনাকে জাপটে ধরে মেঝেতে পড়ে গেল ও। গড়ান দিয়ে মহিলাকে নিয়ে এল নিজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেহের উপর—মানব-ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে তাকে। দেখা যাক, মনিবের উপর গুলি চালানোর সাহস আছে কি না খুনির।

দেখা গেল নেই। দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে এল সে, বোধহয় ভাবছে ক্রনাকে ছাড়িয়ে নেয়া সম্ভব কি না। এটাই চাইছিল কুয়াশা। আলিঙ্গনের মধ্যে আটকে রাখা মহিলাকে ছুঁড়ে দিল খুনির দিকে। ওজন বেশি নয় ক্রনার, খড়ের পুতুলের মত আছড়ে পড়ল লোকটার গায়ের উপর। তাল হারিয়ে দু'জনেই হুড়মুড় করে ভূপাতিত হলো।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। ক্রনাকে শরীরের উপর থেকে সরিয়ে সিধে হবার চেষ্টা করছিল খুনি, ছুটে গিয়ে তার কবজিতে একটা পেনাল্টি কিক মারল। হাড় ভাঙার মড়মড় আওয়াজ হলো, ব্যথায় কাতরে উঠল লোকটা, নাইন মিলিমিটারের পিস্তল উড়ে চলে গেল একদিকে। ঘাড় ধরে ক্রনাকে তুলে আনল কুয়াশা, টান দিয়ে ফেলে দিল পিছনে। তারপর চড়ে বসল খুনির বুকে। নির্দয়ের মত ঘুসি চালাতে থাকল নাক-মুখে। উন্মাদ হয়ে গেছে, থামছে না এক মুহূর্তের জন্যও।

মারের চোটে রক্তাক্ত হয়ে গেল খুনির মুখ। ঠোঁট ফেটে গেল, বসে গেল নাক, ভাঙলো দাঁত, থেঁতলে গেল পুরো মুখের মাংস। ভুরুর চামড়া ছিঁড়ে নেমে এল চোখের উপর। নিজেকে সামলে নিয়ে পিছন থেকে হামলা করল ক্রনা, চেষ্টা করল কুয়াশাকে নিজের অনুচরের উপর থেকে সরিয়ে আনতে, কিন্তু সফল হলো না। পাঁজরের নীচে কুয়াশার কনুইয়ের বেমক্কা এক আঘাত পেয়ে চোখে অন্ধকার দেখল, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করতে করতে বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে।

পরাস্ত খুনির চেহারার নকশা পাল্টে দিয়ে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। শান্ত ভঙ্গিতে কুড়িয়ে নিল নাইন মিলিমিটারের অটোমেটিকটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিরে এসে ওটা তাক করল লোকটার পায়ের দিকে।

'এগুলো আইভান শেভচেঙ্কোর জন্য,' বলে দুই হাঁটুতে গুলি করল ও। 'আর, এগুলো নাতালিয়ার জন্য।' বলে দুই কনুইও উড়িয়ে দিল।

হাড়ের জয়েন্ট গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়ায় অসহ্য ব্যথায় কাতরাচ্ছে খুনি, নির্বিকার রইল কুয়াশা। পিস্তলের নল ঘুরে গেল পেটের দিকে। শীতল গলায় বলল, 'আর এগুলো হলো বোনাস!'

লোকটার পেটে পিস্তলের ম্যাগাজিন খালি করল ও। গোঙানির বেশি আর কিছু করতে পারল না খুনি। সীমাহীন কষ্টে পুরো নার্ভ-সিস্টেম অচল হয়ে যেতে বসেছে। তিলে তিলে মরবে সে এভাবে। এরচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু আর কিছু হতে পারে না।

নাইন মিলিমিটার ফেলে দিয়ে এবার নিজের পিস্তল তুলে নিল কুয়াশা। মন দিল ক্রুনা ভরগেনের দিকে। এখনও পাঁজরের ব্যথায় বাঁকা হয়ে আছে সে। চুল ধরে মহিলাকে দাঁড় করাল ও, পিস্তল ঠেকাল ঘাড়ে।

'ছাড়ো আমাকে!' চেঁচিয়ে উঠল ক্রুনা।

'দুটো পথ আছে তার জন্যে,' কঠিন গলায় বলল কুয়াশা। 'হয় আমার কথা শোনো, নয়তো তোমার সৈনিকদের মত গিলে ফেলো সায়ানাইড পিল।'

'আমার কাছে সায়ানাইড পিল নেই। নেতারা আত্মহত্যা করে না।' শরীর মোচড়াল ক্রুনা। 'মরণ যদি কারও হয় এখানে, সেটা হবে তোমার!'

'হয়তো,' স্বীকার করল কুয়াশা। 'কিন্তু একা যাব না আমি, তুমিও সঙ্গে যাবে। নড়াচড়া বন্ধ করো, এখুনি গুলি চালাবার ইচ্ছে নেই আমার।'

স্থির হয়ে গেল ক্রুনা। ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী চাও তুমি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ইনফরমেশন।'

'গুড, আমিও চাই তা। যদি বাঁচতে চাও তো বলো, রাখাল বালক সম্পর্কে কী জানো তুমি?'

মুঠোয় ধরা চুলে টান বাড়াল কুয়াশা। 'প্রশ্ন যা করবার, তা আমি করব।'

'বোকামি করছ তুমি, কুয়াশা। বাঁচার কোনও উপায় নেই তোমার। আমাকে সহযোগিতা করলে ভাল করবে।'

পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে মহিলার গালে খোঁচা মারল কুয়াশা। 'পরিস্থিতি কিন্তু উল্টো কথা বলছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্রুগার। 'বেশ, তা-ই ভেবে যদি সন্তুষ্ট থাকো, তাতে আমার কী?' মুখ ঘুরিয়ে নিল। 'কী জানতে চাও তুমি?'

'ফেনিসের উদ্দেশ্য কী?'

'শৃঙ্খলা।'

'অথচ দুনিয়াকে বিশৃঙ্খলার অতলে তলিয়ে দিচ্ছ তোমরা!'

'ওর মাঝ দিয়েই আবার ফিরে আসবে শৃঙ্খলা... আমরাই ফিরিয়ে আনব সেটা। যাদের নিয়ন্ত্রণে এই পৃথিবীর থাকা উচিত, তাদের মাধ্যমে!'

'লেকচার শুনতে চাই না। তোমাদের প্ল্যান জানতে চাই আমি।'

'সেটা একমাত্র রাখাল বালক জানেন। আমরা শুধু ছোট ছোট মিশন সম্পন্ন করি।'

'কে এই রাখাল বালক? কী তার পরিচয়?'

'সেটা কোনোদিনই তুমি জানতে পারবে না আমার কাছ থেকে।'

'বলতেই হবে তোমাকে! নইলে খারাবি আছে তোমার কপালে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টর্চার করবে?' হাসল ক্রুনা। 'সময় কোথায় তোমার? চ্যাপেলটা মাটির তলায় বলে গুলির শব্দ হয়তো শোনা যায় না বাইরে, তার মানে এই নয় যে অনন্তকাল থাকতে পারবে এখানে। খুব শীঘ্রি কেউ না কেউ আমার খোঁজ নিতে আসবে।'

'সেক্ষেত্রে এস্টেট থেকে বেরিয়ে যাব আমরা... তুমিই নিয়ে যাবে আমাকে। ভেবো না মুখ বন্ধ রাখলেই গোপন থাকবে সবকিছু।' মেঝেতে পড়ে থাকা খুনির দিকে তাকাল। 'ওর পেটে গুলি করেছি কেন, জানো? মরার আগে যেন জানিয়ে যেতে পারে কী ঘটেছে। ভরগেন সাম্রাজ্যের মাথাকে নিয়ে যাচ্ছি আমি, পরিস্থিতি সামলানোর জন্য কী করে ফেনিস, তা দেখব আমি আড়াল থেকে। মুখ খোলানোর জন্য কাকে এরপর ধরতে হবে, সেটা বুঝতে পারব তখন।'

'না-আ!' প্রতিবাদ করল ক্রুনা। 'যাব না আমি তোমার সঙ্গে।'

'তা হলে তুমি মরবে,' কাটা কাটা স্বরে বলল কুয়াশা। 'আমাকে নিয়ে ভেবো না, একাকী এখানে ঢুকতে যখন পেরেছি, বেরিয়েও যেতে পারব।'

'অসম্ভব! চ্যাপেলে আসার আগে অর্ডার দিয়ে এসেছি আমি—কাউকে যেন এস্টেট থেকে বের হতে দেয়া না হয়।'

'বেরুতে যাচ্ছে কে?' নিজের পোশাক দেখাল কুয়াশা। 'ইউনিফর্ম পরা একজন গার্ড... নিজের পোস্টে ফিরবে। সেখান থেকে গায়েব হয়ে যাবে রাতের অন্ধকারে। কে সন্দেহ করবে আমাকে? আমি বুঝতে পেরেছি, গার্ড-রা ফেনিসের লোক নয়; সাধারণ প্রহরী—ধনী লোকজনকে পাহারা দেয়াই ওদের একমাত্র পেশা।' পিস্তলটা ক্রুনার ঘাড়ে ভালমত চেপে ধরল কুয়াশা। 'এখন তুমিই সিদ্ধান্ত নাও—আমার সঙ্গে যাবে, নাকি পড়ে থাকবে পোষা কুকুরটার পাশে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখের দৃষ্টি বদলে গেল মহিলার। হার মানল। নিচু গলায় বলল, 'বাবার গাড়িটা ব্যবহার করতে পারি আমরা। চলো।'

'কোনও চালাকি নয়, ক্রুনা!' হুমকি দিল কুয়াশা।

'তার প্রয়োজন পড়বে না। তুমি আমার কাছে ইনফরমেশন চাইছ... আমিও তোমাকে চমকে দেবার মত একটা তথ্য জানি। ওটা শোনার পর বুঝতে পারবে, লড়াই করা বৃথা। আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় তোমার নেই...'

'যথাসময়ে সেটা দেখা যাবে,' বলে ক্রুনার চুল ছেড়ে দিল কুয়াশা। 'হাঁটো। আমি তোমার পিছনে থাকছি।'

গ্যারাজ থেকে ওয়ালথার ভরগেনের লিমাজিনটা ধার করল ওরা। ড্রাইভিং সিটে থাকল ক্রুনা, কাঁধে হাত রেখে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে তার পাশে বসল কুয়াশা। ইতিমধ্যে খুলে ফেলেছে গার্ডের জ্যাকেট, ঊর্ধ্বাঙ্গে স্রেফ একটা সাদা শার্ট ছাড়া আর কিছু নেই এ-মুহূর্তে। হাবভাব দেখে মনে হবে ক্রুনা ভরগেনের নতুন প্রেমিক। মহিলার কানের কাছে মুখ নিয়ে রাখল ও; নীচে, পিস্তলের মাজল ঠেকিয়ে রাখল তার পাঁজরের একপাশে।

ধীরগতিতে এস্টেটের মূল ফটকে পৌঁছুল লিমাজিন। দু'জন গার্ড এগিয়ে এল আরোহীর পরিচয় জানার জন্য। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ট্রিগারের উপর প্রস্তুত থাকল কুয়াশার আঙুল। কিন্তু না, কোনও কৌশল খাটাবার চেষ্টা করল না ক্রুনা, হাতের ইশারায় গেট খুলতে বলল গার্ডকে। মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল তারা, একটু পর মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে সরে গেল পাল্লা। গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ক্রুনা।

বাঁয়ে মোড় নিতে যাচ্ছিল সে, খপ্ করে এক হাতে স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরল কুয়াশা, ঘুরিয়ে দিল ডানে। মাতালের মত দুলে মুখ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘোরাল লিমাজিন, রাস্তায় সিধে হবার পর হাত সরিয়ে আনল। সঙ্গে সঙ্গে আবার বাড়িয়ে দিল বাম পা, ক্রুনার পায়ের উপর দিয়ে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। হু হু করে ছুটতে শুরু করল গাড়ি।

'অ্যাই!' চেঁচিয়ে উঠল ক্রুনা। 'কী করছ তুমি?'

'ফাঁদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছি,' শান্ত গলায় বলল কুয়াশা। 'এসেনের রাস্তায় নিশ্চয়ই আরেকটা গাড়ি অপেক্ষা করছে তোমার জন্য?'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল ক্রুনার, কুয়াশার সন্দেহই ঠিক। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'আ... আমি...'

'রিল্যাক্স। একেবারে শান্ত-সুবোধ মেয়ে হয়ে যাবে, তা আশা করিনি আমি। কিন্তু এটাই তোমার লাস্ট চান্স।' পা সরিয়ে আনল কুয়াশা। 'ঠিকমত ড্রাইভ করো। ষাটের নীচে যেন না নামে স্পিড।'

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে দশ মাইল গেল লিমাজিন। এরপর একটা ওয়াই-জাংশান। ডানের পথ ধরতে চাইছিল ক্রুনা, কিন্তু স্টিয়ারিং ধরে আবার আগের পদ্ধতি অনুসরণ করল কুয়াশা, গাড়িকে ঘুরিয়ে নিল বাঁয়ের পথটাতে।

'অ্যাকসিডেন্ট ঘটাবে তুমি!' রাগী গলায় বলল ক্রুনা। 'কোন্‌দিকে যেতে চাও, সেটা আমাকে বললেই হয়!'

'তোমাকে কিছুই বলতে বাধ্য নই আমি।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কুয়াশা। জঙ্গল ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে লিমাজিন। দু'পাশে এখন ফসলের খেত, কোথাও কোথাও ফাঁকা মাঠ। সামনের একটা খালি জায়গার দিকে আঙুল তাক করল। 'রাস্তা থেকে নামো। ওখানে নিয়ে দাঁড় করাও গাড়ি।'

'কী?'

পিস্তল উঁচু করে ক্রুনার কপালের পাশে ঠেকাল কুয়াশা। 'এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা দু'বার বলতে পছন্দ করি না আমি।'

স্টিয়ারিং ঘোরাল ক্রুনা। খালি জায়গাটায় পৌঁছে ব্রেক কষল। হাত বাড়িয়ে ইগনিশন বন্ধ করল কুয়াশা, চাবিটা খুলে নিয়ে পকেটে ভরল। পিস্তলের ইশারায় নামতে বলল বন্দিনীকে। নিজেও নামল। দু'জনে শুরু করল হাঁটতে। মাঠের মাঝখানে পৌঁছে থামল। মাথার উপরে উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে চাঁদ, দূরে একটা ফার্মহাউস চোখে পড়ল। কোনও আলো জ্বলছে না, সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে ওখানকার বাসিন্দারা।

মৃদু হাওয়ায় ঢেউ উঠেছে গমের খেতে। সেদিকে তাকিয়ে নার্ভাস গলায় ক্রুনা জানতে চাইল, 'এখানে কী?'

'একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে,' শীতল গলায় বলল কুয়াশা। 'দেখব, আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ করবার সাহস আছে কি না তোমার।'

ভয় দেখা দিল ক্রুনার চোখের তারায়। নার্ভাস গলায় বলল, 'পাগলামি কোরো না, কুয়াশা। আমাকে খুন করে কোনও লাভ হবে না তোমার। অনেক এগিয়ে গেছি আমরা... পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যই বেঁচে থাকা দরকার এখন আমাদের।'

'ভুল। খুনিদের হাতে কারও কোনদিন মঙ্গল হতে পারে না।'

'কেন হবে না? খুনের মাধ্যমে যদি মন্দ লোকদেরকে সরিয়ে দেয়া যায়, সেটা মঙ্গল নয়? সময় আছে, কুয়াশা, যোগ দাও আমাদের সঙ্গে। জীবন বদলে যাবে তোমার।'

'লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু দুঃখিত, রাজি হতে পারছি না আমি।'

'তা হলে নিজেরই ক্ষতি করছ। বলেছি তো, আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই তোমার হাতে...'

'ও হ্যাঁ... আমাকে চমকে দেবে বলেছিলে। কী সেটা?'

'মাসুদ রানা মারা গেছে, কুয়াশা। তুমি এখন একা!'

www.BanglaBook.org

সত্যি সত্যি চমকে উঠল কুয়াশা। এ কী শুনছে! রানা মারা গেছে? কখন? কীভাবে? তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ক্রুনার মুখের দিকে। না, ধাপ্পা দিচ্ছে বলে মনে হলো না।

'কোথায় মারা গেছে ও? কবে?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল ও।

'ওয়াশিংটনে। কয়েক দিন আগে... রক ক্রিক পার্কে।'

ধন্দে পড়ে গেল কুয়াশা। যে-ঘটনার কথা বলছে মহিলা, সেখানে ওর নিজেরও ভূমিকা ছিল। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ও আর রানা। হামলা একটা চালানো হয়েছিল বটে, অ্যাডমিরালও আহত হয়েছেন, কিন্তু বহাল তবিয়তেই ফিরে এসেছে ওরা দু'জন। তা হলে...

হঠাৎ বুঝতে পারল কুয়াশা, ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে ক্রুনা ভরগেনকে। কে দিয়েছে? কেন? তবে কি কেনিসের ভিতর থেকে কেউ সাহায্য করতে চাইছে ওদেরকে? সেজন্যেই প্রচার করেছে রানার মৃত্যুর মিথ্যে সংবাদ? ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা দরকার।

ওর নীরবতার ভুল অর্থ করল ক্রুনা। নার্ভাসনেস দূর হয়ে গেল চেহারা থেকে। বলল, 'বুঝতেই পারছ, তুমি একা। কিছুই করতে পারবে না আমাদের বিরুদ্ধে। শত্রুতা ভুলে গিয়ে হাত মেলালেই ভাল করবে। তুমি একটা প্রতিভা, কুয়াশা। তোমার মত লোকের প্রয়োজন আছে আমাদের সংগঠনে।'

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল কুয়াশা। ঠিক আছে, একটু বাজিয়ে দেখা যাক। বলল, 'হুম, মনে হচ্ছে ঠিক কথাই বলছ তুমি। কিন্তু আমাকে কনভিন্স করতে চাইলে কোনও কিছুই গোপন রাখা চলবে না। কেনিস সম্পর্কে সবকিছু বলতে হবে তোমাকে। তোমাদের উদ্দেশ্য, কাজের ধারা, রাখাল বালকের পরিচয়... সব!'

'অস্থির হবার কিছু নেই, ডার্লিং,' হাসল ক্রুনা। একে একে কোট আর শার্টের বোতাম খুলল। কাপড় সরিয়ে দেখাল নিজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুকের বৃত্তাকার উল্কি। আসলে প্রলোভিত করতে চাইছে শিকারকে। 'এ-জিনিস যখন তোমার বুকেও শোভা পাবে, তখন মিলবে সব প্রশ্নের জবাব।'

'গায়ে উল্কি করাবার আগ্রহ নেই আমার,' চাঁছাছোলা গলায় জানাল কুয়াশা। 'আমার কৌতূহল এখুনি মেটাতে হবে তোমাকে।'

'গোঁয়ার্তুমি কোরো না...'

ক্রুনার কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল ইঞ্জিনের ভারী আওয়াজে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই চোখে পড়ল এক জোড়া হেডলাইট, রাস্তা ধরে গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা গাড়ি। লিমাজিনকে দেখতে পেয়ে দিক বদলাল, নেমে এল মাঠে। থামল পাশে গিয়ে। দরজা খুলে ঝটপট নামল চারটা ছায়ামূর্তি। সবার হাতে রাইফেলের অবয়ব দেখা গেল।

'ওরা আমাদের খোঁজ পেয়ে গেছে,' বলল ক্রুনা। 'তোমার জবাব, কুয়াশা! বাঁচার কোনও উপায় নেই, বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই? পিস্তলটা দিয়ে দাও আমাকে। আমার একটা আদেশে জীবন বদলে যেতে পারে তোমার। নইলে নিশ্চিত মৃত্যু!'

শান্ত চোখে চারপাশ জরিপ করল কুয়াশা। গমখেতের মধ্যে কাভারের অভাব নেই। আলো-আঁধারিও যথেষ্ট সাহায্য করবে ওকে। পালিয়ে যেতে কষ্ট হবে না। ওটাই সঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু কেন যেন নড়তে পারল না। ভাবছে ক্রুনার ভাষ্য নিয়ে। সত্যিই যদি ফেনিসের ভিতরে কোনও মিত্র থাকে, তার নাগাল পাওয়া দরকার। আর সেজন্যে একটাই পথ দেখতে পাচ্ছে।

'কুইক!' তাড়া দিল ক্রুনা। 'তোমার সিদ্ধান্ত জানাও!'

বড় শ্বাস নিল কুয়াশা। পিস্তলটা উল্টো করে ধরে বাড়িয়ে দিল ক্রুনার দিকে। বলল, 'আমি রাজি। তোমার লোকদেরকে থামতে বলো।'

www.BanglaBook.org

'এতদিনে একটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করলে,' সন্তোষ ফুটল ক্রুনার কণ্ঠে। কুয়াশার হাত থেকে পিস্তল নিয়ে উল্টো ঘুরল। এগোল কয়েক পা। গলা চড়িয়ে বলল, 'অ্যাই, থামো তোমরা! গুলি করবার দরকার নেই।'

একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল, আলোকরশ্মি আছড়ে পড়ল মহিলার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল কুয়াশা কী ঘটতে চলেছে। ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে ব্যস্ত মাত্র একজন, বাকি তিনজন ফ্রি। ওর গায়ে নয়, আলোটা ফেলা হয়েছে ক্রুনার গায়ে। একটাই অর্থ এর, নতুন আদেশ পেয়েছে খুনিরা। পাশের শস্যখেত লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল ও।

পরমুহূর্তে আগুন ঝরাল তিন রাইফেল। এক পশলা বুলেট ছুটে এল অরক্ষিত ক্রুনা ভরগেনকে লক্ষ্য করে। বুক-পেট ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তার, ভারী শেলের আঘাতে ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে দেহটা মাটি স্পর্শ করবার আগেই।

আলো ঘুরে গেল কুয়াশার খোঁজে, একই সঙ্গে রাইফেলের নল। হামাগুড়ি দিতে দিতে আবারও গুলির আওয়াজ শুনল কুয়াশা, ওর চারপাশে ধুলো ওড়াল ব্যর্থ বুলেট। নিচুস্বরে ভাগ্যকে গাল দিয়ে উঠল ও। পিস্তলটা হাতছাড়া করা মোটেই উচিত হয়নি।

কয়েক দফা গুলি ছুঁড়ে থেমে গেল খুনির দল। ধীরে ধীরে এগোল সামনে। সবার হাতেই এবার জ্বলে উঠেছে ফ্ল্যাশলাইট, খেতের মাঝখানে আলো ফেলে খুঁজছে কুয়াশাকে। মাঠের মাঝখানে ছোট একটা খোঁড়ল পেয়ে তাতে শরীর সেঁধাল কুয়াশা। গোড়া থেকে কয়েকটা গমগাছ উপড়ে এনে ঢেকে ফেলল দেহের উপরিভাগ। একটু পরেই শুনতে পেল পদশব্দ। ওর খুব কাছে এসে গেছে একজন খুনি।

লোকটাকে পেরিয়ে যেতে দিল কুয়াশা, তারপর ভূতের মত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উঠে দাঁড়াল পিছনে। শব্দ শুনে ঘোরার চেষ্টা করল খুনি, কিন্তু তার আগেই বাম হাতের ভাঁজে তার গলা আটকে ফেলল ও। রাইফেল কেড়ে নেবার চেষ্টা করল না, তার বদলে লোকটার কোমরের হোলস্টার থেকে তুলে নিল পিস্তল। গোলমালের আভাস পেয়ে ঘুরতে শুরু করেছে বাকি তিনটে ফ্ল্যাশলাইট, বিন্দুমাত্র দেরি না করে গুলি করল ও। একবার... দু'বার... তিনবার!

খুনিদের হাত থেকে সশব্দে খসে পড়ল ফ্ল্যাশলাইট আর রাইফেল... পিছু পিছু প্রাণহীন দেহ। হাতের ভাঁজে আটকানো লোকটার মাথার একপাশ আঁকড়ে ধরল কুয়াশা। প্রচণ্ড এক ঝটকায় মটকে দিল ঘাড়। অস্ফুট আর্তনাদ করল সে, মুক্তি দিতেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে। থেমে গেছে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কুয়াশা। লম্বা কদম ফেলে হাঁটতে শুরু করল লিমাজিনের দিকে।

ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পর পুর্তগালের এয়ারলাইনের বিমানে দেখা গেল কুয়াশাকে, ইকোনমি ক্লাসের শেষ সারির একটা সিটে নিঃসঙ্গভাবে বসে আছে। আবারও নিয়েছে বৃদ্ধের ছদ্মবেশ। ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট কফি দিয়ে যাওয়ায় মৃদু স্বরে ধন্যবাদ জানাল, তারপর ডুবে গেল আপন চিন্তায়।

আর একঘণ্টা পর প্যারিসে ল্যাণ্ড করবে ও। কর্সিকান মেয়েটার সঙ্গে দেখা করে যোগাযোগ করবে রানার সঙ্গে। আলাদাভাবে এগোনোর পালা শেষ। এ-মুহূর্তে একসঙ্গে কাজ করা দরকার ওদের। খুব দ্রুত ঘটছে সব ঘটনা। তাল মেলানোর জন্য ইংল্যাণ্ডে রানার সঙ্গে যোগ দিতে হবে ওকে।

মারিয়া মাযোলা-র কাছ থেকে পাওয়া অতিথি-তালিকার দুটো নাম ভেরিফাই করা হয়েছে—বিয়াঙ্কি আর ভারাকিন। দু'জনের

www.BanglaBook.org

উত্তরাধিকারীই মৃত... খুন করা হয়েছে ওদের চোখের সামনে। পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বলি দেয়া হয়েছে তাদেরকে। এদের মৃত্যু একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে দিচ্ছে—কাউন্সিল-সদস্যদের বংশধররা খরচযোগ্য... ওরা মরে গেলেও কিছু যায়-আসে না। কাউন্ট বারেমির আদর্শের সত্যিকার উত্তরসূরি এখন অন্য কেউ... মার্সেলো বিয়াঞ্চি আর ব্রুনা ভরগেন তাদের বার্তাবাহক ছাড়া আর কিছু ছিল না। ওরা নিজেরাও হয়তো জানত না সেটা।

কথা হলো, তালিকার শেষ দুই অতিথির বংশধর... ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারি নাইজেল উইটিংহ্যাম এবং অ্যামেরিকান কংগ্রেসের সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনি দ্য থার্ড-এর স্ট্যাটাস-ও একই ধরনের কি না। তাদের বুকেও কি পাওয়া যাবে বৃত্তাকার ওই উল্কি? এখন পর্যন্ত যা দেখেছে, তাতে তো মনে হচ্ছে ওটা অকালমৃত্যুর প্রতীক। উত্তরাধিকারীদের প্রত্যেকেই মারা পড়েছে কুয়াশার চোখের সামনে।

রানা এখন ইংল্যাণ্ডে তদন্ত করছে। অথচ ওর-ই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ফেনিস-সদস্যদের মধ্যে। কেন? কী উদ্দেশ্যে? কে চেষ্টা করছে রানাকে বাঁচাবার?

যতই ভাবছে, ততই জট পাকিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। পরিষ্কার বুঝতে পারছে কুয়াশা, এসব প্রশ্নের জবাব পেতে চাইলে রাখাল বালক নামের ওই রহস্যময় লোকটার কাছে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেদিকে এক কদমও এগোতে পারেনি ওরা। হতাশা অনুভব করল ও।

কফি শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখল কুয়াশা। চোখ ফেরাল পাশে। আইলের ওপাশের সিটে বসেছে এসেনের এক ব্যবসায়ী। ঘুমিয়ে গেছে লোকটা, কোলের উপর পড়ে আছে আজকের খবরের কাগজ। ওটার উপরে ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টি আটকাল কুয়াশার,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরমুহূর্তে ছলকে উঠল বুকের রক্ত। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে টেনে নিল কাগজটা।

প্রথম পাতার নীচদিকে ছাপা হয়েছে হাইনরিখ বোহ্‌লের হাস্যোজ্জ্বল ছবি। সঙ্গে শিরোনাম: *অ্যাডভোকেট মার্ডারড্‌!* তাড়াতাড়ি পড়ল খবরটা।

গতকাল রাত দশটায় অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে খুন হয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী হাইনরিখ বোহ্‌ল। পথরোধ করে তাঁর গাড়ি থামায় অজ্ঞাতনামা আততায়ী, উপর্যুপরি গুলি চালায় তাঁর বুকে-পেটে। হাসপাতালে নেবার পর ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশ এ-ঘটনাকে পুরনো শত্রুতার জের বলে ধারণা করছে, তবে বিস্তারিত তদন্তের আগে কোনও ধরনের মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তারা...

তীব্র অনুশোচনায় মাথা নাড়ল কুয়াশা। গতকাল স্ট্যাডওয়াল্ড থেকে ফেরার পর কয়েক দফা ফোন করেছিল ও বোহ্‌লের কাছে, একবারও রিসিভ করা হয়নি সেই ফোন। শেষ পর্যন্ত ভয়েস মেইলে মেসেজ দিয়ে রেখেছিল... সতর্ক করে দিয়েছিল তাকে। এখন বুঝতে পারছে, অযথাই চেষ্টা করেছে; হল অভ রেকর্ডস থেকে বাড়িই ফিরতে পারেনি বেচারা, পথেই শিকার হয়েছে ফেনিসের আততায়ীদের। ওর জন্য... শুধু ওরই জন্য মারা গেল আরেকজন নিরপরাধ মানুষ। সাহায্য চাইতে গিয়ে ও-ই তো মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে বোহ্‌লকে!

নিজেকে একেবারে অসহায় মনে হলো কুয়াশার। ফেনিসকে মনে হলো পৌরাণিক কোনও দানব... একটা মাথা কাটলে বেরিয়ে আসছে দশটা মাথা। কীভাবে লড়বে এই দানবের সঙ্গে? আদৌ কি একে পরাস্ত করা সম্ভব?

সময়ই তা বলে দেবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বারো

চ্যারিং ক্রস স্টেশন থেকে দ্রুত পা চালিয়ে বেরিয়ে এল রানা, মিশে গেল স্ট্র্যাণ্ড-মুখী পথচারীদের ভিড়ে। বার কয়েক মাথা ঘুরিয়ে পিছনটা দেখল, ওকে অনুসরণ করা হবে বলে আশঙ্কা করছে। মনে মনে অভিসম্পাত দিচ্ছে ভাগ্যকে, এমনিতেই বিপদে আছে, সেটার মাত্রা আরও বেড়েছে কয়েক মিনিট আগে। স্টেশনের ভিতরে দেখা হয়ে গেছে এক আমেরিকানের সঙ্গে—লোকটা সিআইএ-র লণ্ডন শাখার লোক। হালকা ছদ্মবেশ নিয়েছে রানা, কিন্তু অভিজ্ঞ চোখের জন্য সেটা যথেষ্ট নয়। ওর দিকে তাকিয়ে ব্যাটা যেভাবে চমকে উঠল, তাতে সন্দেহ নেই যে ওকে চিনে ফেলেছে সে। এতক্ষণে হয়তো গ্রসভেনর স্কয়্যারের আমেরিকান এম্বাসিতে খবরও দিয়ে ফেলেছে: জেনারেল গ্রেগরি ওয়ার্নারের হত্যাকারীর খোঁজ পাওয়া গেছে লণ্ডনে। লোকটা ফাঁকি দিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা, কিন্তু তাতে বিপদ কমেনি একবিন্দু। খুব শীঘ্রি সিআইএ-র লণ্ডন নেটওয়ার্ক সক্রিয় হয়ে উঠবে। ওকে খুঁজে বের করার জন্য মাঠে নামানো হবে স্থানীয় সমস্ত এজেন্ট, কন্ট্যাক্ট আর ইনফর্মারদেরকে। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সাহায্য নেয়া হবে বলে মনে হয় না, এসব কাজ আমেরিকান-রা একাকী করতে ভালবাসে। তাতে ওদের কৃতিত্বে ভাগ বসাতে পারে না কেউ।

www.BanglaBook.org

ট্রাফালগার স্কয়্যারে পৌঁছে ইন্টারসেকশন পেরুল রানা। সন্ধ্যার ভিড়ের মাঝখানে লুকাল নিজেকে। ঘড়ি দেখল—সোয়া ছ'টা বাজে; তারমানে প্যারিসে সোয়া সাতটা। আধঘণ্টা পর সোনিয়াকে রু দ্য বাথ্-এর ফ্ল্যাটের নাম্বারে ফোন করবার কথা, কিন্তু তার আগে বদলে নিতে হবে বেশভূষা। সিআইএ এজেন্ট ওর পোশাকের বর্ণনা দিয়েছে নিঃসন্দেহে, দূর থেকে উইণ্ডব্রেকার আর ময়লা ক্যাপ দেখে ওকে স্পট করে ফেলতে পারে অনুসন্ধানকারীরা।

কাছেই একটা ক্লোদিং স্টোর দেখতে পেয়ে তাতে ঢুকে পড়ল রানা। নতুন শার্ট, প্যান্ট, জ্যাকেট, হ্যাট আর জুতো কিনল। ট্রায়াল রুমে ঢুকে পরে ফেলল ওগুলো। পুরনোগুলো দান করে দিল স্কয়্যারের কোণে হাত পেতে বসে থাকা এক ভিখিরিকে। তারপর হাঁটতে শুরু করল দক্ষিণ দিকে। হে-মার্কেটের টেলিফোন কাউন্টারে পৌঁছে থামল। অপারেটরকে টাকা দিয়ে ঢুকে পড়ল একটা কাঁচের বুথে।

কবজিতে বাঁধা ট্যাগ-হিউয়ার ঘড়ির ডায়ালে চোখ বোলাল রানা। সাতটা বাজতে দশ মিনিট। সোনিয়া নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে ওর ফোনের। প্রয়োজন ছাড়া যোগাযোগের ইচ্ছে ছিল না রানার, কিন্তু রোজ ফোন করার শর্তটা ও-ই দিয়েছে। রানার কণ্ঠ না শুনলে নাকি অস্থিরতা অনুভব করে। আপত্তি করেনি রানা; মেয়েটার অনিশ্চয়তা-ভরা জীবনে এ-মুহূর্তে ও-ই একমাত্র আশ্রয়স্থল। ওর উপরেই ভরসা রাখছে সোনিয়া, কোনও কিছুতেই হারাতে দেয়া যাবে না।

রিসিভার তুলে প্যারিসের নাম্বারে ডায়াল করল রানা। রিং হলো কি হলো না, ওপাশ থেকে ভেসে এল মেয়েটির সুরেলা কণ্ঠ।

'হ্যালো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুকের ভিতর আলোড়ন অনুভব করল রানা। জানে উচিত হচ্ছে না, তা-ও কেন যেন সোনিয়ার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে ও। ওর কণ্ঠ শোনার জন্য সোনিয়া যেমন উতলা, রানা নিজেও সে-তুলনায় কম নয়। প্রেম, নাকি ক্ষণিকের আবেগ,.. বলতে পারবে না ও।

গলা খাঁকারি দিল রানা। 'কোনও খবর আছে?'

'কুয়াশা এসেছে।'

'প্যারিসে? কখন?'

'কাল রাতে। চেহারা-সুরত দেখে মনে হচ্ছে ঝড় বয়ে গেছে ওর উপর দিয়ে।'

'কথা বলতে দাও আমাকে।'

একটু নীরবতা। তারপরেই শোনা গেল কুয়াশার কণ্ঠ। 'কেমন আছ, রানা?'

'ভাল। কী খবর ওদিককার?'

'মিশন সাকসেসফুল বলতে পারো। অনেককিছু জানতে পেরেছি।'

'ভারাকিন?'

'জার্মানিতে মাইগ্রেট করেছিল সে। নাম বদলে ভরগেন হয়েছে। অ্যানসেল ভরগেন।'

'ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজ?'

'হ্যাঁ।'

'মাই গড!' চমকে উঠল রানা। 'সে তো বিশাল ব্যাপার!'

'কারেক্ট। আশি সালে মারা গেছে প্রিন্স ভারাকিন। এক ছেলে রেখে গিয়েছিল, কিন্তু সেই ছেলে আদর্শবাদী বলে তার হাতে তুলে দেয়নি ফেনিস কাউন্সিলের পদ। দিয়ে গেছে নাতনিকে—ক্রনা ভরগেন... তার নাম হয়তো শুনেছ তুমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখন কোথায় আছে ওরা?'

'দু'জনেই মারা গেছে। আমার সামনে বাপকে খুন করিয়েছে ক্রুনা, পরে ওকে খুন করেছে ফেনিসের খুনিরা... সম্ভবত আমি ওর পরিচয় জেনে ফেলেছি বলেই।'

'কাউন্ট বিয়াঘিজ্জির মত।'

'এগজ্যাক্টলি,' একমত হলো কুয়াশা। 'ওরা আসলে হর্তা-কর্তা ছিল না সংগঠনের। ক্রুনার ভাষ্যমতে, রাখাল বালকের নির্দেশে ছোট ছোট মিশন সম্পন্ন করাই ছিল ওদের দায়িত্ব।'

'তারমানে ওই রাখাল বালক-ই ফেনিসের মাথা, এই তো?'

'হুম। তবে ক্রুনা মারা যাওয়ায় একদিক থেকে ভাল হয়েছে। ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজ এখন নেতৃত্বশূন্য। কোম্পানিটার মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে হলে নিজস্ব কাউকে ম্যানেজমেন্টের মাথায় বসাতে হবে ফেনিসকে। একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে। দেখা যাক, কে হাল ধরে ভরগেনের।'

'মনে হচ্ছে আমার মত একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন আপনি—বড় বড় কর্পোরেশনগুলোর মাধ্যমে অপারেশন চালাচ্ছে ফেনিস সারা দুনিয়ায়।'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু কীভাবে কী করতে চাইছে, তা-ই বুঝতে পারছি না। কাজ-কারবারের কোনও মাথামুণ্ডু নেই ওদের।'

'আর কিছু?'

'তোমাকে সতর্ক করে দেয়া দরকার—আমাদের ফাইল মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে স্টাডি করেছে ওরা। সমস্ত কণ্ট্যাক্ট—শত্রু, মিত্র... কাছের, দূরের... সব ওদের জানা। অলরেডি লেনিনগ্রাদ আর এসেনে আমার তিনজন বন্ধুকে খুন করেছে ওরা। কারও সাহায্য নেবার আগে ব্যাপারটা মাথায় রেখো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ফাইলে যাদের নাম নেই, তাদেরকে ব্যবহার করব। তা ছাড়া... ফাইলে যত লোকের নাম আছে, তাদের সবাইকে কাভার দেয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

'আমিও ও-কথা ভেবেছিলাম, সে-কারণে খুব ঘনিষ্ঠ তিনজনকে হারিয়েছি। সাবধানে থেকো। আর হ্যাঁ... উল্কির কথা বলেছিলাম আমার মেসেজে... মনে আছে?'

'হুঁ। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না। একদল খুনি কেন নিজের গায়ে মোছার অযোগ্য চিহ্ন দিয়ে রাখবে?'

'অবিশ্বাস্য হলেও সত্য,' বলল কুয়াশা। 'আরেকটা ব্যাপার বলা হয়নি তোমাকে—ওরা সুইসাইডাল। প্রাণ থাকতে ধরা দেয় না, মুখের মধ্যে সায়ানাইড পিল নিয়ে ঘোরে। আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, যতটা বড় বলে দেখানোর চেষ্টা চলছে, আসলে তত বড় নয় ফেনিসের দলটা। একান্ত অনুগত সৈনিকের সংখ্যা বেশ কম... ওদেরকে পাঠানো হয় নির্বাচিত এলাকায়, সিরিয়াস ধরনের সমস্যা মোকাবেলার জন্য। সাধারণ কাজগুলো সারা হয় সেকেণ্ড বা থার্ড পার্টির ভাড়াটে লোক দিয়ে।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'কীসের কথা বলছেন আপনি, বুঝতে পারছেন?'

'অবশ্যই!' বলল কুয়াশা। 'হাসাসিন—শেখ হাসান ইবনে আল-সাবাহ্‌র মধ্যযুগীয় খুনি গোত্র। মানবহত্যাকে ধর্ম হিসেবে নিয়েছিল ওরা, প্রাণ উৎসর্গ করত তার জন্য।'

'মধ্যযুগের ওই ধর্মের আধুনিকায়ন করল কীভাবে?'

'আমার একটা থিয়োরি আছে এ-ব্যাপারে। দেখা হলে আলোচনা করা যাবে।'

'দেখা হচ্ছে আমাদের? কখন?'

'আগামীকাল রাতে... কিংবা পরশু সকালে। ছোট একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিমান ভাড়া করব। হিথ আর অ্যাশফোর্ডের মাঝখানে একটা প্রাইভেট এয়ারফিল্ড আছে, ল্যাণ্ড করব ওখানে। আগেও বেশ কয়েকবার এভাবে ঢুকেছি ইংল্যাণ্ডে। রাত একটার মধ্যে পৌঁছুতে পারব বলে আশা করছি। তুমি কোথায় উঠেছ?'

সাঙ্কেতিক ভাষায় ঠিকানা দিল রানা।

'ঠিক আছে,' বলল কুয়াশা। 'খুব শীঘ্রি দেখা হবে আমাদের। সোনিয়ার সঙ্গে কথা বলবে?'

'হ্যাঁ।'

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টার।

নিজের অফিসে বসে কাজ করছেন বিএসএস চিফ মারভিন লংফেলো, ইন্টারকম বেজে উঠল হঠাৎ করে। সামনে রাখা ফাইল থেকে দৃষ্টি সরালেন না তিনি, হাত বাড়িয়ে আলগোছে তুলে নিলেন রিসিভার। কানে ঠেকিয়ে বললেন, 'ইয়েস?'

'এক্সকিউজ মি, স্যর,' ওপাশ থেকে সেক্রেটারির কণ্ঠ ভেসে এল। 'বিরক্ত করতে মানা করেছিলেন আপনি, কিন্তু একটা জরুরি কল আছে...'

'কে করেছে?'

'নাম বলছে না। শুধু বলল, আপনাকে রাজহাঁস শিকারের কথা মনে করিয়ে দিতে। তা হলেই নাকি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন আপনি।'

চমকে উঠলেন মি. লংফেলো। রাজহাঁস শিকার... ওটা মাসুদ রানার কোড!

বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি। বয়েসের বিস্তর পার্থক্য থাকায়, ব্যক্তি হিসেবে প্রিয় বলেও, রানাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন মারভিন লংফেলো; তবে

www.BanglaBook.org

স্নেহ ছাড়াও ওর প্রতি তাঁর সমীহ ও শ্রদ্ধার ভাবও আছে, কারণ বিপদে-আপদে অতীতে বহুবার ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে সাহায্য করেছে রানা, এখনও করে। ওর সঙ্গে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন লংফেলো, তাই বিভিন্ন রকম কোড ঠিক করে রাখা হয়েছে।

'ঠিক আছে, লাইন দাও।'

খুটখাট শব্দ হলো, কয়েক সেকেণ্ড পরেই শোনা গেল রানার পরিচিত কণ্ঠ। 'হ্যালো, স্যর। কেমন আছেন?'

'একটু ধরো,' বললেন লংফেলো। 'আমি স্ক্র্যাম্বলার অন্ করছি।' টেলিফোন সেটের গায়ে একটা বোতাম চাপলেন তিনি। চালু হয়ে গেল ভয়েস এনক্রিপশন। আড়ি পাতলেও এখন আর ওঁদের কথা বুঝতে পারবে না কেউ। 'হ্যাঁ, এবার বলো।'

'আমার মিশন সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রাহাত কিছুটা আভাস দিয়েছে। তুমি এখন কোথায়? গ্রসভেনর স্কয়্যার থেকে তোমার নামে একটা অ্যালার্ট জারি হয়েছে, সেটা জানো?'

'আপনি জানেন?' একটু অবাক হলো রানা। 'আমেরিকান-রা সাহায্য চেয়েছে বিএসএস-এর?'

'উঁহুঁ,' নেতিবাচক জবাব দিলেন লংফেলো। 'নিজস্ব সোর্সের মাধ্যমে খবর পেয়েছি আমরা। ব্যাপারটা নিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমেরিকানরা মুখে তালা এঁটে রেখেছে।'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের পরিণতির কথা মনে পড়ল রানার। বলল, 'আপনি একটু সাবধানে থাকবেন, স্যর। আমার ধারণা, আপনার পিছনে লোক লাগানো হয়েছে।'

'কী যে বলো না!' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল মি. লংফেলোর কণ্ঠে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানে... লণ্ডনের মাটিতে বিএসএস চিফের পিছনে লোক লাগাবে? এত সাহস হবে না সিআইএ-র।'

'আমেরিকানদের কথা বলছি না,' বলল রানা। 'আমার বসের কাছে নিশ্চয়ই শুনেছেন ফেনিস সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কেন যেন বিশ্বাস হতে চায় না। একটা গুপ্তসংঘ এত শক্তিশালী হতে পারে না।'

'প্লিজ, আণ্ডার-এস্টিমেট করবেন না ওদেরকে। সতর্ক না থাকায় অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন প্রায় খুন হয়ে যাচ্ছিলেন।'

'আমি সবসময় সতর্ক-ই থাকি। এনিওয়ে, কী করতে পারি তোমার জন্য?'

'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার আমার। গোপনে। অনেক কথা আছে... সাহায্যও দরকার। ফোনে এত কিছু বলা সম্ভব নয়।'

'কখন দেখা করতে চাও?'

'পারলে এখুনি। তবে কাক-পক্ষীকেও টের পেতে দেয়া যাবে না।'

'হুম!' একটু ভাবলেন লংফেলো। 'ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি সাক্ষাতের। তুমি এখন কোথায়?'

'সোহো-তে। ওয়ার্ডোর আর শাফটসবিউরি-র মোড়ে।'

'গুড। টটেনহ্যাম কোর্টের দিকে এগোও। বিশ মিনিটের মধ্যে একটা খয়েরি রঙের মিনি-কার পৌঁছুবে ওখানে, অক্সফোর্ডের দিক থেকে আসবে। রাস্তার মোড়ে ইঞ্জিনে গোলমাল দেখা দেবে ওটার, থামবে কয়েক মিনিটের জন্য। নিগ্রো একজন ড্রাইভার থাকবে... ও-ই তোমার কন্ট্যাক্ট। ওর সঙ্গে উঠে বোসো গাড়িতে।'

'লোকটা কতখানি বিশ্বস্ত?'

'ষোলো আনা। আমার খাস লোক। ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। জায়গামত নিয়ে আসবে তোমাকে।'

www.BanglaBook.org

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যর।'

'ডোন্ট মেনশন। তোমার অপেক্ষায় রইলাম আমি।'

ঠিক সময়ে এসে গেল গাড়ি। চারপাশ দেখে নেবার জন্য এক মিনিট দেরি করল রানা, তারপর দরজা খুলে উঠে বসল সামনের সিটে।

'মি. রানা?' নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞেস করল নিগ্রো ড্রাইভার। কুঁৎকুতে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সে। একটা হাত দৃষ্টিসীমার আড়ালে, সম্ভবত পিস্তল ধরে রেখেছে।

'হ্যাঁ।' মাথার হ্যাট খুলে ফেলল রানা। চেহারা দেখতে দিল।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' বলল ড্রাইভার। আড়াল থেকে স্টিয়ারিঙে উঠে এল হাত। ইঞ্জিন চালু করে গাড়ি আগে বাড়াল। টটেনহ্যাম কোর্ট থেকে বেরিয়ে এল মিনি। এবার নিজের পরিচয় দিল সে। 'আমার নাম আহাব।'

'আহাব?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'ক্যাপ্টেন আহাবের নাম থেকে এসেছে... বাবা-মা মবিডিকের ভক্ত ছিলেন।' হাসল নিগ্রো। 'আপনি তো বিখ্যাত মাসুদ রানা! পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'নাইস টু মিট ইউ টু, আহাব।' রানাও হাসল।

সহজ হয়ে এল পরিবেশ। দক্ষিণদিকের পথ ধরে লন্ডন থেকে বেরিয়ে এল মিনি। হিথরো এয়ারপোর্টের রাস্তায় এগোল কয়েক মাইল, তারপর বাঁক নিয়ে রেডহিলের রাস্তা ধরল—পশ্চিমের কান্ট্রিসাইডের দিকে যাচ্ছে। খুব একটা কথা বলল না আহাব, বোধহয় বুঝতে পেরেছে, গল্প করার মুডে নেই রানা। নীরবতা পাওয়ায় ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করতে পারল রানা। মারভিন ম্যাককেলোর সঙ্গে কী কথা বলবে, তা সাজিয়ে নিল মনে মনে।

www.BanglaBook.org

'আর একটু পরেই প্রথম ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যাব আমরা,' অনেকক্ষণ পর বলে উঠল আহাব।

'প্রথম ডেস্টিনেশন?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটল রানার চোখে।

'হ্যাঁ। দু'ভাগ করা হয়েছে আমাদের ট্রিপ। সামনে গিয়ে গাড়ি বদলাব আমরা। আমাদের মত চেহারা-সুরতের দু'জনকে রাখা হয়েছে ওখানে, মিনি নিয়ে লণ্ডনে ফিরে যাবে ওরা। আপনি আর আমি আরেকটা গাড়ি নিয়ে এগোব। পরের জার্নিটা মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের। মি. লংফেলোর পৌঁছুতে একটু দেরি হতে পারে। চারবার গাড়ি বদলাবেন উনি।'

বোঝা গেল, রানার ওয়ার্নিংকে সিরিয়াসলি নিয়েছেন বিএসএস চিফ। তাঁকে পুরো ব্যাপারটা কতখানি খুলে বলবে, তা নিয়ে একটু দ্বিধায় ভুগছে রানা। না, ভদ্রলোকের সততা বা বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দেহ নেই কোনও। কিন্তু তারপরেও ব্রিটেনের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থার কর্ণধারের কাছে সে-দেশেরই পররাষ্ট্র-সচিব সম্পর্কে অভিযোগ করতে গেলে নিরেট তথ্য-প্রমাণ দরকার। অথচ পঁচাত্তর বছরের পুরনো একটা তালিকায় লেখা নাম ছাড়া নাইজেল উইটিংহ্যামের বিরুদ্ধে কিছুই নেই ওর থলেতে।

ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারি কীভাবে সাহায্য করতে পারে ফেনিসকে, এ-নিয়েও ভাবছে রানা। বড় বড় কর্পোরেশনের কাভার নিয়ে বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাস-কে ফাইনান্স করছে সংগঠনটা, কিন্তু উইটিংহ্যামের তো সে-ধরনের কোনও ব্যবসা নেই। তবে এ-কথা ঠিক, দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টাকা চালাচালি করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রনীতি এবং মুদ্রানীতির বড় একটা ভূমিকা থাকে। আর আমেরিকা-ব্রিটেনের মত পরাশক্তিগুলোর বৈদেশিক নীতি যে বাকি পৃথিবীকে প্রভাবিত করে, সে তো জানা কথা। উইটিংহ্যাম কি মুদ্রা পাচারের কাজে ফেনিসকে সাহায্য

www.BanglaBook.org

করছে কি না, সেটাই এখন দেখতে হবে।

গতি কমিয়ে রাস্তা থেকে গাড়ি নামিয়ে ফেলল আহাব। ইউ-টার্ন নিয়ে মুখ ঘোরাল যে-দিক থেকে এসেছে সে-দিকে। ত্রিশ সেকেণ্ড পরেই রাস্তা ধরে বড় একটা বেন্টলি সেডান উদয় হলো। দরজা খুলে নেমে পড়ল আহাব, পিছু পিছু রানা। বেন্টলির ড্রাইভার আর আরোহীও নামল। হাতবদল হলো চাবি। নীরবে গাড়িও বদলাল ওরা। বেন্টলি নিয়ে আবার পশ্চিমদিকে রওনা হলো রানা আর আহাব।

'আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?' একটু পর ইতস্তত করে বলে উঠল আহাব।

'করো।'

'ট্রেইনিং নেয়া আছে আমার... কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে খুন করিনি। ও-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে জমে যাই কি না, এই ভয়ে আছি। আচ্ছা... অভিজ্ঞতাটা কেমন?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। আহাবের প্রশ্ন ওকে টানাপড়েনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। যেন এমন এক জায়গায় ফিরে যেতে বলা হচ্ছে ওকে, যেখানে কষ্ট-বেদনা আর আত্মগ্লানি ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। বলল, 'আসলে... বলবার মত কিছু নেই। একেবারে অনন্যোপায় না হলে কারও প্রাণ নেবে না তুমি। যখন নেবে, তখন মনে কোরো, ওই একটা প্রাণের বিনিময়ে অসংখ্য প্রাণ বাঁচাচ্ছ। এই একটা যুক্তি দেখিয়েই বুঝ দিতে হবে বিবেককে, তারপর স্মৃতিটা চাপা দিতে হবে মনের গভীরে। চেষ্টা করতে হবে ভুলে যেতে। যদি না ভোলো, বিবেকের দংশনে পাগল হয়ে যাবে তুমি।'

গম্ভীর হয়ে গেল আহাব। 'এর থেকে বাঁচার কোনও উপায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই, না?'

'না। এখন পর্যন্ত অমন কিছু ঘটেনি তোমার ভাগ্যে, বেঁচে গেছ। প্রার্থনা কোরো, কোনোদিন যাতে কারও প্রাণ নিতে না হয়। সে বড় ভয়ানক এক অভিজ্ঞতা।'

'আপনার নিশ্চয়ই সে-অভিজ্ঞতা বহুবার হয়েছে?'

জবাব দিল না রানা। মন ভারী হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওর অভিজ্ঞতার ঝুলি পুরো হয়ে গেছে। মনের গভীরে এখন আর স্মৃতিগুলোকে চাপা দেবার জায়গা অবশিষ্ট নেই।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর গিল্ডফোর্ডের পিকনিক এরিয়ায় পৌঁছুল বেন্টলি, ঢুকে পড়ল পরিত্যক্ত পার্কিং লটে। চাঁদের আলোয় রেইল-ফেন্সের ওপাশে ভৌতিক অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি দোলনা, স্লাইড আর সি-সঅ। বসন্তের বেশি দেরি নেই, তখন এ-জায়গা ভরে উঠবে শিশুদের কলকাকলি, হাসি-আনন্দ আর খেলাধুলায়। নিয়মিত চলবে বনভোজন। তবে আজ রাতে ইঞ্জিনের চাপা গর্জন ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই এখানে।

পার্কিং লটে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ওদের অপেক্ষায়, তবে মারভিন লংফেলো নেই ওর ভিতরে। আগেভাগে দু'জন এজেন্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি মিটিঙের আগে লোকেশন-সুইপ করবার জন্য। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের উপর কীভাবে হামলা করা হয়েছিল, সে-খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন বিএসএস চিফ, তাই কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে খুশি হলো রানা।

গাড়ি থেকে নামতেই বেঁটেখাটো একজন মানুষ হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল। 'হ্যালো, মি. রানা!'

'হাই, কেমন আছ?' হাত মেলাল রানা। চেহারা পরিচিত, বিএসএস হেডকোয়ার্টারে একে আগে দেখেছে ও, কিন্তু নাম মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে পারল না।

'বোধহয় তিন-চার বছর পর দেখা হলো আমাদের, তাই না?' হাসল এজেন্ট। 'শেষবার আপনাকে দেখেছিলাম তাসখন্দের জয়েন্ট অপারেশনে যাবার আগে। ব্রিফিং দিয়েছিলাম আপনাকে... মনে পড়ে।'

'হ্যাঁ, অ্যাশটন,' নাম মনে পড়ে যাওয়ায় রানার মুখেও হাসি ফুটল। 'এখন কী করছ?'

'সাউদার্ন ইয়োরোপ ডেস্ক। খুবই নীরস কাজ।'

'মি. লংফেলো কোথায়?'

'এসে যাবেন শীঘ্রি। একটু অপেক্ষা করুন।'

মিনিটদশেক পরে দূরে হেডলাইটের আলো দেখা গেল। তার কিছুক্ষণ পরে একটা লণ্ডন-ট্যাক্সি ঢুকল পার্কিং লটে। ক্যাবচালকের আসনে বসে আছেন লংফেলো স্বয়ং। আর কেউ নেই গাড়িতে। বেন্টলির পাশে এসে থামল ট্যাক্সি, দরজা খুলে নেমে এলেন বিএসএস চিফ। হাত-পা ঝাড়া দিয়ে আড়ষ্টতা কাটালেন, তারপর এগিয়ে এলেন রানার দিকে।

'রানা! মাই বয়! কেমন আছ?' হাত মেলালেন তিনি।

'এত তাড়াতাড়ি দেখা করতে আসায় ধন্যবাদ।' কৃতজ্ঞতা জানাল রানা।

'ভুলে যাও। তোমার জন্য এটুকু করা তো কিছুই না। কিন্তু... লণ্ডনের এই ট্যাক্সিগুলো চালানো সহজ কাজ নয়। স্টিয়ারিং আর ট্রান্সমিশন, দুটোই যেন জ্যাম হয়ে আছে। সিটও ভীষণ শক্ত। পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে।' হাসলেন লংফেলো। 'আগামীতে কখনও ট্যাক্সিতে চড়লে ড্রাইভারের বখশিশ বাড়িয়ে দিতে হবে। অনেক কষ্ট করে বেচারারা।' ঘাড় ফিরিয়ে পার্কের এন্ট্রান্সের দিকে তাকালেন। 'চলো হাঁটি। ভিতরে গিয়ে শুনব তোমার কথা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পার্কে ঢুকে পাশাপাশি দুটো দোলনায় বসল ওরা। নিচু গলায় ফেনিস সম্পর্কে সব খুলে বলল রানা। এখন পর্যন্ত যা যা জানতে পেরেছে... আর আগামীতে যেসব তথ্য ভেরিফাই করে নিতে চায়। পররাষ্ট্র-সচিব নাইজেল উইটিংহ্যাম সম্পর্কে বলবার আগে একটু ইতস্তত করল, তবে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল খানিক পর।

ওর কথা শেষ হবার পর কিছুটা সময় চুপ করে রইলেন মারভিন লংফেলো। বোধহয় হজম করে নিতে চাইছেন এতসব তথ্য। একটু পর বললেন, 'ইট'স্ আনবিলিভেবল, রানা। আর কেউ বললে হয়তো বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু তারপরেও...'

'কোথায় খটকা লাগছে আপনার, স্যর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমাদের ফরেন সেক্রেটারির ব্যাপারটা। নাইজেল উইটিংহ্যামকে আমি খুব ভাল করে চিনি। ধোয়া তুলসীপাতা বলব না... তাই বলে ফেনিসের মত একটা সংগঠনের সদস্য বলে মনে হয় না।'

'ওটাই ওদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র, মি. লংফেলো। এমন সব লোকের মাধ্যমে স্বার্থ হাসিল করছে, যাদেরকে সন্দেহ করবার কোনও অবকাশ নেই।'

'হুম! তুমি যদি চাও, আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখতে পারি...'

'না,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আপনার কাছ থেকে অন্যরকম সাহায্য চাই আমি। নাইজেল উইটিংহ্যামের সঙ্গে একটা আনঅফিশিয়াল মিটিঙের ব্যবস্থা করে দিন আমার।'

ভুরু কোঁচকালেন লংফেলো। 'সরাসরি কনফ্রন্টেশনে যাবে? ইটালিতে কিন্তু লাভ হয়নি। মার্সেলো বিয়াঞ্চি খুন হয়ে গেছে। ওর কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারোনি তুমি।'

'এ-ছাড়া আর কোনও উপায়ও তো নেই। গোপনে খোঁজখবর নিতে অনেক সময় লাগবে। অত সময় নেই আমার হাতে। আমার

www.BanglaBook.org

আর কুয়াশার পিছনে খুনি লেলিয়ে দিয়েছে ওরা। কতক্ষণ ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে টিকে থাকতে পারব, জানি না।'

'তারপরেও তোমার এই ট্যাকটিক্স পছন্দ হচ্ছে না আমার,' অস্বস্তিভরে বললেন লংফেলো। 'কী করতে চাইছ, রাহাত তা জানে?' বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের কথা জিজ্ঞেস করছেন তিনি।

'গতকাল কথা বলেছি আমি বসের সঙ্গে,' জানাল রানা।

'এ-কথা বোলো না যে, গ্রেট ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারির সামনে গিয়ে অভিযোগের আঙুল তোলার অনুমতি দিয়েছে তোমাকে রাহাত।'

'উনি শুধু বুঝে-শুনে এগোতে বলেছেন।'

'এ-ই বুঝি তোমার বুঝে-শুনে এগোনো? অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করব আমি... গোলমাল দেখা দিলে ফেঁসে যাব না?'

'আপনাকে বিপদে ফেলবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার, স্যর,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল রানা। 'নিশ্চিন্ত থাকুন, ওখানে আমি যা-ই বলি না কেন, সেটা আমার আর ফরেন সেক্রেটারির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে... ফেনিসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকুক বা না-ই থাকুক। আফটার অল, বুদ্ধিমান কোনও রাজনীতিক তার পূর্বপুরুষের সঙ্গে একটা গুপ্তসংঘের কানেকশনের খবর বা গুজব... কোনোটাই প্রচার হবার ঝুঁকি নেবে না। তাতে পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে ভদ্রলোকের।'

'ব্ল্যাকমেইল করবে ওঁকে?' আঁতকে উঠলেন লংফেলো। 'মাই গড!'

'আমি শুধু ফেনিসের মাথাটার খোঁজ জানতে চাইব তাঁর কাছে।'

'দিস ইজ ম্যাডনেস!' ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লংফেলো। 'তুমি স্রেফ পাগলামি করছ, রানা। এভাবে কিছুই জানতে পারবে না উইটিংহ্যামের কাছ থেকে।'

'দেখাই যাক,' বলল রানা। 'আপনি মিটিঙের ব্যবস্থা করতে পারবেন কি না বলুন। নইলে আমার কাজ আরও কঠিন হয়ে যাবে।'

কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন বিএসএস চিফ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঠিক আছে, করব আমি সাহায্য। তবে শুধুই তোমার অনুরোধের কারণে। আমি এখনও বলব, ভুল কৌশল বেছেছ তুমি।'

'আর কোনও বিকল্প থাকলে বলতে পারেন।'

'বলেছি তো, উইটিংহ্যামের ব্যাপারে তদন্ত করবার সুযোগ দাও আমাকে।'

'না, স্যর। আপনার নিরাপত্তার জন্যই সেটা উচিত হবে না। খোঁজখবর নেয়া শুরু করতেই মৃত্যু-পরোয়ানা জারি হয়ে যাবে আপনার নামে... ঠিক অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের মত। আমি সে-ঝুঁকি নিতে পারি না।'

'বিএসএস চিফকে খুন করা এত সহজ নয়।'

'কথাটা প্রফেশনালদের ব্যাপারে খাটে না,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'প্লিজ, স্যর, আমাকে আমার মত কাজ করতে দিন। এমনিতেই আপনাকে সতর্ক হবার অনুরোধ করছি আমি, দয়া করে বিপদ বাড়াবেন না।'

হাল ছেড়ে দিলেন মারভিন লংফেলো। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে বললেন, 'বেশ, তোমার যা ইচ্ছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তেরো

নাইটস্‌ব্রিজের একটা রুমিং হাউসে উঠেছে রানা, লণ্ডনের এই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা গা-ঢাকা দেবার জন্য আদর্শ। সকাল সাড়ে নটায় ওখান থেকে বেরুল ও ব্রেকফাস্ট সারার জন্য। নিউজস্ট্যাণ্ডের সামনে ক্ষণিকের জন্য থামল সকালের পত্রিকা কিনতে, তারপর ছোট একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল। এন্ট্রান্সের কাছের একটা টেবিলে বসল ও, কাছেই একটা পে-ফোন ঝুলছে দেয়ালে। ঘড়িতে চোখ বোলাল, পৌনে দশটা বাজে। ঠিক সোয়া দশটায় মারভিন লংফেলোকে আবার ফোন করতে হবে—ফরেন সেক্রেটারির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের খবর নেবার জন্য।

ওয়েইট্রেস এলে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল রানা, তারপর ভাঁজ খুলে মেলে ধরল পত্রিকা। যা খুঁজছিল, তা পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম পাতার এক কোণে ছোট্ট করে ছাপা হয়েছে খবরটা। নাশতা খেতে খেতে শুরু করল পড়তে।

ক্রুনা ডরগেন-এর মৃত্যু

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

এসেন, জার্মানি। ওয়ালথার ডরগেনের কন্যা, অ্যানসেল ডরগেনের নাতনি ক্রুনা ডরগেনের মৃতদেহ গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর ওয়ার্ডেনস্ট্রাসের পেন্টহাউসে আবিষ্কৃত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েছে। ডাক্তারের মতে, ম্যাসিভ করোনারি স্ট্রোকে অকালমৃত্যুর শিকার হয়েছেন তিনি। গত দু'দশক থেকে ফ্রাউলাইন ভরগেন তাঁর পিতার দিকনির্দেশনায় ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁর পিতামাতা বর্তমানে স্ট্যাডওয়ান্ডের ব্যক্তিগত এস্টেটে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় তাঁদের প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, কন্যার মৃত্যুসংবাদে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন ওয়ালথার ভরগেন; পারিবারিক ডাক্তার তাঁর জীবনের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন...

তিক্ত একটা হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। দু'দুটো মৃত্যুর ঘটনাকে স্বাভাবিক দেখাবার জন্য ভাল কৌশলই বের করেছে ফেনিস। সন্দেহ নেই, ঘুষ পেয়ে জার্মানির বেশ কিছু লোকের পকেট ভারী হবে এই উসিলায়। খবরের বাকি অংশ পড়ার আর আগ্রহ পেল না। কলামের নীচদিকে চলে গেল চোখ, ওখানে এ-সংক্রান্ত আরেকটা সংবাদ ছাপা হয়েছে।

ভরগেন-এর মৃত্যুতে ট্রান্সকমের উদ্বেগ
(নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধি)

পুরো ওয়াল স্ট্রিটকে বিস্মিত করে দিয়ে আজ সকালে ট্রান্স-কমিউনিকেশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের একদল প্রতিনিধি এসেনের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। ফ্রাউলাইন ব্রুনা ভরগেনের অকালমৃত্যু এবং তাঁর পিতা ওয়ালথার ভরগেনের অসুস্থতার ফলে ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজ এখন নেতৃত্বশূন্য; এই অচলাবস্থা নিরসন-ই তাঁদের পরিদর্শনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মূল উদ্দেশ্য বলে জানা গেছে। এ-সংবাদ বিস্ময়জনক এ-কারণে যে, অতীতে অরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজে আমেরিকান পুঁজি বিশ শতাংশের বেশি নয় বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান কানাঘুষোয় বলা হচ্ছে, আসলে অস্ত্র-নির্মাতা ওই প্রতিষ্ঠানে আমেরিকান শেয়ার পঞ্চাশ শতাংশের উর্ধ্বে। যদিও ট্রাইকমের বস্টন হেডকোয়ার্টার থেকে উক্ত গুজবের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে...

বস্টন! ম্যাসাচুসেটস্ অঙ্গরাজ্যের রাজধানী! ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। ডেভিড ম্যাহোনি ওখানকার-ই সিনেটর—ফেনিসের অলিকার চতুর্থ মানুষটার উত্তরসূরি। রাজনৈতিক ঐতিহ্যধারী অত্যন্ত প্রভাবশালী এই পরিবার... কেউ কেউ কেনেডি পরিবারের সঙ্গেও তুলনা করে থাকে। ট্রাইকমের সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে এই পরিবারের? খোঁজ নিতে হবে, ভাবল ও।

টেলিফোনের কর্কশ রিং শুনে ধ্যানভঙ্গ হলো রানার। দেয়ালে ঝোলানো পে-ফোন বাজছে। ঘড়ি দেখল, দশটা আট। ওয়েইট্রেসকে দেখল রিসিভার তুলতে। ভুরু কুঁচকে অপরপক্ষের সঙ্গে কথা বলল সে, তারপর রিসিভারটা হাতে ধরে কাস্টোমারদের দিকে ফিরল।

'এখানে মি. কায়সার বলে কেউ আছেন? মাসুদ কায়সার?'

চমকে উঠল রানা। মাসুদ কায়সার ছদ্মনামে মাঝে মাঝে কাজ করে ও। সেটা তো কারও জানার কথা নয়। নাকি ব্যাপারটা কাকতালীয়?

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল ও। শেষে পরাস্ত হলো কৌতূহলের কাছে। টেবিল থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়াল ওয়েইট্রেসের সামনে। 'আমিই মাসুদ কায়সার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর হাতে রিসিভার তুলে দিয়ে চলে গেল মেয়েটা। লম্বা করে শ্বাস নিল রানা। তারপর কথা বলল মাউথপিসে। 'হ্যালো?'

'সুপ্রভাত, মি. মাসুদ রানা!' ভেসে এল পরিশীলিত একটা কণ্ঠস্বর—পুরুষ। 'আশা করি রোম থেকে আসবার পর যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়েছেন আপনি?'

'কে তুমি?'

'আমার নাম গুরুত্বহীন। আমাকে আপনি চেনেন না। শুধু এটুকু বুঝুন, আপনাকে খুঁজে পেয়েছি আমরা... চাইলে যে-কোনও মুহূর্তে হাতের মুঠোয় নিতে পারি। কিন্তু অযথা রক্তপাতে কারও উপকার হবে না। তারচেয়ে একসঙ্গে বসে নিজেদের বিভেদ মিটিয়ে নেয়া ভাল না? কথা বললে বুঝতে পারবেন, আমাদের বিভেদ যতটা বড় ভাবছেন, আসলে ততটা নয়।'

'আমাকে যারা খুন করবার চেষ্টা করছে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে আপত্তি আছে আমার।'

'একটু ভুল হচ্ছে আপনার। কেউ কেউ আপনাকে খুন করতে চাইছে বটে, কিন্তু কেউ কেউ আবার বাঁচাতেও চাইছে।'

'কীসের জন্য? কেমিক্যাল থেরাপি দেবার জন্য? যাতে আমি কী আবিষ্কার করেছি, তা জেনে নেয়া যায়?'

'যা জেনেছেন, তা অর্থহীন। ওসব জেনে কিছুই করতে পারবেন না আমাদের বিরুদ্ধে। মাঝখান থেকে প্রাণটা হারাবেন। এমনিতেই শত্রুর অভাব নেই আপনার। আমেরিকান-রা আপনাকে জেনারেল ওয়ার্নারের হত্যার অভিযোগে খুঁজছে। ড. ইভানোভিচের খুনি কুয়াশা-র সঙ্গে হাত মেলানোয় রাশানরাও নাখোশ আপনার উপর। দেখামাত্র আপনাকে খুন করবে ওরা। পরিস্থিতি আপনার প্রতিকূলে, মি. রানা। রেস্টুরেন্ট থেকে বের হওয়ামাত্র আপনাকে খতম করে দিতে পারি আমরা... এমনকী ভিতরেও!'

www.BanglaBook.org

দ্রুত রেস্টুরেন্টের অভ্যন্তরে নজর বোলাল রানা, সন্দেহজনক চরিত্র খুঁজছে। বেশ ক'জনকেই তার সন্দেহজনক মনে হলো, কিন্তু নিশ্চিত হবার উপায় নেই। বাইরের ভিড়ে ক'জন ওঁৎ পেতে আছে, কে জানে। সন্দেহ নেই, ফাঁদে পড়ে গেছে ও। লড়াই করতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু তাতে রেস্টুরেন্টে উপস্থিত নিরীহ মানুষ আহত-নিহত হবে। কী করা যায়? বিএসএস চিফের কাছে সাহায্য চাইতে পারে, তবে নির্ধারিত সময়ের আগে ফোন করা যাবে না তাঁকে। ঘড়ি দেখে নিল, এখনও চার মিনিট বাকি। সময়টুকু নষ্ট করতে হবে এখানে।

'দেখা করতে চাও আমার সঙ্গে?' টেলিফোনের লোকটাকে বলল রানা। 'তা হলে গ্যারান্টি দাও, আমাকে এখান থেকে নিরাপদে বেরুতে দেবে।'

'দিচ্ছি গ্যারান্টি।'

'মুখের কথায় বিশ্বাস করি না। তোমার অন্তত একজন লোককে আইডেন্টিফাই করো রেস্টুরেন্টের ভিতর।'

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার, মি. রানা,' কাটা কাটা স্বরে বলল লোকটা। 'তোমাকে এখানে আটকে রাখতে পারি আমরা, তারপর খবর দিতে পারি অ্যামেরিকান এম্বাসিতে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কোণঠাসা হয়ে পড়বে তুমি। যদি কোনোভাবে আমেরিকানদের ফাঁকি-ও দাও, বাইরে আমরা অপেক্ষায় থাকব তোমার... আউটার সার্কেলে। কোনও চান্স নেই তোমার।'

ব্যস্ত চোখে ঘড়ি দেখল রানা—দশটা বারো। আরও তিন মিনিট।

'তা হলে তো বলব, আমার সঙ্গে দেখা করবার ব্যাপারে তেমন কোনও ইচ্ছেই নেই তোমাদের,' বাঁকা সুরে বলল ও। মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে, ফোনের লোকটা স্রেফ একজন বার্তাবাহক;

www.BanglaBook.org

ওকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাবার নির্দেশটা অন্য কেউ দিয়েছে।

'আমি এখনও বলব...'

'একজনকে চিনতে চাই আমি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'নইলে কোথাও যাচ্ছি না!' দৃঢ়তা ফোটাল কণ্ঠে।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল অপরপক্ষ। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'বেশ, আশপাশে তাকান. চেয়ালভাঙা একজনকে দেখবেন, গায়ে খয়েরি কোট...'

'দেখতে পাচ্ছি,' বলল রানা। পাঁচ টেবিল দূরে বসে আছে লোকটা।

'গুড। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোন। ও আপনার পিছনে থাকবে। ও-ই আপনার গ্যারান্টি।'

দশটা তেরো বাজে। আর দু'মিনিট।

'ওর নিজের কোনও গ্যারান্টি আছে? আমার সঙ্গে ওকেও যে খুন করে ফেলবে না তোমরা, সেটা জানছি কীভাবে?'

'ওহ্, কাম অন, মি. রানা!'

'হেসো না। তোমার নাম কিন্তু এখনও জানা হলো না।'

'বলেছি তো, ওটা গুরুত্বহীন।'

'কিছুই গুরুত্বহীন নয়। নামটা জানতে চাই আমি।'

'স্মিথ। মেনে নাও।'

দশটা চোদ্দ। এক মিনিট। সময় হয়েছে।

'ঠিক আছে, প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে দাও আমাকে। নাশতাও শেষ করতে চাই।'

লোকটাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না ও। নামিয়ে রাখল রিসিভার। উল্টো ঘুরে এগিয়ে গেল চোয়ালভাঙার কাছে। আড়ষ্ট হয়ে উঠল লোকটা, এক হাত চলে গেল ওভারকোটের তলায়।

'রিল্যাক্স!' কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল রানা। 'আমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলা হয়েছে, তুমি নাকি বাইরে নিয়ে যাবে আমাকে। আর হ্যাঁ... যাবার আগে একটা ফোনও করতে হবে। আমাকে নাম্বার দেয়া হয়েছে।'

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারছে না চোয়ালভাঙা। তাকে ওই অবস্থায় রেখে উল্টো ঘুরল রানা, ফিরে এল ফোনের কাছে। রিসিভার তুলে দ্রুত ডায়াল করল। কয়েকবার রিং হলো, তারপর কল রিসিভ করলেন লংফেলো... সম্ভবত স্ক্র্যাম্বলার চালু করবার জন্য সময় নিয়েছেন।

'তাড়াতাড়ি কথা সারতে হবে আমাদেরকে,' বিএসএস চিফ মুখ খোলার আগেই বলে উঠল রানা। 'আমার খোঁজ পেয়ে গেছে ওরা বিপদে পড়ে গেছি।'

'কোথায় তুমি?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন লংফেলো। 'আমি সাহায্য পাঠাচ্ছি।'

ঠিকানা বলল রানা। 'দুটো সাইরেন দরকার আমার... রেগুলার পুলিশ কার হলেই চলবে। রেস্টুরেন্টে পলাতক আইরিশ বিপ্লবী আছে বলে জানাবেন ওদেরকে।'

'ধরে নাও রওনা হয়ে গেছে।' আরেকটা ফোন তুলে হড়বড় করে নির্দেশ দিলেন লংফেলো।

'উইটিংহ্যামের খবর কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আগামীকাল সন্ধ্যায়... বেলগ্রেভিয়ায় ওঁর বাড়িতে যেতে হবে। আমিই নিয়ে যাব তোমাকে।'

'শিডিউলটা একটু এগিয়ে আনা যায় না?'

'মাথা খারাপ? কাল যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছি, সেটাও সাত জনমের ভাগ্য। অ্যাডমিরাল্টি থেকে একটা ভুয়া রেকমেণ্ডেশন দিতে হয়েছে ওটার জন্য।' দম নেবার জন্য থামলেন লংফেলো। 'বাই দ্য ওয়ে, তোমার সন্দেহ ঠিক—কাল রাতে আমি কোথায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিলাম, সেটা জানার চেষ্টা করেছে কারা যেন। হোম অফিসের নাম করে ফোন করেছিল আমার সেক্রেটারির কাছে। কী নাকি জরুরি খবর দিতে চেয়েছিল।'

'তারপর?'

'অ্যাডমিরাল্টি অফিসে একটা মিটিঙের কথা বলে বেরিয়েছিলাম... ওটাই জানিয়েছে আমার সেক্রেটারি।'

'ওরা যদি ভেরিফাই করার চেষ্টা করে?'

'ভয়ের কিছু নেই। তোমার সঙ্গে দেখা করে সোজা চলে গিয়েছিলাম অ্যাডমিরাল্টি অফিসে। রাত এগারোটার সময় সবাইকে দেখিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।'

'ভাল করেছেন, স্যর। ইয়ে... উইটিংহ্যামকে আমার নাম বলেননি তো?'

'উঁহুঁ। ভুয়া নাম দিয়েছি। তোমার মিটিং যদি ফলপ্রসূ না হয়, যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হবে আমাকে।'

ঝামেলা এমনিতেও কম হবে না, ভাবল রানা। ফেনিস যদি সত্যিই ওর প্রতিটা পদক্ষেপের উপর নজর রাখে, তা হলে ইতিমধ্যেই বিপদ ঘনিয়ে এসেছে ফরেন সেক্রেটারি আর বিএসএস চিফের উপরে।

ও জানতে চাইল, 'আগামীকাল কখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে?'

'রাত আটটায়। তবে যাবার আগে ফোন করে যেতে বলেছে। তোমাকে সাতটার দিকে তুলে নেব আমি। কোথায় থাকবে?'

'এখুনি বলতে পারছি না। আজ বিকেলে ফোন করে জানাব আপনাকে... এই ধরুন, সাড়ে চারটার দিকে। অসুবিধে নেই তো?'

'উঁহুঁ। বাই চান্স যদি না পাও আমাকে, আসল জায়গার দু'ব্লক দূরের অ্যাড্রেস দিয়ে রেখো আমার সেক্রেটারিকে। আমি খুঁজে নেব

www.BanglaBook.org

তোমাকে।'

'গতকাল আপনার ডিকয়-দেরকে যারা অনুসরণ করছিল, তাদের ছবি জোগাড় করতে পেরেছেন?'

'দুপুরের মধ্যে আমার ডেস্কে পৌছুনোর কথা।'

'আচ্ছা। এক কাজ করুন... ভেবেচিন্তে অফিশিয়াল একটা অজুহাত দাঁড় করান—কেন আমাকে নিয়ে ফরেন সেক্রেটারির বাড়িতে যেতে পারবেন না আপনি। তার বদলে প্রস্তাব দেবেন ওঁকেই বিএসএস হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসবার... আপনি নিজেই নিয়ে আসবেন বলে কথা দেবেন।'

'হোয়াট!' চমকে উঠলেন লংফেলো।

রানার কথা শেষ হয়নি। না শোনার ভান করে ও বলে চলল, '...কিন্তু হেডকোয়ার্টারে না, ওকে আপনি নিয়ে আসবেন কনৌট হোটেলে। রুম নাম্বার এখুনি বলতে পারছি না, ওটা বিকেলে ফোন করে জানাব। আপনি যদি না থাকেন, তা হলে সেক্রেটারিকে অন্য একটা নাম্বার দেব। সেটা থেকে বাইশ বিয়োগ করে নেবেন।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, রানা?' হতভম্ব গলায় বললেন লংফেলো। 'সোজা কথায় ফরেন সেক্রেটারিকে কিডন্যাপ করাতে চাইছ আমাকে দিয়ে! কেন?'

'দুঃখিত, স্যর,' বিব্রত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু অনুরোধটা করছি আপনাদের দু'জনের নিরাপত্তার জন্যেই। প্লিজ... অমত করবেন না। আপনি ছাড়া আর কারও সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরুবেন না উইটিংহ্যাম।'

'তুমি দেখছি আমাকে জেলের ভাত না খাইয়ে ছাড়বে না!' গম্ভীর গলায় বললেন লংফেলো। 'ঠিক আছে, ব্যাপারটা ভেবে দেখব আমি। কিন্তু এখুনি কোনও কথা দিচ্ছি না।'

পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল বাইরে থেকে। রানা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, 'আপনার পাঠানো সাহায্য চলে এসেছে। রাখি, পরে কথা হবে। ধন্যবাদ।'

ফোন রেখে ফেনিসের খুনির কাছে ফিরে এল ও।

'কার সঙ্গে কথা বললে?' সন্দিহান কণ্ঠে জানতে চাইল চোয়ালভাঙা। আমেরিকান উচ্চারণ।

'নাম বলেনি,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা। 'কিন্তু ইন্সট্রাকশন পেয়েছি। আমাদেরকে এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।'

'কেন?'

'ঝামেলা দেখা দিয়েছে। তোমাদের একটা গাড়িতে রাইফেল পেয়েছে পুলিশ, ওটা আটক করা হয়েছে। এই এলাকা আইআরএ টেরোরিস্টদের আখড়া, জানো না বুঝি? চলো পালাই।'

প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল চোয়ালভাঙা। ডানদিকে মুখ ঘুরিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকাল। সঙ্গে সঙ্গে আরেক টেবিল থেকে উঠে পড়ল এক মাঝবয়েসী মহিলা, তার কাঁধে একটা বড়-সড় পার্স।

'হাঁটো!' বলল চোয়ালভাঙা। 'আমরা তোমার পিছনে থাকব।'

'এক মিনিট,' বলে উঠল রানা। 'আমাকে বিল মেটাতে হবে।'

'তাড়াতাড়ি করো।'

কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল রানা। আড়চোখে রেস্টুরেন্টের কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে নজর রাখছে। পুলিশের দুটো কার উদয় হয়েছে রাস্তার মোড়ে, এগিয়ে আসছে এদিকে। ইচ্ছে করে একটু সময় নিল ও বিল মেটাতে। বড় নোট দিল, যাতে ওটা ভাঙাতে সময় নেয় ক্যাশিয়ার। একটু পর খুচরো টাকা নিয়ে ও যখন উল্টো ঘুরল, তখন পুলিশের গাড়িদুটো রেস্টুরেন্টের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ইউনিফর্মধারী চারজন অফিসার বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে।

www.BanglaBook.org

হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। হাঁটতে শুরু করল ও। একটু দূরত্ব রেখে ওকে অনুসরণ করল চোয়ালভাঙা আর মাঝবয়েসী মহিলা। হিসেবি কদম ফেলে দরজার কাছে পৌঁছুল ও, ঠিক যখন পুলিশ অফিসার-রাও পৌঁছেছে ওপাশে। দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল রানা, মুখোমুখি হলো তাদের, পরমুহূর্তে ঝট্ করে উল্টো ঘুরল। চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে... ওরা! ওদের কাছে অস্ত্র আছে!'

থমকে দাঁড়াল দুই দুর্বৃত্ত। হতবাক হয়ে গেছে। সংবিৎ ফেরার আগেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ অফিসাররা। ব্যাটনের আঘাত করে শুইয়ে ফেলল মেঝেতে, পরাতে শুরু করল হাতকড়া।

রানা ওসব দেখছে না। চিৎকার দিয়েই ছুটতে শুরু করেছে ও। চোখের পলকে পেরিয়ে এল দুই ব্লক। একটা গলিতে পৌঁছে থামল দম নেবার জন্য। পিছনটা দেখে নিল একই সঙ্গে। না, কেউ পিছু নেয়নি। রাস্তার ওপাশে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। এক ছুটে ওটার ভিতরে গিয়ে ঢুকল ও। ট্রায়াল রুম বেছে নিল একটা। ওটায় ঢুকে দরজা আটকাল, তারপর সেলফোন বের করে রিং করল প্যারিসে। কুয়াশাকে সতর্ক করে দিতে হবে। লণ্ডনে পৌঁছুবার পর নাইটস্‌ব্রিজের রুমিং হাউসে আসবার কথা তার... রানার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। কিন্তু ও-জায়গার খোঁজ জেনে গেছে ফেনিস। কুয়াশা এলেই আটকা পড়বে তাদের হাতে।

দু'বার রিং হলো, তারপর তোলা হলো ফোন। ওপাশ থেকে ভেসে এল কুয়াশার গলা। 'ইয়েস?'

'আমি...' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

'কপাল ভাল আমাকে পেয়েছ।' একটু অস্বাভাবিক মনে হলো কুয়াশার কণ্ঠ। যেন কথা বলতে দ্বিধা করছে। 'একটু পরেই বেরিয়ে যাবার কথা আমার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কপাল সত্যিই ভাল,' রানা বলল। 'কিন্তু... কী হয়েছে আপনার?'

'কই... কিছু না তো। কেন?'

'অদ্ভুত শোনাচ্ছে আপনার গলা। সোনিয়া কোথায়? ও ফোন ধরল না কেন?'

'বাজার করতে গেছে। এসে যাবে শিগগির। গলা যদি অদ্ভুত শোনায়, তার কারণ—ফোন ধরতে পছন্দ করি না আমি।' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হয়ে এসেছে কুয়াশার। যুক্তিসঙ্গত কথা বলছে। 'তোমার কী হয়েছে, সেটাই বলো। অসময়ে ফোন করলে কেন?'

'এখানে পৌঁছুনোর পর জানবেন। তবে আপাতত নাইটস্‌ব্রিজের কথা ভুলে যান।'

'তা হলে তোমাকে পাব কোথায়?'

সাঙ্কেতিক ভাষায় আরেকটা জায়গার নাম বলল রানা।

'ঠিক আছে, ওখানেই দেখা হবে,' আলাপ শেষ করার সুরে বলল কুয়াশা।

'দাঁড়ান... সোনিয়ার সঙ্গে একটু কথা বলব আমি। ওকে বলবেন আধঘণ্টা পর ফোনের কাছে থাকতে।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল কুয়াশা। তারপর বলল, 'আসলে... বাজারশেষে ওর বেড়াতে যাবার কথা। লুভার মিউজিয়াম নাকি দেখেনি কোনোদিন। তাই ওকে ঘুরে আসতে বলেছি আমি। ফিরতে কতক্ষণ লাগবে, বলা মুশকিল। চিন্তা কোরো না, কিচ্ছু হয়নি ওর। রাখি।'

রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল কুয়াশা।

থম মেরে গেল রানা। ও-কথা বলল কেন কুয়াশা? কিচ্ছু হয়নি সোনিয়ার... তারমানে কি আসলে কিছু হয়েছে? ও লুভার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিউজিয়ামে যাবে কেন? রু দ্য বাখ্-এর অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরুবারই তো কথা নয় ওর। যত ভাবল, ততই বদ্ধমূল হলো ধারণাটা—প্যারিসেও বিপদ দেখা দিয়েছে। যে-ভাবে ওকে লণ্ডনে খুঁজে বের করেছে ফেনিস, একই ভাবে ওখানেও হয়তো খুঁজে বের করেছে ওরা কুয়াশাকে। কী ঘটেছে ওখানে? কোনও ধরনের হামলা? আহত হয়েছে সোনিয়া?

জানার উপায় নেই। নিষ্ফল হতাশায় ছটফট করতে লাগল রানা।

চোদ্দ

শুধুমাত্র চমৎকার একটা কিচেনের জন্য নয়, লণ্ডনের বিখ্যাত *কনৌট* হোটেল আত্মগোপনের জায়গা হিসেবেও একেবারে আদর্শ। শুধু লবি থেকে দূরে থাকতে হবে, এবং খাওয়াদাওয়া সারতে হবে রুম সার্ভিসের মাধ্যমে। সম্ভবত এই বিশেষ দুটো বৈশিষ্ট্যের কারণেই ওখানে কামরা পাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অন্তত দু'তিন সপ্তাহ আগে থেকে বুকিং দিয়ে না রাখলে সেটা একেবারেই অসম্ভব। কার্লোস প্লেসের এই অভিজাত হোটেল রাজকীয় শাসনামলের শেষ চিহ্ন; উঁচুতলার লোকজনের শেষ আশ্রয়স্থল, যেখানে তারা প্রয়োজনের মুহূর্তে গা-ঢাকা দিতে পারে। বলা বাহুল্য, এখানে কেউ কাউকে বিরক্ত করে না।

বহুদিন থেকে এ-কারণে *কনৌট* হোটেলকে নিজের কাজে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যবহার করছে রানা। স্বল্প সময়ের নোটিশে স্বাভাবিক নিয়মে কামরা পাওয়া অসম্ভব, তাই বিকল্প পন্থা অবলম্বন করেছে ও—ম্যানেজিং বোর্ডের একজন ডিরেক্টরকে বিভিন্ন বিপদ-আপদে সাহায্য করে কৃতজ্ঞ বানিয়ে রেখেছে। প্রতিটা থিয়েটারে হাউস-সিট থাকে, বড় বড় রেস্তোরাঁতেও থাকে রিজার্ভড টেবিল... তাদের নামিদামি পৃষ্ঠপোষকদের জন্য. একই নিয়মে কনৌট হোটেলও রাখছে কিছু খালি কামরা। ডিরেক্টরের কল্যাণে সেগুলোর যে-কোনোটা যখন-তখন পেতে পারে রানা। আজও তার ব্যত্যয় হয়নি।

'ছয়শ' ছাব্বিশ নম্বর স্যুইট,' রানার ফোন পেয়েই জানিয়েছেন ভদ্রলোক। 'লবিতে দাঁড়াবার প্রয়োজন নেই। লিফট ধরে সোজা চলে যাবেন ওখানে। ম্যানেজারকে ফোন করলে আপনার রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পাঠিয়ে দেবে কামরায়।'

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলে চলে এসেছে রানা। তার আগে সেরে নিয়েছে জরুরি আরেকটা কাজ রুমিং হাউসে ফেরা সম্ভব নয়, কিন্তু জামাকাপড় সব রয়ে গেছে ওখানে। কপাল ভাল, পাসপোর্ট আর টাকাপয়সা নিয়ে বেরিয়েছিল, তবে গায়ের কাপড় ছাড়া আর কোনও পরিধেয় ছিল না ওর কাছে। পোশাক-আশাকের গুরুত্ব কম নয়। ওর পেশায় ওগুলো স্রেফ লজ্জা-নিবারণ বা ফ্যাশনের বস্তু নয়, কাজ করবার হাতিয়ারও বটে। পোশাকের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা যায় নিত্যনতুন পরিচয় বা স্ট্যাটাস। তাই বেশকিছু নতুন কাপড় কিনে নিতে হয়েছে।

মাঝরাতের সামান্য পরে কনৌট হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। গাঢ় একটা রেইনকোট পরেছে, মাথায় সরু ব্রিমের হ্যাট। সার্ভিস এলিভেটর ধরে বেজমেন্টে নামল, ওখান থেকে এমপ্লয়িদের এন্ট্রান্স ধরে পিছনের ব্যস্ত রাস্তায়। একটা ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়াটারলু ব্রিজের উদ্দেশে। বিকেলে পরিকল্পনামাফিক ফোন করেছিল মারভিন লংফেলোর কাছে। অফিসে ছিলেন না বিএসএস চিফ, তাঁর সেক্রেটারিকে জানিয়ে দিয়েছে কনোট হোটেলের রুম নম্বর—৬৪৮। ওটা থেকে বাইশ বিয়োগ করলে আসল নম্বরটা পেয়ে যাবেন তিনি।

একে একে ট্রাফালগার স্কয়্যার, স্ট্র্যাণ্ড আর স্যাভয় কোর্ট পেরিয়ে এল ট্যাক্সি; এগোল ওয়াটারলু ব্রিজের এন্ট্রান্সের দিকে। আর সামনে যাবার মানে হয় না, টেমস্ আর ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেন্টের সাইড স্ট্রিট ধরে হেঁটে চলে যাওয়া যাবে বাকি পথ। তাই ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাঁধ স্পর্শ করে ও বলল, 'ব্যস, এখানেই নামব আমি।' ভাড়া আর বখশিশ বাবদ চকচকে দুটো নোট গুঁজে দিল লোকটার হাতে

স্যাভয় হোটেলের পাশের ঢালু লেইন ধরে হাঁটতে শুরু করল রানা, নেমে এল পাহাড়ের নীচে। কৃত্রিম আলোয় আলোকিত, চওড়া বুলেভার্ডের ওপাশে দেখা যাচ্ছে কংক্রিটের ওয়াকওয়ে আর ইঁটের উঁচু দেয়াল—টেমস্ নদীর সীমানা ঘিরে রেখেছে। নদীতীরের কাছে স্থায়ীভাবে মুরিং করে রাখা হয়েছে *ক্যালেডোনিয়া* নামে এক বিশাল বার্জ—ওটাকে পরিণত করা হয়েছে মদ্যশালায়। এখন অবশ্য বন্ধ। রাত এগারোটার পরে আর খোলা থাকে না ওটা। জানালার কাঁচের ওপাশে ম্লান আলো দেখে বোঝা গেল, ভিতরের কর্মচারীরা দিনশেষের সাফ-সুতরোয় ব্যস্ত।

গাছের সারিতে ঢাকা এমব্যাঙ্কমেন্ট ধরে সিকি মাইল দক্ষিণে গেলে দেখা পাওয়া যাবে ছোটখাট এক ফ্লিটের—বড়সড়, চওড়া, আরামদায়ক অনেকগুলো রিভারবোটের সমষ্টি, দিনভর পর্যটক আনানেয়া করে টাওয়ার অভ লণ্ডন, ল্যামবেথ ব্রিজ আর ক্লিওপেট্রা'স্ নিডলে। বহু বছর আগে এই বোটগুলো *টাওয়ার*

www.BanglaBook.org

সেন্ট্রাল বলে পরিচিত ছিল... আর এখানেই কুয়াশাকে আসতে বলেছে রানা।

স্যাভয় হোটেলের পিছনের বাগানের ভিতর দিয়ে এগোল ও, উপর থেকে ভেসে আসছে বলরুমের সঙ্গীতের আবছা আওয়াজ। গার্ডেন পার্টির জন্য তৈরি করা একটা অ্যাম্ফিথিয়েটারে পৌঁছুল, বেঞ্চের সারির মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে কয়েক জোড়া কপোত-কপোতী। নিঃসঙ্গ কেউ আছে কি না, দেখার জন্য চোখ বোলাল রানা, কিন্তু পেল না কাউকে। অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে বেরিয়ে এল তাই, পেভমেন্ট ধরে হাঁটতে শুরু করল বুলেভার্ডের পাশ ধরে।

কোথায় কুয়াশা? এতক্ষণে তো পৌঁছে যাবার কথা। গাড়ি নিয়ে এসেছে? রাস্তার ধারে পার্ক করা গাড়ির খোঁজে নজর বোলাল রানা, কিন্তু এবারও হতাশ হতে হলো। গভীর রাতে খাঁ খাঁ করছে রাস্তা... একটা যানবাহনও নেই। উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছু মানুষ হাঁটাহাঁটি করছে নদীতীরের দেয়াল ঘেঁষে, ওদের মাঝেও নেই লোকটা।

হঠাৎ একটা লাইটার জ্বলে উঠল। রাস্তার ওপারে, রিভারবোটে উঠবার পিয়ারের প্রবেশপথে। একবার নিভল, আবার জ্বলল। ওদিকে চোখ ফেরাতেই সাদাচুলো একজন পুরুষকে দেখতে পেল রানা, কোমরের কাছে জড়িয়ে ধরে রেখেছে স্বর্ণকেশী এক মেয়েকে। দাঁড়িয়ে গেল ও, চোখ পিট পিট করে বোঝার চেষ্টা করল, ওটা সঙ্কেত কি না।

তৃতীয়বারের মত জ্বলল লাইটার, এবার একটু বেশি সময়ের জন্য। কাঁপা কাঁপা আলোয় কুয়াশার রুক্ষ চেহারা চিনতে পারল রানা... কিন্তু সঙ্গের মেয়েটি কে? ডিক্সি? লোকটা পাগল হয়ে গেল নাকি? গোপন সাক্ষাতের জায়গায় অপরিচিত একজনকে নিয়ে এসেছে কেন? এত বড় ভুল তো করার কথা নয় ওর। নাকি...

www.BanglaBook.org

চমকে উঠল রানা। বুকের ভিতর বেজে উঠল অমঙ্গলের ডঙ্কা। রাস্তা পেরুতে শুরু করল ঘোরগ্রস্তের মত। হঠাৎ একটা গাড়ির হর্নে সংবিৎ ফিরে পেল। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল দু'পা। পরমুহূর্তে সগর্জনে একটা ভ্যান পেরিয়ে গেল ওর সামনে দিয়ে। আরেকটু হলে চাপা পড়ত ওটার তলায়। বিড়বিড় করে নিজেকে অভিসম্পাত দিল ও। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধীরে ধীরে পেরুল রাস্তা। কাছাকাছি হতেই বুঝতে পারল, জড়িয়ে ধরা মেয়েটি ডিকয় নয়। তাকে আদর করার ভঙ্গিতে ধরেনি কুয়াশা, বরং ধরে রেখেছে যাতে পড়ে না যায়।

ফিসফিস করে মেয়েটির কানে কী যেন বলল কুয়াশা, তা শুনে মুখ ফেরাতে শুরু করল সে। বুকের রক্ত ছলকে উঠল রানার, সোনালি পরচুলার নীচে ওটা সোনিয়ার মুখ! মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে আছে... জীবনের কোনও চিহ্ন যেন নেই ওতে।

দ্রুত পা চালিয়ে ওদের পাশে পৌঁছুল রানা। মুখ খোলার আগেই কুয়াশা বলল, 'ওকে ড্রাগ দেয়া হয়েছে।'

'হায় খোদা!' ফিসফিসাল রানা। 'আপনি ওকে এখানে নিয়ে এসেছেন কেন? ফ্রান্সে হাজারটা জায়গা আছে, যেখানে লুকিয়ে রাখতে পারতেন... চিকিৎসাও দেয়া যেত ওকে!'

'যদি নিশ্চিত হতে পারতাম, তা হলে তা-ই করতাম,' কুয়াশার কণ্ঠ আশ্চর্য রকমের শান্ত। 'প্লিজ, খোঁচাখুঁচি কোরো না। সমস্ত বিকল্প খতিয়ে দেখেছি আমি।'

বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল রানা। নীরব দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা। প্যারিস থেকে সরিয়ে না আনলে হয়তো মারা পড়ত মেয়েটা। জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'হুঁ। তবে না দেখালেও চলত।'

'কী ধরনের কেমিক্যাল দেয়া হয়েছে ওকে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'স্কোপোলামিন।'

'গতকাল সকালে। আঠারো ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।'

'আঠারো!' চমকে উঠল রানা। তবে এ-মুহূর্তে বিস্তারিত জানবার সময় নেই। 'গাড়ি আছে আপনার সঙ্গে?'

'না। চার্টার প্লেনের পাইলট একটা গাড়িতে করে আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছে এখানে। ওকে বিদায় করে দিয়েছি।'

'গিয়ে কাউকে বলে দেবে না তো? কতখানি বিশ্বাস করা যায় ওকে?'

'এক ফোঁটাও না। তাই কৌশল খাটিয়েছি। পথে একটা গ্যাস স্টেশনে থেমেছিল ও বাথরুম সারার জন্য। তখন ফুয়েল লাইন ফুটো করে দিয়েছি। ফিরতি পথে ফুরিয়ে যাবে তেল... নির্জন এলাকায়। সেলফোন নেই ওর সঙ্গে। সাহায্য চাইতে পারবে না, খবরও দিতে পারবে না কাউকে। কেটে পড়ার জন্য সময় পাব আমরা।'

'ভাল করেছেন,' বলে উল্টো ঘুরল রানা। 'একটু দাঁড়ান, আমি ট্যাক্সি নিয়ে আসছি।'

'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, রানা।'

'পরে,' সংক্ষেপে বলল রানা।

প্রায়-অচেতন অবস্থা সোনিয়ার, হোটেলে ফিরে বিছানায় শোয়ানোর পরেও চোখ খুলল না। তবে শ্বাস নিচ্ছে স্বাভাবিক লয়ে, সেটা স্বস্তির বিষয়। জ্ঞান ফেরার পর বমি বমি ভাব অনুভব করবে, তবে সেটা কেটে যাবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। তুলনামূলকভাবে অনেক কম ক্ষতিকর ড্রাগ এই স্কোপোলামিন। মেয়েটার শরীর চাদর দিয়ে ঢেকে দিল রানা, কপালে আলতো চুমো খেলো, তারপর বেরিয়ে এল কামরা থেকে। দরজা পুরোপুরি বন্ধ করল না, ঘুমের মধ্যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অস্থির হয়ে উঠতে পারে সোনিয়া—ড্রাগের একটা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ওটা।

হোটেল স্যুইটের সিটিং রুমে গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে কুয়াশা একটা সোফার উপরে। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে বেচারা। তার হাতে এক কাপ গরম কফি তুলে দিল রানা, নিজেও নিল, তারপর একটা চেয়ার টেনে বসল মুখোমুখি।

'কী ঘটেছিল?' জানতে চাইল ও।

জবাব দিল না কুয়াশা। কফিতে চুমুক দিল। তারপর ছুঁড়ল পাল্টা প্রশ্ন। 'তুমি মারা গেছ বলে গুজব রটেছে... জানো সেটা?'

'হুঁ... কিন্তু তার সঙ্গে সোনিয়ার সম্পর্ক কোথায়?'

'ওর সম্পর্ক নেই, কিন্তু ওকে উদ্ধারের সম্পর্ক আছে।' কফির কাপের উপর দিয়ে রানার দিকে চাইল কুয়াশা। 'ওই গুজবটার জন্যই উদ্ধার করতে পেরেছি ওকে। কপাল ভাল, তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমি।'

'মানে?'

'মাসুদ রানা সেজেছিলাম... পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য বেসিক কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। তারপর ওর মুক্তির বিনিময়ে নিজে ধরা দেবার প্রস্তাব দিলাম। ওরা রাজি হলো।'

'খোলাসা করুন ব্যাপারটা।'

'পারলে তো করতাম-ই,' সোজা হয়ে বসল কুয়াশা। বড় বড় কয়েক চুমুকে শেষ করল কফি, খালি কাপ নামিয়ে রাখল সাইডটেবিলের উপর। 'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ফেনিসের ভিতরের কেউ তোমাকে জ্যান্ত রাখতে চাইছে। সে-কারণেই বাকিদের কাছে প্রচার করা হয়েছে তোমার মৃত্যু-সংবাদ। ফিন্ডের লোকজন শুধু আমাকে খুঁজছে... তোমাকে নয়।'

'কিন্তু সোনিয়া...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওকে কীভাবে খুঁজে পেল, তা জানি না। হেলসিঙ্কি বা রোম... যে-কোনও জায়গা থেকে সূত্র পেতে পারে। সে যা-ই হোক, গতকাল সকালে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল ও... বেশি দূরে না, রাস্তার শেষ মাথায় একটা বেকারি আছে, ওখান থেকে রুটি আনতে গিয়েছিল। এক ঘণ্টা পরও ফিরে এল না। ঝামেলার গন্ধ পেলাম। দুটো পথ ছিল আমার সামনে—ওর খোঁজে বেরুতে পারি, অথবা অপেক্ষা করতে পারি অ্যাপার্টমেন্টেই। খোঁজাখুঁজিতে যেতে ইচ্ছে হলো না। কোথায় খুঁজব তার কিছুই জানি না। তাই বসে রইলাম অ্যাপার্টমেন্টে... আগে হোক বা পরে, যারা-ই ওকে আটক করে থাকুক, ওখানে আসতেই হবে তাদেরকে। বেশ ক'বার ফোন বাজল, কিন্তু একবারও ধরলাম না। জানতাম, ফোনের জবাব না পেলে সশরীরে হাজির হবে ওরা...'

বাধা দিল রানা। 'আপনি তো আমার ফোন ধরেছিলেন!'

'ওটা অনেক পরে। ততক্ষণে ব্যাটাদের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে।'

'হুম। তারপর?'

'শেষ পর্যন্ত দু'জন লোক হাজির হলো দোরগোড়ায়। ওদেরকে বন্দি করলাম আমি। শার্ট খুলে একজনের বুকে গোল উল্কি দেখলাম। কী আর বলব, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছি বহু কষ্টে... ইচ্ছে করছিল তখুনি ব্যাটাকে খুন করে ফেলি। পাগল-পাগল লাগছিল নিজেকে।'

'কেন?'

'লেনিনগ্রাদ আর এসেনে আমার তিনজন বন্ধুকে খুন করেছে এই উল্কিঅলারা... খুবই কাছের বন্ধু। ওসব পরে বলছি। আগে গতকালের ঘটনা শোনাই।'

'বলে যান।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সংক্ষেপে বলছি পরের অংশ...' শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে নিয়ো তুমি। ফেনিসের ওই খুনি আর তার দোস্ত... স্থানীয় এক গুণ্ডা সে... ওদেরকে ঘণ্টাখানেক বন্দি করে রাখলাম আমি। এরপর এল একটা ফোন। ওটা তুলে কথা বললাম আমি, অপরপক্ষকে চমকে দেবার জন্যই পরিচয় দিলাম তোমার নাম বলে। ব্যাটার তো তখন প্যান্ট খারাপ হয়ে যাবার দশা। খসখসে গলায় জানাল, লণ্ডনে খোঁজ পাওয়া গেছে তোমার... প্যারিসে থাকি কী করে! জোর দিয়ে তখন জানালাম, লণ্ডনে যাকে দেখা গেছে, সে আমার ডিকয়... আমিই আসল মাসুদ রানা। নিশ্চিত হবার জন্য কয়েকটা প্রশ্ন করল লোকটা, ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে দূর করলাম তার সন্দেহ। তারপর বললাম, ধরা দিতে চাই, এভাবে ছোটাছুটি করে পোষাচ্ছে না আমার। ওরা যদি সোনিয়াকে ছেড়ে দেয়, তা হলে বন্দি খুনিকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করব আমি।'

'এক মিনিট,' আবার বাধা দিল রানা। 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ফোনের ওই লোক জানত, আমি বেঁচে আছি। যদি গুজব শোনা পার্টির কেউ হতো, তা হলে আপনার কথা বিশ্বাসই করত না।'

'এর মানেটা বুঝতে পারছ?' ভুরু নাচাল কুয়াশা।

'হ্যাঁ। ফেনিসের ভিতরে শ্রেণী বিভাজন রয়েছে।'

'একজ্যাক্টলি। সবাইকে সব কিছু জানানো হয় না... কিংবা জানানো হয় মিথ্যে তথ্য।'

'কেন?'

'সিম্পল,' পায়ের উপর পা তুলল কুয়াশা। 'বড় বড় সমস্ত প্রতিষ্ঠান আর সংগঠনে নানা রকম স্তর থাকে... ফেনিসও তার ব্যতিক্রম নয়। তা ছাড়া ওরা কাজ করছে উচ্ছৃঙ্খল, খুনে, ম্যানিয়াকদেরকে নিয়ে। তাদের সবাই যে সেন্ট্রাল কমাণ্ডের অর্ডার

www.BanglaBook.org

মেনে নেবে, এমনটা ভাবা ভুল। তোমাকে জ্যান্ত রাখা দরকার... অথচ মুখের কথায় সেটা সম্ভব নয়। মাথা গরম সৈনিকরা তোমাকে দেখামাত্র খুন করে ফেলতে পারে। তাই চমৎকার একটা গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে—তুমি মারা গেছ। মরা মানুষকে কেউ শিকার করে না, তা-ই না?'

'একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'কিন্তু দ্বিতীয়টা? আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে কেন ওরা?'

'আমি বলব, ফেনিস তোমাকে দলে ভিড়াতে চাইছে।'

'হোয়াট!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানা।

কুয়াশা নির্বিকার। বলল, 'ভাল করে ভেবে দেখো। তোমার স্ট্যাটাস... তোমার কানেকশন... তোমার দক্ষতা... এসব কত কাজে লাগতে পারে ফেনিসের! আট-দশটা আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য তুমি, দুনিয়াব্যাপী রয়েছে তোমার নিজস্ব ইনভেস্টিশন এজেন্সির নেটওঅর্ক, নামীদামি বহু মানুষ তোমার বুদ্ধি-পরামর্শের উপর নির্ভরশীল। এমন যোগ্যতা ওদের পুরো অর্গানাইজেশনে আর কারও আছে কি না সন্দেহ!'

'আপনার ব্যাপারে ভিন্ন অ্যাপ্রোচ কেন?'

'কাম অন!' হাসল কুয়াশা। 'পলাতক এক বিজ্ঞানী আমি, এমনিতেই সারা দুনিয়ার পুলিশ খুঁজছে আমাকে। এ অবস্থায় আমাকে দলে ভিড়ানো, আর খাল কেটে কুমির ডেকে আনা একই কথা।'

'এই দলে ভেড়ানোর আইডিয়া আপনার মাথায় এল কেন?'

'খুন হবার আগে আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিল ব্রুনা ভরগেন—ওদের সঙ্গে যোগ দিতে বলেছিল। ওই প্রস্তাব দেবার অধিকার ছিল না ওর, তবে কথাবার্তায় এটা বুঝেছি—যোগ্য প্রতিপক্ষ পেলে তাকে দলে টানার নজির আছে ফেনিসে। আমাকে

www.BanglaBook.org

হয়তো চায় না ওরা... কিন্তু তোমার ব্যাপার আলাদা। যদি রাজি করাতে না পারে, তা হলে নিঃসন্দেহে খুন করবে... কিন্তু এ-মুহূর্তে একটা বিকল্প দেয়া হচ্ছে তোমাকে।'

রেস্টুরেন্টের ফোনে শোনা সেই অচেনা লোকটার কথা মনে পড়ল রানার।

...একসঙ্গে বসে নিজেদের বিভেদ মিটিয়ে নেয়া ভাল না? কথা বললে বুঝতে পারবেন, আমাদের বিভেদ যতটা বড় ভাবছেন, ততটা আসলে নয়...।

কে জানে, কুয়াশার ধারণাই হয়তো সত্যি।

'প্যারিসের ঘটনা শেষ করুন,' বলল রানা। 'সোনিয়াকে উদ্ধার করলেন কীভাবে?'

'ওটা তেমন কঠিন হয়নি। তোমার নাম করে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়েছিলুম না? রফা হয়ে গেল কথাবার্তা বলে ডি ল্যা কনকর্ডের রাস্তায় ঠিক দুপুর বারোটায় দেখা করবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো—গাড়ি নিয়ে যাব দু'পক্ষই; একটায় থাকবে সোনিয়া-সহ ওদের ড্রাইভার, অন্যটায় নিজস্ব একজন ড্রাইভার-সহ আমি আর ওদের বন্দি খুনি। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুধু ড্রাইভার অদল-বদল হবে। আমার ড্রাইভার সোনিয়াকে নিয়ে চলে যাবে, আর ওদের ড্রাইভার দায়িত্ব নেবে আমাদের। চালাকিটা খাটালাম ওখানেই। উল্কিঅলার সঙ্গের লোকটার ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি, তাই ওকে বেহুঁশ করে মাসুদ রানা বানালাম, আমি নিজে সাজলাম ড্রাইভার। বারোটার সময় যখন অদল-বদল হলো, গাড়ি-সহ সোনিয়াকে পেয়ে গেলাম আমি, ওদের হাতে ধরা না দিয়েই!'

'ওরা টের পায়নি?' অবাক হলো রানা।

'পাবে না কেন? দু'মিনিটের মধ্যেই পেয়েছে। ধাওয়াও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছিল। গাড়ি নিয়ে একটু খেল্ দেখাতে হয়েছে, তবে শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দিয়েছি ওদেরকে।'

'কপাল ভাল আপনি প্যারিসে গিয়েছিলেন!' বলল রানা। 'নইলে সোনিয়াকে বাঁচাবার কোনও উপায় ছিল না।' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, 'ধন্যবাদ।'

'বাদ দাও তো ওসব!' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কুয়াশা। 'আজকের পেপার দেখেছ?'

'হ্যাঁ। আমেরিকার ট্রান্স-কমিউনিকেশন ইন্টারন্যাশনালের বিশাল শেয়ার আছে ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজে।'

'কীসের শেয়ার? আমার তো মনে হয় ওরাই মালিক। খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই, ওদের হেডকোয়ার্টার বস্টনে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনি দ্য ফোর্থ-এর শহর, যাঁর পিতামহ কাউন্ট বারেমির ভিলায় অতিথি হয়েছিলেন। লোকটার সঙ্গে ট্রান্সকমের সম্পর্ক আছে কি না, সেটাই এখন দেখতে হবে আমাদেরকে।'

'দেখাদেখির কী আছে? নেই বলে ভাবছ নাকি?'

'এই মুহূর্তে কোনও ব্যাপারেই নিশ্চিত নই আমি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'আসুন, দু'জনে কী কী জেনেছি, সেসব আলোচনা করলে একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে।'

একমত হলো কুয়াশা। 'রোম দিয়ে শুরু করো। বিয়াঙ্কির ব্যাপারে সব জানতে চাই আমি।'

ইটালিতে ঘটে যাওয়া সবকিছুর বিস্তারিত বর্ণনা দিল রানা। একটু সময় নিল রেড ব্রিগেডের সঙ্গে জুনিয়ার কানেকশনের অংশটা ব্যাখ্যা করতে।

'তা হলে ও-জন্যেই কর্সিকায় লুকিয়ে ছিল সোনিয়া?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। 'ব্রিগেডের হাত থেকে বাঁচার জন্য?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ। ব্রিগেডের ফাইনান্সিঙের ব্যাপারে যা শুনেছি ওর কাছে, সম্ভবত ওই পদ্ধতিতেই বাকি সব টেররিস্ট অর্গানাইজেশনকে টাকা দিচ্ছে ফেনিস।'

'আর পাভোরোনির ব্যাপারটা?'

'বিয়াঞ্চির হাত থেকে ফেনিসের মশাল এখন চলে গেছে পাভোরোনির হাতে। মানেটা পরিষ্কার—বংশ-পরিচয় নয়, কাউন্সিলের সদস্য হবার জন্য ভিন্ন যোগ্যতা প্রয়োজন।'

'ক্রুনা ভরগেনও একই কথা বলেছিল,' কুয়াশা বলল। 'ওদেরকে নাকি বাছাই করা হয়েছে।'

'লেনিনগ্রাদ থেকে জার্মানি পর্যন্ত কী ঘটল শোনা যাক এবার,' বলল রানা।

শান্ত কণ্ঠে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল কুয়াশা। চেষ্টা করল স্বাভাবিক থাকতে; কিন্তু নাতালিয়া, শেভচেঙ্কো আর হাইনরিখ বোহ্‌লের কথা বলার সময় গলা কেঁপে গেল ওর। কারণটা বুঝতে পেরে সহানুভূতির দৃষ্টি ফুটল রানার চোখে।

'অ্যানসেল ভরগেনে পরিণত হয়েছিল প্রিন্স আন্দ্রেই ভারাকিন,' উপসংহারে বলল কুয়াশা। 'ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠাতা... ক্রুপদের পরেই জার্মানির সবচেয়ে বড় অস্ত্র-নির্মাতা ওরা। পুরো ইয়োরোপ জুড়ে ওদের ব্যবসা। ক্রুনাকে বানানো হয়েছিল তার দাদুর উত্তরসূরি।'

'ওয়ালথার ভরগেন বাদ পড়ে গেছে মাঝখানে,' মন্তব্য করল রানা। 'ঠিক যেমন বাদ পড়েছিল মার্সেল্লো বিয়াঞ্চি। আপনার ধারণাই ঠিক—বাছাই করে কাউন্সিল সদস্য নেয় ফেনিস।'

'এদের কেউই সংগঠনের জন্য অপরিহার্য ছিল বলে মনে হয় না,' যোগ করল কুয়াশা। 'পরিচয় ফাঁস হবার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে খুন করে ফেলল... ইমপরট্যান্ট হলে ওভাবে মারতে পারত না।'

www.BanglaBook.org

'তা হলে ধরে নিতে পারি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য এদেরকে দলে রেখেছিল ফেনিস... অন্যদের চোখে গুরুত্বপূর্ণ দেখিয়েছিল। ওদের কাজ শেষ; পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতেই আর বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন মনে করেনি।'

'কিন্তু কী সেই কাজ?' অধৈর্য গলায় বলল কুয়াশা। 'কর্পোরেট স্ট্রাকচারের সাহায্য নিয়ে খুন আর সন্ত্রাসকে ফাইনান্স করছে ওরা, পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছে অস্থিরতা আর আতঙ্ক। কেন? কোনও মাথামুণ্ডু পাচ্ছি না এর।'

বেডরুমের দিক থেকে গোঙানির আওয়াজ আসায় উঠে দাঁড়াল রানা। দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। না, জাগেনি সোনিয়া। ঘুমের ঘোরে গুঙিয়ে উঠেছে। একটু নড়াচড়া করে স্থির হলো। নিয়মিত তালে ওঠানামা করছে বুক। সিটিংরুমে ফিরে এল রানা।

'কোনও সমস্যা?' জানতে চাইল কুয়াশা।

'না। ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠেছে,' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে আলোচনার খেই ধরল কুয়াশা, 'যদ্দূর বুঝতে পারছি, এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনও অগ্রগতি হয়নি আমাদের। চারটে নাম আছে আমাদের হাতে, তার মধ্যে দুজন মারা গেছে, বাকি দুজনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গেলেও একই ঘটনা ঘটবে কি না, বলা যাচ্ছে না। ফেনিসের কুকীর্তির খবর পেয়েছি—বিয়াঞ্চি-পাভোরোনি টাকা ঢালছে রেড ব্রিগেডে, ভরগেন নিঃসন্দেহে বাদের-মেইনহফে, ট্রান্সকম কাদেরকে দিচ্ছে খোদাই জানে। কিন্তু এসব অভিযোগ প্রমাণ করতে পারব না আমরা। মোটিভও জানতে পারিনি। সোজা কথায় বলা যেতে পারে—ফেনিসকে খুঁজে পেয়েছি আমরা, কিন্তু অদৃশ্য অবস্থায়! ধরাছোঁয়ার বাইরে।'

BanglaBook.org

'বড় একটা সমস্যাই বটে,' স্বীকার করল রানা।

www.BanglaBook.org

'কিন্তু যদি ধরাছোঁয়ার ব্যবস্থা করা যায়?' বলে উঠল কুয়াশা।

'কী বলতে চান?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'ওদের একজনকে আটক করতে হবে আমাদের, রানা... বড়-সড় কাউকে. এবং জ্যান্ত অবস্থায়।'

'হোস্টেজ?'

'দ্যাট'স্ রাইট।'

'পাগলের মত কথা বলছেন!' বিরক্তি ফুটল রানার গলায়। 'যাকে আটকাবেন, তাকে খুঁজে বের করবার জন্য ফেনিসের পাশাপাশি লোকাল ল-এনফোর্সমেন্টও আদাজল খেয়ে পিছনে লেগে যাবে আমাদের। বেশি সময় টেকা যাবে না।'

'ভুল,' মাথা নাড়ল কুয়াশা। 'ইটালির প্রাক্তন প্রাইম মিনিস্টার অল্ডো মোরে-কে পঞ্চান্ন দিন আটকে রেখেছিল রেড ব্রিগেড—রোমের পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে মাত্র আট ব্লক দূরে! পুলিশ তার টিকিটিও খুঁজে বের করতে পারেনি।'

'প্রাইম মিনিস্টারের উদাহরণ দিচ্ছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কাকে উঠিয়ে আনতে চান আপনি?'

সরাসরি জবাব দিল না কুয়াশা। অর্থপূর্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'নাইজেল উইটিংহ্যামের ব্যাপারে কী প্ল্যান করেছ?'

'আজ রাত আটটায় এখানেই আসবার কথা উইটিংহ্যামের। বিএসএস চিফ মারভিন লংফেলোকে কনভিন্স করেছি। উনিই নিয়ে আসবেন ফরেন সেক্রেটারিকে। বিয়াঞ্চিকে যে-ভাবে চাপ দিয়ে ইনফরমেশন আদায় করেছিলাম, সে-ভাবে ওকেও ব্ল্যাকমেইল করব বলে ভাবছি।'

'ওসবের দরকার নেই। লোকটা এখানে আসছে যখন, তাকে কবজা করার একটা সুবর্ণ সুযোগ দেখতে পাচ্ছি।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা। 'মি. লংফেলো আসছেন

www.BanglaBook.org

উইটিংহ্যামের সঙ্গে। আর যা-ই করুন, আমাদের হাতে তাঁর দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে কিছুতেই তুলে দেবেন না।'

'মি. লংফেলোকে আমাদের আসল প্ল্যান না জানালেই হয়।'

'ভেবেছেন ফরেন সেক্রেটারিকে বন্দি করতে গেলে উনি চুপচাপ বসে থাকবেন? তা ছাড়া... আমরা অমন কিছু করতে গেলে মহাবিপদে পড়ে যাবেন মি. লংফেলো। তাঁর কাস্টডি থেকে গায়েব হয়ে যাবেন উইটিংহ্যাম, এর জন্য ভয়ানক শাস্তি হয়ে যেতে পারে। না, না... জেনেশুনে ওঁকে এত বড় বিপদে ফেলতে পারব না আমি। তা হয় না!' রানার কণ্ঠে তীব্র আপত্তি।

'দুনিয়াদারি সম্পর্কে এখনও তোমার অনেক কিছু শেখার আছে, বন্ধু,' উপহাসের সুর ফুটল কুয়াশার কথায়। 'এখনও বুঝতে পারছ না, কীসের মধ্যে পড়েছি আমরা। কোণঠাসা অবস্থা আমাদের, চরম পদক্ষেপ নিতে না পারলে ধ্বংস হয়ে যাব। কী ভেবেছ তুমি, উইটিংহ্যামকে ব্ল্যাকমেইল করলেই হড়বড় করে সব বলে দেবে? বিএসএস চিফের সঙ্গে থাকবে ও, কাজেই মনে মনে এক ধরনের নিরাপত্তা অনুভব করবে। জানবে, লংফেলো কিছুতেই ক্ষতি হতে দেবেন না তার। মুখ খোলাবার জন্য এই নিরাপত্তাই সরিয়ে নিতে হবে আমাদেরকে, ওকে ফেলে দিতে হবে অনিশ্চয়তার মধ্যে। যখন জানবে তার কোনও আশা নেই, কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারবে না... শুধুমাত্র তখনই কথা বলার তাগিদ অনুভব করবে মনের ভিতর।'

'আপনার যুক্তি আমি অগ্রাহ্য করছি না,' রানা বলল। 'কিন্তু মি. লংফেলোকে বিপদে ফেলবার মত কোনও কাজ করতে আমি রাজি নই।'

'তা হলে এসো, ওঁকে বিপদমুক্ত করবার ব্যবস্থা নিই,' বলল কুয়াশা। 'কখন আসছেন ওঁরা, কোন্ রাস্তায় আসবেন—সেগুলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানা আছে আমাদের। হোটেলে পৌছুনোর আগেই ওঁদেরকে রাস্তায় অ্যামবুশ করি না কেন? ছিনিয়ে নেব ফরেন সেক্রেটারিকে।'

'মি. লংফেলো?'

'ওই দিকটা কাভার দেবার জন্যই তো অ্যামবুশ করব! নইলে হোটেলের এই কামরাতেই ফাঁদ পাততাম। মিডিয়ার কাছে কোনও একটা সন্ত্রাসী দলের নামে ভুয়া মেসেজও পাঠাব আমরা, সঙ্গে থাকবে মুক্তিপণের দাবি। এর পরে কেউ আর দোষারোপ করতে পারবে না মি. লংফেলোকে।'

প্ল্যানটা নেড়ে-চেড়ে দেখল রানা। ছোটখাট খুঁত আছে, কিন্তু একদিক থেকে মন্দ নয়। গ্রেট ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারি যেন-তেন মানুষ নন। তাঁর মুখ দিয়ে যদি দুনিয়ার সামনে ফেনিসের অস্তিত্ব আর লক্ষ্য নিয়ে কথা বেরোয়, তা অগ্রাহ্য করতে পারবে না কেউ। তবু কেন যেন মন মানতে চাইছে না। মনে হচ্ছে যেন মি. লংফেলোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে সেটা।

'কী ভাবছ?' ওর নীরবতা লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। 'আমার প্রস্তাব পছন্দ হচ্ছে না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'আপনি যা করতে চাইছেন, সেটা অপরাধীদের পথ। আপনার জন্য মানানসই, কিন্তু আমি এভাবে কাজ করি না।'

'ন্যায়ের পথে থেকে এখন পর্যন্ত কী-ই বা করতে পেরেছ?' রূঢ় গলায় বলল কুয়াশা। 'মেনে নাও, রানা, ফেনিসকে পরাস্ত করতে গেলে ন্যায়-নীতি, আবেগ, দয়া... এসবকে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। ওদের মত নিষ্ঠুর হতে হবে আমাদেরকেও।'

'তাই বলে বন্ধু আর মিত্রদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব?'

'প্রয়োজনবোধে... হ্যাঁ,' চেহারা কঠিন হয়ে উঠল কুয়াশার। 'উইটিংহ্যামকে বাগে পাবার জন্য এরচেয়ে ভাল কোনও বুদ্ধি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকলে বলতে পারো। আমি শুনছি।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে হার মানল রানা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনার প্ল্যান মোতাবেকই এগোব আমরা। দেখা যাক, উইটিংহ্যামকে আটক করে কিছু উদ্ধার করা যায় কি না। ভুল বলেননি, কোণঠাসা অবস্থা আমাদের... এখন দু'চারটে কিডন্যাপিঙের অভিযোগ যুক্ত হলে কিছু যায়-আসে না। তবে একটাই শর্ত আমার—অ্যামবুশের সময় মি. লংফেলোর কোনও ক্ষতি করা যাবে না। আমি চাই না তাঁর গায়ে একটা আঁচড়ও লাগুক।'

'তেমন ইচ্ছে আমারও নেই...'

কুয়াশার কথা শেষ হবার আগেই বেডরুম থেকে আবার শোনা গেল গোঙানি। এবার আগের চেয়ে জোরে। তার পিছু পিছু ভেসে এল ব্যথাতুর একটা চিৎকার, বিছানায় শরীর তড়পানোর আওয়াজ। উঠে দাঁড়াল রানা, চলে গেল সোনিয়ার পাশে। ছটফট করছে মেয়েটা, ঘামে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ... কিন্তু চেতনা ফেরেনি এখনও। মাথার কাছে বসে চুলে হাত বোলাতে শুরু করল। একটু পরে শান্ত হয়ে এল মেয়েটা।

রানার পিছু পিছু কামরার দরজা পর্যন্ত এসেছে কুয়াশা। ওখান থেকে বলল, 'উইথড্রোয়াল সিনড্রোম। সকাল পর্যন্ত চলবে। শরীর থেকে বেরুতে শুরু করেছে ড্রাগ... ব্যথাটা সাইড এফেক্ট। কিছু করার নেই তোমার, শুধু ধরে রাখো ওকে।'

'জানি। থাকছি আমি ওর কাছে,' মৃদু গলায় বলল রানা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল কুয়াশা। তারপর বলল, 'আমি এখন চলি। সকালে আবার যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে। রাতের প্ল্যান-প্রোগ্রাম তখন ফাইনাল করে নেয়া যাবে।'

'চাইলে এখানেই থাকতে পারেন রাতটা,' প্রস্তাব দিল রানা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দু'জনের এক জায়গায় থাকা ঠিক হবে না,' কুয়াশা বলল। 'লণ্ডনে আমার মাথা গোঁজার অনেক জায়গা আছে। কিচ্ছু ভেবো না। সকালে ফিরে আসব।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'বিদায়,' হাত নাড়ল কুয়াশা। 'খেয়াল রেখো মেয়েটার দিকে।'

'রাখব,' বলল রানা। 'কুয়াশা?'

চলে যাবার জন্য উল্টো ঘুরেছিল কুয়াশা, রানার ডাক শুনে ঘাড় ফেরাল। 'কী?'

'তোমার বন্ধুদের জন্য আমি দুঃখিত। কথা দিচ্ছি, ওদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা।'

দরজার সামনে থেকে সরে গেল কুয়াশা।

পনেরো

জানালা গলে সকালের রোদ মুখে পড়তেই জেগে উঠল সোনিয়া। নড়ল না সঙ্গে সঙ্গে, নিঃসাড়ে পড়ে রইল কয়েক মিনিট। আবছাভাবে কানে ভেসে আসছে পরিচিত দুটো পুরুষকণ্ঠ। আস্তে আস্তে চোখ মেলল ও, কনুইয়ে ভর দিয়ে বিছানায় উঁচু হলো একটু। চোখ বোলাল চারপাশে। কামরা-টা অচেনা, হোটেলের বেডরুম বলে মনে হলো। কখন-কীভাবে এখানে এসেছে, কিচ্ছু মনে নেই। তবে রানা-কুয়াশার কণ্ঠ অন্তরে বুলিয়ে দিচ্ছে স্বস্তির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরশ।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল সোনিয়া। চেয়ারের ব্যাকরেস্টের সঙ্গে ঝুলছে একটা রোব—ওটা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এল স্যুইটের বসার ঘরে। সোফায় বসে আছে বাংলাদেশের দুই দুর্ধর্ষ মানুষ, ঝুঁকে রয়েছে সেন্টার-টেবিলের উপর বিছানো একটা ম্যাপের উপর। নিচুস্বরে আলোচনা করছিল, পায়ের শব্দ শুনে মাথা তুলে তাকাল।

'ঘুম ভেঙেছে তা হলে?' হাসি ফুটল রানার মুখে। সোফা ছেড়ে উঠে এল ওর দিকে। 'কেমন বোধ করছ?'

রাতে অসুস্থতার ঘোরে রানাকে ঠিকমত চিনতেই পারেনি সোনিয়া, এখন দেখামাত্র আবেগ ভর করল। রানাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ও। ফিসফিস করে বলল, 'এসব কী ঘটছে, রানা?'

গলা খাঁকারি দিল কুয়াশা। তাড়াতাড়ি রানাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হলো সোনিয়া। মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। 'সরি, মি. কুয়াশা।'

'সরি না, ধন্যবাদ জানাও ওঁকে,' বলল রানা। 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উনিই তো উদ্ধার করেছেন তোমাকে।'

বিস্ময় ফুটল সোনিয়ার চোখে। 'তা-ই?'

'ও কিছু না,' হাত নাড়ল কুয়াশা। 'এসব আমাদের জন্য সহজ কাজ।'

'কোথায় আমরা?' চারপাশে তাকাল সোনিয়া।

'লণ্ডনের একটা হোটেলে,' রানা বলল। 'গতকাল রাতে তোমাকে নিয়ে এসেছেন কুয়াশা। কিডন্যাপাররা একটা ড্রাগ দিয়েছিল তোমাকে, তাই কিছু টের পাওনি।'

'লণ্ডন?' বিস্ময় ফুটল সোনিয়ার চেহারায়।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। 'কেমন বোধ করছ তুমি? কোনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অসুবিধে নেই তো?'

'একটু দুর্বল লাগছে, আর কিছু না।'

'গুড। ড্রাগটা তা হলে শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে। গোসল-টোসল সেরে খাওয়া-দাওয়া সারো। সুস্থ হয়ে নাও পুরোপুরি। আজ রাতে তোমাকে দরকার হবে আমাদের।'

'কীসের জন্য?' কৌতূহল ফুটল সোনিয়ার চোখে।

'পরে জানতে পারবে,' বলল কুয়াশা। 'এখন যাও।'

'তোমার জন্য কিছু জামা-কাপড় কিনে এনেছি সকালে,' যোগ করল রানা। 'ক্লজিটে পাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেডরুমে চলে গেল সোনিয়া।

কুয়াশার পাশে এসে বসল রানা। বলল, 'রাতের অপারেশনে ওকে রাখার ব্যাপারে এখনও মনের সায় পাচ্ছি না আমি।'

'কেন?' জানতে চাইল কুয়াশা।

'যথেষ্ট ধকল গেছে ওর উপর দিয়ে। তা ছাড়া এসবের জন্য ট্রেইনড় নয় মেয়েটা।'

'ভুল বললে। রেড ব্রিগেড থেকে এ-ধরনের কাজেরই ট্রেইনিং পেয়েছে ও। আর ধকল-টকল... ওসব আপাতত সহ্য করে নিতে হবে। রাতের জন্য তৃতীয় একজনকে দরকার আমাদের; ও ছাড়া হাতে আর কেউ নেই এ-মুহূর্তে।'

'জানি,' শ্রাগ করল রানা। 'তবু...'

'ওসব চিন্তা আপাতত দূর করো মাথা থেকে,' কুয়াশা বলল। 'আমাদের প্ল্যান অভ অ্যাকশনই তো ঠিক হলো না এখনও। এসো... হাতে সময় নেই বেশি।'

টেবিলের উপর আবার ঝুঁকে পড়ল দু'জনে। লণ্ডন শহরের স্ট্রিট ম্যাপ বিছিয়েছে ওখানে।

'বেলগ্রাভিয়া থেকে আসবেন লংফেলো... ফরেন সেক্রেটারিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে,' ম্যাপে আঙুল রাখল কুয়াশা। 'কনৌট হোটেলে আসবার জন্য ডাইরেক্ট রাস্তা হলো এটা।'

'উঁহু, এ-পথে আসবেন না,' রানা মাথা নাড়ল। 'বিএসএস হেডকোয়ার্টারে যাবার কথা বলে রওনা হবেন। কনৌট হোটেলের দিকে ঘুরবেন শেষ মুহূর্তে, যাতে আগেভাগে কিছু টের না পান উইটিংহ্যাম।'

'তা হলে হাইড পার্ক পেরুনোর পর ঘুরবেন উনি।' চঞ্চল চোখে ম্যাপ জরিপ করল কুয়াশা। 'অনেকগুলো রাস্তা দেখতে পাচ্ছি; তার মধ্যে যে-কোনোটা বেছে নিতে পারেন।'

'সেটা শুধু বেসওঅটর ক্রস করা পর্যন্ত। কার্লোস প্লেসে আসতে হলে এজওয়্যার রোডে আসতে হবে ওঁকে।'

'ওখানে অ্যামবুশ করা একটু রিস্কি হয়ে যায় না?' ভুরু কোঁচকাল কুয়াশা। 'অনেক বড় রাস্তা, মানুষ আর গাড়িঘোড়ার অভাব নেই।'

'আজ রবিবার,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'ট্রাফিক অনেক কম থাকবে রাস্তায়। তবে হ্যাঁ... তারপরেও জায়গাটা সুবিধের না। অন্য স্পট খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে।'

'এটা?' ম্যাপে আবার আঙুল রাখল কুয়াশা। 'এজওয়্যার রোড থেকে কার্লোস প্লেসে যাবার সরাসরি রাস্তা এটা। খুব বড় নয়।'

'জর্জ স্ট্রিট,' নাম পড়ল রানা। 'হুঁ, বেটার। তবে আরেকটু দেখা যাক।'

মিনিট পনেরো ব্যয় করল দু'জনে ম্যাপ স্টাডি করায়, কিন্তু আর কোনও ভাল জায়গা খুঁজে পেল না। পুরো রুটে জর্জ স্ট্রিট-ই একমাত্র সুবিধাজনক স্পট। তাই ওখানেই ফাঁদ পাতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

'ওকে, জায়গা ঠিক হলো,' সোফায় হেলান দিয়ে বসল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুয়াশা। 'গাড়ি?'

'অফিশিয়াল না, ব্যক্তিগত গাড়িতে আসবেন লংফেলো,' জানাল রানা। 'ওটা একটা অ্যাসটন-মার্টিন। ধূসর রঙা। লাইসেন্স নাম্বার জিবি-১০৯৮।'

'সিকিউরিটি?'

'গোপন মিটিঙে আসছেন ওঁরা, সঙ্গে সিকিউরিটি থাকার কথা না। মি. লংফেলোকে মানাও করে দিয়েছি আমি।'

'খুব ভাল। তা হলে আমাদের প্ল্যান ফাইনাল করে নেয়া যাক। সোনিয়া প্রাথমিক ব্যারিকেডে থাকবে—গাড়ি থামানো, এবং লংফেলোকে নিউট্রালাইজ করা ওর দায়িত্ব। এরপর অ্যাসটন-মার্টিন দখল করব আমি, উইটিংহ্যামকে নিয়ে আসব অস্ত্রের মুখে।'

'আমি?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'মি. লংফেলোর গাড়ি চেনো তুমি, কাজেই স্পটার এবং কো-অর্ডিনেটর হিসেবে থাকতে হবে তোমাকে... সেইসঙ্গে থাকবে আমাদের ব্যাকআপ হিসাবে,' জানাল কুয়াশা। 'দ্বিতীয় একটা গাড়ি থাকবে তোমার কাছে। সোনিয়াকে পিকআপ করে আমার পিছু নেবে তুমি।'

'সোনিয়ার কাজটা একটু কঠিন হয়ে গেল না?'

'কিছু করার নেই। লংফেলোর সামনে পরিচিত কাউকে পাঠানো যাবে না। ফাইলে আমার ছবি দেখেছেন তিনি, তোমাকে তো এক মাইল দূর থেকে চিনবেন। শুধু সোনিয়াকেই চেনেন না ভদ্রলোক। ও ছাড়া আর কেউ কাছে ঘেঁষতে পারবে না।'

'কিন্তু ওঁকে কাবু করবে কীভাবে সোনিয়া?'

'ইঞ্জেকশন হলে কেমন হয়? ছোট্ট একটা খোঁচা... একটা মেয়ের জন্য অতখানি কাছে যাওয়া কঠিন নয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেবে দেখল রানা। ভাগ্যের একটু সহায়তা লাগবে, সেইসঙ্গে দক্ষ অভিনয় আর ঠাণ্ডা মাথা... হয়তো উৎরে যাবে সোনিয়া। তা ছাড়া কাছাকাছি ও আর কুয়াশা তো থাকছেই। মনের মধ্যে একটু খুঁতখুঁতানি থাকলেও রাজি হয়ে গেল।

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'আসুন, এবার কী কী জিনিসপত্র দরকার, সেগুলো ঠিক করে নিই...'

রাত সোয়া আটটা।

জর্জ স্ট্রিট আর এজওয়্যার রোডের মোড় থেকে সামান্য দূরে একটা বিল্ডিঙের ছাতের উপর বসে আছে রানা। চোখে লাগিয়ে রেখেছে বিনকিউলার। রোডলাইটের কারণে রাস্তা আলোকিত, তারপরেও একটা নাইট ভিশন রেখেছে সঙ্গে। কানে লাগিয়ে রেখেছে মিনিয়েচার কমিউনিকেশন ডিভাইস—রেঞ্জ দু'মাইল। একই জিনিস রয়েছে কুয়াশা আর সোনিয়ার কাছে। জর্জ স্ট্রিটের একশো গজ ভিতরে ছায়ায় লুকিয়ে আছে ওরা। পজিশন নেবার আগে সাইলেন্সার-অলা পিস্তলের গুলিতে বেশ কয়েকটা রোডলাইট নষ্ট করে দিয়েছে, অ্যামবুশের জায়গাটা যেন বেশ কিছুটা অন্ধকার হয়ে যায়।

রানা এজেন্সির সেফ হাউস থেকে সমস্ত ইকুইপমেন্ট এনেছে রানা। কোনও সমস্যা হয়নি। এখন পর্যন্ত প্ল্যান মোতাবেক এগোচ্ছে সব। ওর ধারণাই ঠিক, সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে রাস্তায় গাড়িঘোড়ার সংখ্যা কম, জর্জ স্ট্রিটকে মোটামুটি নির্জনই বলা চলে। কদাচিৎ একটা-দুটো গাড়ি যাচ্ছে, কিংবা উদয় হচ্ছে নিঃসঙ্গ পথচারী। এভাবে চলতে থাকলে সহজেই কার্যোদ্ধার হবে।

'রানা!' খড়খড় করে উঠল কানে লাগানো রেডিও—কুয়াশার গলা। 'কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না,' জবাব দিল রানা। 'তবে সময় হয়ে এসেছে। তৈরি থাকুন। সোনিয়ার কী অবস্থা?'

'আমি রেডি, রানা,' বলল মেয়েটা। 'কিচ্ছু ভেবো না।'

'যে-ভাবে বলেছি, সে-ভাবেই কোরো সব। বাড়তি কিছু করতে যেয়ো না।'

'আচ্ছা।'

দূরে একজোড়া হেডলাইট চকচক করে উঠল এ-সময়। বিনকিউলার ঘোরাল রানা। অ্যাস্টন-মার্টিন। লাইসেন্স নাম্বার চেক করল—ভুল নেই, মারভিন লংফেলোরই গাড়ি ওটা। ঘণ্টাখানেক আগে ফোনে কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। জানিয়েছেন, ইংল্যাণ্ডের স্বর্ণ-সংশ্লিষ্ট বিরাট জনৈক এশিয়ান কন্ট্র্যাক্টের সঙ্গে মিটিঙের অজুহাত দিয়েছেন তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে, বিএসএস হেডকোয়ার্টারে গোপনে যাবার জন্য রাজি হয়েছেন। কথা বলার সময় বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছে রানা, ইচ্ছে করছিল মি. লংফেলোকে সতর্ক করে দেয়... জানায় কী করতে চলেছে ওরা। পরিস্থিতির জন্য পারেনি। তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে হৃদয়। শ্রদ্ধেয় মানুষটিকে ধোঁকা দিতে চলেছে ও... কীভাবে তা মেনে নেবে? কিন্তু উপায়ও তো নেই!

ভাবাবেগ চাপা দিয়ে রেডিওতে সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। 'কুয়াশা, সোনিয়া... গেট রেডি। আসছে গাড়িটা।'

এজওয়্যার রোড থেকে মোড় নিয়ে জর্জ স্ট্রিটে ঢুকল অ্যাস্টন-মার্টিন। বিনকিউলারে সামনে-পিছনে দেখে নিল রানা—না, সিকিউরিটির জন্য আর কেউ নেই। নাইট-ভিশনের সাহায্যে দেখে নিল গাড়ির ভিতরটাও। দু'জন মাত্র আরোহী। তারমানে সব ঠিকঠাক আছে। সঙ্গীদের জানিয়ে দিল সেটা।

মোড় ঘোরার সময় গতি কমাতে বাধ্য হয়েছেন লংফেলো, জর্জ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্ট্রিটে ঢুকে ধীরে ধীরে আবার বাড়াতে শুরু করলেন। কয়েক সেকেণ্ড নীরবে নজর রাখল রানা, অ্যাসটন-মার্টিন ওর প্রত্যাশিত পজিশনে পৌঁছুতেই রেডিওতে নির্দেশ দিল, 'এবার, সোনিয়া... এবার!'

বিনা নোটিশে রাস্তার পাশের গলি থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল মেয়েটা। পরনে শতছিন্ন জামা-কাপড়, হাত দিয়ে ঠেলছে একটা ভাঙাচোরা শপিং কার্ট—সেটা বাতিল জিনিসপত্রে ঠাসা। গৃহহীন উদ্বাস্তুর সাজ, দেখে মনে হবে তাড়াহুড়ো করে রাস্তা পার হচ্ছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পৌঁছে গেল গাড়ির সামনে।

ব্রেক কষলেন মারভিন লংফেলো, দেরি করে ফেলেছেন, রাস্তার অ্যাসফল্টে কর্কশ আওয়াজ তুলল টায়ার। ঘষটাতে ঘষটাতে ছুটে গেল সামনে। একটা চিৎকার দিয়ে গাড়ির সামনে থেকে সরে গেল সোনিয়া, অ্যাসটন-মার্টিনের বাম্পারের আঘাতে ছিটকে গেল ওর শপিং কার্ট। ভিতরের জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়।

স্কিড করে বিশ ফুট যাবার পর থামল গাড়ি। ঝট্ করে খুলে গেল ড্রাইভারের পাশের দরজা, বিএসএস চিফের পরিচিত অবয়বকে নেমে আসতে দেখল রানা। হন্তদন্ত হয়ে তিনি ছুটে গেলেন রাস্তায় কাত হয়ে পড়ে থাকা সোনিয়ার দিকে।

'তোমার কোথাও লাগেনি তো?' আন্তরিক কণ্ঠে জানতে চাইলেন লংফেলো। নিখাদ উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে তাতে।

'হাঁটু ছড়ে গেছে,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল সোনিয়া। 'কিন্তু আমার জিনিসপত্র... ওহ্, কত কষ্ট করে জমিয়েছি ওগুলো...'

ঘাড় ফিরিয়ে রাস্তার উপরে তাকালেন বিএসএস চিফ। ছেঁড়া কাপড়চোপড়, খালি টিন আর কাঁচের বোতল, পুরনো বইখাতা... এমন হরেক রকম জিনিস ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। তাঁর চোখে জঞ্জাল, কিন্তু সন্দেহ নেই, গৃহহীন দরিদ্র মানুষের জন্য এগুলোই

www.BanglaBook.org

সাত রাজার ধন।

'কোনও অসুবিধে নেই,' নরম গলায় বললেন তিনি, 'এসো, আমি সব কুড়িয়ে দিচ্ছি তোমাকে।'

'বড় ভাল মানুষ আপনি,' একটু হাসি ফোটাল সোনিয়া ঠোঁটের কোনায়।

ঝুঁকে রাস্তা থেকে জিনিসপত্র কুড়াতে শুরু করলেন লংফেলো, পায়ে পায়ে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়াল সোনিয়া। সাবধানে পোশাকের আড়াল থেকে বের করে আনল একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ—চেতনানাশক ইঞ্জেকশন রয়েছে ওটার ভিতর।

'মুভ!' বিল্ডিঙের উপর থেকে কুয়াশাকে রেডিওতে নির্দেশ দিল রানা।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এল কুয়াশা, লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল অ্যাস্টন-মার্টিনের দিকে। ওর অংশটা বেশ সহজ—দরজা খুলে উঠে পড়বে ড্রাইভিং সিটে, পিস্তল দেখাবে উইটিংহ্যামকে, তারপর গাড়ি চালিয়ে সোজা কেটে পড়বে ওখান থেকে। কিন্তু কয়েক পা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেল পরিস্থিতি, দ্রুত ঘটতে শুরু করল ঘটনা।

পিছনে সোনিয়ার উপস্থিতির ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলেন মারভিন লংফেলো, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে বিপদসঙ্কেত দিতে শুরু করেছে। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালেন। সিরিঞ্জটা তাঁর বাহুতে গেঁথে দেবার চেষ্টা করছিল সোনিয়া, তার আগেই খপ্ করে ধরে ফেললেন ওর কবজি। হাত মোচড়াল সোনিয়া, মুক্ত করতে চাইল নিজেকে, পারল না। বরং ঝাঁকি দিয়ে ওকে সিরিঞ্জ ফেলে দিতে বাধ্য করলেন বিএসএস চিফ। তারপর এক ঝটকায় ঘুরিয়ে ফেললেন লাটিমের মত, ওর পিঠ নিজের দিকে আসতেই পিছন থেকে জাপটে ধরে ফেললেন, ডানহাত মুচড়ে ধরেছেন পিঠের

www.BanglaBook.org

উপরে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল সোনিয়া।

'বিরাট ভুল করে ফেলেছ, মেয়ে,' কঠিন গলায় বললেন লংফেলো। 'কে তুমি?'

বিনকিউলার দিয়ে সবই দেখতে পাচ্ছে রানা। 'শিট!' গাল দিয়ে উঠল ও। 'সোনিয়া ধরা পড়ে গেছে!'

কুয়াশাও দেখতে পেয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়ল। দ্বিধান্বিত কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কী করব এখন?'

'দাঁড়াবেন না! মি. লংফেলো ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই কেটে পড়ুন উইটিংহ্যামকে নিয়ে। সোনিয়াকে আমি দেখছি।'

ছুটতে শুরু করল কুয়াশা। কপাল ভাল, এদিকে পিঠ দিয়ে রেখেছেন লংফেলো, ওকে দেখতে পাচ্ছেন না। আশপাশে নজর বোলাল, কৌতূহলী লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে রাস্তার দু'পাশে। হাতে সময় নেই।

হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে অ্যাস্টন-মার্টিনের দরজা খুলল কুয়াশা, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ড্রাইভিং সিটের পিছনে। মাইকেল উইটিংহ্যাম বসে আছেন যাত্রীর আসনে, মাথা ঘুরিয়ে হতভম্ব চোখে তাকালেন ওর দিকে। চেঁচাবার জন্য মুখ খুলে থেমে গেলেন, কুয়াশার পিস্তলের চকচকে কালো নল তাকিয়ে আছে তাঁর কপাল বরাবর।

'একটুও আওয়াজ করবেন না!' হিসিয়ে উঠল কুয়াশা। 'চুপচাপ বসে থাকুন।' হাত বাড়াল ইগনিশনের দিকে।

ইঞ্জিন চালু করতে পারল না ও। তার আগেই দিগ্বিদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠল হাই-পাওয়ার রাইফেলের আওয়াজে। অ্যাস্টন-মার্টিনের উইণ্ডশিল্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, উইটিংহ্যামের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল কাতর আর্তনাদ।

ছিটকে আসা কাঁচের টুকরোয় মুখ-হাত কেটে গেছে কুয়াশার। ইনস্টিঙ্কটের বশে মাথা নামিয়ে ফেলল, ওখান থেকে তাকাল

www.BanglaBook.org

ফরেন সেক্রেটারির দিকে। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে আছে ভদ্রলোকের, বুকে বিশাল এক ক্ষত... গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে সেখান দিয়ে। আবার গুলি হলো, সিটের উপর ঝাঁকি খেলো তাঁর দেহ, নতুন দুটো গর্ত সৃষ্টি হলো বুকে। তারপরই এলিয়ে পড়লেন উইটিংহ্যাম।

রানা এসবের কিছুই দেখেনি, বিল্ডিঙের ছাত থেকে সিঁড়ি ধরে দ্রুত নেমে আসছে ও সোনিয়াকে সাহায্য করবার জন্য। গুলির আওয়াজ শুনে রেডিওতে চেঁচাল, 'হচ্ছেটা কী, কুয়াশা?'

'স্নাইপার!' রুদ্ধশ্বাসে বলল কুয়াশা। 'গুলি করছে আমাদের দিকে। উইটিংহ্যাম মারা গেছেন! আমরা একা নই, আরও কেউ অ্যামবুশ পেতেছে এখানে!'

চমকে উঠল রানা। মস্ত ভুল করে ফেলেছে। লংফেলো আর ফরেন সেক্রেটারির পুরো যাত্রাপথে জর্জ স্ট্রিট-ই একমাত্র অ্যামবুশ-যোগ্য স্থান। কাজে নামার আগে এখানে আর কেউ ঘাপটি মেরেছে কি না, দেখা উচিত ছিল। কিন্তু এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

'হায় খোদা!' ফিসফিস করে বলল ও, 'সোনিয়া! মি. লংফেলো! ওদেরকে সরিয়ে নিতে হবে ওখান থেকে, কুয়াশা...!'

'জানি,' বলল কুয়াশা। 'আমি দেখছি কী করা যায়।'

ইগনিশন ঘুরিয়ে অ্যাসটন-মার্টিনের ইঞ্জিন চালু করল ও। ব্যাক গিয়ার দিয়ে ধীরে ধীরে পিছাতে শুরু করল গাড়ি। চারদিকে তখন নরক ভেঙে পড়েছে; মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠছে পুরো রাস্তা, দু'পাশে জড়ো হওয়া আতঙ্কিত মানুষ ছুটছে উর্ধ্বশ্বাসে।

একের পর এক গুলিতে ফুটো হয়ে যাচ্ছে অ্যাসটন-মার্টিনের চেসিস, যতদূর সম্ভব পিছাল কুয়াশা, তারপর ব্রেক কষল। হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল পিছনের সিটে। সেখান থেকে দরজা খুলে

www.BanglaBook.org

নেমে পড়ল রাস্তায়। মারভিন লংফেলো আর সোনিয়ার খোঁজে রাস্তার উপর নজর বোলাল, চমকে উঠল জড়াজড়ি করে রক্তাক্ত দুটো মানবদেহকে পড়ে থাকতে দেখে।

'সোনিয়া! মি. লংফেলো!' চেঁচিয়ে উঠে ওদের দিকে ছুটে গেল ও।

নিথর হয়ে আছেন বিএসএস চিফ, শরীরের একপাশে গুলি লেগেছে, অঝোর ধারায় বেরিয়ে আসছে রক্ত। তাঁর নীচে চাপা পড়েছে সোনিয়া, ধস্তাধস্তি করছে বেরিয়ে আসার জন্য। ওকে সাহায্য করল কুয়াশা, টান দিয়ে নিয়ে এল গাড়ির পিছনে।

'গুলি লেগেছে তোমার?' মেয়েটার রক্তে ভেজা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'ন্... না,' কাঁপতে কাঁপতে বলল সোনিয়া। 'এগুলো মি. লংফেলোর রক্ত। গুলি শুরু হতেই আমাকে ছেড়ে দিয়ে গাড়ির দিকে এগোতে শুরু করেছিলেন, তখনই গুলি খেয়েছেন... ছিটকে পড়েছেন আমার গায়ে।'

হতাশায় দাঁত পিষল কুয়াশা। রেডিওতে বলল, 'রানা, আমাদের সাহায্য দরকার! কোথায় তুমি?'

'দশ সেকেণ্ডের মধ্যে পৌঁছুচ্ছি,' সিঁড়ির ধাপ টপকাতে টপকাতে জানাল রানা।

ওর কথা শেষ হতেই রাস্তার মাথায় কালো একটা ভ্যানকে উদয় হতে দেখল কুয়াশা, ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি পৌঁছে ব্রেক কষল, থামল একেবারে ওদের পাশে এসে। ঝটপট খুলে গেল সাইড-ডোর। স্নাইপারের গুলি থেমে গেল, স্কি-মাস্কপরা ষণ্ডামার্কা চারজন লোক নেমে এল ভ্যান থেকে, ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়াশা আর সোনিয়ার উপর।

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে রানা দেখল, জোর-জবরদস্তি করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওদেরকে ওঠানো হচ্ছে ভ্যানে। চেঁচিয়ে উঠল ও, শোল্ডার হোলস্টার থেকে সিগ-সাওয়ার বের করে ছুটল বাধা দিতে। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল স্নাইপারের রাইফেল। রানার পায়ের কাছে রাস্তার অ্যাসফল্টে মাথা কুটল বুলেট। ঝাঁপ দিল রানা, এক গড়ান দিয়ে সোজা করল পিস্তল। কোথেকে গুলি করা হচ্ছে, জানে না; আন্দাজের উপর ভর করে দু'বার ট্রিগার চাপল।

কাজ হলো না ওতে। আবারও গুলি চালাল আততায়ী। মুখের কাছে ছিটকে ওঠা অ্যাসফল্টের গুঁড়োয় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেল, পিছাতে বাধ্য হলো রানা। পেভমেন্টের উপর দাঁড়িয়ে থাকা মেইলবক্সের পিছনে আশ্রয় নিল ও। ওখান থেকে তাকাল ভ্যানের দিকে। ধস্তাধস্তি করে চার প্রতিপক্ষের সঙ্গে পেরে ওঠেনি কুয়াশা আর সোনিয়া, ওদেরকে তুলে ফেলা হয়েছে ভিতরে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, টায়ার পুড়িয়ে সবেগে আগে বাড়ল ভ্যান। সিগ-সাওয়ার তুলে ওটার চাকার দিকে গুলি করল রানা, লাগাতে পারল না। হতাশায় ছেয়ে গেল অন্তর।

হঠাৎ থেমে গেল গোলাগুলি। আতঙ্কিত মানুষের চিৎকার-চেঁচামেচি ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই এখন। কাজ শেষ করে স্নাইপারও সম্ভবত পাততাড়ি গোটাতে শুরু করেছে। ভ্যান সরে যাওয়ায় রাস্তাতে পড়ে থাকা রক্তাক্ত দেহটা চোখে পড়ল রানার। বুকটা ধক্ করে উঠল।

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। পাগলের মত ছুটে গেল বিএসএস চিফের দিকে। তাড়াতাড়ি চেক করল পালস্। বেঁচে আছেন লংফেলো, কিন্তু নাড়ির গতি অত্যন্ত মন্থর। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ তাঁর জীবনীশক্তি কেড়ে নিতে শুরু করেছে। আঘাত পরীক্ষা করল রানা—বুকের ডান পাশে লেগেছে গুলি, একটুর জন্য মিস করেছে হৃৎপিণ্ড, তবে ফুসফুস পাংচার হয়ে গেছে। পকেট

www.BanglaBook.org

থেকে রুমাল বের করে ক্ষতস্থানে গুঁজে দিল রানা, গা থেকে নিজের কোট খুলে পেঁচাল লংফেলোর শরীরে, গিঁঠ দিল রুমালের উপরে। রক্তপাত থামানোর চেষ্টা।

প্রাথমিক আতঙ্ক কেটে গেছে পথচারীদের মধ্য থেকে। ধীরে ধীরে ভিড় জমাতে শুরু করেছে তারা রানা আর লংফেলোর কাছে।

'অ্যাম্বুলেন্সের জন্য খবর দিন, প্লিজ!' চেঁচাল রানা জনতার দিকে তাকিয়ে। 'হাসপাতালে নিতে হবে ওঁকে।'

হাত-পা কাঁপছে ওর, পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারছে না কিছু। পিছনে সাইরেনের আওয়াজ শুনল—পুলিশ না অ্যাম্বুলেন্স কে জানে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না। কোলের মধ্যে জাপটে ধরে রেখেছে মারভিন লংফেলোর নিস্পন্দ দেহ। হঠাৎ খেয়াল করল, সভয়ে পিছাতে শুরু করেছে লোকজন। কী ব্যাপার দেখার জন্য ঘাড় ফেরাতে শুরু করল, কিন্তু মাথা পুরোপুরি ঘোরার আগেই ঘাড়ের উপর পড়ল প্রচণ্ড এক রদ্দা।

মাথা ঝিমঝিম করে উঠল রানার, কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে। দু'জোড়া শক্তিশালী হাত দু'পাশ থেকে চেপে ধরল ওকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে শুরু করল অপেক্ষমাণ গাড়ির দিকে। পিছনের দরজা খুলে তাতে ওঠানো হলো ওকে।

'সুইট ড্রিমস্, মি. রানা!' বলে উঠল খসখসে একটা কণ্ঠ।

পরমুহূর্তে চোয়াল বরাবর আরেকটা ঘুসি খেলো ও। দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল চোখের সামনে।

গাড়ির মৃদু ঝাঁকিতে অনেকক্ষণ পর চোখ মেলল রানা। উল্টোদিক থেকে পার হতে থাকা বেশ কয়েকটা হেডলাইট চোখে পড়ল ওর, নিজেকে আবিষ্কার করল পুলিশ কারের পিছনের সিটে, হ্যাণ্ডকাফ পরা অবস্থায়, অস্ত্র-শস্ত্র সব কেড়ে নেয়া হয়েছে। ফ্রন্টসিট আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাকসিটের মাঝখানে রয়েছে লোহার নেট, তার ওপাশে একা বসেছে ড্রাইভার। ইউনিফর্মধারী দ্বিতীয় পুলিশ বসে আছে ওর পাশে।

'ওয়েলকাম ব্যাক,' নীরস গলায় বলে উঠল লোকটা।

ঘাড় ফেরাতেই তার রিভলভারের নল দেখতে পেল রানা, তাক করে রাখা হয়েছে ওর দিকে। আলোছায়ার মাঝে ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না লোকটার চেহারা। তবে কণ্ঠটা চেনা। নাইটসব্রিজের রেস্টুরেন্টে এই কণ্ঠই শুনেছিল টেলিফোনে।

'স্মিথ, রাইট?' বলল রানা।

হাসল লোকটা। 'আপনার স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করছি, মি. রানা। তবে ওটা আমার আসল নাম নয়।'

'বুঝতে পারছি,' সিটের উপর সোজা হয়ে বসল রানা। 'ইউনিফর্ম থেকে নেমপ্লেট খুলে রেখেছ এজন্যেই।'

'আপনার নজর চোখা, মি. রানা।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' রানা জানতে চাইল।

'এ-মুহূর্তে আপনাকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে।' জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল স্মিথ। 'খুব খারাপ একটা কাজ করেছেন আপনি, মি. রানা। গ্রেট ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারিকে খুন করেছেন... গুলি চালিয়েছেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চিফের উপরেও।'

প্রতিবাদ করল না রানা। বোঝা যাচ্ছে, নতুন করে ওকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে ফেনিস। শুধু প্রশ্ন করল, 'মি. লংফেলো... উনি বেঁচে আছেন?'

'এখন পর্যন্ত... হ্যাঁ। কপাল ভাল, ঠিক সময়ে অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে গেছে তাঁর কাছে। তবে শেষ পর্যন্ত টিকবেন কি না, তা এখুনি বলা যাচ্ছে না।'

www.BanglaBook.org

'আর আমার বন্ধুরা?'

'কুয়াশা আর ওই মেয়েটা? ওরাও বেঁচে আছে, একটা বিমানে তুলে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদেরকে। আপনি যতক্ষণ আমাদের সহযোগিতা করবেন, ততক্ষণ আয়ু থাকবে ওদের।'

'সহযোগিতা?'

'এখনও শ্বাস ফেলছেন দেখে বুঝতে পারছেন না সেটা? কেউ একজন আপনাকে জীবিত দেখতে চায়।'

'কী চায় সে আমার কাছে?'

'আমার জানা নেই। আমরা খুবই নীচের লেভেলের লোক। স্রেফ একটা নির্দেশ নিয়ে এসেছি আপনার জন্য।'

'কী নির্দেশ?'

'আমেরিকায় যেতে হবে আপনাকে। ম্যাসাচুসেট্‌সে... ওখানকার বিশেষ একটা শহরে। আমার ধারণা, শহরের নাম আপনি জানেন।'

'বস্টন?' বলল রানা। 'কেন?'

'ওই বিশেষ মানুষটি দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে। রিটজ্ কার্লটন হোটেলে উঠবেন... সোমনাথ চ্যাটার্জি নামে। ক্লিয়ার?'

'তারমানে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যাওয়া হচ্ছে না আমার?'

'উঁহুঁ। একটু পরে গাড়ি থামাব আমরা, আপনি নেমে যাবেন।'

'ফরেন সেক্রেটারির খুনিকে ছেড়ে দিচ্ছ, ওপরঅলার কাছে কী জবাব দেবে?'

'ওসব নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে দিন। গল্প সাজানোয় আমি একটা ছোটখাট প্রতিভা... মেটেরিয়াল এভিডেন্সও পয়দা করতে জানি। লোকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করবে—কৌশল খাটিয়ে পুলিশের গাড়ি থেকে পালিয়ে গেছেন আপনি।'

'কিন্তু পুরো ব্রিটেনে আমার নামে হুলিয়া জারি হবে।

www.BanglaBook.org

আমেরিকায় যাব কীভাবে?'

মুখ বাঁকাল স্মিথ। 'এ-ব্যাপারে কিছুই করার নেই আমাদের। তবে আপনি বুদ্ধিমান লোক, একটা না একটা ব্যবস্থা ঠিকই করে ফেলবেন। আমি শিয়োর! একটা কথা মনে রাখুন, আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি বস্টনে না পৌঁছান, তা হলে মারভিন লংফেলো, কুয়াশা, আর ওই মেয়েটা... সবাই মারা যাবে।'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল রানার। 'একটা প্রশ্ন করব? মি. লংফেলো আর নাইজেল উইটিংহ্যাম যে ওই রাস্তায় যাবেন, তা কীভাবে জেনেছ তোমরা?'

'নিজেকে যতটা বুদ্ধিমান ভাবেন আপনি, মি. রানা, আসলে তা নন,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল স্মিথ। 'বিএসএস চিফ স্ক্র্যাম্বলড় লাইনে ফোন করেন, তাতে কথা বোঝা যায় না, কিন্তু কোথায় ফোন করছেন না করছেন, তা ঠিকই ট্রেস করা যায়। আজ সন্ধ্যায় আপনাকে কনৌট হোটেলে ফোন করেছিলেন তিনি, সম্ভবত মিটিঙের ব্যাপারটা কনফার্ম করতে। উইটিংহ্যাম নিজেই আমাদেরকে ওই মিটিঙের ব্যাপারে জানিয়েছেন। মারভিন লংফেলোর নাম শুনে আমরা বুঝতে পারি, আসলে ওঁর মাধ্যমে আপনিই দেখা করতে চাইছেন ফরেন সেক্রেটারির সঙ্গে। উপর থেকে তাই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, কিছুতেই তাঁকে আপনার হাতে পড়তে দেয়া যাবে না। তাই মি. উইটিংহ্যামকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রুটের সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গায় আক্রমণ চালিয়েছি আমরা; ওখানে আপনাকেও পেয়ে যাব, তা ভাবিনি। তবে... ফরচুন ফেভারস্ দ্য ব্রেভ, এ-কথা কে না জানে!'

'শটগুলো কে নিয়েছে?' রানার গলা থম থম করছে।

'আজ্ঞে... আমি!' একগাল হাসি দিয়ে বলল স্মিথ। 'প্ল্যানটা চমৎকার না? গুলি চালালাম, তারপর আবার তড়িৎগতিতে রেসপণ্ড

www.BanglaBook.org

করলাম অকুস্থলে... কে সন্দেহ করবে, বলুন?'

নির্জন একটা রাস্তায় এসে পড়েছে পুলিশ কার। গতি কমিয়ে রাস্তার পাশে, একটা গাছের তলায় থামল ড্রাইভার। বলল, 'এটাই ভাল জায়গা।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল স্মিথ। বড় একটা পার্ক দেখা যাচ্ছে, ভিতরটা অন্ধকারে ছাওয়া। ওখান দিয়ে সহজেই কেটে পড়তে পারবে রানা। সন্তুষ্ট গলায় বলল, 'হ্যাঁ, পারফেক্ট।' রানার দিকে ফিরল। 'এবার আপনাকে যেতে হয়, মি. রানা। আর বোধহয় কোনোদিন দেখা হবে না আমাদের। বিদায়।'

চাবি নিয়ে একহাতে রানার হ্যাণ্ডকাফ খুলতে শুরু করল সে।

'একটা বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চাই,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা। 'বললে তোমরা লোয়ার লেভেলের লোক। তারমানে গুরুত্বহীন, রাইট? তোমাদের বাঁচামরায় কিছু আসে-যায় না ফেনিসের, আমার বন্ধুদের উপর প্রভাব পড়বে না তার।'

ভুরু কোঁচকাল স্মিথ। 'এ-কথা কেন বলছেন?'

'এ-জন্য!' হ্যাণ্ডকাফ খুলে গেছে, সাপের মত ছোবল দিল রানার দু'হাত। বাঁ হাতে লোকটাকে চেপে ধরল সিটের উপর, ডান হাতে খামচে ধরল পিস্তল-ধরা হাতটার মুঠি। অস্ত্রটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করল না, তার বদলে তর্জনী ঢুকিয়ে দিল ট্রিগার গার্ডের ভিতরে। পিস্তলটা ড্রাইভারের দিকে ঘোরাল, স্মিথের আঙুলের উপর দিয়েই চেপে দিল ট্রিগার।

গাড়ির বদ্ধ জায়গায় বোমা ফাটার মত আওয়াজ হলো, নেটের ফাঁক দিয়ে চলে গেল বুলেট, ড্রাইভারের মাথার খুলির পিছনটা উড়ে গেল। একরাশ রক্ত আর মগজ ছিটিয়ে স্টিয়ারিঙের উপর এলিয়ে পড়ল তার শরীরের উর্ধ্বাংশ।

হতভম্ব হয়ে গেছে স্মিথ, হাত ঘুরিয়ে রানা পিস্তলটা তার

www.BanglaBook.org

থুতনিতে ঠেকাতেই বাস্তবে ফিরে এল। দু'চোখের তারায় দেখা দিল আতঙ্ক।

'প্লিজ, মি. রানা!' ফ্যাসফেঁসে গলায় অনুনয় করল সে। 'আমি স্রেফ হুকুমের দাস...'

'আর আমি প্রতিহিংসার,' আবেগহীন গলায় বলল রানা। 'এটা মি. লংফেলোর জন্য।' ট্রিগার চেপে দিল ও।

চোয়ালের নীচ দিয়ে ঢুকল বুলেট, মগজ ভেদ করে... খুলির উপরের অংশ বিস্ফোরিত করে বেরুল। রানার মুখ-হাত ভিজে গেল তাজা রক্তে। স্মিথের নিথর মুঠি থেকে পিস্তলটা মুক্ত করে নিল ও। নিল নিজের সিগ-সাওয়ারটাও। ওটা লোকটার কোমরে গোঁজা ছিল। লাশের দিকে তাকাল না... তাকাল না আশপাশে কেউ আছে কি না, সেসব দেখার জন্যও।

গাড়ি থেকে নেমে পার্কের অন্ধকারে মিশে গেল রানা।

ষোলো

চারদিন আগে যে-ভাবে ফ্রান্স উপকূল ত্যাগ করেছিল রানা, ফিরল ওভাবেই—মোটরবোটে চড়ে। প্যারিসে পৌঁছুতে বেশ সময় লেগে গেল, ওর পুরনো কন্ট্যাক্ট পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছে। লণ্ডনের ঘটনায় ইন্টারপোলের মাধ্যমে পুরো ইয়োরোপে হুলিয়া জারি করা হয়েছে রানার নামে, এ-অবস্থায় ওর সঙ্গে আর নিজেকে জড়াতে চাইছে না লোকটা।

www.BanglaBook.org

কী আর করা, আল্লাহ-খোদার নাম করে ট্যাক্সি ভাড়া করল রানা, রওনা হলো প্যারিসের পথে। একটানা গেল না; নিরাপত্তার খাতিরে পথে কয়েকবার বদলাল ট্যাক্সি, একইসঙ্গে বদলাল ছদ্মবেশ, শেষ পর্যন্ত সকাল ন'টা নাগাদ পৌঁছুল রাজধানীতে। ভুয়া পাসপোর্ট ছিল সঙ্গে, এয়ারপোর্টে গিয়ে এয়ার-কানাডার মণ্ট্রিয়ল-গামী ফ্লাইটের টিকেট কিনে নিতে অসুবিধে হলো না। দুপুর একটায় টেকঅফ করল বিমান।

বিজনেস ক্লাসের আরামদায়ক সিটে বসেও ছটফট করতে লাগল রানা। সোনিয়া আর কুয়াশাকে টোপ বানিয়ে ফাঁদ পাতা হয়েছে ওর জন্য—একজনের প্রতি অনুভব করে ও দায়িত্ব, অন্যজনের প্রতি শ্রদ্ধা। জানা কথা, ওকে বাগে পাবার পর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে ওদের, খুন করা হবে দু'জনকেই। বাস্তবতাকে মেনে নিতে হচ্ছে রানার—বুঝতে পারছে ওদেরকে বাঁচাবার আসলে কোনও উপায় নেই। আর এই উপলব্ধি মাথায় আগুন জ্বেলে দিয়েছে ওর, সেই আগুনের আঁচে সবার আগে পুড়েছে স্মিথ আর তার সঙ্গী... এরপর আসবে শত্রুপক্ষের বাকিদের পালা। রানার মাথায় এখন শুধু প্রতিশোধের চিন্তা। ক'দিন আগের মাসুদ রানার সঙ্গে এখনকার মানুষটার আর মিল পাওয়া যাবে না। না, ফেনিসকে আর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায় না, চায় ধ্বংস করতে... নিজের হাতে। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর মারভিন লংফেলোর মত পিতৃসম দু'জন মানুষ জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন ফেনিসের কারণে; ওদের হাতে মারা গেছে অসংখ্য নিরীহ-অসহায় মানুষ... এখন আবার হত্যা করতে চলেছে সোনিয়া আর কুয়াশাকে! না, এই পিশাচদের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুকম্পা দেখাবে না ও। প্রতিশোধ নেবে... ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ!

একটাই সূত্র আছে এখন রানার হাতে—ম্যাসাচুসেট্সের

www.BanglaBook.org

সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনি দ্য থার্ড। সত্যিই কি তিনি জড়িত ফেনিসের সঙ্গে? বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বলছে, আগামী বছরের নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে চলেছেন ম্যাহোনি। জন্মের পর থেকে সম্ভবত এই একটা লক্ষ্য নিয়েই গড়ে তোলা হয়েছে তাঁকে। ম্যাহোনি পরিবারের অগাধ ধন-সম্পদ, পারিবারিক প্রভাব আর ফেনিসের মদদকে মাথায় রাখলে এমন পরিকল্পনা একেবারে অবাস্তব বলে মনে হয় না। সিনেটরের বিষয়ে এরই মধ্যে ছোটখাট একটা গবেষণা করে ফেলেছে ও, যেসব তথ্য পেয়েছে, তাতে বিশ্বাস করা মুশকিল, এত বছর থেকে মানুষটা ধোঁকা দিয়ে বেড়াচ্ছে গোটা দুনিয়াকে। অবস্থাদৃষ্টে যা-ই দেখাক না কেন।

খটকা যে নেই রানার মনে, তা নয়. উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন ম্যাহোনি, মার্কিন ওঅর রেকর্ড বলে: সেখানে তাঁর বীরত্ব তুলনাহীন। সাহসিকতার জন্য পাঁচ-পাঁচটা পদক পেয়েছেন। বহুবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যর্থ করে দিয়েছেন প্রতিপক্ষের হামলা, কয়েকবার উদ্ধার করেছেন আহত সহযোদ্ধাদেরকে। নিজেও জখম হয়েছেন বেশ কয়েকবার। মার্কিন সেনাবাহিনীতে এ-কারণে কিংবদন্তি-তুল্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

যুদ্ধের পর দেশে ফিরে এসেও আরেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। ম্যাসাচুসেটস্ টার্নপাইকে ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় পড়েন ম্যাহোনি। একটা পণ্যবাহী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে তাঁর গাড়ির। মারাত্মকভাবে আহত হন তিনি। হাসপাতালে নেবার পর ডাক্তাররা ধরেই নিয়েছিলেন কোনও আশা নেই, পত্রিকাগুলো বের করেছিল বিশেষ সংখ্যা—ম্যাহোনির মত বীর আমেরিকানের আশু-মৃত্যুর কথা ভেবে। হাজার হাজার মানুষ

www.BanglaBook.org

জড়ো হয়েছিল হাসপাতালের সামনে, সমবেতভাবে প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছিল তাঁর সুস্থতার জন্য। সংবাদপত্রের ভাষায়... মানুষের এই ভালবাসাই নাকি মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছে তাঁকে।

এই ঘটনাগুলোই খটকার জন্ম দিয়েছে রানার মনে। ফেনিসের এমন গুরুত্বপূর্ণ একজন অ্যাসেট, যাকে ছোটবেলা থেকে গড়ে তোলা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পদে বসানোর জন্য, সে কেন বার বার মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেবে? এতবড় ঝুঁকি কেন নেবে সংগঠনটা? ম্যাহোনি মারা গেলে তো তাদেরই সবচেয়ে বড় ক্ষতি! কিন্তু এ-ও ঠিক, দুঃসাহসিক ওসব কার্যকলাপের মাধ্যমেই পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছেন সিনেটর, জয় করেছেন জনসাধারণের ভালবাসা ও আস্থা। প্রাণ বিলিয়ে দেবার নিঃস্বার্থ মনোভাবই তাঁকে বিজয়ী করতে চলেছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। তবে কি ক্যালকুলেটেড রিস্ক নিয়েছিল ফেনিস? ম্যাহোনিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ফেলেছে মৃত্যুর মুখে?

প্যারিস এয়ারপোর্ট থেকে হেরাল্ড ট্রিবিউনের একটা কপি কিনেছে রানা। ওতে সংক্ষিপ্তভাবে জানানো হয়েছে নাইজেল উইটিংহ্যামের মৃত্যুসংবাদ। সন্ত্রাসী হামলার কথা আছে, তবে রানার নাম নেই। রহস্য ভেদ করবার আগ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার সম্ভবত বিস্তারিত জানাতে চাইছে না মিডিয়াকে। তবে এ-খবর রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, করেছে ট্রান্সকম আর ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজ সম্পর্কিত একটা ফলো-আপ নিউজ। ওতে বস্টনের কোম্পানিটার বোর্ড অভ ডিরেক্টরদের একটা আংশিক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তৃতীয় নামটাই ম্যাসাচুসেট্সের সিনেটরের। ফেনিসের সঙ্গে তাঁর কানেকশনের ব্যাপারে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। ডেভিড ম্যাহোনি দ্য থার্ড শুধু ভিলা বারেমির অভ্যাগত একজন অতিথির বংশধর নন, ফেনিসের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সত্যিকার উত্তরসূরিও বটে।

স্পিকারে পাইলটের ঘোষণা শুনে ধ্যান ভাঙল রানার। চ্যানেল আইল্যাণ্ড অতিক্রম করছে বিমান, ছ'ঘণ্টা পর অতিক্রম করবে নোভা স্কোশিয়া-র উপকূল; মন্ট্রিয়লে ল্যাণ্ড করবে তারও এক ঘণ্টা পরে। আন্দাজ করল রানা, এয়ারপোর্ট থেকে আরও চার ঘণ্টা লাগবে কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে পৌঁছুতে। রিশেলিউ নদী হয়ে লেক চ্যাম্পলেইন দিয়ে আমেরিকায় ঢোকার প্ল্যান করেছে ও। অভিযানের চূড়ান্ত অংশের শুরুটা হবে তখনই। বাঁচবে কিংবা মরবে রানা, কিন্তু কিছুতেই হার মানবে না। উত্তেজনা অনুভব করল বুকের ভিতর।

বস্টন।

ওখানে কেউ দেখা করতে চায় ওর সঙ্গে।

কে? কেন?

কুয়াশার ধারণা, ওকে ফেনিসের দলে ভেড়াতে।

কিন্তু না, পিশাচদের সঙ্গে কোনোদিনই ও হাত মেলাবে না, এটা কি জানে না ওরা? যদি অকালমৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয়, তা-ও রানা মাথা নোয়াবে না ওদের কাছে। একটা ব্যাপার নিশ্চিত, মরার আগে ফেনিসকে উপযুক্ত একটা শিক্ষা দিয়ে যাবে ও। বুঝিয়ে দেবে, ওকে কতখানি আণ্ডার-এস্টিমেট করেছিল ওরা।

জোর করে চোখ মুদল রানা, একটু ঘুমিয়ে নেয়া প্রয়োজন। আগামী কয়েকটা দিন নির্ঘুম কাটবে ওর।

আটলান্টিকের দিক থেকে ছুটে আসছে দামাল হাওয়া, বৃষ্টির ছাঁটে বার বার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে উইণ্ডশিল্ড, ওয়াইপার-দুটো তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুঝছে অবিরাম। কোস্টাল হাইওয়ে ধরে এরই মাঝ দিয়ে ছুটছে রানার গাড়ি। পোর্টল্যাণ্ড থেকে সাদামাটা চেহারার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা সুবারু সেডান ভাড়া করেছে ও, এগিয়ে চলেছে বস্টনের পথে। তবে ওখানে গিয়েই শত্রুপক্ষের সামনে নিজের উপস্থিতি জাহির করবে না, অপেক্ষা করবে না ফেনিসের পরবর্তী চালের জন্য। ওদের জালে পা দিলেই সব শেষ—সমাপ্তি ঘটবে আশা-ভরসার। তা হতে দেবে না রানা, নিজস্ব ছকে এগোবে বলে ঠিক করেছে। সোনিয়া-কুয়াশাকে নিয়ে এখুনি অস্থির হচ্ছে না; জানে, ওকে বাগে না পাওয়া পর্যন্ত ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হবে শত্রুরা। দুই জিম্মিকে মেরে ফেললে রানার উপরে চাপ সৃষ্টির মত আর কোনও অস্ত্র থাকবে না তাদের হাতে।

হ্যাঁ, বস্টনে যাচ্ছে ও... কিন্তু প্রতিপক্ষকে তা জানিয়ে নয়। গোপনে মন্ট্রিয়লের রানা এজেন্সির মাধ্যমে ব্যবস্থা করে এসেছে—একদিনের ব্যবধানে রিটজ্ কার্লটন হোটেল দুটো টেলিগ্রাম পাবে। প্রথমটায় বলা হবে, আগামীকাল পৌঁছুবেন সোমনাথ চ্যাটার্জি, তার জন্য একটা স্যুইট যেন রিজার্ভ রাখা হয়। পরদিন বিকেলে আসবে দ্বিতীয় টেলিগ্রাম—তাতে জানানো হবে, ফ্লাইট নিয়ে গোলমাল হওয়ায় দু'দিন দেরি হবে মি. চ্যাটার্জির; ওই হিসেবে যেন রিজার্ভেশনের তারিখ পরিবর্তন করে নেয়া হয়।

এই দুটো টেলিগ্রাম ছাড়া রানার ব্যাপারে আর কিছুই জানতে পারবে না ফেনিস। আসল উদ্দেশ্য ফাঁস হবে না রানার, আবার শত্রুকে একটু নিশ্চয়তাও দেয়া হবে—বস্টনে আসার নির্দেশটা ও পালন করতে চলেছে। সোনিয়া, কুয়াশা বা মরিভিন লংকেলোর ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত নেবার বিষয় ইতস্তত করতে হবে ওদেরকে। ভুলে যেতে হবে আটচল্লিশ ঘণ্টার ডেডলাইন।

তিনদিন সময় রানার হাতে। এর মাঝে ট্রান্স-কমিউনিকেশন ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কে যতকিছু সম্ভব জেনে নিতে হবে ওকে; খুঁজে বের করতে হবে এমন কোনও গলদ, যেটাকে অস্ত্র বানিয়ে

www.BanglaBook.org

পৌঁছুনো যায় সিনেটর ম্যাহোনির কাছে। হাতে সময় কম, কিন্তু কাজ অনেক। বস্টনে রানা এজেন্সির শাখা আছে, কিন্তু ওখানে যাওয়া যাবে না। অন্য কারও সাহায্য নিতে হবে ওকে। কার কাছে যাওয়া যায়, তা নিয়ে ভাবতে শুরু করল।

একটা রোড-সাইন পেরিয়ে এল রানা—মার্বেলহেড নামে একটা শহরের নাম লেখা আছে ওতে। তারমানে বস্টন আর ত্রিশ মিনিটের দূরত্ব। গন্তব্য এসে পড়েছে, গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল ও।

· ·

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বস্টনে ঢুকল রানা। বিরূপ আবহাওয়া আর অফিস ছুটির সময় মিলিয়ে পুরো শহরে তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা। বয়েলস্টোন স্ট্রিটের ব্যস্ত শপিং ডিস্ট্রিক্টে যখন পৌঁছুল, চারপাশে শুনতে পেল শত শত গাড়ির অবিরাম হর্ন... কান ঝালাপালা হবার দশা। প্রুডেনশিয়ালের আণ্ডারগ্রাউণ্ড লটে ভাড়া করা গাড়িটা পার্ক করল ও। রওনা হলো রেস্টুরেন্টের খোঁজে। খুব খিদে পেয়েছে, কিছু পেটে না দিলেই নয়। বৃষ্টিভেজা সাইডওঅক ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে পড়ল এক বৃদ্ধের নাম। কর্পোরেট ল-র উপর হার্ভার্ডের স্কুল অভ বিজনেসে পঁচিশ বছর শিক্ষকতা করবার পর বছরদুই আগে রিটায়ার করেছেন ভদ্রলোক। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে চেনে না রানা, তবে আমেরিকার কর্পোরেট ব্যবসাজগতের বিষয়ে প্রফেসর অ্যান্থনি স্যাণ্ডার্স নামের এই বৃদ্ধের জ্ঞান বিশ্বকোষতুল্য। অতীতে রানা এজেন্সি বেশ কয়েকবার সাহায্য নিয়েছে তাঁর।

রেস্টুরেন্টে ঢুকেই পে-ফোন ব্যবহার করল রানা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিল প্রফেসর স্যাণ্ডার্সের। তারপর দ্রুত খাওয়াদাওয়া সেরে একটা ট্যাক্সিতে চাপল, হাজির হয়ে গেল বৃদ্ধের ব্র্যাটল স্ট্রিটের বাড়িতে।

বেল চাপলে এক বৃদ্ধা দরজা খুললেন। মায়াময় চেহারা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু'চোখে কৌতূহল।

'মিসেস স্যাণ্ডার্স?'

'ইয়েস?'

'আধঘণ্টা আগে ফোন করেছিলাম আমি...'

'তুমি মাসুদ কায়সার?'

'জী। একটা রিসার্চের ব্যাপারে কথা বলতে চাই আপনার স্বামীর সঙ্গে...'

'এসো, এসো, ভিতরে এসো!' তাড়াতাড়ি বললেন বৃদ্ধা। 'বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থেকো না, অসুখ করবে। কী যে শুরু হলো দু'দিন ধরে... বন্যা দেখা দেয় কি না, ঈশ্বর জানেন!' প্রায় জোর করেই রানার কাছ থেকে কোট আর টুপি নিলেন তিনি। 'বাই দ্য ওয়ে, আমি এলিজাবেথ স্যাণ্ডার্স।' হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য।

'নাইস টু মিট ইউ, মিসেস স্যাণ্ডার্স,' পাল্টা হাসি দিয়ে হাত মেলাল রানা। 'প্রফেসর স্যাণ্ডার্স আছেন?'

'যাবে কোথায়? এখন ওর ইভনিং ড্রিঙ্কের সময় না? তুমি এসেছ ভাল হয়েছে। এখন একজন পার্টনার পাবে। এসো।'

বৃদ্ধার পিছু পিছু বিশাল এক লিভিংরুমে ঢুকল ওরা। ঘরের চারদিকের দেয়ালজুড়ে তৈরি করা হয়েছে শো'কেস আর শেলফ। তাতে শোভা পাচ্ছে নানা রকম রেলিক আর বই, সংখ্যায় অগণিত। দুটো জিনিসেরই সংগ্রহের বাতিক আছে সম্ভবত এই ঘরের মালিকের। ঘরের একপ্রান্তে গদিমোড়া একটা বড় সোফায় বসে আছেন ভদ্রলোক, পা তুলে রেখেছেন সামনে রাখা টিপয়ের উপর, কোলের উপরে কম্বল বিছানো, তার উপর একটা বই, হাতে ধরে রেখেছেন ড্রিঙ্কের গ্লাস। মগ্ন হয়ে আছেন তিনি।

'অ্যান্থনি, তোমার গেস্ট এসেছে,' ঘোষণা করলেন মিসেস স্যাণ্ডার্স।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখ তুললেন প্রফেসর স্যাণ্ডার্স।

'মাসুদ কায়সার, স্যর,' নাম বলল রানা। পকেটে কয়েকটা ভুয়া পরিচয়পত্র নিয়ে সবসময় ঘোরে ও, সেখান থেকে নয়া দিল্লির একটা পত্রিকার আই.ডি কার্ড বাড়িয়ে ধরল। 'ভারত থেকে এসেছি, সাংবাদিক। আমেরিকার কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের উপর একটা প্রবন্ধ লিখছি। ফোনে বলেছিলাম আপনাকে।'

'হ্যাঁ... হ্যাঁ... মনে আছে,' হাসলেন প্রফেসর স্যাণ্ডার্স। 'বোসো। তুমি করে বলছি, কোনও অসুবিধে নেই তো?'

'না, না। আপনি বয়সে ও জ্ঞানে আমার অনেক বড়।' বৃদ্ধের মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসল রানা।

'কী খাবে?'

'কিছু না। ধন্যবাদ।'

'একটু উইস্কি নাও। ভিজে-টিজে এসেছ, উইস্কি খেলে গা গরম হবে।'

'বেশ,আপনি বলছেন যখন...' মাথা ঝোঁকাল রানা।

'আমি দিচ্ছি।' বলে গ্লাস আনতে চলে গেলেন মিসেস স্যাণ্ডার্স। ফিরে এলেন একটু পরে। উইস্কি পরিবেশন করলেন।

'হ্যাঁ, বলো কী করতে পারি তোমার জন্য।' বললেন স্যাণ্ডার্স।

নোটবুক আর কলম বের করল রানা। 'বস্টন সম্পর্কে এ-মুহূর্তে গবেষণা করছি আমি। যদ্দূর জেনেছি, এখানকার সবচেয়ে বড় কর্পোরেট এনটিটি হলো ট্রান্স কমিউনিকেশন ইন্টারন্যাশনাল। ওদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন আমাকে?'

'পারব না কেন?' কাঁধ ঝাঁকালেন স্যাণ্ডার্স। 'কে না চেনে *অ্যালাব্যাস্টার ব্রাইড অভ বস্টন*-কে? কংগ্রেস স্ট্রিটের রানি বলি আমরা ওটাকে।'

'অ্যালাব্যাস্টার ব্রাইড?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কংগ্রেস স্ট্রিটের ট্রান্সকম্ টাওয়ার,' পাশ থেকে ব্যাখ্যা করলেন মিসেস স্যাণ্ডার্স। 'সাদা পাথরের বিশাল এক বিল্ডিং—চল্লিশ তলা উঁচু। প্রতিটা ফ্লোরে সারি সারি গোল জানালা। এমন বিল্ডিং আর একটাও নেই গোটা শহরে।'

'দূর থেকে মনে হয়, শত শত চোখ নজর রাখছে বস্টনের উপর,' যোগ করলেন প্রফেসর স্যাণ্ডার্স। 'সূর্যের আলোর কারসাজিতে কোনও চোখকে মনে হয় খোলা, কোনোটা বন্ধ... আবার কোনও কোনোটা যেন চোখ টিপছে!'

'অদ্ভুত তো!' মন্তব্য করল রানা। বৃত্তাকার জানালা... *পার নস্ত্রো সার্কোলো*... আমাদের চক্রের জন্য! কাকতালীয়, নাকি সত্যিই কোনও মেসেজ দেয়া হচ্ছে?

'অদ্ভুত... একই সঙ্গে মনে প্রভাব ফেলবার মত!' বললেন স্যাণ্ডার্স। 'একটু বিসদৃশ ঠেকে চোখে, তবে ইচ্ছে করেই সম্ভবত করা হয়েছে সেটা; এক ধরনের শুদ্ধতার প্রতীক... ফিনানশিয়াল ডিস্ট্রিক্টের অন্ধকার কংক্রিট জঙ্গলের মাঝে আলোর একটা স্তম্ভের মত অবয়ব ওটার।'

'ইন্টারেস্টিং!' বৃদ্ধের কথায় উপমা খুঁজে পেল রানা—সাদা দালানটা আলো, আর জঙ্গলটা হচ্ছে বিশৃঙ্খল পৃথিবী।

'যথেষ্ট হয়েছে অ্যালাব্যাস্টার ব্রাইডের কথা,' বললেন স্যাণ্ডার্স। ট্রান্সকম সম্পর্কে কী জানতে চাও?'

'আপনি যা জানেন, সব।' রানা জবাব দিল।

একটু অবাক হলেন স্যাণ্ডার্স। 'সব? খুব বেশি কিছু তো বলতে পারব না। আসলে... ওরা একটা ক্লাসিক মাল্টিন্যাশনাল কংগ্লোম্যারেট। ডাইভার্সিফিকেশনের দিক থেকে তুলনাহীন, ম্যানেজমেন্টও ব্রিলিয়ান্ট।'

'পেপারে পড়েছি, ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজে ওদের হোল্ডিঙের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিমাণ জেনে বিস্মিত হয়েছে লোকে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন স্যাণ্ডার্স। 'অনেকেই অবাক হয়েছে, তবে আমি হইনি। ভরগেনের মালিকানার একটা বড় অংশ যে ট্রান্সকমের দখলে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমন আরও চার-পাঁচটা দেশের কথা বলতে পারি, যেখানে একই ধরনের হোল্ডিংস রয়েছে ওদের।' উইস্কিতে চুমুক দেয়ার জন্য একটু বিরতি নিলেন তিনি। 'আসলে... যে-কোনও কংগ্লোম্যারেটের ফিলোসফিই হলো যতটা সম্ভব সম্পদ আর মার্কেট বাড়ানো। ইকোনমিক্সের মালথুসিয়ান ল-কে প্রয়োজনে ব্যবহার, কিংবা অবজ্ঞা করে ওরা। নিজস্ব র‍্যাঙ্কের ভিতরে সৃষ্টি করে আগ্রাসী প্রতিযোগিতা, আবার ছেঁটে ফেলে বাইরের প্রতিযোগীদেরকে। এ-থিয়োরির বাস্তব প্রয়োগের কারণে ট্রান্সকম এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সফল মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর একটা।'

বৃদ্ধ প্রফেসরের মুখভঙ্গি যাচাই করল রানা। আগ্রহোদ্দীপক বিষয় পেয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। ও বলল, 'বুঝলাম আপনার কথা। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো না—আরও চার-পাঁচটা দেশের নাম বলতে পারবেন বলছেন। কীভাবে সম্ভব সেটা?'

'যে-কেউই পারবে। একটু শুধু পড়াশোনা করতে হবে, সঙ্গে দরকার হবে কল্পনাশক্তি।' তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন স্যাণ্ডার্স। 'আইন, কায়সার, আইন! হোস্ট কান্ট্রির আইন। ওটাই সবকিছুর চাবিকাঠি!'

'আইন?'

'ওটাই একমাত্র জিনিস, যেটাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যে-দেশেই ব্যবসা করতে চাও তুমি, সে-দেশের আইনকে মানতেই হবে। হ্যাঁ... আইনের ফাঁকফোকর খুঁজে বের করবে তুমি, বিভিন্ন দুর্বলতার সুযোগ নেবে... তারপরও একেবারে এড়িয়ে যেতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারবে না। কিন্তু কীভাবে ডিল করবে আইন-আদালতের সঙ্গে? সরাসরি তো আর রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে না নিজেকে, লইয়ার আর ল-ফার্মের সহায়তা নিতেই হবে তোমাকে... এবং সেটা হতে হবে স্থানীয়। কারণ, বস্টনের একজন অ্যাটর্নি হংকং বা এসেনে কাজে আসবে না তোমার।'

'ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি?' দ্বিধান্বিত গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'বিভিন্ন দেশের ল-ফার্ম নিয়ে স্টাডি করতে হবে তোমাকে,' সামনে ঝুঁকলেন স্যাণ্ডার্স। 'যে-প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছ, তারা বিদেশি কোনও ল-ফার্মকে টাকা দিচ্ছে কি না, সেটা বের করো। তারপর মিলিয়ে দেখো, ওই ফার্মের ক্লায়েন্টদের মধ্যে কার কর্মকাণ্ড আমাদের ওই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষা করছে। ব্যস, তা হলেই পেয়ে গেলে, গোপনে কোন্ কোন্ জায়গায় পুঁজি খাটাচ্ছে ওরা।' বক্তৃতা দিতে মজা পাচ্ছেন বৃদ্ধ আইনবিদ, হাসি হাসি হয়ে উঠল মুখ। 'খুব মজার একটা খেলা বলতে পারো এটা, বিভিন্ন সেমিনারে বহু কর্পোরেট প্রতিনিধিকে চমকে দিয়েছি ওদের গোমর বলে দিয়ে। ওসবের একটা ইনডেক্সও রেখেছি আমি।'

ট্রান্সকমের ব্যাপারে কখনও গবেষণা করেছেন আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'অবশ্যই! সেজন্যেই তো চার-পাঁচটা দেশের কথা বললাম।'

'কোথায় কোথায় রয়েছে ওদের ইনভেস্টমেন্ট, আমাকে বলতে পারেন?'

চোখ বন্ধ করে স্মরণ করার প্রয়াস চালালেন স্যাণ্ডার্স। 'দাঁড়াও, ভেবে দেখি। হুমম... ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজের ব্যাপারটা তো জেনেছ। ট্রান্সকমের ওভারসিজ রিপোর্টে এসেনের মাইনহফ-স্যালেঙ্গার ফার্মে বড় অঙ্কের পেমেন্টের রেকর্ড আছে। ভরগেনের সঙ্গে রয়েছে

www.BanglaBook.org

মাইনহকের সরাসরি লিগাল কানেকশন। ফার্মটা ছোটখাট ক্লায়েন্ট বা ট্রানজ্যাকশনে আগ্রহী নয়। এ-কারণে বহু আগেই ভরগেনে ট্রান্সকমের শেয়ারের ব্যাপারে নিশ্চিত হই আমি।'

'আর?'

'আর... কিয়োটো, জাপান। ওখানকার আকিওয়া না কী যেন নামের একটা ফার্মকে ব্যবহার করে ওরা। তার মানে দাঁড়ায়... ইয়াকাওবি ইলেকট্রনিক্স।'

'ইয়োরোপে?'

'ভরগেন তো আছেই... এরপর আসে আমস্টারড্যাম। ওখানকার ল-ফার্ম হলো হাইনট অ্যাণ্ড সান্স। তাই আমার ধারণা, নেদারল্যাণ্ড টেক্সটাইলসে বড় ধরনের মালিকানা আছে ট্রান্সকমের; ওটা আবার হ্যামবুর্গ থেকে লিসবান পর্যন্ত বিরাট এক অঞ্চলজুড়ে ব্যবসা করছে।'

'আর আছে?'

'হ্যাঁ। তারপরেরটা সম্ভবত ফ্রান্সের লিওঁ-তে...' বলতে বলতে থেমে গেলেন স্যাণ্ডার্স। মাথা নাড়লেন। 'না, বোধহয় ভুল করছি। লিওঁ-র চাইতে ইটালির তুরিন হবার সম্ভাবনা বেশি।'

'তুরিনের কোন্ কোম্পানি?'

'ফার্মটার নাম প্যালাদিনো ল্য তোনা... ওরা পুরো ইটালিতে একটামাত্র কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করে—বিয়াঞ্চি-পাভোরোনি।'

'ওরে বাবা!' নিখাদ বিস্ময় প্রকাশ পেল রানার গলায়। 'এ তো রীতিমত বিশাল এক কার্টেল!'

'তা তো বটেই,' একমত হলেন বৃদ্ধ আইনবিদ। 'এককভাবেই বিয়াঞ্চি-পাভোরোনির অর্থনৈতিক ক্ষমতা কম নয়; তার সঙ্গে যদি ভরগেন, নেদারল্যাণ্ড টেক্সটাইলস্ আর ইয়াকাওবি-সহ ইংল্যাণ্ড, স্পেন আর সাউথ আফ্রিকার আরও ক'টা জায়ান্ট যুক্ত হয়...

www.BanglaBook.org

ওগুলোর কথা বলিনি আমি তোমাকে... তা হলে নিঃসন্দেহে ট্রান্সকম একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সুপারপাওয়ারে পরিণত হয়েছে।'

'মনে হচ্ছে আপনি ব্যাপারটা পছন্দ করেন না।'

'ঠিকই ধরেছ,' স্বীকার করলেন স্যাণ্ডার্স। 'ইকোনোমিক পাওয়ারের এমন সেন্ট্রালাইযেশন ভাল নয়। মালথুসিয়ান ল-র বিপরীত, প্রতিযোগিতা বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তবে এ-ধরনের সাফল্যের পিছনে যে-প্রতিভা আছে, তার কদর করি আমি। বলতে গেলে অসম্ভব একটা লক্ষ্য অর্জন করেছে সে। জিয়োভান্নি গুইদেরোনি-র কথা বলছি... ট্রান্সকমের প্রতিষ্ঠাতা।'

'নাম শুনেছি ভদ্রলোকের,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'আধুনিক যুগের রকফেলার বলা হয় তাঁকে, তাই না?'

'কমই সেটা। নিজেকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন গুইদেরোনি, সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিলুপ্তপ্রায় বিজনেস জায়ান্টদের শেষ সদস্য... ব্যবসাজগৎ ও অর্থনীতির অলিখিত সম্রাট। পশ্চিমের বেশিরভাগ সরকার-ই সম্মান করে তাঁকে, এমনকী ইস্টার্ন ব্লকেও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি কম নয়... বিশেষ করে রাশায়।'

'রাশা!'

'হ্যাঁ।' স্ত্রী-র দিকে তাকিয়ে আবার উইস্কি পরিবেশনের ইশারা দিলেন স্যাণ্ডার্স। 'পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যকার ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্যের হিসাব করলে গুইদেরোনির ধারেকাছে পাওয়া যাবে না কাউকে। অবশ্য একই কথা পুরো দুনিয়াব্যাপী ব্যবসাকে বেলাতেও খাটে। এখন বুড়ো হয়ে গেছেন, বয়স পঁচাশি-র উপরে... কিন্তু শুনেছি, বহু বছর আগে বস্টন ল্যাটিনে বড় হবার সময় যে-তেজ ছিল তাঁর, তা আজও কমেনি একবিন্দু।'

'উনি বস্টনের মানুষ? নাম শুনে তো মনে হয় না।'

www.BanglaBook.org

'ঠিকই আন্দাজ করেছ। বস্টনে বড় হলেও গুইদেরোনি আসলে ইয়োরোপিয়ান। সে-ও এক ইন্টারেস্টিং কাহিনি। জাহাজে চড়ে অশিক্ষিত বাপের সঙ্গে দশ-এগারো বছর বয়সে ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে আমেরিকায় আসেন তিনি। সেখান থেকে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছেছেন... দ্য গ্রেট অ্যামেরিকান ড্রিমের সফল উদাহরণ বোধহয় একেই বলে!'

নিজের অজান্তেই সোফার হাতল খামচে ধরল রানা। উত্তেজনায় নিঃশ্বাস আটকে আসছে। 'কোত্থেকে এসেছিল ওই জাহাজ?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল ও।

'ইটালি,' উইস্কিতে চুমুক দিলেন স্যাণ্ডার্স। 'দেশের দক্ষিণাংশ সম্ভবত। বোধহয় সিসিলি বা আর কোনও দ্বীপ থেকে।'

পরের প্রশ্নটা করতে ঈষৎ নার্ভাস বোধ করছে রানা। 'আপনার কি জানা আছে, জিয়োভান্নি গুইদেরোনির সঙ্গে ম্যাহোনি পরিবারের কারও পরিচয় ছিল কি না?'

মদের গ্লাসের উপর দিয়ে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধ আইনবিদ। 'অবশ্যই জানি। আমি কেন, ম্যাসাচুসেটসের সবাই জানে—ম্যাহোনি পরিবারে কাজ করত জিয়োভান্নির বাবা... আমাদের সিনেটরের দাদার আমলে, ম্যাহোনি হলে। বুড়ো ম্যাহোনি-ই প্রথম জিয়োভান্নির মধ্যে প্রতিভার ঝলক দেখতে পান, তাই ওকে ভর্তি করে দেন স্কুলে, সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। সে-আমলের বিচারে যথেষ্ট উদার একটা কাজ। কারণ গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইমিগ্র্যান্টদের কুকুর-বেড়ালের মত ট্রিট করত আমেরিকার লোকজন; তাদের কাউকে স্কুল-কলেজে পড়তে দেবার মত মহত্ত্ব ছিল না ওদের। বুড়ো ম্যাহোনিকে নিঃসন্দেহে এর জন্য অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে।'

'আপনি নিশ্চয়ই ডেভিড ম্যাহোনি দ্য ফার্স্টের কথা বলছেন?'

www.BanglaBook.org

ফিসফিসিয়ে বলল রানা। এই লোকই কাউন্ট বারেমির ভিলায় আতিথ্য গ্রহণ করেছিল।

'হ্যাঁ।'

'এতকিছু করেছেন তিনি একটা অচেনা ছেলের জন্য?'

'অসাধারণ, তাই না? অথচ সে-সময়ে ঝুটঝামেলার অন্ত ছিল না ম্যাহোনি পরিবারে। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সর্বস্ব হারাতে বসেছিল, মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকাই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল ওদের। এর-ই মাঝে জিয়োভান্নির জন্য উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিল বুড়ো ম্যাহোনি। যেন দেয়ালের লিখন পড়তে পারছিল সে।'

'মানে?'

'এক হাতে ম্যাহোনি পরিবারের দুর্দশার ইতি ঘটিয়েছেন জিয়োভান্নি গুইদেরোনি। শুধু তাই নয়, ওদের ধন-সম্পদ বাড়িয়ে দিয়েছেন কয়েকশ' গুণ। মরার আগে নিজের কোম্পানিকে সবার উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেখেছে বুড়ো ম্যাহোনি... দেখেছে টাকার বন্যা বইতে। সবই ঘটেছে সামান্য এক চাকরের ছেলেকে দয়া দেখানোর ফলে... যেন জেনেশুনেই ওকে প্রতিষ্ঠিত করবার সংগ্রামে নেমেছিল লোকটা। বললাম না, খুবই ইন্টারেস্টিং কাহিনি!'

একটু ভাবল রানা। বলল, 'যদি ভুল না করে থাকি, গুইদেরোনি শব্দটা এসেছে ইটালিয়ান *গুইদা* থেকে। মানে, গাইড।'

'অথবা রাখাল,' বলে উঠলেন স্যান্ডার্স।

ঝট্ করে তাঁর দিকে তাকাল রানা। 'কী বললেন?'

'আমি না, গুইদেরোনি-ই বলেছেন কথাটা... সাত-আট মাস আগে, জাতিসংঘে।'

'জাতিসংঘ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হুঁ। সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ দেয়া হয় তাঁকে, সে-আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণও করেছিলেন। শোনোনি ওই ভাষণ? সারা দুনিয়ায় প্রচার করা হয়েছে ওটা—রেডিও, টিভি, স্যাটেলাইট... সবখানে।'

'দুঃখিত, শোনার সৌভাগ্য হয়নি। কী বলেছিলেন উনি?'

'তুমি একটু আগে যা বললে, সে-কথাগুলোই। বিনীত স্বরে জানিয়েছিলেন, তাঁর নামের উৎস লুকিয়ে আছে গুইদা বা গাইড শব্দের ভিতরে। সে-দৃষ্টিতেই নিজেকে দেখেন তিনি—সামান্য এক রাখাল হিসেবে, অন্যকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া যার কর্তব্য। দুনিয়াজোড়া ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে উদাত্ত আহ্বানও জানিয়েছেন—অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে সরে এসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের উপকারে কাজ করবার জন্য। খুবই হৃদয়গ্রাহী ভাষণ ছিল ওটা, জাতিসংঘ থেকে তো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইকোনোমিক কাউন্সিলের মেম্বার হবার জন্য তাঁকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এখনও অবশ্য সাড়া দেননি গুইদেরোনি।'

'আপনি নিজ কানে শুনেছেন ওই ভাষণ।'

'অবশ্যই! বস্টনবাসীদের জন্য তো প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছিল ওটা। যতক্ষণ ভাষণ দিয়েছেন ভদ্রলোক, ততক্ষণ টিভি-রেডিওতে আর কোনও অনুষ্ঠান প্রচার হয়নি।'

'ওঁর গলাটা কেমন ছিল?'

কাঁধ ঝাঁকালেন স্যাণ্ডার্স। 'ব্যাখ্যা করা মুশকিল। বুড়ো হয়ে গেছেন গুইদেরোনি—কথা বলেন তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে, কিন্তু বয়সের ছাপ ঠিকই পড়েছে তাতে।' স্ত্রী-র দিকে তাকালেন। 'তোমার কী মনে হয়?'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিলেন মিসেস স্যাণ্ডার্স। 'তবে একটা জিনিস খেয়াল করেছি, বয়সের তুলনায় অনেক পরিষ্কার মি.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুইদেরোনির গলা—কথা একদম জড়ায় না। এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলে ফেলেন, শোনার সময় মনে হয় যেন শোঁ শোঁ বাতাস বইছে কানের পাশে। বড়ই অদ্ভুত এক অনুভূতি ওটা।'

পোর্তো ভেচিয়োর খামারবাড়িতে শোনা মারিয়া মায়োলার কথাগুলো মনে পড়ল রানার। রেডিওতে পঁচাত্তর বছরের পুরনো একটা কণ্ঠ শুনেছিলেন তিনি... যে-কণ্ঠ ঝোড়ো বাতাসের চেয়ে ভয়ঙ্কর!

আর কোনও সন্দেহ নেই: রাখাল বালকের খোঁজ পেয়ে গেছে ও।

সতেরো

প্রফেসর স্যাণ্ডার্সের বাড়ি থেকে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে এল রানা। বেরুনোর আগে ম্যাহোনি পরিবার সম্পর্কে আরও দু-চারটে প্রশ্ন করেছে, তারপর উঠে পড়েছে ধন্যবাদ জানিয়ে। ওর এই অকস্মাৎ প্রস্থানে দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হয়তো অবাক হলেন, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। যা জানা দরকার, তা জেনে গেছে... এরপর আর ওখানে সময় নষ্ট করবার মানে হয় না।

সাইডওঅক ধরে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল ও—উত্তেজিত, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন নয়। বৃষ্টির ছাঁটে গা ভিজে যাচ্ছে, পরোয়া করছে না। পেয়েছে... অবশেষে ফেনিসের মূল ব্যক্তিটির খোঁজ পেয়েছে ও! এখন শুধু ভেবে বের করতে হবে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কীভাবে তাকে ঘায়েল করা যায়।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনিকে আতঙ্কগ্রস্ত করবার মত অস্ত্র পেয়ে গেছে রানা। কিচ্ছু না, শুধু ওয়াশিংটনে ভদ্রলোকের কাছে একটা ফোন করতে হবে ওকে—বর্ণনা করতে হবে পঁচাত্তর বছর আগেকার একটা মিটিঙের বিবরণ। উনিশশো ছত্রিশের চৌঠা এপ্রিলের সেই মিটিং, বারেমি ভিলায় যেটাতে অংশ নিয়েছিল তার পিতামহ। কী বলবে তখন সিনেটর। অস্বীকার করতে পারবে, এত বছর ধরে একটা গুপ্তসংঘের সঙ্গে নিজের পরিবারের সংশ্লিষ্টতার কথা? এ তো বোঝাই যাচ্ছে, রাখাল বালকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছে সে—কারণ লোকটাকে ওরাই আজকের অবস্থানে পৌঁছুতে সাহায্য করেছে।

খানিক ভেবেচিন্তে সরাসরি এগোনোর চিন্তা বাতিল করে দিল রানা। এখন পর্যন্ত এ-কৌশলে কোনও কাজ হয়নি। তা ছাড়া ডেভিড ম্যাহোনি ফেনিসের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে চলেছে সে, তাকে রক্ষার জন্য হাজারটা পন্থা অবলম্বন করবে ওরা। রানার হাতে কোনও প্রমাণ নেই তার বিরুদ্ধে। জনসমক্ষে তার মুখোশ খুলতে চাইলে নিরেট তথ্য-প্রমাণ চাই।

তারমানে আরও গভীরে যেতে হবে ওকে।

বাইরে যা দেখা যাচ্ছে, তা ডেভিড ম্যাহোনির আসল চরিত্র নয়। সময় নিয়ে... অত্যন্ত সুকৌশলে তাকে জনগণের সামনে পছন্দনীয় করে তোলা হয়েছে। উপসাগরীয় যুদ্ধের ওসব বীরত্ব কি তা হলে শুধুই কাহিনি? হাসপাতালের সামনে শত শত মানুষ জড়ো করা হয়েছিল কি টাকার বিনিময়ে? একেবারে অবাস্তব নয় চিন্তাটা। কাউকে জনপ্রিয় করে তুলবার জন্য এ-ধরনের নাটক অতীতে বহুবার করা হয়েছে। দক্ষ পরিচালকের হাতে সেই নাটক চরম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাফল্য অর্জন করতে পারে।

এর মানে দাঁড়াচ্ছে, আসলে বীর নয় ম্যাহোনি, স্রেফ একটা পুতুল। তাকে দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষের পদে বসিয়ে নিজেদের অশুভ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইছে জিয়োভান্নি গুইদেরোনি ও তার গুপ্তসংঘ। তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে চাইলে ম্যাহোনির নাগাল পেতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

চলে আসবার আগে প্রফেসর স্যাণ্ডার্সের কাছ থেকে সিনেটরের ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে এসেছে রানা। কনকর্ডে তাঁর সরকারি আবাস, কিন্তু সেখানে শুধু গ্রীষ্মের সময়টা কাটান তিনি ও তাঁর পরিবার। পিতা ডেভিড ম্যাহোনি জুনিয়র মারা গেছেন বেশ ক'বছর আগে। এরপর তাঁর বিধবা মায়ের কাছ থেকে চড়া দামে ম্যাহোনি হল্ কিনে নিয়েছেন জিয়োভান্নি গুইদেরোনি; ম্যাহোনি পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে কথা দিয়েছেন, ভবনের নাম বদলানো হবে না। বৃদ্ধা মিসেস ম্যাহোনি এখন বিকন হিলে থাকেন—লুইসবার্গ স্কয়্যারের পুরনো একটা ব্রাউনস্টোন বিল্ডিং ওটা। বয়স সত্তরের উপরে, নিভৃতচারী।

কিছু কি জানা যাবে ওই বৃদ্ধার কাছ থেকে? পরিবারের মহিলারা সাধারণত গোপন তথ্যের বিশাল উৎস... এমন সব ব্যাপার জানা থাকে তাঁদের, যা ঘনিষ্ঠ পুরুষ আত্মীয়রাও বলতে পারে না। কথা বলা যায় না মিসেস ম্যাহোনির সঙ্গে? বাড়িটায় পাহারা থাকতে পারে, তবে রানা নিশ্চিত—সে-প্রহরা খুব কড়া হবে না। নানা দিক চিন্তা করে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। রিটজ্ কার্লটনে ওঠার আগে সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনির ব্যাপারে সবকিছু জেনে নিতে হবে ওকে।

BanglaBook.org

চেস্টনাট স্ট্রিট থেকে লুইসবার্গ স্কয়্যারে যাবার ঢালু রাস্তাটা

একেবারে নির্জন। মনে হয় যেন কোলাহলমুখর দুনিয়া থেকে আলাদা কোনও জগতে যাবার পথ ওটা। উজ্জ্বল নিয়ন-আলোর স্থান নেই ওখানে, তার বদলে মিটমিট করে জ্বলছে পুরনো আমলের গ্যাসবাতি কবলস্টোনে গড়া রাস্তা আর চত্বর একেবারে ধুলোবালি-হীন। স্কয়্যারে পৌঁছুনোর পর ছায়ার আড়ালে চলে গেল রানা। একটা বিনকিউলার কিনে এনেছে, ওটা চোখে লাগিয়ে তাকাল রাস্তার ধারে পার্ক করা গাড়ির সারির দিকে। নজরদারির জন্য ওসব গাড়ি আদর্শ, ভিতরে বসে অনায়াসেই কয়েক ঘণ্টা চোখ রাখা যায় লক্ষ্যবস্তুর দিকে।

কিন্তু না, কেউ নেই কোনও গাড়িতে।

বিনকিউলার কোটের ভিতরে লুকিয়ে ফেলল রানা, হাঁটতে শুরু করল ব্রাউনস্টোনে গড়া মিসেস মাহেনির বাড়ির দিকে। আশপাশের ইমারতগুলোর চেয়ে ব্যতিক্রম ওটা—নির্মাণশৈলী রাজকীয় ধাঁচের। চারপাশে রয়েছে খোলা জায়গা আর ফুলের বাগান। রাত নামায় তাপমাত্রা কমে গেছে, ঠাণ্ডা বাতাসে বার বার কেঁপে উঠছে বাড়ির বাইরে লাগানো গ্যাসবাতির শিখা।

নুড়িপাথরের ওয়াকওয়ে ধরে লন পেরুল রানা, সিঁড়ি ধরে উঠে এল ফ্রন্ট পোর্চে। দরজায় দাঁড়িয়ে কলিং বেল বাজাল। বাড়ির ভিতরে শোনা গেল জলতরঙ্গের আবছা আওয়াজ, একটু পর ওপাশে প্রকট হয়ে উঠল পদশব্দ। একটু অস্বস্তি বোধ করল রানা, পোর্চটা বড্ড আলোকিত। ছায়া থাকলে ভাল হতো, ওর চেহারা দেখা যেত না। আশঙ্কাটা যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হলো কয়েক সেকেণ্ড পরেই।

ছিটকিনি নামানোর শব্দ পেল রানা, তারপর খুলে গেল দরজা। অল্পবয়েসী একটা মেয়ে উদয় হয়েছে চৌকাঠের ওপাশে, পরনে নার্সের ইউনিফর্ম। ওকে দেখেই চমকে উঠল চকিতের জন্য,

www.BanglaBook.org

পরমুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। কিন্তু যা বোঝার বুঝে গেছে রানা—ওকে চিনে ফেলেছে মেয়েটা।

'ইয়েস?' গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে প্রশ্ন করল নার্স।

'মিসেস ম্যাহোনি আছেন?'

'দুঃখিত, শুয়ে পড়েছেন উনি।'

দরজা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করল নার্স, কিন্তু পারল না। রানা এক পা ঢুকিয়ে দিয়েছে চৌকাঠের মাঝখানে, কাঁধ দিয়ে সজোরে ধাক্কা দিল পাল্লায়, মেয়েটা পিছন দিকে ছিটকে যেতেই ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতরে।

'তুমি ধরা পড়ে গেছ, ডিয়ার!' বলল রানা।

হিংস্রতা ফুটল নার্সের সাদাসিধে চেহারায়, দ্রুত হাত ঢোকাতে চেষ্টা করল ইউনিফর্মের পকেটে, কিন্তু রানা বাধা দেয়ায় ব্যর্থ হলো। খপ্ করে একহাতে মেয়েটার কবজি চেপে ধরল ও, আরেক হাতে ধরল গলা। এক ঝটকায় তাকে মেঝে থেকে শূন্যে তুলল, তারপর আছড়ে ফেলল মেঝেতে।

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল নার্স, তবে সেই চিৎকার হলো ক্ষণস্থায়ী। গায়ের উপর চড়ে বসেছে রানা, গলায় চাপ বাড়তেই চোখ উল্টে ফেলল, বাতাসের অভাবে ছটফট করতে লাগল রানার দেহের তলায়। নিষ্ঠুরের মত গলাটা ধরে রাখল রানা, চাইলে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে পারবে, তবে অতদূর যাবার ইচ্ছে নেই ওর। মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেলে হাত সরাল, দেখে নিল পালস্, তারপর সরে এল দেহের উপর থেকে।

সতর্ক দৃষ্টিতে আশপাশে তাকাল রানা। বাড়িতে আরও লোক থাকতে পারে। মেয়েটার চিৎকারে ছুটে আসে কি না, সেটাই দেখার বিষয়। তবে কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে যাবার পরও কিছু ঘটল না। না শোনা গেল উত্তেজিত কণ্ঠ, না শোনা গেল পায়ের

www.BanglaBook.org

আওয়াজ। স্বস্তির শ্বাস ফেলল ও, মনোযোগ দিল নার্সের দিকে। শরীরতল্লাশি করে পকেটের ভিতর থেকে একটা রিভলভার বেরুল। ওটাই বের করে আনার চেষ্টা করছিল সে।

মিসেস ম্যাহোনির কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পুরো বাড়িতে থম থম করছে নিস্তব্ধতা। নার্সের কথাই কি তবে ঠিক? সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি? খোঁজ নেবে রানা, তবে তার আগে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেয়া প্রয়োজন।

মেয়েটার ইউনিফর্মের বোতাম খুলে ফেলল ও, অনাবৃত করল ঊর্ধ্বাঙ্গ। তারপর তীক্ষ্ণ চোখে দেখল বুকটা। দুই স্তনের মাঝখানে, ব্রেসিয়ারের ঠিক নীচে জ্বলজ্বল করছে একটা বৃত্তাকার উল্কি—ফেনিসের চিহ্ন।

হঠাৎ... উপর থেকে একটা মোটরের গুঞ্জন ভেসে এল। লাফ দিয়ে অজ্ঞান নার্সের কাছ থেকে সরে গেল রানা, সিঁড়ির ছায়ায় লুকিয়ে পিস্তল তাক করল ওদিকে। একটু পরেই মাঝখানের ল্যান্ডিং পেরিয়ে উদয় হলেন এক বৃদ্ধা। সাদা রঙের চেয়ার-লিফটে বসে আছেন, দেয়ালের সঙ্গে বসানো গার্ড-রেইল বেয়ে নেমে আসছে ওটা। পরনে উঁচু কলারঅলা গাউন। বলিরেখায় জর্জরিত মুখ। যখন কথা বললেন, শোনা গেল খনখনে গলা।

'যদি ডাকাতি করতে এসে থাকো, বলার কিছু নেই। তবে উদ্দেশ্য যদি সেক্সুয়াল হয়ে থাকে, তা হলে তোমার বিচারবুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি, ইয়াং ম্যান।'

মাতাল হয়ে আছেন মিসেস ম্যাহোনি। স্বভাবে মনে হলো, বহু বছর থেকেই এমন মাতাল তিনি।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এল রানা। বলল, 'আমার একমাত্র উদ্দেশ্য—আপনার সঙ্গে দেখা করা, ম্যা'ম। এই মেয়েটা আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল, তাই আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর শরীরে লুকানো অস্ত্র আছে কি না, তা-ই চেক করে দেখছিলাম। আসলে আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, চাইলে আমার আই.ডি. দেখাতে পারি আপনাকে।'

হাত নাড়লেন মিসেস ম্যাহোনি। 'দরকার নেই। তুমি কে, তাতে কিছু আসে-যায় না।' চেয়ার-লিফট পৌঁছে গেছে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে। নেমে পড়লেন। দুর্বল পায়ে হেঁটে হেঁটে বললেন, 'কাজ শেষ করো, লিভিংরুমে পাবে আমাকে।'

নার্সের ইউনিফর্মের বোতাম লাগিয়ে দিল রানা, তারপর অজ্ঞান দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে গেল সিঁড়ির তলার স্টোররুমে। ভিতরে ঢুকে মেয়েটার হাত-পা বাঁধল স্টোররুমে পাওয়া দড়ি দিয়ে। মুখে গুঁজে দিল রুমাল। ওকে ওখানেই ফেলে রেখে বেরিয়ে আটকে দিল দরজা। তারপর পা বাড়াল মিসেস ম্যাহোনির সঙ্গে দেখা করতে।

লিভিংরুমের ভিতরটা যেন মদ্যশালা। দু'দিকের দেয়াল ঢাকা পড়ে আছে হাজারো তাক-অলা শেলফ আর কারুকাজে ভরা কাঠের কাউন্টারে, সবখানে শোভা পাচ্ছে হরেক প্রকার মদের বোতল। যে-কোনও অ্যালকোহলিকের স্বর্গরাজ্য। পিঠ-উঁচু একটা সোফায় বসেছেন মিসেস ম্যাহোনি, হাতে মদের গ্লাস। নাগালের মধ্যে আছে অন্তত আরও চারটে বোতল।

'বি মাই গেস্ট।' রানা ভিতরে ঢুকতেই নিজের সংগ্রহের দিকে ইশারা করলেন বৃদ্ধা।

'না, ধন্যবাদ।' ড্রিঙ্ক নিল না রানা, এগিয়ে গেল মিসেস ম্যাহোনির দিকে। 'জ্ঞান ফিরলে একটু ঝটকা পাবে আপনার নার্স—অযথা যার-তার দিকে যেন [illegible] না করে। খুব অদ্ভুত কায়দায় আপনার সেবা করছে ও, মিসেস ম্যাহোনি।'

'অদ্ভুত তো বটেই,' স্বীকার করলেন বৃদ্ধা। 'কিন্তু যেহেতু ব্যর্থ

www.BanglaBook.org

হয়েছে ও, দয়া করে জানতে পারি, কে তুমি? কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?'

'বসে বলি?'

'প্লিজ!'

একটা চেয়ার টেনে বৃদ্ধার মুখোমুখি বসল রানা। 'আমার নাম মাসুদ রানা—রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর।' ভুয়া পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন মনে করছে না। নার্সের মাধ্যমে ওর সত্যিকার পরিচয় এমনিতেই ফাঁস হতে চলেছে। 'কিছুদিন আগে একটা কেস নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধের সঙ্গে আপনার ছেলের সম্পৃক্ততার কথা জানতে পেরেছি...'

'তাই নাকি?' হেসে উঠলেন মিসেস ম্যাহোনি। 'ভারি মজার ব্যাপার তো!'

'দুঃখিত, ম্যা'ম। ব্যাপারটা হালকা চোখে দেখবার অবকাশ নেই।'

'ভণিতা না করে আসল কথা বলো, ইয়াং ম্যান।'

ফেনিসের নাম উচ্চারণ করল না রানা, তবে ওদের মতই একটা সংগঠনের কথা বলল মিসেস ম্যাহোনিকে। সারাক্ষণ যাচাই করল তাঁর প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এমন কিছু দেখল না, যাতে মনে হতে পারে—ফেনিস সম্পর্কে তিনি সচেতন। শেষে যোগ করল, 'ইয়োরোপ থেকে পাকা খবর পেয়েছি আমরা, মিসেস ম্যাহোনি। ওটা জনসমক্ষে প্রচার করবার আগে সত্য-মিথ্যা পরখ করে নিতে চাই। বুঝতেই পারছেন, এ-খবর ফাঁস হলে সিনেটর ম্যাহোনির অনেক ক্ষতি হবে।'

BanglaBook.org

তাচ্ছিল্যের একটা হাসি ফুটল বৃদ্ধার ঠোঁটে। 'বোকার স্বর্গে বাস করছ তুমি, ইয়াং ম্যান, কিছুই সিনেটরকে স্পর্শ করতে পারবে না। সামনের নির্বাচনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চলেছে

www.BanglaBook.org

ও, এটা জানো না? সবাই বলছে এ-কথা... সবাই তা চায়ও।'

'কিন্তু এ-ধরনের একটা স্ক্যাণ্ডাল সে-সম্ভাবনা ভেস্তে দিতে পারে,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'প্লিজ, ম্যা'ম, আমাকে জানতে হবে—রাজনীতিতে নামার আগে আপনার ছেলে পারিবারিক ব্যবসায় কতখানি সক্রিয় ছিলেন? আপনার স্বামীর সঙ্গে কখনও কি তিনি ইয়োরোপে যেতেন? বস্টনে তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কারা ছিল? ম্যাহোনি হলে কারা দেখা করতে আসত তাঁর সঙ্গে?'

'ম্যাহোনি হল?' যেন স্মৃতির সাগরে ভেসে গেলেন বৃদ্ধা। 'বস্টনের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা ছিল ওটা... জানালা দিয়ে দেখা যেত পুরো শহরটাকে। আমার শ্বশুর তৈরি করেছিলেন বাড়িটা, প্রায় একশো বছর আগে। আহা, কী চমৎকার ছিল সেসব দিন...'

'মিসেস ম্যাহোনি,' ভদ্রমহিলাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল রানা, 'আপনার ছেলে যখন গালফ ওঅর থেকে ফিরল...'

'ওই যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করি না আমরা!' রূঢ় গলায় ওকে থামিয়ে দিলেন বৃদ্ধা। চেহারায় মেঘ জমেছে। 'আলোচনা করা বারণ!'

'কেন?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লেন বৃদ্ধা। 'সত্যি করে বলো তো, ওই নার্স তোমাকে আক্রমণ করেছিল কেন? কী বলেছিলে ওকে তুমি?'

'তেমন কিছুই না। এটুকুই যে, আপনার খোঁজ নিতে সিনেটর ম্যাহোনি পাঠিয়েছেন আমাকে।'

হেসে উঠলেন মিসেস ম্যাহোনি। 'আহা, বলবে তো! তোমাকে ঠেকাবার চেষ্টা তো করবেই মেয়েটা!'

'এসবের জন্য?' চারপাশে শোভা পেতে থাকা মদের সংগ্রহ দেখাল রানা। 'আপনাকে মাতাল অবস্থায় দেখতে দিতে চাইছিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না? ভাবছিল ওতে সিনেটর অসন্তুষ্ট হবেন?'

'বোকার মত কথা বোলো না। ও বুঝতে পেরেছিল, তুমি মিথ্যে কথা বলছ '

'মিথ্যে?'

'অবশ্যই! সিনেটর আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎই করে না... খোঁজখবর নেয়া তো অনেক পরের কথা। আজ পর্যন্ত একবারও এ-বাড়িতে পা রাখেনি সে। শেষবার একান্তে আমাদের দেখা হয়েছে আট বছর আগে... আমার স্বামীর শেষকৃত্যে। এখন মা-ছেলে একত্রে দেখা দিই শুধু মিডিয়ার সামনে... ছবি তোলার জন্য। কথা বলি না কেউ কারও সঙ্গে। তা ছাড়া, ওসব অনুষ্ঠানে যাবার আগে ডাক্তারের কাছে পাঠানো হয় আমাকে; ওষুধ খাইয়ে স্বাভাবিক বানানো হয়। আফটার অল, লোকের সামনে হবু প্রেসিডেন্টের মা মাতলামি করলে চলবে কেমন করে?'

'আপনাদের সম্পর্কের এমন অবনতি হয়েছে কীভাবে, জানতে পারি?'

'উঁহুঁ, ওসব আমি বলতে পারব না। তবে তুমি যে-ফালতু অভিযোগের তদন্ত করতে এসেছ, তার সঙ্গে ওসবের সম্পর্ক নেই।'

'যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনা বারণ বললেন কেন?'

'খোঁচাখুঁচি বন্ধ করো, বাছা। আগুন নিয়ে খেলছ তুমি!' সাবধান করলেন মিসেস ম্যাহোনি। কাঁপছেন তিনি, হাত থেকে পড়ে গেল গ্লাস। ঝুঁকে ওটা তুলে নিল রানা।

'খারাপ লাগছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ন্... না। কিছু মনে না করলে আমাকে আরেকটা ড্রিঙ্ক এনে দেবে?'

'নিশ্চয়ই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বারের কাছে গিয়ে নতুন একটা গ্লাস নিল রানা। তাতে ব্র্যাণ্ডি নিয়ে ফিরে এল বৃদ্ধার কাছে। তাঁর হাতে তুলে দিল।

'আমাকে জানতে হবে, ম্যা'ম,' বলল রানা। 'যুদ্ধ নিয়ে কেন কথা বলতে চান না আপনি?'

'বাজে একটা বিষয়, এটাই কি কারণ হিসেবে যথেষ্ট নয়?'

'উঁহুঁ। আমি নিজেও বহু যুদ্ধে অংশ নিয়েছি, অভিজ্ঞতার অভাব নেই। যুদ্ধ-টুদ্ধ নিয়ে আলাপ করার জন্য আমার চেয়ে উপযুক্ত মানুষ আপনি আর পাবেন না।'

'তা-ই? যুদ্ধে শুধু প্রাণ যায় না মানুষের, বেঁচে থেকেও সত্তা হারায় তারা—তোমার বেলাতে ঘটেছে এমন কিছু?'

'কীসের কথা বলছেন?'

'পরিবর্তন, ইয়াং ম্যান। যুদ্ধ মানুষকে বদলে দেয়! তুমি বদলাওনি?'

'হ্যাঁ, বদলেছি,' স্বীকার করল রানা। 'আপনার ছেলের বেলাতেও কি তেমন কিছু ঘটেছে?'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ম্যাহোনি। 'ডাক্তাররা বলেছিল, যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা পাল্টে দিয়েছে আমার ছেলেকে। আমূল বদলে গেছে ও...'

'কী ধরনের পরিবর্তন?'

'না... ওসব নিয়ে কথা বলা বারণ! আমি বলতে পারব না!'

'প্লিজ, মিসেস ম্যাহোনি!' অনুরোধ করল রানা। 'বলুন আমাকে! জানতে চাই আমি। হয়তো সাহায্য করতে পারব সিনেটরকে।'

মলিন হাসি ফুটল বৃদ্ধার ঠোঁটে। 'কীভাবে সাহায্য করবে? কোনও আশাই তো নেই। ভিতরটা বদলে গেছে ওর... এতটা বেশি, তা এখন আর ঠিক করার উপায় নেই। বাইরে থেকে যা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখে লোকে, তা শুধুই এক মুখোশ। কিন্তু এমন ছিল না ও! কত্তো ভাল একটা ছেলে ছিল আমার ডেভিড... বুক ভরা ভালবাসা ছিল ওর, ছিল সবার জন্য দরদ! অথচ যুদ্ধে গিয়ে সব হারিয়ে গেল।' চোখ থেকে অশ্রু নেমে এল তাঁর। 'মা হয়েও কিছুই করার ছিল না আমার...'

'কেন? কী করেছিলেন তিনি?'

'জানি না, বুঝতে পারিনি। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফেরার পরে একেবারে অন্য মানুষে পরিণত হলো ও। শীতল, প্রাণহীন। ভালবাসা বলে কিছুর অস্তিত্ব ছিল না ওর মাঝে। আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল কোনও কারণ ছাড়া। বেঁচে থাকার পরও একমাত্র সন্তানকে হারালাম আমি। হতাশায় মদ খেতে শুরু করলাম...' ফুঁপিয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাহোনি।

এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখল রানা। নীরবে সান্ত্বনা দিল।

ভেজা চোখে ওর দিকে তাকালেন বৃদ্ধা। 'থ্যাঙ্ক ইউ, ইয়াং ম্যান।'

মাথা ঝোঁকাল রানা।

নিজেকে একটু সামলে নিলেন মিসেস ম্যাহোনি। গাউনের হাতা দিয়ে চোখ মুছলেন। তারপর বললেন, 'হয়তো অবাস্তব হবে, কিন্তু এখনও আশা ছাড়িনি আমি। আজও বাড়ির একটা কামরা ওর জন্য আলাদা করে রেখেছি। সাজিয়ে রেখেছি ওর-ই জিনিসপত্র দিয়ে—ঠিক যেভাবে বহু বছর আগে ঘর ছাড়ার সময় রেখে গিয়েছিল ও।'

হাঁটু গেড়ে তাঁর সামনে বসল রানা। 'মিসেস ম্যাহোনি, ওই কামরাটা আমি দেখতে পারি? প্লিজ?'

'উচিত হবে না,' দ্বিধা করলেন বৃদ্ধা। 'আমার ছেলের কামরা...

www.BanglaBook.org

ওর অনুমতি ছাড়া কীভাবে কাউকে ঢুকতে দিই? ওই কামরাই তো ডেভিডের একমাত্র স্মৃতি... আমার লক্ষ্মী, মিষ্টি ডেভিডের!'

'আমি কোনও অসম্মান করব না তার স্মৃতির,' নরম গলায় বলল রানা। 'একবার... শুধু একবার দেখব কামরাটা।' মনের ভিতর এমন তাগিদ অনুভব করছে কেন, তা ও নিজেও জানে না।

কয়েক মুহূর্ত ওর চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মিসেস ম্যাহোনি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোমাকে কেন যেন খুব আপন মনে হচ্ছে, বাছা। ডেভিডের ছায়া দেখতে পাচ্ছি তোমার মাঝে। ঠিক আছে, চলো। আমাকে আমার চেয়ার-লিফট পর্যন্ত পৌঁছে দাও। কামরাটা ওপরতলায়।'

কয়েক মিনিট পরেই দোতলার করিডোর ধরে এগোল দু'জনে। বাড়ির শেষ মাথায়, বন্ধ একটা দরজার সামনে থামলেন বৃদ্ধা। হাতল ঘোরাবার আগে বললেন, 'কিছুতে হাত দিয়ো না। আমার ছেলে খুব গোছালো স্বভাবের। এলোমেলো জিনিস পছন্দ করে না।'

'কথা দিলাম,' মুখে হাসি এনে বলল রানা।

দরজা খুলে কামরায় ঢুকল দু'জনে। অল্পবয়েসী তরুণের রুম যেমন হয়, ভিতরটা তেমনি। বিছানার পাশে রয়েছে পড়ার টেবিল, পুরনো আমলের নানা রকম পোস্টার ঝুলছে দেয়ালে। শেলফে শোভা পাচ্ছে নানা ধরনের খেলাধুলার পদক আর ট্রফি। টেবিলের উপর রয়েছে একটা মাইক্রোস্কোপ আর কেমিস্ট্রি সেট। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার একটা ভলিউমও খোলা অবস্থায় পড়ে আছে ওখানে। খোলা পাতায় আণ্ডারলাইন করা, মার্জিনে ছোট ছোট নোট। বেডসাইড টেবিলে কয়েকটা গল্পের বই আর ম্যাগাজিন। খাটের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে জুতো, স্যাণ্ডেল আর স্পোর্টস্ শু-র সারি। আলনায় ঝুলছে রঙচঙা শার্ট-প্যান্ট, জিন্স আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্যাকেট।

অশুভ একটা অনুভূতি হলো রানার। এ-কামরার মালিক একজন জীবিত মানুষ, তাও সবকিছু সংরক্ষণ করা হয়েছে মৃতের প্রতি সম্মান জানানোর রীতিতে। অদ্ভুত ব্যাপার! পাশ ফিরে মিসেস ম্যাহোনির দিকে তাকাল—দেয়ালে ঝোলানো কতগুলো ফটোগ্রাফের উপর সেঁটে আছে তাঁর দৃষ্টি। ও-ও মনোযোগ দিল ওদিকে।

ডেভিড ম্যাহোনি দ্য থার্ডের অল্পবয়েসের ছবি ওগুলো—একাকী, কিংবা বন্ধুবান্ধব নিয়ে তুলেছেন। মাঝখানের ছবিটা তোলা হয়েছে একটা সেইলবোটের ডেকে, পিছনের ব্যানার বলছে: *মার্বেলহেড সেইলিং চ্যাম্পিয়নশিপ, ১৯৮৫।* মোট চারজনকে দেখা যাচ্ছে ছবিতে—ম্যাহোনি এবং তাঁর তিন সঙ্গী। একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ানো ছেলেটার উপর আটকে গেল রানার দৃষ্টি। খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে—দৈহিক গড়ন আর চেহারায় প্রচুর মিল আছে ম্যাহোনির সঙ্গে। তাড়াতাড়ি বাকি ছবিগুলো দেখল, বেশক'টাতেই আছে এই ছেলে। সিনেটরের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল নিঃসন্দেহে।

'কে এই ছেলে?' জানতে চাইল রানা। 'চেহারা দেখে তো আত্মীয় মনে হচ্ছে।'

'আত্মীয় নয়, তবে দু'ভাইয়ের মত বড় হয়েছে ওরা,' উদাস গলায় বললেন মিসেস ম্যাহোনি। 'যুদ্ধেও যাবার কথা ছিল একসঙ্গে। কিন্তু আমার ডেভিডের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ও, পালিয়ে যায় ইয়োরোপে। আমার ছেলেকে একা যেতে হয় যুদ্ধে... বন্ধু ছাড়া, ভাই ছাড়া! যদি দুঃখকষ্ট শেয়ার করার জন্য কাউকে পেত, তা হলে হয়তো এভাবে বদলে যেত না ও! অবশ্য নিয়তিও প্রতিশোধ নিয়েছে ওর হঠকারিতার। গোস্তাদে স্কিইং করতে গিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুর্ঘটনায় মারা গেছে ও। সেই থেকে আর কোনোদিন ওর নাম উচ্চারণ করেনি আমার ছেলে।'

'সেই থেকে? কবে সেটা?'

'বিশ বছর আগে।'

'কে ছিল এই ছেলে? কী ওর পরিচয়?'

জানালেন মিসেস ম্যাহোনি। সঙ্গে সঙ্গে দম আটকে এল রানার। মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবে রাখাল বালককে খুঁজে পাবার পরও মন বলছিল তদন্ত না থামাতে... আর তার ফলাফল ও দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। সব ধোঁয়া কেটে গেছে সামনে থেকে, দূর হয়ে গেছে সমস্ত খটকা... পেয়ে গেছে সব প্রশ্নের জবাব। চরম সত্যটা জেনে গেছে ও, এখন শুধু তার স্বপক্ষে প্রমাণ জোগাড় করা প্রয়োজন।

তা-ই করবে রানা।

আঠারো

মিসেস ম্যাহোনিকে তাঁর বেডরুমে নিয়ে গেল রানা। শেষ এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়। তারপর বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। আসার পথে ডেভিড ম্যাহোনির কামরা থেকে একটা ছবি খুলে নিয়েছে। নার্সের এখনও জ্ঞান ফেরেনি, তাকে নিয়ে মাথা ঘামাল না। মোক্ষম একটা অস্ত্র পেয়ে গেছে ও ফেনিসের বিরুদ্ধে, এখন ওই মেয়ের মাধ্যমে বস্টনে ওর উপস্থিতির কথা ফাঁস হলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছু যায়-আসে না।

লুইসবার্গ স্কয়্যার থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ডাউনটাউনে চলে এল রানা। উঠল ছোট্ট একটা হোটেলে। রাত কাটাল ওখানে। গুছিয়ে নিল চিন্তা-ভাবনা আর পরবর্তী কর্মকৌশল। সকাল হতেই চলে গেল ম্যাসাচুসেটস্ জেনারেল হসপিটালে।

হাসপাতালের রেকর্ড অ্যাণ্ড বিলিং ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে আছে এক বয়স্কা নার্স। তাকে সরকারি একটা পরিচয়পত্র দেখাল রানা, বলল—সিনেটর ম্যাহোনির অফিস থেকে এসেছে। তারপর জানাল নিজের চাহিদা।

'ডাক্তার আর নার্সদের তালিকা চান সিনেটর?' বিস্মিত গলায় বলল নার্স। 'বিশ বছর আগেকার সড়ক দুর্ঘটনার পর যারা ওঁর চিকিৎসা করেছিলেন? কেন?'

মুখে অমায়িক হাসি ফোটাল রানা। 'আগামী মাসে ওই ঘটনার বর্ষপূর্তি হতে চলেছে। সিনেটরের ভাষায়... ওটা ছিল তাঁর নবজন্ম। যারা তাঁকে এই নতুন জীবন দিয়েছেন, তাদেরকে সম্মান দেখাতে চান তিনি বিশেষ ওই দিনে।'

'হ্যাঁ, আমাদের সিনেটরের কাছে এমনটাই আশা করা যায়!' হাসল নার্সও। 'অসাধারণ এক মানুষ! বেশিরভাগ মানুষ অমন অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যেতে চায়; কিন্তু ম্যাহোনিকে দেখুন! ভোলা তো দূরের কথা, উল্টো স্মরণ করার ব্যবস্থা করছেন। যাঁরা তাঁকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনল, তাদেরকে পুরস্কৃত করতে চাইছেন। এজন্যেই তাঁকে এত ভালবাসে লোকে।'

'ঠিক বলেছেন।'

এক টুকরো কাগজে প্রফেসর স্যাণ্ডার্সের কাছে শোনা সন-তারিখ লিখে দিয়েছে রানা, সেটা নিয়ে ফাইলিং কেবিনেটের দিকে এগিয়ে গেল নার্স। বলল, 'দেখবেন, কেনেডির পর আবার

www.BanglaBook.org

আমরা এই স্টেট থেকে একজন প্রেসিডেন্ট পাব। পুরো দেশের উপকার হবে তাতে।'

'আমি একমত,' মহিলার সঙ্গে তাল দিল রানা। 'ইয়ে... পুরো ব্যাপারটা কিন্তু গোপন রাখতে হবে। সিনেটর কোনও পাবলিসিটি চাইছেন না।'

'আর বলতে হবে না,' আশ্বাস দিল নার্স। 'ধরে নিন, আমার ঠোঁট সেলাই হয়ে গেছে।'

একটু পরেই ঢাউস এক ফোল্ডার নিয়ে ফিরে এল সে, তুলে দিল রানার হাতে। বলল, 'এর ভিতরে পাবেন সব। দুঃখিত, হাতে অনেক কাজ, নইলে আমিই ফাইল ঘেঁটে নামগুলোর লিস্ট করে দিতাম।'

'না, না,' রানা বলল। 'আমিই করে নিতে পারব। কোনও অসুবিধে নেই।'

'ওই যে, ওদিকে চেয়ার-টেবিল আছে,' আঙুল তুলে দেখাল নার্স। 'ওখানে বসে আরামে কাজ করতে পারবেন। কেউ বিরক্ত করবে না। কাজ শেষ হলে ফাইলটা ওখানেই রেখে যেতে পারেন, আমি পরে তুলে রাখব।'

'সো নাইস অভ ইউ!'

'উঁহুঁ। সো নাইস অভ আওয়ার সিনেটর।'

হেসে নিজের কাজে চলে গেল মহিলা। ফোল্ডার নিয়ে টেবিলে বসল রানা। ধুলো ঝেড়ে খুলল ওটা। ভিতরে হাজারো কাগজের ভিড়ে মিশে আছে ডেভিড ম্যাহোনির উনিশশো একানব্বুই সালের মেডিক্যাল রেকর্ড। আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করল রানা। যা পেল, তা বিস্ময়কর... কিন্তু ওর সন্দেহের সঙ্গে মিল পাওয়া গেল রেকর্ডে।

আটাশে ডিসেম্বরে দুর্ঘটনাস্থল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাহোনিকে যখন হাসপাতালে আনা হয়, তখন তিনি প্রায়-মৃত। হাড়-গোড় ভেঙে, ধ্বংসস্তূপে থেঁতলে গিয়ে বলতে গেলে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছিল শরীর; চেহারা এত বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে চেনারই উপায় ছিল না। হাজারো ড্রাগ আর সেরামের বিশাল এক ফর্দ পাওয়া গেল, ওগুলোর সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল তাঁকে। সেইসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছিল অত্যাধুনিক লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম। প্রায় তিন মাস যমে-মানুষে টানাটানির পর বিরানব্বুই সালের মার্চে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি।

নোটবুক খুলে তাতে সমস্ত ডাক্তার আর অ্যাটেন্ডিং নার্সদের নাম টুকে নিল রানা। দু'জন সার্জন, একজন স্কিন-গ্রাফট্ স্পেশালিস্ট, আর আটজন নার্স প্রথম সপ্তাহে চিকিৎসা করেছে ম্যাহোনির। কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তাদেরকে। তার বদলে নিয়োগ করা হয়েছিল মাত্র দু'জন ডাক্তার আর তিনজন প্রাইভেট নার্স।

যা খুঁজছিল, তা পেয়ে গেছে রানা—পনেরোটা নাম। পাঁচটা প্রাইমারি, দশটা সেকেণ্ডারি। প্রথম গ্রুপটার উপর ভাল করে নজর দিতে হবে এবার—মানে ওই দুই ডাক্তার আর তিন নার্স। ফোল্ডার বন্ধ করে বয়স্কা নার্সের কাছে ফিরে গেল ও।

'আমার কাজ শেষ,' বলল রানা। 'তবে ইয়ে... আরেকটু উপকার করতে পারেন আমার... মানে, সিনেটরের জন্য?'

'নিশ্চয়ই!' বলল নার্স। 'কী চান বলুন।'

'নামগুলো পেয়েছি, তবে একটু আপডেটিঙের প্রয়োজন। আফটার অল, রেকর্ডগুলো বিশ বছরের পুরনো। এখন কে কোথায় আছে, তা জেনে নিতে পারলে খুব ভাল হয়।'

'এখানে তো ওসব পাবেন না। তবে চাইলে আপনাকে ওপরতলায় পাঠাতে পারি। এখানে সব পেশেন্টদের রেকর্ড,

www.BanglaBook.org

পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট তিনতলায়। ওখানে সবকিছু কম্পিউটারাইজড্।'

'ব্যাপারটা প্রচার হতে দিতে চাইছিলাম না...' ইতস্তত করল রানা।

'কিছু ভাববেন না। আমার বোনপো আছে ওখানে। ওর উপর আস্থা রাখতে পারেন। যাবেন?'

রানা মাথা ঝাঁকালে ইন্টারকম তুলে নিল নার্স।

মিনিটদশেক পরে তার বোনপোর পাশে দেখা গেল রানাকে। অল্পবয়েসী এক তরুণ, নাম টমি, লেখাপড়ার পাশাপাশি খালার হাসপাতালে পার্টটাইম চাকরি নিয়েছে। তাকে যা বলার বলে দিয়েছে নার্স, তাই খুশিমনেই সাহায্য করছে রানাকে।

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত,' কাজ শুরুর আগে বলল রানা।

'কোনও সমস্যা নেই, স্যর,' হাসিমুখে বলল তরুণ। 'খালার কাছে শুনেছি সব। সিনেটর ম্যাহোনির জন্য কিছু করতে পারছি, এ তো আমার সৌভাগ্য।' কম্পিউটারের কি-বোর্ড টেনে নিল নিজের দিকে। 'বলুন, কী জানতে চান।'

প্রথম ডাক্তারের নাম দিল রানা—ডা. হ্যারল্ড ফ্ল্যানাগান। ওটা কম্পিউটারে টাইপ করে এন্টার চাপল টমি। স্ক্রিনে ভেসে উঠল দুটো মাত্র শব্দ—*নট ফাউণ্ড*। ভুরু কুঁচকে কি-বোর্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল টমি। কয়েক মিনিট পেরিয়ে যাবার পরও কোনও তথ্য হাজির হলো না স্ক্রিনে।

'দ্যাটস্ অড!' বিড়বিড় করল সে।

'কোনও সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল টমি। 'কম্পিউটারের রেকর্ড যদি ঠিক থাকে, তা হলে বলতে হয়—আপনার এই ডাক্তারের কোনও অস্তিত্ব নেই। এই হাসপাতালে একটা প্যারাসিটামলও ইস্যু করেনি সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনোদিন।'

'অসম্ভব!' বলল রানা। 'ম্যাহোনি-র মেডিক্যাল রেকর্ডে নাম আছে তার।'

'অথচ কম্পিউটারে নেই। এর মানে একটাই হতে পারে—ডেটাবেজ থেকে মুছে ফেলা হয়েছে লোকটার তথ্য। কে মুছেছে, কেন মুছেছে, কবেই বা মুছেছে... তা আমি জানি না।'

'হুম। ঠিক আছে, পরেরটা দেখা যাক। ডা. স্ট্যানলি অ্যাবোট।'

কি-বোর্ড খটখটাল টমি। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'হ্যাঁ, পাওয়া গেছে। কিন্তু ধরাধামে নেই বেচারা। এই হাসপাতালেই মারা গেছেন ভদ্রলোক—সেরিব্রাল হেমারেজে। একটু অদ্ভুতই বলতে হবে ব্যাপারটা—বয়স মাত্র তেত্রিশ ছিল তার। এত কম বয়সে হেমারেজ...'

'কবে মারা গেছে?'

'একুশে মার্চ, উনিশশো বিরানব্বুই।'

'হাসপাতাল থেকে ম্যাহোনি ছাড়া পেয়েছিলেন তেরো তারিখে,' বিড়বিড় করল রানা। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই মারা গেল তার ডাক্তার? টমির দিকে ফিরল। 'নার্সদের নামগুলো দেখো, প্লিজ।'

ক্যাথারিন কনেলি। মৃত. ২৬-৩-৯২।

অ্যালিস ডানবার। মৃত. ২৬-৩-৯২।

জ্যানেট ফ্রিম্যান। মৃত. ২৬-৩-৯২।

গম্ভীর মুখে চেয়ারে হেলান দিল টমি। বোকা নয় সে, গোলমালের আভাস পাচ্ছে। বলল, 'মনে হচ্ছে মড়ক লেগেছিল, তাই না? বিরানব্বুইয়ের মার্চ মাসটা ছিল ভীষণ অপয়া, বিশেষ করে ছাব্বিশ তারিখটা। একদিনেই তিন-তিনজন নার্স মারা গেল...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কীভাবে মারা গেছে, তা লেখা আছে?'

'উঁহু। তারমানে হাসপাতালের সীমানার ভিতরে মারা যায়নি ওরা।'

'কিন্তু একই দিনে মারা গেছে—ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। যদি কারণটা জানা যেত...'

'এক মিনিট,' বলে উঠল টমি। 'নীচতলার সাপ্লাইরুমে পুরনো একজন স্টাফ আছে, আমরা সবাই *দাদীমা* বলে ডাকি তাকে। শুনেছি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এখানে কাজ করছে সে। দাঁড়ান, ওকে জিজ্ঞেস করে দেখি... হয়তো মনে আছে তার ঘটনাটা।'

ইন্টারকম তুলে ডায়াল করল সে। ওপাশে কল রিসিভ করা হতেই স্পিকার অন্ করে দিল।

'ফার্স্ট ফ্লোর সাপ্লাই!' খনখনে একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

'হাই, দাদীমা! কেমন আছ? টমি বলছি।'

'টমি... দুষ্টু টমি! কী চাই?'

'আমার এখানে এক ভদ্রলোক এসেছেন, পুরনো কয়েকজন স্টাফের ব্যাপারে খোঁজ নিতে। আচ্ছা তোমার কি মনে আছে, বিরানব্বুই সালে তিনজন নার্স একসঙ্গে মারা গিয়েছিল কি না?'

'কী যে বলো, সে-কথা কি ভোলা যায়। ক্যাথি কনোলি ছিল ওদের মধ্যে, মেয়েটাকে আমি খুবই ভালবাসতাম।'

'কী ঘটেছিল?'

'সাগরভ্রমণে গিয়েছিল তিন বান্ধবী। বাতাসে বোট উল্টে গিয়ে তিনজনই ডুবে যায় পানিতে। ওদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

এবার প্রশ্ন করল রানা।

'সাগরভ্রমণ? মার্চ মাসে?'

'কী আর বলব, কপাল খারাপ হলে যা হয় আর কী। বড়লোকের এক ছেলে ওদেরকে দাওয়াত করেছিল ইয়ট ক্লাবের

www.BanglaBook.org

পার্টিতে। হৈ-হুল্লোড় করতে করতে রাতের বেলা ওদের খায়েশ জাগল বোট নিয়ে সাগরে যাবার... তখনই ঘটল দুর্ঘটনা!'

'রাতে ঘটেছিল দুর্ঘটনা?'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই তো লাশগুলো আর খুঁজে পাওয়া গেল না।'

'আর কেউ মরেছে ওই দুর্ঘটনায়?'

'না, স্যর,' জানাল *দাদীমা*। 'সঙ্গের ছেলেগুলো ভাল সাঁতারু ছিল। ওদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করেনি কেন, সেটাই আশ্চর্য।'

'কোথায় ঘটেছিল ওই ঘটনা, মনে পড়ে আপনার?'

'হ্যাঁ। উপকূলের কাছে... মার্বেলহেডে।'

'ধন্যবাদ।' বলে লাইন কেটে দিল রানা। চেহারায় মেঘ জমেছে ওর

'ঝামেলা, তাই না?' ওর মুখ দেখে বলল টমি।

'হ্যাঁ, ঝামেলাই বটে,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'আরও দশটা নাম আছে আমার হাতে। এগুলো দ্রুত চেক করে দিতে পারবে?'

আটজন নার্সের মধ্যে চারজনকে জীবিত পাওয়া গেল। তাদের ভিতর একজন চলে গেছে স্যান ফ্রান্সিসকোতে, ঠিকানা নেই; একজন ডালাসে বাস করছে নিজের মেয়ের সঙ্গে; আর শেষ দু'জন রয়েছে উস্টারের সেইন্ট অ্যাগনেস রিটায়ারমেন্ট হোমে। একজন সার্জন আর স্কিন গ্রাফট্ স্পেশালিস্ট মারা গেছেন; তবে দ্বিতীয় সার্জন... ডা. নাথান হ্যামার... তিয়াত্তর বছর বয়সে রিটায়ার করেছেন গত বছর; এখন কুইন্সিতে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন।

'তোমার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?' টমিকে বলল রানা।

'যত খুশি করুন,' হাসল তরুণ। 'ফোন তো আমার না, হাসপাতালের।'

স্ক্রিন থেকে ডা. হ্যামারের নাম্বার দেখে নিল রানা, ডায়াল

www.BanglaBook.org

করল ওটায়।

দু'বার রিং হতেই ওপাশ থেকে শোনা গেল ভারী কণ্ঠ।
'হ্যামার বলছি।'

'আমার নাম মাসুদ রানা, স্যার,' বলল রানা। 'আমাকে আপনি চেনেন না। তবে জরুরি একটা বিষয়ে তথ্যের জন্য আপনাকে ফোন করেছি। ম্যাসাচুসেটস্ জেনারেলের একটা কেস... বিশ বছর আগেকার। আপনি একটু সময় দিলে খুব ভাল হয়।'

'পেশেন্টের নাম কী? ওখানে তো বহু রোগী দেখেছি আমি।'

'সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনি, স্যার।'

কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেলেন ডা. হ্যামার। তারপর বিরক্ত গলায় বললেন, 'আগেই বোঝা উচিত ছিল, ব্যাপারটা কবর পর্যন্ত ধাওয়া করে বেড়াবে আমাকে। আরে বাবা, মানুষের কি ভুলচুক হয় না? ডাক্তার হয়েছি বলে কি ফেরেশতা হয়ে গেছি নাকি?'

'ভুলচুক?'

'জেনে রাখো বাছা, অমন ভুল জীবনে খুব কমই করেছি আমি। বারো বছর ডিপার্টমেন্ট অভ সার্জারির হেড ছিলাম, কেউ কোনোদিন অভিযোগ করতে পারেনি আমার বিরুদ্ধে। ওই কেসটায় নাহয় একটা ভুল ডায়াগনোসিস দিয়ে ফেলেছিলাম... কিন্তু তাতে আমার দোষ কোথায়? এক্স-রে আর অন্যান্য টেস্ট রেজাল্ট দেখে তো অমনটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল।'

ডা. হ্যামারের কোনও ডায়াগনোসিস দেখেনি রানা সিনেটরের ফাইলে। জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে কি তা হলে ভুল ডায়াগনোসিসের জন্য সরিয়ে দেয়া হয়েছিল ওই কেস থেকে?'

'শুধু সরানো?' রাগ ফুটল বৃদ্ধ সার্জনের কণ্ঠে। 'আমাকে আর বেলফোর্ডকে বলতে গেলে লাথি দিয়ে তাড়িয়েছে ম্যাহোনির

www.BanglaBook.org

পরিবার।'

'বেলফোর্ড... মানে, স্কিন-গ্রাফট্ স্পেশালিস্ট?'

'হ্যাঁ, প্লাস্টিক সার্জনও বলতে পারো ওকে। নিজ পেশায় রীতিমত একজন শিল্পী ছিল ও। অথচ ওকে বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত আনা হলো পুঁচকে এক ছোঁড়াকে। বেচারা... ম্যাহোনি সুস্থ হবার পর সে নিজেই মারা গেল।'

'সেরিব্রাল হেমারেজে যে-ডাক্তার মারা গেছেন, তার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। যখন ঘটনাটা ঘটল, তখন সুইস ব্যাটা হাজির ছিল ওখানে। কেন বাঁচাতে পারল না, তা বোঝা মুশকিল।'

'কোন্ সুইস?'

'হের ডক্টর বলতাম আমরা ওকে। সার্জন... আমাকে রিপ্লেস করেছিল। জুরিখ থেকে আনা হয়েছিল তাকে। কী দেমাগ, ব্যবহার দেখে মনে হতো আমরা মেডিক্যাল স্কুল থেকে নকলবাজি করে পাশ করেছি!'

'সে এখন কোথায়, বলতে পারেন?'

'নাহ্। ম্যাহোনি সুস্থ হবার পর সুইটজারল্যাণ্ডে ফিরে গিয়েছিল। আমি খোঁজখবর রাখার আগ্রহ পাইনি।'

'এক্সকিউজ মি, স্যর। ভুলের কথা বললেন আপনি। কী ধরনের ভুল?'

'সিম্পল। এক্স-রে আর টেস্ট রেজাল্ট থেকে শেষ কথা বলে দিয়েছিলাম। ম্যাহোনির বাঁচার কোনও আশা ছিল না... অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তা-ই বলছিল।'

'কিন্তু সেখান থেকে প্রায় অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি, রাইট? আপনার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করলেন।'

'নিজেকে নিখুঁত বলে দাবি করছি না আমি। তবে এ-কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিক, আমার এখনও বিশ্বাস হয় না, লোকটা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল কীভাবে!'

'সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ, স্যর।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে মিনিটখানেক চিন্তা করল রানা। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'এক্স-রে...'

'কী?' মুখ তুলে তাকাল টমি। 'কীসের এক্স-রে?'

একটা চেয়ার টেনে তরুণের পাশে বসল রানা। 'এই হাসপাতাল সম্পর্কে কতখানি জানো তুমি?'

'ঠিক কী জানতে চান, বলুন তো?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল টমি।

'এখানে পুরনো এক্স-রে রাখার ব্যবস্থা আছে? কোনও ধরনের রেপোজেটরি?'

'কত পুরনো? বিশ বছর?' ভুরু নাচাল টমি।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আছে। কার এক্স-রে চান?'

'সিনেটর ম্যাহোনির মুখের।'

'হোয়াট!'

'হ্যাঁ। দুর্ঘটনায় সিরিয়াস রকমের আহত হয়েছিলেন তিনি, সারা শরীরের হাড়গোড় ভেঙে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই প্রচুর এক্স-রে করা হয়েছিল সে-সবের অবস্থা দেখতে। মুখেরও নিশ্চয়ই আছে তার মধ্যে। ওগুলোই আমার চাই... বিশেষ করে দাঁতেরগুলো।'

'আপনি আমাকে বিপদে ফেলতে চাইছেন, মিস্টার।'

'এর জন্য ভাল পারিশ্রমিক পাবে। এক হাজার ডলার।' লোভ দেখাল রানা। 'কাজটা কিন্তু খুবই সহজ। পুরনো এক্স-রে নিশ্চয়ই সোনাদানার মত পাহারা দেয়া হয় না?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল টমি। ভেবে দেখল প্রস্তাবটা। শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল। 'ঠিক আছে, আমাকে বিশ মিনিট সময় দিন।'

চলে গেল সে।

টেলিফোনের রিসিভার আবার কানে ঠেকাল রানা। এবার ওর এজেন্সির সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তাই ফোন করল ওয়াশিংটন শাখা-প্রধান মাহবুবকে। ওপাশে সাড়া পেতেই তড়িঘড়ি করে বলল, 'মাহবুব, আমি!'

'একটু ধরুন,' রানার কণ্ঠ চিনতে পেরে স্ক্র্যাম্বলার অন্ করল মাহবুব। 'হ্যাঁ, এবার নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারেন, মাসুদ ভাই। আপনি কোথায়?'

'বস্টনে। শোনো, হাতে সময় নেই, জলদি একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।'

'কী কাজ?'

'সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনির ডেন্টিস্টকে খুঁজে বের করো। তার অফিস থেকে ম্যাহোনির দাঁতের এক্স-রে জোগাড় করে আনতে হবে। পারবে?'

'চুরি করতে হলে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, মাসুদ ভাই।'

'না, চুরি না। ভুয়া ডকুমেন্ট ব্যবহার করো, ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে ইনস্পেকশনের নাম করে ঢোকো ডেন্টিস্টের অফিসে। ডাক্তারের কাজ রিভিউ করার বাহানায় কিছু কেসফাইল নিয়ে আসবে। সিনেটর ম্যাহোনির ফাইল থাকবে ওর মধ্যে। আজ রাতের মধ্যে ওটা আমার হাতে পৌঁছানো চাই।'

'কোথায় পাঠাব?'

'এজেন্সির বস্টন ব্রাঞ্চে পাঠিয়ো। আমি কালেক্ট করে নেব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময়মত।'

'বুঝতে পেরেছি, মাসুদ ভাই।'

কথা শেষ করে টমির কম্পিউটারের সামনে বসল রানা। ইন্টারনেটের সংযোগ আছে ওতে। ব্রাউজার খুলে *গ্লোব* পত্রিকার ওয়েবসাইটে ঢুকল। সেখান থেকে গেল আর্কাইভে। একে একে ১৯৯১-এর ডিসেম্বর থেকে পুরনো সংখ্যাগুলো ঘাটতে শুরু করল। ডেভিড ম্যাহোনির দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেল তাতে। ডিসেম্বরের শেষ ক'দিন আর ৯২-এর জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত মুখর হয়ে আছে পত্রিকা তার হালচাল নিয়ে। কিন্তু ওসবে আগ্রহী নয় রানা, অন্য একটা খবর খুঁজছে। এপ্রিলে গিয়ে পেল সেটা। শিরোনামটা এ-রকম:

গোস্তাদের স্কিইং ট্র্যাজেডিতে বস্টনিয়ানের মৃত্যু

ঝটপট খবরটা পড়ে ফেলল রানা। জরুরি তথ্যটা পেল শেষ প্যারায়। তাতে লেখা হয়েছে:

...*আল্পসের প্রতি হতভাগ্য যুবকটির অকৃত্রিম ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাকে পর্বতশ্রেণীর গোড়াতেই চির-সমাহিত করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার পরিবার। জানা গেছে, কল দ্যু পিলঁ গ্রামের ছোট্ট গোরস্থানে শেষ নিদ্রায় শায়িত হবে সে...*

কে শুয়ে আছে কল দ্যু পিলঁ-র কবরে? ভাবল রানা। আদৌ কোনও লাশ দাফন করা হয়েছে, নাকি কফিনটা খালি?

খুব শীঘ্রি সেটা জানা যাবে।

এক্স-রে নিয়ে ফিরে এসেছে টমি। ওকে সান্ত্বনা মিটিয়ে দিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল রানা। রেন্টাল এজেন্সিতে গিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করল, ওটা নিয়ে চলে গেল ম্যাহোনি হল দেখতে। বিশাল এক এস্টেটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, উঁচু এক পাহাড়ের চূড়ায়; পুরো এলাকার নামই বিখ্যাত পরিবারটার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নামে—ম্যাহোনি ড্রাইভ, ম্যাহোনি হিল, ইত্যাদি। পুরনো আমলের পাথরের প্রাচীরে ঘেরা সীমানা, রাস্তা থেকে ছাত ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ওখানে প্যারাপেট দেখে আন্দাজ করল রানা, পুরনো আমলের দুর্গের আদলে তৈরি হয়েছে বাড়িটা। চারপাশ ভাল করে দেখে নিল ও, লক্ষ করল—এস্টেটের সামনে, রাস্তার ওপারে নতুন একটা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে। ওটার ছাতে উঠতে অসুবিধে হলো না। ওখান থেকে বিনকিউলার দিয়ে তাকাল এস্টেটের ভিতরে।

যা ভেবেছে তা-ই। আসলেই একটা দুর্গ ওটা। ভীমদর্শন এক ইমারত, মোটা আর ভারী পাথরে গড়া। চারকোনায় চারটা টাওয়ার। সামনে কোর্টইয়ার্ডের আদলে রয়েছে বিশাল এক কংক্রিটের উঠান—বোধহয় পার্কিং লট হিসেবে ব্যবহার হয় ওটা। একপাশে গ্যারাজ, তাতে অন্তত বিশটা গাড়ি রাখা যাবে। নিরাপত্তার খাতিরে প্রায় খালিই রাখা হয়েছে চারপাশের জমি। ছোটখাট বাগান আছে, কিন্তু বড় গাছের সংখ্যা একেবারে কম। ইউনিফর্ম-পরা গার্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে সবখানে, ওদের ফাঁকি দিয়ে উন্মুক্ত ওই জমি পেরিয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুনো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

এ-মুহূর্তে অনুপ্রবেশের কোনও ইচ্ছে নেই রানার। শুধু রেকি শেষ করে ফিরে এল হোটেলে। দিনের বাকিটা সময় বিশ্রাম নিল, সেইসঙ্গে সাজাল নিজের পরিকল্পনা।

রাত ন'টায় আবার বেরুল ও, তখন মনোলোভা সাজে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে বস্টন নগরী। ডাউনটাউনের ছোট্ট একটা পাবে চলে গেল, রওনা হবার আগে ফোনে কথা হয়েছে রানা এজেন্সির বস্টন শাখার সঙ্গে: জানতে পেরেছে, রাত আটটার ওয়াশিংটন টু বস্টন ফ্লাইটে দরকারি ফাইলটা পাঠিয়ে দিয়েছে

www.BanglaBook.org

মাহবুব। ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে ওটা।

রানা যখন পাবে ঢুকল, ভিতরে তখন বেশ ভিড়। কোমল, মৃদু, ঠাণ্ডা আলোয় স্বপ্নাচ্ছন্ন একটা পরিবেশ বিরাজ করছে। উদাস চেহারার এক যুবক স্টেজে এসে দাঁড়াল, হাতে স্প্যানিশ গিটার, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এলোমেলো চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ভারী, বিষণ্ন সুরে গান ধরল সে।

গান শোনায় মন নেই রানার, তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল চারদিক। কোন টেবিল খালি নেই। সবার থেকে একটু দূরে, কোণের টেবিলে একা বসে আছে তরুণ এক বাঙালি। ঈগলের মত ধারালো চেহারা, পরনে জিন্স আর লেদার জ্যাকেট, চোখে রিমলেস চশমা। রানা এজেন্সির বস্টন শাখাপ্রধান তুহিন। কপালে চিন্তার ভাঁজ নিয়ে হাতঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে মুখ তুলে তাকাতেই রানাকে দেখতে পেল সে, ভাঁজটা মিলিয়ে গেল কপাল থেকে। একটা হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর।

দু'সারি টেবিলের মাঝখান দিয়ে দৃঢ়, দ্রুত পায়ে এগোল রানা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তুহিন, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে করমর্দন করল রানার সঙ্গে। বসল রানা। আঙুল তুলে ওয়েইটারকে ডাকল, দু'জনের জন্য কফির অর্ডার দিল।

'এনেছ ওটা?' ওয়েইটার চলে গেলে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।' টেবিলের তলা দিয়ে একটা ব্রাউন পেপারের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল তুহিন। 'সিনেটর ম্যাহোনির মেডিকেল রেকর্ড।'

'গুড।' প্যাকেটটা কোটের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলল রানা।

'কিছু মনে করবেন না, মাসুদ ভাই,' তুহিন বলল। 'ব্যাপারটা কী নিয়ে, আমাকে বলা যাবে? ম্যাহোনির পিছনে লেগেছেন কেন আপনি?'

www.BanglaBook.org

'আপাতত ওসব না জানাই ভাল তোমার জন্য।'

'কিন্তু ঢাকায় চিফ অস্থির হয়ে উঠেছেন। সোহেল ভাই খবর পাঠিয়েছেন আমাদের সব ব্রাঞ্চে—আপনার খোঁজ পাওয়ামাত্র যেন রিপোর্ট করি।'

'বস্টনে এসেছি, এটা জানিয়ে দিতে পারো। অন্যান্য ইনফরমেশন আমি নিজেই পাঠাব যথাসময়ে।'

'বুঝতে পারছি, এ-মুহূর্তে পুলসেরাত পার হচ্ছেন। আমার করণীয় কিছু আছে, মাসুদ ভাই?'

'না, আপাতত একাই এগোতে চাই আমি। সাহায্য দরকার হলে তোমাদেরকে জানাব।'

কফি এসে গেছে। তাড়াতাড়ি কাপ খালি করে উঠে পড়ল রানা।

পরদিন সকালে অ্যাণ্ডোভারের মেইন স্ট্রিটে হাজির হলো রানা, মার্কাস স্ট্যানটন নামে এক ডেন্টিস্টের অফিসে। রাতে সিনেটর ম্যাহোনির ডেন্টাল রেকর্ডের ফাইল পড়ে দেখেছে ও, জানতে পেরেছে—তাঁর ছেলেবেলায় এই ডাক্তারই পুরো ম্যাহোনি পরিবারের দাঁতের চিকিৎসা করতেন। ভেবে দেখেছে রানা, ম্যাহোনি আর তার ছোটবেলার বন্ধুর মধ্যে যে-রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাতে ওদের একই ডেন্টিস্টের কাছে যাবার কথা। ধারণাটা কতখানি সত্যি, সেটাই দেখতে এসেছে।

অফিসে ঢোকার পর রিসেপশনিস্ট জানাল, ডা. স্ট্যানটন বেশ কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। এখন তাঁর জায়গা নিয়েছে তাঁরই ছোট' ছেলে—ম্যাথিউ স্ট্যানটন। বাপের মত সে-ও 'ডেন্টিস্ট। গতকালকের কাভারটাই ব্যবহার করছে রানা, সিনেটরের অফিস থেকে আসা স্টাফ সেজেছে। কাজেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে দেরি

www.BanglaBook.org

হলো না। ডাক্তারের কাছে সিনেটর আর তার পুরনো বন্ধুর রেকর্ড চাইল ও, বলল—অফিশিয়াল কাজের জন্য ওগুলো প্রয়োজন।

কিছুই সন্দেহ করল না ডাক্তার, প্রিয় সিনেটরের কথা শুনেই গলে গেছে সে। পুরনো সমস্ত রেকর্ড ফেলে রাখা হয়েছে অফিসের স্টোররুমে, অ্যাসিসটেন্টকে নিয়ে নিজেই ঢুকে পড়ল ওখানে। বেরিয়ে এল ঘণ্টাখানেক পর। সারা শরীরে ধুলোবালি মাখা অবস্থায়। হাতে ধরে রেখেছে পুরনো একটা বাক্স।

'পেয়েছি আপনার জিনিস, মি. রানা,' হাসিমুখে বলল ডা. স্ট্যানটন। বাক্স থেকে দু'সেট এক্স-রে বের করে দিল। 'বাপ রে, স্টোরটার যে এমন দুর্দশা, তা আগে জানা ছিল না। সময় করে পরিষ্কার করতে হবে ওটা।'

'সরি, কষ্ট দিলাম আপনাকে,' ভদ্রতা দেখিয়ে বলল রানা। 'সিনেটরকে বলব আপনার কথা, নিশ্চয়ই খুশি হবেন তিনি।'

'না, না, এ আর এমন কী?' বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেল ডাক্তার। 'আমাদের জন্য কত কী করছেন উনি, আমরা বুঝি এইটুকু করতে পারব না?'

'তা হলে আরেকটু কষ্ট দেব আপনাকে।' ব্রিফকেস থেকে গতকাল সংগ্রহ করা এক্স-রে ফিল্মগুলো বের করল রানা। 'এগুলোও সিনেটর আর তাঁর বন্ধুরই। কিন্তু তাড়াহুড়োয় মিশিয়ে ফেলেছি। কোনটা কার, মনে করতে পারছি না। একটু মিলিয়ে দেবেন?'

'শিয়োর!' সবগুলো এক্স-রে নিয়ে একটা ল্যাম্পের সামনে চলে গেল ডাক্তার। আলো ফেলে মেলাল সেট। তারপর ফিরিয়ে দিল রানার হাতে। 'হয়ে গেছে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, ডা. স্ট্যানটন।'

'ধন্যবাদ আপনাকেও। কোনও দরকার পড়লেই সোজা চলে

www.BanglaBook.org

আসবেন এখানে।'

বিদায় নিয়ে ডেন্টিস্টের অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা। গাড়িতে উঠে কোলের উপর তুলে নিল ফাইলদুটো। কী দেখবে? উত্তেজনায় কাঁপছে দু'হাত।

ফাইলের উপরে সিনেটর আর তার বন্ধুর নাম লিখে দিয়েছে ডাক্তার। প্রথমে ডেভিড ম্যাহোনিরটা খুলল। ছেলেবেলার এক্স-রে-র সঙ্গে ওতে রাখা হয়েছে হাসপাতাল থেকে আনা এক্স-রে—চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল রানা। কিন্তু ওয়াশিংটনের সেটটা নেই এখানে! তারমানে সিনেটে যে-মানুষটা বসে আছে, সে কোনোদিন অ্যাকসিডেন্ট করেনি ম্যাসাচুসেটস টার্নপাইকে! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট যে হতে চলেছে, সে ডেভিড ম্যাহোনি দ্য থার্ড নয়!

প্রমাণ পেয়ে গেছে রানা। কাঁপা হাতে দ্বিতীয় ফাইল খুলল। বন্ধুর ডেন্টাল এক্স-রে-র সঙ্গে ওয়াশিংটনের সেটটা রেখেছে ডাক্তার। আর কোনও সন্দেহ নেই। ফাইল বন্ধ করে উপরে লেখা নামটা পড়ল ও।

মাসিমো গুইদেরোনি—রাখাল বালকের ছেলে!

উনিশ

উত্তেজিত অবস্থায় হোটেলে ফিরে এল রানা। পেয়েছে... অকাট্য প্রমাণ পেয়ে গেছে ও—ডেভিড ম্যাহোনির পরিচয়ধারী সিনেটর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসলে রাখাল বালক জিয়োভান্নি গুইদেরোনির ছেলে! পরিচয় বদলের এই ঘটনা ঘটেছে বিশ বছর আগে, আসল ম্যাহোনির অ্যাকসিডেন্টের পর। ডা. হ্যামার ভুল করেননি, আসলেই বাঁচানো যায়নি তাঁকে। তার বদলে নিজস্ব প্লাস্টিক সার্জনের মাধ্যমে বদলানো হয়েছে মাসিমোর চেহারা, রাতের অন্ধকারে তাকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে ম্যাহোনির বিছানায়, আর ম্যাহোনি চলে গেছেন কবরে... মাসিমোর কবরে! স্কিয়িং অ্যাকসিডেন্টের পুরো ঘটনাই মিথ্যে, ওটা শুধুই একটা কবর রচনার বাহানামাত্র। পুরো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তাদের সবাইকে খুন করা হয়েছে—তরুণ সেই প্লাস্টিক সার্জন, আর তিন নার্স।

ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ফেনিস তথা জিয়োভান্নি গুইদেরোনির প্রশংসা করতে বাধ্য হচ্ছে রানা। এত জটিল একটা পরিকল্পনা তৈরি, তারপর আবার সেটাকে বাস্তবে রূপ দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। মাই গড... মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদে নিজের ছেলেকে বসাতে চাইছে সে। পৃথিবীতে এরচেয়ে ক্ষমতাবান পদ আর একটিও নেই। এক অর্থে ধরণীর ঈশ্বরে পরিণত হবে লোকটা। তাকে ঠেকাবার মত মানুষ এখন কেবল একজন—ও নিজে! ভাবতেই বুকটা হিম হয়ে এল। গুইদেরোনিকে শুধু ঠেকালেই চলবে না, কুয়াশা আর সোনিয়াকেও উদ্ধার করতে হবে তার মুঠোর মধ্য থেকে। বড়ই কঠিন দায়িত্ব।

হোটেলে ফিরে দ্রুত ঢাকায় ফোন করল রানা। কথা বলল বিসিআই চিফের সঙ্গে। জানাল সবকিছু। শোনার পর গম্ভীর হয়ে গেলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। জিজ্ঞেস করলেন, 'কতখানি নিশ্চিত তুমি, এমআর নাইন?'

'হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট, স্যর,' রানা বলল। 'আমার হাতে প্রমাণ আছে। ডেভিড ম্যাহোনি আর মাসিমো গুইদেরোনির ডেন্টাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রেকর্ড!'

'কিন্তু ওই রেকর্ডকে ভুয়া বলে দাবি করতে পারে লোকটা,' চিন্তিত গলায় বললেন রাহাত খান। 'যে-কোনও অভিযোগ অস্বীকার করা রাজনীতিবিদদের জন্মগত স্বভাব। বলবে তার প্রতিপক্ষ এসব ভুয়া অভিযোগ ছড়াচ্ছে।'

'অভিযোগটা যদি ঠিকমত দাঁড় করানো যায়, তা হলে বাড়তি প্রমাণ জোগাড় করতে কষ্ট হবে না। ডিএনএ টেস্টের জন্য বাধ্য করা যাবে সিনেটরকে। ডেভিড ম্যাহোনির মা বেঁচে আছেন, তার সঙ্গে ডিএনএ ম্যাচিং করলেই ধরা পড়ে যাবে লোকটা।'

'এ-ধরনের পদক্ষেপ নিতে চাইলে বড় ধরনের ব্যাকিং প্রয়োজন হবে তোমার। সমস্যা হলো, মার্কিন প্রশাসনের বড় বড় বিভিন্ন পদে ফেনিসের লোক বসে আছে। তাদের পরিচয় জানা নেই কারও। পদে পদে বাধা পাবে তুমি।'

'আমি যদি বর্তমান প্রেসিডেন্টের কাছে যাই, স্যর?'

'প্রেসিডেন্ট? উনি ক্লিন?'

'আমার তা-ই ধারণা। ওঁকে যদি হাত করতে পারত গুইদেরোনি, তা হলে এ-মুহূর্তে নিজের ছেলেকে হোয়াইট হাউসে বসানোর জন্য মাঠে নামত না। আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করত। এর মানে একটাই—বর্তমান প্রেসিডেন্ট, সেইসঙ্গে আগামী নির্বাচনের অন্য কোনও সম্ভাব্য প্রার্থীকে হাত করতে পারেনি সে।'

'হুমম। সেক্ষেত্রে সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছুনোর একটাই চ্যানেল আছে তোমার হাতে—জর্জ হ্যামিলটন।'

'অ্যাডমিরাল তো অসুস্থ, স্যর,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'না,' নেতিবাচক ভঙ্গিতে দিলেন রাহাত খান। 'লেটেস্ট খবর জানা নেই তোমার—জর্জ এখন অনেকটাই সুস্থ। বাড়িতে ফিরে এসেছে। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রমাণগুলো হোয়াইট হাউসে

www.BanglaBook.org

পাঠাবার ব্যবস্থা করো।'

'ইয়েস, স্যর। ইয়ে...' ইতস্তত করল রানা, 'মি. লংফেলোর কোনও খবর কি জানা আছে আপনার?'

'মারভিন এখনও হাসপাতালে, পুরোপুরি আশঙ্কামুক্ত হয়নি। বিএসএস এজেন্টরা পাহারা দিচ্ছে ওকে। আমাদের কিছু লোকও রেখেছি হাসপাতালের আশপাশে। ওকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। চিন্তা করতে হলে কুয়াশা আর ওই মেয়েটার ব্যাপারে করো। কীভাবে ওদেরকে উদ্ধার করবে, ভেবেছ কিছু?'

'একটা প্ল্যান নিয়ে কাজ করছি। এখনও ফাইনাল হয়নি।'

'তোমার উপর আস্থা আছে আমার। আশা করি সফল হবে। তারপরেও সাবধানে থেকো। ফেনিসের বিশাল একটা লক্ষ্য ভেস্তে দিতে চাইছ। এত সহজে হার মানতে চাইবে না ওরা। ভেবেচিন্তে পা ফেলো। ঠিক আছে?'

'জী, স্যর।'

'বেস্ট অভ লাক, রানা।'

চিফের সঙ্গে কথা শেষ হলে তাড়াতাড়ি ওয়াশিংটনে ফোন করল রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের বাড়িতে। ফোন ধরল চার্লি—অ্যাডমিরালের শোফার।

'মি. রানা!' রানার গলা চিনতে পেরে বলে উঠল সে। 'নাইস টু হিয়ার ফ্রম ইউ। আজ সকালেই অ্যাডমিরাল আপনার কথা বলছিলেন।'

'হ্যালো, চার্লি!' বলল রানা। 'তুমি ওখানে কী করছ? গাড়ি ছেড়ে একেবারে বাড়ির ভিতরে...'

'অ্যাডমিরালের নিরাপত্তার জন্য থাকছি এখানে,' জানাল শোফার। 'বিশ্বস্ত লোক ছাড়া আর কাউকে কাছে থাকতে দিচ্ছেন না তিনি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা-ই? একটু কথা বলা যাবে ওঁর সঙ্গে?'

'অবশ্যই। ধরুন।'

কয়েক সেকেণ্ড পরেই কানে ভেসে এল হ্যামিলটনের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ।

'রানা! মাই বয়! কোথায় তুমি?'

'পরে জানাচ্ছি, স্যর,' রানা বলল। 'এই লাইনটা কি ক্লিন?'

'হ্যাঁ। সকালেই চেক করা হয়েছে।'

'এ-কথা গত মিটিঙের আগেও বলেছিলেন।'

'ভুল বলিনি। তখনও আমার টেলিফোন ক্লিন-ই ছিল। রক ক্রিক পার্কের খবরটা কীভাবে ফাঁস হলো, তা বিরাট এক রহস্য। এনিওয়ে, খবর বলো।'

'আগে আপনার শরীরের অবস্থা জানতে চাই।'

'দুর্বল... হুইলচেয়ারে চলাফেরা করছি। নইলে আর কোনও অসুবিধে নেই।'

'এ-কণ্ডিশনে চাপের মধ্যে ফেলতে ইচ্ছে করছে না আপনাকে, কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই। চিফের সঙ্গে কথা বলেছি, উনি প্রমাণগুলো আপনার হাতে তুলে দিতে পরামর্শ দিয়েছেন।'

'কীসের প্রমাণ?'

ধীরে ধীরে সব খুলে বলল রানা।

'হা যিশু!' আঁতকে উঠলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'এ কী শোনাচ্ছ তুমি? আমেরিকার হবু প্রেসিডেন্ট একজন ছদ্মবেশী? ফেনিন্সের নেতার ছেলে?'

'অবিশ্বাস্য... কিন্তু সত্যি।' শান্তগলায় বলল রানা।

'আর তুমি প্রমাণ করতে পারবে সেটা?'

'হ্যাঁ। ওগুলো আপনার হাতে পৌঁছে দিতে চাই, যাতে প্রেসিডেন্টকে দেখিয়ে সিনেটর ম্যাহোনি আর জিয়োভান্নি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুইদেরোনির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন। ওদেরকে আটকানো গেলে পুরো সংগঠনের কোমর ভেঙে যাবে।'

'আমি একমত। ডেন্টাল রেকর্ডগুলো কীভাবে পাঠাচ্ছ?'

'আমার এজেন্সির স্পেশাল মেসেঞ্জার দিয়ে। গেটে বলে দিন, রানা এজেন্সির লোক এলেই যেন সরাসরি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাই দ্য ওয়ে, অ্যাডমিরাল, আশা করি বলে দিতে হবে না, প্রেসিডেন্টের কাছে যাবার আগে সবকিছু গোপন রাখতে হবে আপনাকে? দয়া করে কাউকে কিছু বলবেন না, যত ঘনিষ্ঠ... যত আপন-ই হোক না কেন।'

'জানি। কখন পাঠাচ্ছ জিনিসগুলো?'

'যত দ্রুত সম্ভব। রাতের মধ্যে, বা কাল সকালে পেয়ে যাবেন হাতে। এখন তা হলে রাখি, স্যর।'

'ওকে, রানা। আমি অপেক্ষায় রইলাম।'

কথা শেষ করে হোটেলের লবি থেকে একটা ম্যানিলা এনভেলাপ আনাল রানা। ওটায় ভরল সমস্ত এক্স-রে এবং কাগজপত্র। মুখ বন্ধ করে উপরে ঠিকানা লিখল অ্যাডমিরালের। এক্স-রে-গুলো কপি করে রাখবে কি না, ভাবল একবার; পরে আবার চিন্তাটা বাতিল করে দিল। এ-ধরনের কেসে কপি-র কোনও মূল্য নেই। আসল এক্স-রে ছাড়া আর কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না আদালতে। তা ছাড়া কপি দেখিয়ে বোকাও বানানো যাবে না জিয়োভান্নি গুইদেরোনিকে। পরীক্ষা করলেই আসল-নকল ধরে ফেলতে পারবে সে।

হাতের কাজ শেষ করে কুয়াশা আর সোনিয়ার কথা ভাবতে বসল রানা। এবার ওদেরকে উদ্ধার করা দরকার। আর সেজন্যে ছোট্ট একটা চাল দিতে হবে ওকে। বড় করে কয়েকবার শ্বাস নিল ও, তারপর তুলে নিল রিসিভার। দ্বিতীয়বারের মত ফোন করল

www.BanglaBook.org

ওয়াশিংটনে। তবে এবার অন্য নাম্বারে।

'সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনি'স অফিস।' শোনা গেল সুরেলা কণ্ঠ।

'সিনেটর কি আছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তাঁর সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আমার নাম মাসুদ রানা।'

'এক্সকিউজ মি, কী ব্যাপারে কথা বলবেন, জানতে পারি? সবার কল সিনেটরের কাছে ফরওয়ার্ড করি না আমরা।'

'ওঁকে শুধু আমার নাম বলুন। তা হলে বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।'

'হোল্ড অন, প্লিজ।'

দু'মিনিটের মত নীরব রইল লাইন। তারপরেই ওপাশ থেকে ভেসে এল সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনির বিখ্যাত কণ্ঠ।

'হ্যালো? কে বলছেন?'

হালকা হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ওর নাম শুনে ফোন ধরেছে লোকটা—এ থেকে প্রমাণ হয় অনেককিছু।

শীতল গলায় বলল, 'সুইটজারল্যাণ্ডের কল দ্যু পিলঁ গ্রামে একটা কবর আছে। কিন্তু ওটার ফলকে যার নাম, কফিনে সে-লোক নেই।'

আঁতকে ওঠার মত একটা শব্দ শোনা গেল। তারপর কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। শেষ পর্যন্ত আবার যখন কথা বলল সিনেটর, কণ্ঠস্বর ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে গেছে। 'ক...কে বলছেন? কে আপনি?'

'আমাকে আপনি চেনেন, মাসিমো।'

'স্টপ ইট!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সিনেটর।

'বেশ, নাম উচ্চারণ করব না। কিন্তু আমাকে না-চেনার কোনও কারণ দেখছি না। আমার মনে হয় না রাখাল বালক তার ছেলের কাছে কোনও কিছু গোপন করে।'

www.BanglaBook.org

'না-আ! এসব শুনতে চাই না আমি...'

'শুনতে আপনাকে হবে, সিনেটর!' কড়া গলায় বলল রানা। 'খবরদার, লাইন কাটবার চেষ্টা করবেন না। তাতে আপনারই ক্ষতি হবে। চুপ করে শুনুন আমার কথা। ছোটবেলায় অ্যাণ্ডোভারের এক ডেন্টিস্টের কাছে যেতেন আপনি আর আপনার বন্ধু। ওখানে আপনাদের দাঁতের এক্স-রে করা হয়েছিল। সেই ফিল্ম এখন আমার হাতে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, গতকাল আপনার বর্তমান ডেন্টিস্টের কাছ থেকেও ফাইল নিয়ে এসেছে একদল লোক। ম্যাসাচুসেটস্ জেনারেল হসপিটালে গেলে দেখবেন, ওদের আর্কাইভ থেকে গায়েব হয়ে গেছে ডেভিড ম্যাহোনির অ্যাকসিডেন্ট-পরবর্তী ডেন্টাল এক্স-রের ফিল্ম। সব এখন আমার কবজায়।'

গোঙানি ভেসে এল ইয়ারপিসে।

'শুনতে থাকুন, সিনেটর,' নির্বিকার কণ্ঠে বলে চলল রানা। 'কুয়াশা আর সোনিয়া যদি বেঁচে থাকে, আপনার কিছুটা আশা আছে। মরে গেলে আপনিও শেষ। মাটির সঙ্গে আপনাকে মিশিয়ে দেব আমি। বুঝতে পেরেছেন?'

ভাষা খুঁজে পেতে বেশ খানিকটা সময় লাগল মাসিমো গুইদেরোনির। শেষে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'প্লিজ... বোকামি কোরো না। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমরা...'

'শুনতে রাজি আছি আমি। কিন্তু তার আগে আগে মুক্তি দিতে হবে আমার বন্ধুদেরকে।'

'এক্স-রে-গুলো?'

'ওদের বিনিময়ে সেগুলো আপনাদের হাতে তুলে দেব আমি।'

'কীভাবে? কখন?'

'সেটা আমরা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নেব। তার আগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে প্রমাণ দেখাতে হবে—আমার বন্ধুরা বেঁচে আছে... হাঁটাচলা করছে ওরা।'

'প্রমাণ?'

'হ্যাঁ। একটা ফোন নাম্বার চাই আমি, সেইসঙ্গে ওদেরকে দেখার সুযোগ। বিনকিউলার আছে আমার কাছে, দূর থেকেই দেখে নিতে পারব। বলা বাহুল্য, বস্টনে আছি আমি; সম্ভবত এ-খবর ইতিমধ্যে পেয়েছেন আপনারা। আজকের দিনটা সময় দিচ্ছি আমার প্রস্তাব ভেবে দেখবার জন্য। কাল সকালে এই নাম্বারে আবার ফোন করব আমি—আপনার জবাব জানব তখন।'

'কিন্তু আগামীকাল সকালে সিনেট অধিবেশন আছে...' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল মাসিমো।

'ওটা মিস করবেন আপনি,' শীতল কণ্ঠে কথাটা বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

পোশাক বদলে নিল ও। বাইরে যাবে। তুহিনের মাধ্যমে ওয়াশিংটনে পাঠাবে ডেন্টাল রেকর্ডগুলো। তা ছাড়া বল মাঠে গড়িয়ে গেছে, খেলার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখার জন্যও বেশ কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে ওকে।

পরদিনের সকাল হলো মেঘলা, গুমোট পরিবেশে। আটটা বাজতে না বাজতে ঝমঝম করে নামল বৃষ্টি। ঘুম থেকে উঠে ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে গেল রানা। কঠিন একটা দিন অপেক্ষা করছে সামনে। শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে, কিছুই বলা যায় না। হয়তো বিজয়ীর বেশে কুয়াশা আর সোনিয়াকে নিয়ে ফিরবে ও, কিংবা হারিয়ে যাবে নাম-পরিচয়হীন কোনও কবরের ভিতরে। এমন পরিস্থিতি একেবারে নতুন নয় ওর জন্য, তবু প্রতিবারই বুক ঢিব ঢিব করে; অভিজ্ঞতা আর ট্রেইনিং ছাপিয়ে অস্তিত্বজুড়ে বসতে চায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভয়াল আতঙ্ক। ওকে মনে করিয়ে দেয়—সবকিছুর পরেও আর দশজনের মত সাধারণ একজন মানুষই ও।

ব্রেকফাস্টের পর জানালায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বৃষ্টি দেখল রানা, তারপর ফিরে এল টেবিলের কাছে। রাতের কাজের ফসল শোভা পাচ্ছে ওতে। বেশ কিছু ঘড়ি কিনে এনেছিল, ওগুলো টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। স্পিণ্ডলের কাছে সবক'টার মেইন-হুইলে ড্রিল করেছে, বসিয়েছে নতুন পিনিয়ন স্ক্রু। ব্যালান্স করেছে মিনিয়েচার বোল্ট। ঘড়িগুলো এখন টাইমারে পরিণত হয়েছে—ব্যাটারি টার্মিনালের সঙ্গে বেল-ওয়্যায়ারের সংযোগের জন্য তৈরি। অ্যালার্মের কাঁটার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যাবে ত্রিশ সেকেণ্ড থেকে বারো ঘণ্টার সময়সীমা, তারপর ওগুলো স্পার্কের সাহায্যে বিস্ফোরকে আগুন ধরিয়ে দেবে। কাল বিকেলে তুহিনের কাছ থেকে এক্সপ্লোসিভও সংগ্রহ করেছে।

সাবধানে সবকিছু একটা কাগজের কার্টনে ভরল ও। তারপর ওটা নিয়ে নেমে এল হোটেলের লবিতে। রিসেপশনিস্টকে জানাল, চেক-আউট করতে চায়। বিল রেডি করে যেন ওর কামরায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। কার্টনটা ভাড়া করা গাড়ির ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে রেখে রুমে ফিরে এল।

ঘড়ি দেখল রানা। আটটা পঁয়ত্রিশ। তারমানে এখনও অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কাছে পৌঁছেনি ওর প্যাকেট। রাতের ফ্লাইটে কোনও টিকেট ম্যানেজ করতে পারেনি তুহিন, তাই আজ ভোরে এজেন্সির অপারেটর শাহেদের মাধ্যমে পাঠাতে হয়েছে জিনিসটা। দশটায় ওয়াশিংটনে ল্যাণ্ড করবে ওর বিমান।

এয়ারপোর্টে ফোন করে ফ্লাইটের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিল ও। বারো মিনিট দেরি করে টেকঅফ করেছে ওয়াশিংটন-গামী ফ্লাইট সিক্স-ও-টু; তবে ই.টি.এ. পরিবর্তন হয়নি। সন্তুষ্ট হলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রানা; খুব শীঘ্রি অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের হাতে পৌঁছে যাবে সব প্রমাণ। রাতে আরেক দফা কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে, ডেন্টাল রেকর্ড হাতে পাবার পর কী ধরনের অ্যাকশন নেয়া হবে, সে-সব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে ওরা। আজই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। যদি সব ঠিকমত এগোয়, তা হলে আগামীকাল সকালে অ্যারেস্ট করা হবে সিনেটর ম্যাহোনিকে; ওয়াল্টার রিড হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চালানো হবে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। সমস্ত জারিজুরি তখন ফাঁস হয়ে যাবে জিয়োভান্নি গুইদেরোনির। ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠবে তার বিরুদ্ধে—ফেনিসকে লড়তে হবে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে। দেখার মত একটা মজা হবে তখন।

তবে এসব ঘটার আগে... আজই উদ্ধার করতে হবে কুয়াশা আর সোনিয়াকে। কাল সকালে ওদের কোনও মূল্য থাকবে না। প্রতিশোধের নেশায় ওদের প্রাণ নিতে পারে রাখাল বালক। তাই যা করবার, করতে হবে আজই। একটা প্ল্যান এঁটেছে রানা, দেখা যাক সেটা সফল হয় কি না।

আবার ঘড়ি দেখল রানা। পৌনে ন'টা। মাসিমো গুইদেরোনিকে ফোন করা যেতে পারে এখন।

আজ আর সেক্রেটারি না, লোকটা নিজেই ফোন রিসিভ করল। রানার কণ্ঠ শুনে বলল, 'জিয়োভান্নি গুইদেরোনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'রাখাল বালক স্বয়ং?' কৌতুক ফুটল রানার গলায়। 'আমার শর্ত তো বলেছি গতকাল। উনি রাজি আছেন?'

'হ্যাঁ,' বলল মাসিমো। 'টেলিফোন নাম্বার দেয়া হবে তোমাকে। তবে দেখাদেখির ব্যাপারটা...'

'তা হলে আপনার সঙ্গে আর কোনও কথা নেই আমার,

www.BanglaBook.org

সিনেটর,' কড়া গলায় বলল রানা। 'বিদায়।'

'দাঁড়াও! ফোন রেখো না!'

'কেন? যা বলার, তা তো বলেই দিয়েছি। দূর থেকে আমার বন্ধুদেরকে দেখতে চেয়েছি বিনকিউলার দিয়ে। তাতে যদি আপনারা রাজি না থাকেন, তা হলে এখানেই আমাদের সংলাপ শেষ। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাপই যদি চিন্তা না করে, তা হলে আমার কী করার আছে!'

'না!' তড়িঘড়ি করে বলল মাসিমো। 'ঠিক আছে... ঠিক আছে। তোমার কথাই সই। দেখানো হবে তোমার বন্ধুদেরকে। ফোন নাম্বারটা লিখে নাও। যখন যোগাযোগ করবে, তখন বলে দেয়া হবে—কোথায়-কখন দেখতে পাবে ওদেরকে।'

'দুঃখিত। আপনাদের ফাঁদে পা দেবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। সময় আর জায়গা আমি ঠিক করব।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ। আজ বিকেল তিনটা থেকে পাঁচটার মধ্যে... ম্যাহোনি হলে ওদেরকে দেখতে চাই আমি। উত্তরদিকে, জ্যামাইকা পণ্ডের দিকটার জানালায়।'

'ম্যাহোনি হলের নাম্বারই আমি দিতে যাচ্ছিলাম তোমাকে।'

না শোনার ভান করে বলে চলল রানা, 'দু'জনকে দুটো কামরায় রাখবেন। ভিতরে আলো জ্বলা চাই। হাঁটাহাঁটি করবে ওরা, কথা বলবে... সোজা কথায় ওরা যে জ্যান্ত আর সুস্থ আছে, সেটা প্রমাণ করতে হবে আপনাদেরকে।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো মাসিমো। 'তোমার কথামত সব অ্যারেঞ্জ করা হবে।'

'বাই দ্য ওয়ে, সিনেটর, আপনার লোকজনকে বলে দেবেন—আমাকে যেন খোঁজার চেষ্টা না করে। ধরতে পারলেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাভ হবে না। এক্স-রে-গুলো থাকবে না আমার সঙ্গে। বরং এমন ব্যবস্থা করে রেখেছি, যাতে আমি গায়েব হলে ওগুলো পৌঁছে যায় ওয়াশিংটনে।'

'কথা দিলাম, তোমাকে খোঁজার চেষ্টা করবে না কেউ।'

'ভেরি গুড।'

'এক মিনিট, রানা! তুমি জিয়োভান্নি গুইদেরোনির সঙ্গে কথা বলবে না?'

'বিকেলে... যদি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেন আর কী। সাড়ে পাঁচটায় ফোন করব আমি ম্যাহোনি হলে। নাম্বার দেয়ার প্রয়োজন নেই, ওটা টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে খুঁজে নিতে পারব।'

'কিন্তু উনি এখুনি কথা বলতে চান তোমার সঙ্গে।'

হাসল রানা। 'চাইলেই কি সব পাওয়া যায়?'

'বি সিরিয়াস, রানা। গুইদেরোনি নিশ্চিত হতে চান, তুমি এক্স-রে-গুলোর ডুপ্লিকেট তৈরি করবে না।'

'বিশ থেকে ত্রিশ বছরের পুরনো ফিল্ম ওগুলো, ডুপ্লিকেশনের জন্য হার্ড লাইটের তলায় যদি রাখি, স্পেক্টোগ্রাফে তার চিহ্ন দেখা যাবে। হাতে পাবার পর চেক করে নিতে পারবেন। ডোন্ট ওয়ারি, খামোকা নিজের বিপদ বাড়াবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার।'

'প্লিজ, বোঝার চেষ্টা করো। এখুনি কথা বলা উচিত তোমার। উনি বলেছেন, ব্যাপারটা খুবই জরুরি।'

'সবকিছুই জরুরি।'

'ভুল করছ তুমি, মাসুদ রানা। মস্ত ভুল।'

'আমাকে যদি আজ বিকেলে সন্তুষ্ট করতে পারেন, তা হলে ভুলটা ধরিয়ে দেবার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন গুইদেরোনি। আপনার পথও পরিষ্কার হয়ে যাবে। গুড বাই।

কথা না বাড়িয়ে লাইন কেটে দিল রানা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর ধারণাই ঠিক—ম্যাহোনি হলে বন্দি করে রাখা হয়েছে কুয়াশা আর সোনিয়াকে। সে-কারণেই ওর শর্ত দ্রুত মেনে-নিয়েছে মাসিমো। জায়গাটা দুর্ভেদ্য, কাউকে লুকিয়ে রাখার জন্য আদর্শ। উদ্ধার করাও এককথায় অসম্ভব। কিন্তু রানার কাজ হিসেবি চাল দিয়ে ওদেরকে বের করে আনা।

ডায়াল ঘুরিয়ে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে এবার রিং করল ও।

'রানা? সারারাত আমার ঘুম হয়নি।'

'অনেকেই কাল রাতে ঘুমাতে পারেনি, স্যর।'

'প্যাকেজের খবর কী?'

'রওনা হয়ে গেছে। ইস্টার্নের ফ্লাইট সিক্স-ও-টু। দশটায় ল্যাণ্ড করবে ওয়াশিংটনে।'

'হাতে বেশি সময় নেই। চার্লিকে এয়ারপোর্টে পাঠালে অসুবিধে আছে? প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একটু আগে কথা হয়েছে আমার, দুপুর দুটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। তার আগে এভিডেন্সগুলো স্টাডি করে নিতে চাই। চার্লি গেলে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে পারবে।'

'ঠিক আছে, পাঠান ওকে। কিন্তু কী আনছে, সেটা বলবেন না। শুধু মেসেঞ্জারের নাম জানাবেন—শাহেদ আহমেদ।'

'ওকে। আর কিছু?'

'কুয়াশা আর সোনিয়া কোথায় আছে, তার আভাস পেয়েছি। আপনার কাছে কাগজ-কলম আছে?'

'হ্যাঁ। বলো।'

'ম্যাহোনি হলে রাখা হয়েছে ওদেরকে। ওটা বস্টনের উত্তরে, একটা পাহাড়ের চূড়ায়, জ্যামাইকা পণ্ডের উপরে। জিয়োভান্নি গুইদেরোনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে, রাত সাড়ে এগারোটায় সময় দেব আমি। তখনই উদ্ধার করে আনব ওদের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনার সাহায্য দরকার।'

'লোকাল ল-এনফোর্সমেন্ট হলে চলবে?'

'স্পেশাল ফোর্স হলে বেশি ভাল হয়। রীতিমত একটা অভিযান চালানোর কথা ভাবছি আমি।'

'হুম। দেখি কী করা যায়। প্ল্যান অভ অ্যাকশন কী হবে?'

'সাড়ে এগারোটায় ওখানে ঢুকব আমি। তার পনেরো মিনিট পর পুরো এলাকা ঘিরে ফেলবে ওরা। চারদিকে যত রাস্তা আছে, সব আটকে দিতে হবে। সাবধানে কাজ করতে বলবেন ওদেরকে, ম্যাহোনি হলের সীমানায় প্রচুর গার্ড আছে। মেইন গেটে পৌঁছুনোর আগে, অ্যাপ্রোচ রোডের মাথায় একটা গার্ড পোস্ট আছে—ওটা দখল করে কমাণ্ড সেন্টার বানাতে পারবে ওরা। আর হ্যাঁ, অপারেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত টেলিফোন লাইন কেটে দিতে হবে। জ্যাম করে দিতে হবে সেলফোনেরও সিগনাল।'

'বলে যাও।'

'ঠিক সোয়া বারোটায় ম্যাহোনি হল্ থেকে বেরিয়ে আসব আমি... আশা করছি কুয়াশা আর সোনিয়াকে সহ। মেইন গেটে পৌঁছুনোর পর দাঁড় করাব গাড়ি। ওখানে দু'বার ম্যাচ জ্বালব আমি—ওটাই সঙ্কেত। গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে হামলা করবে স্পেশাল ফোর্সের কমাণ্ডোরা।'

'টাইম এদিক-সেদিক হবার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'খুব বেশি না। গুইদেরোনিকে জানাব, ঠিক সোয়া বারোটায় আমি যদি গেটে না পৌঁছি, আমার লোক এক্সচেঞ্জ নিয়ে ফিরে যাবে ওখান থেকে।'

'কিন্তু ওগুলো তো এমনিতেও থাকছে না তোমার কাছে। ধাপ্পা দিতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যাও?'

'আমার অভিনয় অত কাঁচা হবে না, স্যর। তারপরেও যদি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোলমাল দেখা দেয়, ডাইভারশনের ব্যবস্থা থাকবে। ওদেরকে বলবেন রেডি থাকতে।'

'মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছ কিন্তু তুমি, রানা।'

'না নিয়ে উপায় নেই আমার, স্যর।'

'তা আমি জানি।'

আধঘণ্টা পর বিল মিটিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। কয়েকটা হার্ডওয়্যার স্টোর ঘুরে কিনে নিল ড্রাইসেল ব্যাটারি, প্লাস্টিক কন্টেইনার, অ্যাডহেসিভ টেপ, বেল-ওয়্যায়্যারের রোল আর কালো স্প্রে-পেইন্ট। গাড়িতে বসে টাইমার, এক্সপ্লোসিভ আর সদ্য-কেনা জিনিসগুলোর সাহায্যে তৈরি করল দশটা বোমা। ঘড়ি দেখল—বারোটা চল্লিশ। টাইমারে এগারো ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের কাউন্টডাউন সেট করল—প্রতিটা দশ সেকেণ্ড পর পর বিস্ফোরিত হবে। কাজ শেষে টেপ দিয়ে মুড়ে ফেলল সবক'টা বোমা, স্প্রে-পেইন্ট দিয়ে রঙ করে নিল। কার্টনে ভরে ওগুলো রেখে দিল পিছনের সিটে।

গাড়ি চালিয়ে এরপর ওয়েস্ট রক্সবিউরিতে গেল রানা। একটা পে-ফোন খুঁজে নিয়ে ডিপার্টমেন্ট অভ স্যানিটেশনে রিং করল।

'কমপ্লেইন সেকশন।' রিসিভারে শোনা গেল কর্কশ গলা।

'এক্সকিউজ মি, আমি ম্যাহোনি ড্রাইভ থেকে বলছি। একটা কমপ্লেইন লেখাতে চাই।'

'বলুন কী সমস্যা।'

'এখানকার সিউয়ারেজ লাইন বন্ধ হয়ে গেছে, ম্যান! বিষ্ঠা-আর্বজনা উপচে আমার লন ভরে যাচ্ছে।'

'কোথায় বললেন?' ত্রস্ত হয়ে উঠল ওপাশের লোকটা।

'ম্যাহোনি ড্রাইভ। বিচনাট টেরাসের কাছে। ভয়াবহ অবস্থা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানে! তাড়াতাড়ি একটা কিছু করুন!'

'আমরা এখুনি একটা ট্রাক পাঠাচ্ছি, স্যর।'

'প্লিজ, যত দ্রুত সম্ভব পাঠান!'

স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টের সার্ভিস ট্রাক ম্যাহোনি ড্রাইভের একশো গজ দূরে পৌঁছুতেই রেইনকোট পরা একজন মানুষ বৃষ্টি ভেদ করে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। দু'হাত নাড়ছে পাগলের মত। ব্রেক কষে থামল ড্রাইভার। জানালা দিয়ে মাথা বের করে বিরক্ত গলায় জানতে চাইল, 'অ্যাই, কী হয়েছে তোমার? গাড়ি থামালে কেন?'

জবাব না দিয়ে হাতছানি দিল মানুষটা। ডাকল তাকে। বোধহয় সাহায্য চাইছে। আশপাশে তাকাল ড্রাইভার। বৃষ্টি-বাদলের কারণে রাস্তা শূন্য. কী সমস্যা হয়েছে কে জানে, বোধহয় আর কাউকে না পেয়ে থামিয়েছে তাকে লোকটা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজা খুলল সে, নেমে এল ট্রাক থেকে।

ড্রাইভার নাগালের মধ্যে পৌঁছুতেই বিদ্যুৎ খেলে গেল রেইনকোট-ধারীর শরীরে। প্রচণ্ড এক ঘুসি হাঁকল সে অপ্রস্তুত ড্রাইভারের চোয়ালে। মাপা আঘাত, এক ঘুসিতেই কাত হয়ে রাস্তায় পড়ে গেল লোকটা। আগামী কয়েক ঘণ্টা জ্ঞান ফিরবে না।

এর পনেরো মিনিট পরে ম্যাহোনি এস্টেটের প্রহরীরা লক্ষ করল, স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টের একটা ট্রাক উদয় হয়েছে তাদের সামনের রাস্তায়। পঞ্চাশ গজ পর পর থামছে ওটা, ভিতর থেকে নেমে একজন লোক কী যেন করছে প্রতিটা ম্যানহোলে। সন্দেহজনক গতিবিধি, তাই স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টের অফিসে ফোন করে জানতে চাইল তারা ঘটনা।

'বিচনাট আর ম্যাহোনি ড্রাইভ এলাকায় ব্লকেজের রিপোর্ট পেয়েছি আমরা, স্যর,' জানানো হলো ওখান থেকে। 'আমাদের

www.BanglaBook.org

লোক পাঠানো হয়েছে ওখানে—পুরো লাইন চেক করে দেখবার জন্য।'

এরপর ট্রাকটাকে আর সন্দেহ করল না কেউ।

রেইনকোট পরে স্যানিটেশন কর্মীর ছদ্মবেশে নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে রানা। তিনটে বেজে গেছে ইতিমধ্যে, শুরু হয়েছে সোনিয়া আর কুয়াশাকে দেখানোর সময়। উত্তরদিকে নজর থাকবে প্রহরীদের, বিনকিউলার হাতে কেউ আছে কি না, তা স্পট করায় ব্যস্ত থাকবে ওরা। এই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে ও।

ম্যাহোনি ড্রাইভ প্রায় তিনশো গজ দীর্ঘ। সবমিলিয়ে গোটাবিশেক ম্যানহোল আছে ওতে। প্রতিটার সামনে ট্রাক থামাচ্ছে রানা, টুলকিট আর হোসপাইপ নিয়ে নামছে সুয়ারেজ লাইনের ভিতরে; বাছাই করা দশটার ভিতরে গুঁজে দিচ্ছে হাতে তৈরি বোমাগুলো।

কাজ যখন শেষ হলো, তখন চারটে বাইশ বাজে ঘড়িতে। ট্রাক নিয়ে বিচনাট টেরাসে ফিরে এল ও। গালে চাপড় দিয়ে জ্ঞান ফেরাল ড্রাইভারের। তাকে ড্রাইভিং ক্যাবের ভিতরেই ফেলে রেখেছিল ও।

'ক্... কী হয়েছে?' চোখ মেলেই রানাকে দেখে সতর্ক হয়ে উঠল লোকটা।

'কিছু না,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'কিছুটা সময়ের জন্য তোমার ট্রাকটা ধার নিয়েছিলাম, এখন ফেরত দিচ্ছি। কিছু খোয়া যায়নি তোমার, কোনও ক্ষতিও হয়নি। আর হ্যাঁ, সুয়ারেজ লাইনে কোনও সমস্যা নেই। আমি চেক করে দেখেছি।'

'তুমি পাগল!' রাগী গলায় বলল ড্রাইভার।

পকেট থেকে একশো ডলারের পাঁচটা নোট বের করল রানা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, 'আপাতদৃষ্টিতে তা-ই মনে হতে পারে, তবে তোমার অসুবিধার জন্য কিছু টাকা দিতে চাই আমি। পাঁচশো ডলার। একটাই শর্ত, কাউকে এ-ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে না। যদি বলো, তোমাকে খুঁজে বের করব আমি।'

থতমত খেয়ে গেল ড্রাইভার। 'পাঁচশো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ভাল করে ভেবে দেখো, চোয়ালে একটু ব্যথা ছাড়া আর কোনও ক্ষতি হয়নি তোমার। মাঝখান থেকে পাঁচশো ডলার আয় করছ মুখ বন্ধ রাখার বিনিময়ে।'

'তোমার মাথা-টাথা ঠিক আছে তো, মিস্টার?'

'দেখো, তোমাকে বোঝানোর সময় নেই আমার হাতে,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'টাকাটা নেবে কি নেবে না?'

লোভের কাছে হার মানল লোকটা। হাত বাড়িয়ে নিল পাঁচশো ডলার।

নির্ধারিত সময় শেষ হবার ঠিক তিন মিনিট আগে ওদেরকে দেখল রানা। ম্যাহোনি হলের উত্তরদিকে আরেকটা উঁচু বিল্ডিং খুঁজে পেতে সময় নষ্ট হয়েছে ওর। ছাত থেকে বিনকিউলার দিয়ে তাকাল দুর্গপ্রতিম বাড়িটার দিকে। দোতলার আলোকিত জানালায় প্রথমেই দেখল কুয়াশাকে। বাঙালি বিজ্ঞানীর চেহারা বদলে গেছে—মুখের একটা পাশ ঢাকা পড়ে আছে রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজে, শার্টের বুকের যে-টুকু খোলা—সেখানেও একই দশা। শারীরিক অত্যাচারের স্পষ্ট আলামত। তবে বেঁচে আছে সে, গাঁট্টাগোঁট্টা একজন প্রহরীর কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে কামরার ভিতরে। মহৎ মানুষটার এই অবস্থা দেখে ক্রোধ অনুভব করল রানা।

আস্তে আস্তে বিনকিউলার ঘোরাল ও। পরমুহূর্তে হৃৎপিণ্ড একটা বিট মিস করে গেল। ওই তো, জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে

www.BanglaBook.org

সোনিয়া। সুন্দর মুখটা আতঙ্কে শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। শূন্যদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বেচারি এদিক-সেদিক; রানাকেই খুঁজছে সম্ভবত। বোঝা গেল ওর উপর তেমন একটা অত্যাচার চালানো হয়নি। অন্তত শরীরের যে-টুকু দৃশ্যমান, সেখানে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।

'আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা টিকে থাকো তোমরা, কুয়াশা... সোনিয়া,' বিড়বিড় করল রানা। 'আসছি আমি।'

এরপরেই বন্ধ হয়ে গেল জানালা।

বিশ

'তুমি সন্তুষ্ট?' জিজ্ঞেস করল মাসিমো গুইদেরোনি। আগের চেয়ে অনেকটাই শান্ত তার কণ্ঠ। উদ্বেগ থাকলেও তা দমিয়ে রেখেছে।

রাস্তার পাশের একটা ফোনবুদ থেকে সিনেটরকে রিং করেছে রানা। ম্যাহোনি হল্ থেকে বেশি দূরে নয় জায়গাটা।

মাসিমোর প্রশ্নের জবাব দিল না ও। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কুয়াশা কতটা আহত?'

'রক্ত হারিয়েছে ও। দুর্বল।'

'তা আমি দেখেছি। চলাফেরা করতে পারবে?'

'হেঁটে গাড়ি পর্যন্ত যেতে পারবে... যদি ওটাই জানতে চাও আর কী।'

'হ্যাঁ, সেটাই জানতে চেয়েছি। কুয়াশা আর সোনিয়াকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাড়িতে তুলে ম্যাহোনি হল্ থেকে বেরিয়ে আসব আমি। গেট দিয়ে বের হয়ে আপনাদের হাতে তুলে দেব এক্স-রে-গুলো।'

'জিয়োভান্নি গুইদেরোনির সঙ্গে দেখা করবার কথা তোমার।'

'তাও করব। আমার মনে বেশ কিছু প্রশ্ন জমা হয়েছে। সেগুলোর জবাব পাওয়া দরকার।'

'পাবে। কখন দেখা করবে?'

'রিটজ্ কার্লটনে আপনাদের নির্দেশ মোতাবেক ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। সোমনাথ চ্যাটার্জি... মনে আছে? আজই উঠব। মি. গুইদেরোনিকে বলবেন, ওখানে যেন ফোন করেন আমাকে। সাবধান করে দিচ্ছি, সিনেটর, শুধুই ফোন... সৈন্য-সামন্ত বা গুণ্ডা-পাণ্ডা নয়। রিটজ্ কার্লটনে এক্স-রে নিয়ে উঠব না আমি।'

'তা হলে কোথায় রাখছ ওগুলো?'

'সেটা আমার মাথাব্যথা।' রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। পাশের বুদে ঢুকে ফোন করল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কাছে। ইতিমধ্যে ডেন্টাল রেকর্ডগুলো পেয়ে গেছেন তিনি। কাজ কতটা এগোল, তা জানা প্রয়োজন। রাতের অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে।

অ্যাডমিরাল না, ফোন ধরল চার্লি। জানাল, 'মি. রানা, অ্যাডমিরাল এখনও হোয়াইট হাউসে। আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনার ফোন এলে রিসিভ করার জন্য। একটা মেসেজ দিয়েছেন—সব ঠিকঠাক আছে। তিনটে সময় বলেছেন: সাড়ে এগারোটা, পৌনে বারোটা আর সোয়া বারোটা। ওগুলো ফাইনাল তো?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ, চার্লি।'

ফোনবুদ থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চড়ল রানা। এক টুকরো হলুদ কাগজ নিয়ে তাতে মার্কার দিয়ে বড় বড় করে একটা মেসেজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিখল, সেটা ভরল একটা ম্যানিলা এনভেলাপে। ওটা নিয়ে চলে গেল নিউবেরি স্ট্রিটে। ফোনবুদের ডিরেক্টরি থেকে একটা মেসেঞ্জার সার্ভিসের ঠিকানা নিয়ে এসেছে। খুঁজে বের করল ওটা।

শুকনোমত এক মহিলা বসে আছে ফ্রন্ট ডেস্কে। তার সামনে গিয়ে পুলিশের একটা ভুয়া পরিচয়পত্র দেখাল রানা। বলল, 'আমি বস্টন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছি—ইন্টার-ডিভিশনাল এগজামিনেশন সেকশন।'

'পুলিশ?' আঁতকে উঠল মহিলা। 'হা যিশু! এখানে তো কোনও...'

'রিল্যাক্স, ম্যা'ম। দুশ্চিন্তার কিছু নেই।' হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করল রানা। 'আমরা একটা মহড়া দিচ্ছি। যে-কোনও ইমার্জেন্সিতে পুলিশের রেসপন্স কেমন, তা পরীক্ষা করে দেখব। তাই আজ রাতে এই এনভেলাপটা পৌঁছে দিতে হবে বয়েলস্টোন স্টেশনে। এটা পাবার পর থেকে শুরু হবে রিঅ্যাকশন টাইমের হিসাব। পারবেন আপনারা?'

'নিশ্চয়ই, অফিসার।'

'গুড। চার্জ কত পড়বে?'

'তার দরকার হবে না, অফিসার। নাগরিক হিসেবে পুলিশকে এটুকু সাহায্য করতে পারলে খুশি হব আমরা।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু ফ্রি সার্ভিস নিতে পারব না আমরা। তা ছাড়া অফিশিয়াল রেকর্ডের জন্য এখানকার রিসিট আর আপনার নাম দরকার হবে।'

'ঠিক আছে। আমার নাম এডিথ ম্যাকল'রান। আর নাইট ডেলিভারির জন্য লোকাল এরিয়ায় আমরা দশ ডলার নিই।'

পকেট থেকে টাকা বের করে দিল রানা। 'রিসিট দিন আমাকে। আর হ্যাঁ... ডেলিভারিটা হতে হবে আজ রাত পৌনে

www.BanglaBook.org

এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। লিখে রাখুন। টাইমিংটা খুব ইম্পরট্যান্ট। আপনি ওটা নিশ্চিত করবেন তো?'

'অবশ্যই। আমি নিজেই ডেলিভারি দিয়ে আসব। বারোটা পর্যন্ত এমনিতেই আমার শিফট কিনা!'

'ধন্যবাদ, এডিথ।'

'ইটস্ মাই প্লেজার,' হাসল মহিলা।

রাত ন'টা বিশে হোটেল রিটজ্ কার্লটনের লবিতে ঢুকল রানা। রিসেপশনে সোমনাথ চ্যাটার্জির নাম বলতেই রুমের চাবি পাওয়া গেল। এলিভেটরের দিকে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল একজন পোর্টার।

'এক্সকিউজ মি. মি. চ্যাটার্জি... একটা মেসেজ আছে আপনার জন্য।'

পোর্টারের হাত থেকে একটা খাম নিল রানা। ওটা খুলতে খুলতে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে যাচাই করল লোকটার মুখ। ভাবলেশহীন; নিম্নআয়ের একজন মানুষের মধ্যে যতটা বিনয় থাকা উচিত, তা লক্ষ করা যাচ্ছে না। ফেনিসের লোক সম্ভবত। শার্ট খুললে হয়তো দেখা পাওয়া যাবে বৃত্তাকার উল্কির।

খামের ভিতর থেকে একটা চিরকুট বেরুল। তাতে একটা ফোন নম্বর। কাগজটা মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে ফেলল রানা।

'কোনও সমস্যা?' ভুরু কোঁচকাল পোর্টার।

হাসল রানা। 'তোমার বসকে গিয়ে বলো, নম্বর দেখে ফোন করি না আমি নাম দেখে করি। যাও, ভাগো!'

হতভম্ব লোকটাকে পিছনে ফেলে এলিভেটরে উঠল ও। নামল ছ'তলায়। স্যুইটে গিয়ে রুম সার্ভিসের মাধ্যমে ডিনারের অর্ডার দিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাওয়াদাওয়া করছে ও, এমন সময় বাজতে শুরু করল স্যুইটের ফোন। ধরল না রানা, তাড়াহুড়োও করল না। ধীরে-সুস্থে ডিনার শেষ করল, সিগারেট ধরাল। শেষ পর্যন্ত যখন তৃতীয়বারের মত চিৎকার শুরু করল যন্ত্রটা, তখনই রিসিভার তুলল ও।

'হ্যালো?'

'তুমি একটা গোঁয়ার লোক, মাসুদ রানা!' গমগম করে উঠল চড়া, ভারী কণ্ঠ। ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে কেন তুলনা করা হয়, বুঝতে অসুবিধে হলো না। আসলেই গলার স্বরে দুরন্ত ঝঞ্ঝার তেজ মিশে আছে জিয়োভান্নি গুইদেরোনির।

হাসল রানা। 'তা হলে ভুল করিনি আমি? ওই পোর্টার আসলে রিটজ কার্লটনের কর্মচারী নয়, বুকের মাঝখানে উল্কিকরা একটা চক্কোর আছে ওর!'

'ওই চক্র আমাদের গর্ব, মিস্টার। যারা ওই চিহ্ন ধারণ করছে, তাদেরকে ছোট করে দেখো না। অসাধারণ একদল নারী-পুরুষ ওরা, আমাদের অসাধারণ লক্ষ্যের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে।'

'আরেকটা নাম আছে এদের—সুইসাইডাল ম্যানিয়াক,' বিদ্রূপ করল রানা। 'কোত্থেকে জোগাড় করেন এ-সব পাগল-ছাগল? কোনও মানসিক হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তি করেছেন বুঝি?'

রেগে গেলেও, গলার স্বরে কিছু বোঝা গেল না। শান্ত কণ্ঠে গুইদেরোনি বলল, 'যত ঠাট্টাই করো, তাতে সত্যটা বদলাবে না, রানা। ধর্ম আর আদর্শের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে, এমন মানুষ পৃথিবীতে অতীতেও ছিল, আজও আছে।'

'কাদের কথা বলছেন? হাশাশিন? শেখ হাসান ইবনে আল-সাবাহ্‌র খুনি গোত্র?'

'আই সি! পাদ্রোনির ব্যাপারে স্টাডি করেছ তুমি!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খুবই নিবিড়ভাবে।'

'স্বীকার করছি, হাসাসিনদের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল এবং ফিলোসফিক্যাল দিক দিয়ে অনেক মিল আছে আমাদের। কিন্তু আল্টিমেট গোল সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

'বিশ্বজয়? মানবজাতির উপর প্রভুত্ব? হাহ্!'

'এসব নিয়ে টেলিফোনে আপনার সঙ্গে তর্কে নামতে চাই না আমি,' বিরস গলায় বলল রাখাল বালক। 'দেখা হওয়া প্রয়োজন আমাদের। একটা গাড়ি পাঠাব?'

'না, ধন্যবাদ।'

'কাম অন, একরোখামির কোনও দরকার নেই।'

'একরোখা নই আমি, সতর্ক। চাইলে ভীরুও বলতে পারেন। কিন্তু নিজস্ব একটা শিডিউল আছে আমার, সেই অনুসারে দেখা করব আপনার সঙ্গে। ঠিক রাত সাড়ে এগারোটায় আসব। যত বক্তৃতা দিতে চান, দিতে পারবেন তখন। সোয়া বারোটায় আমার বন্ধুদেরকে নিয়ে বেরিয়ে আসব। একটা সঙ্কেত দেয়া হবে, আমরা গাড়িসহ গেটে পৌঁছুলে এক্স-রে-গুলো চলে আসবে ওখানে। ওগুলো গার্ডের হাতে দিয়ে চলে যাব আমরা। এই-ই আমার প্ল্যান, মি. গুইদেরোনি। সামান্য যদি এদিক-সেদিক হয়, চিরকালের মত এক্স-রে-গুলো হারাবেন আপনি। ওগুলো উদয় হবে অন্য কোনও বিশেষ জায়গায়।'

'কিন্তু জিনিসগুলো পরীক্ষা করার অধিকার আছে আমাদের!' প্রতিবাদ করল রাখাল বালক। 'অ্যাকিউরেসি আর স্পেক্ট্রো-অ্যানালিসিসের জন্য সময় দরকার!'

ঢোঁক গিলেছে লোকটা। মুচকি হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ইতস্তত করবার অভিনয় করল ও। বলল, 'যুক্তি আছে আপনার কথায়। ঠিক আছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সরঞ্জাম গেটে রাখার ব্যবস্থা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করুন। ভেরিফিকেশনে চার-পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না। ততক্ষণ ওখানে দাঁড়াব আমরা। তবে হ্যাঁ... গেট ওই সময় খোলা রাখতে হবে।'

'আমি রাজি।'

মুখের হাসি আরও বিস্তৃত হলো রানার। পাঁচ মিনিট খোলা থাকবে গেট, এস্টেটের ভিতরে কমাণ্ডো ঢোকানোর জন্য সময়টা যথেষ্ট-র চেয়েও বেশি।

'বাই দ্য ওয়ে,' রানা বলল, 'আপনার ছেলেকে যা বলেছি, তা সত্যি...'

'আশা করি তুমি সিনেটর ম্যাহোনির কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। ওঁকে তো বলেছি, এক্স-রে-গুলো ইণ্ট্যাক্ট অবস্থায় পাবেন আপনারা। কপি-টপি তৈরি করে বিপদ বাড়াবার ইচ্ছে নেই আমার।'

'শুনে খুশি হলাম। কিন্তু তোমার এই অ্যারেঞ্জমেন্টে একটা গলদ চোখে পড়ছে আমার।'

'গলদ?'

'হুঁ। সাড়ে এগারোটা থেকে সোয়া বারোটা... মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট। আমাদের আলাপের জন্য সময়টা মোটেই যথেষ্ট নয়।'

'আপাতত তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আপনাকে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। 'যদি দ্বিতীয়বার কথা বলবার খায়েশ জাগে আমার মনে, আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে, তা তো জানা থাকছেই। তাই না?'

খনখনে গলায় হেসে উঠল রাখাল বণিক। 'অবশ্যই! সো সিম্পল! তুমি দেখছি খুব যুক্তিবাদী মানুষ, রানা।'

'চেষ্টা করি আর কী। সাড়ে এগারোটায় দেখা হচ্ছে তা হলে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। মূর্তির মত বসে রইল কিছুক্ষণ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, প্রস্তুতিপর্ব এত সহজে সমাপ্ত হয়েছে। সমস্ত পদক্ষেপের জন্য রয়েছে ব্যাকআপ... সমস্ত ব্যাকআপের জন্যও রয়েছে বিকল্প। রাতের অভিযানের জন্য এখন পুরোপুরি তৈরি ও।

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা উনত্রিশে গাড়ি নিয়ে ম্যাহোনি হলের মেইন গেটে পৌঁছুল রানা। হর্ন বাজাতেই খুলে গেল পাল্লা, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দাঁড়াতে হলো গার্ড পোস্টের পাশে। টর্চের আলো ফেলে ওর চেহারা দেখল ইউনিফর্মধারী একজন লোক, তারপর হাতের ইশারায় সামনে এগোবার নির্দেশ দিল।

এস্টেটের বিশাল লনের মাঝ দিয়ে চলে গেছে পিচঢালা রাস্তা, ওটা ধরে বাড়ির সামনে ড্রাইভওয়েতে পৌঁছুল। বিশাল গ্যারাজটার দরজা খোলা; পেরুনোর সময় কৌতূহলী দৃষ্টি দিল ও, বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল—ভিতরে অনেকগুলো লিমাজিন দাঁড়িয়ে আছে, সংখ্যায় পনেরোটার কম নয়। ধোপদুরস্ত শোফাররা রয়েছে কাছাকাছি, গল্পগুজবে মত্ত। সম্ভবত পরস্পরের পরিচিত তারা। ভুরু কোঁচকাল রানা। অতিথি রয়েছে ম্যাহোনি হলে? কারা?

চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল বিশাল বাড়িটার উপর চোখ পড়ায়। কাছ থেকে এখন ম্যাহোনি হলকে দেখতে পাচ্ছে ও। একই সঙ্গে ভয় এবং শ্রদ্ধা জাগাবার মত চেহারা। কালো আকাশের পটভূমিতে মাথা তুলে রেখেছে সগর্ব ভঙ্গিতে। মিসেস ম্যাহোনির কথাই ঠিক, এখান থেকে পুরো বস্টন নগরী দেখা যায়। নেয়ানের ওপারে, দূরে মিটমিট করছে ব্যস্ত নগরীর শত-সহস্র বাতি। পাহাড়ের মাথায় বসা ম্যাহোনি হল যেন রাজপ্রাসাদ, অবজ্ঞার দৃষ্টি ফেলছে সাধারণ জনপদের দিকে।

পোর্চের তলায় পৌঁছুলে অস্ত্রধারী দু'জন লোক এগিয়ে এল।

www.BanglaBook.org

রানা গাড়ি থেকে নামতেই উল্টো ঘুরবার ইশারা করল। পা ফাঁক করে, গাড়ির হুডের উপর দু'হাত মেলে দাঁড়াতে হলো ওকে। দক্ষ হাতে চালানো হলো শরীরতল্লাশি। মান-ইজ্জতের ধার ধারল না, অস্ত্র লুকানোর মত যত জায়গা আছে, সব আঁতিপাঁতি করে খুঁজল তারা। কিছু আনেনি রানা, তাই রেহাই পেল মিনিটদুই পর। এসকর্ট করে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো বাড়ির ভিতরে।

ম্যাহোনি হলের অভ্যন্তরে পা রেখে টের পেল রানা, কেন এ-বাড়িটা কিনে নিয়েছে জিয়োভান্নি গুইদেরোনি। স্টেয়ারকেস, ট্যাপেস্ট্রি আর ঝাড়বাতি মিলিয়ে শুধু হলঘরের সৌন্দর্যই অতুলনীয়। এ-ধরনের কাঠামো আর একটামাত্র জায়গায় দেখেছে রানা—পোর্তো ভেচিয়োয়... ভিলা বারেমির পোড়া ধ্বংসস্তূপে। ও-রকম একটা আবাসে থাকতে চাইবে রাখাল বালক, এটাই তো স্বাভাবিক।

'এ-দিকে আসুন, প্লিজ।' হলঘরের পাশে একটা দরজা খুলে ধরল গার্ড। 'তিন মিনিট পাবেন আপনি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কামরায় ঢুকল রানা, দেখতে পেল সোনিয়া আর কুয়াশাকে। ছোট একটা খাটে শুইয়ে রাখা হয়েছে বাঙালি বিজ্ঞানীকে—বিকেলে যা দেখেছিল, তারচেয়েও খারাপ অবস্থা: পুরো শরীর এখন রক্তে ভেজা। বোঝা গেল, খুব বেশিক্ষণ হয়নি আরেকদফা অত্যাচার চালানো হয়েছে তার উপর। সোনিয়া পাশে বসে শুশ্রূষা করছিল ওর, দরজা খোলার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল মেয়েটা, তারপরই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল রানাকে। ফিসফিস করে উচ্চারণ করছে ওর নাম, চোখে নামছে অশ্রুর অঝোর ধারা। ফোঁপানোর সময় কেঁপে উঠছে সারা দেহ।

www.BanglaBook.org

'শান্ত হও,' ওর কপালে আলতো চুমো দিয়ে বলল রানা। 'আমি এসে গেছি। একটু পরেই তোমাদেরকে নিয়ে বেরিয়ে যাব, কিচ্ছু ভেবো না।'

নিজেকে সামলে নিল সোনিয়া। হাত ধরে টানল রানাকে। 'এদিকে এসো। কুয়াশা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

কাছে যেতেই বুক টনটন করে উঠল রানার। ভয়াবহ অবস্থা কুয়াশার। মারের চোটে চোখদুটো বুজে গেছে প্রায়, মুখের একপাশে চামড়া বলতে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই আর। দগদগ করছে ঘা। ব্যাণ্ডেজের তলায় কী অবস্থা, কে জানে। শ্বাস টানছে খুব কষ্ট করে। দ্রুত হাসপাতালে নিতে না পারলে ওকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। অব্যক্ত ক্রোধে দাঁত পিষল রানা।

রানাকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে উঠল কুয়াশা, ঠোঁট ফাঁক করে কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু গোঙানি ছাড়া আর কিছু বেরুল না গলা দিয়ে।

'কথা বলবার দরকার নেই, বিশ্রাম নিন আপনি,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'কষ্ট করে আর ঘণ্টাখানেক টিকে থাকুন, কুয়াশা। এরপরই হাসপাতালে পৌঁছে যাবেন আপনি। আমি কথা দিচ্ছি।' সোনিয়ার দিকে ফিরল ও। 'এসব ঘটল কী করে? বিকেলেও দেখেছি ওঁকে... এত খারাপ অবস্থা ছিল না।'

'আধঘণ্টা আগে উপরতলা থেকে এখানে আনা হয়েছে আমাদেরকে,' জানাল সোনিয়া। 'সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কী যেন ভূত চাপল মি. কুয়াশার মাথায়... ঝাঁপিয়ে পড়লেন এক গার্ডের উপর। তাকে নিয়ে গড়াতে গড়াতে নামলেন নীচে। টুঁটি চেপে ধরেছিলেন লোকটার। অন্য গার্ডরা পিছন থেকে লাথি-গুঁতো আর রাইফেলের বাঁট দিয়ে যত আঘাতই করল, কিছুতেই ছাড়লেন না; গলা টিপে একেবারে খুনই করে ফেললেন। কিন্তু ততক্ষণে ওঁর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজের অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে গেছে... দেখতেই পাচ্ছ।'

'এ-রকম পাগলামির মানে কী?' বিস্মিত দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে তাকাল রানা।

হাতের ইশারায় ওকে কাছে ডাকল কুয়াশা। কানে কানে কিছু বলতে চায়। রানা তার শরীরের উপর ঝুঁকতেই চাদরের তলা থেকে কী যেন একটা বের করে আনল, গুঁজে দিল কোমরে। চমকে উঠল রানা। একটা পিস্তল! এবার বুঝল কুয়াশার ওই কাণ্ড ঘটানোর কারণ। মরা গার্ডের হোলস্টার থেকে হাতসাফাই করে অস্ত্রটা নিয়ে নিয়েছে সে।

'আপনি একটা জিনিয়াস, কুয়াশা,' নিচুগলায় বলল রানা।

ব্যথাতুর একটা হাসি ফুটল কুয়াশার ঠোঁটে। অনেক কষ্টে ফিসফিস করে বলল, 'ওরা... সবাই... আজ এখানে, রানা। এই সুযোগ... নষ্ট করা... যাবে না।'

'কাদের কথা বলছেন?'

'কাউন্সিল...'

'ফেনিসের কাউন্সিল?'

মাথা একটু ঝোঁকাল কুয়াশা। ঠোঁটের কাছে দুটো আঙুল তুলল।

'সিগারেট চাইছেন?' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল রানা।

সিগারেট নিল না কুয়াশা, শুধু দেশলাই। মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে ফেলল বাক্সটা।

দরজা খুলে গেল ঝট্ করে। গার্ড ফিরে এসেছে। কর্কশ গলায় বলল, 'সময় শেষ। মি. গুইদেরোনি অপেক্ষা করছেন।'

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল রানা। উল্টো ঘোরার আগে ওভারকোটের তলায় ভাল করে লুকাল পিস্তলটা। সোনিয়াকে বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তৈরি থেকো। খুব শীঘ্রি তোমাদের নেবার জন্য ফিরে আসব আমি।'

বৃহদায়তন লাইব্রেরির একটা বড় ডেস্কের পিছনে বসে আছে জিয়োভান্নি গুইদেরোনি। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, মাথাভর্তি সাদা চুল। চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। পঁচাশি বছর বয়স, অথচ এখনও কাঠামোটা লাইটপোস্টের মত ঋজু। গলার চামড়া শুধু সামান্য ঝুলে পড়েছে, চেহারায় বলিরেখা নেই বললেই চলে। হাবভাবে মনে হলো, দুনিয়ার সবাইকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

রানাকে দেখে চওড়া হাসিতে উদ্ভাসিত হলো রাখাল বালকের মুখ। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওয়েলকাম টু ম্যাহোনি হল, মি. মাসুদ রানা। শিডিউলটার ব্যাপারে আরেকটু ভেবে দেখবে নাকি? চল্লিশ মিনিট বড্ড কম সময়। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।'

'পরে কখনও শুনব,' চাঁছাছোলা গলায় বলল রানা। 'আজকের শিডিউল নড়চড় হবে না।'

'আই সি!' চেয়ারে বসে পড়ল গুইদেরোনি। রানাকেও ইশারা করল বসতে। 'আমাকে বিশ্বাস করছ না তুমি।'

বসল রানা। বাঁকা সুরে বলল, 'করা কি উচিত? ফেনিসের চরিত্র সম্পর্কে জানা আছে আমার।'

'তা তো জানবেই। প্রায় চারদিন পেয়েছি আমরা কুয়াশাকে ইন্টারোগেট করবার জন্য। প্রথমে মুখ খোলেনি, তবে কেমিক্যাল ইনজেক্ট করার পর গড়গড় করে বলে দিয়েছে সবকিছু। বড় বড় বেশ ক'টা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সঙ্গে আমাদের সংগঠনের কানেকশন খুঁজে পেয়েছ তোমরা। ধারণা করছ, ওদের মাধ্যমে দুনিয়ার বিভিন্ন টেররিস্ট গ্রুপের খরচ জোগাচ্ছি আমরা। তাই না? ভুল হয়নি তোমাদের। খুব কম ফ্যানাটিক দলই আমাদের

www.BanglaBook.org

সাহায্যের কথা অস্বীকার করতে পারবে।'

'আশা করি একটা পরিকল্পনা আছে আপনাদের? শুধু বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দুনিয়া জয় করা যায় না।'

'এখানেই তুমি ভুল করছ, রানা।' হাসল গুইদেরোনি। 'পুরনো একটা কাঠামোর জায়গায় নতুন কাঠামো তৈরি করতে চাইলে প্রথমে কী করতে হয়? আগেরটা ভেঙে ফেলতে হয়... ঠিক?' সামনে ঝুঁকল একটু। 'পৃথিবীর বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার জন্য টেরোরিজমের চেয়ে ভাল পথ আর দ্বিতীয়টি নেই। সন্ত্রাসের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীকে অশান্ত করে তুলব আমরা। বেঁচে থাকা যখন কঠিন হয়ে উঠবে, তখন সাধারণ মানুষ নেমে আসবে রাস্তায়—অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে। কীভাবে ঠেকাবে ওদেরকে সরকার? নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার দিয়ে? সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করে? না, রানা, পদত্যাগ করতে হবে ওদেরকে। ছেড়ে দিতে হবে ক্ষমতা। আর তখনই দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের জায়গায় আসবে যুক্তিবাদীরা। সন্ত্রাস আর বিশৃঙ্খলা হটিয়ে ফিরিয়ে আনবে স্বাভাবিক পরিস্থিতি।'

'যুক্তিবাদী?'

'এগজ্যাক্টলি,' মাথা ঝাঁকাল রাখাল বালক। 'আজকের যুগে বর্তমান সরকার ব্যবস্থা অচল, রানা। মানবজাতির পুরো ইতিহাস-জুড়ে ওরা যেভাবে চলেছে, সেভাবে আর চলতে দেয়া যায় না। যদি চলে, তা হলে এই গ্রহ আগামী শতাব্দীর মুখ দেখবে না। সরকার বলতে আমরা যা বুঝি, তাকে প্রতিস্থাপন করতে হবে।'

'কী দিয়ে?'

'যুক্তিবাদী... দার্শনিক-সম্রাটদের একটি নতুন জাতি দিয়ে। এমন সব মানুষ, যারা প্রগতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত; জানে, কী অমিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে এ-গ্রহের সম্পদ, প্রযুক্তি আর উৎপাদন-ক্ষমতার মাঝে। কারও ধর্ম-বর্ণ বা জন্মগত শিকড় নিয়ে মাথা ঘামায় না এরা, মাথা ঘামায় শুধু যোগ্যতা নিয়ে—পৃথিবী নামের এই বিশাল বাজারকে চালাবার জন্য কার কতখানি অবদান, সেটা নিয়ে!'

'মাই গড! আপনি কর্পোরেট ব্যবসার কথা বলছেন!'

'তাতে কোনও সমস্যা আছে? কর্পোরেট স্ট্রাকচারের চেয়ে কার্যকর আর কোনও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কি সৃষ্টি হয়েছে দুনিয়ায়? নিজেই ভেবে দেখো, শাসনক্ষমতা যদি ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয়া হয়; তারা যদি বিশাল এক কোম্পানির মত চালাতে শুরু করে পৃথিবীকে—কতখানি বাড়বে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি! অপচয় বন্ধ হবে... বন্ধ হবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর সরকারি দুর্নীতি। তেল দেয়া একটা মেশিনের মত চলবে শাসনযন্ত্র, প্রগতি আর উন্নতির শিখরে উঠতে পারব আমরা।'

'থিয়োরি হিসেবে মন্দ নয়,' মন্তব্য করল রানা। 'তবে... শুধুই থিয়োরি।'

'হতাশ হলাম, রানা,' বিতৃষ্ণা ফুটল গুইদেরোনির চেহারায়। 'ভেবেছিলাম আর কেউ না হোক, তুমি বুঝবে আমাদের আদর্শ আর তার প্রয়োজনীয়তা। যে-দেশ থেকে এসেছ, মানে বাংলাদেশের কথা বলছি, সেটা ব্যর্থ শাসন-ব্যবস্থার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।'

'কিন্তু ওই দেশে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারছি আমি।'

'স্বাধীনতা? ওটা আমাদের সিস্টেমেও থাকবে। প্রতিটা মানুষ সমান সুযোগ পাবে তার সুপ্ত প্রতিভা আর প্রোডাক্টিভিটিকে জাগিয়ে তোলার জন্য। যে যত সাফল্য দেখাবে, ততই বাড়বে তার আয় এবং স্বাধীনতা।'

'আর কেউ যদি প্রোডাক্টিভ হতে না চায়? চাহিদা যদি অল্প হয়

www.BanglaBook.org

তার? সাফল্যের পিছনে না ছুটে যদি শুয়ে-বসে কাটাতে চায় জীবন?'

'অমন মানুষ পৃথিবীর বোঝা, রানা। তাদের স্থান হবে না আমাদের সমাজে।'

'কে দেবে সেই সিদ্ধান্ত? আপনি?'

'না। পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হবার ইচ্ছে আমার নেই। ম্যানেজমেন্ট পার্সোনেলের ট্রেইণ্ড ইউনিট থাকবে আমাদের, আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে দুনিয়াকে পরিচালনা করবে তারা।'

'দিবাস্বপ্ন আর কাকে বলে!' হেসে উঠল রানা।

চেহারা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল গুইদেরোনির। 'বিদ্রূপ করে তুমি শুধু সময়ই নষ্ট করছ, রানা। আমাদের সিস্টেমে কোনও গলদ নেই। দুনিয়াজুড়ে লাখ লাখ কোম্পানি চলছে আধুনিক ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে। তাদের কেউ পথে বসছে না। কারণ, ধ্বংসের পথে চলে না ওরা। হিংসাবিহীন, প্রতিযোগিতার পন্থা অবলম্বন করে। নতুন পৃথিবীও সেভাবেই চালানো হবে। সরকারের উপরে আর নির্ভর করা চলে না। অস্ত্র প্রতিযোগিতা আর যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে ওরা। কিন্তু কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকাও, বুঝবে। ফোক্সওয়াগেনের সঙ্গে ক্রাইসলার কি যুদ্ধ বাধিয়েছে? পেপসি কি বোমা মেরেছে কোকা-কোলার ফ্যাক্টরিতে? পেন্টিয়াম কি হামলা করেছে অ্যাথলনের কর্মচারীদের উপর? না, মি. রানা। রক্তপাতের কোনও স্থান নেই ব্যবসাজগতে। ঠিক তা-ই প্রতিষ্ঠা করা হবে নতুন পৃথিবীতে। আমাদের একমাত্র লড়াই হবে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে। এভাবেই রক্ষা পাবে পুরো মানবজাতি। মাল্টিন্যাশনাল বিজনেস কমিউনিটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ভয়াবহ প্রতিযোগিতা আছে ওখানে, আগ্রাসন আছে... কিন্তু

www.BanglaBook.org

কোনোটাই সহিংস নয়। ব্যবসায়ীরা অস্ত্র ধরে না।'

'কিন্তু ফেনিস ধরছে। দিব্যি খুন করছে নিরীহ মানুষকে।'

'ওদের কেউই নিরীহ নয়, রানা। আমাদের সাফল্যের পথের কাঁটা, অথবা ওদের মৃত্যু আমাদের লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক,' ভাষণ দেবার ঝোঁক চেপে বসেছে গুইদেরোনির মধ্যে। 'শান্তি আর সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছুনোর জন্য এ-মুহূর্তে নিষ্ঠুর না হয়ে উপায় নেই আমাদের। কী ধারণা তোমার, সরকার আর রাজনৈতিক নেতারা কি শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে? ওদেরকে বাধ্য করবার জন্যই এ-পথ বেছে নিয়েছি আমরা। আমাদের কর্মকাণ্ডে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছে ওরা—একে একে হারাচ্ছে জন-সমর্থন, কিংবা করছে পদত্যাগ। সে-সব জায়গায় নিজেদের লোক বসাচ্ছি আমরা। ইটালিতে পার্লামেন্টের প্রায় বিশ শতাংশ আমাদের দখলে। জার্মানিতে বারো, জাপানে একত্রিশ, চিনে পাঁচ আর ইংল্যাণ্ডে পনেরো শতাংশ! রেড ব্রিগেড, বাদের-মেইনহফ, আল-কায়েদা বা আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির সাহায্য ছাড়া কি এসব সম্ভব হতো? সন্ত্রাসের প্রতিটা ঘটনায় লক্ষ্যের কাছে এক পা করে এগোচ্ছি আমরা—শান্তিময়, সুশৃঙ্খল পৃথিবীর দিকে!'

'পঁচাত্তর বছর আগে এমন দর্শন ছিল না গিলবার্তো বারেমি-র,' বলল রানা।

'খুব একটা পার্থক্য ছিল তা-ও বলা যায় না,' গুইদেরোনি বলল। 'দুর্নীতিবাজদেরকে খতম করতে চেয়েছিলেন তিনি, আজকের যুগে সে-কাজ করতে গেলে পুরো সরকার-ই ধ্বংস করে দিতে হয়। আমরা তা-ই করছি। একটা নিয়ম দেখিয়ে গেছেন তিনি—রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পর আমাদের সরবরাহ করা খুনিরা হত্যা আর রাহাজানির মাধ্যমে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের মধ্যে। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে

www.BanglaBook.org

ধ্বংস করতে শুরু করেছে। কিন্তু পাদ্রোনির পরিকল্পনার সমাপ্তিটা ঠিক গোছানো ছিল না। সরকার ধ্বংসের পর কীভাবে ক্ষমতা দখল করা হবে, কীভাবে চালানো হবে নতুন পৃথিবীকে... ছিল না সেসবের দিক-নির্দেশনা। ওটাই খুঁজে নিয়েছি আমরা। পূর্ণতা দিয়েছি তাঁর স্বপ্নের। এখন শুধু সেটাকে সফল করবার অপেক্ষা।'

'স্বীকার করছি, আপনার কথায় যুক্তি আছে,' লোকটাকে খুশি করবার জন্য বলল রানা। 'কিছুটা কনভিন্স হয়েছি বললেও ভুল হবে না। হয়তো আরও আলাপ করব আপনার সঙ্গে.... মানে, আমার বন্ধুরা মুক্তি পাবার পর।'

'আমার কথায় যুক্তি খুঁজে পাচ্ছ শুনে ভাল লাগছে,' হাসিমুখে বলল গুইদেরোনি, পরমুহূর্তে শীতল হয়ে গেল কণ্ঠ। 'তারচেয়েও ভাল লাগছে একজন অবিশ্বাসীর প্রতিক্রিয়া দেখতে পেয়ে। রিয়েলি, রানা, খুব ভাল অভিনয় জানো তুমি।'

'অভিনয়!'

'নয়তো কী?' গর্জে উঠল রাখাল বালক। 'এসবের অংশ হতে পারতে তুমি। শুরুতে তোমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেও পরে আবার মত পাল্টাই আমি। রক ক্রিক পার্কের ওই ঘটনার পরে কাউন্সিলের সভা ডাকি, তাদেরকে নতুন করে তোমার আর কুয়াশার মূল্যায়নের নির্দেশ দিই। ওরা জানায়—কুয়াশা আমাদের কাজে আসবে না; কিন্তু তুমি একটা অমূল্য সম্পদ, মাসুদ রানা। তোমার সাহায্যে বড় বড় বহু সংগঠনকে হাতের মুঠোয় নিতে পারতাম আমরা। এমনকী তুমি আমাদের নিরাপত্তাও দিতে পারতে। দিনের পর দিন তাই চেষ্টা চালিয়েছি আমরা—তোমার নাগাল পেতে, তোমাকে দলে টানতে। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। বড্ড ঘাড়ত্যাড়া লোক তুমি, একবার যেটা মাথায় ঢোকে, তা বের করতে চাও না। অপরিণামদর্শী আদর্শবাদী। এখনও আমাকে

www.BanglaBook.org

ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছ। না... তোমাকে বিশ্বাস করা চলে না। তোমাকে কোনোদিনই বিশ্বাস করা যাবে না!'

খেপে গেছে অর্ধোন্মাদ লোকটা। রানা প্রতিক্রিয়া দেখাল না। শান্ত গলায় বলল, 'আমার ব্যাপারে যে-কোনও ধারণা পোষণ করবার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে আজ এখানে এসেছি আমি, সেটা না ভুললেই ভাল করবেন।'

'হাহ্, উদ্দেশ্য?' ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল গুইদেরোনির। 'উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হবে তোমার। কুয়াশা আর ওই মেয়েটাকে চাও তো? পাবে। মিলন ঘটবে তোমাদের, আমি কথা দিচ্ছি। এই বাড়ি থেকেও বেরুবে... কিন্তু এরপরে দুনিয়ার আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না তোমাদেরকে।'

'বোকামি করবেন না, গুইদেরোনি,' সতর্ক করল রানা। 'আপনার ছেলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চলেছে... তবে সেটা ডেভিড ম্যাহোনির পরিচয়ে। আমাকে যদি খুন করেন, তা হলে মুখোশ খুলে যাবে তার। আসল ডেন্টাল রেকর্ডগুলো রয়েছে আমার লোকের হাতে।'

'কচু আছে তোমার হাতে!' চরম বিদ্রূপ প্রকাশ পেল গুইদেরোনির কণ্ঠে। ডেস্কের উপর রাখা ইন্টারকমের বোতাম টিপল। কাকে যেন নির্দেশ দিল, 'ওকে নিয়ে এসো ভিতরে।' মিটিমিটি হাসি নিয়ে চেয়ারে হেলান দিল এরপর।

কয়েক মুহূর্ত পর খুলে গেল লাইব্রেরির দরজা। হুইলচেয়ারে বসিয়ে একজন মানুষকে নিয়ে আসা হলো কামরার ভিতরে। সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠল রানা।

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন! প্রায়-অচেতন দশা তাঁর। কপালের একপাশে বিশ্রী একটা কালসিটে।

যে-লোক হুইলচেয়ার ঠেলছে, তাকেও ভাল করে চেনে ও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যালো, মি. রানা!' মুচকি হেসে অভিবাদন জানাল চার্লি—নুমা চিফের শোফার-কাম-দেহরক্ষী।

একুশ

থমকে গেছে রানা, নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না দৃশ্যটা। চার্লি... অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দশ বছরের পুরনো শোফার... সে কীভাবে ফেনিসের লোক হয়? আচমকা ও বুঝতে পারল, রক ক্রিক পার্কে কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। নুমা চিফের নিরাপদ টেলিফোনে মিটিং ঠিক করবার পরও কীভাবে হাজির হয়েছিল ফেনিসের খুনিরা। চার্লিই খবর দিয়েছিল ওদেরকে।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল রানার। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। সরোষে এগোতে শুরু করল বেঈমান শোফারের দিকে।

'খবরদার!' হুইলচেয়ারের পিছন থেকে একটা হাত তুলে আনল চার্লি। মুঠোয় ধরে রেখেছে নাইন মিলিমিটার অটোমেটিক। 'যেখানে আছেন, ওখানে থাকলেই ভাল করবেন, মি. রানা।' বিনয়ের মুখোশ খসে পড়েছে তার চেহারা থেকে।

থেমে গেল রানা। তাকাল অ্যাডমিরালের দিকে। দাঁতে দাঁত পিষে জিজ্ঞেস করল, 'কী করেছ তুমি ওঁকে?'

'তেমন কিছু না, পিস্তলের বাঁট দিয়ে সামান্য একটু আঘাত,' চার্লি বলল। 'কিছুতেই আসতে চাইছিলেন না কিনা! হোয়াইট হাউসে যাবার জন্য জেদ ধরেছিলেন।'

www.BanglaBook.org

'কবে বিক্রি হয়েছ তুমি এদের কাছে?'

চার্লির হয়ে জবাবটা দিল গুইদেরোনি। বলল, 'আমাদের আদর্শের অনুসারী হয়েছে ও, রানা। এর সঙ্গে টাকাপয়সার কোনও সম্পর্ক নেই। মেরিন সার্জেন্ট ছিল চার্লি, জানো নিশ্চয়ই? দেশের জন্য বহুবার জীবন বিপন্ন করেছে, অথচ রিটায়ার হবার পর সামান্য পেনশন ছাড়া আর কিছুই দেয়নি ওকে সরকার। অভাব-অনটনে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল... চিকিৎসার অভাবে একমাত্র সন্তান মারা গেছে ওর, এটা জানো? আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, এমন সময় আমরা ওকে দলে টেনে নিই। এখানে এসে সত্যিকার আদর্শের সন্ধান পেয়েছে ও। পেয়েছে বেঁচে থাকার প্রেরণা।'

'আমার ধারণা ছিল, ওর দুর্দশার কথা জেনেই শোফারের চাকরিটা দিয়েছিলেন অ্যাডমিরাল,' বলল রানা।

'না, রানা। তার বহু আগেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ও। ইন ফ্যাক্ট, নুমা চিফের কাছে আমরাই পাঠিয়েছিলাম ওকে। দুঃখকষ্টের কাহিনিটা খুব কাজে লেগেছে তখন। ধীরে ধীরে অ্যাডমিরালের আস্থা অর্জন করেছে ও। তাঁর উপর দিনরাত নজর রেখেছে আমাদের হয়ে। তার সুফল তো নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছ!' জোরে হেসে উঠল গুইদেরোনি। 'তোমার ধাপ্পা ধরা পড়ে গেছে, রানা। মাটি হয়ে গেছে প্ল্যান-প্রোগ্রাম। ডেন্টাল রেকর্ড আর এক্স-রে-গুলো এখন আমার হাতে! ওগুলো আর কোনোদিনই পৌঁছুবে না প্রেসিডেন্টের কাছে। উদ্ধার পাবারও উপায় নেই তোমার। স্পেশাল ফোর্সের কমাণ্ডোরা আজ কেন... কোনোদিনই আসছে না ম্যাহোনি হলে।'

মনে মনে কপাল চাপড়াল রানা, পুরোপুরি ফাঁদে পড়ে গেছে। এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিল ওর পরিকল্পনা নিয়ে, তাই কুয়াশার কাছ থেকে পিস্তল পাবার পরও সেটা বের করার প্রয়োজন মনে করেনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর এখন... চাইলেও ওটা ব্যবহার করতে পারবে না। চার্লি নিষ্কম্প হাতে অটোমেটিক তাক করে রেখেছে ওর দিকে।

'আমি কথা বলব ওঁর সঙ্গে।' পিস্তলকে পরোয়া না করে সামনে বাড়ল রানা। হাঁটু গেড়ে বসল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সামনে। 'স্যর, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

ধীরে ধীরে চোখ মেললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'রানা...' দুর্বল গলায় বললেন তিনি, 'আমি দুঃখিত, রানা। কিছুই করতে পারিনি। হোয়াইট হাউসে অসুস্থতার দোহাই দিয়ে আমার মিটিং ক্যানসেল করেছে ওরা, তারপর ধরে নিয়ে এসেছে এখানে... প্রাইভেট একটা বিমানে। কেউ জানে না কী ঘটেছে... কেউ আসছে না সাহায্য করতে...'

'এনভেলাপটা?'

'তোমার লোক চার্লিকে চেনে, তাই ওর হাতে তুলে দিয়ে বস্টনে ফিরে গেছে। স্যরি, রানা... ওটা আমার হাতেই পৌঁছেনি!' আহত চোখে তাকালেন তিনি এক সময়ের বিশ্বস্ত শোফারের দিকে। 'আর কিছু করার নেই আমাদের, সব শেষ হয়ে গেছে...'

'কিছুই শেষ হয়নি, অ্যাডমিরাল,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'এখনও সফল হয়নি ওদের নোংরা পরিকল্পনা।'

'কিন্তু হোয়াইট হাউস দখল করতে চলেছে ওরা! আমেরিকার প্রশাসন হবে আসলে ফেনিসের প্রশাসন!'

'ওদের এই স্বপ্ন কোনোদিন সত্যি হবে না।'

'হবে, রানা, হবে!' গমগম করে উঠল গুইদেরোনির কণ্ঠ। 'দুনিয়াও বদলে যাবে। পৃথিবীর বুক থেকে সংঘাত আর হিংসা দূর হবে, নেমে আসবে হাজার বছরের শান্তি।'

'হাজার বছর?' উঠে দাঁড়াল রানা। 'আরেক ম্যানিয়াক বলেছিল এ-কথা। রাইখ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল সে। কী পরিণতি হয়েছে, তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দিতে হবে না?'

'এ-ধরনের তুলনা অর্থহীন। হিটলারের সঙ্গে কোনও মিল নেই আমাদের।' ডেস্কের পিছন থেকে উঠে এল গুইদেরোনি। দু'চোখে আবার আগুন জ্বলে উঠেছে। 'আমাদের পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি তাদের নেতা বাছাই করতে পারবে, বজায় রাখতে পারবে আত্ম-পরিচয়। কিন্তু সরকার পরিচালিত হবে কোম্পানির সাহায্যে। বিশ্ববাজারে নানা ধরনের অবদান রাখার মাধ্যমে সৃষ্টি হবে সংহতির।'

'আত্ম-পরিচয়?' রেগে গেল রানা। 'ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক আর কর্মচারীদের কোনও আত্ম-পরিচয় থাকে?'

'বৃহত্তর স্বার্থে কিছুটা ত্যাগ তো স্বীকার করতেই হবে।'

'তারমানে রোবট বানাতে চান আপনি মানুষকে।'

'কিন্তু শান্তিতে থাকবে ওরা, বেঁচে থাকবে—ধুঁকে ধুঁকে মরবার চেয়ে ওটা কি অনেক ভাল নয়?'

'না। ভুল করছেন আপনি, মি. গুইদেরোনি। মস্ত ভুল। দুনিয়া রসাতলে গেলেও মানুষ কোনোদিন দাসত্ব মেনে নেবে না। বিসর্জন দেবে না নিজের সত্তা, বা স্বাধীনভাবে বাঁচবার অধিকার।'

'ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই তোমার, মাসুদ রানা,' কঠিন হয়ে উঠল রাখাল বালকের কণ্ঠ। 'একটাই জিনিস বিসর্জন দেবে তুমি—নিজের প্রাণ।'

বেল্টে গোঁজা পিস্তলের ওজন অনুভব করছে রানা। বুঝতে পারছে, খুব শীঘ্রি ওটা বের করতে হবে ওকে। খুন হয়ে যাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু মরবার আগে সামনের উন্মাদটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে ও। এখন শুধু সিদ্ধান্ত নেবার অপেক্ষা।

'আমাকে, বা এখানে বন্দি অন্যদেরকে খুন করে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন না আপনি, মি. গুইদেরোনি,' বলল ও। 'কী করছি

www.BanglaBook.org

আমরা... কী আবিষ্কার করেছি, তার খবর অনেকেই জানে। শুধু প্রমাণ নেই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে ওরা, এমনটা ভাবলে বিরাট ভুল করবেন। নিজেই তো বললেন, শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ছাড়বে না কোনও সরকার। তার আগে আপনাদেরকে ঠেকানোর জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। নিশ্চিত থাকুন।'

এমনভাবে হেসে উঠল গুইদেরোনি, যেন খুব মজার কথা বলছে রানা। বলল, 'আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে এখনও তোমার কোনও ধারণা নেই, রানা। যারা অ্যাকশন নেবে বলে ভাবছ, তাদের সবাই এখন আমাদের পকেটে। আজ রাতে তাদের অনেকেই হাজির আছে এখানে। দেখতে চাও?'

লাইব্রেরির একপ্রান্তে চলে গেল সে। কর্ড টেনে দেয়াল ঢেকে রাখা বিশাল দুটো পর্দা সরাল। ওপাশটা কাঁচের তৈরি, স্বচ্ছ দেয়াল ভেদ করে দেখা গেল প্রকাণ্ড এক কনফারেন্স রুম। মাঝখানে বৃত্তাকার এক টেবিল ঘিরে বসে আছে বেশ কিছু মানুষ। সভা চলছে ওখানে। পর্দা সরাবার পরেও কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না তাদের মাঝে। রানা বুঝল, কাঁচটা আসলে একমুখী। ওপাশ থেকে লাইব্রেরির অভ্যন্তর দেখা যায় না।

কনফারেন্স রুমের একপাশের দেয়ালে বড় একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ ঝুলছে। মার্কিন সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত একজন মানুষ পয়েন্টার হাতে নির্দেশ করছে সেটার বিভিন্ন অংশ, ব্রিফ করে চলেছে সভায় উপস্থিত সঙ্গীদেরকে। কথা শোনা গেল না, রুমটা সাউণ্ডপ্রুফ। তবে লোকটাকে চিনতে পারল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফ; জেনারেল গ্রেগরি ওয়ার্নারের মৃত্যুর পর এ-লোকই স্থলাভিষিক্ত হয়েছে তাঁর।

'জেনারেলকে মনে হয় চিনতে পেরেছ তুমি,' রানার মুখভঙ্গি লক্ষ করে বলে উঠল রাখাল বালক। 'ওকে এই পদে বসানোর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্যই সরিয়ে দেয়া হয়েছে আগের জেনারেলকে। একটু ভাল করে তাকাও, বাকিদেরকেও চিনতে পারবে।'

একে একে কনফারেন্স টেবিলে বসা মুখগুলো ভাল করে লক্ষ করল রানা। শিরদাঁড়ায় বইতে শুরু করল শীতল স্রোত। সেক্রেটারি অভ স্টেট, সিআইএ-র ডিরেক্টর, এফবিআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর, প্রেসিডেন্টের চিফ অ্যাডভাইজর... এমনি বেশ কিছু নামীদামি মার্কিন ব্যক্তিত্বকে দেখতে পাচ্ছে—মাসিমো গুইদেরোনি ওরফে সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনির দু'পাশে বসে আছে। শুধু তাই নয়, সভায় উপস্থিত রয়েছে রাশান অ্যাম্বাস্যাডর, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চিফ, চিনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জার্মান পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার-সহ অন্তত বিশজন উচ্চপদস্থ লোক। ইটালি থেকে বার্নার্দো পাভোরোনিও এসেছে, ছবি দেখা থাকায় চেনা গেল তাকে। এতগুলো প্রভাবশালী লোক ফেনিসের সদস্য, তা ভাবা যায় না!

পায়ে পায়ে কাঁচের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। ওর কাছে এসে মুচকি হাসল গুইদেরোনি। 'ইম্প্রেসিভ, তাই না? তাও তো এখানে কাউন্সিলের সবাই নেই! ইমার্জেন্সি মিটিং ডাকায় সবার পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি।'

'আর কে কে আছে এই কাউন্সিলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বিস্তারিত তালিকা চাও? আমার ডেস্কে আছে। কিন্তু দেখে কী লাভ? কাউকে ওদের নাম জানাবার সুযোগ পাচ্ছ না তুমি।'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দিকে চোখ পড়ল রানার। দৃষ্টির ইশারায় কী যেন বলতে চাইছেন তিনি। পিছন থেকে হুইলচেয়ারের পাশে চলে এসেছে চার্লি, একহাতে আস্তে আস্তে চাকা ঘুরিয়ে ওর দিকে ঘুরতে শুরু করেছেন তিনি। বুঝতে পারল রানা তাঁর মতলব—থাবা দিয়ে চার্লির হাতের পিস্তলটা কেড়ে নিতে চাইছেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যাডমিরাল। ইশারা করছেন কথা চালিয়ে যেতে, যাতে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত থাকে গুইদেরোনি আর বেঈমান শোফারের।

চট করে ঘড়ি দেখে নিল রানা। অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ম্যাহোনি ড্রাইভে সেট করা বোমাগুলো ফাটতে শুরু করবে আর ছ'মিনিট পর। ওটাই ওর শেষ ভরসা। বিস্ফোরণগুলো ডাইভারশন হিসেবে কাজ করবে, সেই সুযোগে যদি বেরিয়ে পড়া যায় এই মৃত্যুপুরী থেকে! কিন্তু তার আগে ঘায়েল করতে হবে চার্লি আর রাখাল বালককে। কনফারেন্স রুমে একজন অস্ত্রধারী প্রহরী আছে বটে, কিন্তু একমুখী কাঁচ আর সাউণ্ডপ্রুফ কামরার কারণে লাইব্রেরিতে কী ঘটছে, তার কিছুই টের পাবে না সে। এখন শুধু কথা বলে ব্যস্ত রাখতে হবে দুই শত্রুকে।

'গুইদেরোনির দিকে ফিরল ও। 'ভিলা বারেমির সেই রাতের কথা মনে আছে আপনার, যে-রাতে গিলবার্তো বারেমিকে খুন করেছিলেন?'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল বৃদ্ধ ম্যানিয়াক। 'ওটা ভুলবার মত স্মৃতি নয়। তবে পাদ্রোনিকে খুন করিনি আমি, শুধু আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছি। খামোকা ওই কথা টানছ কেন?'

'একটা খটকা দূর করবার জন্য। বুঝতে পারছি না, কী ভেবে মাত্র দশ বছর বয়সী একটা বাচ্চার হাতে ফেনিসকে ছেড়ে গেলেন কাউন্ট বারেমি। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত।'

'এ-ই কথা?' একটু যেন আগ্রহী হয়ে উঠল গুইদেরোনি। 'বয়স দশ বছর হলেও তার চারগুণ ম্যাচিউর্ড ছিলাম আমি... চারগুণ জ্ঞান ছিল আমার। বুঝলে না এখনও? চাইল্ড জিনিয়াস ছিলাম আমি, রানা... একজন প্রডিজি। ওই বয়সেই শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান আর দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলাম। কথা বলতে পারতাম

www.BanglaBook.org

ছ'টা ভাষায়! সেটা জানতে পেরে আমাকে নিজের শিষ্য বানিয়ে নেন পাদ্রোনি। ঔরসে জন্ম না নিয়েও আমি হয়ে উঠেছিলাম তাঁর আরেক সন্তান। আমার কাছে ফেনিসকে দিয়ে যাবেন না তো কার কাছে দিয়ে যাবেন? আমার ভবিষ্যৎও ঠিক করে দিয়ে যান তিনি...'

আড়চোখে অ্যাডমিরালকে দেখল রানা, এখনও ঘুরছেন তিনি। 'ম্যাহোনি পরিবারের সঙ্গে তা হলে কাউন্ট বারেমি-ই চুক্তি করে গিয়েছিলেন আপনার ব্যাপারে?'

মাথা ঝাঁকাল গুইদেরোনি। 'আমেরিকা ছিল লজিকাল চয়েস। এ-দেশে তখন বিস্ময়কর গতিতে শিল্প-বিপ্লব ঘটছে। প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে নিত্যনতুন সুযোগ। প্রতিভাবান একজন শিশুর বিকাশের জন্য এরচেয়ে ভাল পরিবেশ আর হতে পারে না।'

'আপনি তো বিয়ে করেছিলেন?'

'বিয়ে না, আমি শুধু আবাদের জন্য একখণ্ড জমি সংগ্রহ করেছিলাম—নিখুঁত একজন নারী, যার গর্ভে আমার উত্তরসূরি জন্ম নিতে পারে। আমাদের ছকে ওর ভূমিকা বহু আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল।'

'আসল ডেভিড ম্যাহোনির মৃত্যুও কি সেই ছকেরই অংশ?'

'যে-প্রশ্নের উত্তর তোমার জানা, তা না করলেই কি নয়?' বিরক্ত স্বরে বলল গুইদেরোনি। 'যথেষ্ট কথা হয়েছে, এবার তোমাকে বিদায় জানানোর পালা।'

আর দেরি করা চলে না। জায়গামতো পৌঁছে গেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু মাথা ঝোঁকাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে হুইলচেয়ার থেকে ঝাঁপ দিলেন নুমা চিফ, খপ্ করে ধরে ফেললেন চার্লির পিস্তলধরা হাত, শুরু হলো ধস্তাধস্তি। তবে তা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। হঠাৎ গর্জে উঠল অস্ত্রটা, কাত

www.BanglaBook.org

হয়ে পড়ে গেলেন অ্যাডমিরাল।

ঝট্ করে সিধে হলো চার্লি, পিস্তল ঘোরাল রানার দিকে। তবে ততক্ষণে ওর হাতেও বেরিয়ে এসেছে কুয়াশার দেয়া পিস্তলটা। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ট্রিগার চাপল ও, কপালে তৃতীয় নয়ন নিয়ে মেঝেতে উল্টে পড়ল বিশ্বাসঘাতক শোফার। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে আছাড় খাওয়ার আগেই।

যন্ত্রচালিতের মত দরজার দিকে ঘুরে গেল রানা। ওর ধারণাকে সত্যি প্রমাণ করে পরমুহূর্তে দুই গার্ড ঢুকল লাইব্রেরিতে—এরাই ওকে এসকর্ট করে নিয়ে এসেছিল, লাইব্রেরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিল হলঘরে। নিমেষে আগুন ঝরাল ওর পিস্তল। ধরাশায়ী হলো দুই গার্ড। এবার জিয়োভান্নি গুইদেরোনির দিকে ব্যারেল ঘোরাল রানা।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্থবির হয়ে গেছে ফেনিস-অধিপতি। নিজের দিকে পিস্তল তাক হতে দেখে সংবিৎ ফিরে পেল, নড়ে উঠল সে। ছুটে পালাতে চাইল, কিন্তু থেমে গেল রানার মৃত্যুশীতল কণ্ঠ শুনে।

'ডোণ্ট মুভ, মি. গুইদেরোনি!'

চকিতে কাঁচের দেয়ালের দিকে তাকাল রানা। কনফারেন্স রুমে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। দেয়ালের এপাশে কী ঘটেছে, সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা নেই তাদের কারও।

'ক্... কীভাবে?' তোতলাল গুইদেরোনি। 'বাড়িতে ঢোকার আগে সার্চ করা হয়েছে তোমাকে। পিস্তল পেলে কোথায়?'

'আপনার চেয়ে অনেক বড় আরেক জিনিয়াসের কাছ থেকে।' পেটে পিস্তল ঠেকিয়ে, কলার চেপে ওকে ডেস্কের কাছে নিয়ে গেল রানা। 'মন দিয়ে শুনুন, আপনার মত নরকের কীটকে বাঁচিয়ে রাখার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। কথামত যদি কাজ না করেন,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুব আনন্দের সঙ্গে ট্রিগার চাপব আমি...'

'না!' আতঙ্ক ফুটল রাখাল বালকের চেহারায়। 'মেরো না আমাকে। আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি...'

'হবেও না কোনোদিন,' হিংস্র গলায় বলল রানা।

বয়েলস্টোন স্ট্রিটের পুলিশ স্টেশনের ডেস্ক সার্জেন্ট বিরক্ত চোখে তাকাল সামনে দাঁড়ানো শুকনো মহিলার দিকে। মেসেঞ্জার সার্ভিসের ইউনিফর্ম পরে আছে, চেহারায় রাগ। অভিযোগের সুরে বলল, 'আপনি খামটা অমন হেলাফেলা করে ফেলে রাখলেন কেন?'

'দেখুন ম্যা'ম,' বলল সার্জেন্ট, 'আপনার কাজ ডেলিভারি দেয়া. ডেলিভারি দিয়েছেন। এখন আমি কী করি, সেটা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে আপনার।'

'কিন্তু আপনাদের লোক তো বলেছিল, মেসেজটা জরুরি! ওটা এভাবে ফেলে রাখলে চলবে কী করে?'

'আমাদের লোক?'

'হ্যাঁ। ইণ্টার-ডিভিশনাল এগজামিনেশন সেকশনে কাজ করে। বলল আজ রাতে নাকি মহড়া আছে আপনাদের, সেটার জন্য এই মেসেজটা পৌনে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে অবশ্যই পৌঁছুতে হবে এখানে!'

'আজ কোনও মহড়া নেই আমাদের। ইণ্টার-ডিভিশনাল এগজামিনেশন নামেও কোনও সেকশন নেই আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে।' সন্দিহান হয়ে উঠল সার্জেন্ট। তাড়াতাড়ি খামটা খুলল। ভিতর থেকে বেরুল হলুদ একটা কাগজ—কালো মার্কার দিয়ে তাতে একটা চিঠি লেখা হয়েছে। চোখ বুলিয়েই আঁতকে উঠল সে। চেঁচাল, 'অ্যাই, কে আছ... এই মহিলাকে আটকাও!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখের পলকে উদয় হলো দু'জন পুলিশ, ধরে ফেলল এডিথকে। সে-ও চেঁচাতে শুরু করল।

হইচই শুনে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল স্টেশনের ডিউটি অফিসার। ডেস্ক সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? গোলমাল কীসের?'

জবাব না দিয়ে তার হাতে হলুন কাগজটা ধরিয়ে দিল সার্জেন্ট। পড়ল অফিসার:

বস্টনের বেজন্মা পরিবার আর অ্যালাবাস্টার ব্রাইডের রক্ষাকর্তাদের জন্য আমাদের এই বার্তা। নিপাত যাক ধনী রক্তচোষারা! ধ্বংস হোক ম্যাহোনি হল! তোমরা যখন এ-বার্তা পড়ছ, তখন আমাদের বোমা ধ্বংস করতে যাচ্ছে মানবজাতির কলঙ্ক জিয়োভান্নি গুইদেরোনিকে। সুইডসাইড স্কোয়াড পাঠানো হয়েছে তার প্রাসাদে, ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হবে সব। এই শহর মুক্তি পাবে শয়তানটার অশুভ ছায়া থেকে।

—থার্ড ওয়ার্ল্ড আর্মি অভ লিবারেশন অ্যাণ্ড জাস্টিস।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল পুলিশ অফিসার। দ্রুত নির্দেশ দিল সার্জেন্টকে। 'এক্ষুণি ফোন করো ম্যাহোনি হলে, ওখানকার সিকিউরিটিকে জানিয়ে দাও কী ঘটতে চলেছে। আশপাশে যত প্যাট্রোল কার আছে, সবাইকে যেতে বলো ওখানে। কুইক! আমি যাচ্ছি সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলতে। সোয়াট টিম চাই আমাদের!'

BanglaBook.org

গুইদেরোনির দিকে পিস্তল তাক করে রেখে অ্যাডমিরাল

www.BanglaBook.org

হ্যামিলটনকে পরীক্ষা করল রানা। বাঁ হাতে গুলি লেগেছে, তবে সিরিয়াস কিছু নয়। তাঁকে একটা রুমাল দিল ও, ক্ষতটা চেপে ধরে রাখতে বলল। তারপর মনোযোগ দিল ফেনিস-অধিপতির দিকে।

'কী চাও তুমি?' খ্যাপাটে গলায় প্রশ্ন করল গুইদেরোনি। নিজেকে সামলে নিয়েছে সে।

'আগে যা চেয়েছি, তা-ই,' রানা বলল। 'আমার বন্ধুদেরকে উদ্ধার করতে। তবে এখন নতুন দুটো জিনিস যোগ হয়েছে। কাউন্সিল মেম্বারদের একটা তালিকা আছে বলেছিলেন... ওটা সঙ্গে নিয়ে যাব। আর নেব ডেন্টাল রেকর্ডগুলো। বের করুন ওগুলো।'

নড়ল না গুইদেরোনি। 'খামোকা সময় নষ্ট করছ, রানা। কিছুতেই পালাতে পারবে না তুমি। বাড়ির ভিতর-বাইরে অসংখ্য গার্ড। কনফারেন্স রুমের মত লাইব্রেরিটাও সাউণ্ডপ্রুফ বলে এখনও কিছু টের পায়নি ওরা, কিন্তু নিশ্চিত থাকো—বাইরে পা রাখামাত্র বাধা দেয়া হবে তোমাকে।'

'ওটা আমি বুঝব,' রানা নির্বিকার। 'তালিকাটা... প্লিজ।'

চোয়াল শক্ত করে ডেস্কের পিছনে গেল গুইদেরোনি। ড্রয়ার থেকে বের করে আনল একটা ফাইল। ওটা হাতে নিয়ে পলকের জন্য চোখ বোলাল রানা। অনেকগুলো নাম-ঠিকানা লেখা আছে ভিতরে। রয়েছে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কাছে পাঠানো প্যাকেটটাও। সন্তুষ্ট হয়ে কোটের ভিতরের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল সব।

ঠিক এই সময়ে ডেস্কে রাখা ইন্টারকম বেজে উঠল। জবাব দেয়া না হলে অস্বাভাবিক দেখাবে, তাই রানা বলল, 'স্পিকার অন করুন।'

সুইচ টিপল গুইদেরোনি। শোনা গেল উত্তেজিত কণ্ঠ:

'বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত, স্যার। আমি সিকিউরিটি সেন্টার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে বলছি। বস্টন পুলিশ থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি আমরা—থার্ড ওয়ার্ল্ড আর্মি নামে একটা সন্ত্রাসীদল নাকি বোমা হামলা করতে চলেছে এখানে। আমাদের লিস্টে এ-জাতীয় কোনও সংগঠনের নাম নেই। হুমকিটা ভুয়া হবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু বস্টন পুলিশ কোনও কথা শুনতে চাইছে না। ওরা সোয়াট টিম পাঠাচ্ছে এখানে।'

রাজি হবার জন্য ইঙ্গিত করল রানা। তাই গুইদেরোনি বলল, 'ঠিক আছে, আসতে দাও ওদেরকে। কিন্তু এস্টেটের ভিতরে ঢুকতে দিয়ো না, বাইরে পাহারা দেবে।' শেষ কথাটা নিজেই যোগ করল। এরপরে ইন্টারকমের লাইন কেটে দিয়ে হাসিমুখে তাকাল রানার দিকে।

'কাজটা ভাল করলেন না,' থমথমে গলায় বলল রানা।

'পুলিশকে ভিতরে ঢুকতে না দিয়ে?' হাসি বিস্তৃত হলো গুইদেরোনির। 'ঢুকলেই বা কী করতে পারবে? ভেবেছ ওরা উদ্ধার করবে তোমাদেরকে? বড্ড কাঁচা চাল দিয়েছ তুমি, রানা। থার্ড ওয়ার্ল্ড আর্মি... হাহ্! অ্যামেরিকান আর্মিও এখন তোমার কাজে আসবে না। বাড়ির বাইরে পা দেয়ামাত্র তোমাদেরকে গুলি করে ফেলে দেবে আমার লোক। অর্ডার দেয়া আছে।'

'আপনি সঙ্গে থাকলেও?'

মুখের হাসি মুছে গেল গুইদেরোনির।

'জী, মি. গুইদেরোনি,' বলল রানা, 'আপনিও যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে। এসকর্ট করে বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।'

'কক্ষনো না।'

'তা হলে আপনাকে বেহুঁশ করে সঙ্গে নিয়ে যাব। তাতেও কাজ হবার কথা।'

নিষ্ফল আক্রোশে গরগর করে উঠল রাখাল বালক। তাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাত্তা না দিয়ে আবার অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কাছে গেল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'স্যর, হাঁটতে পারবেন আপনি?'

'না, রানা,' মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'আমার কথা ভুলে যাও।'

'উঁহুঁ। আপনাকে ফেলে যাচ্ছি না আমি।'

অ্যাডমিরালের আপত্তির মুখে একটা হাত বাড়িয়ে দিল রানা, তাঁকে প্রায় জোর করেই ওঠাতে শুরু করল হুইলচেয়ারে। ক্ষণিকের জন্য মনোযোগ টুটে গেল গুইদেরোনির দিক থেকে, নড়ে গেল পিস্তলের নল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল লোকটার শরীরে। ডেস্কের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিল, লুকানো খোপ থেকে বের করে আনল একটা ছোট্ট পিস্তল। চমকে ওদিকে তাকাল রানা, পরক্ষণে অ্যাডমিরালকে নিয়ে ঝাঁপ দিল মেঝেতে।

আগুন বর্ষণ করল গুইদেরোনির পিস্তল, ওদের শরীরের উপর দিয়ে চলে গেল বুলেট। মেঝেতে একটা গড়ান দিল রানা, পিস্তল সোজা করে পাল্টা গুলি করল ও-ও, নিশানা ঠিক করবার জন্য সময় নিল না।

ফেনিস-অধিপতির গলায় আঘাত হানল বুলেট। ঘড়ঘড় শব্দ তুলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। একহাতে চেপে ধরল ক্ষতস্থান, অন্যহাতে ধরা পিস্তল তাক করে আবার গুলি করবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাকে সে-সুযোগ দিল না রানা। ট্রিগার চাপল নিষ্কম্প হাতে। হৃৎপিণ্ড বরাবর একটা ক্ষত নিয়ে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ল মহাপ্রতাপশালী জিয়োভান্নি গুইদেরোনি। একটু ঝাঁকুনি খেয়ে নিথর হয়ে গেল দেহটা।

'স্যর, আপনি ঠিক আছেন?' অ্যাডমিরালকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' বললেন হ্যামিলটন। তাকালেন গুইদেরোনির লাশের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে। 'ওকে খুন করে ফেললে? এখন তা হলে এ-বাড়ি থেকে বের হবে কীভাবে?'

'ডাইভারশনের সুযোগ নিতে হবে আমাদেরকে।' ঘড়ি দেখল রানা। সময় হয়ে গেছে প্রায়, আর এক মিনিট পর ফাটতে শুরু করবে ম্যাহোনি ড্রাইভে পেতে রাখা বোমাগুলো।

কনফারেন্স রুমের দিকে তাকাল ও। জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফের ব্রিফিং থেমে গেছে, সবার মধ্যে চাঞ্চল্য। না, লাইব্রেরির বন্দুকযুদ্ধ টের পায়নি ওরা, তবে সম্ভবত পুলিশ আসবার খবর পেয়েছে। তাদের কাছে উচ্চপদস্থ এতজন লোকের সমাবেশ ব্যাখ্যা করা মুশকিল হয়ে যাবে, তাই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেছে ওরা। তর্ক-বিতর্ক শুরু হলো, বোধহয় কী করা হবে, তা নিয়েই।

'সময় নেই আমাদের হাতে,' অ্যাডমিরালকে হুইলচেয়ারে ওঠাতে ওঠাতে বলল রানা। 'ওরা কনফারেন্স রুম থেকে বেরুলেই সর্বনাশ।'

'আটকে রাখা যায় না?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যামিলটন।

'হয়তো,' বলল রানা। 'চলুন দেখা যাক।'

হুইলচেয়ার ঠেলতে ঠেলতে হলঘরে বেরিয়ে এল রানা, আসার পথে নিহত গার্ডের কাছ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে বাড়তি পিস্তল। হলঘর এ-মুহূর্তে খালি। চারপাশে যতগুলো প্যাসেজ দেখতে পেল, সবগুলোর দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি টেনে দিল ও। এতে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আটকা পড়বে বাড়ির ভিতরের লোকজন। এরপর অ্যাডমিরালকে নিয়ে চলে গেল সোনিয়া-কুয়াশার কামরার দিকে। তালা ঝুলছে বাইরে, লাথি মেরে পাল্লা ভেঙে ফেলল রানা, ঢুকল ভিতরে।

দুই বন্দিকে ব্যস্ত অবস্থায় আবিষ্কার করল ও। শরীরের বেহাল দশাকে পাত্তা না দিয়ে উঠে পড়েছে কুয়াশা। সোনিয়ার সাহায্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে বালিশ, বিছানার চাদর আর তোষক। ছড়িয়ে রেখেছে সারা ঘরময়। খাটের পায়াও ভেঙেছে, ন্যাকড়া পেঁচিয়ে বানিয়ে নিয়েছে দুটো মশাল।

'কী করছেন আপনারা?' বিস্মিত রানা প্রশ্ন করল।

'আগুন লাগাবার প্ল্যান করেছেন মি. কুয়াশা,' জবাব দিল সোনিয়া।

'ভাল আইডিয়া,' মাথা ঝাঁকাল রানা। বাড়িতে আগুন দেখা দিলে কাউন্সিলের লোকেরা আর লুকিয়ে থাকতে পারবে না। বাধ্য হবে বেরিয়ে আসতে—পুলিশের সামনে... দুনিয়ার সামনে! 'কিন্তু তাড়াতাড়ি করো। সময় নেই আমাদের হাতে...'

কথা শেষ হতে না হতে দূর থেকে ভেসে এল গুরুগম্ভীর বিস্ফোরণের আওয়াজ—প্রথমে একটা, দশ সেকেণ্ড পর আরেকটা। ফাটতে শুরু করেছে ম্যাহোনি ড্রাইভের তলায় লুকিয়ে রাখা বোমাগুলো। তার পিছু পিছু ভেসে এল উত্তেজিত কণ্ঠের চেঁচামেচি—বাড়ির ভিতর-বাহির দু'দিক থেকেই।

'কুইক!' বলে সামনে বাড়ল রানা। কুয়াশা ইতিমধ্যে মশালদুটো জ্বেলেছে, একটা নিয়ে নিল তার হাত থেকে। আগুন ধরাল মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা তুলা আর ন্যাকড়ার স্তূপে। ধরাল জানালায় ঝুলতে থাকা পর্দাতেও।

ততক্ষণে আরও চারটে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। কুয়াশাকে টেনে ওঠাল রানা, নিজের কাঁধে ভর রাখতে দিল। সোনিয়াকে বলল, 'হুইলচেয়ার ঠেলো তুমি, সোনিয়া।'

ব্যস্ত ছিল বলে এতক্ষণ খেয়াল করেনি, কিন্তু এবার অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল কুয়াশা। ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'উনি কোত্থেকে?'

'রাখাল বালকের কাজ,' রানা জানাল। 'ধরে নিয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর কথা নয়, চলুন।'

কামরা থেকে হলঘরে বেরিয়ে এল ওরা। বাইরে তখন নরক ভেঙে পড়েছে। বাড়ির ভিতরেও কমবেশি একই অবস্থা। বন্ধ দরজার ওপাশে আটকা পড়েছে মানুষ, ধুমধাম বাড়ি পড়ছে পাল্লায়। কনফারেন্স রুমের দিকের দরজাটা প্রায় ভেঙে পড়েছে, খুব শীঘ্রি বেরিয়ে আসবে সশস্ত্র গার্ডরা।

রানাকে ছেড়ে দিল কুয়াশা। খুঁড়িয়ে সরে গেল দু'পা।

'কী করছেন আপনি?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'যা করতে চাইছ, তাতে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা ষোলো আনা,' শান্ত কণ্ঠে জানাল কুয়াশা। 'দু-দু'জন আহত মানুষকে বয়ে নিতে গেলে কেউই বেরোতে পারবে না এখান থেকে। বাইরের গার্ডরা বাধা দেবে তোমাকে, দরজা ভেঙে হামলা চালাবে ভিতরের লোক-ও। ফাঁদে পড়ে যাবে তুমি।'

'কী বলতে চান?'

'পিস্তল দাও, এদিকটা আমি কাভার দেব। বোঝা কম থাকবে তোমার, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর সোনিয়াকে নিয়ে সহজেই পালাতে পারবে।'

'না, কুয়াশা!' প্রতিবাদ করল রানা। 'আপনাকে রেখে যাব না আমি।'

'পাগলামি কোরো না!' ধমক দিল কুয়াশা। 'চারজনের চেয়ে একজনের মরা ভাল না? তা ছাড়া একা মরব না আমি, ফেনিসের মাথাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যাব।' বন্ধ দরজার দিকে ইশারা করল ও।

'প্লিজ, কুয়াশা...' অনুরোধ করবার চেষ্টা করল রানা।

এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে পিস্তল নিয়ে নিল অকুতোভয় মানুষটা। নরম গলায় বলল, 'যাও। যেতেই হবে তোমাকে। আমাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি। ফেনিসের অভিশাপ এখনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছড়িয়ে আছে পুরো দুনিয়াজুড়ে। যদি দু'জনেই মারা যাই, তা হলে সে-অভিশাপ দূর করবার মত কেউ থাকবে না।'

স্থির হয়ে রইল রানা। কী করতে চলেছে কুয়াশা, তা জানতে পেরে শ্রদ্ধায় নুয়ে আসছে মাথা। প্রিয়জন হারাবার মত ব্যথায় ভরে যাচ্ছে অন্তর। চোখ ভরে আসতে চাইছে পানিতে।

কামরা থেকে মশাল নিয়ে এল কুয়াশা। হলঘরের একপাশে আগুন ধরাতে ধরাতে চেঁচাল, 'যাও, রানা! যাও!!'

দাঁতে দাঁত পিষে ভাবাবেগ দমন করল রানা। কোমর থেকে বাড়তি পিস্তলটা বের করল, যেটা লাইব্রেরির মৃত গার্ডের কাছ থেকে এনেছে। তারপর সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মুভ!'

'কিন্তু কুয়াশা...' বলতে চেষ্টা করল সোনিয়া।

'ফুরোতে দিন,' রুক্ষ গলায় বলল রানা। 'এগোও।'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দেখতে পেল পোর্চের তলায় গাড়ির দীর্ঘ সারি। গোলমালের আভাস পেতেই বাহন নিয়ে ছুটে এসেছে বিশ্বস্ত শোফাররা, তাদের মনিবদেরকে সরিয়ে নেবার জন্য। ইঞ্জিন চালু রেখে ড্রাইভিং সিটে অপেক্ষা করছে, মুহূর্তের নোটিশে কেটে পড়বার জন্য তৈরি। সন্দেহ নেই, এদের প্রত্যেকে ফেনিসের অনুগত।

হঠাৎ বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে এল গুলিবর্ষণের শব্দ। দরজা ভেঙে ফেলেছে গার্ডের দল। বেরিয়ে আসতে চাইছে হলঘরে, গুলি করে ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখছে কুয়াশা।

একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ, তারপর আবার বাড়ির ভিতরে গোলাগুলি... হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে শোফারের দল। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল রানা। এক ঝটকায় অ্যাডমিরালকে কাঁধে তুলে নিল, তারপর তীরবেগে নামতে শুরু করল সিঁড়ি ধরে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পৌঁছে গেল প্রথম গাড়িটার কাছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝট্ করে ব্যাকডোর খুলল রানা, অ্যাডমিরালকে খড়ের তৈরি পুতুলের মত ছুঁড়ে দিল পিছনের সিটে—এখন তাঁর সুবিধে-অসুবিধের দিকে নজর দেবার সময় নেই। সোনিয়াও এসেছে পিছু পিছু, ওর জন্য দরজাটা খোলা রেখে সামনে এগিয়ে গেল। ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে ফেলল ও, ভিতরে বসা হতভম্ব শোফারের চোয়ালে বিরাশি শিক্কার একটা ঘুসি ঝাড়ল। তারপর কলার চেপে ধরে বের করে আনল ভিতর থেকে, ছুঁড়ে ফেলল বাইরে। লাফ দিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল ও। ইঞ্জিন চালুই আছে, গিয়ার বদলে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর।

টায়ার ঘর্ষণের বিচ্ছিরি শব্দ হলো, জ্যা-মুক্ত তীরের মত সামনে বাড়ল গাড়ি। দ্রুত স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা, আড়াআড়িভাবে লন পেরিয়ে এস্টেটের ফটকে পৌঁছুতে চাইছে। পিছনে গুলির শব্দ হলো, কোথায় লাগল বোঝা গেল না। হঠাৎ করে সামনে একদল গার্ড উদয় হলো, কর্ডন করবার ভঙ্গিতে এগোবার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। সবার হাতে উজি সাবমেশিনগান—ধরেছে উঁচু করে, ফায়ার করতে যাচ্ছে গাড়ির উপর।

নিচু হয়ে গেল রানা, কুঁকড়ে ফেলল শরীরকে, কিন্তু গতি কমাল না। প্রচণ্ড গতিতে কর্ডনকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ি। দু'জন পড়েছে বাম্পারের সামনে, ট্রিগার চাপার সময় পায়নি, তার বদলে আছড়ে পড়ল উইণ্ডশিল্ডের উপর। মড়মড় করে ভাঙল কাঁচ। দলা-পাকানো লাশদুটো মুহূর্তের জন্য স্থির থাকল, তারপর খসে পড়ল মাটিতে। কর্ডনের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল, সেখান দিয়ে অপ্রতিরোধ্য ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল রানা বেষ্টনী ভেদ করে।

পলায়নরত বাহনটার পিছু পিছু দৌড়াতে শুরু করল বাকি গার্ডরা, অস্ত্র তুলে ফায়ারও করছে একই সঙ্গে। গাড়ির পিছনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইস্পাতের ফুলকি উড়ল, ভেঙে পড়ল কাঁচ, গুলির আঘাতে রিয়ার-এও ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে।

'মাথা নামিয়ে রাখো!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল রানা।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটছে গাড়ি, একটু পরে পিছে ফেলে দিল পদব্রজে ছুটতে থাকা ধাওয়াকারীদের। সামনে আরও গার্ড আছে, কিন্তু গুলি করল না। গেটের ওপাশে হাজির হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী, সম্ভবত তাদের সামনে অযাচিত দৃশ্যের অবতারণা করতে চায় না। তার বদলে বন্ধ করে দিতে শুরু করল মেইন গেটের পাল্লা। ফ্লোরবোর্ডের উপর অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল রানা, গেট পুরোপুরি বন্ধ হবার আগেই পৌঁছে গেল ওখানে।

গাড়ির চেসিসের ধাক্কায় বেঁকে গেল পাল্লা, ছিটকে গেল দু'দিকে। সেই ধাক্কায় উড়ে গেল কয়েকজন গার্ড। এস্টেটের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি। রাস্তার উপর জটলা পাকিয়ে থাকা পুলিশ-সদস্যরা ঝাঁপ দিয়ে সরে গেল ওটার গতিপথ থেকে।

আচমকা একটা পুলিশ ভ্যান দেখতে পেল রানা, পার্ক করে রাখা হয়েছে ঠিক ওর মুখোমুখি। ব্রেক কষল ও, বন বন করে ঘোরাল স্টিয়ারিং। মাতালের মত ঘুরে গেল গাড়ি, কিন্তু থামল না পুরোপুরি। স্কিড করে সোজা আছড়ে পড়ল ভ্যানের গায়ে। চেসিসের ডানপাশ থেঁতলে গেল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

স্টিয়ারিঙের সঙ্গে ভীষণ এক বাড়ি খেয়েছে রানা, কপাল কেটে ঝরঝর করে নামছে রক্ত। আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল উবু হয়ে। চারপাশে হইচই শোনা গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ছুটে এল ইউনিফর্মধারী পুলিশ, ওকে টেনে-হিঁচড়ে নামাল গাড়ি থেকে। বনেটের উপর উপুড় করে ফেলা হলো ওকে, দু'হাত পিছমোড়া

www.BanglaBook.org

করে লাগিয়ে দেয়া হলো হ্যাণ্ডকাফ।

বাধা দিল না রানা। ম্যাহোনি হলের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে ও। আগুন ধরে গেছে প্রাসাদোপম বিশাল বাড়িটাতে। লেলিহান শিখায় পুড়ছে জিয়োভান্নি গুইদেরোনির আবাস... কাউন্সিল অভ ফেনিসের মিলনস্থল।

'থামো তোমরা!' শোনা গেল বাজখাঁই গলা। ধমক দিয়ে উঠেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'আমি অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, ডিরেক্টর অভ ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি। এখানকার ইনচার্জ কে? তোমাদের পুলিশ চিফের সঙ্গে কথা বলব আমি।'

পরিচয় পেয়ে সটান স্যালিউট ঠুকল পুলিশেরা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক চিরে। আর কোনও চিন্তা নেই, পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য মাঠে নেমে পড়েছেন নুমা চিফ। বুকটা হু-হু করছে শুধু কুয়াশার কথা ভেবে। ওদেরকে বাঁচাবার জন্য প্রাণ দিল আশ্চর্য, মহৎ মানুষটা।

হ্যাণ্ডকাফ খুলে দেয়া হলো। ওর পাশে এসে দাঁড়াল সোনিয়া। একই অনুভূতি কাজ করছে ওর ভিতরেও। চোখ দিয়ে নেমে আসছে অশ্রুধারা। সোনিয়াকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল রানা। দু'জনে একসাথে মাথা নোয়াল জ্বলন্ত ম্যাহোনি হলের দিকে ফিরে... এক অকুতোভয় বীরের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইশ

পরের এক মাসে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটল গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দৃশ্যপটে। বড় বড় বিভিন্ন দেশের উচ্চপদস্থ অনেকে হঠাৎ পদত্যাগ করলেন, গ্রেফতার হলেন, কিংবা প্রাণ হারালেন রহস্যময় দুর্ঘটনায়। আত্মহত্যা করলেন, এমন লোকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। বলা বাহুল্য, এর সবই ঘটল ম্যাহোনি হল থেকে রানার উদ্ধার করে আনা ডেন্টাল রেকর্ড এবং ফেনিস কাউন্সিলের তালিকার বদৌলতে। সংবাদপত্রগুলো মুখর হয়ে রইল নানা ধরনের গুজব এবং বানোয়াট কাহিনিতে, কিন্তু আসল ঘটনা জানতে পারল না সাধারণ মানুষ। মূল সত্যকে ধামাচাপা দেয়া হলো রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে।

এ-কাজে সবচেয়ে ব্যস্ত রইল আমেরিকান প্রশাসন। জনগণের কাছে সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনি দ্য থার্ড-এর মৃত্যুর বিবরণ দেয়া হলো নিয়তির নির্মম পরিহাস হিসেবে—ম্যাসাচুসেটস্ হাইওয়েতে সড়ক-দুর্ঘটনায়। ঠিক এমনই একটা দুর্ঘটনা থেকে বিশ বছর আগে রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই অকালমৃত্যুতে ব্যথিত হলো সরকার। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শোক প্রকাশের জন্য একটা বিমানে চেপে রওনা হলেন কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সেটা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ক্র্যাশ করল কলোরাডো পর্বতমালায়। জানা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল, তাতে সেক্রেটারি অভ স্টেট, নতুন জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফ, সিআইএ ডিরেক্টর, এফবিআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর-সহ বেশ ক'জন উঁচুসারির ব্যক্তিত্ব মারা গেছেন। প্রচারমাধ্যমে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল প্রেসিডেন্টের—নির্দেশ দিলেন, আগামীতে উঁচু পদের কর্মকর্তারা একসঙ্গে বিমানভ্রমণ করতে পারবেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এ-ধরনের প্রাণহানি এক অপূরণীয় ক্ষতি, ইত্যাদি ইত্যাদি। টানা সাতদিন রাষ্ট্রীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার ঘোষণা দিলেন তিনি।

ম্যাহোনি হলের অগ্নিকাণ্ড এবং তাতে জিয়োভান্নি গুইদেরোনির মৃত্যু নিয়েও নানা রকম বিবৃতি দিল সরকার। গঠন করা হলো উচ্চ-পর্যায়ের তদন্ত কমিটি। মাসশেষে তাদের দেয়া রিপোর্টে জানা গেল, থার্ড ওয়ার্ল্ড আর্মি অভ লিবারেশন অ্যাণ্ড জাস্টিস নামে একটি সংগঠন ওই ঘটনার জন্য দায়ী। এফবিআই এবং ইন্টারপোল থেকে হুলিয়া জারি করা হলো ওই সংগঠনের সদস্যদের নামে। সরকার এ-ও জানাল, জেনারেল গ্রেগরি ওয়ার্নারের হত্যাকাণ্ড আসলে ওরাই ঘটিয়েছে। জনৈক মাসুদ রানার নামে ইতিপূর্বে জারি করা হুলিয়া ফিরিয়ে নিল তারা। রাশাতেও একই ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হলো মনসুর আলী কুয়াশার ব্যাপারে।

পত্রিকাঅলারা অনেক খোঁজাখুঁজি করল এই বিশেষ দু'জন মানুষকে—তাদের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোথাও পাওয়া গেল না ওদেরকে। কেন ওদের নামে মিথ্যে অভিযোগ দেয়া হয়েছিল, কীসের ভিত্তিতে তা আবার প্রত্যাহার করে নেয়া হলো—এসব সাধারণ মানুষ জানতে পারবে না কোনোদিনই।

BanglaBook.org

ক্যারিবিয়ানের এক অজ্ঞাত দ্বীপ।

www.BanglaBook.org

কটেজের জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা। শেষ বিকেলের মোলায়েম রোদে সৈকতের বালির উপর শুয়ে আছে সোনিয়া। পরনে একটা টু-পিস বিকিনি, চোখে সানগ্লাস। পায়ের কাছে অবিশ্রান্ত আছড়ে পড়ছে ফেনাঅলা ঢেউ। রেডিও সেটের পাওয়ার অফ করে কটেজ থেকে বেরিয়ে পড়ল ও-ও। ফুসফুস ভরে টেনে নিল তাজা হাওয়া, চোখ বোলাল চারপাশে।

গত একমাস থেকে ছোট্ট এই দ্বীপে আছে ওরা—বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে। পরিস্থিতি গরম হওয়ায় রানাকে গা ঢাকা দেবার জন্য বলেছিলেন তিনি। তা ছাড়া বিশ্রামেরও প্রয়োজন ছিল ওর। চিফের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে রানা—গত কিছুদিনে নারকেল গাছে ছাওয়া ছোট্ট এই স্বর্গে ভালোবাসা, সমুদ্রস্নান আর প্রলম্বিত আড্ডা ছাড়া আর কিছুই করেনি ওরা দুজন।

পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সোনিয়া। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'কথা বলছিলাম আমার বন্ধু সোহেলের সঙ্গে,' জানাল রানা। 'ছুটি শেষ, তলব পাঠিয়েছেন আমার চিফ।' বালিতে ওর পাশে বসে পড়ল ও।

'চলে যাবে তুমি?' ধড়মড় করে উঠে বসল সোনিয়া। 'তা হলে আমার কী হবে?'

'সেটা সম্পূর্ণ তোমার উপর নির্ভর করছে। রেড ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ইটালিয়ান পুলিশ বড় ধরনের অ্যাকশন নিতে যাচ্ছে। তোমার সাহায্য চাইছে ওরা। চাইলে যেতে পারো রোমে। ভাল বেতন, সেইসঙ্গে আলাদা সিকিউরিটিও পাবে।'

'যেতে বলছ?'

'জোর দেব না, তবে এটুকু বলব—গেলে উপকৃত হবে বহু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষ। যে-দুর্ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে তোমাকে, তা আর কোনও তরুণ-তরুণীর বেলায় ঘটবে না। জেনে রেখো, শুভ যদি অশুভের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ায়, তা হলে কোনোদিনই শান্তি আসবে না পৃথিবীতে।'

একটু ভাবল সোনিয়া। 'ঠিক আছে, যাব তা হলে। আর কিছু না হোক, মি. কুয়াশার জন্য। ওঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে চাই আমি... পৃথিবীকে মুক্ত করতে চাই সন্ত্রাসের অভিশাপ থেকে।'

'একটা অদ্ভুত ব্যাপার কী, জানো?' ইতস্তত করে বলল রানা। 'সোহেল বলল, ম্যাহোনি হলের ধ্বংসস্তূপে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কুয়াশার লাশ পাওয়া যায়নি।'

'কী?' চমকে উঠল সোনিয়া। 'উনি মারা যাননি?'

'না, না, সে-কথা বলছি না। আসলে... শিয়োর হতে পারছে না কেউ। বেশ ক'টা লাশ আইডেন্টিফিকেশনের অযোগ্য অবস্থায় পাওয়া গেছে—খুব বেশি পুড়ে গেছে ওগুলো, কিংবা ইঁট-পাথরের তলায় পড়ে থেঁতলে গেছে। ওর মধ্যে থাকতে পারে কুয়াশা। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না।'

'ইশ্‌শ্‌... যদি সত্যিই বেঁচে থাকতেন!' গলা ধরে এল সোনিয়ার।

'থাক, ওর কথা ভেবে এখন আর মন খারাপ কোরো না।' ওকে জড়িয়ে ধরল রানা। 'কাল চলে যেতে হবে... আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের হাতে। চলো, এই সময়টুকু স্মরণীয় করে রাখি।'

চোখ মুছল সোনিয়া। 'কীভাবে?'

'অনেক রকম আইডিয়া আছে আমার মাথায়,' অর্থপূর্ণ কণ্ঠে বলল রানা। 'তবে সবগুলোর শুরু হচ্ছে এভাবে...'

সোনিয়াকে চুমো খেতে গেল ও। পারল না। ধাক্কা দিয়ে ওকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সরিয়ে দিল মেয়েটা। খিলখিল করে হেসে ছুটতে শুরু করল পানির দিকে। ওকে তাড়া করল রানা। পানির ধারে গিয়ে ধরে ফেলল জাপটে, দু'জনে পড়ে গেল ফেনাময় ঢেউয়ের মাঝখানে।

একটু ধস্তাধস্তি করল সোনিয়া, তারপর হার মানল। ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল রানার নিষ্ঠুর ঠোঁটজোড়া। কিন্তু থেমে গেল মাঝপথে। বিস্মিত হয়ে তাকাল দূরের নারকেল-বীথির দিকে। মিষ্টি একটা সুর ভেসে আসছে ওদিক থেকে।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল সোনিয়া।

'শুনতে পাচ্ছ?' বলল রানা। 'সরোদ বাজছে!'

'তো?'

'অস্বাভাবিক না? এই দ্বীপে অল্প ক'ঘর জেলে ছাড়া আর কেউ থাকে না। তা হলে সরোদ বাজাচ্ছে কে?'

'কী বলতে চাও?'

জবাব দিল না রানা। একটা সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ভাবছে গিয়ে দেখবে কি না কে ওই সরোদশিল্পী।

'না, যেয়ো না।' ওর মনের কথা পড়তে পেরেই যেন বলে উঠল সোনিয়া। শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ওকে। 'ভালই তো লাগছে, বাজতে দাও।'

হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। সোনিয়ার আহ্বানে সাড়া দিল ও। উত্তাল ঢেউয়ের তলায় ঢাকা পড়ে গেল দুটো শরীর। প্রকৃতিও মেতে উঠেছে যেন সরোদের সুরে।

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG